শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা

অনুবাদ, বিস্তৃত তাৎপর্য্য, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সহিত)

প্রথম খণ্ড

পণ্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্ত্তৃক

অনূদিত ও ব্যাখ্যাত।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম. এ., পি. আর. এস্., পি. এইচ্. ডি

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রকাশক

কৃষ্ণ ব্রাদার্স

২২ নং পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫

মূল্য

সাধারণ পক্ষে ১।০]

[গ্রাহক পক্ষে ১্

Published by Kali Krishna Brahma for Krishna Brothers,
22, Peara Bagan Street, Calcutta and Printed by
Samarendra Bhusan Mallik at Bani Press,
16, Hemendra Sen Street, Calcutta.

নিবেদন।

শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যেমন অনন্ত ও স্বরাট্ তন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক শাস্ত্রও তেমনি অসীম ও বিরাট্। ইহাতে তাঁহার শাস্ত্রযোনিত্বই সুপরিস্ফুট—"কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে"। সেই ঊর্দ্ধমূল বেদকাণ্ড বেদাঙ্গশাখ স্মৃতিপ্রশাখ পুরাণপর্ণ দর্শনবৃতিসুরক্ষিত অমৃতত্বফল অত্যুচ্ছ্রায় শাস্ত্রমহাদ্রুমের আবেষ্টন অল্পায়ু ক্ষীণশক্তি হীনতপাঃ কলির মানবগণের পক্ষে সুগম হইবে না ভাবিয়াই ভক্তানুকম্পাবশতঃ শ্রীভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া গীতাশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে যে পরিমাণ ধৈর্য্য, উৎসাহ, মেধা প্রভৃতি আবশ্যক সাধারণের মধ্যে সেগুলির সমবায় একান্ত দুর্ঘট। অথচ জ্ঞানপিপাসা মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিক। একমাত্র গীতাশাস্ত্রই সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সমর্থ। সকল শাস্ত্রের সার কথা, শ্রুতিমূলক শাস্ত্রের মূল উপদেশ, ইহাতেই সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ইহার ভাষার এমনই সরলতা, এমনই মধুরতা যে পড়িয়া কাহারও পর্য্যাপ্তিবোধ হয় না। ইহা এমনই পরমগম্ভীর অথচ সর্ব্বোপকারক শাস্ত্র যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, গৃহী, কর্ম্মেন্দী সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেয়। সুখের বিষয় এই গীতাশাস্ত্রের সমাদর সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে।

তবে পরিতাপের বিষয়ও এই যে লোকে গীতাবাদী হইয়া শুষ্কজ্ঞানী হইয়া পড়িতেছে। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান সবগুলিই আবশ্যক। বিনা অনুষ্ঠানে, আচারবর্জ্জিত শুষ্ক আবৃত্তিতে শাস্ত্রের প্রতি সমাদর করা হয় না এবং তাহাতে ধর্ম্ম না হওয়ায় আধ্যাত্মিকউৎকর্ষলাভও ঘটে না। কারণ শ্রুতিস্মৃতি-উপদিষ্ট শিষ্টসম্প্রদায়প্রাপ্ত আচারপরিপালনই পরম ধর্ম্ম। তাই মনু বলিয়াছেন—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ"

কিন্তু যিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও আচারবর্জ্জিত তাঁহার সেই শাস্ত্রাধ্যয়ন পণ্ড পরিশ্রম মাত্র—তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লব্ধ হয় না। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"আচারাদ্ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে"

অর্থাৎ যে দ্বিজ আচারভ্রষ্ট সে বেদাধ্যয়ন করিলেও তাহার ফলভাগী হইতে পারে না। শাস্ত্রান্তরেও তাহাই বিঘোষিত হইয়াছে—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা

যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ"

অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করা হইলেও সেই অধীত বেদ অধ্যেতার মধ্যে কোনও পবিত্রতা আধান করে না যদি সেই অধ্যেতা আচারবিহীন হয়।

শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ শিরোগৃহীত করিয়া স্ব স্ব অধিকার অনুসারে যে [illegible] ধর্ম্মের পালন
বিশেষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহাই ধর্ম্মের নিদান—তাহাই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের
ান। তাই শ্রীভগবান্ এই শাস্ত্রমধ্যেই প্রচার করিয়াছেন—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"

মনুষ্য স্ব স্ব অধিকার অনুরূপ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তবেই সিদ্ধি—মুক্তির দূরতর কারণ যে
দ্ধি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই গীতাশাস্ত্রের—গীতাশাস্ত্রের কেন, বেদ এবং বেদমূলক
া শাস্ত্রের,—সার কথা।

পরম নিঃশ্রেয়সই সকলের কাম্য—সকল শাস্ত্রের লক্ষ্য। তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইতেই সম্ভব।
ান অশুদ্ধচিত্তে উদিত হয় না। ধর্ম্ম বিনা চিত্তশুদ্ধি সম্ভব নহে। এ সমস্ত অর্ব্বাচীনের
া নহে; বেদেরই নির্দ্দেশ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রুতি বলিতেছেন "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি।
র্ম্মং পরমং বদন্তি" অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বারাই পাপক্ষয় হয়; সেই কারণেই ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ধর্ম্ম
মীমাংসাদর্শনকার মহর্ষি জৈমিনি কহিয়া দিতেছেন—"চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ
া অর্থাৎ বেদবিধি এবং বেদমূলক শাস্ত্রবিধি যাহার লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ বা জ্ঞাপক, তাদৃশ যে
বিহিত ইষ্টফলক কর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম; আর যাহা তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদ বা বেদমূলকশাস্ত্রে নিষিদ্ধ
ই অধর্ম্ম। কোন্ কর্ম্মটী ধর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্মটী অধর্ম্ম—কোন্ কর্ম্মের ফলে স্বর্গ অথবা
লক চিত্তশুদ্ধিরূপ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং কোন্ কর্ম্মের ফলে নরক এবং পাপমূলক আধ্যাত্মিক
র্ষ হয় তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। কারণ তাহা প্রমাণান্তরের
অর্থাৎ প্রমেয় নহে। আর শাস্ত্র ভগবদুক্তি বলিয়াই হউক অথবা অপৌরুষেয় বলিয়াই হউক
ান্তরের সাহায্যে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ। সেখানে শাস্ত্রবর্জ্জিত
ল্পিত যুক্তির স্থান নাই। তাদৃশ যুক্তির সাহায্যে যাহা উপস্থিত হয় তাহা ধর্ম্ম না হইয়া
ই হইয়া পড়ে। এই জন্য মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষ্যং স্যাৎ"

ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কেবলমাত্র বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র হইতেই জ্ঞেয় বলিয়া যাহা অশব্দ অর্থাৎ যাহা
নির্দ্দিষ্ট নহে তাহা অনপেক্ষ্য—উপেক্ষণীয়। এই কারণে সাম্যবাদমূলক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম হয় না—
ক যুক্তিতে অলৌকিক ধর্ম্ম নিরূপিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম অলৌকিক, কারণ তত্তৎ ক্রিয়ার সহিত
াপাদি ফলের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রত্যক্ষ অনুমানাদি কোন লৌকিক প্রমাণের
অবধারিত হয় না।

সুতরাং ধর্ম্ম যদি যথার্থই কাম্য হয় তাহা হইলে তাহা লাভ করিতে হইলে চাই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা,
বিশ্বাস—চাই মহাজনপরম্পরাগত আচারে নিষ্ঠা—চাই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে স্ব স্ব
ারানুরূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহার। ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে,
র্জ্জন করিতে হইলে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ শিরোগৃহীত করিয়া শাস্ত্রে যতটুকুতে নিজের অধিকার
ষ্ট হইয়াছে—তাহাই পরম শ্রদ্ধা সহকারে যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ

স্বীকার করিতে হইবে, ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে, বিধিনিষেধের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ, না ধর্ম্ম—না সিদ্ধি। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানং ত্বং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতে থাকে সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরমাগতি কোনটাই লাভ করিতে পারে না। অতএব কোন্‌টী কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তদ্‌বিষয়ক ব্যবস্থা অর্থাৎ নিরূপণ শাস্ত্রপ্রমাণেই জ্ঞাতব্য—শাস্ত্রবিধান জানিয়া লইয়া তদনুসারেই কর্ম্ম করণীয়।

শাস্ত্র বলিতে বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিই বুঝিতে হইবে—পরম বৈদিক সায়ন, শঙ্কর, কুমারিল, শবর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বেদ এবং বেদমূলক যে সমস্ত নিবন্ধ—স্মৃতিপুরাণাদিকে ধর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন সেইগুলিই শাস্ত্র; ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইলে সে গুলির বিধিনিষেধ অবশ্য পালনীয়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে গীতাপাঠের মূলে থাকা চাই শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া স্বাধিকারানুরূপ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা। কারণ মনে রাখিতে হইবে গীতাশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয়কারক নহে—শাস্ত্রান্তরের বিধিনিষেধের বাধক নহে, কিন্তু তাহাদেরই প্রতিষ্ঠাসাধক, মর্য্যাদাস্থাপক। এই কারণেই গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত।

এতাদৃশ যে গীতাশাস্ত্র ইহার তাৎপর্য্য প্রকাশের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যাখ্যাও ত আবশ্যক। ব্যাখ্যা করিবে কে? ব্যাখ্যা ত যত্র তত্র বহুলপরিমাণেই দৃষ্ট হয়। সকল ব্যাখ্যাই কি তুল্যরূপে আদরণীয়, সমভাবে গ্রহণীয়? পক্ষপাতবিহীন শাস্ত্রতত্ত্ববুভুৎসু সুধীগণ বলেন সম্প্রদায়রহিত অসমগ্রদর্শী অশাস্ত্রবাদীর ব্যাখ্যা শাস্ত্রতাৎপর্য্যাববোধের অনুকূল না হওয়ায় আদরণীয় নহে। সম্প্রদায়লব্ধ গুরু-শিষ্যক্রমাগত অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে ভগবৎপাদ উপনিষদ্‌ভাগের ভাষ্যে শ্রুতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতির ভাষ্যে স্মৃতিপ্রস্থান এবং বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে ন্যায়প্রস্থান বিবৃত করেন। তাঁহার ভাষ্য বর্ত্তমানে গীতার অপরাপর টীকা পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু তাহা এতই গম্ভীরার্থক যে সাধারণের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারই ভাষ্যার্থ অবলম্বনে উত্তরকালে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি বহু আচার্য্য সাধারণের পক্ষে অনায়াসবোধ্যরূপে গীতার টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সর্ব্বাতিশায়িনী। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়কল্পে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গালী রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়শাস্ত্র না পড়িলে যেমন নৈয়ায়িক্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় না সেইরূপ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতীর নব্যন্যায়োপবৃংহিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' না পড়িলে বেদান্তী হওয়া যায় না। ইনি যে কেবল শুষ্কজ্ঞানী পরম তার্কিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন তাহা নহে; কবিত্বস্রোতে, ভক্তিরসে, কৃষ্ণপ্রেমে ইঁহার হৃদয় বড়ই আর্দ্র ছিল; ভক্তিরসায়ন প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা সর্ব্বসমক্ষে সুপরিস্ফুট। গীতার টীকার মধ্যেও তাঁহার সেই ভক্তিভাব কৃষ্ণপ্রেম যত্রতত্র বহুল পরিমাণে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ইঁহার গীতার টীকার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে মূল শ্লোকের প্রত্যেক পদের—প্রত্যেক অক্ষরের সার্থকতা, তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য, মূলোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিবলে স্থাপন করিবার নিমিত্ত যে স্থলে শাস্ত্রান্তরের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইয়াছে, তথায় শাস্ত্রান্তরের সিদ্ধান্ত যাবৎপরিমাণ বক্তব্য তাহা সুনিপুণ ভাবেই দেখাইয়াছেন—দৃঢ়তর বিচারের দ্বারা মূলসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আর তাহার ফলে টীকার অংশ স্থলে স্থলে পরম-দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যাঁহারা কমলচয়নে উদ্যত তাঁহাদিগের এ যৎসামান্য কণ্টক দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। বস্তুতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬,১৭ প্রভৃতি কয়েকটী শ্লোক এবং অপরাপর স্থলেও মধ্যে মধ্যে দুই একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা সূক্ষ্ম বিচারে পূর্ণ হইলেও অন্যান্য স্থলে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা অনায়াসবোধ্য না হইলেও দুর্ব্বোধ্য নহে। যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্ববুভুৎসু তাঁহাদিগের অসহিষ্ণু, ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে কেন? কিছু আগ্রহ, উৎসাহ এবং দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে এই টীকাটী অধ্যয়ন করিলে সুধী পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন সনাতন ধর্ম্মের সকল কথাই—ষড়্দর্শন, স্মৃতিপুরাণাদির মূল তত্ত্বই তাঁহারা বিদিত হইয়াছেন। ইহাই এই টীকার বিশেষত্ব।

যে মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যা এতই অপার যে কিংবদন্তী হইয়া গিয়াছে—

"মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী"—

স্বয়ং সরস্বতীই মধুসূদনসরস্বতীর বিদ্যার পার কোথায় তাহা জানিতে পারেন—যাঁহার পাণ্ডিত্য, ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি এতই গভীর এবং দৃঢ় যে ঘটনাক্রমে—

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্‌গদাধরঃ॥"

মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপে যাইলে নবদ্বীপের তদানীন্তন প্রথিতনামা নৈয়ায়িক তর্কবাগীশ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গদাধর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন—নব্যন্যায়ের দিক্‌পালস্বরূপ উক্ত দুইজন মনীষীও স্ব স্ব বিদ্যাবত্তায় সন্দেহকাতর হইয়াছিলেন, সেই মধুসূদনসরস্বতীর গীতার টীকার বঙ্গানুবাদে মাদৃশ প্রমাদী জড়ধী ব্যক্তির পুরঃপ্রসর্পণ! সাহস বটে!!

তথাপি শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মদ্বয় অবলম্বন থাকিলে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে? দুস্তর পারাবারও সন্তরণে পার হওয়া যায়। মদীয় আচার্য্যদেব বেদান্তিপ্রবর পরমপূজ্যশ্রীচরণ শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থদেবের উপদেশই এই দুর্গম পথে আমার সম্বল। জানি না মাদৃশ অদ্রব্যে নিহিত হইয়া তাহা কতই না বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে—কতই না রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে! কারণ প্রতিবিম্বপক্ষপাতিত্বই উপাধির ধর্ম্ম; তাহা 'আধেয়ে স্বীয় দোষ সংক্রমণ করাইবেই। সহৃদয় সুধী পাঠকবর্গের নিকট সাঞ্জলিবন্ধে আমার এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা নিজগুণে সেই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইবেন। আর যদি কুত্রাপি অণুমাত্রও গুণ পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে বুঝিবেন তাহাতে আমার কোনও কৃতিত্ব নাই—তাহা তাঁহারই বিশ্বভিদ্-রশ্মিধর্ম্মা অনপিধেয় মাহাত্ম্যেরই বিকাশ।

ন্যায়ের ব্যাপ্তিপঞ্চক প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক বেদান্তাদিবিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং প্রচারক বেদান্তশাস্ত্রে সুনিপুণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অনুরোধ এই অকিঞ্চনকে এতাদৃশ কঠিন কর্ম্মে প্রণোদিত করে। তজ্জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু অনুবাদ হইলেই যে মুদ্রিত করা যায় তাহা সকল সময়ে সম্ভব নহে। এ কারণে এই অনুবাদ অনেক দিন পড়িয়া ছিল। এমন একখানি অমূল্যরত্ন জনসাধারণের নিকট গুপ্ত থাকিবে—বঙ্গভাষা ইহার প্রভা হইতে বঞ্চিত থাকিবে—ইহা ভাবিয়াই কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শাস্ত্ররসিক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ব্রহ্ম এম্ এ, পি এইচ্ ডি, পি, আর, এস্—মহোদয় ইহা জানিতে পারিয়া ইহা প্রচার করিতে পরম আগ্রহান্বিত। ইনিই দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকার অত্যন্ত দুরূহতা দেখিয়া তাহার আশা সকলের পক্ষে সুগম করিবার নিমিত্ত অতি নিপুণতাসহকারে সরলভাবে প্রশ্নোত্তররূপে 'ভাবপ্রকাশ' করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য যেমন অসাধারণ, প্রাচ্য দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার মনীষা সেইরূপ অকুণ্ঠিতা। ইঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে এবং চেষ্টায় ও পরিশ্রমে শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর গীতার টীকা বঙ্গানুবাদসমেত মুদ্রিত হইতে পারিতেছে। বর্ত্তমানযুগে ধনিকসম্প্রদায়ের যেরূপ শাস্ত্রপোষণ-পরাঙ্মুখতা, শাস্ত্রব্যসনী ব্যক্তির যেরূপ নিরন্নতা তাহাতে শাস্ত্রগ্রন্থ লোপ পাইতেই বসিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাধারণ অবস্থার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যে এই বহুল ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেছেন ইহা তাঁহার সমধিক উদারতার পরিচায়ক। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা নিরাপৎ শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই ভাবে শাস্ত্ররক্ষার আশ্রয় হইয়া শ্লাঘনীয় হইতে থাকুন। ইতি—

প্রশ্রয়াবনত

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণ নবদ্বীপ—(আন্দুল মৌড়ি)

অক্ষয়া তৃতীয়া

সন ১৩৪৫ সাল।

ভূমিকা

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বাঙ্গালী মাত্রের পরম গৌরবের সম্পদ্। ভারতবর্ষে যত প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মধুসূদন সরস্বতী তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণায় উনশিয়া গ্রামে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত হরনাথ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এখন জীবিত আছেন।

মধুসূদন বড় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই যে আমরা গৌরব অনুভব করি তাহা নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা পরম সম্পদ্ যে দর্শনশাস্ত্র এবং ঐ দর্শনশাস্ত্ররত্নাকরের সর্ব্বোজ্জ্বলরত্ন যে অদ্বৈত-বেদান্ত, সেই অদ্বৈতশাস্ত্র তাঁহার অন্তরের প্রিয়তম ধন ছিল। যখনই ভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিকদের আক্রমণ অদ্বৈতবেদান্তের উপর পতিত হইয়াছে তখনই মধুসূদন তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাজ্যোতিঃর সদ্ব্যবহার করিয়া বেদান্তসূর্য্যকে পূর্ব্বপক্ষমেঘমুক্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, সিদ্ধান্তবিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থরচনা একমাত্র মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিত এবং একনিষ্ঠ বেদান্তীর পক্ষেই সম্ভব। বুদ্ধির তত্ত্ববিষয়ে পক্ষপাত আছে। বুদ্ধি তত্ত্বাবগাহিনী হইলেই চরিতাধিকারা হইয়া যায়। সর্ব্বতত্ত্বসার অদ্বৈততত্ত্বে যে বুদ্ধির নিষ্ঠার উদয় হয়, সেই বুদ্ধিই বুদ্ধি। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তত্ত্বনিষ্ঠা জাগিলেই তাঁহার বুদ্ধির সমধিক শোভা হয়। মধুসূদনের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত অদ্বৈত বেদান্তের একনিষ্ঠ সেবক বলিয়াই পণ্ডিত সমাজে সমধিক আদরণীয় হইয়াছেন।

মধুসূদন সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ছিলেন। তিনি শুধু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, শাস্ত্রানুশীলনের চরম ও পরম ফল যে বৈরাগ্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সাধনরত হইয়াছিলেন। পরমহংসগণ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের যে মধুপানাস্বাদনে নিমগ্ন থাকেন, তিনি সেই আস্বাদন হইতেও বঞ্চিত হন নাই। তাই তিনি আদর্শ মহাপুরুষ। তিনি পণ্ডিত, তিনি তত্ত্বনিষ্ঠ, তিনি জ্ঞানী, তিনি তত্ত্বদর্শী। এত বড় মহাপুরুষ বাঙ্গালী ছিলেন ইহা ভাবিয়াই আমরা গৌরবান্বিত।

মধুসূদনের চরিত্রের আর একটী দিক্ তাঁহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তাঁহার জীবনকে ষোলকলায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তিনি যে কেবল বেদান্তের একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক ছিলেন তাহা নহে; তিনি পরম ভক্তও ছিলেন। তাঁহার অনুভবে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ ছিল না। তিনি শুধু "অদ্বৈতসিদ্ধি"র প্রণেতা নহেন, ভক্তিশাস্ত্ররত্নরাজির শ্রেষ্ঠস্থানাধিকারী "ভক্তিরসায়ন" গ্রন্থও তাঁহারই রচিত। অনুভবের উচ্চতম শিখরে আরোহন না করিলে জ্ঞান ও ভক্তির এই পবিত্র মধুর সঙ্গমে অবগাহন সম্ভব হয় বলিয়া বোধ হয় না।

মধুসূদন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির এই সমন্বয়সাধন দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই এত যত্ন করিয়া, এত আদরের সহিত সমস্তটা প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তিনি শ্রীগীতার "গূঢ়ার্থদীপিকা" নামক

টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার টীকার উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন "এতৎ সর্ব্বং ভগবতা গীতাশাস্ত্রে প্রকাশিতং। অতো ব্যাখ্যাতুমেতন্মে মন উৎসহতে ভৃশং॥ "এই সব কথা শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাই আমার মন শ্রীগীতাব্যাখ্যার জন্য বারংবার উৎসাহিত হইতেছে", শ্রীগীতার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রাণের কথা পাইয়াছেন, শ্রীগীতা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, মোক্ষসাধন পর্ব্বগুলিকে ধাপে ধাপে সাজাইয়াছেন, সকল বিরোধের সৎ মীমাংসা করিয়াছেন, নিষ্কামকর্ম্মকে মোক্ষমূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ভক্তি বিনা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, জ্ঞানীকে ভক্তশ্রেষ্ঠ, নিত্যযুক্ত এবং ভগবানের আত্মা বলিয়া শ্রীগীতা ঘোষণা করিয়াছেন, তাই শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী গীতার টীকা করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ভক্তিবিবর্জ্জিত শুষ্ক বিচারাত্মক জ্ঞান যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য জ্ঞান নহে তাহা তিনি সর্ব্বদাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিজ জীবনেও জ্ঞান ও ভক্তির সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা লোকসমক্ষে দেখাইয়াছেন। বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞান ভক্তিরসে আপ্লুত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিতেছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"॥ ভক্তির দ্বারাই পরমতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়। পরমতত্ত্বের প্রতি শুদ্ধচিত্তের যে আকর্ষণ তাহাই ভক্তি। এই আকর্ষণ ক্রমশঃ গভীর গভীরতর হইতে হইতে শেষে চিত্ত বিলয় করিয়া দেয়। তখন পরমতত্ত্বের স্বস্বরূপে স্থিতি হয় এবং সর্ব্বকরণ ও উপাধি সংযোগ রহিত হইয়া শুদ্ধরূপে স্বপ্রকাশতত্ত্ব স্ফুরিত হয়। ইহারই নাম জ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনাকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞান বলিয়া মনে করিলে অত্যন্ত ভুল হয়। নিরাবরণসুন্দর পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতিই ঔপনিষদ জ্ঞান। ইহা ত্রিগুণাতীত তত্ত্বের নিস্ত্রৈগুণ্যভাবে অনুভব। এই অনুভূতিকেই বেদান্তে জ্ঞান বলা হয়। আর রজস্তমোমলাসংস্পৃষ্ট শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট চিত্তের দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্বোপাধি পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের যে অনুভূতি তাহাই শুদ্ধা ভক্তি। সাত্ত্বিক উপাধির আবরণে অনুভব হইলে ভক্তি, আর সর্ব্বোপাধ্যতিক্রান্ত নিরাবরণসুন্দররূপে দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদশূন্য জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎ প্রকাশ হইলেই জ্ঞান। ইহাই মাত্র পার্থক্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন যে ভক্তিই জ্ঞানের সোপান—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। চিত্তে সত্ত্বোৎকর্ষ না হইলে কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। নিত্যসত্ত্বস্থ না হইলে নিস্ত্রৈগুণ্যপথে বিচরণ করা যায় না। রজস্তমোমল যেমন কাটিয়া যাইতে থাকে তেমনই সত্ত্বের উৎকর্ষ হইতে থাকে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ ততই প্রগাঢ় হইতে থাকে।

মধুসূদন সরস্বতীর গীতার টীকা একখানি অতিবৃহৎ গ্রন্থ। এই টীকাতে একটী কথারও অর্থ বাদ পড়ে নাই। এমন কি 'চ, বা, তু, হি' প্রভৃতি শব্দেরও ভাবার্থ ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে। এই টীকার ব্যাখ্যানৈপুণ্যে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অতীব উপাদেয়। সুধীবৃন্দ এই টীকার মধ্যে মধুসূদনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত না হইয়া পারেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শ্লোকগুলির টীকাতে মধুসূদন অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সমস্ত যুক্তিগুলি অতি নিপুণভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুবিস্তৃতভাবে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' 'সিদ্ধান্তবিন্দু' প্রভৃতি গ্রন্থে যে সব যুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তরূপে তাহাদের সারমর্ম

এই স্থানে মধুসূদন প্রাঞ্জলভাবে বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু পণ্ডিতগণ তৃপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে। ইহার দ্বারা দুরূহ আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদনপর যুক্তিনিচয় বুঝিবার পক্ষে সাধারণ পাঠকবৃন্দেরও যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না এবং কেবল এই অংশটুকু মাত্রই যদি তাঁহার টীকাতে সন্নিবেশিত হইত তাহা হইলেও তাঁহার এই অমূল্য দানের জন্য তিনি পাঠকবৃন্দের অশেষকৃতজ্ঞতাভাজন হইতেন। অনেক সময় এই কয়টী শ্লোকের টীকাপাঠকালে সাধারণ পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে দেখা যায়; ইহা স্বাভাবিক। সত্যই বিষয়টী অতি দুরধিগম্য; কিন্তু একটু ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে মধুসূদনের নিকট ঐ যুক্তিগুলি নখদর্পনের মত ছিল বলিয়াই তিনি এমন গম্ভীর বিষয়টীকেও যথাসম্ভব সরলভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিষয়ের গাম্ভীর্য্য নিবন্ধন যে দুরধিগম্যতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব নহে; তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা না করিয়া উহার বাহ্যাবরণেরই আলোচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। মধুসূদন বিষয়টীর অন্তরতম প্রদেশে পাঠকবৃন্দকে লইয়া গিয়াছেন এবং উহার সারমর্ম্ম তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, অথচ তাঁহার আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত এবং অতি সরল। এতাদৃশ গম্ভীর বিষয়ে এই সহজ নৈপুণ্য মধুসূদনের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেই কেবল সম্ভব হইতে পারে।

মধুসূদনের টীকার বঙ্গানুবাদ এই প্রথম বাহির হইতেছে। ইহা যে বাঙ্গালী পাঠকের কত সৌভাগ্যের বিষয় তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করা যায় না। ইহাতে যে শুধু আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে; প্রত্যেক শ্লোকের টীকার আবশ্যকীয় সমস্ত স্থানেই বিশদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। গীতার টীকার মধ্যে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্তকথাগুলিই মধুসূদন আলোচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মধুসূদন যোগদর্শনের অধিকাংশ সূত্রগুলির আলোচনা করিয়াছেন এবং সূত্রগুলিকে পর পর সাজাইয়া যোগদর্শনের তাৎপর্য্য অতিসুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদান্তের, পূর্ব্ব মীমাংসার, সাংখ্যদর্শনের এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রধান বিষয়গুলি আলোচনাপ্রসঙ্গে বহুস্থানে উত্থাপিত হইয়াছে এবং সকল স্থানেই তাহাদের তাৎপর্য্য বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই টীকাখানি যত্ন সহকারে পাঠ করিলে এই একখানি গ্রন্থ হইতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের এবং সাধনরহস্যের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অধিংকাংশই অবগত হওয়া যায়। মধুসূদন পরম ভক্ত ছিলেন। ভক্তির প্রসঙ্গ যেখানেই উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে, ভক্তিরসদ্রবীভূতচিত্ত মধুসূদনের আনন্দের আর অবধি নাই। মনে হয় মধুসূদন যেন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের সর্ব্বস্বদান করিবেন বলিয়াই গীতার টীকা লিখিতে বসিয়াছিলেন—তাই যেখানে সেখানে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, তিনি শাস্ত্রের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই টীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাই সকল শাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে মধুসূদনের টীকার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শাস্ত্রে পারদর্শিতা থাকিলেও শ্রমবিমুখ লোকের পক্ষেও ইহা সম্ভব হয় না। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয় সকল দর্শনেই বিশেষ অভিজ্ঞ। দর্শনশাস্ত্রের সকল বিভাগের পরীক্ষাগুলিতে তিনি উচ্চ সম্মানলাভ করতঃ উত্তীর্ণ হইয়া 'সপ্ততীর্থ' হইয়াছেন। কিন্তু শুধু ইহা বলিলে তাঁহার পরিচয় কিছুই দেওয়া হয় না। উপাধিগুলি তাঁহার পক্ষে উপাধি সৃষ্টি করে নাই। পাণ্ডিত্যের ফলে যে বিনয়, সরলতা প্রভৃতি

সদ্‌গুণরাজি লাভ হয়, তিনি ঐ সব গুণালঙ্কারমাধুর্য্যে বিশেষরূপে মণ্ডিত। বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের তিনি বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং তাঁহার ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য। মধুসূদনের টীকায় সন্নিবেশিত অমূল্য রত্নরাজি সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের নিকট এতদিন অপ্রাপ্য ছিল। আজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়ের অশেষ পরিশ্রমের ফলে ও অনুগ্রহে বাঙ্গালীর একটী বিশেষ অভাব দূরীকৃত হইল, এজন্য বাঙালীমাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি যাহাতে সাকাঙ্ক্ষ পাঠকগণের বুঝিবার উপযোগী হয় তাহার জন্য যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সপ্ততীর্থ মহাশয় বিস্তৃত তাৎপর্য্য দিয়াছেন, আমি নিজেও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিষয়টীর 'ভাবপ্রকাশ' এর চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে পাঠকগণ যেন বিষয়ের গাম্ভীর্য্য স্মরণ রাখেন এবং উহা পাঠকালে মনে করেন যে ঐরূপ দুরধিগম্য বিষয় উহা অপেক্ষা সহজভাবে পাইবার উপায় নাই, সুতরাং উহার বোধের জন্য যেটুকু পরিশ্রম আবশ্যক তাহা করিতেই হইবে। প্রথমবার পাঠকালে সবটুকু না বুঝা গেলেও বার বার পাঠ করিতে করিতে উহা বোধগম্য হইবে আশা করা যায়।

আমাদের আর একটা অনুরোধ, মধুসূদনের গীতার টীকার এই স্থানটী দেখিয়া যেন সাধারণ পাঠক মনে না করেন যে ইহার সর্ব্বাংশই বুঝি এইরূপ। মধুসূদনের ব্যাখ্যা যে কত সহজ অথচ কত চমৎকার তাহা অন্য যে কোনও স্থান দেখিলেই বুঝা যাইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকের "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ" অংশের ব্যাখ্যায় মধুসূদন বলিতেছেন—"যথা হি কৃপণা জনা অতিদুঃখেন ধনমর্জ্জয়ন্তঃ যৎকিঞ্চিদ্দৃষ্টসুখমাত্রলোভেন দানাদিজনিতং মহৎ সুখমনুভবিতুং ন শক্নুবন্তি আত্মানমেব বঞ্চয়ন্তি, তথা মহতা দুঃখেন কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ ক্ষুদ্রফলমাত্রলোভেন পরমানন্দানুভবেন বঞ্চিতা ইত্যহো দৌর্ভাগ্যং মৌঢ্যঞ্চ তেষামিতি কৃপণপদেন ধ্বনিতম্"। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি যেমন বহুকষ্টে ধন অর্জ্জন করিয়া সামান্য দৃষ্টসুখ মাত্রের লোভে দানাদি জনিত যে মহাসুখ তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না এবং আত্মাকেই বঞ্চিত করে, তেমনি মহাদুঃখ ভোগ করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ঐ কর্ম্মের ক্ষুদ্র ফলে লোভ করিয়া ফলেচ্ছাবিরহিতকর্ম্মানুষ্ঠানজন্য যে পরমানন্দ লাভ হয় তাহা হইতে ফলাকাঙ্ক্ষী বঞ্চিত থাকে, আহা তাহাদের কি দুর্ভাগ্য ও মূঢ়তা—ইহাই 'কৃপণ' শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

অষ্টাদশাধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে "মামেকং শরণং ব্রজ" অংশের ব্যাখ্যামধ্যে বলিতেছেন;

তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥

তত্রাদ্যং মৃদু যথা,

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ"॥

দ্বিতীয়ং মধ্যং যথা,

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

তৃতীয় মধিমাত্রং যথা,

সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনস্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥

মধুসূদন বলিতেছেন শরণাগতি তিনপ্রকার, সাধনের অভ্যাসের পরিপাকের তারতম্য বশতঃ এই ভূমিকাভেদ হয়। শরণাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয় "আমি তাঁহার"। এখানে মৃদু শরণাগতি; ইহার উদাহরণ দিতেছেন—হে নাথ, ভেদ চলিয়া গেলেও চিরকাল 'আমি তোমার', 'তুমি যে আমার'—ইহা কখনও নহে। সকলেই বলে 'সমুদ্রের তরঙ্গ'; 'তরঙ্গের সমুদ্র' কেহই বলে না।

দ্বিতীয় ভূমিতে শরণাগতি মধ্যবলযুক্ত—এখানে বোধ হয় "উনি (ভগবান্) আমার"। উদাহরণ দিতেছেন, "জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছ, ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? আমার হৃদয় হইতে যদি চলিয়া যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে মনে করিব"। এখানে ভক্ত ভগবান্কে তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বস্বধনভাবে পাইয়াছেন—ভগবান তাঁহারই, অন্য কাহারও নহে।

তৃতীয় ভূমিতে অধিমাত্র—শরণাগতির অবধি; এখানে বোধ হয় 'আমিই তিনি', ইহার উদাহরণ "এই সব, এবং আমি, পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে বাসুদেব, সবই এক, অনন্ত হৃদয়গত হইলে এইরূপ অচলা বুদ্ধি যাঁহাদের হয় তাঁহাদের ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইও (ইহা দূতের প্রতি যমের উক্তি)।"

এইরূপ কত স্থান আছে। নমুনাস্বরূপ মাত্র এই দুইটীর উল্লেখ করা হইল।

এই ব্যাখ্যার মাধুর্য্য সকলকেই মোহিত করে। সাধারণ পাঠক মধুসূদনের টীকা পাঠ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইবেন। ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সুখভোগ্য। ইহা বিচারার্থীর বিচারক্ষুধা নিবারণ করিতে, শাস্ত্রজ্ঞানাভিলাষীর জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে, রসিক ভক্তের দ্রবীভূত চিত্তকে আনন্দরসে ডুবাইতে, সাধককে সাধনরহস্যের গূঢ়ানুষ্ঠানের সংবাদ দিতে এবং সাধারণ লোকের সদ্বিষয়ে চিত্তাকর্ষণ করিতে বিশেষরূপে সমর্থ।

ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গীতাভাষ্য যত্নসহকারে আলোচনা করিয়া তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক মধুসূদন গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা লিখিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত মধুসূদন কুত্রাপি ত্যাগ করেন নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকের টীকায় 'মামেবৈষ্যসি' অংশের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি বেদান্তবাক্যজনিতেন মদ্বোধেন অত্রাত্র সংশয়ং মা কার্ষীঃ"। আমাকে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকেই প্রাপ্ত হইবে—বেদান্তবাক্যজনিত মদ্বিষয়ক বোধের দ্বারা—ইহাতে তুমি সংশয় করিও না। ইহাই মধুসূদনের অন্তরের কথা; বাসুদেবতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্বই তাঁহার নিকটে পরমতত্ত্ব, বেদান্ত মহাবাক্য হইতে যে পরমতত্ত্বের জ্ঞান হয় তাহাই এই বাসুদেবতত্ত্বের জ্ঞান। ই ভগবান্ বাসুদেবের বর্ণনা করিতে মধুসূদন বলিতেছেন—"মামেব ভগবন্তং বাসুদেবমীদৃশনন্তসৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমখিলকলাকলাপনিলয়মভিনবপঙ্কজশোভাধিকচরণকমলযুগলপ্রভমনবরতবেণুবাদননিরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানসং হেলোদ্ধৃতগোবর্দ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং" ইত্যাদি—বলিয়া যেন তৃপ্তি ই। সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের শ্রীচরণদর্শকের এইরূপই হইয়া থাকে।

দুই একটী স্থানে ভগবৎপাদের ব্যাখ্যা হইতে মধুসূদন একটু পৃথক্ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্তু সেখানেও মধুসূদন কত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। মধুসূদন বলিয়াছেন "একই

নিক্তিতে সুবর্ণ এবং গুঞ্জাফল (কুঁচ) ওজনের জন্য উঠে বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া কি উভয়ই তুল্য ?" অভিপ্রায় এই যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য লিখিয়াছেন, মধুসূদনও টীকা লিখিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কি উভয়ে তুল্য হইতে পারেন ?

মধুসূদন সমগ্র গীতাকে কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত দেখিয়াছেন,—গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ড ও অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড। গীতাকে এইভাবে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় গ্রন্থ ভাবে আলোচনা করিতে শিক্ষা দেওয়া মধুসূদনের অমূল্য দান। মধুসূদনের টীকা-পাঠের ফলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়া গীতার যথার্থ তাৎপর্য্য পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম হইলে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এতাদৃশ গৌরবান্বিত গ্রন্থের সম্পাদনভার গ্রহণ করা মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একান্ত অশোভনীয়। এই গুরুভার বহন করিতে শাস্ত্রানুশীলনে নিরন্তর রত নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতগণই সক্ষম। আমার এই অবিমৃশ্যকারিতার একমাত্র কৈফিয়ত,—আমি স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে ব্রতী হই নাই। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়েই আমি এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। কৃষ্ণনগরে থাকা কালে আমরা কয়েকজনে মিলিত হইয়া শ্রীমন্‌মধুসূদন সরস্বতীর গীতার টীকা একত্র আলোচনা করিতাম। সেই সময় এই পরম উপাদেয় টীকাটীর বঙ্গানুবাদের অভাব আমাদের সকলের চিত্তে জাগে এবং সেদিন যে প্রার্থনা আমাদের ভিতর উদয় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় শ্রীভগবানের পাদমূলে পৌছিয়াছিল; তাই সেই শুভ সম্মিলনে যাহার সূচনা হইয়াছিল, আজ এতদিনে তাহার সুযোগ ও সুবিধা তিনিই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটাইয়া দিলেন। পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে অহেতুক স্নেহ করেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদও এই কার্য্যে আমাকে প্রেরণা দান করিয়াছে। তাঁহার অমূল্য সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ লেখা হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তিনিও লোক সমাজে প্রকাশিত হইতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তাই তাঁহার কথাও বিশেষ করিয়া কিছু লেখা সম্ভব হইল না। যে দুইটী মহাপুরুষ এই গ্রন্থের মূলস্বরূপ তাঁহাদের কথা উল্লেখ না করিলে পাপভাক্ হইতে হয়, অথচ তাঁহাদের সাহায্যের কথা বলিতে গেলে তাঁহাদের অসন্তোষভাজন হইতে হয়, এই উভয়তঃপাশরজ্জু ভয়ে ভীত হইয়া কেবল উল্লেখমাত্র করিয়াই বিরত হইতে হইল। কিন্তু উহাতেও বোধ হয় ভয় কাটিল না। যেটুকু বলিলে প্রাণে শান্তি হইত তাহাও বলিতে পারিলাম না, অথচ তাঁহাদের উল্লেখমাত্রেই তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলেন, ইহাও যেন প্রাণ বলিতেছে।

আমার কার্য্যে ভ্রম, প্রমাদ এবং ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী; সহৃদয় পাঠকগণ আমার অক্ষমতা বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

অক্ষয়া তৃতীয়া
১৩৪৫ সাল।

শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

শ্রীশ্রীমধুসূদনসরস্বতী

বিরচিত-গূঢ়ার্থদীপিকাখ্যব্যাখ্যা-সম্বলিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

গূঢ়ার্থদীপিকা

ওঁ নমো নারায়ণায়

ওঁ নমঃ পরমহংসাস্বাদিতচরণকমলচিন্মকরন্দায় ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীরামচন্দ্রায়।

ভগবৎপাদভাষ্যার্থমালোচ্যাতিপ্রযত্নতঃ।
প্রায়ঃ প্রত্যক্ষরং কুর্ব্বে গীতাগূঢ়ার্থদীপিকাম্ ॥১
সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমাত্মকম্।
পরং নিঃশ্রেয়সং গীতাশাস্ত্রস্যোক্তং প্রয়োজনম্ ॥২

গূঢ়ার্থদীপিকার বঙ্গানুবাদ।

(ভূমিকা)

শ্রীমদ্‌যোগেন্দ্রদেবাঙ্‌ঘ্রিদ্বয়মব্যয়মব্যয়ম্। মৎস্বান্তধ্বান্তপাথোধিতরণির্জয়তাদ্ ভুবি ॥

ওঁ নমো নারায়ণায়। পরমহংসগণ যাঁহার চরণকমলের চিৎমকরন্দ অর্থাৎ জ্ঞানমধু আস্বাদন করিয়াছেন, ভক্তজনের মানস যাঁহার নিবাসস্থল, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।

ভগবৎপাদ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যার্থ অতিশয় যত্নসহকারে আলোচনা করিয়া গীতার প্রায় প্রত্যেক অক্ষরের গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকা করিব।১

সহেতুক সংসারের অর্থাৎ সংসারের হেতু যে অবিদ্যা সেই অবিদ্যার সহিত সংসারের অত্যন্ত উপরমাত্মক অর্থাৎ আত্যন্তিকনিবৃত্তিরূপ পরম নিঃশ্রেয়স গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন। অর্থাৎ কিরূপে এই জন্মমরণচক্ররূপ দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া শাশ্বত সুখ লাভ করা যায় তাহা প্রতিপাদন করাই গীতা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।২

সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যৎপ্রাপ্তয়ে সমারব্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মকাঃ ॥৩
কর্ম্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ।
তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ৈর্গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা ॥৪
একমেকেন ষট্‌কেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ।
কর্ম্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমান্ত্যয়োঃ ॥৫
যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তয়োরতিবিরোধতঃ।
ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্ত্তিতা ॥৬
উভয়ানুগতা সা হি সর্ব্ববিঘ্নাপনোদিনী।
কর্ম্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা ॥৭
তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্ম-তত্ত্যাগবর্ত্মনা।
ত্বংপদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তির্নিরূপ্যতে ॥৮

বিষ্ণুর সেই পরমপদ সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং পূর্ণ। কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদ তাহারই প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত, অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিরূপ পরমপুরুষার্থবিজ্ঞাপন করাই বেদের উদ্দেশ্য, কারণ সমগ্রবেদই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী, আর মুক্তিই পরম পুরুষার্থ।৩

বেদের যেরূপ যথাক্রমে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড এই তিনটী কাণ্ড আছে গীতাশাস্ত্রও সেইরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কাণ্ডত্রয়যুক্ত।৪

এই গীতাশাস্ত্রে এক একটি ষট্‌কে অর্থাৎ ছয় ছয় অধ্যায় সমষ্টিতে এক একটি কাণ্ড উপলক্ষিত অর্থাৎ নির্দ্দেশিত হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং অন্তিম এই দুইটী কাণ্ডে যথাক্রমে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা কথিত হইয়াছে।৫

তাহাদের অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা এবং জ্ঞাননিষ্ঠা এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে, সুতরাং, তাহাদের সমুচ্চয় অর্থাৎ মিলন হইতে পারে না।* এইজন্য মধ্যমকাণ্ডে ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা কথিত হইয়াছে।৬

সেই ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা সমস্ত বিঘ্নের বিনাশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা এবং জ্ঞাননিষ্ঠার মধ্যে অনুগত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা উভয়ের মধ্যে স্থিত এবং উভয়েরই উপকারক। সেই ভগবদ্‌-ভক্তিনিষ্ঠা ত্রিবিধ, যথা—কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা এবং জ্ঞানমিশ্রা।৭

তন্মধ্যে প্রথমকাণ্ডে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগরূপ উপায় দ্বারা বিশুদ্ধাত্মস্বরূপ "ত্বং" পদার্থ যুক্তিসহ নিরূপিত হইয়াছে।৮

---

* এ সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১,৩ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যার এবং অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবর্ত্মনা।
ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে ॥৯
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্।
এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্ ॥১০
প্রত্যধ্যায়ং বিশেষস্তু তত্র তত্রৈব বক্ষ্যতে।
মুক্তিসাধনপর্ব্বেদং শাস্ত্রার্থত্বেন কথ্যতে ॥১১
নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং ত্যাগাৎ কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
তত্রাপি পরমো ধর্ম্মো জপস্তুত্যাদিকং হরেঃ ॥১২
ক্ষীণপাপস্য চিত্তস্য বিবেকে যোগ্যতা যদা।
নিত্যানিত্যবিবেকস্তু জায়তে সুদৃঢ়স্তদা ॥১৩
ইহামুত্রার্থবৈরাগ্যং বশীকারাভিধং ক্রমাৎ।
ততঃ শমাদিসম্পত্ত্যা সন্ন্যাসো নিষ্ঠিতো ভবেৎ ॥১৪
এবং সর্ব্বপরিত্যাগান্মুমুক্ষা জায়তে দৃঢ়া।
ততো গুরূপসদনমুপদেশগ্রহস্ততঃ ॥১৫

দ্বিতীয়কাণ্ডে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাবর্ণনরূপ উপায়ের দ্বারা পরমানন্দভগবৎস্বরূপ যে "তৎ" পদার্থ তাহা অবধারিত হইয়াছে।৯

তৃতীয়কাণ্ডে সেই 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের একতারূপ বেদান্তমহাবাক্যার্থ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এইরূপে এই গীতাশাস্ত্রেও কাণ্ডত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে।১০

প্রতি অধ্যায়ের বিশেষ বিবরণ সেই সেই স্থলে স্পষ্টভাবে কথিত হইবে। সম্প্রতি শাস্ত্রের প্রয়োজনরূপে এই মুক্তিসাধনপর্ব্ব অর্থাৎ মুক্তির সাধনক্রম কথিত হইতেছে।১১

কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যেও ভগবান্ হরির নামজপ এবং স্তুতিপাঠপ্রভৃতিই পরম ধর্ম্ম।১২

ক্ষীণপাপ চিত্তের যখন বিবেকযোগ্যতা আসে অর্থাৎ চিত্তের পাপ ক্ষয় হইলে যখন বিবেকবুদ্ধির উদয় হয়, তখন নিত্য ও অনিত্যবস্তুর বিবেক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান সুদৃঢ় হয়।১৩

ক্রমে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে "বশীকার" নামে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাহার পর শমদমাদি-সাধনসম্পত্তিবলে সন্ন্যাস পরিনিষ্ঠিত হইয়া থাকে।১৪ *

সন্ন্যাসদ্বারা সমস্ত পরিত্যক্ত হইলে অত্যন্ত দৃঢ় মুমুক্ষা জন্মিয়া থাকে। তাহার পর গুরুর উপসদন অর্থাৎ সদ্গুরুপ্রাপ্তি এবং তাহার পর উপদেশলাভ হইয়া থাকে।১৫

---

* বৈরাগ্য প্রথমতঃ দুইপ্রকার, যথা—পর ও অপর। অপর আবার চারিপ্রকার, যথা—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার। এতজ্জন্য পাতঞ্জলদর্শন দ্রষ্টব্য।

ততঃ সন্দেহহানায় বেদান্তশ্রবণাদিকম্।
সর্ব্বমুত্তরমীমাংসাশাস্ত্রমত্রোপযুজ্যতে ॥১৬

ততস্তৎপরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা।
যোগশাস্ত্রস্তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥১৭

ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাত্তত্ত্বমতির্ভবেৎ।
সাক্ষাৎকারো নির্ব্বিকল্পঃ শব্দাদেবোপজায়তে ॥১৮

অবিদ্যাবিনিবৃত্তিস্তু তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ভবেৎ।
তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশয়ৌ ॥১৯

অনারব্ধানি কর্ম্মাণি নশ্যন্ত্যেব সমন্ততঃ।
ন ত্বাগামীনি জায়ন্তে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ ॥২০

তদনন্তর সন্দেহনিবৃত্তির জন্য বেদান্তের (আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক উপনিষদ্ বাক্যের) শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক হয়। তখন সমগ্র উত্তরমীমাংসাশাস্ত্র এই বিষয়ে উপযোগী হইয়া থাকে।১৬

অনন্তর অর্থাৎ বেদান্তশ্রবণ ও মননের পরিপক্বতা হইলে তাহার নিদিধ্যাসনে নিষ্ঠা আসে তখন এই স্থলে সমগ্র যোগশাস্ত্র উপক্ষীণ হইয়া যায় অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধিপ্রতিপাদক যোগশাস্ত্র প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।১৭

এইরূপে চিত্তের দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে "তত্ত্বমসি"রূপ বেদান্তমহাবাক্য হইতে তত্ত্বমতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপে শব্দপ্রমাণ "তত্ত্বমসি" বাক্য হইতেই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।১৮ *

তত্ত্বজ্ঞানের উদয়েই অবিদ্যার সম্যক্‌নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যার আবরণশক্তির ক্ষয় হইলে অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিরূপ ভ্রম ও সংশয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১৯ †

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অনারব্ধ কর্ম্ম সকল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর ভবিষ্যৎ কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না।২০

---

* এতদ্দ্বারা পদ্মপাদের শব্দাপরোক্ষবাদই সিদ্ধান্তরূপে কথিত হইল। শব্দপরোক্ষবাদ বাচস্পতিমিশ্রের মত ২।২৯, ৫।১৬ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ দ্রষ্টব্য। নির্ব্বিকল্পব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আলোচনা ৩।১৮, ৭।১ প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় করা হইয়াছে।

† অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির বিষয় ৫।১৬, ৭।১৪ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রারব্ধকর্ম্মবিক্ষেপাদ্বাসনা তু ন নশ্যতি।
সা সর্ব্বতো বলবতা সংযমেনোপশাম্যতি ॥২১
সংযমো ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি যৎ ত্রিকম্
যমাদিপঞ্চকং পূর্ব্বং তদর্থমুপযুজ্যতে ॥২২
ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ তু সমাধিঃ সিধ্যতি দ্রুতম্।
ততো ভবেন্মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ ॥২৩
তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় ইত্যপি।
যুগপত্ত্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবন্মুক্তির্দৃঢ়া ভবেৎ ॥২৪
বিদ্বৎসন্ন্যাসকথনমেতদর্থং শ্রুতৌ কৃতম্।
প্রাগসিদ্ধো য এবাংশো যত্নঃ স্যাত্তস্য সাধনে ॥২৫
নিরুদ্ধে চেতসি পুরা সবিকল্পসমাধিনা।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্তু ভবেদত্র ত্রিভূমিকঃ ॥২৬

প্রারব্ধ কর্ম্মের বিক্ষেপবশতঃ অর্থাৎ কার্য্যকারিতানিবন্ধন বাসনার নাশ হয় না; সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সংযমদ্বারাই সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।২১

ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই যে ত্রিক অর্থাৎ এই তিনের যে সমষ্টি, তাহাকে সংযম বলে। যমাদি পঞ্চক অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার, এই পাঁচটী প্রথমতঃ তাহাদের জন্য আবশ্যক, অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির জন্য আবশ্যক হয়। যম আদি পাঁচটি অভ্যস্ত হইলে ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি উৎপন্ন হয় বলিয়া যমাদি পঞ্চককে ধারণাদিত্রয়ের উপযোগী বলা হয়।২২ *

কিন্তু ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে শীঘ্র সমাধি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইতে মনের নাশ এবং বাসনার ক্ষয় হয়।২৩

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয়—এই তিনটি যুগপৎ অভ্যস্ত হইলে জীবন্মুক্তি দৃঢ় হয়।২৪

ইহার জন্যই শ্রুতিতে বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে। (কারণ) যে অংশ পূর্ব্বে অসিদ্ধ, অর্থাৎ উক্ত তিনটির মধ্যে যেটী সুদৃঢ় না হয়, তাহারই সাধনে যত্ন হইয়া থাকে।২৫ †

প্রথমে সবিকল্পসমাধিবলে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তাদৃশ চিত্তে ত্রিভূমিক অর্থাৎ তিনটি ভূমিযুক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে।২৬ ‡

* বিস্তৃত আলোচনা ৪।২৬, ২৭, ২৮ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় এবং অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

† সন্ন্যাস দুইপ্রকার, যথা—মুখ্য ও গৌণ। তন্মধ্যে মুখ্যসন্ন্যাস বিদ্বৎ ও বিবিদিষা ভেদে দ্বিবিধ এবং গৌণটী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করা হইয়াছে।

‡ বিস্তৃত আলোচনা ৪।২৬, ২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্যুত্তিষ্ঠতে স্বতস্ত্বাদ্যে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ।
অন্তে ব্যুত্তিষ্ঠতে নৈব সদা ভবতি তন্ময়ঃ ॥২৭
এবম্ভূতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদ্বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্।
গুণাতীতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো বিষ্ণুভক্তশ্চ কথ্যতে ॥২৮
অতিবর্ণাশ্রমী জীবন্মুক্ত আত্মরতিস্তথা।
এতস্য কৃতকৃত্যত্বাৎ শাস্ত্রমস্মান্নিবর্ত্ততে ॥২৯
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৩০
ইত্যাদিশ্রুতিমানেন কায়েন মনসা গিরা।
সর্ব্বাবস্থাসু ভগবদ্ভক্তিরত্রোপযুজ্যতে ॥৩১
পূর্ব্বভূমৌ কৃতা ভক্তিরুত্তরাং ভূমিমানয়েৎ।
অন্যথা বিঘ্নবাহুল্যাৎ ফলসিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা ॥৩২

আদ্যে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক সমাধির প্রথমভূমিতে স্বতঃই ব্যুত্থান হয়, নির্ব্বিকল্পক সমাধির দ্বিতীয়ভূমিতে পরবোধিত হইয়া অর্থাৎ অপরের দ্বারা বোধিত হইয়া ব্যুত্থান হয় এবং অন্ত্য অর্থাৎ শেষ ভূমিতে আর ব্যুত্থান হয়ই না; তখন সাধক নিয়তই তন্ময় হইয়া থাকেন।২৭

যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ হন, তিনি ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে বরিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে গুণাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং বিষ্ণুভক্ত বলা হয়।২৮

তিনি অতিবর্ণাশ্রমী অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অতীত, তিনি জীবন্মুক্ত এবং আত্মরতি অর্থাৎ আত্মারাম (বহির্মুখতাবর্জ্জিত অন্তর্মুখ) পুরুষ। ইনি কৃতকৃত্য বলিয়া শাস্ত্র ইঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই বলিয়া শাস্ত্রীয় বিধি তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য নহে।২৯

"দেবতায় যাঁহার পরমা ভক্তি আছে, যেমন দেবতায় সেইরূপ গুরুর প্রতিও যাঁর অচলা ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকটই এই কথিত বিষয় সকল প্রকাশিত হয়"—।৩০

এই শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিবাক্য হইতে এবং এইরূপ অপরাপর শ্রুতি প্রমাণ হইতে বুঝা যায় যে, এইরূপ স্থলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ভগবদ্‌ভক্তির উপযোগিতা আছে।৩১

পূর্ব্বভূমিতে ভগবানে ভক্তি হইলে সেই ভক্তি উত্তরভূমিতে অর্থাৎ পরবর্ত্তী অবস্থাতে উপনীত করাইয়া দেয়। তাহা না হইলে বিঘ্নবাহুল্যবশতঃ ফলসিদ্ধি অতি দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে।৩২ *

---

* ২৭ শ্লোকে এই ভূমির কথা বলা হইয়াছে।

ভ্যাসেন তেনৈব ভ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ ইত্যাদি চ বচো হরেঃ ॥৩৩
যদি প্রাগ্‌ভবসংস্কারস্যাচিন্ত্যত্বাৎ তু কশ্চন।
প্রাগেব কৃতকৃত্যঃ স্যাদাকাশফলপাতবৎ ॥৩৪
ন তং প্রতি কৃতার্থত্বাচ্ছাস্ত্রমারব্ধুমিষ্যতে।
প্রাক্‌সিদ্ধসাধনাভ্যাসাদ্ দুর্জ্ঞেয়া ভগবৎকৃপা ॥৩৫
এবং প্রাগ্‌ভূমিসিদ্ধাবপ্যুত্তরোত্তরভূময়ে।
বিধেয়া ভগবদ্ভক্তিস্তাং বিনা সা ন সিধ্যতি ॥৩৬
জীবন্মুক্তিদশায়াস্তু ন ভক্তেঃ ফলকল্পনা।
অদ্বেষ্টৃত্বাদিবত্তেষাং স্বভাবো ভজনং হরেঃ ॥৩৭
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৩৮

অনেক মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই পূর্ব্ব অভ্যাসবশে অবশ হইলেও অর্থাৎ মোক্ষার্থ যত্নশীল না হইলেও মোক্ষপথে নীত হইয়া থাকেন এবং অনেকজন্মসংসিদ্ধ হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি (৬।৪৪) ভগবদ্‌বাক্যই ইহার প্রমাণ।৩৩

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অচিন্তনীয় বলিয়া যদি কেহ আকাশ হইতে ফলপাতের ন্যায় পূর্ব্বেই কৃতকত্য হন অর্থাৎ বিনা কারণে যদি আকাশ হইতে ফল পড়ে, তাহা পাইয়া লোকে যেমন কৃতকৃত্য হয়, সেইরূপ বিনা অভ্যাসে যদি কাহারও পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র আর সেই ব্যক্তির জন্য আরব্ধ হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্র সেখানে কৃতার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রয়োজন সেখানে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ মোক্ষমার্গের অধিকার সম্পাদন করাই সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন। পূর্ব্বসিদ্ধ সাধনার অভ্যাসে ভগবানের যে কৃপা হয়, তাহা দুর্জ্ঞেয়। ৩৪-৩৫ *

এইরূপে পূর্ব্বভূমি সিদ্ধ হইলেও উত্তরোত্তর ভূমির জন্য ভগবদ্‌ভক্তি বিধেয় হয়, যেহেতু তাহা বিনা অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তি ব্যতীত সেই উত্তরোত্তর ভূমি সিদ্ধ হইতে পারে না।৩৬

তবে জীবন্মুক্তি অবস্থায় আর ভক্তির ফল কল্পনা করা হয় না; কারণ, অদ্বেষ্টৃত্বাদির ন্যায় হরিভজনও তাঁহাদের স্বভাব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অপরের প্রতি দ্বেষাদি না করা—ইহা যেমন বিনা ফলাভিসন্ধিতেই তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে, ভগবদ্‌ভক্তি সম্বন্ধেও তাঁহাদের ভাব সেইরূপ হইয়া থাকে।৩৭

আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ অর্থাৎ বন্ধনবিহীন হইলেও জীবন্মুক্তিদশায় ভগবানের প্রতি অহৈতুকী (ফলেচ্ছারহিত) ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবানের মাহাত্ম্যই এইরূপ; অর্থাৎ জীব জীবন্মুক্তিলাভ করিলেও ভগবদ্‌ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না।৩৮ †

---

* এতদ্বারা বলা হইল সাধন না করিলে জীবের উপর ভগবানের দয়া হয় না। † ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
ইত্যাদিবচনাৎ প্রেমভক্তোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥৩৯
এতৎ সর্ব্বং ভগবতা গীতাশাস্ত্রে প্রকাশিতম্।
অতো ব্যাখ্যাতুমেতন্মে মন উৎসহতে ভৃশম্ ॥৪০
নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং মূলং মোক্ষস্য কীর্ত্তিতম্।
শোকাদিরাসুরঃ পাপ্মা তস্য চ প্রতিবন্ধকঃ ॥৪১
যতঃ স্বধর্ম্মবিভ্রংশঃ প্রতিষিদ্ধস্য সেবনম্।
ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বা বা সাহঙ্কারা ক্রিয়া ভবেৎ ॥৪২
আবিষ্টঃ পুরুষো নিত্যমেবমাসুরপাপ্মভিঃ।
পুমর্থলাভাযোগ্যঃ সন্ লভতে দুঃখসন্ততিম্ ॥৪৩
দুঃখং স্বভাবতো দ্বেষ্যং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
অতস্তৎসাধনং ত্যাজ্যং শোকমোহাদিকং সদা ॥৪৪

তাঁহাদের (ভক্তদের) মধ্যে যিনি জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি অর্থাৎ অনন্যভক্তি, তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন—ইত্যাদি প্রকার ভগবদ্বাক্য অনুসারে বলা হয় যে, এই প্রেমভক্তই মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।৩৯

ভগবান্ গীতাশাস্ত্রমধ্যে এই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য ইহার ব্যাখ্যা করিতে আমার মন অত্যন্ত উৎসাহিত হইতেছে।৪০

নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান মোক্ষের মূল কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আর শোকাদি আসুর (অসুরজনোচিত) পাপ তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ('অসুষু রমণাৎ অসুরঃ' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে অসুর বলিতে এখানে ঐহিকসর্ব্বস্ব দেহাত্মবাদী)।৪১

ইহা হইতে অর্থাৎ শোকাদি আসুর (দেহাত্মবাদিজনসুলভ) পাপ হইতে লোকের স্বধর্ম্ম-বিভ্রংশ হয় এবং প্রতিষিদ্ধের অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, আর সেই ক্রিয়া ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কিংবা অহঙ্কারবিজড়িতই হইয়া থাকে।৪২

মানব নিয়তই সেই আসুর পাপরাশির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া থাকে ও পুরুষার্থলাভের অযোগ্য হইয়া দুঃখসন্ততি অর্থাৎ দুঃখধারা লাভ করিতে থাকে।৪৩

এই জগতে সমস্ত প্রাণীর নিকটেই দুঃখ স্বভাবতঃ দ্বেষ্য, এইজন্য দুঃখের সাধন (হেতুস্বরূপ) যে শোকমোহাদি, তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।৪৪

অনাদিভবসন্তাননিরূঢ়ং দুঃখকারণম্।
দুস্ত্যজং শোকমোহাদি কেনোপায়েন হীয়তাম্ ॥৪৫
এবমাকাঙ্ক্ষয়াবিষ্টং পুরুষার্থোন্মুখং নরম্।
বুবোধয়িষুরাহেদং ভগবান্ শাস্ত্রমুত্তমম্ ॥৪৬

তত্র "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা শোকমোহাদিসর্ব্বাসুরপাপ্মনিবৃত্ত্যু-পায়োপদেশেন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুরুষার্থঃ প্রাপ্যতামিতি ভগবদুপদেশঃ সর্ব্বসাধারণঃ। ৪৭ ভগবদর্জ্জুনসংবাদরূপা চাখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদিবদ্ উপনিষৎসু।৪৮ কথং প্রসিদ্ধমহানুভাবোঽপি অর্জ্জুনো রাজ্যগুরুপুত্ত্রাদিষু "অহমেষাং মমৈতে" ইত্যেবম্প্রত্যয়নিমিত্তস্নেহনিমিত্তাভ্যাং শোকমোহাভ্যাম্ অভিভূতবিবেক-বিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্ যুদ্ধাদ্ উপররাম, পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদি ক্ষত্রিয়ং প্রতি প্রতিষিদ্ধং কর্ত্তুং প্রববৃতে, তথা চ মহতি অনর্থে মগ্নঃ

যাহা অনাদি ভবসন্তানে অর্থাৎ সংসারপ্রবাহে বদ্ধমূল সেই দুঃখের কারণ যে শোকমোহাদি, যাহা দুস্ত্যজ অর্থাৎ যাহাকে অতি কষ্টেই ত্যাগ করা যায়, তাহা কি উপায়ে পরিত্যক্ত হইবে?—৪৫

এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় (জিজ্ঞাসায়) যে লোক আবিষ্ট এবং যে পুরুষার্থলোভের জন্য উন্মুখ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুঃখের সাধন শোকমোহাদি পরিত্যাগের জন্য এবং পুরুষার্থলাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক, তাহাকে বুঝাইবার ইচ্ছায় ভগবান্ এই উত্তম শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।৪৬

(উপক্রমণিকা)

সেই গীতাশাস্ত্রে "তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোক করিতেছ" (২।১১) ইত্যাদি শ্লোকে শোকমোহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আসুরপাপনিবৃত্তির উপায় উপদিষ্ট হওয়ায়—স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষার্থ লাভ কর—(অর্জ্জুনের প্রতি) এই প্রকার যে ভগবদুপদেশ, তাহা সমস্ত লোকের পক্ষে সাধারণ অর্থাৎ সকল জীবের জন্যই সেই উপদেশবাণী কথিত হইয়াছে। (কারণ, অর্জ্জুন যেরূপ শোকমোহাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন, জীবগণও সেইরূপ শোক-মোহাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়। শোকমোহাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিপন্থী)।৪৭ এই শাস্ত্রে ভগবান্ এবং অর্জ্জুনের পরস্পর কথাবার্ত্তারূপ যে আখ্যায়িকা, তাহা (বৃহদারণ্যক) উপনিষদের জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য অবলম্বিত হইয়াছে।৪৮ কারণ, প্রসিদ্ধমহানুভাব অর্থাৎ প্রসিদ্ধমহিমসম্পন্ন অর্জ্জুনও রাজ্য, গুরু, পুত্র ও মিত্রাদিতে "আমি ইঁহাদের এবং "ইঁহারা আমার"—এই প্রকার অহম্প্রত্যয়জন্য যে স্নেহ এবং সেই স্নেহজন্য যে শোক ও মোহ, তাহার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবুদ্ধিবিহীন হইয়া ক্ষত্রিয়ের যাহা ধর্ম্ম সেই যুদ্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ (সুতরাং অধর্ম্ম) সেই ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণরূপ পরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি

অভূৎ, ভগবদুপদেশাচ্চ ইমাং বিদ্যাং লব্ধ্বা শোকমোহৌ অপনীয় পুনঃ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তঃ কৃতকৃত্যো বভূব ইতি প্রশস্ততরেয়ং মহাপ্রয়োজনা বিদ্যেতি স্তূয়তে ।৪৯ অর্জ্জুনোপদেশেন চ উপদেশাধিকারী দর্শিতঃ। তথা চ ব্যাখ্যাস্যতে।৫০ স্বধর্ম্মপ্রবৃত্তৌ জাতায়ামপি তৎপ্রচ্যুতিহেতুভূতৌ শোকমোহৌ—“কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে” ইত্যাদিনা অর্জ্জুনেন দর্শিতৌ। অর্জ্জুনস্য যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে বিনাপি বিবেকং কিন্নিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি—“দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্” ইত্যাদিনা পরসৈন্যচেষ্টিতং তন্নিমিত্তম্ উক্তম্। তদুপোদ্‌ঘাতত্বেন ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নঃ সঞ্জয়ং প্রতি “ধর্ম্মক্ষেত্রে” ইত্যাদিনা শ্লোকেন ।৫১ অত্র “ধৃতরাষ্ট্র উবাচ” ইতি বৈশম্পায়নবাক্যং জনমেজয়ং প্রতি। পাণ্ডবানাং জয়কারণং বহুবিধং পূর্ব্বম্ আকর্ণ্য স্বপুত্ররাজ্যভ্রংশাদ্ ভীতো ধৃতরাষ্ট্রঃ পপ্রচ্ছ স্বপুত্রজয়কারণম্ আশংসন্ ।৫২

মহান্ অনর্থে নিমগ্ন হইয়াছিলেন এবং ভগবানের উপদেশেই এই বিদ্যালাভ করিয়া শোক ও মোহ দূরীভূত করিয়া পুনরায় নিজধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। এইজন্য এই বিদ্যা প্রশস্ততরা এবং মহাপ্রয়োজনা অর্থাৎ ইহার প্রয়োজন অতি মহৎ। এইরূপে এই বিদ্যার স্তুতি (প্রশংসা) করা হইতেছে। (কারণ অর্জ্জুনের মত ব্যক্তি যে মোহে অভিভূত হন তাহা বড় সাধারণ মোহ নহে এবং যে উপদেশে সেই মোহের নিবৃত্তি হয় তাহাও সামান্য নহে। আর এই গীতাশাস্ত্রেই সেই উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা অতি প্রশস্ত) ।৪৯ এস্থলে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হওয়ায় এই উপদেশের অধিকারী কে, তাহাও প্রদর্শিত হইল। এইরূপই পরবর্ত্তী গ্রন্থে (২।৬ শ্লোকে) ব্যাখ্যা করা যাইবে।৫০ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কারণই যে শোক এবং মোহ, তাহা অর্জ্জুন “আমি ভীষ্মকে যুদ্ধে কিরূপে” (২।৪) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর যুদ্ধনামক স্বধর্ম্মে যে অর্জ্জুনের বিবেকজ্ঞান ব্যতীতই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহার নিমিত্ত কি? পর-সৈন্যের চেষ্টাই যে তাহার হেতু, ইহা “পাণ্ডবগণের সৈন্য দেখিয়া” (১।২) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বলা হইয়াছে অর্থাৎ শত্রু সৈন্যের চেষ্টাই (যুদ্ধোদ্যোগই) তাহার হেতু,—বিবেকজ্ঞানজন্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তাহার হেতু নহে। তাহারই উপোদঘাত অর্থাৎ ভূমিকাস্বরূপে “ধর্ম্মক্ষেত্রে” ইত্যাদি শ্লোকে সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।৫১ এখানে “ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন” এই বাক্যটী জনমেজয়ের প্রতি বৈশম্পায়নের উক্তি। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমতঃ পাণ্ডবগণের জয়ের বহুপ্রকার কারণ শুনিয়া, নিজপুত্রের রাজ্যবিচ্যুতি ভয়ে ভীত হইয়া, স্বপুত্রের হয়ত জয় হইতে পারে এই আশায় জিজ্ঞাসা করিলেন।৫২ *

---

* এই উপক্রমণিকামধ্যে গীতাশাস্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় অর্থাৎ বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী এবং সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩, ৪০ ও ৪১ বাক্যে এই গীতাশাস্ত্রের বিষয়, ৪৮ বাক্যে ইহার সম্বন্ধ, ২ ও ৪৯ বাক্যে ইহার প্রয়োজন ও ৫০ বাক্যে ইহার অধিকারীর পরিচয়প্রদান করা হইয়াছে। ৪৮ বাক্যে এই গীতাশাস্ত্রকে উপনিষদের আধ্যাত্মিকাস্বরূপ বলায় এই গীতাশাস্ত্র সম্ভবতঃ ব্যাসের সময় কোন বেদের অংশবিশেষ ছিল বলা হইল। আর কুরুক্ষেত্রসমরে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই বেদাংশ দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ঐতিহাসিকতাও কথিত হয়। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বেদমধ্যে কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ ও

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়! ॥১

অন্বয়ঃ—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—হে সঞ্জয়! যুযুৎসবঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চ কিম্ অকুর্ব্বত। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—হে সঞ্জয়! প্রথমে যুদ্ধাভিলাষী হইলেও ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া অস্মৎপক্ষীয়গণ এবং পাণ্ডবগণ কি করিল?

[ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—] পূর্ব্বং "যুযুৎসবো" যোদ্ধুমিচ্ছবোঽপি সন্তঃ "কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ" সঙ্গতাঃ "মামকাঃ" মদীয়া দুর্য্যোধনাদয়ঃ "পাণ্ডবাশ্চ" যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ "কিম্ অকুর্ব্বত" কিং কৃতবন্তঃ? কিং পূর্ব্বোদ্ভূতযুযুৎসানুসারেণ যুদ্ধমেব কৃতবন্তঃ, উত কেনচিৎ নিমিত্তেন যুযুৎসানিবৃত্ত্যা অন্যদেব কিঞ্চিৎ কৃতবন্তঃ? ভীষ্মার্জ্জুনাদিবীর-পুরুষনিমিত্তং দৃষ্টভয়ং যুযুৎসানিবৃত্তিকারণং প্রসিদ্ধমেব, অদৃষ্টভয়মপি দর্শয়িতুমাহ—"ধর্ম্মক্ষেত্রে" ইতি।৫৩ ধর্ম্মস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানস্য উৎপত্তেঃ, বিদ্যমানস্য চ বৃদ্ধের্ন্নিমিত্তং শস্যস্যেব ক্ষেত্রং যৎ কুরুক্ষেত্রং সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্।৫৪

"বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং
দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" ইতি জাবালশ্রুতেঃ,
"কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনং" ইতি শতপথশ্রুতেশ্চ।৫৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—প্রথমে **যুযুৎসবঃ** অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও **কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ**=কুরুক্ষেত্রে সমবেত অর্থাৎ মিলিত **মামকাঃ**—অস্মৎপক্ষীয় দুর্য্যোধনাদিগণ এবং **পাণ্ডবাশ্চ**—যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুনন্দনগণ, **কিম্ অকুর্ব্বত**=কি করিয়াছিল? তাহারা কি পূর্ব্বোৎপন্ন যুদ্ধেচ্ছা অনুসারে যুদ্ধই করিয়াছিল? অথবা কোনও কারণবশতঃ যুদ্ধেচ্ছা নিবৃত্ত হওয়ায় অন্য কিছু করিয়াছিল? ভীষ্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরপুরুষজনিত দৃষ্টভয় যে যুদ্ধেচ্ছানিবৃত্তির কারণ—ইহা প্রসিদ্ধ। আর অদৃষ্টভয়ও যে আছে, তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—"**ধর্ম্মক্ষেত্রে**" ইত্যাদি।৫৩ ক্ষেত্র যেমন অনুৎপন্ন শস্যের উৎপত্তি ও উৎপন্ন শস্যের বৃদ্ধির কারণ সেইরূপ অনুৎপন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উৎপন্ন ধর্ম্মের বৃদ্ধির কারণস্বরূপ সমস্ত শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ যে কুরুক্ষেত্র।৫৪ জাবালশ্রুতিতে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র দেবপ্রকৃতিকগণের দেবযজন অর্থাৎ যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান ভূমি এবং তাহা সমস্ত জীবের পক্ষেই ব্রহ্মসদন অর্থাৎ যজ্ঞভূমি বলিয়া ইষ্টপ্রাপ্তির কারণ"। "কুরুক্ষেত্রই দেবযজন অর্থাৎ দেবগণের যজ্ঞভূমি বা ধর্ম্মভূমি"—এইরূপ শতপথ ব্রাহ্মণেও কথিত হইয়াছে।৫৫

ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির আখ্যায়িকা আছে দেখা যায়। গীতাটী দেখা যায় না বলিয়া ইহা ব্যাসের সময় বিলুপ্ত বেদাংশ ছিল বলিয়া মনে হয়। ইতিহাস অবলম্বনে বেদার্থ ই ব্যাসদেব মহাভারতমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ—পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা তদা তু আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য রাজা দুর্য্যোধনঃ বচনম্ অব্রবীৎ অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন—রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে যাইয়া বলিতে লাগিলেন।২

তস্মিন্ গতাঃ পাণ্ডবাঃ পূর্ব্বমেব ধার্ম্মিকা যদি পক্ষদ্বয়হিংসানিমিত্তাৎ অধর্ম্মাদ্ ভীতা নিবর্ত্তেরন্, ততঃ প্রাপ্তরাজ্যা এব মৎপুত্রাঃ, অথবা ধর্ম্মক্ষেত্রমাহাত্ম্যেন পাপানামপি মৎপুত্রাণাং কদাচিৎ চিত্তপ্রসাদঃ স্যাৎ, তদা চ তে অনুতপ্তাঃ প্রাক্‌কপটোপাত্তং রাজ্যং পাণ্ডবেভ্যো যদি দদ্যুঃ, তর্হি বিনাপি যুদ্ধং হতা এবেতি, স্বপুত্ররাজ্যলাভে পাণ্ডব-রাজ্যালাভে চ দৃঢ়তরম্ উপায়ম্ অপশ্যতো মহানুদ্বেগ এব প্রশ্নবীজম্। ৫৬ "সঞ্জয়" ইতি চ সম্বোধনং, রাগদ্বেষাদিদোষান্ সম্যগ্‌জিতবান্ অসি ইতি কৃত্বা নির্ব্ব্যাজমেব কথনীয়ং ত্বয়া—ইতি সূচনার্থম্ ।৫৭ "মামকাঃ কিম্ অকুর্ব্বত" ইতি এতাবতৈব প্রশ্ননির্ব্বাহে "পাণ্ডবাশ্চে"তি পৃথক্ নির্দ্দিশন্ পাণ্ডবেষু মমকারাভাবপ্রদর্শনেন তদ্‌দ্রোহম্ অভিব্যনক্তি ॥৫৮ ॥১

পাণ্ডবগণ প্রথমাবধি ধার্ম্মিক বলিয়া সেই কুরুক্ষেত্রে গিয়া উভয়পক্ষের হিংসাজন্য অধর্ম্ম হইতে ভীত হইয়া যদি (যুদ্ধ হইতে) নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমার পুত্রগণ রাজ্য অবশ্যই পাইয়াছে। কিংবা আমার পুত্রগণ পাপী হইলেও ধর্ম্মক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে যদি কখনও তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নিষ্পাপ হয় তাহা হইলে তাহারা অনুতপ্ত হইয়া পূর্ব্বে কপটতা দ্বারা যে রাজ্য লাভ করিয়াছিল তাহা যদি পাণ্ডবগণকে প্রদান করে, তাহা হইলে যুদ্ধ বিনাই তাহারা অবশ্যই নষ্ট হইল। এইরূপে নিজ পুত্রগণের রাজ্যলাভ সম্বন্ধে এবং পাণ্ডবগণের রাজ্যের অপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও নিশ্চিত উপায় না দেখিয়া তাঁহার যে গুরুতর উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিবার বীজ বা কারণ।৫৬ তুমি রাগ (আসক্তি) এবং দ্বেষ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে জয় করিয়াছ, সুতরাং কপটতা না করিয়া অর্থাৎ কোন বিষয় গোপন না করিয়াই তোমার বলা উচিত—এইরূপ অর্থ সূচনা করিবার জন্য "সঞ্জয়" এই সম্বোধন করা হইয়াছে।৫৭ "আমার স্বজন কি করিয়াছিল"—শুধু এই কথাতেই প্রশ্ন সমাধা হইলেও "পাণ্ডবগণ" এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ করায় পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মমতার অভাব দেখাইয়া তাঁহার যে দ্রোহ অর্থাৎ বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে ॥৫৮॥১

এবং কৃপালোকব্যবহারনেত্রাভ্যামপি হীনতয়া মহতোঽন্ধস্য পুত্রস্নেহমাত্রাভি-নিবিষ্টস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নে বিদিতাভিপ্রায়স্য সঞ্জয়স্য অতিধার্ম্মিকস্য প্রতিবচনম্

এইরূপে কৃপা এবং লোকব্যবহার (লোকাচার) রূপ নেত্রদ্বয় বিহীন বলিয়া যিনি মহা অন্ধ এবং যিনি কেবলমাত্র পুত্রস্নেহে অভিভূত, সেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে পরম ধার্ম্মিক সঞ্জয় তাঁহার অভিপ্রায় অবগত

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥৩

অন্বয়ঃ—হে আচার্য্য! দ্রুপদপুত্রেণ তব ধীমতা শিষ্যেণ ব্যূঢ়াম্ এতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং মহতীং চমূং পশ্য—অর্থাৎ হে আচার্য্য আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহরচনাদ্বারা অধিষ্ঠিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিশাল সেনা দেখুন।৩

অবতারয়তি বৈশম্পায়নঃ।১ তত্র পাণ্ডবানাং দৃষ্টভয়সম্ভাবনাঽপি নাস্তি, অদৃষ্টভয়স্তু ভ্রান্ত্যা অর্জ্জুনস্যোৎপন্নং ভগবতা উপশমিতমিতি পাণ্ডবানাম্ উৎকর্ষঃ তু শব্দেন দ্যোত্যতে।২ স্বপুত্রকৃতরাজ্যপ্রত্যর্পণশঙ্কয়া তু মা গ্লাসীরিতি রাজানং তোষয়িতুং দুর্য্যোধনদৌষ্ট্যমেব প্রথমতো বর্ণয়তি—"দৃষ্ট্বে"তি।৩ পাণ্ডবসুতানাম্ "অনীকং" সৈন্যং "ব্যূঢ়ং" ব্যূহরচনয়া ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিঃ স্থাপিতং "দৃষ্ট্বা" চাক্ষুষজ্ঞানেন বিষয়ীকৃত্য "তদা" সংগ্রামোদ্যমকালে "আচার্য্যং" দ্রোণনামানং ধনুর্বিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্ত্তয়িতারম্ "উপসঙ্গম্য" স্বয়মেব তৎসমীপং গত্বা, ন তু স্বসমীপম্ আহূয়।৪ এতেন পাণ্ডবসৈন্যদর্শনজনিতং ভয়ং সূচ্যতে।৫ ভয়েন স্বরক্ষার্থং তৎসমীপগমনেঽপি আচার্য্যগৌরবব্যাজেন ভয়সংগোপনং রাজনীতিকুশলত্বাৎ ইত্যাহ "রাজে"তি।৬ আচার্য্যং দুর্য্যোধনঃ অব্রবীৎ ইতি এতাবতৈব নির্ব্বাহে বচনপদং সংক্ষিপ্তবহ্বর্থত্বাদিবহুগুণবিশিষ্টে বাক্যবিশেষে সংক্রমিতম্। বচনমাত্রমেব অব্রবীৎ, ন তু কঞ্চিদর্থমিতি বা।৭॥২

হইয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন তাহার অবতারণা করিতেছেন।১ সেই কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের দৃষ্টভয়ের ত সম্ভাবনাই নাই, তবে ভ্রমবশতঃ অর্জ্জুনের যে অদৃষ্টভয় উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও ভগবান্ নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছিলেন; এইজন্য এখানে তু শব্দের প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবগণের উৎকর্ষ সূচিত করা হইয়াছে।২ নিজপুত্রগণ অনুতপ্ত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে—এরূপ ভয়ে যাহাতে ধৃতরাষ্ট্র খিন্ন না হন, এই অভিপ্রায়ে রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত দৃষ্ট্বা ইত্যাদি বাক্যে প্রথমতঃ দুর্য্যোধনের দুষ্টতা বর্ণন করিতেছেন।৩ **পাণ্ডুপুত্রাণাম্**—পাণ্ডুপুত্রগণের **অনীকং**—সৈন্য **ব্যূঢ়ং**—ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যূহরচনাদ্বারা স্থাপিত **দৃষ্ট্বা**—দেখিয়া অর্থাৎ চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় করিয়া **তদা**—সেই সময়ে অর্থাৎ যুদ্ধোদ্যমকালে **আচার্য্যং**—ধনুর্বিদ্যা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দ্রোণনামক আচার্য্যের নিকট **উপসঙ্গম্য**—তাঁহাকে স্বসমীপে না ডাকিয়া নিজেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া (রাজা দুর্য্যোধন বলিলেন)।৪ ইহার দ্বারা পাণ্ডবগণের সৈন্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের যে ভয় হইয়াছিল, ইহা সূচিত হইতেছে।৫ ভয়ে আত্মরক্ষার্থে তাঁহার নিকট গমন করিলেও আচার্য্যের গৌরবরক্ষার ছলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই ভয় সঙ্গোপন করায় তাঁহার রাজনীতিনিপুণতা সূচিত হইতেছে; এইজন্য বলিয়াছেন—**রাজা বচনম্ অব্রবীৎ** অর্থাৎ রাজা বচন বলিলেন।৬ "দুর্য্যোধন আচার্য্যকে বলিলেন"—এইমাত্র বলিলেই চলিত, তথাপি আবার যে 'বচন'শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই বচনশব্দটী সংক্ষিপ্ত বহ্বর্থত্ব প্রভৃতি বহুগুণসমন্বিত বাক্যবিশেষের বোধক অর্থাৎ তিনি আচার্য্যকে সংক্ষিপ্ত বহু অর্থবিশিষ্ট বাক্য বলিয়াছিলেন। অথবা—উদ্বিগ্নহৃদয়ে কতকগুলি নিরর্থক বাক্যমাত্র বলিয়াছিলেন।৭॥২

তদেব বাক্যবিশেষরূপং বচনম্ উদাহরতি—"পশ্যৈতাম্" ইত্যাদিনা "তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্" ইত্যতঃ প্রাক্তনেন।১ পাণ্ডবেষু প্রিয়শিষ্যেষু অতিস্নিগ্ধহৃদয়ত্বাৎ আচার্য্যো যুদ্ধং ন করিষ্যতীতি সম্ভাব্য তস্মিন্ পরেষাম্ অবজ্ঞাং বিজ্ঞাপয়ন্ তস্য ক্রোধাতিশয়ম্ উৎপাদয়িতুমাহ—"এতাম্" অতি আসন্নত্বেন ভবদ্বিধানপি মহানুভাবান্ অবগণয্য ভয়শূন্যত্বেন স্থিতাং "পাণ্ডুপুত্রাণাং চমূং মহতীম্" অনেকাক্ষৌহিণীসহিতত্বেন দুর্নিবারাং "পশ্য" অপরোক্ষীকুরু। প্রার্থনায়াং লোট্।২ অহং শিষ্যত্বাৎ ত্বাম্ আচার্য্যং প্রার্থয়ামি ইত্যাহ—"আচার্য্যে"তি।৩ দৃষ্ট্বা চ তৎকৃতাম্ অবজ্ঞাং স্বয়মেব জ্ঞাস্যসীতি ভাবঃ।৪ নমু তদীয়া অবজ্ঞা সোঢ়ব্যা এব অস্মাভিঃ, প্রতিকর্ত্তুম্ অশক্যত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিরসনং তব সুকরম্ এব, ইত্যাহ—"ব্যূঢ়াং তব শিষ্যেণে"তি। শিষ্যাপেক্ষয়া গুরোরাধিক্যং সর্ব্বসিদ্ধমেব।৫ ব্যূঢ়াং তু ধৃষ্টদ্যুম্নেন ইত্যনুক্ত্বা "দ্রুপদপুত্রেণ"তি কথনং দ্রুপদ-পূর্ব্ববৈরসূচনেন ক্রোধোদ্দীপনার্থম্।৬ "ধীমতে"তি পদম্ অনুপেক্ষণীয়ত্বসূচনার্থম্।৭ ব্যাসঙ্গান্তরনিরাকরণেন ত্বরাতিশয়ার্থং "পশ্যে"তি প্রার্থনম্।৮

"পশ্যৈতাম্" (এই দেখুন) ইত্যাদি অংশ হইতে "তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষম্" (তাহার হর্ষ উৎপাদন করিয়া)" ইত্যাদি অংশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা দুর্য্যোধনের সেই বাক্যবিশেষরূপ বচনই উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন।১ প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবগণের প্রতি আচার্য্যের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ, এই কারণে আচার্য্য দ্রোণ হয়ত যুদ্ধ করিবেন না—এইরূপ মনে করিয়া, দ্রোণের প্রতি শত্রুগণের যে অবজ্ঞাই আছে তাহা দ্রোণকে জানাইয়া দিয়া তাঁহার ক্রোধাতিশয় উৎপন্ন করিবার জন্য দুর্য্যোধন বলিলেন—**এতাম্**—এই অর্থাৎ যাহা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া আপনাদের মত মহানুভাবগণকেও অগ্রাহ্য করিয়া ভয়শূন্য হইয়া অবস্থিত, **পাণ্ডুপুত্রাণাং চমূং মহতীম্** অর্থাৎ পাণ্ডুপুত্রগণের এই সেনা, যাহা মহতী অর্থাৎ অনেক অক্ষৌহিণী বিশিষ্ট বলিয়া দুর্নিবার, তাহা **পশ্য**—আপনি প্রত্যক্ষ করুন। 'পশ্য' এইস্থলে প্রার্থনা অর্থে লোটের প্রয়োগ হইয়াছে।২ আমি শিষ্য বলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, হে **আচার্য্য** এই সম্বোধনের দ্বারা ইহাই বলিলেন।৩ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা আপনার প্রতি কিরূপ অবজ্ঞা করে, আপনি দেখিলে নিজেই বুঝিতে পারিবেন।৪ আচ্ছা, তাহাদের কৃত অবজ্ঞা ত আমাদের সহ্য করিতেই হইবে, কারণ প্রতিকার করিতে আমরা অসমর্থ—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তাহার নিরসন আপনার পক্ষে সুসাধ্য, এই কথাই—**ব্যূঢ়াং তব শিষ্যেণ** অর্থাৎ আপনার শিষ্যের দ্বারা ব্যূঢ় অর্থাৎ ব্যূহাকারে অবস্থাপিত—এই অংশের দ্বারা বলিতেছেন। যেহেতু শিষ্যাপেক্ষা গুরুর উৎকর্ষ সকলের নিকট প্রসিদ্ধ।৫ ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূঢ় এইরূপ না বলিয়া **দ্রুপদপুত্রেণ** অর্থাৎ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য দ্রুপদের সহিত আচার্য্যের পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করাইয়া দিয়া আচার্য্যের ক্রোধ উদ্দীপিত করা।৬ **ধীমতা** (বুদ্ধিমান্) এই পদের প্রয়োগ ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুপেক্ষণীয়তা অর্থাৎ দ্রুপদপুত্র উপেক্ষার যোগ্য নহে—এই ভাবটী সূচিত করিবার জন্য।৭ আর অন্য ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ কর্ম্মান্তরে আসক্তি দূর করিয়া অতিত্বরা করিবার জন্য **পশ্য** অর্থাৎ দেখুন—এই বলিয়া দুর্য্যোধন প্রার্থনা করিলেন।৮

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥৬

অন্বয়ঃ—অত্র মহেষ্বাসাঃ যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ শূরাঃ [সন্তি]। যুযুধানঃ বিরাটঃ চ, মহারথঃ দ্রুপদঃ চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ,

অন্যচ্চ,—হে পাণ্ডুপুত্রাণাম্ "আচার্য্য! ন তু মম, তেষু স্নেহাতিশয়াৎ।৯ "দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণে"তি ত্বদ্‌বধার্থম্ উৎপন্নোঽপি ত্বয়া অধ্যাপিত ইতি তব মৌঢ্যমেব মম অনর্থকারণমিতি সূচয়তি।১০ শত্রোরপি সকাশাৎ তদ্বধোপায়ভূতা বিদ্যা গৃহীতেতি তস্য ধীমত্ত্বম্।১১ অতএব তচ্চমূদর্শনেনানন্দস্তবৈব ভবিষ্যতি ভ্রান্তত্বাৎ, নান্যস্য কস্যচিদপি, যং প্রতি ইয়ং প্রদর্শনীয়া ইতি ত্বমেব এতাং পশ্য ইতি আচার্য্যং প্রতি তৎ-সৈন্যং প্রদর্শয়ন্ নিগূঢ়ং দ্বেষং দ্যোতয়তি।১২ এবঞ্চ যস্য ধর্ম্মক্ষেত্রং প্রাপ্য আচার্য্যেঽপি ঈদৃশী দুষ্টবুদ্ধিঃ তস্য কা অনুতাপাশঙ্কা, সর্ব্বাভিশঙ্কিত্বেন অতিদুষ্টাশয়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ।১৩॥ ৩

ইহার অন্যপ্রকার উদ্দেশ্যও আছে; তাহা এইরূপ—**পাণ্ডুপুত্রাণাম্ আচার্য্য** অর্থাৎ হে পাণ্ডুপুত্রগণের আচার্য্য! অর্থাৎ আপনি পাণ্ডুপুত্রগণেরই আচার্য্য কিন্তু আমার আচার্য্য নহেন; কারণ, তাহাদের প্রতিই আপনার অতিশয় স্নেহ।৯ **দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ** অর্থাৎ আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্রের দ্বারা—এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আপনার বধের জন্য সে উৎপন্ন হইলেও আপনার দ্বারা সে অধ্যাপিত হইয়াছে; সুতরাং আপনার মূঢ়তাই আমার অনর্থের কারণ—ইহাই সূচিত হইতেছে।১০ শত্রুর নিকট হইতেও সে শত্রু বধের উপায়স্বরূপ বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাহার বুদ্ধিমত্তা।১১ এইজন্য তাহার সৈন্য দেখিয়া আপনারই আনন্দ সম্ভব হইতে পারে, কেননা আপনি ভ্রান্ত; অপর কাহারও কিন্তু এইরূপ হইবে না, যাহাকে সেই সেনা এইরূপভাবে আমায় দেখাইতে হইবে; সুতরাং আপনিই এই সৈন্য দেখুন—এইরূপে আচার্য্যকে তাহাদিগের সৈন্য প্রদর্শন করায় তাঁহার প্রতি দুর্য্যোধনের যে অতি গুপ্ত বিদ্বেষ আছে, তাহা সূচিত হইতেছে।১২ এইরূপে ধর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়াও যাহার আচার্য্যের উপর এইরূপ দুষ্টবুদ্ধি, তাহার পক্ষে অনুতাপের আবার কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাহার অনুতাপ হইবে, এরূপ আশঙ্কা কোনরূপেই হইতে পারে না। কারণ, সে সকলের প্রতি অভিশঙ্কা করে বলিয়া অর্থাৎ সকলকেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে বলিয়া অতিশয় দুষ্টবুদ্ধি।১৩—॥৩॥

সৌভদ্রঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বে এব মহারথাঃ অর্থাৎ এই পাণ্ডবসেনাদের মধ্যবর্ত্তী যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের সমান শূরগণ রহিয়াছেন। যথা—যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাটরাজ, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সৌভদ্র অর্থাৎ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—ইঁহারা সকলেই মহারথ ।৪।৫।৬

নন্থ একেন দ্রুপদপুত্রেণ অপ্রসিদ্ধেন অধিষ্ঠিতাং চমূম্ এতাম্ অস্মদীয়ো * যঃ কশ্চিদপি জেষ্যতি, কিমিতি ত্বম্ উত্তাম্যসি ইত্যত আহ—"অত্র শূরা" ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ ।১ ন কেবলম্ অত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এব শূরো যেন উপেক্ষণীয়তা স্যাৎ, কিন্তু অস্যাং চম্বাম্ অন্যেঽপি বহবঃ শূরাঃ সন্তি ইতি অবশ্যমেব তজ্জয়ে যতনীয়ম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ।২ শূরানেব বিশিনষ্টি —"মহেষ্বাসা" ইতি। মহান্ত অন্যৈঃ অপ্রধৃষ্যা ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে তথা, দূরত এব পরসৈন্যবিদ্রাবণকুশলা ইতি ভাবঃ ।৩ মহাধনুরাদিমত্ত্বেঽপি যুদ্ধকৌশলাভাবম্ আশঙ্ক্যাহ —"যুধি" যুদ্ধে "ভীমার্জ্জুনাভ্যাং" সর্ব্বসম্প্রতিপন্নপরাক্রমাভ্যাং "সমাঃ" তুল্যাঃ। তানেবাহ—"যুযুধান" ইত্যাদিনা "মহারথ" ইত্যন্তেন ।৪ "যুযুধানঃ" সাত্যকিঃ, দ্রুপদশ্চ মহারথ" ইত্যেকঃ। অথবা যুযুধানবিরাটদ্রুপদানাং বিশেষণং মহারথ ইতি। ধৃষ্টকেতু-চেকিতান-কাশীরাজানাং বিশেষণং 'বীর্য্যবান্'তি ।৫ পুরুজিৎ-কুন্তিভোজশৈব্যানাং বিশেষণং "নরপুঙ্গব" ইতি ।৬ বিক্রান্তো যুধামন্যুঃ বীর্য্যবান্ চ উত্তমৌজা ইতি দ্বৌ।

আচ্ছা, একজন অপ্রসিদ্ধ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত এই সৈন্যকে আমাদের পক্ষের যে কেহ ত জয় করিতে পারে, স্বতরাং কি জন্য তুমি এত উত্তাপিত হইতেছ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে—**অত্র শূরাঃ** ইত্যাদি তিনটী শ্লোক বলিতেছেন।১ এখানে কেবল একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই যে বীর তাহা নহে, যাহাতে সে উপেক্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু এই সৈন্যমধ্যে অন্য বহু বীরও আছে, অতএব তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য অবশ্যই আপনার যত্ন করা উচিত—ইহাই এস্থলের অভিপ্রায়।২ **মহেষ্বাসাঃ**—এই বলিয়া সেই শূরগণেরই বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন। মহৎ অর্থাৎ অন্যের অপ্রধৃষ্য (অপ্রতিবিধেয়) ইষ্বাস অর্থাৎ ধনুঃ যাহাদের, তাহাদিগকেই মহেষ্বাস বলে। যাঁহারা দূর হইতেই শত্রুগণের সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে নিপুণ, তাঁহারাই মহেষ্বাস, ইহাই মহেষ্বাস পদের তাৎপর্য্যার্থ।৩ মহাধনুর্দ্ধর এবং ভীষণঅস্ত্রশস্ত্রযুক্ত হইলেও যুদ্ধকৌশল নাও থাকিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন **যুধি** অর্থাৎ যুদ্ধে **ভীমার্জ্জুনসমাঃ** অর্থাৎ ভীম ও অর্জ্জুন, যাহাদের পরাক্রম সকলের নিকট পরিচিত, এই বীরগণ তাহাদেরই সদৃশ। **যুযুধানঃ** হইতে আরম্ভ করিয়া **মহারথাঃ** পর্য্যন্ত অংশের দ্বারা সেই বীরগণেরই নাম বলিতেছেন।৪ **যুযুধান** বলিতে সাত্যকিকে বুঝাইতেছে। **দ্রুপদশ্চমহারথঃ**; দ্রুপদের বিশেষণ মহারথ, ইহা একটী পক্ষ; অথবা **মহারথঃ** এই পদটি **যুযুধান, বিরাট** এবং **দ্রুপদ**, ইহাদের বিশেষণ। **বীর্য্যবান্** এই পদটী **ধৃষ্টকেতু, চেকিতান** এবং **কাশীরাজের** বিশেষণ।৫ **নরপুঙ্গবঃ** এই পদটী **পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ** এবং **শৈব্য** ইহাদের বিশেষণ।৬ **বিক্রান্তঃ** অর্থাৎ বিক্রমশালী **যুধামন্যু** এবং **বীর্য্যবান্**

---

* অস্মদীয়ঃ—মদীয়ঃ (পাঠান্তর)।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম!।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮ *

অথবা সর্ব্বাণি বিশেষণানি সমুচ্চিত্য সর্ব্বত্র যোজনীয়ানি।৭ "সৌভদ্রো"ঽভিমন্যুঃ। "দ্রৌপদেয়াশ্চ" দ্রৌপদীপুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ।৮ চকারাৎ অন্যেঽপি পাণ্ড্যরাজ-ঘটোৎকচপ্রভৃতয়ঃ। পঞ্চ পাণ্ডবাস্তু অতিপ্রসিদ্ধা এবেতি ন গণিতাঃ।৯ যে গণিতাঃ সপ্তদশ অন্যেঽপি তদীয়াঃ সর্ব্ব এব মহারথাঃ সর্ব্বেঽপি মহারথা এব নৈকোঽপি রথোঽর্দ্ধরথো বা।১০ মহারথা ইতি অতিরথত্বস্যাপি উপলক্ষণং ॥১১ তল্লক্ষণং চ—

একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ১২ ॥
অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ।
রথস্ত্বেকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ' ১৩ ॥ ইতি ॥৪।৫।৬

উত্তমৌজাঃ—ইহারা দুই জন। অথবা সমস্ত বিশেষণ পদগুলি সমবেত করিয়া সমস্ত বিশেষ্যপদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।৭ **সৌভদ্রঃ**—অভিমন্যু; এবং **দ্রৌপদেয়াঃ**—প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র †।৮ '**চ**'কার দ্বারা পাণ্ড্যরাজ, ঘটোৎকচ প্রভৃতি অপরাপর বীরগণও উল্লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পঞ্চ পাণ্ডবগণ অতি সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই স্থলে নামতঃ উল্লিখিত হন নাই।৯ যে সতের জন নামতঃ উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা এবং তৎপক্ষের অপরাপর বীরগণও—সকলেই মহারথ; অর্থাৎ তাঁহারা সকলে মহারথই; তাহাদের মধ্যে একজনও "রথ" অথবা "অর্দ্ধরথ" নহে।১০ "মহারথ" এই পদটী "অতিরথের" উপলক্ষণ অর্থাৎ মহারথ পদের দ্বারা অতিরথও লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।১১ অতিরথ প্রভৃতির লক্ষণ যথা—যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধর-গণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যিনি শস্ত্রশাস্ত্রে (অস্ত্রবিদ্যায়) প্রবীণ, তিনি **মহারথ** বলিয়া কথিত হন।১২ যে ব্যক্তি অসংখ্য সৈন্যকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান, তিনি **অতিরথ** বলিয়া খ্যাত। যিনি একের সহিত অর্থাৎ এক সহস্রের সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে **রথ** বলে। যিনি তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহাকে **অর্দ্ধরথ** বলা হয় ॥১৩—॥৪।৫।৬

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ এবং সিন্ধুরাজস্তথৈব চ (পাঠান্তর)

† প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক, শ্রুতসেন, এই পঞ্চ পুত্র যুধিষ্ঠিরাদি হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে উৎপন্ন হন। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯

অন্বয়—দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ তান্ নিবোধ [যে চ] মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ সংজ্ঞার্থং তে ব্রবীমি। ভবান্, ভীষ্মঃ, কর্ণঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ চ, সৌমদত্তিঃ, জয়দ্রথঃ চ। অন্যে চ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ যুদ্ধবিশারদাঃ বহবঃ শূরাঃ সর্ব্বে মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। অর্থাৎ হে দ্বিজবর! আমাদের পক্ষেও যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগের নাম জানুন, আর যাঁহারা আমার সৈন্যের নায়ক, আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য তাঁহাদের নামও বলিতেছি। আপনি অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপ (এই চারিজন আমাদের পক্ষে বিশেষ যোদ্ধা) অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, আর সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ (ইঁহারা আমাদের সৈন্যের নায়ক)। আর অন্য বহু বীর আছেন, যাঁহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও কৃতসঙ্কল্প; তাঁহারা অনেকঅস্ত্রশস্ত্রপ্রহরণে সমর্থ ও সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ।৭।৮।৯

যদ্যেবং পরবলম্ অতিপ্রভূতং দৃষ্ট্বা ভীতোঽসি, হন্ত তর্হি সন্ধিরেব পরৈঃ ইষ্যতাং, কিং বিগ্রহাগ্রহেণ ইত্যাচার্য্যাভিপ্রায়ম্ আশঙ্ক্যাহ—১

"তু"শব্দেন অন্তরুৎপন্নমপি ভয়ং তিরোদধানো ধৃষ্টতাম্ আত্মনো দ্যোতয়তি।২ "অস্মাকং" সর্ব্বেষাং মধ্যে "যে বিশিষ্টাঃ" সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎকর্ষজুষঃ "তান্" ময়োচ্যমানান্ "নিবোধ" নিশ্চয়েন মদ্বচনাৎ অবধারয় ইতি ভৌবাদিকস্য পরস্মৈপদিনো বুধে রূপম্।৩ "যে চ মম সৈন্যস্য নায়কা" মুখ্যা নেতারঃ "তান্ সংজ্ঞার্থম্" অসংখ্যেষু তেষু মধ্যে কতিচিন্নামভিঃ গৃহীত্বা পরিশিষ্টান্ উপলক্ষয়িতুং "তে" তুভ্যং "ব্রবীমি", ন তু অজ্ঞাতং কিঞ্চিদপি তব জ্ঞাপয়মীতি।৪ "দ্বিজোত্তমে"তি বিশেষণেন আচার্য্যং স্তুবন্ স্বকার্য্যে তদাভিমুখ্যং সম্পাদয়তি।৫ দৌষ্ট্যপক্ষে দ্বিজোত্তমেতি ব্রাহ্মণত্বাৎ তাবদ্ যুদ্ধাকুশলঃ ত্বং, তেন ত্বয়ি বিমুখেঽপি ভীষ্মপ্রভৃতীনাং ক্ষত্রিয়প্রবরণাং সত্ত্বাৎ

যদি শত্রুগণের সৈন্য অতি প্রচুর দেখিয়া এইরূপ ভীতই হও, তাহা হইলে শত্রুগণের সহিত সন্ধিই ঠিক কর না কেন, যুদ্ধের আগ্রহে আর প্রয়োজন কি? আচার্য্যের এইরূপ অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**অস্মাকমিতি**।১ **তু**শব্দের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, অন্তরে ভয় উৎপন্ন হইলেও তাহা গোপন করিয়া দুর্য্যোধন নিজের ধৃষ্টতা অর্থাৎ মৌখিক সাহসিকতা দেখাইবার ভাণ করিতেছেন।২ আমাদের সকলের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা সম্যক্ উৎকর্ষযুক্ত, আমি তাঁহাদের নাম বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, অর্থাৎ আমার কথা শুনিয়া নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করুন। **নিবোধ** এই পদটী ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বুধ্ ধাতুর রূপ।৩ আর আমার সৈন্যের যাঁহারা নায়ক অর্থাৎ প্রধান নেতা, আপনার অবগতির জন্য—সেই সমস্ত অসংখ্যব্যক্তির মধ্যে কতকগুলির নাম ধরিয়া অবশিষ্টগুলিকে ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিবার জন্য আমি তাহাদের নাম আপনার নিকট বলিতেছি, পরন্তু আপনাকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই জানাইতেছি না।৪ **দ্বিজোত্তম** এই বিশেষণের দ্বারা আচার্য্যের প্রশংসা করিয়া নিজ কার্য্যে তাঁহার আভিমুখ্য অর্থাৎ উন্মুখতা বিধান করিতেছেন।৫ (ইহা আপাত প্রতীয়মান অর্থ)। দুষ্টতাপক্ষে অর্থাৎ অন্তর্নিহিতবিদ্রূপ-ব্যঞ্জক অর্থপক্ষে "দ্বিজোত্তম" এই কথা দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে

ন অস্মাকং মহতী ক্ষতিঃ ইত্যর্থঃ।৬ "সংজ্ঞার্থমি"তি। প্রিয়শিষ্যাণাং পাণ্ডবানাং চমূং দৃষ্ট্বা হর্ষেণ ব্যাকুলমনসঃ তব স্বীয়বীরবিস্মৃতিঃ মাভূদিতি মমেয়ম্ উক্তিঃ ইতি ভাবঃ। তত্র বিশিষ্টান্ গণয়তি—"ভবান্" দ্রোণঃ, "ভীষ্মঃ, কর্ণঃ, কৃপশ্চ"। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি "সমিতিঞ্জয়ঃ" ইতি কৃপবিশেষণং কর্ণাদনন্তরং গণ্যমানত্বেন তস্য কোপমাশঙ্ক্য তন্নিরাসার্থম্।৯ এতে চত্বারঃ সর্ব্বতো বিশিষ্টাঃ।১০ নায়কান্ গণয়তি "অশ্বত্থামা" দ্রোণপুত্রঃ।১১ ভীষ্মাপেক্ষয়া আচার্য্যস্য প্রথমগণনবদ্ বিকর্ণাদ্যপেক্ষয়া তৎপুত্রস্য প্রথমগণনম্ আচার্য্যপরিতোষার্থম্। ১২ "বিকর্ণঃ" স্বভ্রাতা কনীয়ান্।১৩ "সৌমদত্তিঃ" সোমদত্তস্য পুত্রঃ শ্রেষ্ঠত্বাদ্ ভূরিশ্রবাঃ।১৪ "জয়দ্রথঃ" সিন্ধুরাজঃ। 'সিন্ধুরাজস্তথৈব চ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।১৫ কিমেতাবন্ত এব নায়কাঃ? ন ইত্যাহ—"অন্যে চ" শল্যকৃতবর্ম্ম-প্রভৃতয়ঃ "মদর্থে" মৎপ্রয়োজনায় জীবিতমপি ত্যক্তুম্ অধ্যবসিতা ইত্যর্থেন "ত্যক্তজীবিতা" ইত্যনেন স্বস্মিন্ অনুরাগাতিশয়স্তেষাং কথ্যতে। ১৬ এবং স্বসৈন্যবাহুল্যং তস্য স্বস্মিন্ ভক্তিঃ শৌর্য্যং যুদ্ধোদ্যোগঃ যুদ্ধকৌশলং চ দর্শিতং "শূরা" ইত্যাদি বিশেষণৈঃ।১৭—৭।৮।৯

যে—তুমি ব্রাহ্মণ, সুতরাং যুদ্ধে নিপুণ নহ; অতএব তুমি বিমুখ হইলেও ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ বর্ত্তমান থাকায় আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।৬ **সংজ্ঞার্থম্** ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে—প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবগণের সৈন্য দেখিয়া আনন্দে ব্যাকুলচিত্ত হওয়ায় তোমার নিজপক্ষের বীরগণের কথা যেন বিস্মৃতিমগ্ন না হয়; এইজন্যই আমার এইরূপ উক্তি।৭ তাহাদের মধ্যে বিশিষ্টগণের গণনা করিতেছেন—**আপনি** দ্রোণ, **ভীষ্ম, কর্ণ** এবং **কৃপ**।৮ যিনি সমিতি অর্থাৎ সংগ্রাম জয় করেন, তিনি **সমিতিঞ্জয়**—ইহা 'কৃপ' এই পদের বিশেষণ। কর্ণের পর গণনা (উল্লেখ) করা হইয়াছে বলিয়া যদি তাঁহার ক্রোধ হয়, এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য উক্ত বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে।৯ এই চারিজন সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট।১০ যাঁহারা সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদের গণনা করিতেছেন **অশ্বত্থামা** দ্রোণাচার্য্যের পুত্র।১১ যেমন ভীষ্মের পূর্ব্বে প্রথমে আচার্য্যের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ বিকর্ণ প্রভৃতির তুলনায় তাঁহার পুত্রের নাম প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য আচার্য্যের পরিতোষ বিধান করা।১২ **বিকর্ণ**—নিজের (দুর্য্যোধনের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা।১৩ **সৌমদত্তি**—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা।১৪ জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ; কোথাও কোথাও—**সৌমদত্তিঃ জয়দ্রথঃ** স্থলে **সিন্ধুরাজস্তথৈবচ**—এই প্রকার পাঠ আছে।১৫ নায়ক কি এই কয়টীই না কি? না—তা নয়, তাহাই বলিতেছেন—**অন্যে চ**—অপরেও অর্থাৎ শল্য, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অন্য বীরগণও আমার অর্থে—আমার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন—এইরূপ অর্থে **ত্যক্তজীবিতাঃ** এই পদটী প্রযুক্ত হওয়ায় নিজের প্রতি (দুর্য্যোধনের প্রতি) তাহাদের যে অধিক অনুরাগ, তাহা কথিত হইতেছে।১৬ এইভাবে **শূরাঃ** ইত্যাদি বিশেষণ সমূহের দ্বারা নিজ সৈন্যের বাহুল্য (আধিক্য), নিজের প্রতি তাহাদের ভক্তি, তাহাদের শৌর্য্য এবং যুদ্ধোদ্যোগ ও যুদ্ধকৌশল—এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শিত হইল।১৭—।৭।৮।৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০

অন্বয়ঃ—অস্মাকং তৎ বলম্ অপর্য্যাপ্তম্ (চ), এতেষাম্ ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তং ভীমাভিরক্ষিতং (চ) । অর্থাৎ আমাদের এই সৈন্যগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অনন্ত—একাদশ অক্ষৌহিণী পরিমিত এবং তাহা ভীষ্মকর্তৃক সম্যক্‌রূপে রক্ষিত। আর এই পাণ্ডবগণের এই সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, মাত্র সাত অক্ষৌহিণী পরিমাণ এবং তাহা ভীমকর্তৃক রক্ষিত (এই দুই কারণে উঁহারা আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ) ।১০

রাজা পুনরপি সৈন্যদ্বয়সাম্যম্ আশঙ্ক্য স্বসৈন্যাধিক্যম্ আবেদয়তি—"অপর্য্যাপ্তম্" অনন্তম্ একাদশাক্ষৌহিণীপরিমিতং "ভীষ্মেণ" চ প্রথিতমহিম্না সূক্ষ্মবুদ্ধিনা "অভিতঃ" সর্ব্বতো "রক্ষিতং", "তৎ" তাদৃশগুণবৎপুরুষাধিষ্ঠিতম্ "অস্মাকং বলম্" ।১ "এতেষাং" পাণ্ডবানাং "বলং তু পর্য্যাপ্তং" পরিমিতং সপ্তাক্ষৌহিণীমাত্রাত্মকত্বাৎ ন্যূনং "ভীমেন" চ অতিচপলবুদ্ধিনা "রক্ষিতম্," তস্মাদ্ অস্মাকমেব বিজয়ো ভবিষ্যতীতি অভিপ্রায়ঃ ।২ অথবা তৎ পাণ্ডবানাং বলমপর্য্যাপ্তং ন অলম্ অস্মাকম্ অস্মভ্যম্। কীদৃশং তৎ? ভীষ্মঃ অভিরক্ষিতোঽস্মাভিঃ যস্মৈ যন্নিবৃত্ত্যর্থম্ ইত্যর্থঃ ।৪ তৎ পাণ্ডববলং "ভীষ্মাভিরক্ষিতম্" ।৪ ইদং পুনঃ অস্মদীয়ং বলম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং "পর্য্যাপ্তং" পরিভবে সমর্থং ভীমোঽতিদুর্ব্বলহৃদয়ো রক্ষিতো যস্মৈ তৎ অস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতং, যস্মাদ্ ভীমোঽত্যযোগ্যঃ এব এতন্নিবৃত্ত্যর্থং তৈ রক্ষিতঃ তস্মাদস্মাকং ন কিঞ্চিদপি ভয়কারণমস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ ।৫—॥১০ ।

রাজা পুনরায় উভয়পক্ষের সৈন্যের সমানতা আশঙ্কা করিয়া, নিজ সৈন্য যে অধিক তাহা আছে জানাইয়া দিতেছেন—আমাদের সৈন্য **অপর্য্যাপ্তম্**—অনন্ত অর্থাৎ একাদশ অক্ষৌহিণী পরিমিত এবং তাহা বিখ্যাতমাহাত্ম্য সূক্ষ্মবুদ্ধি ভীষ্মের দ্বারা **অভিরক্ষিতম্**—অভি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত; সেই ভীষ্মের ন্যায় গুণবান্ পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) ।১ **এতেষাম্**—এই পাণ্ডবগণের বলং তু **পর্য্যাপ্তম্**—সৈন্য কিন্তু পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত; মাত্র সাত অক্ষৌহিণী পরিমিত বলিয়া ন্যূন। তাহা আবার **ভীমেন**—অতি চঞ্চলবুদ্ধি ভীমের দ্বারা **রক্ষিতম্**—রক্ষিত; সুতরাং বিজয় আমাদেরই হইবে ইহাই অভিপ্রায় ।২ অথবা ইহার এইরূপও অর্থ হইতে পারে পাণ্ডবগণের সৈন্য আমাদের পক্ষে **অপর্য্যাপ্তম্**—পর্য্যাপ্ত নহে অর্থাৎ আমাদের সহিত যুদ্ধে সমর্থ নহে ।৩ পাণ্ডবগণের সেই সৈন্য কিরূপ, যাহার জন্য অর্থাৎ যাহাকে বাধা দিবার জন্য ভীষ্ম আমাদের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়াছেন তাহাকে 'ভীষ্মাভিরক্ষিত' বলা হয়; পাণ্ডবগণের সেই সৈন্য হইতেছে **ভীষ্মাভিরক্ষিতম্**—ভীষ্মাভিরক্ষিত ।৪ পক্ষান্তরে আমাদের এই সৈন্য সেই পাণ্ডবগণের পক্ষে **পর্য্যাপ্তম্**—পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ। যাহার জন্য অর্থাৎ যাহাকে বাধা দিবার জন্য অতি দুর্ব্বলচিত্ত ভীম স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাকে 'ভীমাভিরক্ষিত' বলা যায়; এইজন্য আমাদের সেই সৈন্য **ভীমাভিরক্ষিতম্**—ভীমাভি-

অয়নেষু তু * সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষু অয়নেষু চ যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ ভবন্তঃ সর্ব্বে এব হি ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু। অর্থাৎ আপনারা সকলেই ব্যূহ প্রবেশপথে আপন আপন বিভাগ অনুসারে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সর্ব্বদিক্ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন।১১

এবং চেৎ নির্ভয়োঽসি তর্হি কিমিতি বহু জল্পসি ইত্যত আহ—

কর্ত্তব্যবিশেষদ্যোতী 'তু'শব্দঃ। সমরসমারম্ভসময়ে যোধানাং যথাপ্রধানং যুদ্ধভূমৌ পূর্ব্বাপরাদিদিগ্‌বিভাগেন অবস্থিতিস্থানানি যানি নিয়ম্যন্তে তানি অত্র "অয়নানি" উচ্যন্তে। সেনাপতিশ্চ সর্ব্বসৈন্যমধিষ্ঠায় মধ্যে তিষ্ঠতি।২ তত্রৈবং সতি "যথাভাগং" বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য "অবস্থিতাঃ" সন্তো "ভবন্তঃ সর্ব্বেঽপি" যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পুরতঃ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ অনিরীক্ষমাণং "ভীষ্মং" সেনাপতিমেব "রক্ষন্তু"।৩ ভীষ্মে হি সেনাপতৌ রক্ষিতে তৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বং সুরক্ষিতং ভবিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়ঃ।৪—১১

রক্ষিত। যেহেতু অতি অযোগ্য ভীম আমাদের এই সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে, সেইজন্যআমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, ইহাই (দুর্য্যোধনের) বলিবার অভিপ্রায় ॥৫॥১০।

যদি এইরূপে ভয়হীনই হইতেছে, তবে কি জন্য এত অধিক কথা কহিতেছ? ইহার উত্তরে তুশব্দপ্রযুক্ত হইয়াছে। "তু"শব্দটী কর্ত্তব্যবিশেষের বোধক অর্থাৎ এই সমস্ত বলা আমার কর্ত্তব্য—ইহাই "তু"শব্দের দ্বারা সূচিত হইছে। যুদ্ধারম্ভকালে যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ব্বাপরাদি দিগ্‌বিভাগে সৈন্যগণের প্রধানাদিক্রমে যে অবস্থিতির স্থান নিয়মবদ্ধ করা হয়—তাহাই এস্থলে **অয়ন** বলিয়া কথিত হইয়াছে।১ যিনি সেনাপতি, তিনি কিন্তু সমস্ত সৈন্যে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরক এবং নিয়ামক হইয়া মধ্যে অবস্থান করেন।২ সেস্থলে এইরূপ স্থানব্যবস্থা হইলে যথাভাগে বিভক্ত অর্থাৎ যথোচিত অংশে বিভক্ত নিজ নিজ রণভূমি পরিত্যাগ না করিয়া যথানিয়মে অবস্থিত হইয়া আপনারা সকলেই সেনাপতি ভীষ্মকেই রক্ষা করুন, কেননা তিনি যুদ্ধে তন্ময়তাবশতঃ সম্মুখে, পার্শ্বে অথবা পৃষ্ঠভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না।৩ যেহেতু সেনাপতি ভীষ্ম রক্ষিত হইলে তাঁহার অনুগ্রহেই সমস্ত সুরক্ষিত হইবে। ইহাই দুর্য্যোধনের বলিবার অভিপ্রায় ॥৪—॥১১।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২

অন্বয়ঃ—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ। অর্থাৎ প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাঁহার হর্ষ উৎপাদন করিবার জন্য মহান্ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন।১২

---

* তু—চ—পাঠান্তর।

স্তৌতু বা নিন্দতু বা এতদর্থে দেহঃ পতিষ্যত্যেব ইত্যাশয়েন তং হর্ষয়ন্নেব সিংহনাদং শঙ্খবাদ্যং চ কারিতবান্ ইত্যাহ—।১

এবং পাণ্ডবসৈন্যদর্শনাদ্ অতিভীতস্য ভয়নিবৃত্ত্যর্থম্ আচার্য্যং কপটেন শরণং গতস্য ইদানীমপ্যয়ং মাং প্রতারয়তি ইতি অসন্তোষবশাদাচার্য্যেণ বাঙ্মাত্রেণাপি অনাদৃতস্য আচার্য্যোপেক্ষাং বুদ্ধা, "অয়নেষু" ইত্যাদিনা ভীষ্মমেব স্তবতঃ "তস্য" রাজ্ঞো ভয়নিবর্ত্তকং "হর্ষং" বুদ্ধিগতম্ উল্লাসবিশেষং স্ববিজয়সূচকং "জনয়ন্ উচ্চৈঃ" মহান্তং "সিংহনাদং বিনদ্য" কৃত্বা—।২ সিংহনাদমিতি ণমুলন্তম্। অতো 'রৈপোষং পুষ্যতি' ইতিবৎ তস্যৈব ধাতোঃ পুনঃ প্রয়োগঃ।৩ "শঙ্খং দধ্মৌ" বাদিতবান্।৪ কুরুবৃদ্ধত্বাদ্ আচার্য্যদুর্য্যোধনয়োঃ অভিপ্রায়পরিজ্ঞানং, পিতামহত্বাদ্ অনুপেক্ষণং ন ত্বাচার্য্যবদুপেক্ষণম্।৫ প্রতাপবত্ত্বাদুচ্চৈঃ সিংহনাদপূর্ব্বকশঙ্খবাদনং পরেষাং ভয়োৎপাদনায়।৬ অত্র সিংহনাদশঙ্খবাদ্যয়োঃ হর্ষজনকত্বেন পূর্ব্বাপরকালত্বেঽপি 'অভিচরন্ যজেত' ইতিবৎ জনয়ন্নিতি শতাঽবশ্যম্ভাবিত্ব-রূপবর্ত্তমানত্বে ব্যাখ্যাতব্যঃ।৭—১২

এ আমার প্রশংসাই করুক আর নিন্দাই করুক, ইহার জন্য দেহের পতন হইবেই, এই অভিপ্রায়ে, তাহাকে আনন্দিত করিবার জন্যই (ভীষ্ম) সিংহনাদ এবং শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন,—ইহাই বলিতেছেন "**তস্য**" ইত্যাদি।১ এইরূপে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সৈন্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া ভয়নিবৃত্তির জন্য ছল করিয়া আচার্য্যের শরণাগত হইলেন। আচার্য্য কিন্তু—এখনও এ আমাকে প্রতারিত করিতেছে—এই বুঝিয়া অসন্তোষবশতঃ একটী কথা পর্য্যন্ত কহিয়াও তাঁহার সমাদর করিলেন না। এইরূপে তাঁহার উপেক্ষা বুঝিয়া দুর্য্যোধন **অয়নেষু** ইত্যাদি বলিয়া ভীষ্মের স্তব (প্রশংসা) করিতে থাকিলে সেই রাজার ভয়নিবৃত্তিজনক হর্ষ অর্থাৎ নিজের বিজয়জ্ঞাপক বুদ্ধির উল্লাসবিশেষ উৎপাদন করিয়া উচ্চ অর্থাৎ মহান্ সিংহনাদ করিয়া (ভীষ্ম শঙ্খ বাজাইলেন)।২ **সিংহনাদম্** এই পদটী ণমুল্ প্রত্যয়ান্ত। এইজন্য "রৈপোষং পুষ্যতি" ("ধনকে যেরূপ পোষণ করে সেইভাবে পোষণ করিতেছে") এই উদাহরণটীর ন্যায় ঐ একই "নদ্" ধাতুর পুনরায় প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ উদাহৃত দৃষ্টান্তে যেমন দুইবার পুষ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে সেইরূপ "সিংহনাদং এবং 'বিনদ্য' উভয় স্থলেই নদ্ ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে।৩ **শঙ্খং দধ্মৌ** ইহার অর্থ—শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন।৪ তিনি কুরুবংশীয়গণের মধ্যে বৃদ্ধ বলিয়া আচার্য্য এবং দুর্য্যোধন উভয়ের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, আর পিতামহ বলিয়া তিনি (দুর্য্যোধনকে) আচার্য্যের ন্যায় উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।৫ তিনি প্রতাপশালী বলিয়া শত্রুগণের ভয় জন্মাইবার জন্য উচ্চ সিংহনাদ পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন। এস্থলে সিংহনাদ এবং শঙ্খধ্বনি, উভয়েই হর্ষের জনক বলিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি এবং হর্ষোৎপত্তি, ইহাদের কালিক পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিলেও—"অভিচরন্ যজেত" ("অভিচার করিতে করিতে অর্থাৎ অচিরে অবশ্যম্ভাবী অভিচারের জন্য যজ্ঞ করিবে") এইরূপ প্রয়োগের ন্যায়

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩

অন্বয়ঃ—ততঃ শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ চ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত ; সঃ শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। অর্থাৎ তখন শঙ্খ, ভেরী ও পণব অর্থাৎ মাদল, আনক অর্থাৎ পটহ, গোমুখ অর্থাৎ রণশিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যসমূহ হঠাৎ বাজিয়া উঠিল ; আর সেই শব্দ তুমুল হইল।

"ততো" ভীষ্মস্য সেনাপতেঃ প্রবৃত্ত্যনন্তরং "পণবাশ্চ আনকা গোমুখাশ্চ" বাদ্য-বিশেষাঃ "সহসা" তৎক্ষণমেব "অভ্যহন্যন্ত" বাদিতাঃ। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ।১ "স শব্দঃ তুমুলো" মহান্ আসীৎ তথাপি ন পাণ্ডবানাং ক্ষোভো জাত ইত্যভিপ্রায়ঃ।২—১৩

"জনয়ন্" এইস্থলের যে শতৃপ্রত্যয় তাহা অবশ্যম্ভাবিতারূপ বর্ত্তমান অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে *।৭—॥১২।

তাহার পর অর্থাৎ সেনাপতি ভীষ্মের (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত হওয়ার পর **পণব, আনক** এবং **গোমুখ** প্রভৃতি বাদ্যবিশেষ সকল সহসা—সেইক্ষণেই বাদিত হইয়াছিল। এখানে **অভ্যহন্যন্ত** এই পদটী কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।১ সেই শব্দ তুমুল অর্থাৎ বিশাল হইয়াছিল। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তাহাতেও পাণ্ডবগণের কোনও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই।২ – ॥১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬

* কারণ কার্য্যের পূর্ব্বকালবর্ত্তী হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি হর্ষের কারণ হইলে হর্ষের পূর্ব্বকালবর্ত্তীই হইবে। কিন্তু "হর্ষং সংজনয়ন সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ" এই বাক্যে হর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তিতা, শঙ্খধ্বনি অপেক্ষা সিংহনাদের পূর্ব্বকালবর্ত্তিতা এবং শঙ্খধ্বনির পরকালবর্ত্তিতাই ব্যক্ত হইতেছে। এইজন্য "সংজনয়ন্" স্থলে "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিত্ব অর্থে (হেত্বর্থে) শতৃপ্রত্যয়টী প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাবিক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিত্ব বুঝাইলে ভূত ও ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এস্থলে অবশ্যম্ভাবী বর্ত্তমান অর্থে শতৃপ্রত্যয় হওয়ায় কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের ব্যতিক্রম বা বিরোধ হয় না।

কাশ্যশ্চ পরমেম্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে!।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

অন্বয়ঃ—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ দিব্যৌ শঙ্খৌ এব প্রদধ্মতুঃ। হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং নাম, নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ প্রদধ্মতুঃ। পৃথিবীপতে! পরমেম্বাসঃ কাশ্যঃ মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ, দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ। অর্থাৎ অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত মহান্ রথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীপুত্রগণ এবং মহাবাহু অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯

অন্যেষামপি রথস্থত্বে স্থিত এব অসাধারণ্যেন রথোৎকর্ষকথনার্থং "ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে" ইত্যাদিনা রথস্থত্বকথনম্।১ তেন অগ্নিদত্তে তুষ্প্রধৃষ্যে রথে স্থিতৌ সর্ব্বথা জেতুমশক্যাবিত্যর্থঃ।২ "পাঞ্চজন্যো দেবদত্তঃ পৌণ্ড্রোঽনন্তবিজয়ঃ সুঘোষো মণিপুষ্পকশ্চে"তি শঙ্খনামকথনং পরসৈন্যে স্বনামভিঃ প্রসিদ্ধা এতাবন্তঃ শঙ্খাঃ ভবৎসৈন্যে তু নৈকোঽপি স্বনামপ্রসিদ্ধঃ শঙ্খোঽস্তীতি পরেষাম্ উৎকর্ষাতিশয়-কথনার্থম্।৩ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রেরকত্বেন সর্ব্বান্তর্য্যামী সহায়ঃ পাণ্ডবানামিতি কথয়িতুং "হৃষীকেশ"পদম্।৪ দ্বিগ্বিজয়ে সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা ধনম্ আহৃতবানিতি সর্ব্বথৈব অয়ম্ অজেয় ইতি কথয়িতুং "ধনঞ্জয়"পদম্।৫ ভীমং হিড়িম্ববধাদিরূপং কর্ম্ম যস্য

যদিও অন্যান্য বীরগণ রথেই অবস্থিত ছিলেন, তথাপি মাধব এবং পাণ্ডব অর্জ্জুন অসাধারণ পুরুষ বলিয়া তাঁহাদের রথের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই **ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে** (অনন্তর শ্বেত অশ্বসংযুক্ত) ইত্যাদি অংশদ্বারা তাঁহাদিগকে রথস্থ (রথারূঢ়) বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।১ এইরূপ উৎকর্ষ খ্যাপন করায় তাঁহারা অগ্নিপ্রদত্ত অনভিভবনীয় (অন্যের অজেয়) রথে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের তুই জনকে জয় করা অসম্ভব—ইহাই সূচিত হইতেছে।২ শত্রুগণের সৈন্যে স্বনামপ্রসিদ্ধ এতগুলি শঙ্খ রহিয়াছে, কিন্তু তোমার সৈন্যে একটীও স্বনামবিখ্যাত শঙ্খ নাই; সুতরাং শত্রুগণের উৎকর্ষই অধিক—এইরূপ তাৎপর্য্য কথনের জন্য এস্থলে **পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ** এবং **মণিপুষ্পক** এই কয়টী শব্দের দ্বারা শঙ্খের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।৩ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক (চালক বা নিয়ামক) সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ পাণ্ডবগণের সহায়—এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য **হৃষীকেশ** এই পদটী প্রদত্ত হইয়াছে।৪ দিগ্বিজয় কালে সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া ইনি ধন আহরণ করিয়াছিলেন, এই হেতু ইনি (অর্জ্জুন) সর্ব্বথা

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯

অন্বয়ঃ—নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব অভ্যনুনাদয়ন্ সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। অর্থাৎ সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল।১৯

তাদৃশঃ, বৃকোদরত্বেন বহ্বন্নপাকাদ্ অতিবলিষ্ঠো ভীমসেন ইতি কথিতম্।৬ "কুন্তীপুত্র" ইতি কুন্ত্যা মহতা তপসা ধর্ম্মম্ আরাধ্য লব্ধঃ। স্বয়ং চ রাজসূয়যাজিত্বেন মুখ্যো রাজা। যুধি চ অয়মেব জয়ভাগিত্বেন স্থিরো ন তু এতদ্বিপক্ষাঃ স্থিরা ভবিষ্যন্তীতি যুধিষ্ঠিরপদেন সূচিতম্।৭ "নকুলঃ সুঘোষং, সহদেবো মণিপুষ্পকং দধ্মৌ" ইত্যনুষজ্যতে।৮ "পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ" মহাধনুর্দ্ধরঃ কাশীরাজঃ।৯ ন পরাজিতঃ পারিজাতহরণ-বাণযুদ্ধাদিমহাসংগ্রামেষু, এতাদৃশঃ সাত্যকিঃ।১০ হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! স্থিরো ভূত্বা শৃণু ইতি অভিপ্রায়ঃ। সুগমমন্যৎ।১১॥—১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।

ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সৈন্যে শঙ্খাদিধ্বনিঃ অতিতুমুলোঽপি ন পাণ্ডবানাং ক্ষোভকোঽভূৎ। পাণ্ডবানাং সৈন্যে জাতস্তু "স" শঙ্খঘোষো "ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং" ধৃতরাষ্ট্রস্য তব সম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং ভীষ্মদ্রোণাদীনামপি "হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ" হৃদয়বিদারণতুল্যাং ব্যথাং জনিতবানিত্যর্থঃ।১ যতঃ "তুমুলঃ" তীব্রঃ "নভশ্চ পৃথিবীং চ" প্রতিধ্বনিভিঃ আপূরয়ন্।২॥—১৯

অজেয়—এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য **ধনঞ্জয়** এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে।৫ হিড়িম্ব বধ প্রভৃতি ভীম (ভয়ঙ্কর) কর্ম্ম যাহার তিনিই **ভীমকর্ম্মা**; আর ইনি বৃকোদর বলিয়া বহু অন্ন পরিপাক করিয়াছেন, সুতরাং বলিষ্ঠ—এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত **বৃকোদর** এই পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে।৬ কুন্তী মহাতপস্যা দ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করতঃ ইঁহাকে লাভ করিয়াছেন। এইরূপ ভাবপ্রকাশ করিবার জন্য **কুন্তীপুত্র** এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ইনি স্বয়ংও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন বলিয়া প্রধান রাজা; যুদ্ধে ইনিই জয়লাভ করিবেন বলিয়া ইনি স্থির থাকিতে পারেন, কিন্তু ইঁহার বিপক্ষগণ স্থির হইবে না—এইরূপ অর্থ **যুধিষ্ঠির** পদটী প্রযুক্ত হওয়ায় সূচিত হইতেছে।৭ **নকুল সুঘোষ** নামক এবং **সহদেব মণিপুষ্পক** নামক শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন—এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে।৮ **পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ,** ইহার অর্থ মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ।৯ পারিজাত-হরণ, বাণ নামক অসুরের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি মহাসংগ্রাম সমূহেও যিনি পরাজিত হন নাই, তিনিই অপরাজিত—এতাদৃশ সাত্যকি।১০ হে **পৃথিবীপতি** ধৃতরাষ্ট্র! আপনি স্থির হইয়া শুনুন—ইহাই 'পৃথিবীপতি' এই সম্বোধনের অভিপ্রায়। অপরাপর অংশগুলি সহজবোধ্য।১১—১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সৈন্যমধ্যে শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনি অত্যন্ত তুমুল হইলেও তাহা পাণ্ডবগণের চাঞ্চল্যজনক হয় নাই। কিন্তু পাণ্ডবগণের সৈন্যে সেই শঙ্খধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের—হে

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥২০
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
অর্জ্জুন উবাচ—সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১

অন্বয়ঃ—মহীপতে! অথ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা তদা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধনুঃ উদ্যম্য হৃষীকেশম্ ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যম্ আহ। হে অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়। অর্থাৎ হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়া সেই সময় উভয়পক্ষের শস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভোন্মুখ হইলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক হৃষীকেশকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন—হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।২০।২১

ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভয়প্রাপ্তিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তদ্‌বৈপরীত্যম্ উদাহরতি—"অথে" ত্যাদিনা।১ ভীতিপ্রত্যুপস্থিতেরনন্তরং পলায়নে প্রাপ্তেঽপি তদ্বিরুদ্ধতয়া যুদ্ধোদ্‌যোগেন অবস্থিতানেব পরান্ প্রত্যক্ষেণ উপলভ্য "তদা শস্ত্রসম্পাতে" প্রবর্ত্তমানে সতি। বর্ত্তমানে ক্তঃ।২ "কপিধ্বজঃ পাণ্ডবো" হনুমতা মহাবীরেণ ধ্বজরূপতয়া অনুগৃহীতোঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বথা ভয়শূন্যত্বেন যুদ্ধায় গাণ্ডীবং "ধনুরুদ্যম্য" "হৃষীকেশম্" ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেন সর্ব্বান্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞং শ্রীকৃষ্ণম্ "ইদম্" বক্ষ্যমাণং বাক্যম্ আহ উক্তবান্ ন তু অবিমৃশ্যকারিতয়া স্বয়মেব যৎকিঞ্চিৎ কৃতবানিতি পরেষাং বিমৃশ্যকারিত্বেন নীতি-ধর্ম্ময়োঃ কৌশলং বদন্ অবিমৃশ্যকারিতয়া পরেষাং রাজ্যং গৃহীতবানসীতি নীতিধর্ম্ময়োঃ

ধৃতরাষ্ট্র! ভবৎ-সম্পর্কীয় ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সমস্ত বীরগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল অর্থাৎ হৃদয়বিদারণ সদৃশ ব্যথা জন্মাইয়াছিল।১ ইহার হেতু এই যে, সেই শব্দ প্রতিধ্বনির দ্বারা নভোভাগ এবং পৃথিবীতলকে আপূরিত করিয়া তুমুল অর্থাৎ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল।২॥ ১৯।

ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কীয় বীরগণের ভয়প্রাপ্তি দেখাইয়া **অথ** ইত্যাদি শ্লোকে পাণ্ডবগণের তাহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ ভয়াভাব দেখাইতেছেন। ভয়প্রাপ্তির পরে পলায়ন স্বাভাবিক হইলেও তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ নির্ভীকভাবে স্থির সেই শত্রুগণকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া, **তদা**—সেইসময়ে **শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে**—শস্ত্র সমুদায় প্রয়োগের অবসর হইলে, **প্রবৃত্তে** এস্থলে বর্ত্তমানকালে ক্তপ্রত্যয় হইয়াছে, **কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ**—মহাবীর হনুমান্ ধ্বজরূপে (রথে থাকিয়া) যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেই কপিধ্বজ অর্জ্জুন সকল রকমে ভয়শূন্যভাবে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গাণ্ডীব **ধনুঃ উদ্যম্য**—ধনুঃ উদ্যত করিয়া **হৃষীকেশম্**—যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক বলিয়া সকলের অন্তঃকরণের বৃত্তি বুঝিতে পারেন—সেই হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে **ইদং**—ইহা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ বাক্য **আহ**—বলিলেন। কিন্তু অবি-মৃশ্যকারী হইয়া অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি যাদৃচ্ছিক কিছু করেন নাই। এইরূপে (সঞ্জয়)—শত্রুগণ বিমৃশ্যকারী বলিয়া তাহাদের নীতি ও ধর্ম্মের নিপুণতা প্রকাশ করিলেন, আর আপনি অবিমৃশ্যকারিরূপে শত্রুগণের রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং নীতি ও

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ যাবৎ অহম্ নিরীক্ষে, [তাবৎ রথং স্থাপয়] অর্থাৎ এই যুদ্ধারম্ভে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই যুদ্ধোদ্যতগণকে যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি সেই স্থানে রথ স্থাপন কর।২২

অভাবাৎ তব জয়ো নাস্তীতি "মহীপতে" ইতি সম্বোধনেন সূচয়তি।৩ তদেব অর্জ্জুনবাক্যম্ অবতারয়তি—"সেনয়োরুভয়োঃ" স্বপক্ষপ্রতিপক্ষভূতয়োঃ সন্নিহিতয়োঃ মধ্যে মম "রথং" স্থাপয় স্থিরীকুরু ইতি সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে অর্জ্জুনেন। কিং হি ভক্তানামশক্যং যদ্ ভগবানপি তন্নিয়োগমনুতিষ্ঠতীতি ধ্রুবো জয়ঃ পাণ্ডবানামিতি।৪ নন্বেবং রথং স্থাপয়ন্তং মামেতে শত্রবো রথাৎ চ্যাবয়িষ্যন্তীতি ভগবদাশঙ্কাম্ আশঙ্ক্যাহ—অচ্যুতেতি—দেশকালবস্তুষু অচ্যুতং ত্বাং কো বা চ্যাবয়িতুম্ অর্হতীতি ভাবঃ।৫ এতেন সর্ব্বদা নির্ব্বিকারত্বেন নিয়োগনিমিত্তঃ কোপোঽপি পরিহৃতঃ।৬॥—২০।২১

মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনম্ আহ—"যোদ্ধুকামান্" ন তু অস্মাভিঃ সহ সন্ধিকামান্ "অবস্থিতান্" ন তু ভয়াৎ প্রচলিতান্ "এতান্" ভীষ্মদ্রোণাদীন্ "যাবদ্" গত্বা অহং নিরীক্ষিতুং

ধর্ম্মের অভাবনিবন্ধন আপনার জয় হইবে না—এই ভাবটীও **মহীপতে** এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা সূচিত করিয়া দিলেন।৩ অর্জ্জুন যে বাক্য বলিলেন, তাহারই অবতারণা করিতেছেন—**সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে**—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই উভয় পক্ষের সন্নিহিত সেনার মধ্যে **রথং স্থাপয় মে**=আমার রথটিকে স্থাপিত কর। এই প্রকারে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেছেন। কি এমন বিষয় আছে যাহা ভক্তগণের অসাধ্য?—যেহেতু ভগবান্‌ও তাহাদের নিয়োগ সম্পাদন করিতেছেন; সুতরাং পাণ্ডবগণের জয় নিশ্চিত।৪ আচ্ছা, আমি এইরূপে রথ স্থাপন করিলে এই শত্রুগণ ত আমাকে রথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিতে পারে, ভগবানের এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—**অচ্যুত**। এই 'অচ্যুত' পদটীর দ্বারা সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি দেশ, কাল ও বস্তু সকলের মধ্যে অচ্যুত অর্থাৎ চ্যুতি বা স্খলনরহিত, সুতরাং তোমাকে কে বিচ্যুত করিতে পারে?৫ ইহার দ্বারা অর্থাৎ এই পদটীর দ্বারা সম্বোধন করায় ভগবান্‌কে নিযুক্ত করার জন্য তাঁহার যে ক্রোধ হইবে, তাহারও (তাদৃশ আশঙ্কারও) পরিহার করা হইল, কেননা তিনি সদা নির্ব্বিকার (সুতরাং কেহ তাঁহাকে ভৃত্যের ন্যায় নিযুক্ত করিতেছে বলিয়া তাঁহার যে ক্রোধরূপ বিকার হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই)।৬—॥২০।২১

মধ্যস্থলে রথস্থাপনের কি প্রয়োজন তাহা বলিতেছেন—**যোদ্ধুকামান্**—যাঁহারা যুদ্ধ করিতে

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ এতে যে অত্র সমাগতাঃ [তান্] যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে—অর্থাৎ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের হিতৈষী যাহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই যুদ্ধোদ্যতগণকে আমি নিরীক্ষণ করি।২৩

ক্ষমঃ স্যাং, তাবৎ প্রদেশে রথং স্থাপয় ইত্যর্থঃ।১ যাবদিতি কালপরং বা।২ নমু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ, অতঃ তব কিমেষাং দর্শনেন ইত্যত্রাহ—কৈরিতি।৩ "অস্মিন্ রণসমুদ্যমে" বন্ধূনামেব পরস্পরং যুদ্ধোদ্যোগে "ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যং" মৎকর্ত্তৃকযুদ্ধপ্রতিযোগিনঃ কে কৈঃ ময়া সহ যোদ্ধব্যং কিংকর্ত্তৃকযুদ্ধপ্রতিযোগী অহমিতি চ মহদিদং কৌতুকম্ এতজ্জ্ঞানমেব মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনম্ ইত্যর্থঃ।৪—২২

নমু বন্ধব এতে পরস্পরং সন্ধিং কারয়িষ্যন্তি ইতি কুতো যুদ্ধম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"য এতে" ভীষ্মদ্রোণাদয়ো "ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য" দুর্য্যোধনস্য "দুর্বুদ্ধেঃ" স্বরক্ষণোপায়ম্ অজানতঃ "প্রিয়চিকীর্ষবো যুদ্ধে" ন তু দুর্বুদ্ধ্যপনয়নাদৌ "এতান্ যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে" উপলভে, ন তু সন্ধিকামান্। অতো, যুদ্ধায় তৎপ্রতিযোগ্যবলোকনম্ উচিতমেব ইতি ভাবঃ।২৩

অভিলাষী, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক নহেন **অবস্থিতান্**—যাঁহারা স্থিরভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভয়ে পলায়নপর নহেন—**এতান্**—এই ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতিকে **যাবৎ**—আমি যে স্থানে গিয়া নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই, সেই স্থানে, রথ রাখ।১ **যাবৎ** এই শব্দটী কাল অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ যাবৎকালে আমি দেখিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ রথ রাখ।২ (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তুমি ত যোদ্ধা, যুদ্ধদর্শক নহ, তবে তোমার ইহাদিগকে দেখিয়া কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **কৈঃ** ইত্যাদি।৩ **অস্মিন্ রণসমুদ্যমে**—এই যুদ্ধোদ্যমে অর্থাৎ বন্ধুগণের মধ্যেই যখন পরস্পর যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়াছে, তখন **ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যম্**—কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ আমি যে যুদ্ধ করিব, তাহার প্রতিযোগী (প্রতিপক্ষ) কাহারা, আর আমার সহিতই বা কাহারা যুদ্ধ করিবে, যাহাদের আমি প্রতিযোগী অর্থাৎ প্রতিপক্ষ হইব—এই প্রকার আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় জানাই—মধ্যস্থলে রথস্থাপনের প্রয়োজন ॥৪—॥২২।

ভাল, এই বন্ধুগণই না হয় তোমাদের পরস্পর সন্ধি করাইয়া দিবে, সুতরাং যুদ্ধের আশঙ্কা আর কোথায়? এই প্রকার আশঙ্কায় বলিতেছেন—**য এতে**—এই যে ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতি বীরগণ **দুর্ব্বুদ্ধেঃ**—নিজ রক্ষণোপায়ানভিজ্ঞ **ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য**—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের **যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ**—যুদ্ধে প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু দুর্বুদ্ধিতা দূর করিয়া ইঁহারা তাহার প্রিয়কার্য্য করিতে অভিলাষী নহেন। **(তান্) যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে**—আমি তাঁহাদিগকে যোৎস্যমান বলিয়া দেখিতেছি, অর্থাৎ তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন—এইরূপই উপলব্ধি করিতেছি, পরন্তু তাঁহারা যে সন্ধির অভিলাষী তাহা ত বুঝিতেছি না। এই কারণে যুদ্ধের জন্য সেই সমস্ত প্রতিপক্ষদিগকে নিরীক্ষণ করা আমার পক্ষে উচিতই বটে—ইহাই অভিপ্রায় ॥২৩

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত !
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ "পার্থ ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনি"তি ॥২৫

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ—হে ভারত ! গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ [প্রমুখতঃ] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা—হে 'পার্থ ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য' ইতি উবাচ। অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত ! গুড়াকেশ অর্জ্জুনকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সকল রাজগণের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ রথ স্থাপন করিয়া "হে পার্থ ! এই সমবেত কুরুগণকে দেখ"—এই কথা বলিলেন।২৪।২৫

এবম্ অর্জ্জুনেন প্রেরিতো ভগবান্ অহিংসারূপং ধর্ম্মম্ আশ্রিত্য প্রায়শো যুদ্ধাৎ তং ব্যাবর্ত্তয়িষ্যতি ইতি ধৃতরাষ্ট্রাভিপ্রায়ম্ আশঙ্ক্য তং নিরাচিকীর্ষুঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি উক্তবান্ ইত্যাহ বৈশম্পায়নঃ—১। হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র ! ভরতবংশমর্য্যাদাম্ অনুসন্ধায়াপি দ্রোহং পরিত্যজ জ্ঞাতীনামিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ঃ।২ গুড়াকায়া নিদ্রায়া ঈশেন জিতনিদ্রতয়া সর্ব্বত্র সাবধানেন অর্জ্জুনেন এবমুক্তো ভগবান্ অয়ং মদ্‌ভৃত্যোঽপি সারথ্যে মাং নিয়োজয়তীতি দোষম্ আসজ্য ন অকুপ্যৎ, ন বা তং যুদ্ধাৎ ন্যবর্ত্তয়ৎ, কিন্তু "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" "ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ" তয়োঃ প্রমুখে সম্মুখে "সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং" চ সম্মুখে—।৩ আত্মাদিত্বাৎ

ভগবান্ এইরূপে অর্জ্জুনের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া অহিংসারূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হয় ত তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবেন—ধৃতরাষ্ট্রের যদি এইরূপ ধারণা হয়, তাহা নিরাকরণেচ্ছু হইয়া সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—ইহা বৈশম্পায়ন "সঞ্জয় উবাচ" এই বাক্যে (জনমেজয়কে) বলিতেছেন*।১ **ভারত**—হে ভারত ! (ভরতের বংশে সমুৎপন্ন) ধৃতরাষ্ট্র !—এইরূপ সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে, আপনি ভরতবংশের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়াও জ্ঞাতিগণের প্রতি দ্রোহ (বিরুদ্ধতা) পরিত্যাগ করুন।২ গুড়াকা অর্থ নিদ্রা, তাহার যিনি ঈশ (জয়ী), তিনি গুড়াকেশ, সুতরাং গুড়াকেশ অর্থ জিতনিদ্র ; অতএব যিনি সকল বিষয়ে সাবধান ; সেই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে এইরূপ বলিলেও ভগবান্—এ আমার ভৃত্য হইয়াও আমাকে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে—এইরূপে দোষ গ্রহণ করিয়া কুপিত হন নাই, কিংবা তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তও করেন নাই। কিন্তু **সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে**—উভয় সেনার মধ্যে **ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ**—ভীষ্ম এবং দ্রোণের সম্মুখে **সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং**—এবং সমস্ত রাজগণেরও সম্মুখে (রথ স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন)।৩ প্রমুখতঃ

* এই গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন। শ্রোতা জনমেজয়। এইজন্য এই গীতাও বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন। এইজন্যই মূলে ইহা বৈশম্পায়নের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সার্ব্ববিভক্তিকস্তসি। চকারেণ সমাসনিবিষ্টোঽপি 'প্রমুখতঃ' শব্দ আকৃষ্যতে।৪ ভীষ্ম-দ্রোণয়োঃ পৃথক্ কীর্ত্তনম্ অতিপ্রাধান্যসূচনায়।৫ "রথোত্তমম্" অগ্নিনা দত্তং দিব্যং রথং ভগবতা স্বয়মেব সারথ্যেন অধিষ্ঠিততয়া চ সর্ব্বোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হৃষীকেশঃ" সর্ব্বেষাং নিগূঢ়াভিপ্রায়জ্ঞো ভগবান্ অর্জ্জুনস্য শোকমোহৌ উপস্থিতাবিতি বিজ্ঞায় সোপহাসম্ অর্জ্জুনম্ উবাচ।৬ "হে পার্থ" পৃথায়াঃ স্ত্রীস্বভাবেন শোকমোহগ্রস্ততয়া তৎসম্বন্ধিনঃ তবাপি তদ্‌বত্তা সমুপস্থিতেতি সূচয়ন্ হৃষীকেশত্বম্ আত্মনো দর্শয়তি। পৃথা মম পিতুঃ স্বসা তস্যাঃ পুত্রোঽসি ইতি সম্বন্ধোল্লেখেন চ আশ্বাসয়তি।৭ মম সারথ্যে নিশ্চিতো ভূত্বা সর্ব্বানপি সমবেতান্ কুরূন্ যুযুৎসূন্ পশ্য নিঃশঙ্কতয়েতি দর্শনবিধ্যভিপ্রায়ঃ।৮ অহং সারথ্যে অতিসাবধানঃ, ত্বং তু সাম্প্রতমেব রথিত্বং ত্যক্ষ্যসি ইতি কিং তব পরসেনাদর্শনেন ইত্যর্জ্জুনস্য ধৈর্য্যম্ আপাদয়িতুং 'পশ্য' ইতি এতাবৎপর্য্যন্তং ভগবতো বাক্যম্। অন্যথা 'রথং সেনয়োর্মধ্যে স্থাপয়ামাস' ইতি এতাবন্মাত্রং ব্রূয়াৎ ৯॥—২৪।২৫

এইস্থলে প্রমুখ শব্দটী আদ্যাদিগণের (আদি-প্রভৃতিশব্দলক্ষিত গণের) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এখানে সার্ব্ববিভক্তিক 'তসি' প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ 'আদিতঃ' এই স্থলে যেমন সপ্তমীস্থানে 'তসি' প্রত্যয় হয় 'প্রমুখতঃ' এইস্থলেও সেইরূপ তস্ হইয়াছে। আর 'চ' শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায়—"প্রমুখতঃ" এই পদটী যদিও ('ভীষ্মদ্রোণ' এই পদের সহিত) সমাসে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তথাপি 'মহীক্ষিতাম্' শব্দের সহিতও উহা আকৃষ্ট অর্থাৎ সম্বদ্ধ বা অন্বিত হইবে।৪ ভীষ্ম এবং দ্রোণের অতিশয় প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।৫ **রথোত্তমম্**—সেই স্বর্গীয় রথটী অগ্নিকর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং স্বয়ং ভগবানের সারথ্যে অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) বলিয়া তাহা 'সর্ব্বোত্তম'; সেই রথটীকে স্থাপিত করিয়া **হৃষীকেশঃ**—সকলের অন্তর্য্যামী সেই ভগবান্ হৃষীকেশ অর্জ্জুনের শোক এবং মোহ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া উপহাসের সহিত অর্জ্জুনকে বলিলেন।৬ হে **পার্থ**!—হে পৃথাপুত্র! এই প্রকারে সম্বোধন করিয়া—পৃথা (কুন্তী) স্ত্রীস্বভাববশতঃ শোকমোহগ্রস্ত; সুতরাং তুমি তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তোমার মধ্যেও তাহা অর্থাৎ শোক ও মোহ উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ অর্থ সূচিত করিয়া, নিজের হৃষীকেশত্ব (ইন্দ্রিয়েশ্বরত্ব) দেখাইয়া দিতেছেন; আবার পৃথা আমার পিতার ভগিনী—তুমি তাঁহারই পুত্র—এইরূপ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া আশ্বস্তও করিতেছেন।৭ আমার সারথ্যে নিশ্চিত হইয়া তুমি যুদ্ধের জন্য উৎসুক সমবেত সমস্ত কুরুগণকে নিঃশঙ্কভাবে দেখ—ইহাই দর্শনবিধির অভিপ্রায়, অর্থাৎ "পশ্য" এই স্থলে বিধি অর্থে যে লোট্ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য।৮ আমি সারথিকর্ম্মে অতি সতর্ক, তুমি কিন্তু এখনই রথিত্ব অর্থাৎ রথযোদ্ধৃত্ব পরিত্যাগ করিবে, তবে আর তোমার শত্রুসৈন্য দেখিয়া কি হইবে—এই বলিয়া অর্জ্জুনের

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬

অন্বয়ঃ—অথ পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন্, পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্ তথা সখীন্, শ্বশুরান্, সুহৃদঃ চ অপশ্যৎ।—অর্থাৎ অনন্তর অর্জ্জুনও সেখানে কুরুপাণ্ডব উভয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদগণকে দেখিতে পাইলেন।২৬

তত্র সমরসমারম্ভার্থং সৈন্যদর্শনে ভগবতা অভ্যনুজ্ঞাতে সতি 'সেনয়োঃ উভয়োরপি স্থিতান্ পার্থ অপশ্যৎ' ইত্যন্বয়ঃ।১ অথ শব্দঃ তথাশব্দপর্য্যায়ঃ।২ পরসেনায়াং পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্মসোমদত্তপ্রভৃতীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণকৃপ-প্রভৃতীন্, মাতুলান্ শল্যশকুনিপ্রভৃতীন্, ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণপ্রভৃতীন্, পৌত্রান্ লক্ষ্মণাদিপুত্রান্, সখীন্ অশ্বত্থামজয়দ্রথপ্রভৃতীন্ বয়স্যান্, শ্বশুরান্ ভার্য্যাণাং জনয়িতৄন্, সুহৃদো মিত্রাণি কৃতবর্ম্মভগদত্তপ্রভৃতীন্।৩ সুহৃদ ইত্যনেন যাবন্তঃ কৃতোপ-কারা মাতামহাদয়শ্চ তে দ্রষ্টব্যাঃ।৪ এবং স্বসেনায়ামপি উপলক্ষণীয়ম্॥৫—॥২৬

ধৈর্য্য সম্পাদন করিবার জন্য **পশ্য** অর্থাৎ দেখ—এইরূপ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর এই পর্য্যন্তই ভগবানের উক্তি বুঝিতে হইবে; কেননা তাহা না হইলে **রথং সেনয়োর্মধ্যে স্থাপয়ামাস** অর্থাৎ উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিয়াছিলেন, এইমাত্রই সঞ্জয় বলিতেন ॥৯—॥২৪।২৫।

সমরসমারম্ভের জন্য সেইখানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সৈন্যদর্শনের অনুমতিপ্রদান করিলে **সেনয়োঃ উভয়োঃ অপি স্থিতান্ পার্থঃ অপশ্যৎ**—উভয়সেনার মধ্যে যাঁহারা অবস্থিত ছিলেন পার্থ তাঁহাদিগকে দেখিলেন, এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।১ **অথ**শব্দটী এখানে 'তথা'শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।২ শত্রুগণের সৈন্যের মধ্যে **পিতৄন্**—পিতৃগণকে অর্থাৎ ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি পিতৃব্যগণকে, **পিতামহান্**—ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি পিতামহগণকে, **আচার্য্যান্**—দ্রোণকৃপপ্রভৃতি আচার্য্যগণকে, **মাতুলান্**—শল্যশকুনিপ্রভৃতি মাতুলগণকে, **ভ্রাতৄন্**—দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে **পুত্রান্**—লক্ষ্মণপ্রভৃতি পুত্রগণকে, **পৌত্রান্**—পৌত্রগণকে অর্থাৎ লক্ষ্মণাদির পুত্র যাহারা তাহাদিগকে, **সখীন্**—অশ্বত্থামা জয়দ্রথপ্রভৃতি বন্ধুগণকে, **শ্বশুরান্**—পত্নীগণের জনকদিগকে এবং **সুহৃদঃ**—সুহৃৎসকলকে অর্থাৎ কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত প্রভৃতি বন্ধুগণকে সেইখানে অবস্থিত দেখিলেন।৩ **সুহৃৎ** এই কথার দ্বারা মাতামহপ্রভৃতিদিগকে এবং অপরাপর যাঁহারা উপকার করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হইবে।৪ এইরূপ নিজসৈন্যমধ্যেও আত্মীয়গণকে দেখিতে পাইলেন—ইহাও উপলক্ষণীয় অর্থাৎ বুঝিয়া লইতে হইবে ॥৫—২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয় অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ।—অর্থাৎ সেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সেখানে অবস্থিত সেই বন্ধুগণকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাদ্বারা আবিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে খেদ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।২৭

এবং স্থিতে মহান্ অধর্ম্মো হিংসা ইতি বিপরীতবুদ্ধ্যা মোহাখ্যয়া শাস্ত্রবিহিতত্বেন ধর্ম্মত্বমিতি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকেন চ মমকারনিবন্ধনেন চিত্তবৈক্লব্যেন শোকমোহাখ্যেন অভিভূত-বিবেকস্য অর্জ্জুনস্য পূর্ব্বম্ আরব্ধাদ্ যুদ্ধাখ্যাৎ স্বধর্ম্মাৎ উপরিরংসা মহাঽনর্থপর্য্যবসায়িনী বৃত্তা ইতি দর্শয়তি—১ "কৌন্তেয়" ইতি স্ত্রীপ্রভবত্বকীর্ত্তনং পার্থবৎ তাদাত্বিকমূঢ়তাম্ অপেক্ষ্য কৃপয়া কর্ত্র্যা স্বব্যাপারেণৈব আবিষ্টো ব্যাপ্তো ন তু কৃপাং কেনচিদ্ ব্যাপারেণ আবিষ্ট ইতি স্বতঃ সিদ্ধ এব অস্য কৃপেতি সূচ্যতে।২ এতৎপ্রকটীকরণায় 'পরয়া' ইতি বিশেষণম্। 'অপরয়া' ইতি বা ছেদঃ।৩ স্বসৈন্যে পুরাঽপি কৃপা অভূদেব, তস্মিন্ সময়ে তু কৌরবসৈন্যেঽপি অপরা কৃপা অভূদিত্যর্থঃ।৪ 'বিষীদন্' বিষাদম্ উপতাপং প্রাপ্নুবন্ অব্রবীৎ ইতি উক্তিবিষাদয়োঃ সমকালতাং বদন্ সগদ্গদকণ্ঠতাঽশ্রুপাতাদি বিষাদকার্য্যম্ উক্তিকালে দ্যোতয়তি ॥৫—॥২৭

এইরূপ হইলে পর, হিংসা মহা অধর্ম্ম—এই প্রকার যে বিপরীতবুদ্ধি, যাহাকে অপর কথায় মোহ বলা হয়, তাহার দ্বারা, এবং শাস্ত্রবিহিত বলিয়া ইহা (এই হিংসা) ধর্ম্ম—এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহার প্রতিবন্ধক যে মমকারজন্য চিত্তবিকলতা, যাহাকে শোক ও মোহ নামে অভিহিত করা হয়, তাহা দ্বারা অর্জ্জুনের বিবেচনাবুদ্ধি চাপা পড়িলে পূর্ব্বসমারব্ধ যুদ্ধনামক স্বধর্ম্ম হইতে অর্জ্জুনের বিরত হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, আর তাহার পরিণাম মহান্ অনর্থ অর্থাৎ অপুরুষার্থ হইয়া পড়ে—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইতেছেন।১ **কৌন্তেয়ঃ**—কুন্তীপুত্র ; এই শব্দটীর দ্বারা অর্জ্জুনের যে স্ত্রীস্বভাবত্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার তাদাত্বিক অর্থাৎ তাৎকালিক মোহকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যেমন ইহা 'পার্থ' শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ অর্জ্জুনের স্ত্রীলোকসুলভ মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কৌন্তেয়—কুন্তীনন্দন এইরূপে স্ত্রীসম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। **কৃপয়া** অর্থ স্বয়ং কৃপাকর্ত্তৃক অর্থাৎ কৃপার নিজের ক্রিয়ার দ্বারই **আবিষ্ট** অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে যে তিনি (অর্জ্জুন) কৃপা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; সুতরাং তাঁহার যে কৃপা, তাহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক—ইহাই সূচিত হইতেছে।২ এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকট করিবার নিমিত্তই **পরয়া** এই বিশেষণ পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা 'কৃপয়াপরয়া' এস্থলে **কৃপয়া অপরয়া** এইরূপে পদচ্ছেদ করিতে হইবে।৩ নিজ সৈন্যগণের প্রতি পূর্ব্বেই ত এক কৃপা হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে কৌরবগণের সৈন্যের প্রতিও তাঁহার অপর এক কৃপা হইয়াছিল।৪ **বিষীদন্** অর্থ—বিষাদ অর্থাৎ উপতাপ প্রাপ্ত হইয়া **অব্রবীৎ**—বলিয়াছিলেন। এইরূপে ('বিষীদন্, এই পদে 'লক্ষণ' অর্থে

অর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ! যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ—কৃষ্ণ! যুযুৎসুং সমুপস্থিতং ইমং স্বজনম্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি।—অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল সম্যক্‌রূপে অবস্থিত বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার গাত্র বিশীর্ণ এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে।২৮

তদেব ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুনবাক্যম্ অবতারয়তি সঞ্জয়ঃ "অর্জ্জুন উবাচ" ইত্যাদিনা, "এবমুক্ত্বাঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে" ইত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন।১ তত্র স্বধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণীভূততত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকঃ স্বপরদেহে আত্মাত্মীয়াভিমানবতঃ অনাত্মবিদঃ অর্জ্জুনস্য যুদ্ধেন স্বপরদেহবিনাশপ্রসঙ্গদর্শিনঃ শোকো মহান্ আসীদিতি তল্লিঙ্গকথনেন দর্শয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ—২ "ইমং স্বজনম্" আত্মীয়ং বন্ধুবর্গং যুদ্ধেচ্ছুং যুদ্ধভূমৌ চ উপস্থিতং "দৃষ্ট্বা" স্থিতস্য "মম" পশ্যতো মম ইত্যর্থঃ। অঙ্গানি ব্যথন্তে। "মুখং চ পরিশুষ্যতি" ইতি শ্রমাদিনিমিত্তশোষাপেক্ষয়া অতিশয়কথনায় সর্ব্বতোভাবাবাচি'পরি'শব্দপ্রয়োগঃ ॥৩—॥২৮

শতৃ প্রয়োগ করিয়া* উল্লেখ করায়) উক্তি ও বিষাদের সমকালতা বলায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বলিবার সময় তাঁহার সগদ্‌গদকণ্ঠতা, অশ্রুপাত প্রভৃতি বিষাদের লক্ষণ স্বরূপ কার্য্য সকল প্রকটিত হইয়াছিল ॥১১—২৭

অর্জ্জুনঃ উবাচ অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন—এই অংশ হইতে **এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে**= অর্থাৎ 'যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া'- এই অংশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় ভগবানের প্রতি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কথিত সেই বাক্য সকলেরই অবতারণা করিতেছেন।১ নিজ দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরদেহে আত্মীয়তাজ্ঞানকারী অনাত্মবিৎ অর্জ্জুন যুদ্ধে নিজের এবং অপরের শরীরের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়ায়, স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ যে যথার্থজ্ঞান, তাহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে শোক, তাহা যে তাঁহার মধ্যে গুরুতর হইয়াছিল—তাহা সেই শোকের চিহ্ন বা কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া তিনটী শ্লোকে দেখাইতেছেন।২ **ইমং স্বজনম্**=এই স্বজনকে অর্থাৎ আত্মীয় বন্ধুবর্গকে, **দৃষ্ট্বা**=যুদ্ধাভিলাষী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া **মম**=যে আমি অবস্থিত সেই আমার অঙ্গসকল ব্যথিত হইতেছে এবং মুখও **পরিশুষ্যতি**=সর্ব্বতোভাবে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। শ্রমাদিজনিত যে শুষ্কতা তাহা অপেক্ষা এই শুষ্কতা যে অধিক তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এখানে **পরিশব্দটী** প্রযুক্ত হইয়াছে—**পরি** ইহার অর্থ সর্ব্বতোভাবে ॥৩—২৮

---

* শতৃপ্রত্যয় ক্রিয়ার লক্ষণ অর্থাৎ পরিচায়ক অর্থে এবং হেতু-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে হেতু-অর্থে শতৃপ্রত্যয়ের উদাহরণ ২৩ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় আলোচিত হইয়াছে। আর 'উত্তিষ্ঠন্ জুহোতি' অর্থাৎ দাঁড়াইয়া আহুতি দিতেছে ইত্যাদি স্থল লক্ষণ অর্থে শতৃপ্রত্যয়ের উদাহরণ। এস্থলে 'বিষীদন্' এই পদে লক্ষণ অর্থেই শতৃপ্রত্যয় হইয়াছে। সুতরাং বিষাদ উক্তির সমকালীন হইয়া তাহার পরিচায়ক বা বিশেষণ অর্থাৎ অবস্থা বিশেষের দ্যোতক হইতেছে।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব! ॥৩০

অন্বয়ঃ—শরীরে মে বেপথুঃ রোমহর্ষঃ চ জায়তে হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব।—অর্থাৎ আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে, এবং সমস্ত চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে।২৯

অন্বয়ঃ—হে কেশব! অবস্থাতুং ন চ শক্নোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব। বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি। অর্থাৎ হে কেশব! আমি এই স্থলে অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মনও ঘুরিতেছে এবং অনিষ্টসূচক লক্ষণ সকল দেখিতেছি।৩০

'বেপথুঃ' কম্পঃ। 'রোমহর্ষঃ' পুলকিতত্বম্। গাণ্ডীবভ্রংশেন অধৈর্য্যলক্ষণং দৌর্ব্বল্যং ত্বক্পরিদাহেন চ অন্তঃসন্তাপো দর্শিতঃ ॥২৯

"অবস্থাতুং" শরীরং ধারয়িতুং "চ ন শক্নোমি" ইত্যনেন মূর্চ্ছা সূচ্যতে।১ তত্র হেতুঃ—"মম মনো ভ্রমতীব" ইতি। ভ্রমণকর্ত্তৃসাদৃশ্যং নাম মনসঃ কশ্চিদ্বিকারবিশেষো মূর্চ্ছায়াঃ পূর্ব্বাবস্থা। চঃ হেতৌ। যত এবম্ অতো ন অবস্থাতুং শক্নোমীত্যর্থঃ।২ পুনরপি অবস্থানাসামর্থ্যে কারণমাহ—"নিমিত্তানি চ" সূচকতয়া আসন্নদুঃখস্য, "বিপরীতানি" বামনেত্রস্ফুরণাদীনি "পশ্যামি" অনুভবামি। অতোঽপি ন অবস্থাতুং শক্নোমীত্যর্থঃ।৩ অহম্ অনাত্মবিত্ত্বেন দুঃখিত্বাৎ শোকনিবন্ধনং ক্লেশম্ অনুভবামি, ত্বং তু সদানন্দরূপত্বাৎ শোকাসংসর্গী ইতি কৃষ্ণপদেন সূচিতম্।৪ অতঃ স্বজনদর্শনে তুল্যেঽপি

বেপথু অর্থ কম্প; রোমহর্ষ অর্থ পুলকিতত্ব; গাণ্ডীবস্খলনদ্বারা অধৈর্য্যদ্যোতক দুর্ব্বলতা; এবং ত্বক্পরিদাহের দ্বারা অন্তঃস্থিত সন্তাপ দেখান হইল।২৯

আমি **অবস্থাতুম্**=অবস্থান করিতে অর্থাৎ শরীর ধারণ করিতে **ন চ শক্নোমি**=সমর্থ হইতেছি না—ইহা দ্বারা মূর্চ্ছা সূচিত হইল।১ তাহার অর্থাৎ সেই মূর্চ্ছার কারণ কি তাহা বলিতেছেন—**মম মনঃ ভ্রমতি ইব** অর্থাৎ আমার মন যেন ঘুরিতেছে। ভ্রমিকর্ত্তার সহিত মনের যে সাদৃশ্য, তাহা মনের কোন বিকারবিশেষ, যাহা মূর্চ্ছার পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ মূর্চ্ছার পূর্ব্বাবস্থাকেই এখানে মনের ভ্রমি (ঘূর্ণি) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। **চ** শব্দটী হেত্বর্থক। ফলিতার্থ এই যে—যেহেতু এইরূপ হইতেছে, সেই কারণে আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না।২ মনকে স্থির করিতে যে অসামর্থ্য, তাহার অপর কারণ বলিতেছেন **নিমিত্তানি চ**=নিমিত্তসকলও অর্থাৎ আসন্ন দুঃখের সূচক বামাক্ষিস্পন্দনপ্রভৃতি বিপরীতভাব সকলও **পশ্যামি**=আমি অনুভব করিতেছি। এজন্যও আমি মনকে স্থির করিতে পারিতেছি না—ইহাই তাৎপর্য্য।৩ আমি অনাত্মজ্ঞ হওয়ায় দুঃখী, একারণে শোকসঞ্জাত ক্লেশ অনুভব করিতেছি। তুমি কিন্তু সদানন্দস্বরূপ বলিয়া শোকসংসর্গরহিত—এইরূপ অর্থ '**কৃষ্ণ**' এই পদটীর দ্বারা সূচিত হইয়াছে।৪ অতএব তোমার এবং আমার স্বজনদর্শন সমানপ্রকার

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥৩১

অন্বয়ঃ—[হে কৃষ্ণ!] স্বজনম্ আহবে হত্বা শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি। অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! স্বজনগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া কোন শুভফল দেখিতেছি না।৩১

শোকাসংসর্গিত্বলক্ষণাৎ বিশেষাৎ ত্বং মাম্ অশোকং কুর্ব্বিতি ভাবঃ।৫ 'কেশব'পদেন চ তৎকরণসামর্থ্যং; কঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশো রুদ্রঃ সংহর্ত্তা, তৌ বাতি অনুকম্প্যতয়া গচ্ছতি ইতি তদ্ব্যুৎপত্তেঃ।৬ ভক্তদুঃখকর্ষিত্বং বা কৃষ্ণপদেনোক্তং, 'কেশব'পদেন চ কেশ্যাদিদুষ্টদৈত্যনিবর্হণেন সর্ব্বদা ভক্তান্ পালয়সি, ইত্যতো মামপি শোকনিবারণেন পালয়িষ্যসি ইতি সূচিতম্ ॥৭—॥৩০

এবং লিঙ্গদ্বারেণ সমীচীনপ্রবৃত্তিহেতুভূততত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকীভূতং শোকম্ উক্ত্বা সম্প্রতি তৎকারিতাং বিপরীতপ্রবৃত্তিহেতুভূতাং বিপরীতবুদ্ধিং দর্শয়তি—১ শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং দৃষ্টমদৃষ্টং বা বহুবিচারণাদনু পশ্চাদপি ন পশ্যামি অস্বজনমপি যুদ্ধে হত্বা শ্রেয়ো ন পশ্যামি। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ" ॥" ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিশেষাভিধানাৎ হন্তুস্তু ন কিঞ্চিৎ

তুইও তোমাতে শোকাসংসর্গিত্ব অর্থাৎ শোকে সংসৃষ্ট না হওয়া রূপ বিশেষত্ব আছে; সেইজন্য তুমি আমাকে শোকহীন কর—ইহাই ভাবার্থ।৫ **কেশব** পদের দ্বারা তাদৃশ কার্য্যের (শোকহীন করিবার) সামর্থ্য কথিত হইয়াছে; যেহেতু ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—ক অর্থ ব্রহ্মা অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; ঈশ অর্থ রুদ্র, যিনি সংহারকর্ত্তা, তাঁহাদের দুইজনকেও যিনি **বাতি** অর্থাৎ অনুকম্প্য অর্থাৎ কৃপার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন—অর্থাৎ তাঁহাদিগকেও যিনি দয়া করিয়া শক্তিযুক্ত করেন তিনি কেশব (সুতরাং আমাকে শোকহীন করিবার সামর্থ্য অবশ্যই তাঁহার আছে)।৬ অথবা কৃষ্ণপদের দ্বারা—তিনি ভক্তের দুঃখ দূর করেন—এইরূপ অর্থ সূচিত হইয়াছে, আর কেশবপদের দ্বারা—কেশী প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণকে নিসূদিত করিয়া তুমি সতত ভক্তগণকে পালন করিয়া থাক, এই কারণে আমারও শোক নিবৃত্তি করিয়া আমাকে তুমি পালন করিবে—এই অর্থ প্রকটিত হইতেছে ॥৭—৩০।

সমীচীনপ্রবৃত্তির হেতুভূত অর্থাৎ বিহিতকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে শোক, তাহার স্বরূপ, লিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ তৎকার্য্যদ্বারা প্রকাশিত করিয়া, এক্ষণে তাহারই প্রভাবে কারিত নিষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ যে বিপরীতজ্ঞান, তাহা দেখাইতেছেন। অর্থাৎ শোকের ফলে যে মূর্চ্ছাদি হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে শোকনিবন্ধন যে মোহ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন। এই মোহ বা বিপরীতজ্ঞানের জন্যই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ সেই যুদ্ধত্যাগ এবং ভিক্ষাচর্য্যাপ্রভৃতি কর্ম্মে অর্জ্জুনের প্রবৃত্তি হইতেছে।১ **শ্রেয়ঃ**=পুরুষার্থ, তাহা দৃষ্টই কি আর অদৃষ্টই কি, কোনটীও **"অনু"**=বহুবিচার করিবার পরেও **ন পশ্যামি**—দেখিতে পাইতেছি না। অর্থাৎ ইহাতে ইহলোকে কিংবা পরলোকেও যে কোন পুরুষার্থ হইবে, তাহা দেখিতেছি না। (স্বজনের ত দূরের কথা) যাহারা আপনার লোক নহে, তাহাদেরও যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না। (তাহার কারণ) "যোগযুক্ত

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥৩২

অন্বয়ঃ—হে কৃষ্ণ ! বিজয়ং ন চ কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং সুখানি চ ন। হে গোবিন্দ ! নঃ রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্?—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! আমি বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য এবং সুখও চাহি না। হে গোবিন্দ ! রাজ্যে কি ফল ? ভোগ ও জীবনধারণই বা কেন ? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই।৩২

সুকৃতম্।২ এবম্ অস্বজনবধেঽপি শ্রেয়সঃ অভাবে স্বজনবধে সুতরাং তদভাব ইতি জ্ঞাপয়িতুং স্বজনম্ ইত্যুক্তম্।৩ এবম্ অনাহববধে শ্রেয়ো নাস্তি ইতি সিদ্ধসাধনবারণায় "আহবে" ইত্যুক্তম্।৪—॥৩১

নন্থ মা ভূৎ অদৃষ্টং প্রয়োজনং দৃষ্টপ্রয়োজনানি তু বিজয়ো রাজ্যং সুখানি চ নির্ব্বিবাদানি ইত্যত আহ—১ পূর্ব্বত্র সুখং পরতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা হি উপায়প্রবৃত্তৌ কারণম্। অতঃ তদাকাঙ্ক্ষায়া অভাবাৎ তদুপায়ে যুদ্ধে ভোজনেচ্ছাবিরহিণ ইব পাকাদৌ মম প্রবৃত্তিঃ অনুপপন্না ইত্যর্থঃ।২ কুতঃ পুনঃ ইতরপুরুষৈঃ ইষ্যমাণেষু তেষু তব অনিচ্ছা ইত্যত

সন্ন্যাসী এবং সম্মুখসমরে নিহত ব্যক্তি—এই দুই জাতীয় লোক জগতে সূর্য্যমণ্ডলভেদ করিয়া (পরমাগতি লাভ করিয়া) থাকে"—ইত্যাদি শাস্ত্র বচনে, নিহত ব্যক্তিরই শ্রেয়োবিশেষ হয়, এই কথাই উক্ত হইয়াছে —কিন্তু হননকর্ত্তার যে কোন সুকৃত অর্থাৎ পুণ্য হয় তাহা উক্ত হয় নাই।২ এইরূপে অনাত্মীয়দিগের বধেও যখন শ্রেয়ের অভাব হইতেছে, তখন আত্মীয়গণের বধে ত একেবারেই তাহার অভাব হইবে, ইহা জানাইবার জন্য **স্বজনম্** এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৩ এইরূপ, অনাহব-বধে অর্থাৎ যুদ্ধভিন্ন-স্থলে যে বধ তাহাতে শ্রেয়ঃ নাই—এইরূপ সিদ্ধসাধনদোষবারণের জন্য—অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে বিনা কারণে বধ করিলে যে কোন সুফল নাই ইহা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তাহা জানান সিদ্ধ বিষয়ের সম্পাদনের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন এবং পুনরুক্তিমাত্র; এই পুনরুক্তি এক প্রকার দোষ; সেই দোষ নিবারণের জন্য **"আহবে"** এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে ৪॥—॥৩১

ভাল, অদৃষ্ট প্রয়োজন না হয় নাই হইল—বিজয়, রাজ্য এবং সুখ—এই সমস্ত দৃষ্টপ্রয়োজনের সম্বন্ধে ত আর কোন বিবাদ নাই, অর্থাৎ যুদ্ধে পুণ্য না হওয়ায় তাহার অদৃষ্ট প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে জয়লাভ, রাজ্যলাভ এবং সুখলাভ যে হয়, তাহা ত বিনা মতদ্বৈধে স্বীকার করিতে হয়; তবে আর যুদ্ধে শ্রেয়ঃ নাই বলা যায় কিরূপে ? ইহার উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন—**"ন কাঙ্ক্ষে"** ইত্যাদি।১ সুখের উপায়ে অর্থাৎ কর্ম্মাদিতে লোকের যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার কারণ হইতেছে পূর্ব্বে সুখের অনুভূতি এবং পরে ঐ সুখরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা। অতএব যখন ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই, তখন ভোজনেচ্ছারহিত ব্যক্তির যেমন পাকাদিতে প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ আমারও সুখাদির উপায়ে অর্থাৎ সুখাদি লাভের উপায় যে যুদ্ধাদি কর্ম্ম তাহাতে প্রবৃত্তি হওয়া অযুক্ত, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ অপরাপর ব্যক্তি যে সমস্ত বিষয়ের অভিলাষ করে, তোমার তাহাতে অনিচ্ছা কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**কিং নঃ** অর্থাৎ "আমাদের কি হইবে" ইত্যাদি।৩ ভোগ অর্থাৎ সুখ

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতম্, ভোগাঃ সুখানি চ [কাঙ্ক্ষিতানি] তে ইমে ধনানি প্রাণান্ চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ; অর্থাৎ যাহাদের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাদিগকে লইয়া রাজ্যভোগ ও সুখ সকল আকাঙ্ক্ষা করা হয়, ধন ও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া এই তাহারাই যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত।৩৩

আহ—"কিং ন" ইতি।৩ ভোগৈঃ সুখৈঃ জীবিতেন জীবিতসাধনেন বিজয়েন ইত্যর্থঃ।৪ বিনা রাজ্যং ভোগান্ কৌরববিজয়ং চ বনে নিবসতাম্ অস্মাকং তেনৈব জগতি শ্লাঘনীয়-জীবিতানাং কিম্ এভিঃ আকাঙ্ক্ষিতৈরিতি ভাবঃ।৫ গোশব্দব্যাচানি ইন্দ্রিয়াণি অধিষ্ঠানতয়া নিত্যং প্রাপ্তঃ ত্বমেব মম ঐহিকফলবিরাগং জানাসি ইতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি—"গোবিন্দ" ইতি ॥৬—॥৩২

রাজ্যাদীনাম্ আক্ষেপে হেতুমাহ—এতেন স্বস্য বৈরাগ্যেঽপি স্বীয়ানাম্ অর্থে যতনীয়ম্ ইতি অপাস্তম্। একাকিনো হি রাজ্যাদি অনপেক্ষিতমেব। যেষাং তু বন্ধূনাম্ অর্থে তদপেক্ষিতং তে এতে "প্রাণান্" প্রাণাশাং "ধনানি" ধনাশাং চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতা ইতি ন স্বার্থঃ স্বীয়ার্থো বা অয়ং প্রযত্ন ইতি ভাবঃ।১ ভোগশব্দঃ পূর্ব্বত্র সুখপরতয়া নির্দ্দিষ্টোঽপি অত্র পৃথক্‌সুখগ্রহণাৎ সুখসাধনবিষয়পরঃ। প্রাণধনশব্দৌ তু তদাশালক্ষকৌ।২ স্বপ্রাণত্যাগেঽপি স্ববন্ধূনাম্ উপভোগায় ধনাশা সম্ভবেদিতি তদ্বারণায় পৃথগ্ ধনগ্রহণম্ ॥৩—॥৩৩

এবং জীবিত অর্থাৎ জীবনের সাধন অর্থাৎ উপকরণস্বরূপ বিজয়—জয়লাভ; তাহাতে আমাদের কি হইবে?৪ রাজ্য, ভোগ এবং কৌরবগণকে পরাজিত করা—এ সমস্ত ব্যতীত যদি আমরা বনে বাস করি, তাহা হইলে তাহাতেই জগতে আমাদের জীবন শ্লাঘনীয় হইবে, সুতরাং আমাদের এ সমস্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজন কি?—ইহাই ভাবার্থ।৫ **গো** শব্দের বাচ্য অর্থাৎ অভিধেয় অর্থ যে ইন্দ্রিয়গ্রাম, তাহাদিগকে তুমি নিয়ত অধিষ্ঠানরূপে প্রাপ্ত হইতেছ, অর্থাৎ তাহাদের তুমিই অধিষ্ঠাতা; এই হেতু তুমিই আমার ঐহিক ফলবিরাগ অর্থাৎ ঐহিক ফলে যে আমার ইচ্ছা নাই তাহা জানিতে পারিতেছ—এইরূপ অর্থ সূচনা করিবার জন্য **গোবিন্দ** এই বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।৬—॥৩২

রাজ্যপ্রভৃতির পরিত্যাগের কারণ বলিতেছেন—**যেষাম্ অর্থে**—"যাঁহাদের জন্য" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা, নিজের বৈরাগ্য হইলেও আত্মীয়গণের জন্যও যত্ন করা উচিত—এই উক্তিও দূরীকৃত হইল। কেননা, যে একাকী, তাহার ত রাজ্যাদি অনপেক্ষিত অর্থাৎ রাজ্যাদিতে তাহার কোন অপেক্ষাই নাই। আর যে সমস্ত বন্ধুর জন্য সেই রাজ্য অপেক্ষিত, সেই এই বন্ধুগণই প্রাণের আশা এবং ধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন। অতএব আমার চেষ্টা নিজের জন্যও হইবে না এবং আত্মীয়দিগের জন্যও হইবে না—ইহাই ভাবার্থ।১ যদিও পূর্ব্বে **ভোগ**

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥৩৪
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন!।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥৩৫

অন্বয়—আচার্য্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ। অর্থাৎ সেই এই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র এবং পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ অবস্থিত।৩৪

অন্বয়ঃ—হে মধুসূদন! ঘ্নতঃ অপি এতান্ কিং নু মহীকৃতে ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য অপি হেতোঃ হন্তুং ন ইচ্ছামি। অর্থাৎ—মধুসূদন! ইহারা আমাকে মারিলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না এবং পৃথিবীর কথা কি, ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পাইলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না।৩৫

যেষাম্ অর্থে রাজ্যাদি অপেক্ষিতং তে অত্র ন আগতা ইত্যাশঙ্ক্য তান্ বিশিনষ্টি—স্পষ্টম্। ["আচার্য্যা" দ্রোণাদয়ঃ। "পিতরঃ" স্বগোত্রজাঃ। "পুত্রা" দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ স্বকীয়া অভিমন্ম্যাদয়ো বা। "পিতামহা" ভীষ্মাদয়ঃ। "মাতুলাঃ" শল্যশকুনি-প্রভৃতয়ঃ। "শ্বশুরা" দ্রুপদাদ্যাঃ। "পৌত্রা" লক্ষণাদিপুত্রাঃ। "শ্যালা" ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ। "সম্বন্ধিনো" বিবাহাদিসম্বন্ধং প্রাপ্তাঃ। "তথা"ঽপরে বহবঃ স্বসেনাপরসেনাস্থিতা যোদ্ধার উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মদীয়া এব। অতো ন যোৎস্যামীতি ভাবঃ] ॥৩৪

শব্দটী সুখার্থক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এখানে **সুখ** শব্দটী পৃথক্ গৃহীত হওয়ায়, ইহা, সুখের যাহা সাধন তাহারই বাচক, অর্থাৎ **ভোগ** শব্দটীর দ্বারা এস্থলে সুখসাধন অর্থাৎ যাহার দ্বারা সুখ হয় তাদৃশ বস্তুই কথিত হইতেছে। আর প্রাণ ও ধন এই শব্দ দুইটী প্রাণের ও ধনের আশার লক্ষক অর্থাৎ লক্ষণাশক্তিবলে প্রাণ ও ধন এই শব্দদ্বয় হইতে এখানে প্রাণের আশা ও ধনের আশা এইরূপ অর্থ লব্ধ হয়।২ নিজের প্রাণত্যাগ হইলেও নিজ বন্ধুগণের উপভোগের জন্য ধনের আশা সম্ভব হইতে পারে—এই কারণে এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য **ধনানি চ** এই স্থলে 'ধন'শব্দটী পৃথক্‌ভাবে গৃহীত অর্থাৎ উল্লিখিত হইয়াছে ॥৩—৩৩

যাহাদের জন্য রাজ্যপ্রভৃতি অপেক্ষিত হয়, তাহারা ত এখানে আসে নাই—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহাদেরই বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।—এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট অর্থাৎ টীকার প্রয়োজন নাই। (আচার্য্যাঃ—দ্রোণাদি। পিতরঃ—স্বগোত্রসমুৎপন্ন। পুত্রাঃ—দ্রৌপদীর গর্ভে যাহারা জাত অথবা কেবল স্বকীয় পুত্র অভিমন্যু প্রভৃতি। পিতামহাঃ—ভীষ্মাদি। মাতুলাঃ—শল্যশকুনি-প্রভৃতি। শ্বশুরাঃ—দ্রুপদ প্রভৃতি। পৌত্রাঃ—লক্ষণাদির পুত্রগণ। শ্যালাঃ—ধৃষ্টদ্যুম্নাদি। সম্বন্ধিনঃ—বিবাহাদির দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত। তদ্রূপ অপর বহু ব্যক্তি যাহারা স্বসেনা ও পর সেনার মধ্যে স্থিত অর্থাৎ উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত তাদৃশ যোদ্ধৃগণ সকলেই মদীয়পদবাচ্য। অতএব আমি যুদ্ধ করিব না—ইহাই ভাবার্থ।—ইহা পাঠান্তর) ॥৩৪

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ! ।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ ? এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ। অর্থাৎ হে জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইতে পারে ? এই সকল আততায়িগণকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে।৩৬

নন্বু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ ন হংসি তর্হি ত্বাম্ এতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতঃ ত্বম্ এব এতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব ইত্যত আহ—১ "ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ" তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি অস্মান্ "ঘ্নতোঽপি এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইচ্ছামপি ন কুর্য্যাম্ অহং কিং পুনঃ হন্যাম্, মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে তু ন হন্যামিতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ।২ মধুসূদন ইতি সম্বোধয়ন্ বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তকত্বং ভগবতঃ সূচয়তি ॥৩—॥৩৫

নন্বন্যান্ বিহায় ধার্ত্তরাষ্ট্রা এব হন্তব্যাঃ তেষাম্ অত্যন্তক্রূরতরতত্তদ্দুঃখদাতৃণাং বধে প্রীতিসম্ভবাদিত্যত আহ—১। "ধার্ত্তরাষ্ট্রান্" দুর্য্যোধনাদীন্ ভ্রাতৃন্ "নিহত্য" স্থিতানাম্ "অস্মাকং কা প্রীতিঃ স্যাৎ", ন কাঽপি ইত্যর্থঃ।২ ন হি মূঢ়জনোচিতক্ষণমাত্রবর্ত্তিসুখাভাসলোভেন চিরতরনরকযাতনাহেতুঃ বন্ধুবধঃ অস্মাকং যুক্ত ইতি ভাবঃ।৩

আচ্ছা; তুমি যদি কৃপাবশতঃ ইহাদিগকে বধ না কর, তাহা হইলে ইহারাই ত রাজ্যলোভে তোমায় বধ করিবে। অতএব তুমিই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যভোগ কর না কেন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—১। আমি ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যও অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির জন্যও এবং আমাদিগকে তাঁহারা নিহত করিলেও, তাঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না অর্থাৎ বধ করা ত দূরের কথা, বধ করিবার ইচ্ছাও করি না। সুতরাং কেবলমাত্র সামান্য পৃথিবী অধিকার করিবার জন্য যে হনন করিব না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ? ২ **মধুসূদন**—এই বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীভগবানের বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তকতা সূচিত করিয়া দেওয়া হইল অর্থাৎ তিনি বৈদিকমার্গ প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্তই মধু প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ বেদমার্গদ্বেষী অসুরগণকে হত্যা করিয়াছেন।৩—৩৫

আচ্ছা, অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেই ত বধ করা উচিত; কারণ, তাহারা অত্যন্ত ক্রূর (ভীষণ হইতেও ভীষণতর) সেই সেই (বহু) দুঃখপ্রদান করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের বধে তৃপ্তি হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—।১ **ধার্ত্তরাষ্ট্রান্**—ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণকে **নিহত্য**=মারিয়া আমাদের কি প্রীতি হইবে ? কোনই তৃপ্তি হইবে না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ মূর্খজনোচিত ক্ষণিক সুখাভাসের অর্থাৎ অপকৃষ্ট সুখের লোভে চিরতর নরকযাতনার যাহা কারণ, এমন বন্ধুবধ আমাদের কর্ত্তব্য নহে—ইহাই ভাবার্থ।৩ **জনার্দ্দন**

"জনার্দ্দনে"তি সম্বোধনেন যদি বধ্যা এতে তর্হি ত্বমেবৈতাণ্ জহি, প্রলয়ে সর্ব্বজন-হিংসকত্বেঽপি সর্ব্বপাপাসংসর্গিত্বাদিতি সূচয়তি।৪ নন্থ—"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি-র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ" ॥ ইতি স্মৃতেঃ এতেষাং চ সর্ব্বপ্রকারৈঃ আততায়িত্বাৎ,—"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাঽঽততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন" ॥ ইতি বচনেন দোষাভাবপ্রতীতেঃ হন্তব্যা এব দুর্য্যোধনাদয় আততায়িন ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"পাপমেব" ইতি।৫ "এতান্ আততায়িনো"ঽপি "হত্বা" স্থিতান্ "অস্মান্ পাপম্ আশ্রয়েদেবে"তি সম্বন্ধঃ।৬ অথবা পাপমেব আশ্রয়েৎ ন কিঞ্চিৎ অন্যদ্ দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনম্ ইত্যর্থঃ। "ন হিংস্যাৎ" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ "আততায়িনং হন্যাৎ" ইতি অর্থশাস্ত্রস্য দুর্ব্বলত্বাৎ। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাৎ তু বলবদ্ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ" ইতি ॥৭ অপরা ব্যাখ্যা—নন্থ

এইরূপ সম্বোধন করায় ইহা সূচিত হইতেছে যে, যদি ইহারা বধ্যই হয়, তাহা হইলে তুমিই তাহাদের বধ কর, (তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না,) কেননা প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীর হিংসা (বধ) করিলেও তোমার কোন প্রকার পাপের সহিত সংসর্গ হয় না, অর্থাৎ কোনও পাপ তোমায় স্পর্শ করে না।৪ আচ্ছা—"অগ্নিদাতা, বিষপ্রয়োগকর্ত্তা, (বধোদ্দেশে) শস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূম্যপহারী এবং পত্নী-অপহরণকারী—এই ছয় জাতীয় ব্যক্তি আততায়ী"—এই স্মৃতিবচন অনুসারে ইহারা যখন উক্ত সকল প্রকারেই আততায়ী, আর "সম্মুখবর্ত্তী আততায়ীকে বিনা বিচারে বধ করাই উচিত, যেহেতু আততায়ীকে নিহত করিলে হননকর্ত্তার কোনপ্রকার দোষ হয় না"—এই শাস্ত্রবচনমতে যখন আততায়িবধে দোষাভাব প্রতীত হইতেছে তখন আততায়ী দুর্য্যোধনাদিকে বধ করাই ত উচিত—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—**পাপমেব** ইত্যাদি।৫ এই সমস্ত আততায়ীদিগকে মারিয়া যদি আমরা জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমাদের অবশ্যই পাপ আশ্রয় করিবে—এস্থলে এইরূপে পদগুলির সম্বন্ধ করিয়া অর্থ করিতে হইবে।৬ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ—ইহাতে আমাদের কেবল পাপই আশ্রয় করিবে, তাহা ছাড়া আর কোন দৃষ্ট বা অদৃষ্ট অর্থাৎ ইহলৌকিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন সাধিত হইবে না। যেহেতু "আততায়ীকে মারিবে" এই অর্থশাস্ত্রীয় বিধিটী "হিংসা করিবে না," এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধি অপেক্ষা দুর্ব্বল। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"ব্যবহারে অর্থাৎ যাহার ফল ধর্ম্ম নহে কিন্তু দৃষ্টপ্রয়োজন অর্থলাভ বা জীবিকানির্ব্বাহ প্রভৃতি তাদৃশ স্থলে, তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রীয় বচনদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে ন্যায়ই (যুক্তিই বলবান্ হয় অর্থাৎ সে স্থলে যে স্মৃতিটী যুক্তিযুক্ত হইবে, সেইটীই প্রমাণ হইবে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র হইতে বলবৎ—ইহাই স্থিতি অর্থাৎ শাস্ত্রমর্য্যাদা।৭ **তাৎপর্য্য**—অর্জ্জুনের অভিপ্রায় এই যে, **আততায়িনম্** ইত্যাদি বচনটী অর্থশাস্ত্র; কারণ, উহা ধর্ম্ম নহে কিন্তু কেবল দৃষ্টপ্রয়োজন, ইহলোকেই উহার প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে; আর, "ন হিংস্যাৎ" এই বচনটী ধর্ম্মশাস্ত্র যেহেতু উহা অদৃষ্টপ্রয়োজন—উহার দ্বারা ইহলোকে কোন ইষ্টলাভ হয় না বলিয়া কোন দৃষ্টপ্রয়োজন

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৭

অন্বয়—হে মাধব! তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ, হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম?—অর্থাৎ হে মাধব! স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। যেহেতু স্বজনদিগকে বধ করিয়া কিরূপে আমরা সুখী হইতে পারি? ৩৭

ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ঘ্নতাং ভবতাং প্রীত্যভাবেঽপি যুষ্মান্ ঘ্নতাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্ প্রীতিঃ অস্ত্যেব অতস্তে যুষ্মান্ হন্যুরিত্যত আহ—"পাপমেবে"তি।৮ "অস্মান্ হত্বা" স্থিতান্ "এতান্ আততায়িনো" ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পূর্ব্বমপি পাপিনঃ সাম্প্রতমপি "পাপমেব আশ্রয়েৎ" ন অন্যৎ কিঞ্চিৎ সুখম্ ইত্যর্থঃ। তথা চ অযুধ্যতঃ অস্মান্ হত্বা এতে এব পাপিনো ভবিষ্যন্তি নাস্মাকং কাঽপি ক্ষতিঃ পাপাসম্বন্ধাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৯—৩৬

ফলাভাবাৎ অনর্থসম্ভবাৎ চ পরহিংসা ন কর্ত্তব্যা ইতি "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইত্যারভ্য উক্তং, তৎ উপসংহরতি—১ অদৃষ্টফলাভাবঃ অনর্থসম্ভবশ্চ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে।২ দৃষ্টসুখাভাবমাহ—"স্বজনং হি" ইতি।৩ "মাধবে"তি লক্ষ্মীপতিত্বাৎ ন অলক্ষ্মীকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতুম্ অর্হসীতি ভাবঃ ॥৪—৩৭

সাধিত হয় না বলিয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য রূপ অদৃষ্টই উহার প্রয়োজন। আর যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত বচনানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অস্ত্রশাস্ত্র দুর্ব্বল বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইলে তাহা প্রমাণ নহে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রমাণ। এই কারণে, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাৎ" ইত্যাদি স্মৃতি বচনটী অর্থশাস্ত্র বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া "ন হিংস্যাৎ" এই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে হিংসা না করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই জন্যই বলিয়াছেন **পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ**।৭ মূলের এই শ্লোকটির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও হয়, তাহা এইরূপ—ভাল, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে মারিয়া তোমাদের প্রীতি না হইলেও, তোমাদের বধ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণের ত অবশ্যই তৃপ্তি আছে; সুতরাং তাহারা তোমাদিগকে মারিবে—এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—**পাপমেব** ইত্যাদি।৮ আমাদিগকে মারিয়া অবস্থান করিলেও, পূর্ব্ব হইতেই পাপী আততায়ী এই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে ইদানীংও পাপই আশ্রয় করিবে, অন্য কোন সুখ হইবে না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং যে আমরা যুদ্ধ করিতেছি না, সেই আমাদের বধ করিয়া ইহারাই পাপী হইবে, আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ, আমাদের পাপ স্পর্শ করিবে না—ইহাই অভিপ্রায় ॥৯—৩৬।

পরহিংসা করা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে কোনও ফল নাই, অধিকন্তু অনর্থের সম্ভাবনা আছে, এইরূপে **ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি** (আমি শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না)-এই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে,—**তস্মাৎ** ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই উপসংহার করিতেছেন।১ **তস্মাৎ** এই স্থলে যে **তদ্** শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অদৃষ্টফলের অভাব এবং অনর্থের

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকং চ ন পশ্যন্তি।—অর্থাৎ যদিও রাজ্যলোভে নষ্টবিবেক ইহারা (দুর্য্যোধন প্রভৃতি) কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহরূপ পাতক দেখিতেছে না।৩৮

কথং তর্হি পরেষাং কুলক্ষয়ে স্বজনহিংসায়াং চ প্রবৃত্তিঃ তত্র আহ—লোভোপহতবুদ্ধিত্বাৎ তেষাং কুলক্ষয়াদিনিমিত্তদোষপ্রতিসন্ধানাভাবাৎ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ।১ অতএব ভীষ্মাদীনাং বন্ধুবধে প্রবৃত্তত্বাৎ শিষ্টাচারত্বেন বেদমূলত্বাৎ ইতরেষামপি তৎপ্রবৃত্তিঃ উচিতা ইতি অপাস্তং, "হেতুদর্শনাৎ চ" ইতি ন্যায়াৎ। তত্র হি লোভাদিহেতুদর্শনে বেদমূলত্বং ন কল্প্যত ইতি স্থাপিতম্।২ যদ্যপি এতে ন পশ্যন্তি তথাঽপি কথম্ অস্মাভিঃ ন জ্ঞেয়মিতি উত্তরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ ॥৩—৩৮

সম্ভাবনা পরামৃষ্ট (বোধিত) হইতেছে।২ **স্বজনং হি** এই বচনে, দৃষ্ট সুখেরও যে অভাব তাহা বলিয়া দিতেছেন।৩ **মাধব** এইরূপ সম্বোধন করার ভাবার্থ এই যে, তুমি যখন লক্ষ্মীর পতি, তখন অলক্ষ্মীকর কর্ম্মে আমায় প্রবৃত্ত করা তোমার উচিত নহে—ইহাই সূচিত হইতেছে ॥৪—৩৭

এইরূপই যদি হয় তাহা হইলে শত্রুগণই বা কিরূপে স্বজনহিংসায় ও কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে? এইপ্রকার আশঙ্কার (সংশয়ের) উত্তরে বলিতেছেন—লোভে তাহাদের বুদ্ধি উপহত (কুণ্ঠিত) হইয়া গিয়াছে, এইজন্য কুলনাশাদিনিমিত্ত যে দোষ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতিসন্ধানের (বুঝিবার) সামর্থ্য না থাকায় তাহাদের (কুলক্ষয়ে) প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে।১ অতএব—ভীষ্মপ্রভৃতি শিষ্টগণ যখন বন্ধুবধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর তাদৃশী প্রবৃত্তি যখন শিষ্টাচার বলিয়া বেদমূলা, তখন অপরেরও তাহাতে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত—এইরূপ মতও, "যেহেতু তাদৃশ শিষ্টাচারের মূলে লোভাদিরূপ হেতুও দেখা যায়, সেইজন্য তাহা বেদমূলক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না"—মহর্ষি জৈমিনিপ্রোক্ত এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে নিরাকৃত হইল। সেই স্থলে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদের **হেতুদর্শনাৎ** এই চতুর্থ সূত্রে ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, যে শিষ্টাচারের মূলে লোভাদি হেতু দৃষ্ট (অনুমিত) হয়, তাহার বেদমূলকত্ব কল্পনা করা উচিত নহে। **তাৎপর্য্য**—এই যে, শ্রুতি, স্মৃতি এবং শিষ্টাচার—এই তিনটীই ধর্ম্মে প্রমাণ। তন্মধ্যে শ্রুতি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রমাণ, আর স্মৃতি ও শিষ্টাচার বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ। কালবশে অনেক বেদশাখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকারগণের তাহা স্মরণ থাকায় অথবা বেদের শাখান্তরীয় বিষয় শাখান্তরের সহিত অধীত হইলে পাছে শাখার সাঙ্কর্য্য ঘটে এই কারণে বেদান্তরে বা শাখান্তরে উপদিষ্ট অথচ সকলেরই কর্ত্তব্য বা পালনীয় বিষয়সকল তাঁহারা তত্তৎ বেদার্থের স্মরণপূর্ব্বক নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহাই স্মৃতি। আবার অতি পূর্ব্বকালে সাধারণ্যে জ্ঞাত অথচ অধুনা

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন! ॥৩৯

অন্বয়ঃ—হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ, অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? অর্থাৎ আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিতে পাইয়াও কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৯

নন্থ যদ্যপ্যেতে লোভাৎ প্রবৃত্তাঃ তথাঽপি "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি" ইতি "বিজিতং ক্ষত্রিয়স্য" ইত্যাদিভিঃ [চ] "ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং ধর্ম্মো যুদ্ধার্জ্জিতং চ ধর্ম্ম্যং ধন"মিতি [ধর্ম্ম] শাস্ত্রে নিশ্চয়াদ্ ভবতাং চ তৈঃ আহূতত্বাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্তিঃ উচিতা এব ইতি আশঙ্ক্য আহ—১ "অস্মাৎ পাপাৎ" বন্ধুবধফলকযুদ্ধরূপাৎ।২ অয়মর্থঃ—শ্রেয়ঃ-

লুপ্ত বা অনধীত অথবা অজ্ঞাত শাখার কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ বৈদিকমার্গস্থিত শিষ্ট অর্থাৎ সাধুগণকর্ত্তৃক পরম্পরাক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া সেই শিষ্টাচারগুলিও বেদমূলক; এই কারণে সেই গুলিও অবশ্য পালনীয়। সুতরাং শিষ্টগণের সাধুতা ও বৈদিকতা দেখিয়াই তাঁহাদের আচরণকে প্রমাণ বলা হয়। কিন্তু যদি কোন স্থলে এমন কোন দৃঢ় প্রমাণ দেখা যায় যে, কোন শিষ্টাচারের মূলে লোভাদি ছিল তখন সেইটাকে বেদমূলক বলা হয় না। সুতরাং সেইটী প্রমাণ নহে।২* যদিও ইহারা দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি আমরা কেন তাহা না জানিব?—পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত ইহার এইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে ॥৩—৩৮।

আচ্ছা, যদিও ইহারা লোভবশতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি "আহূত হইয়া দ্যূতক্রীড়া হইতে অথবা যুদ্ধ হইতে ক্ষত্রিয়ের নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে" এবং "বিজিতদ্রব্য গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মানুমোদিত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং যুদ্ধার্জ্জিত ধনও ধর্ম্মানুগত, শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত হওয়ায়, তোমরা যখন তাহাদের দ্বারা আহূত হইয়াছ, তখন তোমাদের ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্যই উচিত, এইরূপ আশঙ্কা (প্রশ্ন) হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন—১। **অস্মাৎ পাপাৎ**—এই পাপ হইতে অর্থাৎ বন্ধুবধ যাহার পরিণাম, এতাদৃশ যুদ্ধরূপ পাপ হইতে। (নিবৃত্ত হওয়া যে আমাদের উচিত তাহা আমরা কেন না বুঝিব? আমরা যখন বুঝিতেছি, তখন আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া অবশ্য উচিত।) ২ ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—শ্রেয়ঃসাধনতাজ্ঞানই প্রবর্ত্তক; অর্থাৎ লোকে যখন বুঝে—ইহার দ্বারা আমার শ্রেয়ঃ হইবে, অর্থাৎ এই কার্য্যটী আমার ইষ্টবস্তুরসাধন বা নিষ্পাদক, তখন সে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং কোন কার্য্যে যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার হেতু হইতেছে শ্রেয়ঃসাধনতাজ্ঞান। আর তাহাই শ্রেয়ঃ, যাহা আশ্রয়ের (অনর্থের) হেতু নহে; অর্থাৎ যাহা হইতে অনর্থ—অনভিপ্রেত দুঃখাদি না হয়, তাহাকে শ্রেয়ঃ বলা হয়। কেন না তাহা না

* মীমাংসাদর্শনের শাবরভাষ্যের তন্ত্রবার্ত্তিকমধ্যে এ সম্বন্ধে সপক্ষে বিপক্ষে বহু বিচার পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টকর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে। মৎকৃতমীমাংসাদর্শনানুবাদে ঐ স্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

সাধনতাজ্ঞানং হি প্রবর্ত্তকম্।৩ শ্রেয়শ্চ তৎ, যৎ আশ্রেয়োঽননুবন্ধি, অন্যথা শ্যেনা-দীনামপি ধর্ম্মত্বাপত্তেঃ। তথা চ উক্তং—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে" ইতি (শ্লোকবার্ত্তিক)॥৪ ততশ্চ অশ্রেয়োঽনু-বন্ধিতয়া শাস্ত্রপ্রতিপাদিতেঽপি শ্যেনাদাবিব অস্মিন্ যুদ্ধেঽপি ন অস্মাকং প্রবৃত্তিঃ উচিতেতি ॥৫—॥৩৯

হইলে **শ্যেন** প্রভৃতি অভিচার কর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।৩ এইজন্য এইরূপ কথিতও আছে—যে কর্ম্ম একমাত্র প্রীতিরই হেতু হইয়া থাকে, এমন কি তাহা ফলের দ্বারাও অনর্থানুবন্ধী (অনভিপ্রেত দুঃখভোগাদিরূপ অনর্থজনক) হয় না, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হয়। ৪ অতএব শ্যেনাদিযাগ শাস্ত্র-প্রতিপাদিত হইলেও অশ্রেয়োনুবন্ধী অর্থাৎ ফলের দ্বারা অনর্থের জনক বলিয়া অর্থাৎ শ্যেনযাগ শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় অনিষ্ট নহে, কিন্তু শ্যেনযাগের ফল শত্রুবধ হিংসাত্মক বলিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার ফলে অনভিপ্রেত নরকাদি হয় বলিয়া তাহা অনিষ্টজনক হওয়ায় তাহাতে যেমন প্রবৃত্তি উচিত নহে, সেইরূপ এই যুদ্ধেও আমাদের প্রবৃত্তি উচিত নহে।৫—৩৯

তাৎপর্য্য—মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন—"চোদনা-লক্ষণঃ অর্থঃ ধর্ম্মঃ (মীঃ দঃ ১।১।২)। অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রপ্রতিপাদিত অর্থ অর্থাৎ শ্রেয়োজনক, তাহাই ধর্ম্ম। কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বই ধর্ম্মের লক্ষণ নহে; তাহা হইলে শ্যেন নামক যজ্ঞ ধর্ম্ম হইয়া পড়ে; কারণ, উহাও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত। অথচ উহা ধর্ম্ম নহে। এজন্য প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমীমাংসাভাষ্যকার ভগবান্ শবরস্বামী এবং বার্ত্তিককার শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ বলিয়াছেন—"চোদনালক্ষণঃ ধর্ম্মঃ ন ইন্দ্রিয়াদিলক্ষণঃ"। "চোদনৈব প্রমাণং চেত্যেতদ্ধ-র্ম্মেঽবধারিতম্" অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যই ধর্ম্মের একমাত্র প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদিজনিত কোন প্রকার অপর জ্ঞান ইহার নির্ণায়ক নহে। শ্যেনাদি কর্ম্ম শাস্ত্রপ্রতিপাদিত হইলেও অর্থ অর্থাৎ দুখসংস্পর্শবর্জ্জিত শ্রেয়ঃসাধন নহে বলিয়া ধর্ম্ম হয় না। কারণ শ্যেনযাগের ফল অভিচার অর্থাৎ শত্রুৎসাদন বটে, এবং তাহা স্বরূপতঃ অনর্থও নহে বটে, কিন্তু বিনা শাস্ত্রোক্ত কারণে যদি অভিচার (শত্রুমারণ) হয় তাহা হইলে সেই শত্রুমারণরূপ অভিচারটি "মা হিংস্যাৎ" ইত্যাদি বচন বোধিত নিষেধের বিষয় হইবে। আর যাহা নিষেধের বিষয় তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া তাহার ফলে অনভিপ্রেত নরকাদিদুঃখভোগ অবশ্যই হইবে। সুতরাং শ্যেনযাগ শাস্ত্রবিহিত বলিয়া অধর্ম্ম নহে, আবার তাহার ফল শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া তাহাও অর্থ অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে বলিয়া শ্যেনযাগ স্বরূপতঃ ধর্ম্ম নহে। এই কারণে 'ফলতোঽপি' এ স্থলে 'অপি' দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, অগম্যাগমন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল অনর্থ তাহা ত ধর্ম্ম নহেই, অধিক কি যাহার ফলের ফলও অনর্থ তাহাও ধর্ম্ম নহে। ইহাই বুঝাইবার জন্য 'ফলতোঽপি' এখানে 'অপি' প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব শ্যেনযাগাদি ব্যাবৃত্তোভয়রূপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাতিরিক্তস্বরূপ। এইজন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"অতঃ স্বতো ন ধর্ম্মত্বং শ্যেনাদের্নাপ্যধর্ম্মতা" অর্থাৎ বর্ণিত কারণসমূহ বশতঃ শ্যেনযাগাদি স্বরূপতঃ ধর্ম্মও নহে এবং অধর্ম্মও নহে।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৪০

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪১

অন্বয়ঃ—কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ; ধর্ম্মে নষ্টে অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ উত কুলম্ অভিভবতি—অর্থাৎ কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম অবশিষ্ট সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়।৪০

অন্বয়ঃ—হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি। হে বার্ষ্ণেয়। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে।—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।৪১

এবং চ বিজয়াদীনাম্ অশ্রেয়স্ত্বেন অনাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ ন তদর্থং প্রবর্ত্তিতব্যমিতি দ্রঢ়য়িতুম্ অনর্থানুবন্ধিত্বেন অশ্রেয়স্ত্বমেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—১ "সনাতনাঃ" পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ "কুলধর্ম্মাঃ" কুলোচিতা ধর্ম্মাঃ "কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি" কর্ত্তুরভাবাৎ।২ উত অপি। অগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠাতৃপুরুষনাশেন ধর্ম্মে নষ্টে। জাত্যভিপ্রায়ম্ একবচনম্। অবশিষ্টং বালাদিরূপং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্ম্মঃ অভিভবতি স্বাধীনতয়া ব্যাপ্নোতি। উতশব্দঃ কৃৎস্নপদেন সম্বধ্যতে ॥৩—॥৪০

অস্মদীয়ৈঃ পতিভিঃ ধর্ম্মম্ অতিক্রম্য কুলক্ষয়ঃ কৃতশ্চেৎ অস্মাভিরপি ব্যভিচারে কৃতে কো দোষঃ স্যাৎ ইত্যেবং কুতর্কহতাঃ "কুলস্ত্রিয়ঃ" প্রদুষ্যেয়ুঃ ইত্যর্থঃ।১ অথবা কুলক্ষয়কারিপতিতপতিসম্বন্ধাদেব স্ত্রীণাং দুষ্টত্বম্। "আ শুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ" ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥২—॥৪১

অতএব যুদ্ধে জয়লাভ প্রভৃতি যখন অশ্রেয়ঃ বলিয়া অনভিলষিত, তখন তাহার জন্য প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে—এই অর্থটীকে দৃঢ় করিবার জন্য, উহা যে অনর্থানুবন্ধী (অনর্থের জনক) বলিয়া অশ্রেয়ঃ, তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন—১ **সনাতনাঃ**—পরম্পরায় প্রাপ্ত **কুলধর্ম্মাঃ**—বংশোচিত ধর্ম্ম-সকল, বংশনাশ হইলে কর্ত্তার অভাবে লুপ্ত হইয়া থাকে।২ **উত** শব্দটীর অর্থৎ অপি" (আরও)। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠাতা পুরুষ প্রনষ্ট হওয়ায় ধর্ম্ম নষ্ট হইলে (সমগ্র বংশ অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া পড়িবে)। **ধর্ম্মে** এই পদে যে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা জাতি অর্থ বিবক্ষিত করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট যে সমগ্র বংশ যাহা কেবল শিশুপ্রভৃতিতে পর্য্যবসিত, তাহাকেও অধর্ম্ম অভিভূত করিবে অর্থাৎ নিজ অধীনভাবে ব্যাপ্ত করিবে ছাইয়া ফেলিবে। **উত** শব্দটী কৃৎস্নশব্দের সহিত সম্বন্ধ।৩—৪০।

আমাদের স্বামিগণ যদি ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কুলনাশ করিতে পারেন, তবে আমরাও যদি ব্যভিচার করি, তাহাতে দোষ কি? এইরূপ কুতর্কচালিত হইয়া কুলললনাগণ দূষিত হইয়া পড়িবে।১ অথবা ইহার অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা—কুলধ্বংসকারী হওয়ায় যাহারা

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪৩
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন!।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৪

অন্বয়ঃ—কুলস্য সঙ্করঃ চ কুলঘ্নানাং নরকায় এব, এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ হি পতন্তি।—অর্থাৎ বংশসঙ্কর কুলনাশকদিগকে নরকে লইয়া যায়; পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় ইহাদিগের পিতৃগণ নিশ্চয়ই পতিত হন ।৪২

অন্বয়ঃ—কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে—অর্থাৎ কুলঘাতকারিগণের বর্ণসঙ্করকারক এই সকল দোষদ্বারা সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্মসমূহ উৎসন্ন হয় ।৪৩

অন্বয়ঃ—হে জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম। অর্থাৎ হে জনার্দ্দন! বিনষ্টকুলধর্ম্মদিগের নিয়তই নরকে বাস হইয়া থাকে—ইহা গুরুপরম্পরায় আমরা শুনিয়াছি ।৪৪

কুলস্য সঙ্করশ্চ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈব ভবতি ইত্যন্বয়ঃ।১ ন কেবলং কুলঘ্নানামেব নরকপাতঃ কিং তু তৎপিতৃণামপি ইত্যাহ—"পতন্তি" ইতি।২ হি শব্দঃ অপ্যর্থে হেতৌ বা।৩ পুত্রাদীনাং কর্ত্তৃণাম্ অভাবাৎ লুপ্তা পিণ্ডস্য উদকস্য চ ক্রিয়া যেষাং তে তথা।৪ কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি নরকায়ৈব ইতি অনুষঙ্গঃ ॥৫—॥৪২

"জাতিধর্ম্মাঃ" ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ, "কুলধর্ম্মা" অসাধারণাশ্চ এতৈঃ দোষৈঃ উৎসাদ্যন্তে উৎসন্নাঃ ক্রিয়ন্তে বিনাশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥৪৩

পতিত, সেই পতিত পতিগণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় স্ত্রীলোকগণও দুষ্ট হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে স্মৃতিবচন যথা—"যে ব্যক্তি মহাপাতকে দূষিত, যতক্ষণ তাহার শুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করা উচিত" অর্থাৎ ততক্ষণ তাহার সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে, যেহেতু তাহা হইলে সংসর্গকারীও পতিত হইবে ॥২—৪১।

আর বংশের যে সঙ্কর অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর তাহা কুলনাশকগণের নরকের জন্যই হইয়া থাকে।১ কেবল যে বংশনাশকগণেরই নরক হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন, ইহাই **পতন্তি** ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।২ **হি** শব্দের অর্থ এখানে **অপি** (ও); অথবা উহা হেত্বর্থক।৩ দানকর্ত্তা পুত্রাদির অভাবে 'লুপ্ত হইয়াছে পিণ্ড ও উদকের ক্রিয়া যাহাদের তাহারা' **লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ**।৪ কুলঘ্নগণের সেই পিতৃপুরুষগণ পতিত হন—এস্থলে **নরকায়ৈব** ইহার অনুষঙ্গ করিতে হইবে। অর্থাৎ **নরকায়ৈব** এই পদটী পূর্ব্বে অন্বিত হইলেও **পতন্তি** এই পদের সহিত পুনরায় ইহার অন্বয় করিতে হইবে।৫—৪২

ক্ষত্রিয়ত্বাদিমূলক জাতিধর্ম্মসকল এবং কুলধর্ম্ম অর্থাৎ অসাধারণ কুলাচারসকল (কুলাচার সাধারণ নহে; কারণ, তাহা সকলের বংশে একরূপ নহে) এই সমস্ত দোষে উৎসাদিত হইয়া যায়, অর্থাৎ বিনাশিত হয় ॥৪৩

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৬

অন্বয়ঃ—অহো বত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ।—অর্থাৎ হায় কি দুঃখ! আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কেননা, রাজ্যসুখলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি।৪৫

অন্বয়ঃ—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ অপ্রতীকারং অশস্ত্রং মাং রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।—অর্থাৎ যদি শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতীকাররহিত ও শস্ত্রশূন্য অবস্থায় আমাকে রণে নিধন করে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে হিতকর হইবে।৪৬

ততশ্চ প্রেতত্বপরাবৃত্তিকারণাভাবাৎ নরক এব নিরন্তরং বাসো ভবতি ধ্রুবম্ "ইত্যনুশুশ্রুম" আচার্য্যাণাং মুখাদ্ বয়ং শ্রুতবন্তঃ ন স্বাভ্যূহেন কল্পয়াম ইতি পূর্ব্বোক্তস্যৈব দৃঢ়ীকরণম্ ॥৪৪

বন্ধুবধপর্য্যবসায়ী যুদ্ধাধ্যবসায়োঽপি সর্ব্বথা পাপিষ্ঠতরঃ কিং পুনঃ যুদ্ধমিতি বক্তুং তদধ্যবসায়েন আত্মানং শোচন্ আহ—১। যদি ঈদৃশী তে বুদ্ধিঃ কুতঃ তর্হি যুদ্ধাভিনিবেশেন আগতোঽসীতি ন বক্তব্যম্ অবিমৃশ্যকারিতয়া ময়া ঔদ্ধত্যস্য কৃতত্বাদিতি ভাবঃ ॥২—৪৫

ননু তব বৈরাগ্যেঽপি ভীমসেনাদীনাং যুদ্ধোৎসুকত্বাৎ বন্ধুবধো ভবিষ্যতি এব, ত্বয়া পুনঃ কিং বিধেয়ম্ ইত্যত আহ—১ প্রাণাদপি প্রকৃষ্টো ধর্ম্মঃ প্রাণভৃতাম্ অহিংসা,

আর সেই হেতু প্রেতত্বনিবৃত্তির কারণস্বরূপ পিণ্ডোদকদানাদি ক্রিয়ার অভাববশতঃ পিতৃগণের নরকে বাস হইয়া থাকে অর্থাৎ পিণ্ডদান এবং উদকদান (তর্পণ) প্রভৃতি ক্রিয়ার ফলেই মৃত পিতৃপুরুষগণের প্রেতদেহ হইতে বিমুক্তি ঘটে বলিয়া পিণ্ডোদকদানাদি না হইলে নিশ্চিতই তাঁহাদের প্রেতত্বরূপ নরকবাস থাকিয়া যায়—তাহা পরিহারের আর উপায় থাকে না—এইরূপ কথা আমরা আচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু নিজ কল্পনাবলে ইহা কল্পনা করিতেছি না—এইরূপে যাহা পূর্ব্বে (৪২ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে, তাহাই দৃঢ় করা হইল ॥৪৪

বন্ধুবধপর্য্যবসায়ী অর্থাৎ বন্ধুবধ যাহার পরিণাম এতাদৃশ যুদ্ধোদ্যোগও সর্ব্বথা (সকলপ্রকারে) পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ অধিক পাপবহুল কর্ম্ম; সুতরাং যুদ্ধ করা যে তাহা অপেক্ষা অধিক পাপজনক, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই কথা বলিবার নিমিত্ত, এইরূপ যুদ্ধের উদ্যোগ করা হইয়াছে বলিয়া নিজের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—**অহো বত** ইত্যাদি।১ যদি তোমার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তবে কেন যুদ্ধাগ্রহে এখানে আসিয়াছ?—এরূপ বলা উচিত নহে, কারণ অবিমৃশ্যকারিতাবশতঃ আমি এইরূপ ঔদ্ধত্য করিয়া ফেলিয়াছি ॥২—৪৫।

আচ্ছা, তোমার বৈরাগ্য হইলেও ভীমসেন প্রভৃতি যখন যুদ্ধের জন্য উৎসুক, তখন ত বন্ধুবধ হইবেই, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—১ কোনও জীবের প্রতি হিংসা

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ—অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য শোকসংবিগ্নমানসঃ (সন্) রথোপস্থে উপাবিশৎ। অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন এই বলিয়া সংগ্রামস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করত শোকে উদ্‌বিগ্নচিত্ত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন ।৪৭

পাপানিষ্পত্তেঃ। তস্মাৎ জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব মম "ক্ষেমতরম্" অত্যন্তং হিতং ভবেৎ ; প্রিয়তরমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ।২ "অপ্রতীকারং" স্বপ্রাণত্রাণায় ব্যাপারম্ অকুর্ব্বাণং বন্ধুবধাধ্যবসায়মাত্রেণাপি প্রায়শ্চিত্তান্তররহিতং বা। তথাচ প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈব শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ ॥৩—৪৬

ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াম্—"সংখ্যে" সংগ্রামে "রথোপস্থে" রথস্যোপরি উপবিবেশ। পূর্ব্বং যুদ্ধার্থম্ অবলোকনার্থং চ উত্থিতঃ সন্ শোকেন সংবিগ্নং পীড়িতং মানসং যস্য সঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-বিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

না করাই প্রাণ হইতেও প্রকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তর ধর্ম্ম ; কারণ, তাহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং জীবনাপেক্ষা মরণই আমার নিকট ক্ষেমতর, অর্থাৎ অত্যন্ত হিতকর হইবে। **ক্ষেমতরম্** স্থলে **প্রিয়তরম্** এইরূপ পাঠান্তর থাকিলেও অর্থ ঐ একই প্রকার ।২ **অপ্রতীকারম্** ইহার অর্থ—যে আমি নিজ জীবনরক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি না। অথবা ইহার অন্য অর্থ—বন্ধুবধ করিবার অধ্যবসায় (উদ্যোগ) করিয়াছি বলিয়া, যে আমার প্রতীকার অর্থাৎ অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই (সেই আমাকে যদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বধ করে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে অধিক মঙ্গলকর)। অতএব এই যুদ্ধোদ্যোগরূপ পাপ হইতে আমার জীবনান্ত (মরণ) রূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি হইবে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥৩—৪৬।

তাহার পর কি ঘটিল—এইরূপ প্রশ্ন হইলে তৎসমাধানকল্পে সঞ্জয় বলিতেছেন—**সংখ্যে** অর্থাৎ সংগ্রামে **রথোপস্থে** অর্থাৎ রথের উপরে, উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বে যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধাভিলাষে সমাগত ব্যক্তিগণকে দেখিবার নিমিত্ত উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে শোকে সংবিগ্নমানস হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। **শোকসংবিগ্নমানসঃ**—ইহার বিগ্রহ এইরূপ,—শোকে সংবিগ্ন অর্থাৎ পীড়িত হইয়াছে মানস যাঁহার তিনি ॥—৪৭।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বিশ্বেশ্বরসরস্বতী শ্রীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় প্রথম অধ্যায় ।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ—তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ— মধুসূদনঃ কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ তথা বিষীদন্তম্ তম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ।—অর্থাৎ সঞ্জয় বলিতেছেন—মধুসূদন কৃপাবিষ্ট ও অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র এবং উক্ত প্রকারে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে তখন এই কথা বলিতে লাগিলেন।১

অহিংসা পরমো ধর্ম্মো ভিক্ষাশনং চ ইত্যেবংলক্ষণয়া বুদ্ধ্যা যুদ্ধবৈমুখ্যম্ অর্জ্জুনস্য শ্রুত্বা স্বপুত্রাণাং রাজ্যম্ অপ্রচলিতম্ অবধার্য্য স্বস্থহৃদয়স্য ধৃতরাষ্ট্রস্য হর্ষনিমিত্তাং ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যাকাঙ্ক্ষাম্ অপনিনীষুঃ সঞ্জয়ঃ তং প্রতি উক্তবান্ ইত্যাহ বৈশম্পায়নঃ—১। "কৃপা" মম এতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ, তয়া "আবিষ্টং" স্বভাবসিদ্ধয়া ব্যাপ্তম্।২ অর্জ্জুনস্য কর্ম্মত্বং কৃপায়াশ্চ কর্ত্তৃত্বং বদতা তস্যা আগন্তুকত্বং ব্যুদস্তম্।৩ অতএব "বিষীদন্তং" স্নেহবিষয়ীভূতস্বজনবিচ্ছেদাশঙ্কানিমিত্তঃ শোকাপরপর্য্যায়ঃ চিত্তব্যাকুলীভাবো বিষাদঃ তং প্রাপ্নুবন্তম্।৪ অত্র বিষাদস্য কর্ম্মত্বেন অর্জ্জুনস্য কর্ত্তৃত্বেন চ তস্য আগন্তুকত্বং সূচিতম্।৫ অতএব কৃপাবিষাদবশাৎ অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে দর্শনাক্ষমে

'অহিংসা এবং ভিক্ষান্নভোজন পরম ধর্ম্ম' এই প্রকার ভ্রান্তধারণাবশতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধে বিমুখ হইয়াছেন—ইহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিজপুত্রগণের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রহিল—এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যখন নিরাকুলচিত্ত হইলেন, তখন তাঁহার মনে হর্ষবশতঃ, তাহার পর কি ঘটিল—এইরূপ যে জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছিল, তাহা অপনোদন করিবার মানসে সঞ্জয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; তাহাই বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—**সঞ্জয় উবাচ** ইত্যাদি।১ 'ইহারা আমার' এই প্রকার মোহজন্য যে স্নেহবিশেষ, তাহার নাম **কৃপা**; তাহার দ্বারা **আবিষ্টম্**—সেই স্বভাবসিদ্ধ (স্বাভাবিক) কৃপাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত—অর্থাৎ কৃপাযুক্ত।২ **কৃপয়াবিষ্টম্** এখানে "কৃপাকর্ত্তৃক আবিষ্ট অর্জ্জুন" এইরূপে অর্জ্জুনের কর্ম্মত্ব এবং কৃপার কর্ত্তৃত্ব বলায়, তাহার আগন্তুকত্ব দূর করা হইল, অর্থাৎ কৃপা অর্জ্জুনের স্বাভাবিক নহে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ তৎকালে তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল—এই প্রকার যে আশঙ্কা হইতে পারে তাহার নিরাস করা হইল, কারণ স্বভাবই লোককে আবিষ্ট করে আর লোকে আগন্তুক অর্থাৎ যাহা নিজের স্বভাবসিদ্ধ নহে তাদৃশ বিষয়কে আশ্রয় করে।৩ এই কারণে অর্থাৎ অর্জ্জুনের স্বাভাবিক কৃপার উদ্রেক হওয়ায়, অর্জ্জুন স্নেহের পাত্রস্বরূপ স্বজনগণের বিচ্ছেদাশঙ্কাজনিত শোক অর্থাৎ চিত্তের ব্যাকুলীভাবরূপ বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪ **বিষীদন্তম্** এস্থলে বিষাদের কর্ম্মত্ব এবং অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্ব কথিত হওয়ায়, সেই বিষাদ যে আগন্তুক, তাহা জানাইয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ কোন কারণবিশেষ-

শ্রীভগবান্ উবাচ—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন! ॥২

অন্বয়ঃ—হে অর্জ্জুন! অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্ ইদম্ কশ্মলং বিষমে ত্বা কুতঃ সমুপস্থিতম্।—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন!—আর্য্যগণের অযোগ্য, অধর্ম্মকর ও অযশস্কর এই মোহ তোমার এই বিষম সঙ্কটকালে কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ।২

চ ঈক্ষণে যস্য তম্।৬ এবম্ অশ্রুপাতব্যাকুলীভাবাখ্যকার্য্যদ্বয়জনকতয়া পরিপোষং গতাভ্যাম্ কৃপাবিষাদাভ্যাম্ উদ্বিগ্নং তম্ অর্জ্জুনমিদং সোপপত্তিকং বক্ষ্যমাণং "বাক্যম্ উবাচ" ন তু উপেক্ষিতবান্।৭ "মধুসূদন" ইতি স্বয়ং দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তা অর্জ্জুনং প্রত্যপি তথৈব বক্ষ্যতি ইতি ভাবঃ ॥৮—॥১

তদেব ভগবতো বাক্যম্ অবতারয়তি—শ্রীভগবানুবাচ ইতি।১ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা" ॥২ সমগ্রস্য ইতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ।৩ মোক্ষস্য ইতি তৎসাধনস্য জ্ঞানস্য।৪ ইঙ্গনা সংজ্ঞা।৫ এতাদৃশং সমগ্রম্ ঐশ্বর্য্যাদিকং নিত্যম্ অপ্রতিবন্ধেন যত্র বর্ত্ততে স ভগবান্।৬ নিত্যযোগে মতুপ্।৭ তথা— "উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যাম বিদ্যাং চ সবাচ্যো ভগবা-

বশতঃই যে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সূচিত হইল।৫ এই কারণে এই কৃপা এবং বিষাদের জন্য যাঁহার ঈক্ষণদ্বয় (চক্ষু দুইটি) অশ্রুর দ্বারা পূর্ণ এবং আকুল অর্থাৎ দর্শন করিতে অক্ষম হইয়াছিল তিনি অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণ, তাদৃশ তাঁহাকে।৬ এই প্রকারে অশ্রুপাত ও ব্যাকুলীভাবরূপ কার্য্যদ্বয়ের জনক হইয়া যে কৃপা ও বিষাদ পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, সেই কৃপা ও বিষাদের দ্বারা যিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন সেই অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ এই বক্ষ্যমাণ সযুক্তিক বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই।৭ **মধুসূদনঃ** এইরূপ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি স্বয়ং দুষ্টের দমনকারী; সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতিও সেইরূপই বলিবেন, অর্থাৎ দুষ্টগণের দমন করা যে ধর্ম্মসঙ্গত এবং অর্জ্জুনের যে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই বলিবেন ॥৮—১

অনন্তর ভগবানের সেই বাক্যেরই অবতারণা করিতেছেন—**শ্রীভগবানুবাচ** ইত্যাদি।১ সমগ্র (পূর্ণ) ঐশ্বর্য্য (সর্ব্বপদার্থে ঈশিতৃত্ব বা প্রভুত্ব), সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য এবং সমগ্র মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের কারণ জ্ঞান—এই ছয়টীর নাম **ভগ**।২ শ্লোকে যে **সমগ্রস্য** কথাটী আছে **ঐশ্বর্য্যস্য** ইত্যাদি প্রত্যেক পদের সহিতই তাহার সম্বন্ধ।৩ এখানে মোক্ষ শব্দের অর্থ—মোক্ষের সাধন জ্ঞান।৪ ইঙ্গনা শব্দের অর্থ—সংজ্ঞা বা নাম।৫ এই প্রকার সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাঁহাতে সকল সময়েই অপ্রতিবন্ধরূপে (অপ্রতিহতভাবে) বিদ্যমান থাকে, তিনি ভগবান্।৬ **ভগবান্** এই স্থলে ভগ-শব্দের উত্তর নিত্যযোগ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। (নিত্যযোগ অর্থ

নিতি" ॥৮ অত্র ভূতানাম্ ইতি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে।৯ উৎপত্তিবিনাশশব্দৌ তৎকারণস্যাপি উপলক্ষকৌ।১০ আগতিগতী আগামিন্যৌ সম্পদাপদৌ।১১ এতাদৃশো ভগবচ্ছব্দার্থঃ শ্রীবাসুদেবে এব পর্য্যবসিত ইতি তথা উচ্যতে॥১২ "ইদং" স্বধর্ম্মাৎ পরাঙ্মুখত্বং কৃপাব্যামোহাশ্রুপাতাদিপুরঃসরং "কশ্মলং" শিষ্টগর্হিতত্বেন মলিনং "বিষমে" সময়ে স্থানে "ত্বা" ত্বাং সর্ব্বক্ষত্রিয়প্রবরং "কুতো" হেতোঃ "সমুপস্থিতং" প্রাপ্তম্। কিং মোক্ষেচ্ছাতঃ, কিং বা স্বর্গেচ্ছাতঃ, অথবা কীর্ত্তীচ্ছাত ইতি কিং-শব্দেন আক্ষিপ্যতে।১৩ হেতুত্রয়মপি নিষেধতি ত্রিভিঃ বিশেষণৈঃ উত্তরার্দ্ধেন।১৪ আর্য্যৈঃ মুমুক্ষুভিঃ ন জুষ্টম্ অসেবিতম্। স্বধর্ম্মৈঃ আশয়শুদ্ধিদ্বারা মোক্ষম্ ইচ্ছন্তিঃ অপক্বকষায়ৈঃ মুমুক্ষুভিঃ কথং

নিয়ত সম্বন্ধ)।৭ আরও উক্ত আছে যে—"যিনি প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, আগতি ও গতি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পৎ ও বিপৎ এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়"।৮ এই শ্লোকস্থ **ভূতানাং** এই পদটী প্রত্যেক পদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।৯ উৎপত্তি ও বিনাশ এই শব্দ দুইটী উৎপত্তি ও বিনাশের কারণেরও উপলক্ষক, অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশ শব্দে এস্থলে উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণও গৃহীত হইবে।১০ আগতি এবং গতি শব্দে আগামী (ভবিষ্যৎ) সম্পৎ এবং বিপৎ বুঝাইতেছে।১১ এতাদৃশ ভগবৎ-শব্দের অর্থ শ্রীবাসুদেবেই (বিষ্ণুতেই) পর্য্যবসিত হয়, এইজন্য ('শ্রীভগবান্ উবাচ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকে) তাহাই বলিতেছেন।১২ **ইদং**—কৃপা, মোহ এবং অশ্রুপাতাদিপূর্ব্বক এই যে স্বধর্ম্মবিমুখতা, যাহা **কশ্মলম্**—শিষ্টজননিন্দিত বলিয়া মলিন, তাহা **বিষমে**—এই বিষম অর্থাৎ সভয় অর্থাৎ ভয়প্রদ স্থানে **ত্বাং**—সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে তুমি সেই তোমাকে **কুতঃ**—কি কারণে **সমুপস্থিতম্**—আশ্রয় করিল? তাহা কি মোক্ষের অভিলাষে, কিংবা স্বর্গলাভেচ্ছায় অথবা যশোলিপ্সায় তোমায় আশ্রয় করিল? এই কয়টী কথা **কিম্** শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।১৩ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে (শেষাংশে) ব্যবহৃত তিনটী বিশেষণের দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ হেতুরই নিবারণ করিতেছেন, অর্থাৎ শোকের যে তিনটী কারণ দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, তাহার কোনটাই যে এখানে সম্ভব নহে তাহাই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে ব্যবহৃত 'অনার্য্যজুষ্টম্' ইত্যাদি তিনটি বিশেষণে বলিতেছেন।১৪ **অনার্য্যজুষ্টম্**—উহা (এই স্বধর্ম্মবিমুখতা) আর্য্য অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের দ্বারা জুষ্ট অর্থাৎ সেবিত (অবলম্বিত) নহে। যে সমস্ত মুমুক্ষুব্যক্তির কষায় (রাগাদি) পরিপক্ব (ক্ষীণ) হয় নাই, যাঁহারা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ আশয়শুদ্ধিপূর্ব্বক (চিত্তশুদ্ধি দ্বারা) মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিজন্য স্বধর্ম্ম (স্বাধিকারানুরূপ কর্ম্ম) ত্যাগ করিবেন? অভিপ্রায় এই যে—আর্য্য মুমুক্ষুগণ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে বিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধিলাভ করতঃ মোক্ষাধিকারী হন, কিন্তু তাঁহারা মোক্ষকামনায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ যখন হয় না, তখন তোমার এই স্বধর্ম্মবিমুখতা যে মোক্ষলাভেচ্ছার

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! ॥৩

অন্বয়ঃ—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ হে পার্থ! ত্বয়ি এতৎ ন উপপদ্যতে। হে পরন্তপ। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। —অর্থাৎ হে পার্থ! অধৈর্য্য হইও না। কেননা—ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।৩

স্বধর্ম্মঃ ত্যাজ্য ইত্যর্থঃ।১৫ সন্ন্যাসাধিকারী তু পক্ককষায়ঃ অগ্রে বক্ষ্যতে।১৬ "অস্বর্গ্যং" স্বর্গহেতুধর্ম্মবিরোধিত্বাৎ ন স্বর্গেচ্ছয়া সেব্যম্।১৭ "অকীর্ত্তিকরং" কীর্ত্ত্যভাবকরম্ অপকীর্ত্তি-করং বা ন কীর্ত্তীচ্ছয়া সেব্যম্।১৮ তথা চ মোক্ষকামৈঃ স্বর্গকামৈঃ কীর্ত্তিকামৈশ্চ বর্জ্জনীয়ম্, তৎকাম এব ত্বং সেবসে ইতি অহো অনুচিতং চেষ্টিতং তব ইতি ভাবঃ ॥১৯—॥২

নন্বু বন্ধুসেনাবেক্ষণজাতেন অধৈর্য্যেণ ধনুরপি ধারয়িতুম্ অশক্নুবতা ময়া কিং কর্ত্তুং শক্যম্ ইত্যত আহ—১। "ক্লৈব্যং" ক্লীবভাবম্ অধৈর্য্যম্ ওজস্তেজ-আদিভঙ্গরূপং "মা স্ম গমঃ" মা গাঃ। হে "পার্থ" পৃথাতনয়। পৃথয়া দেবপ্রসাদলব্ধে তৎতনয়মাত্রে বীর্য্যাতিশয়স্য প্রসিদ্ধত্বাৎ পৃথাতনয়ত্বেন ত্বং ক্লৈব্যাযোগ্য ইত্যর্থঃ।৩ অর্জ্জুনত্বেনাপি তদযোগ্যত্বম্ আহ—"নৈতদি"তি। "ত্বয়ি" অর্জ্জুনে সাক্ষাৎ মহেশ্বরেণাপি সহ কৃতাহবে

জন্য তাহা হইতে পারে না।১৫ যাঁহার কষায় পরিপক্ক হইয়াছে, সন্ন্যাসের অধিকারী তাদৃশ পক্ককষায় ব্যক্তির কথা অগ্রে অর্থাৎ পরে বলা হইবে।১৬ **অস্বর্গ্যম্**—ইহা অস্বর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গের কারণীভূত ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া স্বর্গাভিলাষে ইহা আশ্রয়ণীয় নহে।১৭ **অকীর্ত্তিকরম্**—ইহা অকীর্ত্তিকর; যাহা কীর্ত্তির অভাবকর অর্থাৎ যাহাতে কীর্ত্তি হয় না, কিংবা যাহা অপকীর্ত্তিকারী অর্থাৎ যাহা হইতে অপকীর্ত্তি (অপযশঃ) হয়, কীর্ত্তিলাভেচ্ছায় তাহা কর্ত্তব্য নহে।১৮ অতএব যাঁহারা মোক্ষেচ্ছু, কিংবা স্বর্গাভিলাষী অথবা কীর্ত্তিকামী, তাঁহাদের পক্ষে ইহা (এই স্বধর্ম্মবিমুখতা) বর্জ্জনীয়। আর তুমি কিনা সেই সমস্তের অভিলাষে এই স্বধর্ম্মপরাঙ্মুখতা আশ্রয় করিতেছ? ওঃ! তোমার আচরণ কতদূর অনুচিত! ॥১৯—২

আচ্ছা, বন্ধুসেনাদর্শনজনিত অধীরতায় আমি যখন ধনুক ধরিতে পারিতেছি না, তখন আমি কি করিতে পারি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—১। **ক্লৈব্যং**—ক্লীবতা; ওজঃ এবং তেজঃপ্রভৃতির ভঙ্গরূপ অধীরতা **মাস্ম গমঃ**=প্রাপ্ত হইও না। হে **পার্থ**—হে পৃথাতনয়।২ পৃথাদেবী দেবানুগ্রহে যে পুত্রগুলি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সেই তনয়গণের প্রত্যেকেরই বীর্য্যাধিক্য প্রসিদ্ধ; আর তুমি যখন সেই পৃথানন্দন, তখন তুমি ক্লীবতার অযোগ্য, অর্থাৎ তোমার ক্লীবভাব অবলম্বন করা অনুচিত, ইহাই 'পার্থ' বলিয়া সম্বোধন করিবার অভিপ্রায়।৩ আর তুমি 'অর্জ্জুন' অর্থাৎ শুদ্ধস্বভাব বলিয়াও ক্লীবত্বের অযোগ্য; তাহাই—**নৈতৎ** ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন। যিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বরের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহার বিপুল বিক্রম জগতে বিখ্যাত, সেই তোমায় **এতৎ**—এই ক্লীবতা শোভা

অর্জ্জুন উবাচ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ! ।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ! ॥৪

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ—হে অরিসূদন মধুসূদন ! অহং ভীষ্মং দ্রোণং চ পূজার্হৌ ইষুভিঃ সংখ্যে কথং প্রতিযোৎস্যামি ?—অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন—হে অরিসূদন মধুসূদন ! ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়ই পূজনীয়, তাঁহাদের প্রতি বাণ সকল দ্বারা আমি কি করিয়া রণক্ষেত্রে প্রতিযুদ্ধ করিব ? ।৪

প্রখ্যাতমহাপ্রভাবে "নোপপদ্যতে" ন যুজ্যতে "এতৎ ক্লৈব্যম্" ইতি অসাধারণ্যেন তদযোগ্যত্বনির্দ্দেশঃ।৪ নমু "ন চ শক্নোমি অবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ" ইতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তমিতি আশঙ্ক্য আহ—"ক্ষুদ্রমি"তি।৫ "হৃদয়দৌর্ব্বল্যং" মনসো ভ্রমণাদিরূপম্ অধৈর্য্যং ক্ষুদ্রত্বকারণত্বাৎ "ক্ষুদ্রং" সুনিরসনং বা "ত্যক্ত্বা" বিবেকেন অপনীয় "উত্তিষ্ঠ" যুদ্ধায় সজ্জো ভব। হে "পরন্তপ" পরং শত্রুং তাপয়তীতি তথা সম্বোধ্যতে হেতুগর্ভম্ ॥৬—৩

নমু নায়ং স্বধর্ম্মস্য ত্যাগঃ শোকমোহাদিবশাৎ কিন্তু ধর্ম্মত্বাভাবাৎ অধর্ম্মত্বাৎ চ অস্য যুদ্ধস্য ত্যাগো ময়া ক্রিয়তে ইতি ভগবদভিপ্রায়ম্ অপ্রতিপদ্যমানস্য অর্জ্জুনস্য অভিপ্রায়ম্ অবতারয়তি—১। "ভীষ্মং" পিতামহং "দ্রোণং চ" আচার্য্যং "সংখ্যে" রণে "ইষুভিঃ" সায়কৈঃ "প্রতিযোৎস্যামি" প্রহরিষ্যামি "কথং," ন কথঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ।২ যতস্তৌ

পায় না। এইরূপে অর্জ্জুনের অসাধারণত্ব দেখাইয়া তাঁহাকে ক্লীবতাপ্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।৪ আচ্ছা, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"আমি অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত যেন বিভ্রান্ত হইতেছে", (তবে কেন আমায় এইরূপ বলিতেছ ?) অর্জ্জুনের এইরূপ অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন - **ক্ষুদ্রম্**।৫ **হৃদয়দৌর্ব্বল্যং**—চিত্তবিভ্রমাদিরূপ মনের অধীরতা; ইহা ক্ষুদ্রত্বের কারণ (জনক) বলিয়া ক্ষুদ্র, অথবা ইহা অনায়াসে ত্যাজ্য বলিয়া ক্ষুদ্র অর্থাৎ তুচ্ছ; ইহাকে **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বিবেকবলে অপনীত করিয়া **উত্তিষ্ঠ**—উত্থান কর, অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হও। হে **পরন্তপ** ! যিনি পর অর্থাৎ শত্রুকে তাপিত করেন তিনি পরন্তপ; এইরূপে **পরন্তপ** বলিয়া অর্জ্জুনকে হেতুগর্ভ বিশেষণে সম্বোধন করা হইয়াছে অর্থাৎ **'পরন্তপ'** এই সম্বোধন পদটী হেতুগর্ভ বিশেষণ, আর, ইহার দ্বারা সম্বোধন করায়,—যেহেতু তুমি শত্রুগণের সন্তাপকারী, অতএব এই অরাতিসৈন্যসমাবেশস্থলে দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর, উঠ এবং শত্রুকুল নির্ম্মূল কর,—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে ॥৬—॥৩।

আচ্ছা ! আমি শোকমোহাদিবশতঃ যে এই স্বধর্ম্মত্যাগ করিতেছি, তাহা ত নহে, কিন্তু এই যুদ্ধে ধর্ম্ম নাই, প্রত্যুত অধর্ম্মই আছে, এইজন্যই আমি এই যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছি—ভগবানের অভিপ্রায়ে অনভিজ্ঞ অর্জ্জুনের মনে এইরূপ যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই—**অর্জ্জুন উবাচ** ইত্যাদি শ্লোকে অবতারণা করিয়া বলিতেছেন।১ **ভীষ্মং**—পিতামহকে **দ্রোণঞ্চ**—এবং আচার্য্যকে, **সংখ্যে**—যুদ্ধে আমি কিরূপে **ইষুভিঃ**—শরজালের দ্বারায়, **প্রতিযোৎস্যামি**—প্রহার করিব ? কোনও প্রকারে আমি তাহা করিতে পারিব না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ যেহেতু তাঁহারা দুইজনেই

"পূজার্হৌ" কুসুমাদিভিঃ অর্চ্চনযোগ্যৌ।৩ পূজার্হাভ্যাং সহ ক্রীড়াস্থানেঽপি বাচাঽপি হর্ষফলকমপি লীলাযুদ্ধম্ অনুচিতং, কিং পুনঃ যুদ্ধভূমৌ শরৈঃ প্রাণত্যাগফলকং প্রহরণম্ ইত্যর্থঃ।৪ "মধুসূদনারিসূদনে"তি সম্বোধনদ্বয়ং শোকব্যাকুলত্বেন পূর্ব্বাপরপরামর্শ-বৈকল্যাৎ। অতো ন মধুসূদনারিসূদনে-ত্যস্য অর্থস্য পুনরুক্তত্বং দোষঃ।৫ যুদ্ধমাত্রমপি যত্র ন উচিতম্, দূরে তত্র বধ ইতি প্রতিযোৎস্যামি ইত্যনেন সূচিতম্।৬ অথবা পূজার্হৌ কথং প্রতিযোৎস্যামি। পূজার্হয়োরেব বিবরণং "ভীষ্মং দ্রোণং চ" ইতি। দ্বৌ ব্রাহ্মণৌ ভোজয় দেবদত্তং যজ্ঞদত্তং চ ইতিবৎ সম্বন্ধঃ॥৭ অয়ং ভাবঃ—দুর্য্যোধনাদয়ো ন অপুরস্কৃত্য ভীষ্মদ্রোণৌ যুদ্ধায় সজ্জীভবন্তি। তত্র তাভ্যাং সহ যুদ্ধং ন তাবদ্ ধর্ম্মঃ পূজাদিবৎ অবিহিতত্বাৎ। ন চায়ম্ অনিষিদ্ধত্বাৎ অধর্ম্মোঽপি ন ভবতীতি বাচ্যম্। "গুরুং হুঙ্কৃত্য ত্বংকৃত্য" ইত্যাদিনা শব্দমাত্রেণাপি গুরুদ্রোহো যদা অনিষ্টফলত্বপ্রদর্শনেন নিষিদ্ধঃ, তদা কিং বাচ্যং তাভ্যাং সহ সংগ্রামস্য অধর্ম্মত্বে নিষিদ্ধত্বে চ ইতি॥৮—॥৪

পূজার্হৌ—পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চিত হইবার যোগ্য।৩ আর যাঁহারা পূজার যোগ্য, তাঁহাদের সহিত ক্রীড়াস্থলেও বাক্যদ্বারাও হর্ষরূপফলপ্রদ লীলাযুদ্ধও যখন অনুচিত, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শরের দ্বারা তাঁহাদিগকে যে প্রহার করা—যাহার ফলে প্রাণত্যাগ হয়, তাহা ত একেবারেই অনুচিত—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ **মধুসূদন** এবং **অরিসূদন** এইরূপে দুইবার যে একই প্রকারের সম্বোধন পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কারণ, শোকে ব্যাকুল হওয়ায় অর্জ্জুন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই অর্থাৎ পূর্ব্বে কি বলিয়াছেন এবং এখনই বা কি বলিতেছেন, তাহা ঠিক্ করিতে পারেন নাই। এইজন্য মধুসূদন এবং অরিসূদন এই দুইটী সম্বোধনপদের অর্থগত পুনরুক্ততা দোষ হইবে না।৫ কেবলমাত্র যুদ্ধ করাও যেখানে অনুচিত, সেখানে বধের কথা ত সুদূরে থাকিবার যোগ্য—**প্রতিযোৎস্যামি** কথাটীর দ্বারা এইরূপ অভিপ্রায় সূচিত হইয়াছে।৬ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ—যাঁহারা দুইজনে পূজার্হ অর্থাৎ পূজার যোগ্য, তাঁহাদের কিরূপে প্রহার করিব? আর **ভীষ্মং** এবং **দ্রোণম্** এই দুইটী পদ পূজার্হেরই বিবরণস্বরূপ। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত এই দুইজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও—এই বাক্যে দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত এই পদদ্বয় যেমন ব্রাহ্মণ এই পদের সঙ্গে উহারই বিবরণ বা পরিচায়করূপে অন্বিত হইয়াছে—ভীষ্ম ও দ্রোণ এই দুইটী পদও পূজার্হ, এই পদের সহিত সেইভাবে অন্বিত হইবে। এস্থলে অর্জ্জুনের অভিপ্রায় এইরূপ,—দুর্য্যোধন প্রভৃতিরা ভীষ্ম এবং দ্রোণকে অগ্রে না রাখিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয় নাই। আর সেইস্থলে তাঁহাদের দুইজনের সহিত যুদ্ধ করা পূজাদির ন্যায় ধর্ম্ম নহে; কারণ, উহা বিহিত নহে। আর ইহা যখন নিষিদ্ধ নহে, তখন ইহাতে অধর্ম্মও হইবে না—এরূপও বলা চলে না; কারণ, "গুরুর প্রতি হুঙ্কার অর্থাৎ গর্জ্জন অথবা ত্বঙ্কার (তুইতোকারি) করিয়া" ইত্যাদি শাস্ত্রে, শব্দের দ্বারাও অর্থাৎ বাঙ্মাত্রেও গুরুর প্রতি দ্রোহ (প্রতিকূলতা) প্রদর্শন যখন অনিষ্টফলক বলিয়া প্রদর্শিত হওয়ায় নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করা যে অধর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ, তাহা কি আর বলিতে হইবে?৮—॥৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্, শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব, ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫

অন্বয়—মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ অহং ভুঞ্জীয়।—অর্থাৎ মহানুভাব গুরুদিগকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু পক্ষান্তরে গুরুগণকে নিধন করিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কামাদি ভোগ্য বস্তুসকল আমাকে ভোগ করিতে হইবে।৫

নমু ভীষ্মদ্রোণয়োঃ পূজার্হত্বং গুরুত্বেনৈব, এবম্ অন্যেষামপি কৃপাদীনাম্। ন চ তেষাং গুরুত্বেন স্বীকারঃ সাম্প্রতম্ উচিতঃ—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" ইতি স্মৃতেঃ।২ তস্মাৎ এষাং যুদ্ধগর্ব্বেণ অবলিপ্তানাম্ অন্যায়রাজ্যগ্রহণেন শিষ্যদ্রোহেণ চ কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্যানাম্ উৎপথনিষ্ঠানাং বধ এব শ্রেয়ান্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—১। "গুরূন্ অহত্বা" পরলোকস্তাবৎ অস্ত্যেব। অস্মিংস্তু লোকে তৈঃ হৃতরাজ্যানাং নো নৃপাদীনাং নিষিদ্ধং "ভৈক্ষমপি" ভোক্তুং "শ্রেয়ঃ" প্রশস্ততরম্ উচিতং, ন তু তদ্বধেন রাজ্যমপি শ্রেয়ঃ ইতি ধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে বৃত্তিমাত্রফলত্বং গৃহীত্বা পাপম্ আরোপ্য ব্রূতে।২ নমু অবলিপ্তত্বাদিনা

• আচ্ছা, ভীষ্ম ও দ্রোণ গুরু বলিয়াই ত পূজনীয়? এইরূপ কৃপপ্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণও গুরু বলিয়াই পূজাস্পদ কিন্তু এখন ত আর তাঁহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত নহে; কারণ, এ সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রের এইরূপ বচন রহিয়াছে, "গুরুও যদি অবলিপ্ত (গর্ব্বিত) এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ ও উৎপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" অতএব এই ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতি গুরুগণ যখন যুদ্ধগর্ব্বে গর্ব্বিত এবং অন্যায়রূপে রাজ্যগ্রহণ এবং শিষ্যের প্রতি অনিষ্টাচরণ করায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনাবিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন—তখন ইঁহাদের বধ করাই মঙ্গল—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—**গুরূন্** ইত্যাদি।১ যদি গুরুগণকে মারা না হয়, তাহা হইলে পরলোক অর্থাৎ স্বর্গ ত আছেই, আর ইহজগতেও তাঁহাদের দ্বারা হৃতরাজ্য হইয়া আমাদের অর্থাৎ রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির পক্ষে নিষিদ্ধ ভিক্ষান্ন ভোজন করাও **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্ততর (অধিক প্রশস্ত বলিয়া কর্ত্তব্য); পরন্তু তাঁহাদের বধ করিয়া রাজ্যলাভও মঙ্গল নহে। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম হইলেও তাহা কেবলমাত্র বৃত্তিফলক অর্থাৎ জীবিকানির্ব্বাহেরই জন্য, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশে যুদ্ধ করা ধর্ম্ম হইলেও তাহাকে পাপভ্রম করিয়া অর্জ্জুন ঐরূপ বলিলেন *।২ আচ্ছা, অবলিপ্তত্বাদি-

---

* ইহার অভিপ্রায় এই যে, যুদ্ধ করা যদি জীবিকার নিমিত্ত রাজ্যলাভের উদ্দেশ্যে হয়, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম নহে। আর অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে দুষ্টের দমন করিবার জন্য যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে তাহা বৃত্তিফলক নহে, কিন্তু ধর্ম্মফলক। আর রাজ্যাদি লাভ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। এরূপ স্থলে যদি গুরুজনগণও যুদ্ধে প্রতিপক্ষরূপে অবস্থিত হন, তবে তাঁহাদের বধ করায়ও পাপ নাই। ইহা না বুঝিয়া মোহবশতঃ অর্জ্জুন মনে করিয়াছিলেন যে, আমরা ত জীবিকার উদ্দেশ্যে রাজ্যলাভের জন্যই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। সুতরাং ইহা অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মের দ্বারা গুরুজনগণকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ অপেক্ষা ভিক্ষাশনই শ্রেয়স্কর। এইজন্যই রাজ্যলাভ বা ভিক্ষাশন প্রভৃতি কথায় অবতারণা করিয়াছেন।

তেষাং গুরুত্বাভাব উক্ত ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"মহানুভাবানি"তি। মহাননুভাবঃ শ্রুতাধ্যয়ন-তপ-আচারাদিনিবন্ধনঃ প্রভাবো যেষাং তান্।৬ তথা চ কালকামাদয়োঽপি যৈঃ বশীকৃতাঃ তেষাং পুণ্যাতিশয়শালিনাং ন অবলিপ্তত্বাদিক্ষুদ্রপাপসংশ্লেষ ইত্যর্থঃ।৩ "হিমহানুভাবান্" ইত্যেকং বা পদম্, হিমং জাড্যম্ অপহন্তীতি হিমহা, আদিত্যোঽগ্নির্বা তস্যেব অনুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং তান্। তথা চ অতিতেজস্বিত্বাৎ তেষাম্ অবলিপ্তত্বাদিদোষো নাস্ত্যেব। "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা" ॥ ইত্যুক্তেঃ॥ ৪ ননু যদা অর্থলুব্ধাঃ সন্তো যুদ্ধে প্রবৃত্তাঃ তদা এষাং বিক্রীতাত্মনাং কুতস্ত্যং পূর্ব্বোক্তং মাহাত্ম্যম্। তথা চ উক্তং ভীষ্মেণ যুধিষ্ঠিরং প্রতি—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ" ॥

কারণবশতঃ পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচন অনুসারে তাঁহাদের যে গুরুত্ব নাই—ইহা ত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবচন অনুসারে তাঁহারা আর এখন গুরু বলিয়া গণনীয় নহেন, কারণ তাঁহারা এখন অবলিপ্ত, কার্য্যা-কার্য্যতত্ত্বানভিজ্ঞ এবং উৎপথপ্রতিপন্ন হইয়াছেন।—যদি এইরূপ আশঙ্কা করা হয় এইজন্য তদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন **মহানুভাবান্**। মহান্ হইয়াছে অনুভাব অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তপশ্চর্য্যা-প্রভৃতিজন্য প্রভাব যাঁহাদের, তাঁহারা মহানুভাব; তাঁহাদিগকে সুতরাং যাঁহারা কাল ও কাম প্রভৃতিকেও বশীকৃত করিয়াছেন, * তাদৃশ অতি পুণ্যশালী মহাত্মগণের মধ্যে গর্ব্বিতত্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্রপাপের সংশ্লেষ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই—ইহাই অভিপ্রায়॥৩ অথবা **হিমহানুভাবান্** এইটী একটীমাত্র পদ। ইহার অর্থ —যিনি হিম অর্থাৎ শৈত্য অপহত (দূরীভূত) করেন, তিনি হিমহা—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'হিমহা'পদের অর্থ—সূর্য্য অথবা অগ্নি। তাঁহার অনুভাবের (সামর্থ্যের) ন্যায় যাঁহাদের অনুভাব, তাঁহারা হিমহানুভাব, তাঁহাদিগকে। সুতরাং অতিতেজস্বী বলিয়া তাঁহাদের গর্বিতত্ব প্রভৃতি দোষ একে-বারেই নাই। যেহেতু এসম্বন্ধে—"ঈশ্বরগণের অর্থাৎ যাঁহারা ঐশ্বর্য্য (ঈশিতৃত্ব অর্থাৎ বশীকরণ সামর্থ্য) বিশিষ্ট, তাঁহাদের কখন কখন ধর্ম্মব্যতিক্রম এবং সাহস (হঠকারিতা) দেখা যায়। তাঁহাদের পক্ষে তাদৃশ কার্য্য দোষাবহ নহে; কারণ, তাঁহারা তেজস্বী; ইহার উদাহরণ যেমন সর্ব্বভুক্ বহ্নির সর্ব্বভোজিত্ব অর্থাৎ অখাদ্যগ্রাহিত্ব প্রভৃতি দোষের হয় না" এই প্রকার শাস্ত্র বচন রহিয়াছে †।৪ ভাল,

---

* তাৎপর্য্য এই যে, ভীষ্ম তপস্যা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি কালের বশীভূত নহেন। আর তিনি চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কামকেও জয় করিয়াছেন। যিনি এরূপ মহাপ্রভাব, তাঁহাতে এই সমস্ত ক্ষুদ্র পাপ থাকিতেই পারে না।

† তাৎপর্য্য এই যে—ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ তাদৃশ কর্ম্ম করিয়া অব্যাহতিলাভের সামর্থ্য রাখেন বলিয়া তাঁহারা তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া সাধারণ ব্যক্তির কর্ত্তব্যপথ হইতে চ্যুত হওয়া বুদ্ধিমত্তার বা কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে, যেহেতু তাহারা তাদৃশ কর্ম্মজন্য পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের মত তেজঃ বা সামর্থ্য ধারণ করে না। তাই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমীমাংসক মনীষিপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভট্ট কুমারিল তদীয় মীমাংসাদর্শনের তন্ত্রবার্ত্তিক নামক টীকায় বলিয়াছেন—"তপোবলসম্পন্নবিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ যে, সময়ে সময়ে রাগদ্বেষাদিবশতঃ ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম করিয়াছেন—"সামর্থ্যশালীর সবই খাটে" এই নিয়মানুসারে উহা তাঁহাদের পক্ষে অপ্রতিবিধেয় নহে। কারণ, তাঁহারা মহতী তপস্যা করিয়া সেই সমস্ত পাপ ক্ষয় করিতে সমর্থ; অথবা তাঁহারা উত্তরকালে বহু প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের দ্বারা পাপশুদ্ধি করিতেন বলিয়া তাদৃশ কর্ম্ম তাঁহাদের নিকট পরিপাক লাভ করিত। কিন্তু যাহারা তপোহীন (শক্তিহীন) তাহারা যদি (ঐ দৃষ্টান্তে) ঐরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে হস্তীর মহাবট-কাষ্ঠাদিভক্ষণ যেমন তাহার মৃত্যুর কারণ হয়, তাহাদেরও সেইরূপ অবস্থা হইবে—সেই পাপে অধোগতিই হইবে।

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো, যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥৬

অন্বয়ঃ—(ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োঃ মধ্যে) কতরৎ নঃ গরীয়ঃ এতৎ ন বিদ্মঃ (অপি চ) যদ্বা (বয়ং) জয়েম, যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ (এতৎ অপি ন বিদ্মঃ)। যান্ হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে এব ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।—অর্থাৎ (ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে) কোন্‌টী অধিক শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; আর আমরা জয় করিব, কি আমাদের জয় করিবে—তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। (আরও দেখ,) আমাদের জয়ও পরাজয়ের মধ্যেই পরিগণিত, যে হেতু যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত।৬

ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"হত্বা" ইতি।৫ অর্থলুব্ধা অপি তে মদপেক্ষয়া গুরবো ভবন্ত্যেব ইতি পুনঃ গুরুগ্রহণেন উক্তম্। তু-শব্দঃ অপ্যর্থে।৬ ঈদৃশানপি গুরূন্ হত্বা ভোগানেব ভুঞ্জীয়, ন তু মোক্ষং লভেয়।৭ ভুজ্যন্তে ইতি ভোগা বিষয়াঃ, কর্ম্মণি ঘঞ্।৮ তে চ ভোগা ইহৈব, ন পরলোকে। ইহাপি চ রুধিরপ্রদিগ্ধা ইব অপযশোব্যাপ্তত্বেন অত্যন্ত-জুগুপ্সিতা ইত্যর্থঃ।' যদা ইহাপ্যেবং তদা পরলোকদুঃখং কিয়ৎ বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ।৯ অথবা গুরূন্ হত্বা অর্থকামাত্মকান্ ভোগানেব ভুঞ্জীয়, ন তু ধর্ম্মমোক্ষৌ ইতি অর্থকামপদস্য ভোগবিশেষণতয়া ব্যাখ্যানান্তরং দ্রষ্টব্যম্॥১০—॥৫

ইঁহারা যখন অর্থলুব্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আত্মবিক্রয়ী—প্রাণপণ্য এই সমস্ত লোকের সেই পূর্ব্বমাহাত্ম্য কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা যে অর্থলোভে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, ইহা যুধিষ্ঠিরকে স্বয়ং ভীষ্মই বলিয়াছেন—"হে মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে, এই হেতু সত্যই আমি কৌরবগণকর্ত্তৃক অর্থের দ্বারা বশীকৃত হইয়াছি"। এই প্রকার আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—**হত্বা** ইত্যাদি।৫ অর্থলুব্ধ হইলেও তাঁহারা আমা অপেক্ষা অবশ্যই গুরু ব্যক্তি ত বটে,—এইরূপ অর্থ সূচিত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয়বার **গুরু** এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। আর **তু** শব্দটী এখানে অপি শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং **অর্থকামান্ তু** ইহার অর্থ "অর্থকামান্ অপি" অর্থাৎ অর্থলুব্ধ হইলেও।৬ গুরুগণ এইরূপ হইলেও তাঁহাদিগকে বধ করিয়া কেবল বিষয় উপভোগই করিব, কিন্তু মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইব না।৭ যাহা ভোগ করা যায় তাহাই **ভোগ**, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ভোগশব্দের অর্থ হয়—বিষয়; এস্থলে (ভুজ্ ধাতুর উত্তর) কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে।৮ আর সেই ভোগসকল কেবল ইহলোকেই হইবে, পরলোকে নহে। ইহলোকেও আবার তাহা রুধিরসিক্তের মত, কেননা, তাহা অযশোব্যাপ্ত বলিয়া অর্থাৎ তাদৃশ ভোগের ফলে কেবল অপযশই হইবে বলিয়া তাহা অতিজুগুপ্সিত (গর্হিত)। ইহজগতেই যখন এইরূপ দুঃখ, তখন পরলোকের দুঃখ যে কি পরিমাণ, তাহা আর কত বর্ণনা করিব—ইহাই ভাবার্থ।৯ অথবা **অর্থকামান্** এই পদটীকে ভোগের বিশেষণ করিয়া অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—গুরুগণকে মারিয়া অর্থকামরূপ (নিকৃষ্ট) ভোগসকলই উপভোগ করিব, পরন্তু তাহা হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ যে ধর্ম্ম ও মোক্ষ তাহা পাইব না॥১০—॥৫।

নন্থ ভিক্ষাশনস্ত ক্ষত্রিয়ং প্রতি নিষিদ্ধত্বাৎ যুদ্ধস্য চ বিহিতত্বাৎ স্বধর্ম্মত্বেন যুদ্ধমেব তব শ্রেয়স্করম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ।১ "এতদ"পি ন জানীমো ভৈক্ষযুদ্ধয়োঃ মধ্যে "কতরৎ নঃ" অস্মাকং "গরীয়ঃ" শ্রেষ্ঠং, কিং ভৈক্ষং হিংসাশূন্যত্বাৎ উত যুদ্ধং স্বধর্ম্মত্বাদিতি।২ ইদং চ ন বিদ্মঃ—আরব্ধেঽপি যুদ্ধে, "যদ্বা" বয়ং "জয়েম" অতিশয়ীমহি, "যদি বা নঃ" অস্মান্ "জয়েয়ুঃ" ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।৩ উভয়োঃ সাম্যপক্ষোঽপি অর্থাৎ বোদ্ধব্যঃ।৪ কিং চ জাতোঽপি জয়ো নঃ ফলতঃ পরাজয় এব, যতো "যান্" বন্ধূন্ "হত্বা" জীবিতুমপি বয়ং ন ইচ্ছামঃ, কিং পুনঃ বিষয়ান্ উপভোক্তুং, "তে" এব "অবস্থিতাঃ" সম্মুখে "ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ" ধৃতরাষ্ট্রসম্বন্ধিনো ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি। তস্মাদ্ ভৈক্ষাৎ যুদ্ধস্য শ্রেষ্ঠত্বং ন সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।৫ তদেবং প্রাক্তনেন গ্রন্থেন সংসারদোষনিরূপণাৎ অধিকারিবিশেষণানি উক্তানি।৬ তত্র "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইত্যত্র রণে হতস্য পরিব্রাট্‌সমানযোগক্ষেমত্বোক্তেঃ

আচ্ছা, ভিক্ষান্নভোজন যখন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ, আর যুদ্ধই যখন তাহাদের জন্য বিহিত, তখন যুদ্ধ করাই ত তোমার মঙ্গলজনক, কেননা তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—।১ আর ইহাও জানি না (বুঝিতে পারিতেছি না) যে—ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে কোনটী আমাদের নিকট গুরুতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ভিক্ষা হিংসাশূন্য বলিয়া তাহাই কি আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ? অথবা যুদ্ধ স্বধর্ম্ম বলিয়া তাহাই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ?২ আর ইহাও জানি না যে—যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও কি আমরা জয়লাভ করিব অর্থাৎ অতিশয়িত হইব, কিংবা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অর্থাৎ (ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধীয়গণ) আমাদের জয় করিবে।৩ এখানে উভয়পক্ষের সাম্যপক্ষ অর্থাৎ উভয়পক্ষের যে তুল্যফলতা তাহা উক্ত না হইলেও অর্থতঃ (তাৎপর্য্যতঃ) বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ উভয়পক্ষ তুল্যবলসম্পন্ন হওয়ায় যুদ্ধ সমান সমান যাইবে, কোন পক্ষেরও জয় বা পরাজয় হইবে না—ইহাও হইবে কিনা তাহাও ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।৪ আরও আমাদের জয়লাভ হইলেও ফলতঃ তাহা পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নহে; কারণ যে সমস্ত বন্ধুগণকে বধ করিয়া বিষয় উপভোগ করা দূরে থাক, আমরা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না, ধৃতরাষ্ট্রসম্বন্ধীয় ভীষ্ম দ্রোণপ্রভৃতি সেই বান্ধবগণ সকলেই যুদ্ধভূমিতে সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন। এইজন্য ভৈক্ষ্য অপেক্ষা যুদ্ধ যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিরূপিত হয়।৫ এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহে সংসারের দোষ প্রদর্শিত হওয়ায় অধিকারীর অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তির অধিকারী তাঁহাদের বিশেষণগুলি বলা হইল, অর্থাৎ কি কি গুণ থাকিলে লোকে মুক্তিপথের (বেদান্তোপদেশের বা আত্মজ্ঞানের) অধিকারী হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত বাক্য সকলে সূচিত হইয়াছে।৬*

* তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তির (প্রথম) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (দ্বিতীয়) ঐহিক ও পারলৌকিক ফলে বিরাগ, (তৃতীয়) শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তি, এবং (চতুর্থ) মুমুক্ষুত্ব এই চারিটী সাধন থাকা আবশ্যক। উক্ত সাধনগুলি যাঁহার আছে, তাঁহারই তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয়, এবং সেই ব্যক্তিই বেদান্তবিচারের অধিকারী।

"অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং শ্রেয়ো মোক্ষাখ্যম্ উপন্যস্তম্, অর্থাৎ চ তদিতরৎ অশ্রেয় ইতি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো দর্শিতঃ।৭ "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ" ইত্যত্র ঐহিকফলবিরাগঃ, "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ" ইত্যত্র পারলৌকিক-ফলবিরাগঃ, "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যত্র স্থূলদেহাতিরিক্ত আত্মা, "কিং নো রাজ্যেন" ইতি ব্যাখ্যাতবর্ত্মনা শমঃ, "কিং ভোগৈঃ" ইতি দমঃ, "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যত্র নির্লোভতা, "তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ" ইত্যত্র তিতিক্ষা, ইতি প্রথমাধ্যায়স্যার্থঃ, সসন্ন্যাসসাধনসূচনম্।৮ অস্মিন্ তু অধ্যায়ে "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপি" ইত্যত্র ভিক্ষাচর্য্যোপলক্ষিতঃ সন্ন্যাসঃ প্রতিপাদিতঃ। গুরূপসদনম্ ইদানীং প্রতিপাদ্যতে, সমধিগতসংসারদোষজাতস্য অতিতরাং নির্ব্বিণ্ণস্য বিধিবদ্ গুরুম্ উপসন্নস্যৈব বিদ্যাগ্রহণে অধিকারাৎ ॥৭—॥৬

সেই অধিকারিবিশেষণের মধ্যে—**ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে** অর্থাৎ যুদ্ধে স্বজনগণকে নিহত করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, এই অংশে—যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি পরিব্রাট্ (সন্ন্যাসী) ব্যক্তির তুল্যযোগক্ষেম অর্থাৎ সন্ন্যাসী ব্যক্তি আত্মোপাসনায় যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন, ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে করিতে নিহত ব্যক্তিও সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এইরূপ বলায়—"শ্রেয়ঃ এক প্রকার এবং প্রেয়ঃ অন্য প্রকার" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-প্রসিদ্ধ মোক্ষই যে শ্রেয়ঃ তাহা কথিত হইয়াছে। আর তদিতর অর্থাৎ সেই শ্রেয়ঃ হইতে যাহা পৃথক্, তাহাই যে অশ্রেয়ঃ, ইহাও অর্থতঃ (তাৎপর্য্যতঃ) প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া (উহাতেই) 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক'ও দর্শিত হইয়াছে।৭ **ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ** অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমি রাজ্যের অভিলাষ করি না—এই স্থলে ঐহিক ফলের প্রতি বিরাগ, এবং **অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ** অর্থাৎ ত্রৈলোক্যরূপ রাজ্যের জন্যও, এই স্থলে পারলৌকিক ফলে বিরাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, (এইরূপে 'ইহামুত্রফলবিরাগ' প্রদর্শিত হইয়াছে)। **নরকে নিয়তং বাসঃ** অর্থাৎ নরকে নিয়ত অবস্থিতি হয়, এই স্থলে আত্মা যে স্থূলদেহ হইতে অতিরিক্ত, তাহা দেখান হইয়াছে। **কিং নো রাজ্যেন** অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি—এই উক্তির দ্বারা, ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল তদনুসারে **শম**, এবং **কিং ভোগৈঃ** অর্থাৎ ভোগসকলে প্রয়োজন কি—ইহার দ্বারা **দম**, এবং **যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি** অর্থাৎ ইহারা যদিও দেখিতে পাইতেছে না, ইহার দ্বারা নির্লোভতা (উপরতি), এবং **তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ** অর্থাৎ তাহা আমার পক্ষে অধিক মঙ্গলকর হইবে, ইহার দ্বারা **তিতিক্ষা** প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাই প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য অর্থ। এইরূপে ইহা দ্বারা সন্ন্যাসের উপায় কি, তাহা সূচিত করা হইয়াছে।৮ আর এই অধ্যায়ে—**শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপি** অর্থাৎ ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়ঃ এই বাক্যে ভিক্ষাচরণদ্বারা যে সন্ন্যাস সম্যক্‌রূপে সূচিত হইয়াছে তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এক্ষণে গুরূপসদন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায় ব্যাকুল হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট গমন ও আত্মনিবেদন—ইহা প্রতিপাদন করা হইতেছে, যেহেতু যিনি সংসারের দোষরাশি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া অতিশয় নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া যথাবিধি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই বিদ্যাগ্রহণে অধিকার ॥৭—॥৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭

অন্বয়ঃ—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ত্বাং পৃচ্ছামি, মে যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ ব্রূহি, অহং তে শিষ্যঃ ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি।—অর্থাৎ ইহাদিগকে মারিলে আমি কিরূপে জীবিত থাকিব—এইরূপ যে কার্পণ্য, এবং দোষ অর্থাৎ কুলক্ষয়জনিত যে দোষ, সেই দুইটির দ্বারা অভিভূতস্বভাব যাহার, সেইরূপ যে আমি, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত যে আমি, সেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—"আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর তাহা আপনি বলুন। আমি আপনার শিষ্য অর্থাৎ আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দিন"।৭

তদেবং ভীষ্মাদিসঙ্কটবশাৎ "ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইতি শ্রুতিসিদ্ধভিক্ষাচর্য্যে অর্জ্জুনস্য অভিলাষং প্রদর্শ্য বিধিবদ্গুরূপসত্তিমপি তৎসঙ্কটব্যাজেনৈব দর্শয়তি—১। 'যঃ স্বল্পামপি বিত্তক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ' ইতি লোকে প্রসিদ্ধঃ।২ তদ্বিধত্বাৎ অখিলঃ অনাত্মবিৎ অপ্রাপ্তপুরুষার্থতয়া কৃপণো ভবতি।৩ 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ' ইতি শ্রুতেঃ। তস্য ভাবঃ কার্পণ্যম্ অনাত্মাধ্যাসবত্ত্বং, তন্নিমিত্তঃ অস্মিন্ জন্মনি এতে এব মদীয়াঃ তেষু হতেষু কিং জীবিতেন ইত্যভিনিবেশরূপো মমতালক্ষণো দোষঃ তেন "উপহতঃ" তিরস্কৃতঃ স্বভাবঃ ক্ষাত্রঃ যুদ্ধোদ্যোগলক্ষণো যস্য স তথা।৫ ধর্ম্মে বিষয়ে নির্ণায়কপ্রমাণাদর্শনাৎ

অতএব এইরূপে ভীষ্মাদিরূপ সঙ্কটের জন্য অর্থাৎ ভীষ্মাদি গুরুজনের সহিত যুদ্ধরূপ বিপৎ উপস্থিত হওয়ায়, "ব্যুত্থিত হইয়া (বিরক্ত হইয়া) তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্য (ভিক্ষাচরণ) অবলম্বন করেন" এই শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত ভিক্ষাচরণে অর্জ্জুনের যে অভিলাষ হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া সেই বিপদের ছলে যথাবিধি গুরূপসদনও দেখাইতেছেন।১ যে ব্যক্তি অত্যল্প অর্থক্ষয়ও সহ্য করিতে পারে না, জনসমাজে সে কৃপণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।২ যাহারা অনাত্মবিৎ তাহারাও সেইরূপ বলিয়া, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ সাংসারিক-ভোগ ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া তাহারা পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয় না, এইজন্য তাহারাও কৃপণ।৩ কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষরব্রহ্ম তত্ত্ব না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ।৪ সেই কৃপণের ভাব কার্পণ্য; সুতরাং কার্পণ্য অর্থ—অনাত্মাধ্যাসবত্ত্ব অর্থাৎ অনাত্মা যে জড় বস্তু, তাঁহার সহিত আত্মরূপ চেতন বস্তুর যে অভিন্নতা জ্ঞান, অথবা সংসক্ততাজ্ঞান—তাহার নাম অনাত্মাধ্যাস। যাহারা ব্রহ্মবিৎ নহে, সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে তাদৃশ অনাত্মাধ্যাস রহিয়াছে। আর সেই অধ্যাস আছে বলিয়া 'এই জন্মে ইহারাই আমার, ইহারা নিহত হইলে, আমার জীবনে প্রয়োজন কি'—এই প্রকার অভিনিবেশস্বরূপ মমতারূপ যে দোষ, তাহার দ্বারা যাঁহার স্বভাব অর্থাৎ যুদ্ধোদ্যোগরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অপহত অর্থাৎ তিরস্কৃত হইয়াছে, তিনি **কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ**।৫ আর ধর্ম্মবিষয়ে নির্ণায়ক প্রমাণ না দেখিয়া অর্থাৎ যে প্রমাণের

"সংমূঢ়ং" কিমেতেষাং বধো ধর্ম্মঃ, কিম্ এতৎপরিপালনং ধর্ম্মঃ, তথা কিং পৃথ্বীপরিপালনং ধর্ম্মঃ, কিং বা যথাবস্থিতঃ অরণ্যনিবাস এব ধর্ম্ম ইত্যাদিসংশয়ৈঃ ব্যাপ্তং চেতো যস্য স তথা। "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" ইত্যত্র "গরীয়" ইত্যত্র ব্যাখ্যাতমেতৎ।৬ এবংবিধঃ সন্ অহং "ত্বা" ত্বাম্ ইদানীং পৃচ্ছামি শ্রেয় ইত্যনুষঙ্গঃ।৭ অতো যন্নিশ্চিতম্ ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকং চ শ্রেয়ঃ পরমপুমর্থভূতং ফলং স্যাৎ "তৎ মে" মহ্যং "ব্রূহি"।৮ সাধনানন্তরম্ অবশ্যম্ভাবিত্বম্ ঐকান্তিকত্বং, জাতস্য অবিনাশ আত্যন্তিকত্বম্।৯ যথা হি ঔষধে কৃতে কদাচিৎ রোগনিবৃত্তিঃ ন ভবেদপি, জাতাঽপি চ রোগনিবৃত্তিঃ পুনরপি-রোগোৎপত্ত্যা বিনাশ্যতে,এবং কৃতেঽপি যাগে প্রতিবন্ধবশাৎ স্বর্গো ন ভবেদপি জাতোঽপি স্বর্গো দুঃখাক্রান্তো নশ্যতি চ ইতি ন ঐকান্তিকত্বম্ আত্যন্তিকত্বং বা তয়োঃ।১০ তদুক্তম্—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ। দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তা-

দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ না দেখায়, 'সংমূঢ়' অর্থাৎ ইহাদের বধ করাই কি ধর্ম্ম অথবা ইহাদের পরিপালন করাই ধর্ম্ম এবং পৃথিবী পরিপালনই কি ধর্ম্ম অথবা যেমন থাকা যাইতেছে সেইরূপে অরণ্যে বাস করাই ধর্ম্ম—ইত্যাদি সন্দেহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে চিত্ত যাঁহার তিনি **ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ**। **ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ**—এই স্থলে **গরীয়ঃ** এই পদটীর ব্যাখ্যা করিবার কালে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৬ আমি এইরূপ হইয়া অর্থাৎ কার্পণ্যদোষে নষ্টস্বভাব ও ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা হইয়া এক্ষণে তোমাকে শ্রেয়ঃসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এস্থলে **শ্রেয়ঃ** এই পদটির অনুসঙ্গ অর্থাৎ পুনর্ব্বার অন্বয় করিতে হইবে।৭ অতএব যাহা নিশ্চিত অর্থাৎ ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমপুরুষার্থস্বরূপ ফল হইবে, তাহা তুমি আমাকে বল।৮ সাধনের (হেতু বা কারণের) পরক্ষণে সাধ্যের অর্থাৎ কার্য্যের যে অবশ্যম্ভাবিতা অর্থাৎ অবশ্য হওয়া তাহার নাম ঐকান্তিকত্ব এবং জাতের অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আর যে নাশ না হওয়া, তাহাই আত্যন্তিকতা।৯ যেমন ঔষধ কৃত অর্থাৎ সেবিত হইলে কখন কখন রোগ নিবৃত্তি নাও হইতে পারে, অথবা রোগ নিবৃত্তি হইলেও পুনরায় রোগোৎপত্তি হইয়া তাহাকে (ভূতপূর্ব্বরোগনিবৃত্তিকে) বিনাশ করে, সেইরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ স্বর্গ নাও হইতে পারে, কিংবা স্বর্গ হইলেও দুঃখ সংমিশ্রিত হইয়া নষ্টও হইয়া যায়, এই কারণে তাহাদের ঐকান্তিকতা অথবা আত্যন্তিকতা নাই।১০ ইহাই ("সাংখ্যকারিকায়") কথিত হইয়াছে। যথা—("আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক") এই ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতে (নিপীড়নে) কাতর হইলে মানুষের তন্নিবারক হেতুবিশেষসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জন্মে অর্থাৎ যখন সে দুঃখজালে বিজড়িত হইয়া তাহা অসহনীয় বোধ করে, তখন তাহার মনে জিজ্ঞাসা হয়—এমন কি কোন উপায় নাই, যাহার প্রভাবে ইহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? যদি বলা হয় যে, দুঃখনিবৃত্তির লৌকিক উপায় বর্ত্তমান থাকিতে শাস্ত্র-

ত্যন্ততোঽভাবাৎ" ॥ ইতি "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ। তদ্বিপরীতঃ

প্রতিপাদ্য হেতুবিশেষসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বিফল, তাহা হইলে বলিব, তাহা ঠিক নহে; কারণ লৌকিক উপায়ে একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ লোকিক উপায়ে অবশ্যই যে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে এরূপ নহে; আর যদিও দুঃখনিবৃত্তি হয়, তথাপি তাহা যে চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইবে, তাহাও নহে; এই কারণে শাস্ত্রোক্ত হেতুবিশেষেই জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত। আরও (সেইস্থলে) কথিত হইয়াছে যে, "দুঃখনিবৃত্তির জন্য যজ্ঞপ্রভৃতি যে সমস্ত আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় উপায় আছে, তাহা লৌকিক উপায়েরই সদৃশ; তাহাতেও অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয় প্রভৃতি দুঃখহেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কারণে যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদিরূপ উপায় হইতে ভিন্ন যে আত্মতত্ত্ববোধ, তাহাই শ্রেয়ান্ (প্রশস্ত); ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল জড়বর্গ, অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম জড়বর্গ এবং জ্ঞ অর্থাৎ অজড় আত্মা—ইহাদের বিবেকজ্ঞান (পরস্পরের পার্থক্যজ্ঞান) হইতেই সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে"।১১ [**তাৎপর্য্য :**—মানুষ চায় দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ। আর স্বর্গে স্থানলাভ হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ইহাই সাধারণের জ্ঞান। ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন স্বর্গভোগে সুখলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা যে দুঃখশূন্য তাহা নহে। যে হেতু যাহার কারণ দুঃখনিদানপরিপুষ্ট তাহা কখনও একেবারে দুঃখশূন্য হইতে পারে না। আর বেদের নির্দ্দেশ অনুসারে জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মই স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ। কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশুবধরূপ অশুদ্ধ (অপবিত্র) কর্ম্ম অঙ্গরূপে বিহিত আছে। একারণে তাহা না করিলে অঙ্গবৈগুণ্য হেতু ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে না বলিয়া তাহা বাদ দিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চলে না। আবার শাস্ত্রে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" এই বচনে জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর যাহা নিষিদ্ধ তাহার অনুষ্ঠানে অনিষ্ট অর্থাৎ অনভিপ্রেত ফল অর্থাৎ দুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসারূপ অশুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহা অশুদ্ধই হইয়া থাক। আর তজ্জন্য সেই অশুদ্ধির যতটুকু ফল তাহা ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল সুখভোগাত্মক স্বর্গ হইলেও তাহা যে একেবারে দুঃখশূন্য তাহা নহে; কিন্তু সেখানেও যজ্ঞকালীন হিংসার ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী *। তবে ইহলোকের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে বটে। তথাপি যিনি সর্ব্বথা দুঃখপরিহার করিতে চান তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কেন?

---

* ইহা সাংখ্যমতের কথা। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অলৌকিক বিষয়ে শ্রুত্যেকপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণ অর্থাৎ কর্ম্ম-মীমাংসক যাজ্ঞিকগণ এবং ব্রহ্মমীমাংসক বেদান্তী—সন্ন্যাসিগণ ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যজ্ঞাদিস্থলে হিংসা যখন শাস্ত্রবিহিত তখন তাহা হইতে অণুমাত্রও অনিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, কিসে ইষ্ট হয় এবং কিসে অনিষ্ট হয়—কিসে পুণ্য হয় এবং কিসে পাপ হয়—কোন্‌টি শুদ্ধ বা পবিত্র এবং কোন্‌টি অশুদ্ধ বা অপবিত্র তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। আর শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অশুদ্ধ বা অপুরুষার্থ হইতেই পারে না, যে হেতু সমগ্র বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্রই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদবিহিত বলিয়া মোটেই অশুদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা পরম বিশুদ্ধ। ইহা মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি নিবন্ধমধ্যে এবং

শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"॥ ইতি চ।১১ নমু ত্বং মম সখা ন তু শিষ্যঃ অত আহ—"শিষ্যস্তেঽহমি"তি।১২ ত্বদনুশাসন-যোগ্যত্বাৎ অহং তব শিষ্য এব ভবামি, ন সখা, ন্যূনজ্ঞানত্বাৎ। অতঃ "ত্বাং প্রপন্নং" শরণাগতং "মাং শাধি" শিক্ষয় করুণয়া, ন তু

এইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলে স্বর্গভোগ ঘটে বটে কিন্তু তাহা যে চিরস্থায়ী তাহা নহে। যে হেতু জন্য অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পাদ্য পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় অর্থাৎ নাশ অবশ্যম্ভাবী। আর স্বর্গভোগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানজন্যই হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গভোগের নির্দ্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে স্বর্গ হইতে পুনরায় মর্ত্তে আসিতে হয় বলিয়া পুনর্ব্বার সেই দুঃখাবর্ত্তে মগ্ন হইতে হয়। ইহাও কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গলাভেও দুঃখনিবৃত্তি হয় না।

এইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ফলে স্বর্গ হয় বলিয়া সেই সেই কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে স্বর্গ-ভোগেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে—ইহা শাস্ত্রবচন হইতেই জানা যায়। সুতরাং যৎকালে স্বর্গসুখ ভোগ হয় তৎকালেই অন্যব্যক্তির সেই সুখভোগের কোনরূপ অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ দেখিলেই চিত্ত স্বতঃই খিন্ন হইয়া পড়ে—ইহাও দুঃখ। যিনি সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ইচ্ছা করেন তিনি কি ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন? অতএব কর্ম্মাদিজন্য স্বর্গাদিসুখভোগেও দুঃখনিবৃত্তি ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক নহে বলিয়া ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ যাঁহার কাম্য তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপ হইতে স্বাভীষ্ট বিষয় লাভ করিতে পারেন না। একারণে অর্জ্জুনও মোহগ্রস্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সসাগরা ধরা ভোগ অথবা সম্মুখ সমরে মরিয়া স্বর্গলাভ কোনটিই পরমপুরুষার্থ নহে বলিয়া তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তাহাও নিরূপণ করিতে না পারিয়াই শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে"।]

আচ্ছা, তুমি ত আমার সখা, শিষ্য ত নহ, তবে আবার উপদেশ কি দিব? শ্রীকৃষ্ণের যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় এই জন্য তদুত্তরে বলিতেছেন—**শিষ্যস্তেঽহম্**।১২ আমি তোমার উপদেশের

বেদান্তদর্শনের "অশুদ্ধমিতি চেৎ ন শব্দাৎ" (৩।১।২৫) সূত্রে এবং তত্রত্য ভাষ্য টীকাদিতে বিস্তৃতভাবে বিচারপূর্ব্বক স্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকৃৎ সকল বৈষ্ণব আচার্য্যগণও ইহাতে একমত। ইহা যে ভাষ্যকারাদির মত তাহা নহে—কিন্তু পরমর্ষি জৈমিনি এবং বেদব্যাসই উদ্ধৃত "অশুদ্ধমিতিচেৎ" ইত্যাদি সূত্রে অশুদ্ধতার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। আর শ্রীভগবান্‌ও এই পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিবেন ইহা অগ্রে মূলমধ্যেই দেখা যাইবে। বৈধ হিংসা যে বিহিত স্থলে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা যে পরম বিশুদ্ধ, অধিক কি তাহা না করিলেই যে পাপ হয় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ২।৩২, ২।২৮, ১৮।৭ প্রভৃতি শ্লোকে এবং তত্রত্য টীকায় দ্রষ্টব্য।

আরও বেদান্তিগণের মতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি ফলের জন্যই যে কর্ত্তব্য তাহা নহে, কারণ যজ্ঞাদিকর্ম্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বটে কিন্তু তাহাই তাহার একমাত্র ফল নহে। যেহেতু নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। আর চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহা জ্ঞানসূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্য হয়। অবশ্য জ্ঞানের কারণ হইতেই জ্ঞানোদয় হয়; কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ না হইলে তাহাতে জ্ঞানের সম্ভাবনাই নাই। একারণে অনুপযুক্ত ব্যক্তির কর্ম্মসন্ন্যাসের অধিকার নাই। তাদৃশ অনধিকারী ব্যক্তিগণ বাহ্যতঃ সন্ন্যাসী হইলেও তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল প্রবল বলিয়া পদে পদে পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে 'মিথ্যাচার' বলিয়াছেন॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ, যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং, রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

অন্বয়ঃ—ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যং সুরাণাম্ আধিপত্যং চ অপি অবাপ্য (স্থিতস্য) মম যৎ ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুদ্যাৎ তদহং ন হি পশ্যামি।—অর্থাৎ ভূমণ্ডলে নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য এবং সুরগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও যে শ্রেয়ঃ আমার ইন্দ্রিয়গণের অতি সন্তাপকর শোক অপনোদন করিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না।৮

অশিষ্যত্বশঙ্কয়া উপেক্ষণীয়োঽহম্ ইত্যর্থঃ।১৩ এতেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্," "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার, অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" ইত্যাদিগুরূপসত্তিপ্রতিপাদকঃ শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ ॥১৪—৭

নমু স্বয়মেব স্বং শ্রেয়ো বিচারয় শ্রুতসম্পন্নোঽসি কিং পরিশিষ্যত্বেন ইত্যত আহ—১। "যৎ" শ্রেয়ঃ প্রাপ্তং সৎ কর্তৃ"মম শোকম্ অপনুদ্যাৎ" অপনুদেৎ নিবারয়েৎ তৎ "ন পশ্যামি" "হি" যস্মাৎ তস্মাৎ মাং শাধীতি "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ।২ শোকানপনোদে কো দোষ ইত্যাশঙ্ক্য

যোগ্য বলিয়া তোমার শিষ্যই হইতেছি, তোমার সখা নহি; কারণ, আমার জ্ঞান তোমার অপেক্ষা অতি অল্প। অতএব **ত্বাং প্রপন্নং**—তোমাকে প্রপন্ন অর্থাৎ তোমার শরণাগত **মাং**—আমাকে তুমি করুণাবশে **শাধি**—শিক্ষা দাও, কিন্তু অশিষ্য বিবেচনায় আমায় উপেক্ষা করিও না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১৩ ইহার দ্বারা—"সেই পরমতত্ত্ব বিদিত হইবার জন্য সেই ব্যক্তি (শিষ্য) হস্তে সমিধ্ লইয়া শ্রোত্রিয় (শ্রুতিবৎ) ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর নিকটেই অগ্রসর হইবে", (মুণ্ডক ১।২।১২) "বরুণের পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকট—ভগবন্! আপনি আমায় ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিন, এই বলিয়া উপসন্ন (শরণাগত) হইলেন" (তৈত্তিরীয় ৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে গুরূপসদনরূপ বিষয় কথিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ সংসারে বৈরাগ্য জন্মিলে আত্মজ্ঞানলাভ-মানসে শ্রুতিতে যেরূপে গুরূপসদন করিবার বিষয় কথিত আছে, তাহা এখানে এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল ॥১৪—॥৭

ভাল, তুমি ত নিজেই শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, তবে নিজেই কেন নিজের শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া লও না, পরের শিষ্যত্বে প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন—১ **হি** ইহার অর্থ—যস্মাৎ, অর্থাৎ যেহেতু যে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তাহা আমার শোক অপনোদন অর্থাৎ নিবারণ করিতে পারিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না; সেইজন্য আমাকে তুমি উপদেশ দাও। ইহা দ্বারা—"হে ভগবন্! সেই আমি শোক করিতেছি, আপনি আমায় শোকসাগরের পারে লইয়া যান"—এই (ছাঃ ৭।১।৩) শ্রুতির অর্থও প্রদর্শিত হইল।২ আচ্ছা, শোকাপনোদন যদি না

তদ্‌বিশেষণম্ আহ—"ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণমি"তি। সর্ব্বদা সন্তাপকরম্ ইত্যর্থঃ।৩ নন্থ যুদ্ধে প্রযতমানস্য তব শোকনিবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি, জেষ্যসি চেৎ তদা রাজ্যপ্রাপ্ত্যা, ইতরথা চ স্বর্গপ্রাপ্ত্যা, "দ্বাবেতৌ পুরুষৌ লোকে" ইত্যাদিধর্ম্মশাস্ত্রাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"অবাপ্য" ইত্যাদিনা।৪ শত্রুবর্জ্জিতং শস্যাদিসম্পন্নং চ "রাজ্যং তথা সুরাণাম্ আধিপত্যং"হিরণ্যগর্ভত্ব-পর্য্যন্তম্ ঐশ্বর্য্যম্ "অবাপ্য" স্থিতস্যাপি "মম যৎ শোকম্ অপনুদ্যাৎ তৎ ন পশ্যামি" ইত্যন্বয়ঃ।৫ "তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। যৎ কৃতকং তদনিত্যম্ ইত্যনুমানাৎ প্রত্যক্ষেণাপি ঐহিকানাং বিনাশদর্শনাৎ চ ন ঐহিক আমুত্রিকো বা ভোগঃ শোকনিবর্ত্তকঃ, কিন্তু স্বসত্তাকালেঽপি ভোগপারতন্ত্র্যাদিনা, বিনাশকালেঽপি বিচ্ছেদাৎ শোকজনক এবেতি ন যুদ্ধং শোক-

হয়, তাহা হইলে দোষ কি? এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সেই শোকেরই বিশেষণ অর্থাৎ সেই শোক ত্যাগের প্রয়োজনীয়ত্বসূচক বিশেষণ বলিতেছেন—**ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্**=ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছোষণকারী, অর্থাৎ সেই যে শোক তাহা সর্ব্বদা সন্তাপকারী (একারণে তাহা ত্যাগ করা প্রয়োজন)।৩ আচ্ছা, যুদ্ধে যত্নশীল হইলেই তোমার শোক নিবৃত্তি হইবে। যদি তুমি জয়লাভ কর তাহা হইলে রাজ্যপ্রাপ্তিদ্বারা, আর যদি যুদ্ধে নিহত হও তাহা হইলে স্বর্গলাভদ্বারা, তোমার শোক স্বতঃই নিবৃত্ত হইবে। কারণ সম্মুখ সমরে নিহত হইলে যে পরমাগতি লাভ হয় তাহা—"এই জগতে এই দুই জাতীয় লোক (সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে)" ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন অনুসারে সুনিশ্চিত। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে **অবাপ্য** ইত্যাদি সন্দর্ভে তাহার উত্তর বলিতেছেন।৪ শত্রুবিহীন ও শস্যাদিসম্পন্ন (সমৃদ্ধ) রাজ্য এবং হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেবগণের আধিপত্যরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অবস্থান করিতে থাকিলেও আমার যে গুরুতর শোক সঞ্জাত হইয়াছে, তাহাকে যে (শ্রেয়ঃ) দূর করিতে পারে, তাহা দেখিতেছি না—এইরূপ অন্বয় হইবে।৫ "ইহলোকে যেমন কর্ম্মার্জ্জিত ভোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেবাদি কর্ম্মের দ্বারা প্রভুর তুষ্টি বিধান করিয়া ভোগলাভ করিলেও সেই পরাধীন ভোগ যেমন চিরকাল থাকে না, ঠিক্ সেইরূপ পুণ্যোপার্জ্জিত স্বর্গাদিলোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে"—এই (ছাঃ ৮।১।৬) শ্রুতি বাক্যদ্বারা এবং "যাহা যাহা কৃতক অর্থাৎ জন্য অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাই অনিত্য" এইরূপ অনুমানদ্বারা, অধিক কি প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাও ঐহিক ফলের বিনাশ দেখা যায় বলিয়া ঐহিক অথবা পারত্রিক কোন প্রকার ভোগই শোকনিবারক নহে; অধিকন্তু উহার স্থিতিদশায়ও অর্থাৎ ভোগ যখন হইতে থাকে, সেই সময়েও ভোগাধীনতাদি নিবন্ধন অর্থাৎ ভোগীকে ভোগের অধীন হইতে হয় বলিয়া এবং যেহেতু ভোগ হইতেছে অতএব ইহা কমিয়া যাইতেছে এই প্রকারে ভোগের ক্ষীয়মাণত্ব চিন্তা জন্য এবং বিনাশসময়ে অর্থাৎ ভোগ যখন নষ্ট হইয়া যায়, তৎকালেও তাহার বিচ্ছেদ হয় বলিয়া সেই বিচ্ছেদপ্রযুক্ত তাহা শোকেরই

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
'ন যোৎস্য' ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯

অন্বয়ঃ—সঞ্জয় উবাচ—গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ হৃষীকেশম্ গোবিন্দম্ এবম্ ('কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদিনা যুদ্ধস্বরূপাযোগ্যতাম্) উক্ত্বা "(অহং) ন যোৎস্যে" ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ। অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন—আলস্যহীন পরন্তপ অর্জ্জুন, হৃষীকেশ গোবিন্দকে এইরূপ বলিবার পর "আমি যুদ্ধ করিব না"—ইহা বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।৯

নিবৃত্তয়ে অনুষ্ঠেয়ম্ ইত্যর্থঃ।৬ এতেন ইহামুত্রভোগবিরাগঃ অধিকারিবিশেষণত্বেন দর্শিতঃ ॥৭—৮

তদনন্তরম্ অর্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিতি ধৃতরাষ্ট্রাকাঙ্ক্ষায়াম্—"গুড়াকেশঃ" জিতালস্যঃ "পরন্তপঃ" শত্রুতাপনঃ অর্জ্জুনো "হৃষীকেশং" সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেন অন্তর্য্যামিণং "গোবিন্দং" গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্ববেদোপাদানত্বেন সর্ব্বজ্ঞম্ আদৌ "এবং" 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদিনা যুদ্ধস্বরূপাযোগ্যতাম্ "উক্ত্বা" তদনন্তরং "ন যোৎস্যে" ইতি যুদ্ধফলাভাবং চ "উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব" বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারস্য যুদ্ধার্থং পূর্ব্বং কৃতস্য নিবৃত্ত্যা নির্ব্যাপারো জাত ইত্যর্থঃ।১ স্বভাবতো জিতালস্যে সর্ব্বশত্রুতাপনে

জনক হইয়া থাকে। অতএব শোকনিবৃত্তির জন্য যুদ্ধানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে।৬ ইহার দ্বারা—ইহামুত্রভোগবিরাগকে অধিকারীর বিশেষণরূপে দেখান হইল। অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইবেন, তাঁহার অপরাপর গুণের ন্যায় ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বৈরাগ্য থাকা যে আবশ্যক, তাহাও এই সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইল ॥৭—৮

তাহার পর অর্জ্জুন কি করিলেন—ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) হইলে তাহার নিবৃত্তির জন্য সঞ্জয় বলিতেছেন—। **গুড়াকেশঃ**—যিনি আলস্য জয় করিয়াছেন, **পরন্তপঃ**—যিনি শত্রুগণের সন্তাপদায়ক, এবংবিধ অর্জ্জুন **হৃষীকেশং**—যিনি সমস্ত (হৃষীক অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া অন্তর্য্যামী **গোবিন্দং**—যিনি গো অর্থাৎ বেদরূপা বাণী লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রযোনি) তিনিই গোবিন্দ, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যিনি সমগ্র বেদের উপাদানকারণ বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সেই গোবিন্দকে প্রথমতঃ **কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে** (আমি যুদ্ধে কিরূপে ভীষ্মকে শরপ্রহার করিব) ইত্যাদি বাক্যে যুদ্ধের স্বরূপতঃ অযোগ্যতা অর্থাৎ যুদ্ধ যে ভাল কাজ নহে, ইহা বলিয়া এবং তাহার পর—**ন যোৎস্যে** অর্থাৎ "যুদ্ধ করিব না"—এইরূপে যুদ্ধ-ফলের অভাব নিবেদন করিয়া অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া কোন ফল নাই, ইহা জানাইয়া **তূষ্ণীং বভূব**—মৌনী হইয়া রহিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথমে উৎসাহবশতঃ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের যে ব্যাপার (চালনা) করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা নিবৃত্ত করিয়া ব্যাপারবিহীন (নিশ্চেষ্ট) হইলেন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ যিনি স্বভাবতঃ

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত!।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

অন্বয়ঃ—হে ভারত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ প্রহসন্ ইব হৃষীকেশঃ ইদং বচ উবাচ।—অর্থাৎ হে ভারত! উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে লজ্জিত করিবার জন্যই যেন হৃষীকেশ এই নিম্নোক্ত কথা বলিলেন।১০

চ তস্মিন্ আগন্তুকম্ আলস্যম্ অতাপকত্বং চ ন আস্পদম্ আধাস্যতীতি দ্যোতয়িতুং হ-শব্দঃ।২ গোবিন্দহৃষীকেশপদাভ্যাং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বসূচকাভ্যাং ভগবতঃ তন্মোহাপ-নোদনম্ অনায়াসসাধ্যমিতি সূচিতম্ ॥৩—৯

এবং যুদ্ধম্ উপেক্ষিতবত্যপি অর্জ্জুনে ভগবান্ ন উপেক্ষিতবানিতি ধৃতরাষ্ট্রদুরাশা-নিরাসায় আহ—"সেনয়োরুভয়োঃ" মধ্যে যুদ্ধোদ্যমেন আগত্য তদ্বিরোধিনং বিষাদং মোহং প্রাপ্নুবন্তং "তম্" অর্জ্জুনং "প্রহসন্নিব" অনুচিতাচরণপ্রকাশনেন লজ্জাম্বুধৌ মজ্জয়ন্নিব "হৃষীকেশঃ" সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ "ইদং" বক্ষ্যমাণম্ "অশোচ্যান্" ইত্যাদি বচঃ পরম-গম্ভীরার্থম্ অনুচিতাচরণপ্রকাশকম্ উক্তবান্ ন তু উপেক্ষিতবান্ ইত্যর্থঃ।১ অনুচিতাচরণ-প্রকাশনেন লজ্জোৎপাদনং প্রহাসঃ। লজ্জা চ দুঃখাত্মিকেতি দ্বেষবিষয় এব স মুখ্যঃ।

আলস্য জয় করিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত শত্রুগণের সন্তাপ উৎপাদন করেন, সেই অর্জ্জুনের মধ্যে আগন্তুক আলস্য অথবা অতাপকত্ব অর্থাৎ শত্রুদমনের অক্ষমতা যে স্থানলাভ করিতে পারিবে না—ইহা সূচিত করিবার জন্য শ্লোকমধ্যে হ এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে অর্জ্জুন আলস্য-বশতঃ কিংবা অসামর্থ্য নিবন্ধন যে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন তাহা নহে—কিন্তু তিনি শোকহেতুই বিরত হইলেন—ইহাই 'গুড়াকেশ' এবং 'পরন্তপ' এই দুইটি বিশেষণ হইতে সূচিত হইতেছে।২ সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিত্বের সূচক **গোবিন্দ এবং হৃষীকেশ** এই দুইটী পদের দ্বারা ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অর্জ্জুনের মোহ দূর করা ভগবানের পক্ষে অনায়াসসাধ্য অর্থাৎ ভগবান যখন গোবিন্দ অর্থাৎ শাস্ত্রযোনি তখন তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন আর তিনি যখন হৃষীকেশ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা তখন তিনি অনায়াসেই অর্জ্জুনের মোহ দূর করিতে পারিবেন—এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩—॥৯।

অর্জ্জুন এই প্রকারে যুদ্ধে উপেক্ষা দেখাইলেও ভগবান যে তাহা উপেক্ষা করেন নাই—তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের দুরাশা দূর করিবার জন্য (সঞ্জয়) বলিতেছেন—। যুদ্ধের উদ্যমে **সেনয়োরুভয়োঃ**—উভয় সেনার **মধ্যে**—মধ্যস্থলে সমাগত **বিষীদন্তং**—যুদ্ধোদ্যমের বিরোধী যে মোহ, সেই মোহপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে **প্রহসন্নিব**—যেন উপহাস করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অনুচিত আচরণ প্রকাশপূর্ব্বক (তাঁহাকে) যেন লজ্জাসমুদ্রে ডুবাইয়া **হৃষীকেশঃ**—সকলের অন্তর্নিয়ামক ভগবান্ **ইদং**—এই অর্থাৎ "তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোক করিতেছ" ইত্যাদি প্রকার পরমগম্ভীরার্থক অনুচিতাচরণপ্রকাশক (যাহার দ্বারা অর্জ্জুনের অনুচিত আচরণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাদৃশ) বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই।১ অনুচিত আচরণ প্রকাশ করিয়া যে লজ্জা উৎপাদন

অর্জ্জুনস্য তু ভগবৎকৃপাবিষয়ত্বাৎ অনুচিতাচরণপ্রকাশনস্য চ বিবেকোৎপত্তিহেতুত্বাৎ একদলাভাবেন গৌণ এবায়ং প্রহাস ইতি কথয়িতুম্ ইবশব্দঃ। লজ্জাম্ উৎপাদয়িতুম্ ইব বিবেকম্ উৎপাদয়িতুম্ অর্জ্জুনস্য অনুচিতাচরণং ভগবতা প্রকাশ্যতে। লজ্জোৎপত্তিস্তু নান্তরীয়কতয়াঽস্তু মাঽস্তু বেতি ন বিবক্ষিতেতি ভাবঃ।২ যদি হি যুদ্ধারম্ভাৎ প্রাগেব গৃহে স্থিতো যুদ্ধম্ উপেক্ষেত তদা নানুচিতং কুর্য্যাৎ। মহতা সংরম্ভেণ তু যুদ্ধভূমৌ আগত্য তদুপেক্ষণম্ অতীব অনুচিতমিতি কথয়িতুং "সেনয়োঃ" ইত্যাদিবিশেষণম্। এতৎ চ "অশোচ্যান্" ইত্যাদৌ স্পষ্টং ভবিষ্যতি ॥৩—॥১০

করা হয় তাহাকে প্রহাস বলে। আর লজ্জা দুঃখস্বরূপ বলিয়া বিদ্বেষের বিষয়েই (বস্তুতেই) প্রহাস শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয় অর্থাৎ বিদ্বেষভাজন ব্যক্তিকেই প্রহাস করা হয়। কিন্তু অর্জ্জুন ভগবানের কৃপার পাত্র; এজন্য তিনি তাঁহাকে দুঃখস্বরূপ লজ্জা দিতে পারেন না; তবে তিনি অর্জ্জুনের অনুচিত আচরণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন বটে, আর তাহা তাঁহার বিবেকোৎপত্তির নিমিত্তই হইয়াছিল। এই কারণে প্রহাসের যাহা লক্ষণ তাহার একটী দল (অংশ) না থাকায় এস্থলে প্রহাস শব্দটী গৌণার্থক—ইহা বুঝাইবার জন্য **ইব** শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ অনুচিত আচরণের বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক লজ্জা উৎপাদনের নাম প্রহাস বা উপহাস। এখানে কিন্তু লজ্জা উৎপাদন অভিপ্রেত নহে। কারণ, লজ্জা দুঃখস্বরূপ; আর অর্জ্জুন ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র; সুতরাং তিনি কখনও তাঁহাকে লজ্জারূপ দুঃখ দিতে পারেন না। এই কারণে প্রহাস বলিতে এখানে 'লজ্জা উৎপাদন' ও 'অনুচিতাচরণ প্রকাশ', এই উভয় নহে, কিন্তু উহার একাংশ যে অনুচিতাচরণপ্রকাশ, মাত্র তাহাই এখানে 'প্রহাস' শব্দে বিবক্ষিত। এইজন্য সমগ্রবাচী না হওয়ায় উহা গৌণার্থক। আর অর্জ্জুনের বিবেকজ্ঞান উৎপত্তির নিমিত্তই ভগবান্ তাঁহার অনুচিত আচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লজ্জা উৎপাদনের অভিপ্রায়ে অনুচিতাচরণ প্রকাশ করেন নাই। এইরূপে প্রহাসশব্দটীর গৌণার্থকতা প্রকাশ করিবার জন্যই **প্রহসন্নিব** এস্থলে **ইব** শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে)। অন্য স্থলে যেমন লজ্জা উৎপাদন করিবার জন্যই প্রহাস বা উপহাস করা হয়, সেইরূপ এখানে কেবল বিবেক জন্মাইবার জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনের অনুচিত আচরণ প্রকাশ করিতেছেন। তবে লজ্জার উৎপত্তি নান্তরীয়ক অর্থাৎ অপৃথক্-সিদ্ধ (সহভাবী) বলিয়া তাহা উৎপন্ন হউক বা নাই হউক, তাহা বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ বিবেকোৎপত্তির জন্যই অনুচিতাচরণ প্রকাশ করা হইয়াছে; তাহাতে যদি সহভাবিরূপে লজ্জাও উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আর কি করা যাইবে—ইহাই অভিপ্রায়।২ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গৃহে থাকিয়া যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ উপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে অনুচিতাচরণ হইত না বটে; কিন্তু বিপুল আয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া তাহা উপেক্ষা করা অত্যন্ত অন্যায়—এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য **সেনয়োঃ** ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা অগ্রে **অশোচ্যান্** ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে পরিস্ফুট হইবে।৩—॥১০

শ্রীভগবান উবাচ—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে, পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ ন অনুশোচন্তি। —অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তুমি যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত তাহাদের জন্য শোক করিয়াছ। আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথাও বলিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত বন্ধুদিগের জন্য শোক করেন না।১১

তত্র অর্জ্জুনস্য যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে স্বতো জাতাঽপি প্রবৃত্তিঃ দ্বিবিধেন মোহেন তন্নিমিত্তেন চ শোকেন প্রতিবদ্ধেতি দ্বিবিধো মোহঃ তস্য নিরাকরণীয়ঃ।১ তত্র আত্মনি স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপে সর্ব্বসংসারধর্ম্মাসংসর্গিণি স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়তৎকারণাবিদ্যাখ্যোপাধিত্রয়াবিবেকেন মিথ্যাভূতস্যাপি সংসারস্য সত্যত্বাত্মধর্ম্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপ একঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণঃ।২ অপরস্তু যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে হিংসাদিবাহুল্যেন অধর্ম্মত্বপ্রতিভাসরূপঃ

সেইস্থলে যুদ্ধনামক স্বধর্ম্মে অর্জ্জুনের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইলেও দ্বিবিধ মোহ এবং সেই মোহজন্য শোকের দ্বারা সেই প্রবৃত্তি প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ স্বকার্য্য যুদ্ধোৎপাদনে অসমর্থ হইয়াছিল; অতএব তাঁহার সেই দুই প্রকার মোহের নিরাস করা কর্ত্তব্য।১ সেই দ্বিবিধ মোহের মধ্যে—স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দস্বরূপ এবং সকল প্রকার সংসারধর্ম্মের সহিত সংসর্গরহিত আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় এবং তদুভয়ের কারণরূপ অবিদ্যা—এই ত্রিবিধ উপাধির অবিবেক-(তাদাত্ম্য)-নিবন্ধন মিথ্যাভূত সংসারে যে সত্যত্ব এবং আত্মধর্ম্মত্ব প্রভৃতির প্রতীতি অর্থাৎ উহা সত্য এবং উহা আত্মার ধর্ম্ম—এই প্রকার যে বোধ, ইহা একপ্রকার মোহ এবং ইহা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান।২ [তাৎপর্য্য—আত্মা স্বপ্রকাশ পরমানন্দ চৈতন্যস্বরূপ; তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ ও উদাসীনস্বভাব। এই আত্মার স্থূলশরীর (পিতৃমাতৃসংযোগাদিজন্য), সূক্ষ্মশরীর (দশবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহ) এবং (কারণশরীর) অবিদ্যা—এই তিনটী উপাধি। যাহার সন্নিধিবশতঃ তদীয় ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হয়, তাহাকে **উপাধি** বলে। উক্ত ত্রিবিধ দেহের সন্নিধিবশতঃ উহাদের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত হয় বলিয়া উহারা আত্মার উপাধি। ইহারা জড়, স্বরূপতঃ মিথ্যা ও পরাধীনপ্রকাশ অর্থাৎ উহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ নাই, কিন্তু চৈতন্যের দ্বারাই উহারা প্রকাশিত হয়। এইজন্য উহারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় কল্পিত। সুতরাং আত্মা উহাদের অধিষ্ঠান। জন্মমরণরূপ মিথ্যা সংসার, দেহাদি জড়পদার্থেরই ধর্ম্ম হইলেও অনাদি অজ্ঞানবশতঃ এই উপাধিত্রয়ের বিবেক (ভেদজ্ঞান) না থাকায় সেগুলি সত্য বলিয়া এবং আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়; এই কারণে 'আত্মা জন্মিতেছে, আত্মা মরিতেছে'—এইরূপ প্রতীতি হয়। আবার দেহত্রয় ও আত্মা স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও তাহাদের অবিবেক (তাদাত্ম্য) বশতঃ দেহধর্ম্ম যেরূপ আত্মায় আরোপিত হয়, সেইরূপ আত্মধর্ম্ম সত্যত্বপ্রভৃতিও দেহাদিতে আরোপিত হয়। ইহাই মহাভ্রম। এই ভ্রম সর্ব্বজীবের মধ্যেই বিদ্যমান। দ্বিবিধ মোহের মধ্যে উহা একপ্রকার মোহ।]

অর্জ্জুনস্যৈব করুণাদিদোষনিবন্ধনো অসাধারণঃ।৩ এবম্ উপাধিত্রয়বিবেকেন শুদ্ধাত্মস্বরূপবোধঃ প্রথমস্য নিবর্ত্তকঃ সর্ব্বসাধারণঃ। দ্বিতীয়স্য তু হিংসাদিমত্ত্বেঽপি যুদ্ধস্য অধর্ম্মত্বাভাববোধঃ অসাধারণঃ। শোকস্য তু কারণনিবৃত্ত্যৈব নিবৃত্তেঃ ন পৃথক্ সাধনান্তরাপেক্ষা ইতি অভিপ্রেত্য ক্রমেণ ভ্রমদ্বয়ম্ অনুবদন্ শ্রীভগবানুবাচ—৪

"অশোচ্যান্" শোচিতুম্ অযোগ্যানেব ভীষ্মদ্রোণাদীন্ আত্মসহিতান্ ত্বং পণ্ডিতোঽপি সন্ "অন্বশোচঃ" অনুশোচিতবানসি, তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তম্, অহং তৈঃ বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনা ইত্যেবমর্থকেন "দৃষ্ট্বেমং স্বজনম্" ইত্যাদিনা। তথা চ অশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পশ্বাদিসাধারণঃ তবাত্যন্তপণ্ডিতস্য অনুচিত ইত্যর্থঃ। তথা "কুতস্ত্বা কশ্মলম্" ইত্যাদিনা মদ্‌বচনেন অনুচিতমিদম্ আচরিতং ময়েতি বিমর্শে প্রাপ্তেঽপি ত্বং স্বয়ং প্রাজ্ঞোঽপি সন্ "প্রজ্ঞানাম্ অবাদান্" প্রজ্ঞৈঃ বক্তুম্ অনুচিতান্ শব্দাংশ্চ 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদীন্ "ভাষসে" বদসি ন তু লজ্জয়া তূষ্ণীং ভবসি। অতঃ পরং কিম্ অনুচিতম্ অস্তীতি সূচয়িতুং চকারঃ। তথাচ অধর্ম্মে ধর্ম্মত্বভ্রান্তিঃ ধর্ম্মে চ অধর্ম্মত্বভ্রান্তিঃ অসাধারণী তব অতিপণ্ডিতস্য ন উচিতেতি ভাবঃ।৫ প্রজ্ঞাবতাং

আর যুদ্ধনামক স্বধর্ম্মে হিংসাদির বাহুল্যনিবন্ধন যে অধর্ম্মত্বপ্রতীতি—ইহা দ্বিতীয় প্রকার মোহ এবং উহা অর্জ্জুনেরই করুণাদিদোষজন্য বলিয়া অসাধারণ।৩ এইরূপে ত্রিবিধ উপাধির বিবেক অর্থাৎ ভেদবোধপূর্ব্বক যে শুদ্ধ আত্মবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহা প্রথম প্রকার মোহের নিবর্ত্তক, ইহা সর্ব্বসাধারণ অর্থাৎ সকলেরই ঐ প্রকারে মোহনিবৃত্তি হইতে পারে। আর যুদ্ধ হিংসাদিযুক্ত হইলেও তাহা স্বধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে অধর্ম্ম হয় না—এইরূপ যে অসাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ কেবলমাত্র যুদ্ধাধিকারী ব্যক্তির যে এতাদৃশ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় প্রকার মোহের নিবারক। আর শোকের কারণ নিবৃত্ত হইলেই শোক নিবৃত্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ শোকের কারণ যে অজ্ঞান, তাহা না থাকিলে শোকও থাকিতে পারে না—এই হেতু শোকের নিবৃত্তির জন্য অন্য কোন স্বতন্ত্র কারণের অপেক্ষা নাই (এইজন্য শোক নিবৃত্তির কারণস্বরূপ স্বতন্ত্র কোন বিষয় আর নির্দ্দেশ করা হয় নাই)—এইরূপ অভিপ্রায়ে যথাক্রমে দুই প্রকার ভ্রমের অনুবাদ করিয়া (উল্লেখ করিয়া) শ্রীভগবান্ বলিলেন,—৪

অশোচ্যান্—যাঁহারা শোকের যোগ্য নহেন (যাঁহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে) নিজ সহিত সেই ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতির নিমিত্ত অর্থাৎ নিজের উদ্দেশে এবং ভীষ্মপ্রভৃতির উদ্দেশে **ত্বং**—তুমি পণ্ডিত হইয়াও **অন্বশোচঃ**—অনুশোচনা করিতেছ—তাঁহারা আমার জন্য মরিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া রাজ্যসুখ প্রভৃতি লইয়া কি করিব—এই প্রকার অর্থযুক্ত **দৃষ্ট্বেমং স্বজনং** ("এই স্বজনগণকে দেখিয়া") ইত্যাদি বাক্যে শোক করিতেছ। সুতরাং অশোচ্যে যে শোচ্যভ্রম যাহা পশ্বাদিসাধারণ (যাহা অশোচ্য তাহাকে শোচ্য বলিয়া যে জ্ঞান অর্থাৎ যে ভ্রম পশুপ্রভৃতির মধ্যেও সমানভাবে বিদ্যমান তাহা) তোমার মত অত্যন্ত বিজ্ঞের পক্ষে উচিত হয় না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আর **কুতস্ত্বা কশ্মলমিদম্**

পণ্ডিতানাং বাদান্ ভাষসে পরং ন তু বুধ্যসে ইতি বা।৬ ভাষণাপেক্ষয়া অনুশোচনস্য প্রাক্কালত্বাদ্ অতীতত্বনির্দ্দেশঃ। ভাষণস্য তু তদুত্তরকালত্বেন অব্যবহিতত্বাৎ বর্ত্তমানত্ব-নির্দ্দেশঃ। ছান্দসেন তিঙ্‌ব্যত্যয়েন অনুশোচসীতি বর্ত্তমানত্বং বা ব্যাখ্যেয়ম্।৭ নমু বন্ধুবিচ্ছেদে শোকো ন অনুচিতো বশিষ্ঠাদিভিঃ মহাভাগৈরপি কৃতত্বাদিতি আশঙ্ক্য আহ—"গতাসূনি"তি।৮ যে পণ্ডিতা বিচারজন্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ তে গতপ্রাণান্

("কি কারণে তোমাকে এই মোহ আশ্রয় করিয়াছে") ইত্যাদিরূপ মদীয় বাক্যে তোমার মনে, 'আমি এইরূপ অনুচিত আচরণ করিয়াছি' এই প্রকার আলোচনা সঞ্জাত হইলেও অর্থাৎ আমার কথা শুনিয়া তুমি মনে মনে ঐরূপ আলোচনা করিলেও এবং তুমি স্বয়ং প্রাজ্ঞ (বিবেচক) হইলেও **প্রজ্ঞাবাদান্**—যাহা প্রাজ্ঞব্যক্তিগণের অবাদ অর্থাৎ অবাচ্য অর্থাৎ যাহা প্রাজ্ঞগণের বলা উচিত নহে, তাদৃশ **কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে** অর্থাৎ "কিরূপে আমি যুদ্ধে ভীষ্মাদিকে" ইত্যাদি প্রকার শব্দ (বাক্য) বলিতেছ, পরন্তু লজ্জায় নিঃশব্দ হইয়া (চুপ করিয়া) থাকিতেছ না। ইহা অপেক্ষা অনুচিত আর কি হইতে পারে?—এইরূপ অর্থ সূচিত করিবার জন্য **প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ** এই স্থলে **চ** শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অধর্ম্মে ধর্ম্মত্বভ্রান্তি এবং ধর্ম্মে অধর্ম্মত্বভ্রম, যাহা অসাধারণ অর্থাৎ সকলের মধ্যে হয় না, তাহা তোমার মত অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে উচিত নহে। অথবা **প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে** ইহার অর্থ—তুমি প্রজ্ঞাবান্‌গণের অর্থাৎ পণ্ডিতগণের বাদ (বচন) বলিতেছ, অর্থাৎ বিজ্ঞের মত কথাবার্ত্তা বলিতেছ, কিন্তু তাহা তুমি যথার্থ বুঝ না।৬ এখানে অনুশোচনাটী ভাষণের অপেক্ষা পূর্ব্বকালবর্ত্তী হওয়ায় অর্থাৎ প্রথমে শোক এবং তাহার পরে তাদৃশ ভাষণ হইয়াছে বলিয়া **অন্বশোচঃ** অর্থাৎ "অনুশোচনা করিয়াছ" এইরূপে অনুশোচনার অতীতকালে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর ভাষণটী অনুশোচনার উত্তরকালবৃত্তি হওয়ায় (শোকের পরবর্ত্তী এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের) অব্যবহিত পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ত্তমানকালে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অনুশোচনা এবং ভাষণ দুইটীই শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বটে, কিন্তু অনুশোচনাটী ভাষণেরও পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া ভাষণের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় তাহাতে অতীত বিভক্তি হইয়াছে, আর ভাষণটী অব্যবহিত পূর্ব্বকালবর্ত্তী হওয়ায় তাহাতে "বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্ বা" এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমানসামীপ্যার্থে বর্ত্তমানকালবোধক বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা তিঙন্ত বিভক্তির ব্যত্যয় (বিপরিণাম বা পরিবর্ত্তন) করিয়া **অন্বশোচঃ** ইহার স্থলে **অনুশোচসি** এইরূপ পাঠ করিয়া বর্ত্তমানরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তুগতি অনুসারে অনুশোচনার অতীতকালে প্রয়োগ হওয়া উচিত; কেননা অনুশোচনাটী ভাষণের পূর্ব্বভাবী। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই উক্তি বর্ত্তমানকালিক বলিয়া প্রতীতি অনুসারে অনুশোচনার বর্ত্তমানকালে প্রয়োগ হওয়া সঙ্গত। এইজন্য এস্থলে তিঙ্ বিভক্তির বিপরিণাম করিয়া **অন্বশোচঃ** স্থলে **অনুশোচসি** এইরূপে অনুশোচনার বর্ত্তমানত্ব স্থাপন করিতে হইবে।৭ আচ্ছা! বন্ধুবিচ্ছেদ-হেতু শোক করা যে অনুচিত, তাহা ত নহে; কারণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মগণও ত শোক করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—**গতাসূন্** ইত্যাদি।৮ **পণ্ডিতাঃ**—

অগতপ্রাণাংশ্চ বন্ধুত্বেন কল্পিতান্ দেহান্ ন অনুশোচন্তি। এতে মৃতাঃ সর্ব্বোপকরণপরিত্যাগেন গতাঃ কিং কুর্বন্তি ক্ব তিষ্ঠন্তি, এতে চ জীবন্তো বন্ধুবিচ্ছেদেন কথং জীবিষ্যন্তীতি ন ব্যামুহ্যন্তি, সমাধিসময়ে তৎপ্রতিভাসাভাবাৎ। ব্যুত্থানসময়ে তৎপ্রতিভাসেঽপি মৃষাত্বেন নিশ্চয়াৎ। ন হি রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সর্পভ্রমে অপনীতে তন্নিমিত্তভয়কম্পাদি সম্ভবতি, ন বা পিত্তোপহতেন্দ্রিয়স্য কদাচিৎ গুড়ে তিক্ততাপ্রতিভাসেঽপি তিক্তার্থিতয়া তত্র প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, মধুরত্বনিশ্চয়স্য বলবত্ত্বাৎ। এবম্ আত্মস্বরূপাজ্ঞাননিবন্ধনত্বাৎ শোচ্যভ্রমস্য তৎস্বরূপজ্ঞানেন তদজ্ঞানে অপনীতে তৎকার্য্যভূতঃ শোচ্যভ্রমঃ কথম্ অবতিষ্ঠেত ইতি ভাবঃ।৯ বশিষ্ঠাদীনাং তু প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ তথা তথা অনুকরণং ন শিষ্টাচারতয়া অন্যেষাম্ অনুষ্ঠেয়তাম্ আপাদয়তি, শিষ্টৈঃ ধর্ম্মবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানস্য অলৌকিকব্যবহারস্যৈব তদাচারত্বাৎ, অন্যথা

যাঁহারা পণ্ডিত অর্থাৎ যাঁহারা বিচার করিয়া আত্মবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বন্ধুরূপে কল্পিত **গতাসূন্ অগতাসূংশ্চ** গতপ্রাণ অথবা অগতপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণহীন কিংবা প্রাণযুক্ত দেহের জন্য **নানুশোচন্তি**=শোক করেন না; ইহারা মৃত হওয়ায় সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ ভোগ্যপদার্থ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারা কি করিবে এবং কোথায় বা থাকিবে, আর এই সমস্ত জীবিত ব্যক্তিগণই বা বন্ধুবিরহে কিরূপে থাকিবে—এইরূপ চিন্তায় মোহগ্রস্ত হন না; ইহার কারণ, (যোগজন্য) সমাধিকালে তাঁহাদের চিত্তে সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতিভাস অর্থাৎ স্ফুরণই হয় না; আর ব্যুত্থানদশায় অর্থাৎ সমাধিশূন্য ব্যবহারকালে ঐ সকল ভাব স্ফুরিত হইলেও তাঁহারা সেইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া থাকেন। রজ্জুসাক্ষাৎকারজন্য রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হইলে সেই সর্পভ্রান্তিজন্য ভয় ও কম্পাদি যেমন হয় না, অথবা পিত্তপ্রকোপবশতঃ যাহার ইন্দ্রিয়বিকার (ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়গ্রহণের অন্যথাভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোনও সময়ে গুড়ে তিক্ততা বোধ হইলেও যেমন তিক্তাভিলাষে সে কখনও গুড়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না, যেহেতু সেস্থলে মধুরতার নিশ্চয়ই বলবান্; (**অভিপ্রায়** এই যে, মিথ্যাজ্ঞানবশে যে ভ্রান্ত ব্যবহার করা হয়, মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলে আর সেরূপ ব্যবহার থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্যজ্ঞানানুসারে তদনুরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে); সেইরূপ (অশোচ্যে) শোচ্যভ্রমটী আত্মার স্বরূপ না জানার জন্যই উৎপন্ন হয় বলিয়া, আত্মার স্বরূপজ্ঞানের প্রভাবে যখন সেই অজ্ঞান দূরীভূত হয়, তখন সেই অজ্ঞানের কার্য্য যে শোচ্যভ্রম তাহা কিরূপে থাকিতে পারে?—ইহাই ভাবার্থ।৯ আর বশিষ্ঠাদি মহাত্মগণ প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রবলতাবশতঃ সেই সেই কর্ম্ম করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা শিষ্টাচার বোধে অপরের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না; কারণ, সেইরূপ আচরণকেই **শিষ্টাচার** বলা হয়, যাহা শিষ্টগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা অলৌকিকব্যবহার অর্থাৎ লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে অনুষ্ঠিত না হইয়া অলৌকিক ফলসাধনের জনক হয়। তাহা না হইলে, অর্থাৎ শিষ্টগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ অলৌকিক ব্যবহারই শিষ্টাচার, ইহা না বলিলে (শিষ্টগণের অনুষ্ঠিত) নিষ্ঠীবন

নিষ্ঠীবনাদেরপি অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গাদিতি দ্রষ্টব্যম্।১৪ যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি পণ্ডিতো ভূত্বা শোকং মা কার্ষীঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ॥১৫—॥১১

প্রভৃতি আচারগুলিও অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়ে—ইহাই বুঝিতে হইবে।১৪* অতএব ধর্ম্মের তত্ত্ব যখন এইরূপ, তখন তুমি পণ্ডিত হইয়া (বশিষ্ঠাদির দৃষ্টান্তে) শোক করিও না—ইহাই শ্লোকের অভিপ্রেত অর্থ॥১৫—॥১১

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। অর্জ্জুন যুদ্ধে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিলেন কেন?

উঃ। অর্জ্জুন শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া।

প্রঃ। এই শোকের কারণ কি?

উঃ। মোহ।

প্রঃ। মোহ কয় প্রকার?

উঃ। মোহ দ্বিবিধ—এক সাধারণ, অপর অসাধারণ; অর্জ্জুন এখানে উক্ত দ্বিবিধ মোহ দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রঃ। সাধারণ মোহ কি?

উঃ। যাহা সর্ব্বজীবের মধ্যেই আছে। মিথ্যাভূত যে সংসার তাহা এই মোহবশে সত্য বলিয়া বোধ হয়।

প্রঃ। মিথ্যা সত্য বলিয়া বোধ হয় কেন?

উঃ। স্বপ্রকাশ আত্মার সহিত অনাত্মভূত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের ভেদ গৃহীত হয় না বলিয়া।

প্রঃ। অসাধারণ মোহ কি?

উঃ। এটী অর্জ্জুনের পক্ষে বিশেষ বলিয়া অসাধারণ; তিনি ক্ষত্রিয়—যুদ্ধ তাঁহার স্বধর্ম্ম, তথাপি যুদ্ধে হিংসা করিতে হয় ইহা ভাবিয়া ধর্ম্মযুদ্ধকেও অর্জ্জুন অধর্ম্ম বলিয়া ভাবিয়াছেন। এই যুদ্ধরূপ ধর্ম্মে অধর্ম্মত্ববোধই এখানে অসাধারণ মোহ।

প্রঃ। শোক হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

উঃ। শোকের কারণ হইতেছে মোহ বা অজ্ঞান ও ভ্রান্তিজ্ঞান। এই অজ্ঞান ও ভ্রান্তিজ্ঞান বিদূরিত হইয়া যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলেই শোক চলিয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা তাই শোক করেন না।

প্রঃ। তত্ত্বজ্ঞানে কেমন করিয়া শোক যায়?

উঃ। একমাত্র আত্মতত্ত্বই সৎ বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায়, আত্মভিন্ন সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া বাধ হয়। সমাধিকালে আত্মভিন্ন বস্তু অনুভূতই হয় না; আবার সমাধি হইতে নামিলে অন্য বস্তু দৃশ্য

* কোন্ কোন্ স্থলে শিষ্টাচার প্রমাণ, আর কোন্ স্থলেই বা তাহা অপ্রমাণ এবং তাহার প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের হেতু, তাহা প্রথম অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকের অনুবাদের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে।

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्व्वे वयमतःपरम् ॥१२

অন্বয়ঃ—অহং জাতু ন আসম্, তু ন (অপি তু আসমেব তথা) ; ত্বং ন (আসীরিতি) ন। ইমে জনাধিপাঃ ন (আসন্ ইতি ন) অতঃপরম্ বয়ং সর্ব্বে ন ভবিষ্যামঃ চ ন এব।—অর্থাৎ আমি কখনও ছিলাম না—ইহা কিন্তু নহে, সেইরূপ তুমি কখনও ছিলে না—তাহাও নহে, আর এই সকল নৃপতিগণও কখনও ছিলেন না তাহাও নহে, আবার অতঃপর আমরা সকলে কখনও থাকিব না—ইহাও নহে।১২

"ন ত্বেব" ইত্যাদ্যেকোনবিংশতিশ্লোকৈঃ "অশোচ্যানন্বশোচঃ ত্বম্" ইতি এতস্য বিবরণং ক্রিয়তে। "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদ্যষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইত্যস্য, মোহদ্বয়স্য পৃথক্প্রযত্ননিরাকর্ত্তব্যত্বাৎ।১ তত্র স্থূলশরীরাৎ আত্মানং বিবেক্তুং

হইলেও তাহাদের মিথ্যাত্বের নিশ্চয় থাকে বলিয়া ঐ বস্তুর জন্য শোক হইতে পারে না। অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভাবিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেও পরে যখন যথার্থ রজ্জুর জ্ঞান হয়—তখন আর সর্পজনিত ভয় কম্পাদি থাকিতে পারে না।

প্রঃ। তত্ত্বজ্ঞানীরা যদি শোক না করেন, তবে বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুত্রনাশাদির জন্য শোক করিয়াছিলেন কেন?

উঃ। উহা বলবৎ প্রারব্ধের ফলভোগ মাত্র।

প্রঃ। যাহা বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ করিয়াছেন তাহা শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। সুতরাং অপর সকলেরও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ইষ্টজনবিয়োগজন্য শোক করা উচিত।

উঃ। না, ইহা শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; শিষ্টগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে অনুষ্ঠান করেন তাহাই শিষ্টাচার। শোক ত ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় না। উহা প্রারব্ধজনিত ভোগ মাত্র, সুতরাং উহা শিষ্টাচার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(অনুবাদ)—**ন ত্বেব** ইত্যাদি উনিশটী শ্লোকে **অশোচ্যানন্বশোচঃ** ("তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোক করিতেছ")—এই উক্তিরই বিবৃতি করা হইতেছে; আর, **স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য** ইত্যাদি আটটী শ্লোকে **প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে** অর্থাৎ "প্রাজ্ঞব্যক্তির ন্যায় কথা বলিতেছ"—এই উক্তি বিবৃত করা হইবে। যেহেতু পূর্ব্বে দ্বিবিধ মোহের কথা বলা হইয়াছে সেই দুইটিকে পৃথক্‌ভাবে প্রযত্নসহকারে নিরাস করা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুইটী কথা বলিলেন—তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোক করিতেছ এবং প্রাজ্ঞের মত কথা বলিতেছ। এই দুইটী উক্তিরই বিবৃতি পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইবে। প্রথমে উনিশটি শ্লোকে (১২—৩০ পর্য্যন্ত শ্লোকে) প্রথম উক্তির এবং পরের আটটী শ্লোকে (৩১—৩৮ পর্য্যন্ত শ্লোকে) দ্বিতীয় উক্তির বিবরণ বলা হইবে। কারণ, দুই প্রকার মোহকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ বাক্যদ্বয় কথিত হইয়াছে। আর সেই দুই প্রকার মোহ বিভিন্ন বলিয়া পৃথক্‌ভাবেই তাহাদের নিরাস করা উচিত।১ তন্মধ্যে স্থূলশরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিবার জন্য (আত্মার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে) প্রথমতঃ তাহার নিত্যতা প্রতিপাদন

নিত্যত্বং সাধয়তি—২ তুশব্দো দেহাদিভ্যো ব্যতিরেকং সূচয়তি।৩ যথা "অহম্" ইতঃ পূর্ব্বং "জাতু" কদাচিদপি "ন আসমিতি" নৈব, অপি তু আসমেব তথা "ত্বম্" অপি আসীঃ। "ইমে জনাধিপাঃ" চ আসন্ এব।৪ এতেন প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং দর্শিতম্।৫ তথা "সর্ব্বে বয়ম্" অহং ত্বম্ ইমে জনাধিপাশ্চ "অতঃ পরং ন ভবিষ্যামঃ" ইতি "ন", অপি তু ভবিষ্যামঃ "এব" ইতি ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বম্ উক্তম্।৬ অতঃ কালত্রয়েঽপি সত্তাযোগিত্বাৎ আত্মনো নিত্যত্বেন অনিত্যাৎ দেহাদ্ বৈলক্ষণ্যং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ॥৭—॥১২

করিতেছেন।২ **তু**-শব্দটীর দ্বারা দেহাদি হইতে আত্মার ব্যতিরেক (পার্থক্য) অর্থাৎ দেহাদি যে আত্মা নহে—ইহা সূচিত হইতেছে।৩ **অহং**—আমি যেমন ইহার পূর্ব্বে **জাতু**—কখনও যে **ন আসম্**—ছিলাম না যে, **ন**=তাহা নহে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেও অবশ্যই ছিলাম। সেইরূপ, **ত্বং**=তুমিও ছিলে এবং **ইমে জনাধিপাঃ**—এই নরনাথগণও ছিলেন।৪ ইহার দ্বারা আত্মার প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্ব প্রদর্শিত হইল।৫ [**তাৎপর্য্য**—উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যের যে অভাব অর্থাৎ অবিদ্যমানতা তাহাই প্রাগভাব। কার্য্যপদার্থ উৎপন্ন হইলেই সেই অভাবটীর নাশ হইয়া যায়। সুতরাং কার্য্যবস্তু (যেমন ঘট) প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে; যেহেতু কার্য্যের উৎপত্তির ক্ষণেই প্রাগভাবের নাশ হয়। যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ঘটের যে অভাব তাহাই ঘটের প্রাগভাব। আর যাহার অভাব হয় তাহাকেই 'প্রতিযোগী' এই শব্দে অভিহিত করা হয়। আর যাহা ভাব কার্য্য তাহা অনিত্যই হয়। আত্মা কিন্তু প্রাগভাবের প্রতিযোগী নহে অর্থাৎ আত্মা ছিলেন না এমন কোনও কাল নাই।] সেইরূপ **সর্ব্বে বয়ম্**—আমি, তুমি এবং এই রাজগণ প্রভৃতি আমরা সকলে **অতঃ পরম্**—ইহার পর যে **ন ভবিষ্যামঃ**—আর থাকিব না, **ন**—তাহা নহে অর্থাৎ আমরা সকলেই পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, পরেও সেইরূপ থাকিবই। ইহার দ্বারা আত্মার ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ আত্মার যে ধ্বংস নাই ইহাই বলা হইল। অর্থাৎ ভাবরূপ জন্য (উৎপত্তিশীল) বস্তুরই ধ্বংস হয়, এই কারণে যে ভাববস্তু (যেমন ঘট) জন্য, তাহা ধ্বংসের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। আত্মা কিন্তু ভাববস্তু হইলেও ধ্বংসের প্রতিযোগী নহে, সুতরাং তাহা অনিত্যও নহে।৬ অতএব তিনকালেই সত্তাসম্বন্ধী বলিয়া অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালেই আত্মার সত্তা বিদ্যমান বলিয়া আত্মা নিত্য; এবং সেই কারণে অনিত্য দেহ হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য সিদ্ধ হইল। অভিপ্রায় এই যে, স্থূলদেহাদি কালত্রয়ে বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু আত্মা কালত্রয়েই বিদ্যমান থাকে। এইহেতু দেহ আত্মা নহে, কিন্তু আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত।৭—॥১২

ভাবপ্রকাশ—প্রঃ। সর্ব্বজীবসাধারণ যে প্রথম মোহ তাহার নিবারণের উপায় কি?

উঃ। এই শ্লোক হইতে ৩০শ শ্লোক পর্য্যন্ত এই উপায়ের কথা বলা হইয়াছে।

প্রঃ। প্রকৃত আত্মার জ্ঞান কিরূপে হয়?

উঃ। প্রথমে আত্মা যে স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ তাহা বুঝিতে হয়। এই স্থূল শরীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, তিনকালেই থাকেন। আত্মার এই নিত্যত্বই তাহাকে অসত্য স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩

অন্বয়ঃ—যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা (কৌমারাদ্যবস্থাঃ তদ্দেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থানাশে অবস্থান্তরোৎপত্তৌ অপি স এব অহম্ ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ) তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি।—অর্থাৎ যেমন স্থূলদেহধারী জীবের এই দেহেই কৌমার, যৌবন, জরাদি অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ অন্যদেহলাভও হয়; ইহাতে ধীমান্‌গণ মুগ্ধ হন না।১৩

নন্থ দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টম্ আত্মেতি লোকায়তিকাঃ। তথা চ স্থূলোঽহং গৌরোঽহং গচ্ছামি চ ইত্যাদিপ্রত্যক্ষপ্রতীতীনাং প্রামাণ্যম্ অনপোহিতং ভবিষ্যতি। অতঃ কথং দেহাৎ আত্মনো ব্যতিরেকো, ব্যতিরেকেঽপি কথং বা জন্মবিনাশশূন্যত্বং, জাতো দেবদত্তো মৃতো দেবদত্ত ইতি প্রতীতেঃ দেহজন্মনাশাভ্যাং সহ আত্মনোঽপি জন্মবিনাশোপপত্তেঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—১ দেহাঃ সর্ব্বে ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানা জগন্মণ্ডলবর্ত্তিনোঽস্য সন্তীতি দেহী।২ একস্যৈব বিভুত্বেন সর্ব্বদেহযোগিত্বাৎ সর্ব্বত্র চেষ্টোপপত্তেঃ ন প্রতিদেহমাত্মভেদে প্রমাণমস্তীতি সূচয়িতুম্ একবচনম্।৩ সর্ব্বে বয়মিতি বহুবচনং তু

আচ্ছা, লৌকায়তিক (চার্ব্বাক) নামক দার্শনিকগণ ত বলেন—চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। আর এরূপ বলিলে "স্থূল আমি, গৌরবর্ণ আমি যাইতেছি"—এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতির প্রামাণ্য অনপোহিত (অক্ষুণ্ণ) থাকে, অর্থাৎ দেহসামানাধিকরণ্যে ঐ প্রকার যে প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার প্রামাণ্য অপলাপ করিতে হয় না। সুতরাং দেহ এবং আত্মার ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়? আর যদিই বা দেহ ও আত্মার ভেদ থাকে, তাহা হইলেও সেই আত্মা যে জন্মবিনাশহীন, তাহাই বা কিরূপে ঠিক হইতে পারে? কারণ, দেবদত্ত জন্মিয়াছে, দেবদত্ত মরিয়াছে—এইরূপ প্রতীতিবশতঃ দেহের জন্ম ও বিনাশের সহিত আত্মারও জন্ম এবং বিনাশই প্রতীত হইয়া থাকে; আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিবার আবশ্যকতা কি? সুতরাং আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নহে।—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া (তাহার উত্তরে) বলিতেছেন **দেহিনোঽস্মিন** ইত্যাদি।১ সমস্ত জগতের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সকল দেহই যাঁহার আছে, তিনি দেহী।২ একই আত্মার বিভুত্বপ্রযুক্ত (অপরিচ্ছিন্নপরিমাণত্বনিবন্ধন) সমস্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া অর্থাৎ আত্মা বিভু বলিয়া সকল দেহের সহিতই সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়ায় একটিমাত্র আত্মার দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল দেহেই যখন আহার-বিহারাদি শারীরিক চেষ্টার (দেহব্যাপারের) উপপত্তি হইতে পারে, তখন প্রত্যেক দেহে যে আত্মার ভেদ আছে অর্থাৎ প্রত্যেক দেহেই যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই—এইরূপ অর্থ সূচিত করিবার জন্য **দেহিনঃ** এই পদটী একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে।৩ [**তাৎপর্য্য**—যে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, সেই

পূর্ব্বত্র দেহভেদানুবৃত্ত্যা, ন তু আত্মভেদাভিপ্রায়েণেতি ন দোষঃ ।৪ তস্য "দেহিন" একস্যৈব সতঃ "অস্মিন্" বর্ত্তমানে "দেহে যথা কৌমারং যৌবনং জরা" ইত্যবস্থাত্রয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং ভবতি, ন তু তদ্‌ভেদেন আত্মভেদঃ, য এবাহং বাল্যে পিতরৌ অন্বভূবং স এবাহং বার্ধক্যে প্রণপ্তৄন্ অনুভবামীতি দৃঢ়তরপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, অন্যনিষ্ঠসংস্কারস্য চান্যত্র অনুসন্ধানাজন-

দেহে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সুখদুঃখাদির অনুভবের উপপত্তির নিমিত্ত দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আবশ্যক। আত্মা বিভু বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমস্ত দেহেই আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং সেই সম্বন্ধ সর্ব্বত্র তুল্যপ্রকার বলিয়া সমস্ত দেহেই সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হইবে। আর ইহাতে একের সুখদুঃখে অন্যের সুখদুঃখের আপত্তিও নাই। কারণ, সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মা অধ্যাস-বশে অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিত বলিয়া আত্মাতে সুখদুঃখাদি প্রতীত হইলেও দেহভেদে অন্তঃকরণ নানা বলিয়া অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া একের সুখে অন্যে সুখী হইতে পারে না। কারণ যদ্দেহাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণে সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা তদ্দেহাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণেই নিবদ্ধ থাকে বলিয়া দেহান্তরে তাহার সংক্রমণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রতি দেহে আত্মার ভেদ স্বীকারে কোন প্রমাণ নাই। অতএব আত্মা একটীই আছে। এইরূপে আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই অর্থাৎ আত্মা যে মাত্র একটীই তাহা বুঝাইবার জন্যই **দেহিনঃ** এস্থলে একবচন দেওয়া হইয়াছে।] আর পূর্ব্বে **সর্ব্বে বয়ম্** ("আমরা সকলে" এই স্থলে যে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা দেহসমূহের ভেদ অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্মভেদ বিবক্ষায় বলা হয় নাই, সুতরাং কোন দোষ (বিরোধ) হইল না। অর্থাৎ **দেহী** এই পদটীতে আত্মার একত্বানুসারে একবচন এবং **সর্ব্বে বয়ম্** এস্থলে দেহের বহুত্ব অনুসারে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব প্রথমে আত্মার একত্ব বলিয়া পরক্ষণেই আবার বহুত্ব বলায় পূর্ব্বাপর বিরোধ হইল না। সুতরাং **সর্ব্বে বয়ম্** ইহার দ্বারা আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না।৪ সেই দেহী এক এবং সৎ হইলেও এই বর্ত্তমান দেহে অর্থাৎ দেহাভিন্ন আত্মায় যেমন কৌমার. যৌবন এবং জরা এই তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদের ভেদবশতঃ আত্মার ভেদ হয় না; ইহার কারণ এই যে, 'যে আমি বাল্যাবস্থায় পিতামাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই বৃদ্ধাবস্থায় পৌত্রগণকে অনুভব করিতেছি' আত্মাব একত্ব ও অভিন্নতাবোধক এই প্রকার দৃঢ়তর প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে; আর অন্যনিষ্ঠ (অন্য আধারে স্থিত) সংস্কার অন্যত্র (অপর এক আধারে) প্রত্যভিজ্ঞা (স্মরণসহকৃত প্রত্যক্ষ) জন্মাইতে পারে না [**তাৎপর্য্য**—পরস্পর বিরুদ্ধ একাধিক ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইলেই আশ্রয়ের (ধর্ম্মীর) ভেদক হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম। অর্থাৎ সেই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেই দ্রব্য এক ও অভিন্ন হইতে পারে না—কিন্তু বিভিন্ন হইয়া যায়, ইহাই নিয়ম। আর ঐ যে বাল্য যৌবনাদি ধর্ম্ম, ঐগুলি কদাপি কুত্রাপি একই শরীরে যুগপৎ থাকিতে দেখা যায় না। আর যে সকল ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ সেইগুলিরই সহাবস্থান অর্থাৎ একই ধর্ম্মীতে যুগপৎ অবস্থিতি হয় না ইহাই ভূয়োদর্শনসিদ্ধ নিয়ম। সুতরাং বাল্যযৌবনাদি ধর্ম্মগুলি যখন কখন কোথায়ও একই শরীরে

কত্বাৎ।৫ তথা তেনৈব প্রকারেণ অবিকৃতস্যৈব সত আত্মনো দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ এতস্মাৎ দেহাৎ অত্যন্তবিলক্ষণদেহপ্রাপ্তিঃ, স্বপ্নে যোগৈশ্বর্য্যে চ তদ্দেহভেদানুসন্ধানেঽপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।৬ তথা চ যদি দেহ এব আত্মা ভবেৎ তদা কৌমারাদিভেদেন দেহে

যুগপৎ অবস্থিত হইতে দৃষ্ট হয় না তখন ঐগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ। আর ঐগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়াই দেহমধ্যে উহাদের অবস্থিতি দেহের ভেদই প্রতিপাদন করিয়া দেয়। সুতরাং (সহানবস্থানরূপ বিরোধযুক্ত) উক্ত যৌবনাদি ধর্ম্ম, শরীরে বাস্তব (স্বাভাবিক) বলিয়া উহারা শরীরের ভেদক হইয়া থাকে। এইজন্যই বাল্যশরীর ও যৌবনশরীরকে কেহ এক বলেন না। আত্মায় উক্ত ধর্ম্ম ঔপাধিক (স্বাভাবিক নহে কিন্তু আগন্তুক) বলিয়া উহা আত্মার ভেদক হইতে পারে না। কারণ, ঔপাধিক ধর্ম্মের দ্বারা আশ্রয়ের ভেদ সিদ্ধ হয় না। যৌবনাদি দেহের বাস্তব ধর্ম্ম হইলেও আত্মা যখন দেহের সহিত অভেদে গৃহীত হয়, তখনই উহা আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়, এইজন্য উহা আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ঔপাধিক ধর্ম্ম। যৌবনাদি আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম হইলে আত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য হইত। কিন্তু তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি হয় না। কারণ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কারসহকৃত ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে— উহা প্রত্যক্ষবিশেষ। ঐক্যই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়; যেমন সেই এই ঘট। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞাতে **যোঽহং সোঽহং** রূপে আত্মার একত্বই প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু যৌবনাদিকে আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম বলিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে আত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া সর্ব্বানুভবসিদ্ধ এই প্রত্যভিজ্ঞার কোন উপপত্তি (যৌক্তিকতা) হয় না। ইহাতে আরও দোষ এই যে, যে আত্মায় অনুভবজন্য সংস্কার রহিয়াছে, সেই আত্মাতেই প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হইবে। যেহেতু কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ যেখানে কারণ থাকে ঠিক সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকিবে—অন্যত্র নহে, ইহাই নিয়ম। সুতরাং, অনুভব জন্য সংস্কার প্রত্যভিজ্ঞার সহকারী কারণ বলিয়া যেখানে ঐ সংস্কার থাকিবে, সেইখানেই প্রত্যভিজ্ঞা হইবে —ইহাই নিয়ম। এইজন্য একত্রস্থিত সংস্কার অন্যত্র জ্ঞানের জনক হয় না। যৌবনাদি ধর্ম্মভেদে আত্মার বাস্তবভেদ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাই উৎপন্ন হইবে না। কারণ, বাল্যকালীন আত্মার অনুভবজন্য সংস্কার বাল্যাবস্থাযুক্ত আত্মায় থাকিলেও উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার অধিকরণ (আশ্রয়) যে বার্দ্ধক্যাবস্থাযুক্ত আত্মা তাহাতে সেই সংস্কার নাই। কারণ বাল্যাবস্থার আত্মা এবং বার্দ্ধক্যাবস্থার আত্মা পূর্ব্বপক্ষীর মতে ভিন্নই হইতেছে। অথচ ঐ প্রকার অনুভব সর্ব্বজনসিদ্ধ। একারণে ঐ অদুষ্ট এবং অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞার উপপত্তি করিতে হইলে আত্মাকে অভিন্নই বলিতে হয়। সুতরাং যৌবনাদিভেদে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত শরীরাতিরিক্ত এক আত্মারই সিদ্ধি হইয়া থাকে।৫] অবিকৃত আত্মার যে দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ এই দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অন্যদেহপ্রাপ্তি, তাহাও ঠিক্ সেইরূপ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিলক্ষণ দেহান্তর পরিগ্রহ করিলেও বাল্য এবং বার্দ্ধক্যাবস্থায় যেরূপ আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তিতেও আত্মার ভেদ হয় না। যেহেতু স্বপ্নকালে অথবা যোগজশক্তিপ্রভাবে যখন মনুষ্য অন্য দেহে—ব্যাঘ্রাদি দেহে অভিমান করে, অর্থাৎ লোকে যখন স্বপ্নে দেখে যে সে ব্যাঘ্র হইয়াছে আবার জাগরিত হইয়া যথাপূর্ব্ব মনুষ্যভাবাপন্নই হয় তখন

ভিদ্যমানে প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ।৭ অথ তু কৌমারাদ্যবস্থানাম্ অত্যন্তবৈলক্ষণ্যেঽপি অবস্থাবতো দেহস্য যাবৎপ্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতিরিতি ন্যায়েন ঐক্যং ব্রূয়াৎ, তদাঽপি স্বপ্নযোগৈশ্বর্য্যয়োঃ দেহধর্ম্মিভেদে প্রতিসন্ধানং ন স্যাদিতি উভয়োদাহরণম্।৮ অতো

তাহার নিকট পূর্ব্ব ব্যাঘ্রদেহ এবং নবপরিগৃহীত দেহের ভেদ স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইলেও **স এবাহং** (সেই আমি অর্থাৎ যে আমি ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছিলাম, সেই আমি মনুষ্য) এইরূপে আত্মার একত্ববিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।৬ সুতরাং দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে কৌমারাদি অবস্থাভেদে দেহের ভেদ হইলে (দেহের অভিন্নতাবোধক) প্রত্যভিজ্ঞা হইত না, অর্থাৎ দেহই যখন আত্মা, তখন বাল্য-বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাভেদে দেহ ভিন্ন বলিয়া আত্মারও বিভিন্নতাবোধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় না। এই কারণে দেহ আত্মা নহে।৭ আর যদি বল, কৌমারাদি অবস্থাসমূহের অত্যন্তভেদ থাকিলেও **যাবৎপ্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতিঃ** অর্থাৎ যতক্ষণ কোন বস্তুবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হয়, ততক্ষণ তাহার ঐক্য থাকে—অর্থাৎ সেই বস্তুটি অভিন্নই থাকে—এই ন্যায় (নিয়ম) অনুসারে, যৌবনাদি যাহার অবস্থা অর্থাৎ ধর্ম্ম সেই অবস্থাবৎ দেহের ঐক্য (অভিন্নতা) সিদ্ধ হয়—তাহা হইলেও অর্থাৎ জাগ্রৎদশায় দেহ অভিন্ন বলিয়া উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা উপপন্ন হইলেও স্বপ্নদশায় এবং যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে দেহরূপ ধর্ম্মীর ভেদ বিদ্যমান থাকায় (অভেদবিষয়ক) প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিত না। এইজন্য স্বপ্ন ও যোগৈশ্বর্য্যাদিভেদে দুই প্রকার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।৮ [**তাৎপর্য্য**—দেহাত্মবাদী আশঙ্কা করিয়াছেন, বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে শরীরের অবস্থার অত্যন্ত ভেদ হইলেও শরীরের ভেদ হয় না। এইজন্য যাহাকে বালক দেখিয়াছিলাম যৌবনে তাহাকে দেখিলে 'এই সেই ব্যক্তি' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, (চিনিতে পারা যায়)। এই প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, বাল্য ও যৌবনে শরীরের পরিমাণের ভেদ হইলেও শরীরের ভেদ হয় হয় নাই। তাহা হইলে 'যে আমি বাল্যে পিতামাতাকে দেখিতাম, সেই আমিই এখন বার্দ্ধক্যে প্রপৌত্রগণকে দেখিতেছি' এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার কোন অনুপপত্তি নাই। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, **যাবৎপ্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতিঃ** এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যভিজ্ঞামাত্রের দ্বারাই যে ঐক্যসিদ্ধি হয়, তাহা নহে। কিন্তু যে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় বাধিত নহে, তাদৃশ অবাধিত-বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারাই ঐক্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেহের পরিমাণভেদটী দ্রব্যভেদের কারণ বলিয়া উক্ত পরিমাণভেদের দ্বারা দেহের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং দেহরূপ আত্মার অভেদবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞাটী বাধিতবিষয়ক বলিয়া তদ্দ্বারা দেহের ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে না। **তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ** ইতি ন্যায়ে অবস্থাভেদে দেহের ভেদ স্বীকার না করিলেও স্বপ্নে বা যোগশক্তি-প্রভাবে যে ব্যাঘ্রাদিদেহ ধারণ করা হয়, জাগ্রৎদশায় সেই ব্যাঘ্রদেহ এবং নিজদেহের ভেদ প্রতীত হইলেও আত্মার অভেদ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে অর্থাৎ 'যে আমি স্বপ্নে ব্যাঘ্র হইয়াছিলাম সেই এখন মনুষ্যই রহিয়াছি' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। যদি বলা হয় স্বপ্নে পদার্থের অর্থ-ক্রিয়াকারিতা নাই বলিয়া তজ্জনক প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ নহে, তাহা হইলে বলিব, যোগী পুরুষ যোগজ-

মরুমরীচিকাদৌ উদকাদিবুদ্ধেরিব স্থূলোঽহমিত্যাদিবুদ্ধেরপি ভ্রমত্বম্ অবশ্যমভ্যুপেয়ম্, বাধস্য উভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ। এতৎ চ "ন জায়ত" ইত্যাদৌ প্রপঞ্চয়িষ্যতে।৯ এতেন দেহাত্ম(দ্ব্য)তিরিক্তো দেহেন সহোৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ ইতি পক্ষোঽপি প্রত্যুক্তঃ। তত্র অবস্থাভেদে প্রত্যভিজ্ঞোপপত্তাবপি ধর্ম্মিণো দেহস্য ভেদে প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তেঃ।১০ অথবা যথা কৌমারাদ্যবস্থাপ্রাপ্তিঃ অবিকৃতস্য আত্মন একস্যৈব তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ এতস্মাদ্ দেহাদ্ উৎক্রান্তৌ। তত্র স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাভাবেঽপি জাতমাত্রস্য হর্ষশোকভয়াদিসংপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বসংস্কারজন্যায়া দর্শনাৎ। অন্যথা স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিঃ ন স্যাৎ, তস্যা ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞানজন্যত্বস্য অদৃষ্টমাত্রজন্যত্বস্য চ অভ্যুপগমাৎ। ১১ তথা চ পূর্ব্বাপরদেহয়োঃ আত্মৈক্যসিদ্ধিঃ, অন্যথা কৃতনাশাকৃতা-

শক্তির প্রভাবে যে ব্যাঘ্রাদি দেহ ধারণ করেন, তাহা স্বাপ্ন প্রতীতির ন্যায় মিথ্যা বা অর্থক্রিয়াকারিতাহীন নহে। আবার তিনি স্বশক্তি বলে যথাপূর্ব্ব মনুষ্যই হন। কিন্তু তাঁহারও—'যে আমি পূর্ব্বে ব্যাঘ্র হইয়াছিলাম সেই আমি এক্ষণে মনুষ্যই আছি' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। এই যে অবাধিত অদুষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা—আত্মা দেহাতিরিক্ত না হইলে ইহা সম্ভব হইত না।] অতএব মরুভূমির মরীচিকায় জলপ্রতীতি যেমন ভ্রম, সেইরূপ "আমি স্থূল" ইত্যাদি জ্ঞানকেও ভ্রম বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, উভয়স্থলেই যে বাধ হয়, তাহা তুল্য অর্থাৎ মরুস্থলে প্রতীয়মান জল যেমন বাধিত হয়, সেইরূপ "আমি স্থূল" ইত্যাদি প্রকার অনুভবও বাধিত হইয়া থাকে। অগ্রে **ন জায়তে ম্রিয়তে** ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।৯ ইহার দ্বারা "আত্মা দেহব্যতিরিক্ত হইলেও দেহের সহিত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়" এইরূপ মতও নিরাকৃত হইল। কারণ, তাদৃশ স্থলে (জাগ্রৎদশায়) বাল্যাদি অবস্থাভেদ হইলেও অবস্থাবৎ দেহের ভেদ হয় না; সুতরাং দেহের সহিত উৎপন্ন আত্মা এক বলিয়া আত্মার অভেদবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা উপপন্ন হইতে পারে বটে কিন্তু ধর্ম্মী দেহের ভেদে উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ স্বপ্নাদি অবস্থায় "আমি ব্যাঘ্র" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, অথচ জাগ্রৎদশায় 'আমি ব্যাঘ্র নহি' এইরূপে মনুষ্যদেহের সহিত ব্যাঘ্রদেহের ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, অথচ তোমাদের মতে এই দেহদ্বয়ে আত্মা এক নহে; কারণ, আত্মা দেহের সহিত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় বলিয়া মনুষ্যদেহবর্ত্তী আত্মা ব্যাঘ্রদেহে থাকিতে পারে না। এইরূপে দেহদ্বয়ে আত্মা ভিন্ন হইলে জাগ্রৎকালে "যে আমি ব্যাঘ্র হইয়াছিলাম, সেই আমি মনুষ্য" এইরূপ আত্মার অভিন্নতা-প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না।১০ অথবা কৌমারাদি অবস্থাপ্রাপ্তি যেমন একই অবিকৃত আত্মার হইয়া থাকে, দেহান্তরপ্রাপ্তিও অর্থাৎ এই দেহের বিয়োগে অন্যদেহগ্রহণও ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ সেই একই আত্মার দেহান্তর গ্রহণ হইয়া থাকে। সেস্থলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর অন্যদেহ গ্রহণে—"আমি সেই" এইরূপ অভিন্নতার প্রত্যভিজ্ঞা না থাকিলেও জাতমাত্র শিশুর পূর্ব্বসংস্কার-প্রসূত হর্ষ, শোক এবং ভয় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্বীকার না করিলে অর্থাৎ একই

ভ্যাগমপ্রসঙ্গাদিতি অন্যত্র বিস্তরঃ।১২ (কৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ভোগম্ অন্তরেণ নাশঃ কৃতনাশঃ। অকৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ অকস্মাৎ ফলদাতৃত্বম্ অকৃতাভ্যাগমঃ।) ১৩ অথবা দেহিন একস্যৈব তব যথা ক্রমেণ দেহাবস্থোৎপত্তিবিনাশয়োঃ ন ভেদো নিত্যত্বাৎ, তথা যুগপৎ সর্ব্বদেহান্তরপ্রাপ্তিরপি তব একস্যৈব, বিভুত্বাৎ,

আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি স্বীকার না করিলে (জাতমাত্র শিশুর) স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। কেননা সেই প্রবৃত্তি ইষ্টসাধনতাদি জ্ঞান হইতে অথবা কেবলমাত্র অদৃষ্ট হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই স্বীকার করা হয়।১১ [**তাৎপর্য্য**—জীব ইষ্টসাধনতা বুদ্ধিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; ইহা আমার ইষ্ট বস্তুর সাধন—ইহার দ্বারা আমার অভিলষিত বস্তু সম্পাদিত হইবে, এইরূপ বুঝিয়া সে সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্য ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু নবজাত শিশু, যাহার ইষ্টানিষ্ট কোনরূপ বোধই উৎপন্ন হয় নাই, সে যে স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার হেতু কি? এইরূপ দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি কারণ; এই বস্তু আমার অনিষ্ট সম্পাদক; সুতরাং উহা আমার দ্বেষের বিষয়ীভূত, অতএব উহা পরিত্যাজ্য—এইরূপে দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানপ্রযুক্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু নবজাত শিশু যে রোদন করে, তাহার হেতু কি? কেননা সেই অচিরজাত শিশুর তৎকালে দ্বিষ্টসাধনতাবিষয়ক কোন প্রকার বোধই জন্মায় নাই। এইজন্য বলিতে হইবে যে, ইহজন্মে ইষ্টসাধনতা বা দ্বিষ্টসাধনতা জ্ঞান না হইলেও জন্মান্তরীয় স্মৃতিবশে এই প্রকার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি দেহের সহিত আত্মা উৎপন্ন হয়, তবে সেই স্মৃতি সম্ভব নহে বলিয়া দেহাতিরিক্ত এক আত্মা স্বীকার করিতে হয়। অথবা যাঁহারা একমাত্র অদৃষ্টকেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ বলিতে চাহেন, তাঁহাদের মতেও ঐ অদৃষ্ট আত্মারই ধর্ম্ম। এই কারণে স্বীকার করিতে হয় যে পূর্ব্বজন্মীয় দেহে এবং বর্ত্তমান দেহে একই আত্মা বিদ্যমান। কেননা ভিন্নআত্মনিষ্ঠ সংস্কার বা অদৃষ্ট ভিন্ন আত্মার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জনক হয় না। যেহেতু তাহাতে কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকে না।] সুতরাং পূর্ব্বদেহ এবং পরদেহ উভয়স্থলেই যে আত্মা এক, তাহা সিদ্ধ হইল। কারণ তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের দেহ এবং পরজন্মের দেহে আত্মা এক না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম নামক দোষের প্রসঙ্গ হয়। অন্যস্থলে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।১২ (কৃতনাশ এবং অকৃতাভ্যাগম কিরূপে হয়, তাহাই দেখাইতেছেন—পূর্ব্বজন্মে ও পরজন্মে আত্মা পৃথক্ হইলে পূর্ব্বজন্মে কৃত পুণ্য এবং পাপের ভোগ বিনাই ক্ষয় হয় বলিতে হয়, ইহাই কৃতনাশ; আর অকৃত পুণ্য বা পাপের অর্থাৎ যে পাপ বা পুণ্য উপার্জ্জিত হয় নাই, এরূপ পুণ্য বা পাপের যে অকস্মাৎ ফলদাতৃত্ব তাহাকে অকৃতাভ্যাগম বলে অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই পাপপুণ্যজনিত সুখদুঃখাত্মক ফলভোগ হইয়া থাকে, অথচ তখন পাপ বা পুণ্য কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, যেহেতু তাহার পূর্ব্বে আর আত্মা ছিল না। এইরূপে অকৃত পাপপুণ্যের ফলদাতৃত্ব স্বীকারের অর্থাৎ অকস্মাৎ ফলোৎপত্তির নাম অকৃতাভ্যাগম।)১৩ অথবা শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—তুমি দেহিস্বরূপ এবং এক, কিন্তু তোমার দেহের অবস্থার যথাক্রমে উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলেও যেমন তোমার কোন ভেদ হয় না, অর্থাৎ তুমি পৃথক্ লোক হইয়া যাও না, কারণ, দেহী নিত্য, সেইরূপেই একই তোমার যুগপৎ অপরাপর সকল দেহের

মধ্যমপরিমাণত্বে সাবয়বত্বেন নিত্যত্বাযোগাৎ, অণুত্বে সকলদেহব্যাপিসুখাদ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গাৎ।১৪ বিভুত্বে নিশ্চিতে সর্ব্বত্র দৃষ্টকার্য্যত্বাৎ সর্ব্বশরীরেষ্বেক এব আত্মা ত্বমিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ।১৫ তত্রৈবং সতি বধ্যঘাতকভেদকল্পনয়া ত্বম্ অধীরত্বাৎ মুহ্যসি ধীরস্তু বিদ্বান্ ন মুহ্যতি, অহমেষাং হন্তা এতে মম বধ্যা ইতি ভেদদর্শনাভাবাৎ। তথা চ বিবাদগোচরাপন্নাঃ সর্ব্বে দেহা একভোক্তৃকা দেহত্বাৎ ত্বদ্দেহবদিতি।১৬

প্রাপ্তিও হইবে; কারণ, তুমি অর্থাৎ দেহী আত্মা বিভু। (আত্মা যে বিভু নহে তাহা বলিতে পার না,) কারণ, আত্মা যদি মধ্যমপরিমাণ হয়, তাহা হইলে তাহা সাবয়ব অর্থাৎ অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া নিত্য হইতে পারে না। আর যদি অণুপরিমাণ হয়, তাহা হইলে সমগ্রদেহব্যাপী সুখের অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ অণুপরিমাণ আত্মা মধ্যমপরিমাণ দেহের সর্ব্বত্র যে সুখদুঃখাদি জন্মে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।১৪ সুতরাং আত্মার বিভুত্ব নিরূপিত হইলে আত্মার কার্য্য সুখদুঃখাদি অনুভব সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকল শরীরে দৃষ্ট হয় বলিয়া আত্মা বিভু; আত্মা সমস্ত শরীরেই যে এক অর্থাৎ অভিন্ন, তাহাই সিদ্ধ হয়; আর সেই আত্মাই তুমি ইহাই অবধারিত অর্থ।১৫ [তাৎপর্য্য—এস্থলে আত্মার বিভুত্ব প্রতিপাদন করিয়া একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। আত্মাকে বিভু (পরমমহৎপরিমাণ) না বলিলে অণুপরিমাণ বা মধ্যমপরিমাণ বলিতে হয়। কিন্তু আত্মা যদি অণুপরিমাণ হইত, তাহা হইলে সর্ব্ব-শরীরব্যাপী সুখদুঃখের যুগপৎ উপলব্ধি হইত না। যেহেতু অণু পদার্থ যুগপৎ শরীরের সর্ব্বাংশের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারে না। অথচ সকল অবয়বের সহিত সম্বন্ধ না হইলে 'আমার মাথায় বড় যন্ত্রনা, কিন্তু পায়ে যন্ত্রণা নাই'—এইরূপ যুগপৎ সুখদুঃখের অনুভব হইত না। এই কারণে, আত্মাকে অণুপরিমাণ বলা চলে না। আত্মা মধ্যমপরিমাণও হইতে পারে না, যেহেতু মধ্যমপরিমাণ বস্তু মাত্রই সাবয়ব (অবয়বের দ্বারা আরব্ধ) হইয়া থাকে। আর সাবয়ব পদার্থমাত্রই ঘটপটাদির ন্যায় বিনাশী। সুতরাং মধ্যমপরিমাণ হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়ে। এই কারণে আত্মাকে মধ্যমপরিমাণও বলা যায় না। কিন্তু আত্মাকে বিভু বলিলে উক্ত দোষের কোনটীই থাকে না—এইরূপে আত্মার বিভুত্ব অবধারিত হইলে একত্বও নিশ্চিত হইয়া থাকে। কারণ, আত্মার যখন সমস্ত শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছে, তখন অব-চ্ছেদকভেদে একই আত্মার বিভিন্নরূপ সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আত্মার বহুত্ব স্বীকার করা উচিত নহে]১৫ এইরূপে তুমি এক এবং বিভু হইয়াও বধ্য এবং ঘাতকের ভেদ কল্পনা করিয়া যে বিকলচিত্ত হইতেছ—অধীরতাই তাহার হেতু। কিন্তু যিনি ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী, তিনি মুগ্ধ হন না; কারণ, তাঁহার মধ্যে 'আমি ইহাদের ঘাতক' এবং 'ইহারা আমার বধ্য' এই প্রকার ভেদ জ্ঞান নাই। এইরূপে তোমার বিভিন্ন দেহে ভোক্তা আত্মা এক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায় (তোমার দৃষ্টান্তে) সকল দেহেই এক আত্মা অনুমিত হইবে। সেই অনুমান যথা,—

বিবাদাস্পদীভূত (বিবাদগ্রস্ত) সমস্ত দেহই একভোক্তৃক (সমস্ত দেহেরই ভোক্তা এক) ... প্রতিজ্ঞা।
যেহেতু সেই সবগুলিই দেহ। ... ... হেতু।
যেমন তোমার (বিভিন্ন) দেহ। ... ... উদাহরণ। ১৬

শ্রুতিরপি—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি।১৭ এতেন যদ্ আহুঃ—দেহমাত্রমাত্মেতি চার্ব্বাকাঃ, ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণশ্চেতি তদেকদেশিনঃ, ক্ষণিকং বিজ্ঞানমিতি সৌগতাঃ, দেহাতিরিক্তঃ স্থিরো দেহপরিমাণ ইতি দিগম্বরাঃ, মধ্যমপরিমাণস্য নিত্যত্বানুপপত্তেঃ নিত্যোঽণুরিত্যেকদেশিনঃ, তৎ সর্ব্বম্ অপাকৃতং ভবতি নিত্যত্ববিভুত্বস্থাপনাৎ॥১৮—॥১৩

এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যও আছে, যথা—**একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা** অর্থাৎ এক দেব (দ্যুতিশীল চিন্ময় পদার্থ) সমস্ত প্রাণীর মধ্যে গূঢ় অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা" ইত্যাদি।১৭ আর এই যে চার্ব্বাকগণ বলেন দেহই আত্মা; একদেশী চার্ব্বাকগণ (আংশিকভাবে তাঁহাদেরই মতাবলম্বিগণ) বলেন যে, ইন্দ্রিয় অথবা মন অথবা প্রাণই আত্মা; বৌদ্ধগণ বলেন যে, ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা; দিগম্বর জৈনগণ বলেন যে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, স্থির, এবং দেহের অনুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট; এবং একদেশী বেদান্তিগণ (আংশিকভাবে বেদান্তমতাবলম্বিগণ) বলেন যে, আত্মা মধ্যম পরিমাণ হইলে নিত্য হইতে পারে না বলিয়া তাহা অণুপরিমাণ;—তাঁহাদের এই সমস্ত মতও ইহার দ্বারা অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্ব স্থাপনের দ্বারা নিরাকৃত হইল।১৮—॥১৩

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। আত্মা কি করিয়া দেহ হইতে পৃথক্ হইল? আমি স্থূল, আমি গৌর ইত্যাদি অনুভব দ্বারা ত দেহ হইতে আত্মার পৃথকৃত্ব সিদ্ধ হয় না। আর যদিই বা পৃথক্ হয় তাহা হইলেও আত্মা যে নিত্য, আত্মার যে জন্ম ও বিনাশ নাই, তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল? দেহের উৎপত্তি এবং বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ত আত্মারও উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়।

উঃ। তাহা কেমন করিয়া হইবে? দেহের নাশে ত দেহী যে আত্মা তাহার নাশ হয় না।

প্রঃ। ইহা কোথায় দেখিলে?

উঃ। এই দেখ বাল্যে যে দেহ থাকে, যৌবনে সেই দেহের নাশ হয়। আবার যৌবনে যে দেহ থাকে, বার্দ্ধক্যে সেই দেহ থাকে না; কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন দেহে ত একই আত্মা বা দেহী অবস্থান করেন।

প্রঃ। দেহই যদি ভিন্ন হইল তবে বালক, যুবক ও বৃদ্ধকেই বা এক বলা যায় কিরূপে?

উঃ। বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার বাল্য ও যৌবন স্মরণ করিয়া তিনিই যে বাল্যকালের ও যৌবনকালের ঐ সমস্ত কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন এইরূপ তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। "যে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া প্রপৌত্রকে দেখিতেছি, সেই আমি বাল্যকালে আমার পিতামাতাকে দেখিয়াছিলাম" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় অর্থাৎ আমি যে একই এবং এই এক আমিই যে বাল্য ও যৌবনে ছিলাম এবং বার্দ্ধক্যে আছি তাহা অনুভব হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে দেহ ভিন্ন হইলেও একই আত্মা থাকিতে পারেন।

প্রঃ। এক দেহের যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাতে আত্মা এক, ইহা না হয় মানিলাম, কিন্তু ভিন্ন দেহেও যে আত্মা এক তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

উঃ। এই দেখ স্বপ্নে এবং যোগৈশ্বর্য্যে একেবারে ভিন্ন দেহতেও, এমন কি ব্যাঘ্রশরীর ধারণ করিয়াও, একই আত্মা মনুষ্যদেহে ও ব্যাঘ্রদেহে অভিমান করিতে পারেন; ইহা হইতে ত স্পষ্টই বুঝা গেল যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রঃ। প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা স্বীকার করিলে কি দোষ হয়?

উঃ। তাহা হইলে এই যে **একই আমি** এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা তাহা হইতে পারে না। বাল্যকালের আত্মা ও বার্দ্ধক্যের আত্মা ভিন্ন হইলে একের ঘটনা অপরের স্মরণ হইবে কেন? তাহা হইলে ত দূরস্থিত অন্য একজন ব্যক্তি কল্য কি করিয়াছেন তাহা আজ আমার স্মরণ হইতে বাধা থাকে না। যে অনুভব করে, সেই স্মরণ করে; একের অনুভব অপরের স্মরণ হইতে পারে না।

প্রঃ। আচ্ছা, বাল্যকালের আমি এবং বার্দ্ধক্যের আমি যে এক, তাহা না হয় প্রত্যভিজ্ঞা বলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এই জন্মের আমি যে পূর্ব্বে কোনও দেহে বিদ্যমান ছিলাম—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা ত নাই। পূর্ব্বজন্মের দেহের আত্মা এবং এই দেহের আত্মা এক হইলে প্রত্যভিজ্ঞা নাই কেন?

উঃ। প্রত্যভিজ্ঞা না থাকিলেও সংস্কার দেখিয়া পূর্ব্বজন্মে অন্য দেহে আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই যে নবজাত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি—ইহা কেমন করিয়া আসিল? এ জন্মে সদ্যোজাত শিশুর কোনও অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। কেমন করিয়া সে বুঝিবে যে স্তন্যপান করিলে তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে? ইহা হইতে বুঝা যায় পূর্ব্বজন্মে অন্য দেহে আত্মা এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রঃ। কেবল এই সংস্কারই কি আত্মার অন্য দেহে অস্তিত্বের প্রমাণ?

উঃ। না, আত্মার অন্য দেহ স্বীকার না করিলে অনেক দোষ হয়। এজন্মে আত্মা যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে—ইহা যদি পূর্ব্বজন্মে এই আত্মারই কৃতকর্ম্মের ফল না হয়, তাহা হইলে কাহার কর্ম্মের জন্য এই আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবে? একজন কর্ম্ম করিল, অপর একজন ঐ কর্ম্মের ফলভোগ করিল ইহা হইলে অব্যবস্থা হয়—তাহা হইতে পারে না; তাই আত্মার অন্য দেহ স্বীকার করিতে হয়।

প্রঃ। এই আত্মা এক না বহু?

উঃ। এই আত্মা এক; কারণ, তিনি বিভু।

প্রঃ। তাহার বিভুত্বে প্রমাণ কি?

উঃ। তিনি মধ্যম পরিমাণ হইতে পারেন না—কারণ, মধ্যমপরিমাণ হইলে অবয়বযুক্ত হইতে হয়, এবং সাবয়ব বস্তু মাত্রই বিনাশশীল। তাহা হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়েন। আত্মা অণুপরিমাণও হইতে পারেন না; কারণ, আত্মা চেতন। দেহের সর্ব্বত্র একই সময়ে চেতনত্বের উপলব্ধি হয়। আত্মা অণুপরিমাণ হইলে যুগপৎ দেহের সমস্ত অবয়বে চেতনত্ব থাকিতে পারে না। তাই আত্মা যখন মধ্যমপরিমাণও হইতে পারেন না, অণু পরিমাণও নহেন—তখন তিনি বিভু। আর বিভু হইলেই তিনি এক, কারণ এক বিভু আত্মার দ্বারাই যখন ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণরূপ অবচ্ছেদকভেদে সকল শরীরব্যাপী কার্য্য বা চেষ্টার উপপত্তি হয়—তখন বহু আত্মা স্বীকার করা অনর্থক।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত! ॥১৪

অন্বয়ঃ—হে কৌন্তেয়। মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ আগমাপায়িনঃ অনিত্যাঃ। হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব। অর্থাৎ হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ শীত ও উষ্ণদ্বারা সুখ ও দুঃখাদি প্রদান করে, তাহারা উৎপত্তি-বিনাশশীল অন্তঃকরণের ধর্ম্ম এবং অনিয়তস্বরূপ; অতএব হে ভারত! তাহাদিগকে উপেক্ষা কর। ১৪

নন্থ আত্মনো নিত্যত্বে বিভুত্বে চ ন বিবদামঃ প্রতিদেহসমত্বং তু ন সহামহে। তথাহি—বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মভাবনাখ্যনববিশেষগুণবন্তঃ প্রতিদেহং ভিন্না, এবং নিত্যা বিভবশ্চ আত্মান ইতি বৈশেষিকা মন্যন্তে। ইমমেব চ পক্ষং তার্কিকমীমাংসকাদয়োঽপি প্রতিপন্নাঃ।২ সাংখ্যাস্তু বিপ্রতিপদ্যমানা অপি আত্মনো গুণবত্বে, প্রতিদেহং ভেদে ন বিপ্রতিপদ্যন্তে অন্যথা সুখদুঃখাদিসঙ্করপ্রসঙ্গাৎ।৩ তথাচ ভীষ্মাদিভিন্নস্য মম নিত্যত্বে বিভুত্বেঽপি সুখদুঃখাদিযোগিত্বাৎ ভীষ্মাদিবন্ধুদেহবিচ্ছেদে সুখবিয়োগো দুঃখসংযোগশ্চ স্যাদিতি কথং শোকমোহৌ অনুচিতৌ ইতি অর্জ্জুনাভিপ্রায়ম্ আশঙ্ক্য লিঙ্গশরীরবিবেকায় আহ—৪ মীয়ন্তে আভিঃ বিষয়া ইতি মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি, তাসাং স্পর্শা

ভাল, আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্ব বিষয়ে আমরা বিবাদ করিতেছি না, কিন্তু প্রত্যেক দেহে যে আত্মা অভিন্ন, এ মতটী আমরা সহিতে পারিব না অর্থাৎ আত্মা যে প্রতিদেহে অভিন্ন—ইহা স্বীকার করা যায় না। যেমন বৈশেষিকগণ মনে করেন—আত্মা যেরূপ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা—এই নয় প্রকার বিশেষ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিদেহে ভিন্ন, সেইরূপ তাহা নিত্য ও বিভু (পরমমহৎপরিমাণ)।১ তার্কিক (নৈয়ায়িক) এবং মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।২ সাংখ্যমতাবলম্বিগণ যদিও আত্মার গুণবত্ত্ববিষয়ে বিরোধ করেন অর্থাৎ আত্মার ইচ্ছা দ্বেষাদি গুণ আছে ইহা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ যদিও স্বীকার করেন না, তথাপি প্রত্যেক দেহে আত্মা যে ভিন্ন এ বিষয়ে তাঁহারা কোন বিরোধ করেন না অর্থাৎ সাংখ্যমতে আত্মা নির্গুণ বটে কিন্তু তাহা প্রতিদেহে বিভিন্ন ও বিভু। তাহা না হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক দেহে আত্মা ভিন্ন না হইলে সুখদুঃখ প্রভৃতির সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ একের সুখ অপরে ভোগ করিত, অন্যের পাপে আর একজন পুণ্যাত্মা দুঃখ পাইত।৩ সুতরাং আমি নিত্য এবং বিভু হইলেও আমি যখন ভীষ্ম প্রভৃতি হইতে ভিন্ন এবং সুখদুঃখাদিগুণযুক্ত, তখন ভীষ্ম প্রভৃতি বন্ধুগণের বিয়োগ জন্য আমার সুখ-বিয়োগ এবং দুঃখ-সংযোগ ত হইবে। অতএব আমার শোক ও মোহ প্রকাশ করা কেন উচিত নহে—অর্জ্জুনের এই প্রকার অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া আত্মা ও লিঙ্গশরীরের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন **মাত্রাস্পর্শাস্তু** ইত্যাদি।৪ 'ইহাদের দ্বারা বিষয় সকল মিত অর্থাৎ গৃহীত হয়',

বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ' তত্তদ্‌বিষয়াকারান্তঃকরণপরিণামা বা।৫ তে "আগমাপায়িন" উৎপত্তি-বিনাশবতঃ অন্তকরণস্যৈব শীতোষ্ণাদিদ্বারা "সুখদুঃখদা" নতু নিত্যস্য বিভোঃ আত্মনঃ, তস্য নির্গুণত্বাৎ নির্বিকারত্বাৎ চ।৬ ন হি নিত্যস্য অনিত্যধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি, ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ অভেদাৎ সম্বন্ধান্তরানুপপত্তেঃ, সাক্ষ্যস্য সাক্ষিধর্ম্মত্বানুপপত্তেশ্চ।৭ তদুক্তম্—"নর্ত্তে স্যাদ্ বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়াসহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ" ইতি॥৮ তথা চ সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ীভূতান্তঃকরণভেদাদেব সর্ব্বব্যবস্থোপপত্তেঃ ন নির্ব্বিকারস্য

এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'মাত্রা' শব্দ ইন্দ্রিয়কে বুঝায়; তাহাদের স্পর্শ; বিষয়ের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাকে স্পর্শ বলে। অথবা সেই সেই বিষয়াকারে অন্তঃকরণের যে পরিণাম, তাহাই এস্থলে স্পর্শশব্দের অর্থ। অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণ আন্তর বস্তু, আর বিষয় বাহ্য বস্তু; সুতরাং তাহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া বিষয়ের সহিত যখন অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয়, তখন অন্তঃকরণ সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়—সেই বিষয়টির আকার প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের বিষয়াকারতাপ্রাপ্তিরূপ এই যে পরিণাম, ইহাকেই এখানে স্পর্শ বলা হইয়াছে।৫ সেগুলি আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশীল অন্তঃকরণেই শীত উষ্ণ প্রভৃতির দ্বারা সুখদুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; পরন্তু নিত্য ও বিভু আত্মায় সুখদুঃখ প্রদান করে না। কারণ, আত্মা নির্গুণ (সকল প্রকার গুণসম্বন্ধরহিত) এবং নির্ব্বিকার (পরিণাম-বিহীন)। কারণ যাহা নিত্য, তাহা অনিত্য ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে না, যেহেতু ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধও উপপন্ন (সঙ্গত) হয় না বলিয়া ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদই স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন বলিয়া ধর্ম্ম যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মীটী নিত্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহাও অনিত্য হইবে। আরও যাহা সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্য বা জড় তাহা সাক্ষীর অর্থাৎ দ্রষ্টার বা চেতনের ধর্ম্ম হইতে পারে না।৭ [**তাৎপর্য্য**—অনিত্য ধর্ম্মের সহিত অভিন্নতাবশতঃ ধর্ম্মী পরিণামী হইয়া পড়িবে। তাহাতে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার কূটস্থতা ব্যাহত হইয়া যাইবে। আর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ স্বীকার করিলে সুখী আত্মা, দুঃখী আত্মা এইরূপ প্রাত্যক্ষিক সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হয় না। কারণ, সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিমাত্রই ভেদাভেদবিষয়ক হইয়া থাকে। আরও যাহা সাক্ষ্য অর্থাৎ দৃশ্যপদার্থ, তাহা সাক্ষীর (দ্রষ্টার) ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ জড়বর্গ দৃশ্য, আত্মা দ্রষ্টা বা সাক্ষী। জড়বর্গ অচেতন কিন্তু আত্মা চেতন। সুতরাং সাক্ষিভাস্য অর্থাৎ সাক্ষি চৈতন্যের দ্বারা যাহার প্রকাশ হয় তাদৃশ সুখদুঃখাদি আত্মার বাস্তব ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেননা ইহাতে আত্মস্বরূপের ব্যাঘাত হয়। আর তাহা হইলে আত্মার স্বরূপের অন্যথা হওয়ায়—তাহা দৃশ্যাকারতা প্রাপ্ত হওয়ায়, জড়াকার সুতরাং অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল হইয়া পড়ে।] এ সম্বন্ধে এইরূপ কথিতও আছে যথা,—"বিক্রিয়া ব্যতীত দুঃখী হয় না, আবার যাহা বিকারী (বিক্রিয়াযুক্ত), তাহা সাক্ষী (দ্রষ্টা) হইতে পারে না। যেহেতু আমি অর্থাৎ আত্মা অন্তঃকরণের সমস্ত কার্য্যের সাক্ষী, এইজন্য আমি (আত্মা) অবিক্রিয় (বিকারবিহীন)"।৮ সুতরাং সুখ, দুঃখ প্রভৃতির আশ্রয় যে অন্তঃকরণ তাহারই ভেদবশতঃই যখন সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার উপপত্তি (সমাধান) হইয়া যায়, তখন নির্ব্বিকার সর্ব্বাবভাসক

সর্ব্বভাসকস্য আত্মনো ভেদে মানমস্তি সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বত্রানুগমাৎ।৯ অন্তঃকরণস্য তাবৎ সুখদুঃখাদৌ জনকত্বম্ উভয়বাদিসিদ্ধম্। তত্র সমবায়িকারণত্বস্যৈব অভ্যর্হিতত্বাৎ তদেব কল্পয়িতুম্ উচিতং ন তু সমবায়িকারণান্তরানুপস্থিতৌ নিমিত্ত (ত্ব) মাত্রম্।১০ তথা চ "কামঃ সঙ্কল্প" ইত্যাদিশ্রুতিঃ "এতৎ সর্ব্বং মন এবে"তি কামাদিসর্ব্ববিকারোপাদানত্বম্ অভেদনির্দ্দেশান্ মনস আহ। আত্মনশ্চ স্বপ্রকাশজ্ঞানানন্দরূপত্বস্য শ্রুতিভিঃ বোধনাৎ ন কামাদ্যাশ্রয়ত্বম্। অতো বৈশেষিকাদয়ো ভ্রান্ত্যৈব আত্মনো বিকারিত্বং ভেদং চ অঙ্গীকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ।১১ অন্তঃকরণস্য আগমাপায়িত্বাদ্ দৃশ্যত্বাৎ চ

(সর্ব্ববস্তু প্রকাশক) আত্মার ভেদ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কারণ, তাহা স্ফুরণরূপে ও সৎরূপে সর্ব্বত্রই অনুগত (অনুস্যূত) রহিয়াছে।৯ [**তাৎপর্য্য**—যাঁহারা আত্মার বহুত্ব ও বিভুত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও ভোগসাঙ্কর্য্য নিবারণ করা যায় না। কারণ, আত্মা সকলের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া একের কর্ম্ম অপরে যে ভোগ করিবে না, তাহার নিয়ামক কে ? যদি বল—অদৃষ্টই তাহার নিয়ামক। তাহা হইলে বলিব, আত্মা নির্গুণ হওয়ায় তাহার ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। সুতরাং অদৃষ্ট স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে, অন্তঃকরণই অদৃষ্টের আশ্রয়; আর তাহাই ভোগসাঙ্কর্য্যের নিবারক অর্থাৎ অদৃষ্টবিশিষ্ট অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (নিয়মিত) থাকে বলিয়া এক আত্মার সুখদুঃখ অপর আত্মায় ভোগ করে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বলিব —আত্মার একত্ব স্বীকার করিলেও ঐ প্রকার অবচ্ছেদকভেদে যখন প্রতিদেহে ভোগব্যবস্থা উপপন্ন হয়, তখন আর আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিবার হেতু কি ? আর **চৈত্রোঽস্তি জানাতি, মৈত্রোঽস্তি জানাতি** এইরূপ অনুগতাকার প্রতীতিস্থলে সত্তা ও জ্ঞানের ভেদ প্রতীতি হইলেও উহাদিগকে বাস্তব ভেদ বলা যায় না। কারণ ভেদ হয় বলিলে, উহাতে স্বরূপকল্পনা, ধর্ম্ম-কল্পনা ও সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া গৌরব হয়। আত্মার সহিত সত্তা ও জ্ঞানের কল্পিত ভেদ স্বীকার করিলে ধর্ম্মধর্ম্মীব্যবহার উপপন্ন হয়। সুতরাং সৎস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ একই আত্মা সর্ব্বত্র অনুগত বলিয়া উক্ত অনুগতাকার প্রতীতির কোন অনুপপত্তি নাই। অতএব আত্মার বহুত্ব অসিদ্ধ।] আর অন্তঃকরণ যে সুখদুঃখাদির জনক, তাহা উভয়বাদীরই অর্থাৎ আত্মার একত্ববাদী এবং বহুত্ববাদী উভয় পক্ষেরই সম্মত। আর তাহা হইলে সমবায়িকারণই প্রধান বলিয়া অন্তঃকরণকে (সুখদুঃখাদির) সমবায়িকারণরূপে কল্পনা করা উচিত অর্থাৎ নিরাশ্রয় নিমিত্তকারণও স্বয়ং অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া কার্য্যজনক হইতে পারে না। এজন্য নিমিত্ত কারণও সমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং সমবায়িকারণের প্রথম উপস্থিতি হেতু সমবায়িকারণই প্রধান হইয়া থাকে। এইজন্য অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির সমবায়িকারণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত; আরও, যখন অন্য কোন সমবায়িকারণ উপস্থিত তখন নাই তাহাকে কেবল মাত্র নিমিত্তকারণ বলিয়া কল্পনা করা উচিত নহে।১০ **কামঃ সঙ্কল্পঃ** অর্থাৎ "কামনা, সঙ্কল্প", ইত্যাদি শ্রুতি **এতৎ সর্ব্বং মনঃ এব** অর্থাৎ "এই সমস্ত মনই" এইরূপেও মন (অন্তঃকরণ) এবং তাহার সুখদুঃখাদিরূপ ধর্ম্মের অভেদনির্দ্দেশ করায় জানাইয়া দিতেছেন যে, মনই কামনা প্রভৃতি সমস্ত বিকারের উপাদান। আর শ্রুতিবাক্যসকল

নিত্যদৃগ্‌রূপাৎ ত্বত্তো ভিন্নস্য সুখাদিজনকা যে মাত্রাস্পর্শাঃ, তেঽপি "অনিত্যা" অনিয়তরূপা, একদা সুখজনকস্যৈব শীতোষ্ণাদেঃ অন্যদা দুঃখজনকত্বদর্শনাৎ, এবং কদাচিদ্ দুঃখজনকস্যাপি অন্যদা সুখজনকত্বদর্শনাৎ। ১২ শীতোষ্ণগ্রহণম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক-সুখদুঃখোপলক্ষণার্থম্। শীতম্ উষ্ণং চ কদাচিৎ সুখং কদাচিৎ দুঃখং, সুখদুঃখে তু ন কদাঽপি বিপর্য্যয়েতে ইতি পৃথঙ্‌ নির্দ্দেশঃ।১৩ তথাচ অত্যন্তাস্থিরান্ ত্বদ্‌ভিন্নস্য বিকারিণঃ সুখদুঃখাদিপ্রদান্ ভীষ্মাদিসংযোগবিয়োগরূপান্ মাত্রাস্পর্শান্ ত্বং "তিতিক্ষস্ব", নৈতে মম কিঞ্চিৎকরা ইতি বিবেকেন উপেক্ষস্ব, দুঃখিতাদাত্ম্যাধ্যাসেন আত্মানং দুঃখিনং মা জ্ঞাসীঃ ইত্যর্থঃ।১৪ কৌন্তেয় ভারতেতি সম্বোধনদ্বয়েন উভয়কুলবিশুদ্ধস্য তব অজ্ঞানম্ অনুচিতমিতি সূচয়তি॥১৫—॥১৪

আত্মার স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপতা বিজ্ঞাপিত করায় অর্থাৎ ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্য আত্মাকে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় আত্মা কামনা প্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না। এইজন্য বলিতে হয়, বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভ্রান্তিবশতঃই আত্মার বিকারিত্ব ও ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।১১ অন্তঃকরণ উৎপত্তিবিনাশশীল এবং দৃশ্য, এ কারণে তাহা নিত্য এবং দৃক্‌স্বরূপ অর্থাৎ জন্মবিনাশবিহীন এবং দ্রষ্টৃস্বরূপ যে তুমি সেই তোমা হইতে ভিন্ন, এবং তাহার সুখাদিজনক যে সকল পরিণাম, সেগুলিও অনিত্য—অব্যবস্থিত অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপও সর্ব্বদা একরূপ নহে। কারণ, যে শীতোষ্ণাদি এক সময়ে সুখ উৎপাদন করে, তাহারাই আবার অন্য সময়ে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে—ইহা দেখা যায়। এইরূপ যাহা কোন সময়ে দুঃখ প্রদান করে, তাহাকেই অন্য সময়ে সুখ সম্পাদন করিতে দেখা যায়।১২ শ্লোকে যে "শীতোষ্ণ"পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সুখদুঃখের উপলক্ষণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শীতোষ্ণ বলায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখই কথিত হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। শীত ও উষ্ণ—ইহারা কোন কালে সুখস্বরূপ আবার কোন সময়ে দুঃখস্বরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু সুখ ও দুঃখ—ইহারা কখনও বিপরীতভাব প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সুখ কখনও দুঃখ হইয়া যায় না, আবার দুঃখ কখনও সুখ হইয়া যায় না। এইজন্য 'শীতোষ্ণ' বলিয়া পুনরায় সুখদুঃখের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।১৩ অতএব ভীষ্মাদির সহিত সংযোগ অথবা বিয়োগরূপ যে মাত্রাস্পর্শ—যাহা অত্যন্ত অস্থির (অস্থায়ী, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে) এবং যাহা তোমা হইতে ভিন্ন যে বিকারী অন্তঃকরণ পদার্থ, তাহাকেই সুখদুঃখ প্রদান করে, সেই মাত্রাস্পর্শদিগকে তুমি তিতিক্ষা কর অর্থাৎ ইহারা আমার কিছুই করিতে পারে না—এইরূপ বিবেচনায় উপেক্ষা কর; দুঃখী অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস করিয়া অর্থাৎ নিজের (আত্মার) অভিন্নতা ভ্রম করিয়া নিজেকে দুঃখী মনে করিও না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১৪ **কৌন্তেয়** এবং **ভারত**—এই প্রকার দুইটী সম্বোধনপদ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তোমার উভয় কুলই বিশুদ্ধ—সেইজন্য তোমার অজ্ঞান অনুচিত।১৫

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার শরীরাতিরিক্তত্ব, নিত্যত্ব, বিভুত্ব এবং একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকে আত্মার নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, মীমাংসক এবং সাংখ্যগণ আত্মার শরীরাতিরিক্তত্ব, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আত্মার একত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মধ্যে আবার বৈশেষিক, নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ বলেন—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ভাবনা (অনুভব জন্য স্মৃতিহেতু সংস্কার)—এই নয়টী বিশেষ গুণ কেবলমাত্র আত্মারই ধর্ম্ম। আর সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটী সামান্যগুণও আত্মায় থাকে। ফলকথা, উপরি উক্ত চতুর্দ্দশটী গুণ আত্মার ধর্ম্ম। আর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন—আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ ও উদাসীন। এই বিষয়ে বৈশেষিকাদির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ এবং বৈদান্তিকগণের সহিত ঐক্য আছে। কিন্তু আত্মা যে বহু এবং প্রতিশরীরে বিভিন্ন, এ বিষয়ে উঁহারা সকলে একমত। ইহাতে বৈদান্তিকগণ বলেন, আত্মা চতুর্দ্দশগুণবিশিষ্টও নহে এবং বহুও নহে। আত্মা যদি গুণের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে পরিণামী হইয়া পড়ে; যেহেতু গুণসকল অনিত্য। আত্মার বিশেষগুণসকলও যে অনিত্য, তাহা বৈশেষিকাদিরাও স্বীকার করেন। কেননা, তাঁহারা বলেন, আত্মার নববিধ বিশেষগুণের উচ্ছেদ অর্থাৎ আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। সুতরাং গুণসকল যখন অনিত্য, তখন তাহাদের সংযোগ এবং বিয়োগও অবশ্যই আছে। আর যে পদার্থের সহিত তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগ হয়, সেই সংযোগ ও বিয়োগের ফলে তাহার পরিণাম বা অবাস্থান্তরপ্রাপ্তিও অবশ্যই হইয়া থাকে। অথচ আত্মার পরিণামিত্ব বা অনিত্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধ নহে। এই কারণে আত্মাকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিতে হয়। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুখদুঃখাদি গুণসকল তবে কাহার ধর্ম্ম? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ আরোপিত হইলে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণগুলি আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয় বটে। কিন্তু যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে দেখা যায় যে, আত্মা বাস্তব সুখদুঃখাদি গুণবিশিষ্ট হইতে পারে না। তাহা হইলে অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু অন্তঃকরণ যে সুখদুঃখাদির জনক, তাহা সর্ব্বসম্মত। আর এই জনকতা উপাদান-কারণেও থাকিতে পারে এবং নিমিত্তকারণেও থাকিতে পারে। কিন্তু যদি উপাদান-কারণ না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ হইতে কোন ভাবকার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। মৃত্তিকা না থাকিলে কেবলমাত্র কুম্ভকার হইতে ঘট উৎপন্ন হয় না। এই হেতু কার্য্যের প্রতি উপাদানকারণই প্রধান, আর অন্য কারণগুলি অপ্রধান। এইজন্যই টীকাকার বলিয়াছেন—**সমবায়িকারণত্বস্যৈব অভ্যর্হিতত্বাৎ**—"সমবায়িকারণই অভ্যহিত অর্থাৎ প্রধান"। সমবায়িকারণ আর উপাদানকারণ প্রায় একই কথা। বেদান্তে সমবায় স্বীকার করা হয় না বলিয়া সমবায়িকারণ না বলিয়া উপাদানকারণ বলা হয়, এইমাত্র ভেদ। সুখদুঃখাদিরূপ কার্য্যের অন্য কোন উপাদানকারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; অথচ দেখা যাইতেছে যে, অন্তঃকরণই সুখদুঃখাদির জনক। অতএব অন্তঃকরণকেই তাহাদের উপাদানকারণ বলিতে হয়। আর তাহা হইলে **"কামঃ সঙ্কল্পঃ" "সর্ব্বং মনঃ এব"** এই শ্রুতিবাক্যও সঙ্গত হয়, যেহেতু শ্রুতি

অন্তঃকরণ ও সুখাদিকে "কার্য্যকারণয়োরভেদঃ" এই নিয়মানুসারে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর সাংখ্যমতেও আত্মা বিভু এবং নিগুর্ণ বলিয়া যখন নির্দ্দিষ্ট এবং দেহে সুখদুঃখাদিভোগের জন্য অন্তঃকরণেরই অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয়, তখন তাঁহারা আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য একাত্মতাবাদের উপর যে সমস্ত দোষারোপ করেন, সেইগুলি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম যে আত্মা নিত্য এবং বিভু, কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা যে এক, প্রতি দেহেতে যে একই আত্মা অবস্থিত, ইহা কি করিয়া হইতে পারে?

উঃ। কেন? আত্মা যে এক তাহা স্বীকার করিতে বাধা কি?

প্রঃ। এ কথা ত তোমরা ভিন্ন অপর কেহ বলে না; নৈয়ায়িকেরা, বৈশেষিকেরা, মীমাংসকেরা সকলেই আত্মার গুণবত্ত ও বহুত্ব স্বীকার করেন; সাংখ্যমতাবলম্বীরা আত্মাকে নিগুর্ণ বলিলেও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন। একই সময়ে একজন সুখভোগ করে, অপরে দুঃখ ভোগ করে; আত্মা এক হইলে এরূপ সম্ভব হইবে কিরূপে?

উঃ। আত্মার ভিন্নত্ব স্বীকার করিলে তোমার বর্ত্তমান সমস্যার কি সমাধান হইবে?

প্রঃ। তাহা হইলেই ভীষ্মদ্রোণাদিবধজন্য শোকের উপপত্তি হইবে।

উঃ। আচ্ছা দেখ, সুখদুঃখের ভিন্নত্ব ব্যবস্থার জন্যই ত তুমি আত্মার ভেদ স্বীকার করিতে চাহিতেছ, কিন্তু এই সুখ দুঃখ অনিত্য। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ হইতেই সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই সুখ এবং দুঃখ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। ইহারা নিত্য নহে। আত্মা কিন্তু নিত্য; নিত্য বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম অনিত্য হইতে পারে না। তাই সুখ এবং দুঃখ আত্মার ধর্ম্ম নহে—ইহারা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। অন্তঃকরণ বহু বলিয়া এক অন্তঃকরণের সুখকালে অপর অন্তঃকরণের দুঃখ হইতে পারে; তাই সুখদুঃখের ভিন্নত্ব দেখিয়া আত্মার ভিন্নত্ব অনুমান করিবার কোনও যুক্তি নাই।

প্রঃ। সুখ দুঃখ যে আত্মার ধর্ম্ম নহে—ইহাতে আর কোনও যুক্তি আছে কি?

উঃ। হাঁ; আরও দেখ, সুখ এবং দুঃখ আমাদের অনুভূতির বিষয়—ইহারা উপলব্ধ বা অনুভূত হয়। ইহারা দৃশ্য বলিয়া দ্রষ্টার বিষয়—ইহারা দ্রষ্টার ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহারা দৃশ্য বা সাক্ষ্য বলিয়া সাক্ষী আত্মার ধর্ম্ম কখনও হইতে পারে না। আরও দেখ, অন্তঃকরণই সুখদুঃখের কারণ ইহা সকলবাদীর সম্মত। সুতরাং সুখদুঃখাদির অন্য কোন উপাদানকারণ না থাকায় অন্তঃকরণকে তাহার নিমিত্ত কারণ না বলিয়া উপাদান কারণই বলিতে হয়। আর অন্তঃকরণের বহুত্ব মানিলেই যখন সুখদুঃখাদির ভেদ সিদ্ধ হইয়া যায় তখন আর আত্মভেদ স্বীকার করিবার কোনও যুক্তি নাই।

প্রঃ। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে কি?

উঃ। হাঁ! শ্রুতিও মন অর্থাৎ অন্তঃকরণকেই কাম, সংকল্প, প্রভৃতি সমস্ত বিকারের উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতি আত্মাকে স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও আনন্দরূপ বলিয়াছেন—কামাদির আশ্রয় বলেন নাই, সুতরাং বৈশেষিক মত ভ্রান্ত।

প্রঃ। তাহা হইলে কি সিদ্ধ হইবে?

উঃ। অত্যন্ত অনিত্য যে সুখ দুঃখ এবং এই সুখদুঃখের জনক যে ভীষ্মাদির সংযোগ ও বিয়োগ, ইহা হইতে নিত্য আত্মাকে ভিন্ন জানিয়া অনিত্য পদার্থের জন্য শোক ত্যাগ কর।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ!।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫

অন্বয়ঃ—হে পুরুষর্ষভ! যং পুরুষং সমদুঃখসুখং ধীরং এতে হি (যস্মাৎ) ন ব্যথয়ন্তি (অতঃ) সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে।—অর্থাৎ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মাত্রাস্পর্শসমূহ যেহেতু দুঃখসুখে সমভাবাপন্ন যেই ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, সেই হেতু তিনিই অমৃতত্বলাভের যোগ্য হন।১৫

নমু অন্তঃকরণস্য সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ত্বে তস্যৈব কর্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ চেতনত্বম্ অভ্যুপেয়ং, তথাচ তদ্ব্যতিরিক্তে তদ্‌ভাসকে ভোক্তরি মানাভাবান্ নামমাত্রে বিবাদঃ স্যাৎ, তদভ্যুপগমে চ বন্ধমোক্ষয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ, অন্তঃকরণস্য সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ত্বেন বদ্ধত্বাৎ, আত্মনশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তস্য মুক্তত্বাৎ ইতি আশঙ্কাম্ অর্জ্জুনস্য অপনেতুম্ আহ ভগবান্—১ "যং" স্বপ্রকাশত্বেন স্বত এব প্রসিদ্ধম্; "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ।২ "পুরুষং" পূর্ণত্বেন পুরি শয়ানং, "স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরি

আচ্ছা, অন্তঃকরণ যদি সুখদুঃখাদির আশ্রয় হয়, তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণেরই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব হেতু চেতনত্ব স্বীকার করা উচিত অর্থাৎ আত্মা নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় বলিয়া কর্ত্তা বা ভোক্তা হইতে পারে না, কিন্তু ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণই কর্ত্তা ও ভোক্তা। আর অন্তঃকরণের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বই আত্মায় আরোপিত হয়। সুতরাং সেই অন্তঃকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত এবং সেই অন্তঃকরণেরই প্রকাশক যে স্বতন্ত্র ভোক্তা পুরুষ স্বীকৃত হয়, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। আর তাহা হইলে অর্থাৎ অন্তঃকরণই যখন বস্তুগত্যা কর্ত্তা ও ভোক্তা, তখন তাহার প্রকাশক তদতিরিক্ত পুরুষ (আত্মা) স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্প্রমাণক বলিয়া কেবল নাম লইয়াই বিবাদ হইতে পারে। অর্থাৎ অন্তঃকরণই যদি কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, তাহা হইলে তাহাকেই চেতন বলিতে হয়, কেননা অচেতনের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে; সুতরাং তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া আর কিছুই নাই। তাহা হইলে ফলতঃ এই দাঁড়ায় যে, আমরা (বৈশেষিকাদি) যাহাকে আত্মা বলি, তোমরা (অদ্বৈতবাদী) তাহাকে অন্তঃকরণ বল। সুতরাং এখানে কেবল নামের বিভিন্নতাহেতুই বিবাদ; কিন্তু ফলে কোন বিবাদ নহে। আর যদি ভোক্তা পুরুষকে অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যাধিকরণতার আপত্তি হয়; কারণ, অন্তঃকরণ সুখদুঃখাদির আশ্রয় বলিয়া বদ্ধ; আর আত্মা অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন বলিয়া মুক্ত। অর্থাৎ একজন কাজ করিবে আর অপর একজন তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ, সেইরূপ অন্তঃকরণ বদ্ধ আর আত্মা মুক্ত হইলে, বন্ধ ও মুক্তি এক অধিকরণে থাকে না বলিয়া তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। অর্জ্জুনের এই প্রকার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন **যং হি** ইত্যাদি।১ **যং**—যিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বতঃই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশের অপেক্ষা নাই; এ সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—**অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি** অর্থাৎ এই স্থলে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়া থাকেন।২ **পুরুষং**=যিনি পূর্ণ বলিয়া পুরে—সর্ব্ব-জীব-শরীরে শয়ান অর্থাৎ অধিষ্ঠিত।

বা শয়ো নৈতেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈতেন কিঞ্চনাসংবৃতম্" ইতি শ্রুতেঃ।৩ "সমদুঃখসুখং" সমে দুঃখসুখে অনাত্মধর্ম্মতয়া ভাস্যতয়া চ যস্য নির্ব্বিকারস্য স্বয়ংজ্যোতিষস্তম্। সুখদুঃখগ্রহণম্ অশেষান্তঃকরণপরিণামোপলক্ষণার্থম্। "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি শ্রুত্যা বৃদ্ধিকনীয়স্তারূপয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ প্রতিষেধাৎ।৪ "ধীরম্" ধিয়ম্ ঈরয়তি প্রেরয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদাভাসদ্বারা ধীতাদাত্ম্যা-ধ্যাসেন ধীপ্রেরকম্ ধীসাক্ষিণম্ ইত্যর্থঃ।৫ "সধীঃ স্বপ্নোভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি"

এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যথা—**স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরি বা শয়ো নৈতেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈতেন কিঞ্চনাসংবৃতম্** অর্থাৎ "সেই এই পুরুষ সমস্ত পুরমধ্যে (শরীরমধ্যে) বা পুরে শয়ান (অধিষ্ঠিত) রহিয়াছেন; কোন বস্তুই ইঁহার দ্বারা অনাবৃত নাই এবং কোন পদার্থই ইঁহার দ্বারা অসংবৃত নাই অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ইনি বহির্ভাগে সমস্ত পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন এবং সর্ব্বানুস্যূত বলিয়া ইনি সমস্ত বস্তুর অন্তরও সংবৃত করিয়া আছেন অর্থাৎ যিনি সকল পদার্থে ওতপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান"।৩ **সমদুঃখসুখং**=যে নির্ব্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ পদার্থের নিকট সুখ এবং দুঃখ উভয়ই অনাত্মধর্ম্ম বলিয়া এবং স্বপ্রকাশ্য বলিয়া তুল্য অর্থাৎ যিনি সুখকেও প্রকাশিত করিতেছেন এবং দুঃখকেও প্রকাশিত করিতেছেন অথচ নিজে তাহাতে লিপ্ত হইতেছেন না। এস্থলে অন্তঃকরণের যাবতীয় পরিণাম সূচিত করিবার জন্য সুখ ও দুঃখ এই দুইটী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ সুখদুঃখ কণ্ঠতঃ উক্ত হইলেও উহাদের দ্বারা এস্থলে অন্তঃ-করণের অশেষবিধ পরিণামই বিবক্ষিত হইয়াছে। এইজন্য অন্তঃকরণের অশেষবিধ পরিণামই তাঁহার নিকট সমান; যেহেতু সমস্ত পরিণামই সমভাবে তাঁহার ভাস্য (প্রকাশ্য) অর্থাৎ যিনি অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তিগুলিকেই সমভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং তাহাতে লিপ্ত হন না। যেহেতু—**এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্ধতে নো কনীয়ান্** "ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির এই মহিমা (মহত্ত্ব বা পরিপূর্ণতা) নিত্য (শাশ্বত); তাহা কর্ম্মবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, আবার ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না," এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার বৃদ্ধি ও হ্রাসরূপ সুখদুঃখের নিষেধ করা হইয়াছে।৪ **ধীরম্—ধিয়মীরয়তি** অর্থাৎ যিনি ধী অর্থাৎ বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুদ্ধির সহিত চিদাভাসদ্বারা তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ যিনি বুদ্ধির প্রেরক অর্থাৎ যিনি বুদ্ধির সাক্ষী।৫ [**তাৎপর্য্য**—বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া অপ্রকাশ, আবার চৈতন্য নিঃসঙ্গ বলিয়া নিষ্ক্রিয়। ইহাদের কোনটীর দ্বারাই স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি অতি স্বচ্ছ বলিয়া চিৎসন্নিধানে অনাদি অজ্ঞানবশে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় চেতনায়মান হইয়া থাকে এবং নিঃসঙ্গ চৈতন্যও অবিদ্যাবশে বুদ্ধির গুণাদি প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তৃত্বাদিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের এইপ্রকার যে পরস্পরভাবপ্রাপ্তি, তাহাই তাদাত্ম্যাধ্যাস বলিয়া কথিত হয় এবং বুদ্ধির যে চৈতন্যাকারতাপ্রাপ্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে যে চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহাকে চিদাভাস বলা হয়। সুতরাং বুদ্ধি স্বয়ং জড় বলিয়া অপ্রকাশ হইলেও এবং চৈতন্য নিঃসঙ্গ বলিয়া নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রতিবিম্বের

ইতি শ্রুতেঃ। এতেন বন্ধপ্রসক্তিঃ দর্শিতা ।৬ তদুক্তম্—"যতো মানানি সিধ্যন্তি জাগ্রদাদিত্রয়ং তথা। ভাবাভাববিভাগশ্চ স ব্রহ্মাস্মীতি বোধ্যতে" ইতি॥৭ "এতে"

দ্বারা উহা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক হইয়া থাকে। **চিদাভাসদ্বারা ধীতাদাত্ম্যাধ্যাসেন ধীপ্রেরকম্** এই গ্রন্থে প্রবৃত্তির প্রতি চিদাভাসের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের প্রবর্ত্তকত্ব, ধীতাদাত্ম্যাধ্যাসের করণত্ব এবং তাহার প্রতি চিদাভাসের দ্বারত্ব কথিত হইয়াছে। জড় বুদ্ধি দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ সম্ভব নহে; কারণ, বিষয়প্রকাশ চৈতন্যের কার্য্য। বিষয় প্রকাশিত না হইলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখরূপে চিত্তের পরিণতিরূপ প্রবৃত্তিও সম্ভব হয় না। সুতরাং বিষয়প্রকাশের জন্য স্বচ্ছবুদ্ধিতে জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায় চিৎপ্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে হয়। এই চিৎপ্রতিবিম্বকেই চিদাভাস বলে। যখন চিত্তে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হয়, তখন ঐ প্রতিবিম্বের সহিত চিত্তের তাদাত্ম্যাধ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপ চৈতন্যের সহিত চিদাভাসেরও তাদাত্ম্যাধ্যাস হইয়া থাকে। অর্থাৎ জল কম্পিত হইলে জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা যেমন জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য এবং জলের তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হয়, কেননা, উভয়ের তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার না করিলে ভিন্ন দুইটীর মধ্যে একটীর ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হইতে পারে না; সেইরূপ চিত্ত সুখদুঃখাদিরূপে পরিণত হইলে চিত্তে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসও সুখ-দুঃখাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, এইজন্য **চিৎপ্রতিবিম্ব ও চিত্তের তাদাত্ম্যাধ্যাস** স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ সূর্য্যপ্রতিবিম্বের কম্পের দ্বারা সূর্য্যের কম্প প্রতীত হয় বলিয়া সূর্য্য ও প্রতিবিম্ব-সূর্য্যের যেরূপ তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ চিৎ ও চিদাভাসের তাদাত্ম্যও স্বীকার করিতে হয়। তাহা না হইলে চিদাভাসের দ্বারা বিষয়প্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, চিদাভাস জড় বলিয়া চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন না হইলে প্রকাশরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। এইরূপে চৈতন্যের সহিত চিত্তের তাদাত্ম্যাধ্যাসে চিৎতাদাত্ম্যাপন্ন চিদাভাসের পূর্ব্বকথিত দ্বারত্বও উপপন্ন হয়। আর সাক্ষিস্বরূপ চিৎ (বিম্বরূপ চৈতন্য) বস্তুতঃ ফলভোক্তা না হইলেও চিদাভাসের দ্বারা চিত্তের সুখদুঃখাদি পরিণামের হেতু হয় বলিয়া তাহার প্রবর্ত্তকত্বও উপপন্ন হয়। সুতরাং চৈতন্যের সহিত চিত্তের তাদাত্ম্য বা আধ্যাসিক সম্বন্ধের প্রয়োজক যে অধ্যাস, সেই অধ্যাসের দ্বারা জড় অন্তঃকরণে বিষয়াবভাসের প্রয়োজক এবং চিত্তপরিণামরূপ প্রবৃত্তির নিমিত্তীভূত যে চিদাভাস বা কল্পিত চিদ্রূপত্ব সম্পাদিত হয়, তাহাতে চিৎ প্রয়োজক বলিয়া চিদাভাস দ্বারা ধীতাদাত্ম্যাধ্যাসও প্রয়োজক হইয়া থাকে।] এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য যথা—**সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি** অর্থাৎ সেই পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির স্বপ্নাবস্থায় স্বয়ংও স্বপ্নাবস্থাযুক্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্ভাসিত করতঃ এই ব্যাবহারিক জগৎকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা বন্ধের প্রসঙ্গও দর্শিত হইল। অর্থাৎ বন্ধ বুদ্ধির ধর্ম্ম হইলেও অজ্ঞানবশে ধীতাদাত্ম্যাপন্ন চিদাভাসের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ সদামুক্ত পরমাত্মায় প্রসক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানবশতঃ সদামুক্ত পুরুষে বুদ্ধিধর্ম্মের যে আরোপ, তাহাই পুরুষের বন্ধ। আর তত্ত্বজ্ঞানে এই বন্ধের নিবৃত্তিই পুরুষের মুক্তি। এই বন্ধ ও মুক্তি একই পুরুষে সম্পাদিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বে বন্ধমোক্ষের যে বৈয়ধিকরণ্য

সুখদুঃখদা মাত্রাস্পর্শা হি যস্মাৎ ন ব্যথয়ন্তি পরমার্থতো ন বিকুর্বন্তি সর্ব্ববিকার-ভাসকত্বেন বিকারাযোগ্যত্বাৎ।৮ "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ অতঃ স পুরুষঃ স্বস্বরূপভূতব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেন সর্ব্বদুঃখোপাদানতদজ্ঞাননিবৃত্ত্যুপ-লক্ষিতায় নিখিলদ্বৈতানুপরক্তস্বপ্রকাশপরমানন্দরূপায় "অমৃতত্বায়" মোক্ষায় "কল্পতে" যোগ্যো ভবতি ইত্যর্থঃ।৯ যদি হ্যাত্মা স্বাভাবিকবন্ধাশ্রয়ঃ স্যাৎ তদা স্বাভাবিকধর্ম্মাণাং

দোষ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা আর হইল না।৬ এইরূপ কথিতও আছে, যথা—"যৎকর্ত্তৃক বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রমাণ সকল গৃহীত হয় কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যিনি গৃহীত হন না এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় এবং এই অবস্থাত্রয়ে জ্ঞেয় বিষয়সকল যৎকর্ত্তৃক ভাসমান হয় এবং যৎকর্ত্তৃক ভাব ও অভাবের বিভাগ বিনিশ্চয় হয়, অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিসহকারে সাক্ষী সদ্রূপে বস্তুর গ্রাহক এবং অবিদ্যাবৃত্তিসহকারে অসদ্রূপে বস্তুর গ্রাহক বলিয়া এইটী এখন সৎ এবং এইটী এখন অসৎ এইরূপে সত্ত্বাসত্ত্বের বিভাগ যৎকর্ত্তৃক নিশ্চিত হয়, সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষী অধ্যাসবশতঃ তৎ তৎ বিষয় গ্রহণ করিয়া কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হইলেও **অহং ব্রহ্মাস্মি** এই শ্রুতিদ্বারা উপাধিসম্বন্ধ শূন্য হইয়া 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া নিজকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন দেখেন।৭ **এতে**—এই সুখদুঃখপ্রদ মাত্রাস্পর্শসকল, **হি**—যেহেতু **ন ব্যথয়ন্তি**—তাঁহাকে ব্যথিত করে না, অর্থাৎ পরমার্থতঃ তাঁহার কোন বিকার জন্মায় না; কারণ, তিনি সমস্ত বিকারের প্রকাশক বলিয়া বিকৃত হইবার অযোগ্য অর্থাৎ তাঁহারই প্রভাবে বিকারসকলের বিকারত্ব সিদ্ধ হয়, এই কারণে তিনি নির্ব্বিকার এবং তাহাদের প্রকাশক। আর তিনিও যদি বিকারী হন, তাহা হইলে জগৎ নিঃসাক্ষিক হইয়া পড়ে, জগতের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না; কারণ, অন্য কোন অবিকারী প্রমাতা আর নাই। ইহাকেই জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ বলা হয়।৮ এ সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—"সূর্য্য সমস্ত লোকের চক্ষুর প্রেরক বলিয়া চক্ষুঃস্বরূপ হইলেও যেমন চক্ষুর বাহ্যদোষ-সকলে লিপ্ত হন না, সেইরূপ সকল জীবের অন্তরাত্মা এক হইলেও তিনি বাহ্য অর্থাৎ সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ এবং অসঙ্গ বলিয়া জীবের দুঃখে লিপ্ত হন না"। এই হেতু সেই পুরুষ নিজ স্বরূপভূত ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মার ঐক্যজ্ঞান দ্বারা অমৃতত্বের (মোক্ষের) অধিকারী হন। সেই মোক্ষ সকল দুঃখের উপাদানস্বরূপ যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত এবং অশেষ দ্বৈতের দ্বারা অনুপরক্ত (অসংস্পৃষ্ট) স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ।৯ [**তাৎপর্য্য**—তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে জীব ও ব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান উদিত হয়, তাহার ফলে অশেষ দুঃখের কারণস্বরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে আত্মা সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতভাববর্জ্জিত স্বীয় স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়। এই যে স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপতাপ্রাপ্তি, ইহা অবিদ্যানিবৃত্তি হইতেই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ অবিদ্যানিবৃত্তি ইহার বিশেষণ নহে, উহা উপলক্ষণ। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, বিশেষণ সকল সময়েই বিশেষ্যের অনুগত

ধর্ম্মিনিবৃত্তিমন্তরেণ অনিবৃত্তেঃ ন কদাঽপি মুচ্যেত। তথা চোক্তম্—"আত্মা কর্ত্রাদি-রূপশ্চেন্মা কাঙ্ক্ষীস্তর্হি মুক্ততাম্। ন হি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণ্যবদ্রবেঃ" ইতি॥ প্রাগভাবাসহবৃত্তেঃ যুগপৎসর্ব্ববিশেষগুণনিবৃত্তেঃ ধর্ম্মিনিবৃত্তিনান্তরীয়কত্বদর্শনাৎ।১০ অথ আত্মনি বন্ধো ন স্বাভাবিকঃ কিন্তু বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতঃ, "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুঃ

হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে আত্মাতিরিক্ত অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ বিজাতীয় পদার্থটীও থাকিয়া যায় বলিয়া আর অদ্বৈতের সিদ্ধি হয় না। এই কারণে অজ্ঞাননিবৃত্তিকে মোক্ষের বিশেষণ বলা যায় না। কিন্তু উহা উপলক্ষণ। যাহা অস্থায়ীভাবে কোন কালে থাকিয়া বিশেষ্যকে ভিন্নজাতীয় বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত করে, তাহারই নাম উপলক্ষণ। যেমন কোনও কালে কোনও পুষ্করিণীর পার্শ্বে তালবৃক্ষরাজি ছিল বলিয়া তাহাকে 'তালপুকুর' বলা হইত এবং বর্ত্তমানকালে সেই তালবৃক্ষশ্রেণী না থাকিলেও তাহাকে 'তালপুকুরই' বলা হয়। এস্থলে তালবৃক্ষরাজি পুষ্করিণীর বিশেষণ নহে, কিন্তু উপলক্ষণ। সেইরূপ অজ্ঞাননিবৃত্তি কোন সময়ে আত্মায় ছিল—তাহারই ফলে মুক্তি হইয়াছে, তাই বলিয়া অজ্ঞাননিবৃত্তি যে তাহাতে অনুবৃত্ত রহিয়াছে (লাগিয়া রহিয়াছে) তাহা নহে। এই কারণেই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষকে **অজ্ঞাননিবৃত্ত্যুপলক্ষিত** বলা হইয়াছে। আর ইহাতে দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া বলা হইয়াছে—**নিখিল-দ্বৈতানুপরক্ত**।] আত্মা যদি স্বাভাবিক বন্ধের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও মুক্ত হইতে পারে না; কারণ, ধর্ম্মীর নিবৃত্তি ব্যতীত তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মসকল নিবৃত্ত হইতে পারে না। এইরূপ কথিতও আছে, যথা—"আত্মা যদি কর্ত্তৃপ্রভৃতিস্বরূপ হয়, অর্থাৎ কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, তবে আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিও না; যেহেতু সূর্য্যের উষ্ণতা যেমন নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ ভাবপদার্থের স্বভাব বা ধর্ম্ম ব্যাবৃত্ত (নিবৃত্ত) হয় না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়—(সর্ব্ববিশেষগুণের) প্রাগভাবের অসহবৃত্তি অর্থাৎ অসমানাধিকরণ যুগপৎ সর্ব্ববিশেষগুণের নিবৃত্তি ধর্ম্মীর নিবৃত্তি বিনা হইতে পারে না।১০ [**তাৎপর্য্য**—বৈশেষিকগণ আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা ইত্যাদি স্বরূপ বলিয়া থাকেন; তাহারই খণ্ডনের জন্য এইরূপ বলিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিকমতে গুণপদার্থ মোট চব্বিশটী। তাহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত—সামান্যগুণ ও বিশেষগুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা এই নয়টি বিশেষগুণ বদ্ধ আত্মারই ধর্ম্ম, উহা কেবল বদ্ধ আত্মাতেই থাকে। কিন্তু বদ্ধ আত্মায় ঐ বিশেষগুণসকলও থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রাগভাবও থাকে; কারণ, যৎকালে একটী সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সময়েই ভবিষ্যৎ অসংখ্য সুখ দুঃখাদির প্রাগভাবও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব অর্থাৎ অবিদ্যমানতা তাহাই প্রাগভাব। আর বর্ত্তমানক্ষণে একটী সুখ, দুঃখ হইয়াই যে তাহা শেষ হইয়া যাইবে, ভবিষ্যতে আর হইবে না, তাহাও নহে। এই কারণে, আত্মার ঐ নববিধ বিশেষগুণই প্রাগভাবসহবৃত্তি (প্রাগভাবের সহবৃত্তি অর্থাৎ সমকালিক); কারণ, যৎকালে ঐ সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে তৎকালেই তজ্জাতীয়গুণের প্রাগভাবও রহিয়াছে। আবার যখন একটী বিশেগুণের

মনীষিণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তথা চ ধর্ম্মিসদ্ভাবেঽপি তন্নিবৃত্ত্যা মুক্ত্যুপপত্তিরিতি চেৎ, হন্ত তর্হি যঃ স্বধর্ম্মম্ অন্যনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি স উপাধিরিতি অভ্যুপগমাদ্ বুদ্ধ্যাদিরুপাধিঃ স্বধর্ম্মম্ আত্মনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি ইতি আয়াতম্। তথা চ আয়াতং মার্গে বন্ধস্যাসত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। ন হি স্ফটিকমণৌ জবাকুসুমোপধাননিমিত্তো লোহিতিমা সত্যঃ। অতঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাসংসর্গিণোঽপি আত্মন উপাধিবশাৎ তৎসংসর্গিত্বপ্রতিভাসো বন্ধঃ,

নিবৃত্তি হয়, তখন তজ্জাতীয় ভবিষ্যৎ বিশেষগুণের প্রাগভাবও আত্মায় থাকে। যেমন আত্মায় যখন একটী জ্ঞানব্যক্তির নিবৃত্তি হয়, তখন ভবিষ্যৎ জ্ঞানব্যক্তির প্রাগভাব থাকে। এই কারণে এই যে বিশেষগুণ-নিবৃত্তি ইহা প্রাগভাবসহবৃত্তি (প্রাগভাবের সমানাধিকরণ) অর্থাৎ একই আত্মায় একই কালে বিশেষগুণের নিবৃত্তি এবং তাহার প্রাগভাবও থাকে। সুতরাং আত্মা কদাপি বিশেষগুণ-নিবৃত্তিযুক্ত এবং তৎপ্রাগভাবশূন্য থাকে না। অথচ বৈশেষিকগণ বলেন যে, মোক্ষ হইলে আত্মার সকলগুলি বিশেষগুণেরই যুগপৎনিবৃত্তি এবং তাহার প্রাগভাবেরও অভাব হইয়া যায়। কারণ তৎকালেও যদি বিশেষগুণের প্রাগভাব থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সেই বিশেষগুণের আবির্ভাব হইয়া পড়িবে; আর তাহা হইলে মুক্তি হইবে না। এই কারণে বলিতে হইবে যে, প্রাগভাবাসহ-বৃত্তি যুগপৎ সর্ব্ববিশেষগুণের নিবৃত্তিই মুক্তি। ইহা কিন্তু অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা; কারণ, এরূপ হইলে উহাদের অধিকরণস্বরূপ ধর্ম্মী আত্মারও নাশ হইয়া পড়ে। যেহেতু, দৃষ্ট অনুসারেই কল্পনা হইয়া থাকে। অথচ প্রাগভাবাসহবৃত্তি (প্রাগভাবের অসমানাধিকরণ) বিশেষগুণের নিবৃত্তি ধর্ম্মীর নিবৃত্তি বিনা কোথাও অনুভূতও হয় না। এই কারণে আত্মারই ধ্বংসপ্রসঙ্গ হয়। অতএব বৈশেষিকগণ যে আত্মাকে কর্ত্তৃভোক্তৃপ্রভৃতিস্বরূপ বলিয়া তাহার বন্ধও স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ; যেহেতু এই মতে আত্মার স্বরূপোচ্ছিত্তি বিনা মোক্ষ হইতে পারে না।] আর যদি বল—বন্ধ আত্মায় স্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাহা বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবশেই হইয়া থাকে, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—**আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম নীষিণঃ** অর্থাৎ "মনীষিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন"। অতএব ধর্ম্মী আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও উপাধির নিবৃত্তি হেতু মুক্তির উপপত্তি হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলি—বেশ ত! তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যাহা নিজের ধর্ম্মসকলকে অন্যনিষ্ঠরূপে প্রকাশ করে, তাহাকেই উপাধি বলিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং বুদ্ধিপ্রভৃতিরূপ উপাধি নিজ ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশিত করে, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে বন্ধের অসত্যত্ব স্বীকার করায় তুমি ত আমাদেরই পথে আসিলে। ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন জবাকুসুমের সন্নিধানবশতঃ স্ফটিক মণির যে লৌহিত্য, তাহা কখনও সত্য হয় না। অতএব আত্মা কোন প্রকার সংসার ধর্ম্মের সহিত সংসর্গযুক্ত না হইলেও উপাধিবশতঃ তাঁহার যে সেই সমস্ত সংসারধর্ম্মের সহিত সংসর্গিত্বরূপে প্রতিভাস (প্রতীতি) হয়, অর্থাৎ আত্মাকে সংসারধর্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই বন্ধ। আর নিজের (আত্মার) যাহা প্রকৃত স্বরূপ তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলে, নিজস্বরূপ বিষয়ক

স্বস্বরূপজ্ঞানেন তু স্বরূপাজ্ঞানতৎকার্য্যবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিবৃত্ত্যা তন্নিমিত্তনিখিলভ্রমনিবৃত্তৌ নির্ম্মৃষ্টনিখিলভাস্যোপরাগতয়া শুদ্ধস্য স্বপ্রকাশপরমানন্দতয়া পূর্ণস্য আত্মনঃ স্বত এব কৈবল্যং মোক্ষ ইতি ন বন্ধমোক্ষয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ।১১ অত এব নামমাত্রে বিবাদ ইতি অপাস্তং, ভাস্যভাসকয়োঃ একত্বানুপপত্তেঃ। 'দুঃখী স্বব্যতিরিক্তভাস্যো, ভাস্যত্বাদ্, ঘটবদি'তি অনুমানাদ্ভাস্যস্য ভাসকত্বাদর্শনাৎ। একস্যৈব ভাস্যত্বে ভাসকত্বে চ কর্ত্তৃকর্ম্ম-বিরোধাৎ।১২ আত্মনঃ কথমিতি চেৎ, ন, তস্য ভাসকত্বমাত্রাভ্যুপগমাৎ, অহং দুঃখীত্যাদি-

অজ্ঞান এবং তাহার (সেই অজ্ঞানের) কার্য্যভূত যে বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধি, তাহাদের নিবৃত্তি হওয়ায় সেই বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির নিবৃত্তি নিবন্ধন অশেষ প্রকার ভ্রমের নাশ হইলে আত্মার ভাস্য (দৃশ্য) পদার্থসমূহের যে উপরাগ (আবিদ্যক সংসর্গ) তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন শুদ্ধ ও স্বতঃপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া পূর্ণ সেই আত্মার স্বতঃকৈবল্য অর্থাৎ দ্বৈতবিহীন অসঙ্গ উদাসীন স্বাভাবিক কেবলীভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহাই মোক্ষ। অতএব বন্ধ এবং মোক্ষের ব্যধিকরণতার আপত্তি নাই।১১ [**তাৎপর্য্য**—শ্লোকের পাতনিকায় আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে আত্মাকে যদি কর্ত্তা ভোক্তাদি না বলা হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যধিকরণতা দোষ হইবে, যেহেতু অন্তঃকরণই কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া তাহার রহিয়াছে বন্ধন আর আত্মার হইবে মোচন। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, বন্ধ ও মোক্ষ দুইটাই অস্বাভাবিক ও অসত্য। কোন ব্যক্তির কণ্ঠে হার রহিয়াছে; স্থানান্তরে গিয়া ফিরিবার সময় ভ্রান্তিবশতঃ তাহার মনে হইল যে, হারটী নাই। তখন নিজের কণ্ঠদেশ অন্বেষণ না করিয়াই সেই স্থানে ফিরিয়া গিয়া সে সম্বন্ধে সকলকে বলিতে থাকিলে কেহ যখন তাহাকে বলিয়া দেয় যে—তোমার কণ্ঠেই হার রহিয়াছে, তখন সে তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থ হয়। এস্থলে যেমন হারটীর প্রাপ্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নহে, যেহেতু তাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত ছিল, কেবল ভ্রমটী মাত্র দূর হইল; সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ; কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশে আত্মার ঐ স্বপ্রকাশ পরমানন্দতার বোধ হয় না; মনে হয়, আমি সুখী, দুঃখী, সংসারী ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ঐ অজ্ঞানটীর কেবল নাশ হয় মাত্র, আর তাহা হইলেই আত্মার স্বরূপাবরণ নষ্ট হওয়ায় আত্মার স্বরূপ যথাবৎ প্রকাশিত হয়, ইহাই মুক্তি। আর এই প্রকার ভ্রমরূপ বন্ধ এবং স্বরূপপ্রকাশরূপ মুক্তি উভয়ই আত্মারই হয় বলিয়া বন্ধ মোক্ষের ব্যধিকরণতা হয় না।] সুতরাং পূর্ব্বে, "এরূপ স্থলে নামের বিভিন্নতা হওয়ায় কেবল নাম লইয়াই বিবাদ", এইরূপ যে আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও দূরীকৃত হইল। কারণ ভাস্য এবং ভাসক অর্থাৎ দৃশ্য এবং দ্রষ্টা—ইহাদের একত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। ভাস্য ও ভাসকের একত্ব যে অসমীচীন, তাহা অনুমানদ্বারাও প্রমাণিত হয়, যথা—

দুঃখী (জড় অহংপ্রত্যয়) পদার্থ স্বব্যতিরিক্তের দ্বারা প্রকাশ্য	(প্রতিজ্ঞা)।
যেহেতু তাহা ভাস্য অর্থাৎ প্রকাশ্য	(হেতু)।
যেমন ঘট	(উদাহরণ)।

অর্থাৎ যে যে পদার্থ ভাস্য, তাহা স্বব্যতিরিক্ত পদার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘট ভাস্য বলিয়া স্বব্যতিরিক্ত চৈতন্যের প্রকাশ্য। সুতরাং উক্ত অনুমান হইতে প্রমাণিত হয় যে, যাহা ভাস্য

বৃত্তিসহিতাহঙ্কারভাসকত্বেন তস্য কদাঽপি ভাস্যকোটাবপ্রবেশাৎ।১৩ অত এব দুঃখী ন স্বাতিরিক্তভাসকাপেক্ষো ভাসকত্বাদ্দীপবদিত্যনুমানমপি ন, ভাস্যত্বেন স্বাতিরিক্তভাসকত্ব-সাধকেন প্রতিরোধাৎ।১৪ ভাসকত্বং চ ভানকরণত্বং স্বপ্রকাশভানরূপত্বং বা। আদ্যে দীপস্যেব করণান্তরানপেক্ষত্বেঽপি স্বাতিরিক্তভানসাপেক্ষত্বং দুঃখিনো ন ব্যাহন্যতেঽন্যথা

তাহার মধ্যে ভাসকত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে নিজে অপরের দ্বারা প্রকাশিত হয়, সে কিরূপে স্বতন্ত্রভাবে অপর আর একটী পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে? আর যদি একই বস্তু ভাস্যও হয় এবং ভাসকও হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ নামক দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ একই বস্তু একটী ক্রিয়ার যুগপৎ কর্ত্তা ও কর্ম্ম দুই হইতে পারে না; কারণ, কর্ত্তা ক্রিয়ার জনক, আর কর্ম্ম ক্রিয়ার জন্য। সুতরাং একই বস্তু একই ক্রিয়ার যুগপৎ জন্য এবং জনক হইবে, ইহা বিরুদ্ধ।১২ যদি বল, আত্মার পক্ষে এই নিয়ম কিরূপে সঙ্গত হইবে? অর্থাৎ একই বস্তু যুগপৎ ভাস্য ও ভাসক হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধরূপ দোষের যে আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল আত্মপক্ষেও সেই দোষের আপত্তি হয়, কেননা আত্মা স্বয়ং নিজকে ও বিষয়কে প্রকাশিত করে বলিয়া উহা যে যুগপৎ ভাস্য এবং ভাসক উভয়ই হইয়া থাকে, তাহার সমাধান কি? এরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, আত্মার মাত্র ভাসকত্বই স্বীকার করা হয় অর্থাৎ আত্মা ভাস্য নহে; তাহা কেবল ভাসকই হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের (সিদ্ধান্তীর) অভিমত। কারণ, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রকার বৃত্তিসহিত যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের ভাসক বলিয়া আত্মা কখনও ভাস্যকোটিতে প্রবিষ্ট হয় না।১৩ [**তাৎপর্য্য :—**পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিল যে, আত্মাতে ভাস্যত্ব ও ভাসকত্ব থাকায় কর্ম্মকর্তৃবিরোধ হয়। তাহার অভিপ্রায় এইরূপ, 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি স্থলে অহমুপলক্ষিত যে আত্মা, তাহা স্বানুভবগ্রাহ্য বলিয়া ভাস্য অর্থাৎ স্বানুভবের বিষয় বা প্রকাশ্য—ইহা স্বীকার করিতে হয়। অথচ এই আত্মাই অনুভবস্বরূপ বলিয়া তাহার ভাসক; অতএব একই আত্মা ভাস্যও বটে এবং ভাসকও বটে। সুতরাং পরপক্ষে যে কর্ম্মকর্তৃবিরোধরূপ দোষ আপাদিত করা হইয়াছে তাহাই নিজ পক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রকার দৃষ্টান্তে যে আত্মার ভাস্যত্ব দেখান হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, উক্ত স্থলে **অহং** পদকে যে আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মা নহে, কিন্তু তাহা দুঃখাদি বৃত্তিসহিত অহঙ্কার। অন্তঃকরণের যে অহমাকারবৃত্তি বা অভিমানাত্মিকাবৃত্তি তাহাকে অহঙ্কার বলে। উহা আত্মা নহে। সুতরাং উহা ভাস্য হইলেও আত্মা ভাস্য হয় না। অতএব আত্মপক্ষে কর্ম্মকর্তৃবিরোধরূপ দোষের আপত্তি নাই।] অতএব এস্থলে, যাহা দুঃখী তাহা নিজ হইতে অতিরিক্ত কোন ভাসকের প্রকাশ্য নহে, যেহেতু তাহা ভাসক, যেমন প্রদীপ (প্রকাশক বলিয়া অন্য কোন প্রকাশের প্রকাশ্য নহে)," এইরূপ অনুমানও স্থান পাইতে পারিল না। কারণ, ভাস্যত্ব স্বাতিরিক্ত ভাসকের সাধক বলিয়া উহা উক্ত অনুমানকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহা ভাস্য, তাহা স্বাতিরিক্ত ভাসকসাপেক্ষ, যেহেতু তাহা ভাস্য, যেমন ঘট—এই প্রকার পাল্টা অনুমানদ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর কথিত অনুমানটী বাধিত হয়। কারণ, অহঙ্কার ভাস্য বলিয়া ভাসকান্তর-সাপেক্ষ।১৪ আর ভাসকত্ব বলিতে কি ভানকরণত্ব

দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবৈকল্যাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে স্বসিদ্ধো হেতুরিতি অধিকবলতয়া ভাস্যত্বহেতুরেব বিজয়তে।১৫ বুদ্ধিবৃত্ত্যতিরিক্তভানানভ্যুপগমাদ্ বুদ্ধিরেব ভানরূপেতি চেৎ, ন, ভানস্য সর্ব্বদেশকালানুস্যূততয়া ভেদকধর্ম্মশূন্যতয়া চ বিভোঃ নিত্যস্য একস্য চ অনিত্যপরিচ্ছিন্নানেকরূপবুদ্ধিপরিণামাত্মকত্বানুপপত্তেঃ। উৎপত্তিবিনাশাদিপ্রতীতেশ্চ অবশ্যকল্প্যবিষয়সম্বন্ধবিষয়তয়াঽপি উপপত্তেঃ।১৬ অন্যথা তত্তজ্জ্ঞানোৎপত্তিবিনাশভেদাদিকল্পনায়াম্

(প্রতীতি বা অনুভবের সাধনত্ব) বুঝিব অথবা স্বপ্রকাশভানরূপত্ব বুঝিব ; অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি যেমন দর্শনাদির করণ হয় কিংবা দীপাদি যেমন দর্শনের সাধন হয়, পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত ঐ ভাসকত্বটী কি সেইরূপ অনুভবের করণস্বরূপ, অথবা তাহা স্বপ্রকাশ অনুভবস্বরূপ অর্থাৎ ভাসকত্ব এবং অনুভব কি একই পদার্থ ? প্রথমপক্ষে অর্থাৎ ভাসকত্বের অর্থ ভাণকরণত্ব, এ পক্ষে—দীপের ন্যায় অন্য করণের অপেক্ষা না থাকিলেও "দুঃখী"র স্বাতিরিক্তভানসাপেক্ষত্বের ব্যাঘাত ঘটে না। অর্থাৎ দীপ যেমন ঘটাদিকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য কোন করণের অপেক্ষা করে না বটে, কিন্তু তাহার নিজের ভানের নিমিত্ত স্বভিন্ন জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, কেননা দীপ স্বয়ং জ্ঞানরূপ নহে, যেহেতু তাহা জড় ; সেইরূপ দুঃখীও স্বয়ং ভানসাধন (অনুভবের করণ) হইলেও নিজ ভানের (জ্ঞানগোচরীভাবের) জন্য স্বাতিরিক্ত জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। অন্যথা অর্থাৎ এরূপ না বলিলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সাধ্য হইতেছে স্বাতিরিক্তভাসক-সাপেক্ষত্বাভাব, কিন্তু দৃষ্টান্ত প্রদীপে থাকিতেছে, তাহার বিপরীত স্বাতিরিক্তভাসক-সাপেক্ষত্ব। সুতরাং দৃষ্টান্তে সাধ্যের বৈপরীত্য থাকায় সাধ্যবৈকল্যরূপ দোষের প্রসক্তি হয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্ত অনুমিতির সাধক না হইয়া বাধকই হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় কল্পে অর্থাৎ ভাসকত্বের অর্থ যদি স্বপ্রকাশভানরূপত্ব হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে ভাসকত্বরূপ যে হেতুটী উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ; (যেহেতু 'দুঃখী' অহম্প্রত্যয় বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ হওয়ায় তাহা ভাসক নহে, কিন্তু ভাস্য। একমাত্র স্বয়ম্প্রকাশ আত্মাই ভাসক। সুতরাং দুঃখীকে ভাসক ধরিয়া যে ভাসকত্বরূপ হেতুটী উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ।) আর তাহা হইলে অস্মদীয় অনুমানে "ভাস্যত্ব" রূপ যে হেতুটী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারই বল অধিক হওয়ায় অর্থাৎ দুঃখী স্বাতিরিক্ত পদার্থের ভাস্য (প্রকাশনীয়), যেহেতু তাহা ভাস্য, যেমন ঘট—এই অনুমানের 'ভাস্যত্ব' হেতুটী উভয়পক্ষস্বীকৃত বলিয়া বলবত্তর হওয়ায় বিজয়লাভ করে অর্থাৎ তাহা পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত অনুমানের বাধক হইবে। অভিপ্রায় এই যে, দুঃখী 'অহম্প্রত্যয়' যে ভাস্য তাহা পূর্ব্বপক্ষী এবং সিদ্ধান্তী উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকেন, কেননা তাহা না হইলে উহা প্রকাশিত না হওয়ায় অননুভূতই থাকিয়া যাইবে ; আর তাহা হইলে 'আমি দুঃখী' এই প্রকার অনুভবের অপলাপই করিতে হয়। পক্ষান্তরে অহম্প্রত্যয় যে ভাসক, তাহা সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না। এই কারণে উভয়সম্মত ভাস্যত্বরূপ হেতুটীই প্রবল বলিয়া তাহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানটী বাধিত হইবে।১৫ আর যদি বল যে—বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত অন্য কোন ভান বলিয়া পদার্থ আমরা স্বীকার করি না অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত অন্য কোন স্বতন্ত্র ভান বলিয়া পদার্থ নাই ; সুতরাং বুদ্ধিই ভানস্বরূপ (অনুভবস্বরূপ)। তাহাও ঠিক নহে ; কারণ, যাহা ভান (অনুভূতি) তাহা সমস্ত দেশও কালে অনুগত বলিয়া অর্থাৎ সকল স্থানে এবং সকল সময়েই অনুভূতি সমানভাবে বিরাজমান রহিয়াছে

অতিগৌরবাপত্তেঃ, ইত্যাদি অন্যত্র বিস্তরঃ।১৭ তথাচ শ্রুতিঃ—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, (বৃহদারণ্যক—৪।৩।২৩) আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ, মহদ্‌ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘন এব, (বৃহদাঃ—২।৪।১২) তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরম্ অনন্তরমবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃহদাঃ—৩।৪।৫)

বলিয়া এবং তাহার (অনুভূতির) ভেদসাধক কোন ধর্ম্মও নাই বলিয়া তাহা বিভু, নিত্য এবং এক অর্থাৎ অখণ্ড; সুতরাং তাহা অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন (অল্পদেশবৃত্তি), অনেকরূপ (বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট) যে বুদ্ধি-পরিণাম, তাহার স্বরূপ হইতে পারে না। তবে অনুভূতির যে উৎপত্তি ও বিনাশ আদির প্রতীতি হয়, তাহা অবশ্যকল্পনীয় বিষয়সম্বন্ধেরই বিষয় হয় অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশপ্রযুক্ত অনুভূতির উৎপত্তি বিনাশ প্রতীতি হয়—এইরূপ বলিলেই তাহার সমাধান হইয়া যায়।১৬ [**তাৎপর্য্য :—** বিষয়ের সহিত অনুভূতির আবিদ্যক (অবিদ্যাকল্পিত) সম্বন্ধ অবশ্যই কল্পনা করিতে হয়। কারণ, বিষয়ের সহিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ অনুভূতির কোন সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে তাহা দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয় না। অথচ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতেই জ্ঞান বা অনুভূতি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু জ্ঞেয় বিষয় সকলই ভিন্ন হইয়া যায়। যেমন জাগ্রৎকালে সকলেরই মধ্যে সততই ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদিরূপে বিষয়জ্ঞান সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত জ্ঞানে ঘটপটাদি বিশেষণগুলিরই পরস্পর ভেদ হইয়া থাকে, আর জ্ঞানরূপ বিশেষ্যাংশটী মাল্যমধ্যবর্ত্তী সূত্রের ন্যায় সকলের মধ্যে অনুগতই থাকিয়া যায়। এই কারণে বলিতে হয় যে, এস্থলে বিষয় সকলই বিভিন্ন কিন্তু জ্ঞান বা অনুভূতি ভিন্ন নহে, তাহা এক বা অভিন্ন। অসঙ্গ, উদাসীন, স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ জ্ঞানের সহিত জড় ঘটপটাদিবিষয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু বৃত্তিদ্বারা সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য ঘটপটাদ্যাকার বৃত্তিগুলি জ্ঞানের অবচ্ছেদক। এই অবচ্ছেদকের উৎপত্তি-বিনাশ বশতঃ ঘটাকাশের উৎপত্তি ও বিনাশের ন্যায় জ্ঞানের উৎপত্তি-বিনাশ প্রতীত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা জ্ঞানের উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তাদৃশ অখণ্ড সৎপদার্থের সহিত উৎপত্তিবিনাশশীল অ-সৎ (মিথ্যা বা কল্পিত) পদার্থ সকলের যে সম্বন্ধ, তাহাও সৎ হইতে পারে না, কিন্তু তাহাও অ-সৎ বা কল্পিত। সুতরাং ঐ অনুভূতিরূপ সৎ-পদার্থের সহিত ঘটাদিরূপ অ-সৎ (মিথ্যা) পদার্থের সেই যে সম্বন্ধ তাহারই প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় এবং তাহাতে ভ্রমবশতঃ মনে হয় যেন অনুভূতিরই (জ্ঞানেরই) উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।] এরূপ যদি না বলা হয়, তাহা হইলে সেই সেই জ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ এবং ভেদ ইত্যাদি কল্পনা করিতে হয় বলিয়া অত্যন্ত গৌরব (কল্পনাগৌরব) হইয়া থাকে অর্থাৎ নিষ্ফল বহু কল্পনার আশ্রয় লওয়ায় কল্পনা গৌরব নামক দোষ হয়, ইত্যাদিরূপে ইহা অন্যস্থলে (১৭শ শ্লোকের টীকায়) বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।১৭ "দ্রষ্টার (জ্ঞাতা আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) লোপ হয় না, যেহেতু তিনি অবিনাশী"। "আত্মা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্য", "সেই মহৎ ভূত (সৎ-পদার্থ) অনন্ত (অবিনাশী), অপার এবং বিজ্ঞানঘন (অনুভূতিস্বরূপই)", "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (তাঁহার আর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই), তিনি অনপর (তাঁহার কোন কার্য্যবস্তু নাই), তিনি অনন্তর

ইত্যাদ্যা বিভুনিত্যস্বপ্রকাশজ্ঞানরূপতাম্ আত্মনো দর্শয়তি। এতেন অবিদ্যালক্ষণাদপি উপাধেঃ ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ। অতো অসত্যোপাধিনিবন্ধনবন্ধভ্রমস্য সত্যাত্মজ্ঞানান্নিবৃত্তৌ মুক্তিরিতি সর্ব্বম্ অবদাতম্।১৮ পুরুষর্ষভেতি সম্বোধয়ন্ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপত্বেন পুরুষত্বং পরমানন্দরূপত্বেন চ আত্মন ঋষভত্বং সর্ব্বদ্বৈতাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বম্ অজানন্ এব শোচসি। অতঃ (স্ব)স্বরূপজ্ঞানাদেব তব শোকনিবৃত্তিঃ সুকরা "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেরিতি সূচয়তি। অত্র 'পুরুষম্' ইত্যেকবচনেন সাংখ্যপক্ষো নিরাকৃতস্তৈঃ পুরুষ-বহুত্বাভ্যুপগমাৎ ॥১৯—॥১৫

(তাঁহার কোথাও অন্তর অর্থাৎ অবকাশ নাই যেখানে কোন বিজাতীয় বস্তু থাকিতে পারে), তিনি অবাহ্য (তাঁহার বহির্ভাগও নাই, তিনি সর্ব্বস্বরূপ) ; এই আত্মাই সেই ব্রহ্ম—সমস্ত বিষয়ের অনুভূ অর্থাৎ অনুভবিতা," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল আত্মাকে বিভু, নিত্য, স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহার দ্বারা অবিদ্যারূপ উপাধি হইতেও তাঁহার (ব্রহ্মের) ব্যতিরেক (ভেদ) সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞান হইতে অসত্য (মিথ্যা) উপাধিনিবন্ধন বন্ধনরূপ ভ্রমের নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হয়। এইরূপে সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় অবদাত (শুভ্র অর্থাৎ সন্দেহহীন) করা হইল।১৮ **পুরুষর্ষভ** এইরূপে সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া পুরুষ (পূর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ), এবং পরমানন্দস্বরূপ হওয়ায় তিনি ঋষভ অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতপদার্থের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। তাঁহার এই পুরুষত্ব এবং ঋষভত্ব জান না বলিয়াই তুমি শোক করিতেছ। এই কারণে, আত্মস্বরূপজ্ঞান হইতেই তোমার শোকনিবৃত্তি সহজসাধ্য হইবে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—**তরতি শোকম্ আত্মবিৎ**—"আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হন"। এই শ্লোকে **পুরুষং** এইরূপে এক বচনের বিভক্তি প্রযুক্ত থাকায়, ইহার দ্বারা সাংখ্যমত নিরাকৃত হইল, যেহেতু তাঁহারা (সাংখ্যেরা) পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।১৯—১৫

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। অন্তঃকরণ যদি সুখদুঃখাদির আশ্রয় হয়, অন্তঃকরণই যদি কর্ত্তা ও ভোক্তা হয় তবে অন্তঃকণকেই চেতন বলিলে হয়, আবার অন্তঃকরণাতিরিক্ত আত্মা মানিবার প্রয়োজন কি ?

উঃ। অন্তঃকরণ জড় ; আত্মা জড় হইতে ভিন্ন—চিৎস্বরূপ।

প্রঃ। এ ত শুধু একটী নাম লইয়া কলহ। আমরা যাহাকে চেতন বলি তুমি তাহাকে জড় বলিয়া তদতিরিক্ত একটী আত্মপদার্থ মানিয়া তাহাকে চেতন বলিতেছ, অথচ ঐ আত্মাস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই। এ কেমন রীতি ?

উঃ। আত্মা চেতন ও মুক্ত, অন্তঃকরণ জড় ও বদ্ধ—ইহাদিগকে এক বলিব কি করিয়া ? ইহা কি শুধু নাম লইয়া বিবাদ ?

প্রঃ। এ ত আরও আপত্তিজনক কথা। বন্ধন হইল অন্তঃকরণের, কেন না অন্তঃকরণই সুখ-

দুঃখের আশ্রয়, আর মুক্তি হইল আত্মার। যাহার বন্ধন তাহার মুক্তি হইল না। যাহার মুক্তি হইল তাহার কোনও কালে বন্ধন ছিল না—এ কেমন ব্যবস্থা?

উঃ। আত্মা স্বপ্রকাশ ও পূর্ণ—তাঁহার বাস্তবিক কোনও বন্ধন নাই, তিনি সদা মুক্তস্বভাব।

প্রঃ। তবে আত্মার মুক্তি বলিতে কি বুঝায়?

উঃ। চিৎস্বরূপ আত্মার বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে—যাহাকে চিদাভাস বলা হয়—তিনিই উপাধিযুক্ত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন, আবার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তিনিই উপাধিমুক্ত হইয়া স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান করিলে মুক্ত বলিয়া বোধ করেন। আত্মার প্রকৃতপক্ষে বন্ধন কিংবা মুক্তি কিছুই নাই। বুদ্ধিরূপ উপাধি নিবন্ধনই তাহার বন্ধন ও মুক্তি।

প্রঃ। ইহা কি করিয়া বুঝা যায়?

উঃ। বন্ধন আত্মার ধর্ম্ম হইলে উহার কখনও নিবৃত্তি হইত না। যাহা স্বাভাবিক, তাহা বস্তু থাকিতে নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং বন্ধন আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

প্রঃ। তাহা হইলে বুদ্ধির জন্যই, বুদ্ধিকৃতই, আত্মার বন্ধন বলিব।

উঃ। তাহা হইলে ত আমরা যাহা বলিতেছি, তুমিও তাহাই বলিতেছ। বুদ্ধিই আত্মার উপাধি—কারণ ইহা নিজের গুণকে আত্মার গুণ বলিয়া দেখায়। বুদ্ধি-উপাধিজন্যই আত্মার বন্ধন ও মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে আত্মার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। উপাধিযুক্ত আত্মার বন্ধন, এবং উপাধিমুক্ত আত্মারই মুক্তি; সুতরাং যাহার বন্ধন তাহারই মুক্তি, ইহাও সিদ্ধ হইল।

প্রঃ। আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ কি?

উঃ। যাহা দৃশ্য, তাহার দ্রষ্টা থাকিবে। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক হইতে পারে না। সুখ যখন উপলব্ধির বিষয় হয় অর্থাৎ দৃশ্য তখন এই সুখের দ্রষ্টা আছে; এই দ্রষ্টাই আত্মা।

প্রঃ। আচ্ছা, আত্মা আছেন তুমিও বলিতেছ। আত্মাও উপলব্ধির বিষয় হন। তাহা হইলে আত্মাও যখন দৃশ্য তখন আত্মারও দ্রষ্টা থাকা দরকার।

উঃ। না। আত্মা দৃশ্য নহেন, আত্মা সর্ব্বদাই দ্রষ্টা মাত্র, দর্শনক্রিয়ার কর্ম্ম নহেন। আমি দুঃখী এইরূপ যে বোধ হয়—উহা অহঙ্কারবৃত্তি। উহারও দ্রষ্টা আত্মা; আত্মা সর্ব্বদাই দ্রষ্টা, তিনি কখনও দৃশ্য হন না। তিনি আছেন বলিয়াই সব সিদ্ধ হয়। সব দেখা যায় কিন্তু তাহাকে দেখা যায় না।

প্রঃ। তাঁহার অস্তিত্বে তবে প্রমাণ কি?

উঃ। তিনি না থাকিলে সব অসিদ্ধ হইয়া যায়। সব আছে—ইহার সাক্ষী তিনি; তিনি না থাকিলে যাহা কিছু দৃশ্য সবই অসিদ্ধ হয়। দৃশ্য আছে বলিয়াই সাক্ষীর অস্তিত্ব মানিতে হয়। তাঁহাকে দেখা যায় বলিলে তিনি সাক্ষ্য হন সাক্ষী থাকেন না। অথচ তিনি নাই বলিলে সব সাক্ষ্যই অসিদ্ধ হয়।

প্রঃ। অন্তঃকরণকেই সর্ব্বভাসক বলিলে হয়; অন্তঃকরণের আবার ভাসক আত্মা স্বীকার করিব কেন?

উঃ। ইহার দৃষ্টান্ত কোথায়? প্রত্যেক ভাস্যেরই ভাসক আছে।

প্রঃ। কেন, প্রদীপ ইহার দৃষ্টান্ত—প্রদীপকে প্রকাশ করিতে অন্য প্রদীপের প্রয়োজন নাই। অন্তঃকরণকে প্রকাশ করার জন্য আত্মার দরকার কি?

উঃ। এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে; প্রদীপের জ্ঞানের জন্য প্রদীপ ভিন্ন অন্য ভাসক প্রয়োজন। জ্ঞাতা না থাকিলে প্রদীপের ভান বা জ্ঞান হইবে কেন?

প্রঃ। প্রদীপ ত রূপক মাত্র, ইহা স্বয়ম্প্রকাশ তত্ত্বকে বুঝায়। জ্বলন্ত প্রদীপকে জ্বালাইতে হয় না।

উঃ। তাহা হইলে ত ইহা স্বয়ম্প্রকাশ আত্মারই পরিচায়ক। ইহা অন্তঃকরণের পরিচায়ক হইতে পারে না; কারণ, অন্তঃকরণ নিজে স্বভাসক নহে।

প্রঃ। বুদ্ধিকেই যদি ভানরূপ বলি?

উঃ। বুদ্ধি বিষয়ভেদে ভিন্ন, আত্মা নির্বিষয় বলিয়া সর্ব্বদা একরূপ; তাই আত্মা জ্ঞানরূপ—কারণ, জ্ঞান সর্ব্বদেশে ও কালে অনুস্যূত এবং একরূপ। বুদ্ধির এই সর্ব্বদেশ ও কালে একরূপত্ব নাই। তাই বুদ্ধিকে জ্ঞান বা ভানরূপ বলা যায় না।

বুদ্ধির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তাই ইহা নিত্য নহে। সুতরাং বুদ্ধিকে নিত্য ভানরূপ আত্মা বলা যায় না। জ্ঞানের যে উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায়, উহা বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানের বা ভানের উৎপত্তি ও বিনাশ নহে; প্রকৃতপক্ষে উহা জ্ঞানের বিষয়গুলিরই উৎপত্তি ও বিনাশ। জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশে জ্ঞানের উদয় ও নাশ বলিয়া বোধ হয়। বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলেই যখন জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যাখ্যা হয়, তখন বিষয়াতিরিক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে অনর্থক কল্পনাগৌরব হয়।

প্রঃ। এ সম্বন্ধে কোন শ্রুতি প্রমাণ আছে কি?

উঃ। হাঁ; শ্রুতি তারস্বরে বলিতেছেন—দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ কখনও হয় না। দ্রষ্টা আত্মা অবিনাশী, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য ইত্যাদি; ইহার দ্বারা শ্রুতি আত্মার বিভুত্ব, নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশরূপত্ব দেখাইতেছেন।

প্রঃ। ইহার দ্বারা কি সিদ্ধ হইল?

উঃ। সিদ্ধ হইল যে আত্মা অবিদ্যারূপ উপাধি অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন; এবং ইহাও সিদ্ধ হইল যে অসত্য উপাধিঘটিত যে বন্ধন উহা ভ্রমরূপ। সত্য জ্ঞানের উদয় হইলে ঐ ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তখন মুক্তি প্রকাশিত হয়।

প্রঃ। 'পুরুষর্ষভ' এই সম্বোধন কেন?

উঃ। পুরুষ পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া সকল দ্বৈতাত্মক বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিবার জন্য। পুরুষ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা না জানার জন্যই শোক। আত্মজ্ঞান হইলেই শোক চলিয়া যায়।

প্রঃ। 'পুরুষং' পদে একবচন কেন?

উঃ। ইহা দ্বারা সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদ নিরাকৃত হইল।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে। তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ। অর্থাৎ অসতের সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এবং সতের অসত্তাও থাকে না, তত্ত্বদর্শিগণকর্তৃক এইরূপে সদসৎ উভয়েরই স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে।১৬

নন্থ ভবতু পুরুষৈকত্বং তথাঽপি তস্য সত্যস্য জড়দ্রষ্টৃস্বরূপঃ সত্য এব সংসারঃ। তথাচ শীতোষ্ণাদিসুখদুঃখকারণে সতি তদ্ভোগস্য আবশ্যকত্বাৎ সত্যস্য চ জ্ঞানাদ্ বিনাশানুপপত্তেঃ কথং তিতিক্ষা কথং বা সোঽমৃতত্বায় কল্পত ইতি চেৎ, ন, কৃৎস্নস্যাপি দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য আত্মনি কল্পিতত্বেন তজ্‌জ্ঞানাদ্ বিনাশোপপত্তেঃ, শুক্তৌ কল্পিতস্য রজতস্য শুক্তিজ্ঞানেন বিনাশবৎ।১ কথং পুনঃ আত্মানাত্মনোঃ প্রতীত্যবিশেষে আত্মবৎ অনাত্মাঽপি সত্যো ন ভবেৎ অনাত্মবৎ আত্মাঽপি মিথ্যা ন ভবেৎ উভয়োঃ তুল্যযোগক্ষেমত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ ভগবান্—২ যৎ কালতো দেশতো বস্তুতো বা পরিচ্ছিন্নং তদসৎ।

ভাল, পুরুষের না হয় একত্ব হইল অর্থাৎ পুরুষ না হয় একই হইল, তথাপি সত্য পুরুষের জড়দ্রষ্টৃস্বরূপ যে সংসার, তাহাও ত সত্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে সুখদুঃখের কারণ শীত, উষ্ণ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে তাহাদের ভোগও আবশ্যক (অবশ্যম্ভাবী) বলিয়া এবং বিষয়জ্ঞানের দ্বারা সত্যের (সত্যসংসারের) বিনাশ হয় না বলিয়া তিতিক্ষাই বা কিরূপে হইবে? আর কিরূপেই বা তিনি অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারেন? যদি এই প্রকার আশঙ্কা করা হয়, তাহা হইলে বলিব—ইহা ঠিক্ নহে; কারণ, সমগ্র দ্বৈতপ্রপঞ্চই যখন আত্মায় কল্পিত (অবিদ্যাবশে আরোপিত) তখন সেই আত্মজ্ঞান হইতেই তাহাদের বিনাশও উপপন্ন হয়। অর্থাৎ আত্মবিষয়কঅজ্ঞানজনিত সংসার যে আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আপত্তির কিছুই থাকিতে পারে না; যেমন শুক্তিতে কল্পিত রজত শুক্তিবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।১ আচ্ছা, প্রতীতিবিষয়ে আত্মা ও অনাত্মার যখন কোন বিশেষ নাই অর্থাৎ আত্মারও যেমন প্রতীতি হয়, অনাত্মারও যখন সেইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন আত্মার ন্যায় অনাত্মাও সত্য না হইবে কেন এবং অনাত্মার ন্যায় আত্মাও অসত্য না হইবে কেন? যেহেতু উভয়েরই যোগক্ষেম অর্থাৎ প্রতীতিবিষয়স্বরূপ ফল সমান। অভিপ্রায় এই যে, সত্য বলিতে হয় ত আত্মা ও অনাত্মা উভয়কেই সত্য বল, আর মিথ্যা বলিতে হয় ত উভয়কেই মিথ্যা বল—একটী সত্য এবং অপরটী মিথ্যা—এরূপ বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু উভয়েই সমানভাবে অনুভবসিদ্ধ হইতেছে। সেইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ইহাদের মধ্যে কি বিশেষ আছে, তাহাই বলিতেছেন।২ যাহা কাল, দেশ ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহা অসৎ, যেমন ঘটাদি জন্মবিনাশ-

যথা ঘটাদি জন্মবিনাশশীলং প্রাক্কালেন পরকালেন চ পরিচ্ছিদ্যতে ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ। কাদাচিৎকং কালপরিচ্ছিন্নম্ ইতি উচ্যতে।৩ এবং দেশপরিচ্ছিন্নমপি তদেব মূর্ত্তত্বেন সর্ব্বদেশাবৃত্তিত্বাৎ। কালপরিচ্ছিন্নস্য দেশপরিচ্ছেদনিয়মেঽপি দেশপরিচ্ছিন্নত্বেন অভ্যুপগতস্য পরমাণ্বাদেঃ তার্কিকৈঃ কালপরিচ্ছেদানভ্যুপগমাৎ দেশপরিচ্ছেদোঽপি পৃথগ্ উক্তঃ। স চ কিঞ্চিদ্দেশবৃত্তিঃ অত্যন্তাভাবঃ।৪ এবং সজাতীয়ভেদো বিজাতীয়ভেদঃ স্বগতভেদশ্চেতি ত্রিবিধো ভেদো বস্তুপরিচ্ছেদঃ। যথা বৃক্ষস্য বৃক্ষান্তরাৎ, শিলাদেঃ, পত্রপুষ্পাদেশ্চ ভেদঃ। অথবা জীবেশ্বরভেদো জীবজগদ্ভেদো জীবপরস্পরভেদ ঈশ্বর-জগদ্ভেদো জগৎপরস্পরভেদ ইতি পঞ্চবিধো বস্তুপরিচ্ছেদঃ। কালদেশাপরিচ্ছিন্নস্য অপি আকাশাদেঃ তার্কিকৈঃ বস্তুপরিচ্ছেদাভ্যুপগমাৎ পৃথঙ্ নির্দ্দেশঃ। এবং সাংখ্যমতেঽপি

শীল দ্রব্য; উহারা পূর্ব্বকালের দ্বারা এবং উত্তরকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত হয়, যেহেতু উহারা ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটাদি দ্রব্য উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া উহারা প্রাগভাবের প্রতিযোগী, আবার ধ্বংসের পর থাকে না বলিয়া ধ্বংসেরও প্রতিযোগী। এইরূপে উহারা উৎপত্তির পূর্ব্বকালে এবং ধ্বংসের পরকালে থাকে না বলিয়া কালপরিচ্ছিন্ন। যে বস্তু কাদাচিৎক অর্থাৎ কখনও আছে এবং কখনও নাই, তাহাকেই কালপরিচ্ছিন্ন বলা হয়।৩ এই প্রকারে ঐ কালপরিচ্ছিন্ন জন্মবিনাশশীল দ্রব্য দেশপরিচ্ছিন্নও হয়; কারণ, তাহা মূর্ত্তিমৎ বলিয়া সকল স্থানে বর্ত্তমান থাকে না। অর্থাৎ যাহার মূর্ত্তি বা অবয়ব আছে, তাহা কোন স্থান বিশেষেই সীমাবদ্ধ থাকে—সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না। আর জন্মবিনাশশীল ভাব পদার্থের মূর্ত্তি বা অবয়ব থাকে। এই কারণে তাহা দেশপরিচ্ছিন্নও হইয়া থাকে। যাহা কালপরচ্ছিন্ন তাহা দেশপরিচ্ছিন্নও হয় - এইরূপ নিয়ম থাকিলেও দেশপরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকৃত যে পরমাণু প্রভৃতি তাহাদিগকে তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) কালপরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন না—এইজন্য দেশপরিচ্ছিন্নতার কথাও পৃথক্‌ভাবে বলা হইল। অর্থাৎ তার্কিকমতে পরমাণু নিরবয়ব হইলেও দেশপরিচ্ছিন্ন, কিন্তু কালপরিচ্ছিন্ন নহে, যেহেতু পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, অর্থাৎ তাহা নিত্য। একারণে সেই পরমাণুসকলেরও পরিচ্ছিন্নতা দেখাইবার জন্য দেশপরিচ্ছিন্নতা পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইল। সেই দেশপরিচ্ছিন্নতা হইতেছে—যৎকিঞ্চিৎস্থানবৃত্তি অত্যন্তাভাব অর্থাৎ যে পদার্থ কোনও এক জায়গায় না থাকে তাহা দেশপরিচ্ছিন্ন হয়।৪ এইরূপ সজাতীয়ভেদ, বিজাতীয়ভেদ এবং স্বগতভেদ—এই ত্রিবিধভেদই বস্তুপরিরিচ্ছেদ নামে অভিহিত হয়। যেমন—অন্য বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ, পাষাণাদি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয়ভেদ, এবং স্বীয় পত্র, পুষ্প প্রভৃতি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা স্বগতভেদ। অথবা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীব ও জগতের ভেদ, জীবসকলের পরস্পরভেদ, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ, এবং জগতের পরস্পরভেদ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের পরস্পরভেদ - এই পাঁচ প্রকার বস্তুপরিচ্ছেদ। অর্থাৎ এই পাঁচ রকম বস্তুর ভেদ। তার্কিকগণ স্বীকার করেন যে, কাল ও দেশের দ্বারা আকাশ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার বস্তুপরিচ্ছেদ অর্থাৎ পার্থক্য আছে—এইজন্য

যোজনীয়ম্ ।৫ এতাদৃশস্য অসতঃ শীতোষ্ণাদেঃ কৃৎস্নস্যাপি প্রপঞ্চস্য "ভাবঃ" সত্তা পারমার্থিকত্বং স্বান্যূনসত্তাক-তাদৃশপরিচ্ছেদশূন্যত্বং "ন বিদ্যতে" ন সম্ভবতি, ঘটত্বা-ঘটত্বয়োরিব পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োরেকত্র বিরোধাৎ। ন হি দৃশ্যং কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে দেশে বস্তুনি বা ন নিষিধ্যতে সর্ব্বত্রানমুগমাৎ। ন বা সদ্ বস্তু ক্বচিৎ দেশে কালে

পৃথক্‌ভাবে উহার (বস্তুপরিচ্ছেদের) নির্দ্দেশ (উল্লেখ) করা হইল। অভিপ্রায় এই যে—আকাশ, কাল, দিক্ এবং আত্মা—এই পদার্থগুলি নিত্য বলিয়া ইহাদের কালপরিচ্ছেদ নাই এবং ইহারা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ইহাদের দেশপরিচ্ছেদও নাই। তথাপি ইহাদের বস্তুপরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়। বস্তুপরিচ্ছেদ আছে বলিয়াই ইহারা সর্ব্বাত্মক নহে। সাংখ্যমতেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের কালপরিচ্ছেদ ও দেশপরিচ্ছেদ না থাকিলেও বস্তু-পরিচ্ছেদ আছে।৫

এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ দেশ কাল এবং বস্তুপরিচ্ছেদযুক্ত অসৎ শীতোষ্ণাদিরূপ নিখিল প্রপঞ্চের **ভাবঃ**=সত্তা অর্থাৎ স্বান্যূনসত্তাক-তাদৃশ-পরিচ্ছেদশূন্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব সম্ভব নহে।* কারণ, ঘটত্ব ও অঘটত্ব যেমন একই স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্বও একই বস্তুতে থাকিতে পারে না; যেহেতু তাহাদের পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে। কোন দৃশ্যপদার্থ কোনও কালে, কোনও দেশে অথবা কোনও বস্তুতে যে নিষিদ্ধ হয় না, তাহা নহে; যেহেতু সর্ব্বত্র তাহার অনুবৃত্তি নাই অর্থাৎ সদ্‌বস্তুর ন্যায় দৃশ্যপদার্থের অনুবৃত্তি নাই। পক্ষান্তরে সৎ কোনও দেশে, কোনও কালে অথবা কোনও বস্তুতে যে নিষিদ্ধ হয়—এমন নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই তাহার অনুগম (অনুবৃত্তি) রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্র অনুগত

---

* টীকাকার "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" এই অংশের 'ভাবঃ' এই পদটীর অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন 'সত্তা'। সত্তা কি—না 'পারমার্থিকত্ব'। পারমার্থিকত্বের লক্ষণ? স্বান্যূনসত্তাক-তাদৃশপরিচ্ছেদশূন্যত্ব। এস্থলে 'স্বশব্দে' ব্যাবহারিক শীতোষ্ণাদি প্রপঞ্চ গৃহীত হইবে। তাহার সত্তা অপেক্ষা অন্যূন অর্থাৎ ন্যূন নহে অর্থাৎ সমান বা অধিক সত্তা যাহার, তাহাকে স্বান্যূনসত্তাক বলা হয়। তাদৃশ পরিচ্ছেদ শব্দে পূর্ব্বোক্ত দেশ, কাল ও বস্তু প্রযুক্ত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ গৃহীত হইবে। 'স্বান্যূনসত্তাক'পদটী উক্ত পরিচ্ছেদের বিশেষণ। যে বস্তু সৎ হইবে, তাহাতে স্বান্যূনসত্তাক ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ থাকে না। অর্থাৎ তাহা স্বান্যূনসত্তাকদেশপরিচ্ছেদশূন্য, স্বান্যূনসত্তাককালপরিচ্ছেদশূন্য এবং স্বান্যূনসত্তাকবস্তুপরিচ্ছেদশূন্য হইবে। যেমন ব্রহ্ম সদ্‌বস্তু; তাঁহাতে স্বান্যূনসত্তাক দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ নাই; যে হেতু দেশ, কাল এবং বস্তু কোনটীরই সহিত ব্রহ্মের স্বান্যূনসত্তাকত্ব নাই; কারণ দেশ, কাল এবং বস্তুর কোনটীরই সত্তা (অস্তিত্ব) ব্রহ্মের সত্তার অধিক, কিংবা সমান নহে, কিন্তু ন্যূনই হইতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তার তুলনায় উহাদের সত্তা অল্পই হইতেছে। যেহেতু ঐগুলি ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হয়; এজন্য উহারা ব্রহ্মে কল্পিত। আর ব্রহ্মরূপ সদ্‌বস্তুতে কল্পিত পরিচ্ছেদ থাকিলেও ঐ পরিচ্ছেদ উক্ত সদ্‌বস্তু অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক বলিয়া সদ্‌বস্তুর পারমার্থিকত্বের হানি হয় না। পক্ষান্তরে যে বস্তু অসৎ তাহাতে স্বান্যূনসত্তাক ত্রিবিধ পরিচ্ছেদই থাকে। কারণ অ-সদ্‌বস্তুতে দেশপরিচ্ছেদ, কালপরিচ্ছেদ এবং বস্তুরপরিচ্ছেদ অবশ্যই থাকে। আর দেশ, কাল এবং পরিদৃশ্যমান বস্ত্বাত্মকজগৎ যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই বাধিত হয় সেইরূপ এই পরিচ্ছেদও প্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানেরই বাধ্য বলিয়া প্রপঞ্চের ন্যূনসত্তাক নহে কিন্তু সমানসত্তাক। এইজন্যই উহা প্রপঞ্চের তুলনায় ন্যূনসত্তাক না হওয়ায় স্বান্যূনসত্তাকত্রি-বিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব প্রপঞ্চে কখনই থাকিতে পারে না।

বস্তুনি বা নিষিধ্যতে সর্ব্বত্রানুগমাৎ। তথাচ সর্ব্বত্রানুগতে সদ্‌বস্তুনি অননুগতং ব্যভিচারি বস্তু কল্পিতং, রজ্জুখণ্ড ইব অনুগতে ব্যভিচারি সর্পধারাদিকমিতি ভাবঃ।৬ ননু ব্যভিচারিণঃ কল্পিতত্বে সদ্‌বস্তু অপি কল্পিতং স্যাৎ, তস্যাপি তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন ব্যভিচারিত্বাৎ ইত্যত আহ —"নাভাবো বিদ্যতে সত" ইতি। সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বং হি বস্তুপরিচ্ছিন্নত্বম্, তচ্চ ন তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন, তুচ্ছে শশবিষাণাদৌ সত্ত্বাযোগাৎ। "সদ্‌ভ্যামভাবো নিরূপ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ। একস্যৈব স্বপ্রকাশস্য নিত্যস্য বিভোঃ সতঃ সর্ব্বানুস্যূতত্বেন সদ্ব্যক্তিভেদানভ্যুপগমাৎ। ঘটঃ সন্নিত্যাদিপ্রতীতেঃ সার্ব্বলৌকিকত্বেন সতো ঘটাদ্যধিকরণকভেদ-

সৎ বস্তুতে (ব্রহ্মে) অননুগত ব্যভিচারী (ব্যাবৃত্ত বা পরিচ্ছিন্ন) বস্তু কল্পিতই হইয়া থাকে। যেমন অনুগত (আপেক্ষিক পূর্ব্বাপরকালানুগত) রজ্জুখণ্ডে ব্যভিচারী (ব্যাবৃত্ত) সর্প বা ধারাদি কল্পিত হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৬

[আশঙ্কা] আচ্ছা, ব্যভিচারী বস্তু যদি কল্পিত হয়, তাহা হইলে সৎ বস্তুও ত কল্পিত হইবে? কারণ, তাহাও ত তুচ্ছ (অসৎ) পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত (ভিন্ন) বলিয়া ব্যভিচারী? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—**নাভাবো বিদ্যতে সতঃ** অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূত সৎ পদার্থের (ব্রহ্মের) অভাব (পরিচ্ছিন্নত্ব) সম্ভব নহে। সদধিকরণকভেদের প্রতিযোগিত্বকে বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব বলে অর্থাৎ যে ভেদের অধিকরণ (আশ্রয়) সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সদধিকরণক ভেদ বলে, আর সেই ভেদের যে প্রতিযোগিত্ব, তাহাকেই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব বলা হয়। সদ্বস্তু (সন্মাত্র ব্রহ্ম) তুচ্ছ (অলীক) পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হইলেও তাহাতে এতাদৃশ সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বরূপ বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব থাকিতে পারে না; যেহেতু তুচ্ছ শশশৃঙ্গ প্রভৃতির সত্তাসম্বন্ধ (সদ্রূপে প্রতীতি) নাই; অথচ একটি নিয়ম আছে যে, সদ্রূপে প্রতীয়মান দুইটী বস্তু দ্বারাই অভাব নিরূপিত হয়। [**তাৎপর্য্য**—ভেদের অনুযোগী (অধিকরণ) এবং ভেদের প্রতিযোগী দুইটিই যদি সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় তবেই তদ্দ্বারা ভেদ নিরূপিত হইয়া থাকে। এস্থলে ভেদের প্রতিযোগী ব্রহ্ম সদ্রূপে প্রতীত হইলেও ভেদের অনুযোগী অলীক পদার্থ সদ্রূপে প্রতীত হয় না। সুতরাং এখানে ভেদের প্রতিযোগী ব্রহ্মই কেবল সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ভেদের অনুযোগী আকাশকুসুমাদি সদ্রূপে প্রতীয়মান না হওয়ায়, প্রতিযোগী এবং অনুযোগী উভয়েই সদ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে না কিন্তু একটীই সদ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। একারণে আকাশকুসুমাদি অলীক পদার্থে যে ভেদ তাহা সদধিকরণক নহে। সুতরাং সন্মাত্র ব্রহ্মে সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বরূপ পরিচ্ছিন্নত্ব থাকিতেই পারে না। অতএব, সদ্বস্তু অলীক আকাশকুসুমাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারী বলিয়া কল্পিত, এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত হয় না।] আর একই, স্বপ্রকাশ, নিত্য, বিভু সৎপদার্থ সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত বলিয়া সদ্ব্যক্তির ভেদ স্বীকৃত হয় না। [**তাৎপর্য্য**—দুই বা তদধিক পরমার্থসৎ বস্তু স্বীকার করিলে সন্মাত্র ব্রহ্মে সদধিকরণক-ভেদপ্রতিযোগিত্বরূপ

প্রতিযোগিত্বাযোগাৎ। "অভাবঃ" পরিচ্ছিন্নত্বং দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা "সতঃ" সর্ব্বানুস্যূতসন্মাত্রস্য "ন বিদ্যতে" ন সম্ভবতি, পূর্ব্ববদ্বিরোধাৎ ইত্যর্থঃ।৭ ননু সন্নাম কিমপি বস্তু নাস্ত্যেব, যস্য দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদঃ প্রতিষিধ্যতে। কিং তর্হি? সত্ত্বং নাম পরং সামান্যং, তদাশ্রয়ত্বেন দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সদ্ব্যবহারঃ, তদেকাশ্রয়ত্বসম্বন্ধেন সামান্য-বিশেষসমবায়েষু। তথাচ অসতঃ প্রাগভাবপ্রতিযোগিনো ঘটাদেঃ সত্ত্বং কারণব্যাপারাৎ,

বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব থাকিতে পারিত, কিন্তু দুইটী পরমার্থসৎ বস্তু নাই। কারণ, অবিশেষে সর্ব্বত্রই 'সৎ সৎ' প্রতীতির একরূপতাই দেখা যায়। ইহা দ্বারা বিষয়ের একরূপতাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেননা, বিষয়ের একরূপতাই প্রতীতির একরূপতার নির্ব্বাহক। সুতরাং এক সদ্বস্তু দ্বারাই সর্ব্বত্র সৎপ্রতীতি উপপন্ন হয় বলিয়া সদ্বস্তুর ভেদ স্বীকার্য্য নহে। অতএব সন্মাত্র ব্রহ্মে সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বরূপ বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব নাই।] আর **ঘট সৎ** ইত্যাদি প্রতীতিও সর্ব্বজনসিদ্ধ বলিয়া সৎ বস্তু (ব্রহ্ম) ঘটাদিনিষ্ঠ ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। [**তাৎপর্য্য**—যদি ঘটপটাদি সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন হইত, তবে সদ্রূপে প্রতীয়মান ঘটাদিতে সদ্বস্তুর ভেদ থাকিতে পারিত, কিন্তু ঘটপটাদি সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, 'ঘট সৎ নয়' এইরূপ প্রতীতি অর্থাৎ ঘট ও সতের ভেদ প্রতীতি কখনই হয় না বলিয়া এবং 'ঘট সৎ' এইরূপ প্রতীতিই (অর্থাৎ ঘট ও সতের অভেদপ্রতীতিই) হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থের সহিত সদ্বস্তু অভিন্ন বলিয়া অভিন্নে ভেদপ্রতিযোগিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব সন্মাত্র ব্রহ্মে কোনরূপেই পরিচ্ছিন্নত্ব নাই।] মূলোক্ত **অভাব** শব্দের অর্থ—পরিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ দেশতঃ, কালতঃ অথবা বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ। সতের অর্থাৎ সর্ব্বানুগত সৎ পদার্থ ব্রহ্মের দেশতঃ, কালতঃ অথবা বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নতা থাকিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় বিরোধ উপস্থিত হয় অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন অসৎ ঘটপটাদির অপরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিলে পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্বের একত্র স্থিতিপ্রযুক্ত বিরোধ হয় বলিয়া যেমন পরিচ্ছিন্ন ঘটাদির অপরিচ্ছিন্নত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ বিরোধবশতঃ অপরিচ্ছিন্ন সদ্বস্তুর পরিচ্ছিন্নত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৭

[আশঙ্কা] আচ্ছা! সৎ নামে ত কোন বস্তুই নাই, যাহার দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্নতা নিষিদ্ধ হইতে পারে। প্রশ্ন—সত্ত্ব বলিতে তবে কি বুঝা যাইবে? উত্তর—পরসামান্যকেই সত্ত্ব বলা হয় অর্থাৎ পরা জাতিই সত্ত্বপদের অর্থ। দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম সেই সত্ত্বের আধার হয় বলিয়া দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে **সৎ** এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে অর্থাৎ পরাজাতি নামক সত্তা, দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মেই বিদ্যমান থাকে, অন্যত্র নহে। এই কারণে 'দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ এবং কর্ম্ম সৎ' এই প্রকার ব্যবহার হয়। সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়েও তদেকাশ্রয়ত্বসম্বন্ধবশে **সৎ** এইরূপ ব্যবহার হয় অর্থাৎ সত্তার আশ্রয় হইতেছে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম; আর সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়েরও আশ্রয় ঐ দ্রব্যাদিই হইয়া থাকে। অতএব যে আশ্রয়ে সত্তা থাকে, সেই আশ্রয়েই সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ও থাকে বলিয়া সত্তার সহিত সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ের তদেকাশ্রয়ত্বরূপ (একার্থসমবায়) সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দ্রব্যাদির ন্যায়

সতোঽপি তস্যাভাবঃ কারণনাশাৎ ভবত্যেব ইতি কথমুক্তং "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত" ইতি। এবং প্রাপ্তে পরিহরতি—"উভয়োরপীত্যর্দ্ধেন"।৮ "উভয়োরপি" সদসতোঃ সতশ্চাসতশ্চ "অন্তো" মর্য্যাদা নিয়তরূপত্বং, যৎ সৎ তৎ সদেব যদসৎ তৎ অসদেবেতি, "দৃষ্টো" নিশ্চিতঃ শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিভিঃ বিচারপূর্ব্বকম্। কৈঃ ? "তত্ত্বদর্শিভিঃ" বস্তুযাথাত্ম্যদর্শনশীলৈঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ, ন তু কুতার্কিকৈঃ। অতঃ কুতার্কিকাণাং ন বিপর্য্যয়ানুপপত্তিঃ।৯ "তু" শব্দঃ অবধারণে, একান্তরূপো নিয়ম এব দৃষ্টো ন ত্বনেকান্তরূপো অন্যথাভাব ইতি। তত্ত্বদর্শিভিরেব দৃষ্টো নাতত্ত্বদর্শিভিরিতি বা। তথাচ শ্রুতিঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ—৬।২।১) ইতি উপক্রম্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," (ছাঃ উঃ—৬।১৬।৩) ইতি উপসংহরন্তী সদেকং সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যং সত্যং দর্শয়তি।

সমবায়সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তদেকাশ্রয়ত্বসম্বন্ধে সমবায়াদিতেও 'সৎ' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব প্রাগভাবের প্রতিযোগী অসৎ ঘটাদি পদার্থের কারণ-ব্যাপার প্রযুক্ত সত্ত্ব (সত্তাসম্বন্ধ) হইয়া থাকে; আবার সেই সমস্ত উৎপন্ন পদার্থ সৎ (উৎপত্তির অনন্তর সত্তাবিশিষ্ট) হইলেও কারণনাশ নিবন্ধন তাহাদের অভাবও হইয়া থাকে। অতএব "অসতের ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই এবং সতেরও অভাব হয় না" এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হয়? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় **উভয়োরপি** ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধদ্বারা তাহার পরিহার বলিতেছেন।৮ **উভয়োঃঅপি**—সৎ ও অসৎ উভয়েরই অর্থাৎ সতের এবং অসতের **অন্তঃ**=মর্য্যাদা অর্থাৎ যাহা সৎ তাহা সর্ব্বদাই সৎ, এবং যাহা অসৎ তাহা সর্ব্বদাই অসৎ—এই প্রকার যে নিয়তরূপতা (স্বরূপের একরূপতা বা অব্যভিচারিতা), তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি এবং যুক্তির দ্বারা বিচারপূর্ব্বক দৃষ্ট বা নিশ্চিত হইয়াছে। কাহাদিগের দ্বারা উহা দৃষ্ট হইয়াছে? **তত্ত্বদর্শিভিঃ**—তত্ত্বদর্শিগণকর্ত্তৃক, যাঁহারা নিয়তই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ দর্শন করেন, এতাদৃশ বস্তুর যাথাত্ম্যদর্শী ব্রহ্মবিৎগণকর্ত্তৃক; কিন্তু কুতার্কিকগণকর্ত্তৃক নহে। অতএব কুতার্কিকগণের বিপর্য্যয়ের (ভ্রান্তির) অনুপপত্তি নাই অর্থাৎ বস্তুর যথাযথ স্বরূপ অবগত না হওয়ায় কুতার্কিকগণ সহজেই ভ্রমে পতিত হইয়া অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।৯ এই শ্লোকের পরার্দ্ধে **ত্বনয়োঃ** এই স্থলে **তু** শব্দটী অবধারণার্থে (নিশ্চয়ার্থে) ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ একান্তরূপ নিয়মই (একরূপতারূপ অব্যভিচারিতাই) দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হয় নাই। অথবা তত্ত্বদর্শিগণই এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু অতত্ত্বদর্শিগণ করেন নাই। এই কারণে **সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্** অর্থাৎ হে সৌম্য! পূর্ব্বে এই নামরূপাত্মক জগৎ এক, অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এইরূপে আরম্ভ করিয়া এবং **ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো** অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ এই আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ), তাহা (সেই ব্রহ্ম) সত্য, তিনি আত্মা; হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রুতি দেখাইতেছেন—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ—৬৷৪৷১) ইত্যাদিশ্রুতিস্তু বিকারমাত্রস্য ব্যভিচারিণো বাচারম্ভণত্বেন অনৃতত্বং দর্শয়তি। "অন্নেন সোম্য শুঙ্গে-নাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূল-মন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ উঃ—৬৷৮৷৪) ইতি শ্রুতিঃ সর্ব্বেষামপি বিকারাণাং সতি কল্পিতত্বং দর্শয়তি।১০ সত্ত্বং চ ন সামান্যং, তত্র মানাভাবাৎ; পদার্থমাত্রসাধারণ্যাৎ [প্যেন] সৎ সদিতি প্রতীত্যা দ্রব্যগুণকর্ম্ম-মাত্রবৃত্তিসত্ত্বস্য স্বানুপপাদকস্যাকল্পনাৎ; বৈপরীত্যস্যাপি সুবচত্বাৎ; একরূপপ্রতীতেঃ একরূপবিষয়নির্ব্বাহ্যত্বেন সম্বন্ধভেদস্য [স্ব] স্বরূপস্য [সত্ত্বস্য] চ কল্পয়িতুম্ অনুচিতত্বাৎ;

স্বগতভেদশূন্য এক (অখণ্ড) সৎপদার্থই সত্য। আর **বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্** অর্থাৎ বিকার (কার্য্য) পদার্থ বাক্যারব্ধ (শব্দব্যবহৃত) নামধেয়মাত্র কিন্তু মৃত্তিকা অর্থাৎ কারণমাত্রই সত্য—এই শ্রুতিবাক্যও ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, ব্যভিচারী বিকার পদার্থমাত্রই বাচারম্ভণ অর্থাৎ কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা আরব্ধ নাম মাত্র; বস্তুতঃ উহা অনৃত (মিথ্যা)। **অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্যশুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ"** অর্থাৎ হে সৌম্য! অন্ন (পৃথিবী) রূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার মূল কারণ জলের অন্বেষণ কর; জলরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার মূলকারণ তেজের অন্বেষণ কর; তেজোরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার মূলকারণ সৎস্বরূপের অন্বেষণ কর। হে সৌম্য! স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ উৎপত্তিশীল বস্তুসকল সন্মূলক অর্থাৎ এক সৎপদার্থই ইহাদের সকলের মূল কারণ; ইহারা সকলেই সদায়তন (সদাশ্রয় অর্থাৎ সৎপদার্থকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে) এবং ইহারা সৎপ্রতিষ্ঠ (সৎপদার্থেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবসান হইবে)—এই শ্রুতিবাক্যও সমস্ত বিকারপদার্থই যে সৎপদার্থে কল্পিত (আরোপিত সুতরাং মিথ্যা), তাহা দেখাইয়া দিতেছেন।১০

আর সত্ত্ব সামান্যস্বরূপ নহে অর্থাৎ তার্কিকগণ যে সত্তা নামক পরা জাতি স্বীকার করেন, ইহা সে সত্তা নহে; কারণ এই সত্তাজাতির সাধক কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু **সৎ সৎ** এই প্রকার যে প্রতীতি, তাহা সকল পদার্থেই (দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী পদার্থেই) সাধারণ অর্থাৎ অবিশেষে সকল পদার্থেই **সৎ সৎ** এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার দ্বারা তাদৃশ সত্তার কল্পনা করা যায় না, কারণ তাহা কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে থাকে এবং তাহা নিজের অর্থাৎ সত্তার সৎ প্রতীতির অনুপপাদক; এই কারণে তাহা স্বানুপপাদক; অপিচ তাহার বিপরীতও ত বলা যাইতে পারে অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটীতেই সত্তা আছে, দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে সত্তা নাই, কিন্তু সত্তার পরম্পরাসম্বন্ধপ্রযুক্ত দ্রব্য সৎ এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপও বলা যাইতে পারে। একরূপ

বিষয়স্য অননুগমেঽপি প্রতীত্যনুগমে জাতিমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ।১১ তস্মাৎ একমেব সদ্বস্তু স্বতঃস্ফুরণরূপং জ্ঞাতাজ্ঞাতাবস্থাভাসকং স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসেন সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহারোপপাদকম্। সন্ ঘট ইতি প্রতীত্যা তাবৎ সদ্ব্যক্তিমাত্রাভিন্নত্বং ঘটে বিষয়ীকৃতং, ন তু সত্তাসমবায়িত্বম্; অভেদপ্রতীতেঃ ভেদঘটিতসম্বন্ধানির্ব্বাহ্যত্বাৎ। এবং দ্রব্যং সদ্

প্রতীতি একরূপ বিষয়ের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া, এরূপ স্থলে সম্বন্ধভেদ এবং সত্তার স্বরূপভেদ কল্পনা করা অনুচিত। আর বিষয়ের অনুগম অর্থাৎ একরূপতা বিনাই যদি প্রতীতির অনুগম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জাতিমাত্রেরই উচ্ছেদের আপত্তি হয় অর্থাৎ 'ইহা দ্রব্য, ইহা দ্রব্য'—এই প্রকার প্রতীতির একরূপতা-নিবন্ধন বিষয়ের একরূপতা কল্পনা করিতে হয় বলিয়াই নিখিলদ্রব্যে অথবা সমুদয় গুণাদির মধ্যে অনুগত দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদি জাতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বিষয়ের অনুগম অর্থাৎ একরূপতা বিনাই যদি প্রতীতির একরূপতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জাতিমাত্রের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ দ্রব্যত্ব, গুণত্বপ্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কল্পনা উপপন্ন হয় না।১১

[**তাৎপর্য্য** ঃ—নৈয়ায়িকগণ 'সৎ' ইত্যাকার প্রতীতির উপপাদনের জন্য দ্রব্যাদিতে সত্তরূপ ধর্ম্ম ও তাহার সম্বন্ধ সমবায়ের কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তন্মতে যাহাতে সত্তাসম্বন্ধ থাকে, তাহা সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ, কর্ম্ম সৎ ইত্যাকার যে প্রতীতি হয় তাহাতে দ্রব্যগুণাদির সত্তাসম্বন্ধ প্রকটিত হয়। কিন্তু সেই সত্ত যদি কেবল মাত্র দ্রব্যাদি তিনটী পদার্থেই থাকে, তবে তাহা **সামান্যং সৎ, বিশেষঃ সন্** এইরূপ যে প্রতীতি হয় তাহার উপপাদক হইতে পারে না; কারণ, সামান্যাদিতে সত্তাসমবায় নাই। সুতরাং প্রতীতির নির্ব্বাহকরূপে সত্তাসামান্যকে স্বীকার করিলেও উহা প্রতীতির নির্ব্বাহক হয় না বলিয়া ইহাতে অনুপপাদক ধর্ম্মের কল্পনার আপত্তি হয়। দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ এবং কর্ম্ম সৎ এই তিন স্থলে সত্তাসমবায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ায় তদ্দ্বারা 'সৎ' ইত্যাকার প্রতীতির উপপত্তি হয়, কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ে সত্তাসমবায়িত্ব স্বীকৃত হয় নাই অথচ 'সামান্য সৎ' ইত্যাদি প্রকার প্রতীতিও হইয়া থাকে। একারণে বলিতে হয় যে, তার্কিকগণ 'সৎ' প্রতীতির উপপাদনের জন্য যে সত্তাসামান্য স্বীকার করেন তাহা সর্ব্বত্র 'সৎ' প্রতীতির উপপাদক নহে। অধিক কি তাহা নিজেরই সৎপ্রতীতির উপপাদক নহে; কারণ সত্তা থাকিলে তবেই 'সৎ'প্রতীতি হয়—ইহাই পরপক্ষীয় যুক্তি; কিন্তু সামান্য নামক পদার্থে সত্তা নাই; অথচ তন্মতে তাহা 'সৎ' ইত্যাকারে প্রতীত হয়। এই কারণে টীকায় বলা হইয়াছে তাদৃশ সত্তা 'স্বানুপপাদক'।]

অতএব স্বতঃ স্ফুরণরূপ (স্বতঃপ্রকাশস্বরূপ), জ্ঞাতাবস্থা ও অজ্ঞাতাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল বিষয়েরেই ভাসক (প্রকাশক) এক সদ্বস্তুই নিজের উপর তৎতৎপদার্থের তাদাত্ম্যাধ্যাসের দ্বারা সকল স্থলেই সৎ এই প্রকার ব্যবহারের উপপাদক (নির্ব্বাহক) হইয়া থাকে। কারণ ঘট সৎ এইরূপ প্রতীতিদ্বারা ঘটে কেবলমাত্র সদ্ব্যক্তির সহিত অভেদই বিষয়ীকৃত হয়; কিন্তু সত্তাসমবায়িত্ব বিষয়ীকৃত হয় না যেহেতু ('ঘট সৎ' এই প্রকারে সৎ হইতে ঘটের যে) অভেদ

গুণঃ সন্নিত্যাদিপ্রতীত্যা সর্ব্বাভিন্নত্বং সতঃ সিদ্ধম্। দ্রব্যগুণাদিভেদাসিদ্ধ্যা চ ন তেষু ধর্ম্মিষু সত্ত্বং নাম ধর্ম্মঃ কল্প্যতে, কিন্তু সতি ধর্ম্মিণি দ্রব্যাদ্যভিন্নত্বং লাঘবাৎ। তচ্চ বাস্তবং ন সম্ভবতীতি আধ্যাসিকমিতি অন্যৎ।১২ তদুক্তং বার্ত্তিককারৈঃ—"সত্তাতোঽপি ন ভেদঃ স্যাদ্ দ্রব্যত্বাদেঃ কুতোঽন্যতঃ। একাকারা হি সংবিত্তিঃ সদ্ দ্রব্যং সন্ গুণস্তথা" (বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে সম্বন্ধবার্ত্তিক—৯৬৮) ইত্যাদি॥১৩

প্রতীতি (তাহা সমবায়রূপ) ভেদসম্বন্ধের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ তার্কিকমতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে যে সত্তা জাতি থাকে, তাহা সমবায় সম্বন্ধেই থাকে। আর সমবায় সম্বন্ধটী ভেদ সম্বন্ধ; সেইজন্য **ঘট সৎ** এইরূপ অভেদপ্রতীতি ভেদঘটিত সম্বন্ধকে বিষয় করে না। কারণ, অভেদ প্রতীতি ভেদঘটিত সম্বন্ধের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এইরূপ **দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ** ইত্যাদিরূপ প্রতীতি দ্বারাও সদ্বস্তুর সহিত সমস্ত পদার্থের অভেদই সিদ্ধ হয়। আর দ্রব্য এবং গুণ প্রভৃতির ভেদ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই সেই সমস্ত ধর্ম্মীতে সত্ত্ব নামক ধর্ম্মটী কল্পিত হয় নাই; কিন্তু লাঘববশতঃ **সৎ** রূপ ধর্ম্মীতে দ্রব্যাদিরই অভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। আর সেই অভেদ বাস্তব হইতে পারে না বলিয়া আধ্যাসিক (কল্পিত), ইহা প্রাসঙ্গিক কথা অর্থাৎ এস্থলে অভেদ প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই অভেদের অতাত্ত্বিকত্ব বা তাত্ত্বিকত্ব বিচারের ইহা অবসর নহে।১২ পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার তাহাই বলিয়াছেন যে "সত্তা হইতেই যখন দ্রব্যাদির ভেদ হয় না, তখন অন্য পদার্থ হইতে কিরূপে দ্রব্যাদির ভেদ সিদ্ধ হইবে? দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ ইত্যাদিরূপ সংবিত্তি একই প্রকার" অর্থাৎ দ্রব্য-গুণাদি সকল পদার্থই সৎ হইতে অভিন্নরূপেই ভাসমান হয় ইত্যাদি।১৩ *

* বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের উক্ত শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ আনন্দগিরি বলিয়াছেন—"সৎসামান্যাৎ অনুবৃত্তাৎ ব্যাবৃত্তানাং ভেদে অপি ন অসৌ যুক্তঃ, ব্যাবৃত্তানাং ততো নিষ্কর্ষে তুচ্ছত্বপ্রসঙ্গাৎ। দ্রব্যাদিভাবপদার্থষট্‌কস্য মিথঃ ভেদস্তু কুতস্ত্যঃ, ভেদকাভাবাৎ অভিন্নসন্মাত্রাভেদাচ্চ"। অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনুগত যে সৎসামান্য তাহা হইতে, ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অননুগত দ্রব্যাদি পদার্থগুলির ভেদ প্রতীয়মান হইলেও তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অননুগত পদার্থগুলিকে যদি সৎ হইতে নিষ্কৃষ্ট অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সে গুলির তুচ্ছত্বপ্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ সেগুলি সৎ-ভিন্ন হওয়ায় আকাশকুসুমাদির ন্যায় অলীক হইয়া পড়িবে। (সুতরাং যাহার অস্তিত্ব সর্ব্ববাদিসিদ্ধ সেই সৎপদার্থ হইতেই যখন, ব্যাবৃত্ত বিশেষাত্মক সৎপদার্থগুলির ভেদ সিদ্ধ হয় না তখন, সেই সৎ হইতে ভিন্ন অসৎ যে) দ্রব্য, গুণাদি ছয়টী ভাবপদার্থ তাহাদের পরস্পরের ভেদ কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে? কারণ তাহাদের ভেদসাধক কোন প্রমাণ নাই, প্রত্যুত সর্ব্বপদার্থের সহিত অভেদে ভাসমান যে পদার্থ তাহার সহিত ঐ গুলির অভেদই রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সদ্রূপ ধর্ম্মীর সহিত দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি অভিন্ন হইলে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতিরও পরস্পর অভেদের আপত্তি হয়; কারণ, যে তদভিন্নাভিন্ন, সে তদভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রব্যাভিন্ন সদ্বস্তুর সহিত গুণ অভিন্ন বলিয়া দ্রব্য, গুণ প্রভৃতিও পরস্পর অভিন্ন হইবে। অথচ দ্রব্য গুণাদির ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব 'দ্রব্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতি দ্রব্যাদিতে সত্ত্বেরই অনুমাপক হইবে। বস্তুতঃ ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, 'দ্রব্যং ন গুণঃ' এইরূপ প্রতীতি দ্রব্যগুণের ভেদকে বিষয় করিয়া থাকে, কিন্তু ভেদের ভেদ বা দ্রব্য ও গুণ হইতে প্রতীতির ভেদকে বিষয় করে না। সুতরাং ভেদ বা প্রতীতি দ্রব্য গুণ হইতে অভিন্ন হইলে 'তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বনিয়মাৎ' এইরূপ নিয়ম বলে দ্রব্যগুণও পরস্পর অভিন্ন হইবে। আর একটী প্রতীতি যদি ভেদ ও প্রতীতির ভেদকে বিষয় করে, তবে সেই প্রতীতিও

সত্তাঽপি নাসতো ভেদিকা, তস্য অপ্রসিদ্ধেঃ। দ্রব্যত্বাদিকং তু সদ্ধর্ম্মত্বাৎ ন সতো ভেদকম্ ইত্যর্থঃ। অত এব ঘটাদ্ ভিন্নঃ পট ইত্যাদিপ্রতীতিরপি ন ভেদসাধিকা ঘটপটতদ্‌ভেদানাং সদভেদেনৈক্যাৎ। এবং যত্রৈব ন ভেদগ্রহঃ, তত্রৈব-লব্ধপদা সতী সদভেদপ্রতীতির্বিজয়তে।১৪ তার্কিকৈঃ কালপদার্থস্য সর্ব্বাত্মকস্য অভ্যুপগমাৎ তেনৈব সর্ব্বব্যবহারোপপত্তৌ তদতিরিক্তপদার্থকল্পনে মানাভাবাৎ তস্যৈব সর্ব্বানুস্যূতস্য সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বতাদাত্ম্যেন প্রতীত্যুপপত্তেঃ। স্ফুরণস্যাপি সর্ব্বানুস্যূতত্বেন একত্বান্নিত্যত্বং বিস্তরেণাগ্রিমশ্লোকে বক্ষ্যতে।১৫

সত্তা অসতেরও ভেদিকা হইতে পারে না; কারণ, অসৎপদার্থ অপ্রসিদ্ধ। (ভেদজ্ঞান অনুযোগী ও প্রতিযোগিজ্ঞান-সাপেক্ষ। কিন্তু অনুযোগী অসৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া সত্তা অসতেরও ভেদিকা হইতে পারে না।) আর দ্রব্যত্বাদি সতেরই ধর্ম্ম বলিয়া সেগুলি তাহার ভেদক হইতে পারে না অর্থাৎ ঘটের ধর্ম্ম রূপরসাদি যেমন ঘটের ভেদক হয় না, সেইরূপ একমাত্র সদ্বস্তুর ধর্ম্ম দ্রব্যত্বাদিও সত্তের ভেদক হয় না। এই কারণে অর্থাৎ উক্ত যুক্তিবলে একমাত্র সদ্বস্তুতেই দ্রব্যাদি অভেদে বিশেষণ হয় বলিয়া দ্রব্যত্বাদি দ্বারা সদ্বস্তুর ভেদ হইতে পারে না; এইজন্য **ঘট হইতে পট ভিন্ন** এই প্রকার প্রতীতিও সদ্বস্তুর ভেদসাধিকা নহে; কেননা ঘট, পট ও তাহাদের ভেদ সৎ বস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়া সেগুলি এক (পরস্পর অভিন্ন)। এইরূপে যেখানেই ভেদগ্রহ (ভেদজ্ঞান) হয় না, সেইখানেই সদভেদপ্রতীতি (**সৎ হইতে অভিন্ন** এই প্রকার বোধ) প্রসারলাভ করিয়া বিশেষরূপে জয়যুক্ত হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া যেস্থলে ভেদজ্ঞান হইবে না, সেস্থলে অভেদ জ্ঞানই হইবে। তদ্দৃষ্টান্তে অপর সর্ব্বত্রই সকল পদার্থই যে সদ্ বস্তু হইতে অভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়া পড়িবে।১৪ তার্কিকগণ সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বস্বরূপ) কাল বলিয়া একটী পদার্থ স্বীকার করেন। তাহার দ্বারাই যদি সমস্ত ব্যবহারের উপপত্তি (সমাধান) হয়, তাহা হইলে তদতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিবার পক্ষে আর কোন প্রমাণ থাকে না। কারণ, সর্ব্বানুস্যূত (সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনুগত) সেই কালরূপ পদার্থই সৎরূপে ও স্ফুরণরূপে সকল পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে যে প্রতীত হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। আর সেই স্ফুরণ সর্ব্বানুগত বলিয়া এক এবং এক বলিয়াই যে নিত্য—ইহা বিস্তৃতভাবে অগ্রিম শ্লোকে কথিত হইবে।১৫

ভেদের ভেদ বা স্বরূপের ভেদকে বিষয় করে না বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অভেদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অনবস্থাও হয়। বস্তুতঃপক্ষে দ্রব্য গুণাদির বাস্তব ভেদ সম্ভবই নহে। কারণ, একখণ্ড স্বর্ণকে প্রথমে কুণ্ডল ও পরে বলয়রূপে পরিণত করিলে অবিশেষে সকলেরই এইরূপ বোধ হইয়া থাকে—যে স্বর্ণ কুণ্ডল ছিল, তাহাই এখন বলয় হইয়াছে। এস্থলে স্বর্ণরূপে বলয় ও কুণ্ডল পরস্পর অভিন্নই বটে, কিন্তু ভেদটা কল্পিত; কারণ স্বর্ণ কালত্রয়ে অনুবর্ত্তমান, কিন্তু বলয় বা কুণ্ডলের কালত্রয়ে অনুবৃত্তি নাই। সেইরূপ সদ্রূপে দ্রব্যগুণাদি পরস্পর অভিন্নই বটে। আর দ্রব্যাদিতে সত্ত্বধর্ম্মের কল্পনা করিলেও সর্ব্বপদার্থের সাক্ষিরূপে স্বপ্রকাশ সদ্রূপপদার্থের অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং এক সদ্রূপ পদার্থের দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের উপপত্তি হইলে সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম ও তাহার সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া গৌরব স্বীকার করা উচিত হয় না। অতএব ভেদসিদ্ধির দুরবধারণতাপ্রযুক্ত দ্রব্যগুণাদির পরস্পর অভেদের আপত্তি ভেদের সাধক হয় না বলিয়া এবং অভেদের বাধক কেহ না থাকায় লাঘববশতঃ সদ্রূপেই যাবতীয় বস্তুর অভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু দ্রব্যাদিতে সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম কল্পিত হয় না। কল্পিত ও অকল্পিতের সেই অভেদও বাস্তব হইতে পারে না বলিয়া তাহাও আধ্যাসিকই হইবে।

তাৎপর্য্য—নৈয়ায়িকগণের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টী ভাবপদার্থ। ইহাদের মধ্যে চতুর্থটীর নাম সামান্য; ইহাকে অপর কথায় জাতি বলা হয়। সেই সামান্য (জাতি) পর ও অপর ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে পরসামান্য বা পরা জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক, কারণ অন্যান্য জাতি তাহারই ব্যাপ্য এবং এইজন্য তাহাদের অপরসামান্য বা অপরা জাতি বলা হয়। তাঁহাদের মতে সত্তাজাতিই পরসামান্য বা পরা জাতি। এই সত্তা দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটীতে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে; এইজন্য সৎ বলিলে সত্তাসমবায়ী—এইরূপ অর্থ প্রতীত হয় এবং সত্ত্ব বলিতে সত্তাসমবায়িত্ব এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটী পদার্থে তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে থাকে না; তবে পরম্পরা সম্বন্ধে থাকে বটে। তাদৃশ সম্বন্ধকেই টীকায় তদ্রেকাশ্রয়ত্বসম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈদান্তিকগণ বলেন যে নৈয়ায়িকগণের এইরূপ উক্তি দুরুক্তি। কারণ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মবৃত্তি যে সত্তারূপ সামান্য, তাহা স্বীকার করিবার হেতু কি? দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ, কর্ম্ম সৎ—এই প্রকার প্রতীতির উপপত্তিবিধান করাই যদি উহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলিব যে, **সামান্য সৎ, বিশেষ সৎ, সমবায় সৎ**—এরূপও ত প্রতীতি হয়; সুতরাং **সৎ** এইরূপ যে প্রতীতি, তাহা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টী ভাবপদার্থে অনুগত বলিয়া ভাবপদার্থ-সাধারণ। আর তাহা হইলে উহা দ্রব্যাদি তিনটী পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম্ম, অপর তিনটী পদার্থের ধর্ম্ম নহে, এইরূপ বলিয়া প্রতীতির অপলাপ করিতে পার না। যদি কর, তাহা হইলে আমরাও বলিব যে, সত্তা যে দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি অর্থাৎ সত্তা যে কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটীতে অবস্থিত তাহা প্রমাণহীন, যেহেতু তাহা দ্রব্যাদি ছয়টী ভাবপদার্থেরই ধর্ম্ম। সুতরাং দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি যে সত্তা তাহা সৎ প্রতীতির সাধিকা নহে। আরও যদি সেই সত্তা কোথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং কোথাও পরম্পরা সম্বন্ধে সৎ প্রতীতির সাধিকা হয়, তবে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটী পদার্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আর দ্রব্যাদি তিনটী পদার্থে পরম্পরা সম্বন্ধেও ত সৎ প্রতীতির সাধিকা হইতে পারে। তাই টীকায় বলা হইয়াছে, "তাহার বিপরীতও ত সম্ভব হয়।" উক্ত মতে আরও দোষ এই যে—অনুভব অনুসারে দেখা যায়—**সৎ** এইরূপ প্রতীতিটী সর্ব্বত্র একরূপ—দ্রব্য সৎ, গুণ সৎ, কর্ম্ম সৎ, সামান্য সৎ, বিশেষ সৎ ও সমবায় সৎ—এইরূপে ছয়টী ভাবপদার্থেই **সৎ** এই প্রতীতি একই প্রকারের, কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু সত্তাজাতি দ্রব্যাদি-ত্রিকবৃত্তি এই মত স্বীকার করিলে—বলিতে হয় যে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মধ্যেই সত্তা সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে; সামান্যনামক চতুর্থপদার্থে উহা স্বরূপসম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থে উহা তদেকাশ্রয়ত্বসম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। এরূপ বলা অত্যন্ত অনুচিত; কেননা যে যে স্থলে প্রতীতির একরূপতা আছে সেই সেই স্থলে বিষয়ের একরূপতা থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত মত স্বীকার করিলে এই সার্ব্বজনীন অনুভবের অপলাপ করিতে হয়। তথাপি যদি দুরাগ্রহবশতঃ উক্ত মত পোষণ কর, তাহা হইলে তোমরা স্বসিদ্ধান্তে দ্রব্যত্বাদিরূপে যে **জাতি** স্বীকার কর, তাহার উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। কারণ, ইহা দ্রব্য, ইহা দ্রব্য, ইহা দ্রব্য—এই প্রকার অনুগত প্রতীতির একরূপতানিবন্ধন বিষয়ের একরূপতা আছে বলিয়াই ত দ্রব্যত্ব, গুণত্বাদি জাতি স্বীকার কর। কিন্তু

বিষয়ের একরূপতা বিনাই যদি প্রতীতির একরূপতা স্বীকার কর, তাহা হইলে একটী মাত্র জাতি কল্পনা না করিয়া দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কল্পনা অযৌক্তিক হয়। এই সমস্ত কারণে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, **সৎ** এই বস্তুটী সর্ব্বত্র অনুগত, এক ও অভিন্ন এবং তাহা প্রকাশস্বরূপ এবং দ্রব্যাদি সমস্ত পদার্থই তাহাতে অধ্যস্ত বলিয়া সেগুলি সদভেদে প্রতীত হয়। কারণ, দ্রব্য সৎ—এই কথা বলিলে দ্রব্য সৎ হইতে অভিন্ন, এইরূপ গুণ সৎ বলিলে গুণ সৎ হইতে অভিন্ন—এইরূপই বোধ জন্মিয়া থাকে। আর তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, **সৎ** ব্যতিরেকে দ্রব্যাদি পদার্থের পৃথক্ স্ফুরণ না থাকায় এবং **সৎ** এর স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের স্ফুরণ হওয়ায় উহারা **সৎ** পদার্থে অধ্যস্ত।

আর এই সৎ পদার্থ জ্ঞাতাবস্থা এবং অজ্ঞাতাবস্থা—উভয়েরই প্রকাশক। তাহা কেবল জ্ঞাতাবস্থারই ভাসক এরূপ বলিলে দোষ এই যে, তাহা হইলে অজ্ঞাতাবস্থা নিঃসাক্ষিকা হইয়া পড়ে। কারণ "আমি অচেতন হইয়াছিলাম, আমি নিজেকে এবং অন্য কাহাকেও জানিতে পারি নাই" এই প্রকার অজ্ঞাতাবস্থার প্রতীতির স্মরণের কোনরূপ উপপত্তি হয় না। উক্তরূপ প্রতীতি সার্ব্বত্রিকী এবং সাধারণী; অথচ উহার সাধক অন্য কোন প্রমাণ নাই। কারণ, সুষুপ্ত বা মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই ঐ প্রকার অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ না থাকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান নাই। সুতরাং অজ্ঞানই উক্ত প্রতীতির বিষয় এবং এই অজ্ঞানের গ্রাহকও সেই সদ্বস্তু। আর জ্ঞানাভাবই উক্ত প্রতীতির বিষয়, ইহাও বলা চলে না। কারণ, ভাব ও অভাবের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং জ্ঞানাভাবকে জ্ঞানের বিষয় বলিলে ব্যাঘাতদোষ হয় বলিয়া সাক্ষী জ্ঞানাভাবের গ্রাহক হয় না। বিশেষণতা প্রভৃতিকে অভাবের সম্বন্ধ বলা যায় না; কারণ তাহাতে গৌরব ও অনবস্থা দোষ হয়। এইজন্য বেদান্তবিৎ আচার্য্য, বলিয়াছেন—**সর্ব্বং বস্তু জ্ঞাততয়া বা অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য বিষয় এব**—সমস্ত পদার্থই জ্ঞাতরূপেই হউক অথবা অজ্ঞাতরূপেই হউক সক্ষিচৈতন্যের বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য। আর এই যে অজ্ঞাতাবস্থা ইহা জ্ঞানাভাবস্বরূপ নহে, কিন্তু ইহা ভাবরূপ অজ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ, যেহেতু 'জানিতে পারি নাই' বলিতে অজ্ঞানই প্রকাশিত হইতেছে। সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় নিখিল সংসারের লয় হইয়া যাওয়ায় সকলের কারণীভূত অজ্ঞানই বর্ত্তমান থাকে; আর তাহাই সাক্ষিচৈতন্যের বিষয় হয় বলিয়া অপরোক্ষানুভূত হইয়া থাকে। ঐ অপরোক্ষ অনুভূতিরই জাগ্রদবস্থায় স্মরণ হয়।

সত্ত্ব বলিতে যে সত্তাসমবায়িত্বরূপ অর্থ নহে, তাহার কারণ এই যে, **ঘট সৎ** এই কথা বলিলে ঘট সৎ হইতে অভিন্ন—এইরূপ যে প্রতীতি হয়, তাহাতে সৎ ও ঘটের অভেদই ভাসমান হয়। কিন্তু সৎ বলিতে যদি সত্তাসমবায়ী—এইরূপ অর্থ কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে—**ঘট সৎ** এই কথা বলিলে **সত্তাবিশিষ্ট ঘট** এইরূপ অর্থের বোধ হয় এবং এই প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং তাহাদের সম্বন্ধরূপ ভেদ ভাসমান হয়। কিন্তু আমারা দেখিতে পাই যে, **ঘট সৎ** বলিলে অভেদরূপ অর্থই স্বভাবতঃ প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এই অভেদ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য যদি কোন ভেদসম্বন্ধ কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত দুষ্ট কল্পনাই বলিতে হইবে। আরও কথা এই যে ভেদ বলিয়া কোন পদার্থ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ঘট এবং পট উভয়ে ভিন্ন অথবা ঘট পট হইতে ভিন্ন, ইত্যাদিরূপ অনুভবকেই ভেদের গ্রাহক বলিতে হইবে অর্থাৎ এতাদৃশ

স্থলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণকেই ভেদের প্রমাপক বলিতে হইবে; কিন্তু প্রত্যক্ষ ভেদের গ্রাহক হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা বিশিষ্টরূপে পদার্থের গ্রাহক হয়, তাহাই সবিকল্প, আর যাহা বিশেষণবিহীনভাবে পদার্থের গ্রাহক হয়, তাহা নির্ব্বিকল্পপ্রত্যক্ষ। সবিকল্পক বুদ্ধি ভেদের গ্রাহক হইতে পারে না; কারণ, তাহা 'ইহা ঘট, ইহা পট' এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর যে জ্ঞান যে আকারে উৎপন্ন হয়, তাহা সেইটুকুমাত্রই সিদ্ধ করে, তাহার অধিক নহে। 'ইহা ঘট, ইহা পট' ইত্যাদিরূপ যে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, তাহাতে ঘট এবং ঘটত্বের অথবা পট এবং পটত্বের বৈশিষ্ট্য ভাসমান হয়, অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট অথবা পটত্ববিশিষ্ট পট এইরূপেই ঘট বা পটের গ্রাহক হয়। ইহার মধ্যে ঘটকে ভেদ বলা যায় না, ঘটত্বকেও ভেদ বলা চলে না অথবা ঘট ও ঘটত্বের বৈশিষ্ট্যও ভেদ হইতে পারে না। সুতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ভেদের গ্রাহক হয় কি করিয়া? আরও 'ঘট পট হইতে ভিন্ন' এই প্রকার অনুভবই ত ভেদের সাধক? কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা করি—পট হইতে ঘটের যখন ভেদপ্রতীতি হয়, তখন ঘট ও পটের ভেদ ঘট ও পট হইতে ভিন্নভাবে প্রতীত হয় কিনা? যদি হয় তাহা হইলে কাহার দ্বারা তাহা ভিন্নভাবে প্রতীত হয়, অর্থাৎ সেই ভেদের ভেদগ্রাহক প্রমাণ কি, অর্থাৎ ঘট ও পটের যে পরস্পর ভিন্নতা বা ভেদ যাহা ঘটস্বরূপও নহে এবং পটস্বরূপও নহে কিন্তু তদতিরিক্ত, সেই অতিরিক্ততারূপ ভেদ ঘট ও পট হইতে ভিন্নভাবে গৃহীত হয় কিনা? যদি ভিন্নভাবে গৃহীত হয় তাহা হইলে সেই ভেদটী ঘট ও পট হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ভেদযুক্ত বলিয়া ঘটপটের পরস্পর ভেদের ন্যায় সেই ভেদের ও ভিন্নতা অর্থাৎ ভেদ অবশ্যই প্রমাণের দ্বারাই গৃহীত হইবে। সেই দ্বিতীয় ভেদটী কোন্ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয়? সেই দ্বিতীয় ভেদটী কি প্রথম ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রতীত হয় অথবা অন্য একটী প্রত্যয়ের দ্বারা গৃহীত হয়? যদি প্রথম ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষের দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়, তাহা হইলে নিজের ভেদ প্রতীতি নিজের সাপেক্ষ হওয়ায় আত্মাশ্রয় নামক দোষ হয়। আর যদি অন্য একটী প্রত্যয়ের দ্বারা সেই ভেদের ভেদ প্রতীত হয়, তাহা হইলে সেই ভেদটীরও ভেদ প্রতীতি নির্ব্বাহের জন্য অপর একটী ভেদ প্রত্যয় আবশ্যক হয়; ফলে একটী ভেদ সিদ্ধির জন্য অনন্ত ভেদ এবং তদ্গ্রাহক প্রমাণ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অনবস্থা প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কারণ প্রত্যেকটী ভেদ অপর একটী ভেদ না থাকিলে সিদ্ধ হয় না এবং তদ্গ্রাহক প্রমাণ না থাকিলে তাহাও সিদ্ধ হয় না। এই প্রকারে একটী ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য অনন্তভেদ এবং অনন্ত প্রমাণ কল্পনা করিতে হয়। আর যদি সেই ভেদ ঘটপটাদি হইতে ভিন্নভাবে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে ভেদ ঘটস্বরূপ হইয়া যায়। আর তাহা হইলে একই ঘটে ভিন্নতা বোধ হওয়া উচিত অর্থাৎ একটী ঘটকে স্বতঃই (আপনাকে আপনা হইতেই) ভিন্ন বলিতে হয়। ইহাতে যদি বল ভেদ স্বরূপসম্বন্ধে বস্তুতে থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—স্বরূপটী কি ভেদের অন্তর্ভূত অর্থাৎ ঘটাদি বস্তুই কি ভেদস্বরূপ অথবা ভেদটী স্বরূপের অন্তর্ভূত অর্থাৎ ভেদই ঘটাদিস্বরূপ? ঐ স্বরূপটী যে ভেদের অন্তর্ভূত ইহা বলা চলে না; কেননা তাহা হইলে আর স্বরূপ বলিয়া ব্যবহার করা চলে না, কারণ তাহা ভেদস্বরূপ হইতেছে বলিয়া তাহাকে স্বরূপ না বলিয়া ভেদই বলা উচিত।

তথাচ যথা কস্মিংশ্চিদ্ দেশে কালে বাঽঘটস্য পটাদেঃ ন দেশান্তরে কালান্তরে বা ঘটত্বম্। এবং কস্মিংশ্চিদ্ দেশে কালে বা ঘটস্য অন্যত্রাঘটত্বং শক্রেণাপি ন শক্যতে সম্পাদয়িতুং, পদার্থস্বভাবভঙ্গাযোগাৎ। এবং কস্মিংশ্চিদ্ দেশে কালে বা অসতো দেশান্তরে কালান্তরে বা সত্ত্বং কস্মিংশ্চিদ্ দেশে কালে বা সতঃ অন্যত্রাসত্ত্বং ন শক্যতে সম্পাদয়িতুং যুক্তিসাম্যাৎ। অত উভয়োঃ নিয়তরূপত্বমেব দ্রষ্টব্যম্ ইতি

কিন্তু তাহা কেহ বলে না এবং ঐরূপ অনুভবও হয় না। আর স্বরূপে ভেদ অন্তর্ভূত ইহা বলিলেও নিস্তার নাই; কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিযোগিঘটিত ভেদ স্বরূপে অন্তর্ভূত হয়। এরূপ বলিলে দাঁড়ায় এই যে, পটপ্রতিযোগিঘটিত যে ভেদ তাহা ঘটের স্বরূপেই অন্তর্ভূত অর্থাৎ ঘট এবং পট অভিন্ন। অর্থাৎ পট হইতে ঘটের ভেদ বলিলে ঘট ভেদের অনুযোগী এবং পট সেই ভেদের প্রতিযোগী। আর ভেদ উভয়নিষ্ঠ বলিয়া উভয়স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিযোগিস্বরূপ এবং অনুযোগিস্বরূপ হইয়া পড়ে, কারণ ভেদকে স্বরূপের অন্তর্ভূত বলা হইয়াছে। আর ঘট ও পটের মধ্যে যে ভেদ তাহা এক বই অনেক নহে। সুতরাং সেই একই ভেদ যখন ঘটস্বরূপ এবং পটস্বরূপ হইতেছে তখন ঘট ও পট ভিন্ন না হইয়া অভিন্নই হইয়া যায়। এইরূপে ভিন্নতাসাধন করিতে গিয়া অভিন্নতা সাধিত হইয়া পড়ে। অতএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ভেদের প্রমাপক নহে। আর নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষও ভেদ গ্রহণে অসমর্থ; কারণ, তাহা শুদ্ধ বস্তু-স্বরূপকেই গ্রহণ করিয়া থাকে; কোনরূপ ধর্ম্ম পুরস্কারে তাহা বস্তু গ্রহণ করে না। বৈশিষ্ট্যানবগাহী শুদ্ধবস্তুমাত্রবিষয়ক যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলা হয়। সুতরাং ইহাতে বস্তুর শুদ্ধ স্বরূপটী মাত্র বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু ভেদ ইহার বিষয় হয় না। কারণ ভেদ শুদ্ধস্বরূপাতিরিক্ত। অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ গৃহীত হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা ভেদ গৃহীত হয় না বলিয়া অনুমানও ভেদ প্রতিপাদন করিতে পারে না। আর শ্রুতি ত সর্ব্বপ্রকার ভেদ নিষেধ করিয়া এক নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ অখণ্ড বস্তুতেই পরিসমাপ্ত। এই ভেদবাদ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ভেদধিক্কার, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে বহু প্রকারে খণ্ডন করা হইয়াছে; সেই সমস্ত জটিল বিচারপ্রপঞ্চ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দুরূহ। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপমাত্র কথিত হইল। সুতরাং ভেদসাধক কোন প্রমাণ না থাকায় ভেদ অসিদ্ধ। অতএব 'ঘট সৎ,' 'পট সৎ' ইত্যাদি প্রকারে ঘটপটাদির যে সদভিন্নতা প্রতীতিসিদ্ধ সেই অভেদসম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য অপ্রামাণিক ভেদসম্বন্ধ কল্পনা করা অত্যন্ত অসমীচীন।

অনুবাদ—সুতরাং কোন দেশে বা কালে যাহা ঘট-ভিন্ন পটাদি তাহা যেমন অন্য দেশে অথবা অন্য কালে ঘটে পরিণত হয় না, এইরূপ কোন দেশে অথবা কালে যাহা ঘট, তাহাকে দেশান্তরে বা কালান্তরে অঘটে পরিণত করিতে ইন্দ্রও সমর্থ হন না; কারণ, পদার্থের যাহা স্বভাব, তাহার ভঙ্গ অর্থাৎ নাশ হয় না। ঠিক্ এইরূপ যাহা কোন স্থানে কিংবা কোন সময়ে অসৎ, তাহাকে স্থানান্তরে বা সময়ান্তরে সৎরূপে পরিণত করিতে, অথবা যাহা কোন দেশে বা কোন কালে সৎ, তাহাকে দেশান্তরে বা কালান্তরে অসতে পরিণত করিতে পারা যায় না; যেহেতু উভয় পক্ষেই যুক্তি সমান। এই হেতু উভয়ের অর্থাৎ সৎ ও অসতের স্বরূপ যে নিয়ত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বা একরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে।

"অদ্বৈতসিদ্ধৌ" বিস্তরঃ।১৬ অতঃ সদেব বস্তু মায়াকল্পিতাসন্নিবৃত্ত্যা অমৃতত্বায় কল্পতে, সন্মাত্রদৃষ্ট্যা চ তিতিক্ষাঽপি উপপদ্যত ইতি ভাবঃ।১৭—১৬

অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিয়াছি।১৬ অতএব সৎ (পরমার্থ সৎস্বরূপ) বস্তুই, মায়াকল্পিত অসতের নিবৃত্তিতে অমৃতত্বের (মোক্ষের) যোগ্য হন অর্থাৎ (সৎবস্তু) পরমার্থতঃ অমৃতস্বরূপ হইলেও মায়াবশে তাহাতে যে সংসারিত্ব আরোপিত হয়, মায়ার নিবৃত্তি হইলে যখন সেই আরোপিত সংসারধর্ম্মেরও নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার স্বরূপ প্রকটিত হয়; ইহাই তাহার অমৃতত্বপ্রাপ্তি। আর সন্মাত্রদৃষ্টিবশতঃ তিতিক্ষাও সম্পন্ন হয় অর্থাৎ একমাত্র সদ্বস্তুই সৎ, শীতোষ্ণাদি-প্রপঞ্চ সৎ নহে, ইহা বুঝিলে অনায়াসেই শীতোষ্ণাদির সহনে সামর্থ্য উৎপন্ন হয়—ইহাই ভাবার্থ।১৭—১৬।

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। আচ্ছা, পুরুষ না হয় এক হইল, কিন্তু এই পুরুষ দ্রষ্টা যখন সত্য তখন তাঁহার দৃশ্য জড়জগৎও সত্য। তাহা হইলে সুখ দুঃখ প্রভৃতি সবই সত্য হইল। মিথ্যাবস্তু অর্থাৎ যাহা নাই, কেবলমাত্র অজ্ঞানবশতঃ যাহা ভাসে, তাহাই সত্য জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হয়। কিন্তু জড়জগৎ যখন সত্য, সুখ দুঃখ প্রভৃতি যখন সত্য, তখন ত আর জ্ঞানোদয়ে তাহা তিরোহিত হইবে না,—তবে কেমন করিয়া তিতিক্ষা সম্ভব হইবে ?

উঃ। জগৎ সত্য নহে। নিখিল প্রপঞ্চ আত্মাতে কল্পিত। শুক্তিতে যেমন রজত কল্পিত হইয়া মিথ্যারজত ভাসে, মিথ্যাজগৎ তেমনি আত্মাতে কল্পিত হইয়া ভাসে। সুতরাং আত্মার জ্ঞান হইলেই তাহাতে অধ্যস্ত যে জগৎ তাহার বিনাশ হয়।

প্র। আত্মাও প্রতীত হয়, অনাত্মাও প্রতীত হয়। অনাত্মা মিথ্যা হইলে আত্মা কেন মিথ্যা হইবে না ? আর আত্মা সত্য হইলে অনাত্মাও কেন সত্য হইবে না ? তাহাদের উভয়ের পার্থক্য কোথায় ?

উঃ। আত্মা সৎ আর অনাত্মা অসৎ—ইহাই তাহাদের পার্থক্য।

প্রঃ। অসৎ কাহাকে বলে ?

উঃ। যাহা দেশ, কাল এবং বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ—অর্থাৎ যাহা একদেশে অর্থাৎ এখানে আছে, অন্যদেশে অর্থাৎ সেখানে নাই তাহা অসৎ; যাহা এখন আছে তখন নাই তাহাও অসৎ। যাহা সসীম, অর্থাৎ যাহার তুল্য বা যাহা হইতে ভিন্ন অন্য বস্তু আছে এবং যাহার স্বগত ভেদ আছে অর্থাৎ যাহার অংশাংশিভাব আছে তাহাও অসৎ। কোনও প্রকার পরিচ্ছেদ যাহার আছে—তাহাই অসৎ। এখানে 'অসৎ' বলিতে যাহার অস্তিত্ব নাই এরূপ বুঝাইতেছে না। 'অসৎ' বলিতে পরিচ্ছিন্নকেই বুঝাইতেছে।

প্রঃ। দেশ পরিচ্ছেদ, কাল পরিচ্ছেদ, এবং বস্তু পরিচ্ছেদ—ইহাদের পৃথক্ নির্দ্দেশ হইল কেন ?

উঃ। কোনও বস্তু দেশপরিচ্ছিন্ন হইলেও কালপরিচ্ছিন্ন না হইতেও পারে—যেমন, নৈয়ায়িকদের পরমাণু। আবার সাংখ্য পুরুষ বা প্রকৃতি দেশপরিচ্ছিন্ন কিম্বা কালপরিচ্ছিন্ন না হইয়াও বস্তু পরিচ্ছিন্ন, কেন না একটী পুরুষ অপর পুরুষ হইতে ভিন্ন এবং প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন।

প্রঃ। শীতোষ্ণাদি নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ অনুভূত হয়, দৃশ্য হয়, অথচ তাহারা অসৎ অর্থাৎ তাহাদের সত্তা নাই, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়?

উঃ। সত্তা বলিতে আমরা পারমার্থিক সত্তা বলিতেছি। যাহার কোনও প্রকার পরিচ্ছেদ নাই তাহাই পারমার্থিক সৎ; যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই সৎ—সুতরাং যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা অসৎ হইবেই। পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন পরস্পর বিরোধী—সুতরাং তাহারা একত্র থাকিতে পারে না। যাহা সৎ তাহার কুত্রাপি ব্যভিচার নাই অর্থাৎ তাহা সর্ব্বত্রই অনুগত থাকে। আর যাহা অসৎ তাহা ব্যভিচারী অর্থাৎ তাহা কোথাও এবং কখনও থাকে, অন্যত্র এবং অন্য সময়ে থাকে না। এই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুগত বস্তুকে যদি সৎ বলা হয়, তাহা হইলে যাহা এইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুগত নহে এমন যে জগতের দৃশ্যবস্তু তাহাকে অসৎ বলিতেই হইবে। সুতরাং দৃশ্যবস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই বলিয়াই তাহাদিগকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে।

প্রঃ। কোনও একটী স্থানে অভাব হইলেই যদি বস্তুকে 'অসৎ' বলিতে হয় তাহা হইলে ত 'সৎ'কেও 'অসৎ' বলিতে হয়।

উঃ। কেন?

প্রঃ। যে বস্তু তুচ্ছ অর্থাৎ যাহা নাই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, শশবিষাণ প্রভৃতি, ইহাদের ত সত্তা নাই, 'সৎ' ত এখানে অনুগত নহে, তাহা হইলে এখানে ত 'সৎ' এরও অভাব হইল। অভাব হইলেই যদি অসৎ হয় তাহা হইলে 'সৎ'কেও অসৎ বলিবে না কেন?

উঃ। যাহার সত্তাসম্বন্ধই নাই—যাহা একেবারে তুচ্ছ বলিয়া সৎরূপে প্রতীপ হইতেই পারে না—এমন যে তুচ্ছ আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি, তাহার দ্বারা 'সৎ'এর ব্যাভিচার বা অভাব সিদ্ধ হয় না। একটী সৎ বস্তু হইতে অপর সৎ বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয়—তুচ্ছ পদার্থ হইতে কোনও বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয় না। সৎ বস্তু একটী মাত্র—দুইটী সৎবস্তু নাই—তাই 'সৎ' এর অভাব হইতে পারে না।

প্রঃ। ঘট সৎ, পট সৎ ইত্যাদি কত বস্তুই সৎ রহিয়াছে, তবে দুইটী সৎ বস্তু নাই কেন?

উঃ। ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু ভিন্ন হইলেও উহাদের মূলে অনুগত যে 'সৎ' তাহা একরূপই এবং একটীই; পারমার্থিক 'সৎ' একটীই বটে।

প্রঃ। সকল প্রতীতির মূলে যে সৎ—এই সৎকে বস্তু বলিব কেন? ইহা কোনও বস্তু নহে। এই 'সৎ'ত্ব পরাসামান্য বা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি, ইহা সকলবস্তুতে বর্ত্তমান সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জন্যই দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে সদ্‌ব্যবহার হইয়া থাকে। তুমি যে 'সৎ'এর কথা বলিতেছ, উহা কোনও বস্তু নহে। ঘট যখন উৎপন্ন হয় তখন ঘট সৎ, আবার ঘট যখন নষ্ট হয়—তখন ঘট অসৎ—অতএব সৎ এর অভাব হয় না কেমন করিয়া বলা যায়?

উঃ। এইরূপ ভ্রম বা বিপর্য্যয় কুতার্কিকগণেরই উপস্থিত হয়। তত্ত্বদর্শিগণ 'সৎ' এর

পারমার্থিকরূপ এবং 'অসৎ' এর ব্যাভিচারিরূপ দর্শন করেন; শ্রুতি সৎকে ত্রিকালস্থিত সত্য বলিয়াছেন এবং অসৎ প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিকারকে অসত্য বলিয়াছেন। এই সৎকে সামান্ত বা জাতি বলা যায় না। নৈয়ায়িকদের মতে সত্তারূপ জাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে অবস্থিত, কিন্তু সামান্ত, বিশেষ প্রভৃতিতে ঐ জাতি অবস্থিত থাকে না। কিন্তু আমাদের সৎ সমস্ত প্রতীতির মূলে রহিয়াছে। তাই আমাদের সৎকে নৈয়ায়িকদের পরাজাতি বলা যায় না। ঘটাদি দ্রব্য সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সামান্ত, বিশেষ প্রভৃতিও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। প্রতীতি সমান অথচ একটীতে সত্তা জাতি আছে অপরটীতে সত্তা জাতি নাই এইরূপ বলা যায় না।

প্রঃ। কেন?

উঃ। তাহা হইলে জাতিত্বই সিদ্ধ হইবে না। কারণ প্রতীতির একরূপত্ব দেখিয়াই বিষয়ের এক জাতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি এখানে 'সৎ' 'সৎ' এইরূপ প্রতীতির একত্ব থাকা সত্ত্বেও একটী সত্তা সামান্তের আধার, অপরটী নহে—এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে জাতি মাত্রই উচ্ছন্ন হইবে অর্থাৎ অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে।

প্রঃ। তুমি তবে কি বলিতে চাও?

উঃ। আমি বলি 'সৎ' একটীমাত্র বস্তু। 'সৎ' 'সৎ' এইরূপ সমান প্রতীতিই সর্ব্বত্র হয়। তাই সৎ বস্তুটী সর্ব্বত্র একরূপেই দেখা যায় এবং ইহা অভেদেরই প্রতিপাদক। ভেদের সিদ্ধিই হয় না।

প্রঃ। ঘট হইতে পট ভিন্ন, মঠ হইতে ঘট ভিন্ন, সর্ব্বত্র ভেদেরই ত প্রতীতি হয়। ভেদ সিদ্ধ হয় না ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? বরং জগতে অভেদই দেখা যায় না।

উঃ। ঘট যখন দেখা যায়—তখন মাত্র ঘটেরই বোধ হয়। পট যখন দেখা যায় তখন পটেরই বোধ হয়; ঘট হইতে পটের যে ভিন্নতা বা ভেদ ইহা কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। ঘট হইতে পটের যে ভেদ তাহা কেমন করিয়া গৃহীত হইবে?

প্রঃ। ঘট দেখিবার কালে এবং পট দেখিবার কালে ঘট হইতে পটের ভেদ অনুভূত না হইলেও, এই ভেদের অনুভব একটী পৃথক্ অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

উঃ। এই ভেদের অনুভব যে অপর অনুভব হইতে ভিন্ন তাহাও ত গ্রহণ করিতে হইবে? সেই ভেদকে কে গ্রহণ করিবে? অতএব অনবস্থা আসিয়া পড়িবে। সুতরাং ভেদ অসিদ্ধ।

প্রঃ। তবে ভেদকে কি বলিবে?

উঃ। ভেদ কল্পিত, এক অভিন্ন সৎই পারমার্থিক সত্য। এই সৎ এর সহিত অভিন্ন ভাবেই কল্পিত ভেদের প্রতীতি হয়। ভেদের পারমার্থিকত্ব নাই—উহা কল্পিত মাত্র।

প্রঃ। মানিলাম না হয় যে জগতের বস্তু এবং বস্তুগত ভেদ সব কল্পিত ও অসৎ, কিন্তু তাহাতে আমাদের মূল বিষয়ের কি লাভ হইল?

উঃ। জাগতিক বস্তু সব যখন কল্পিত, তখন তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে এই কল্পিত বস্তুর কল্পিতত্ব বোধ হয় এবং তখন সৎবস্তুই একমাত্র পরমার্থ ইহাই অনুভূত হয়, এবং মায়ার ভ্রম কাটিয়া যাইয়া অমৃতত্ব লাভ হয়। শীতোষ্ণাদি কিছুই পারমার্থিক নহে এই জ্ঞান দৃঢ় হয় বলিয়া তিতিক্ষাও লাভ হয়।

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭

অন্বয়ঃ—অবিনাশি তু তৎ বিদ্ধি [কিং তৎ ?] যেন ইদং সর্ব্বম্ ততম্। অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কশ্চিৎ কর্ত্তুং ন অর্হতি। অর্থাৎ যাহা দ্বারা এই সমুদায় সাক্ষিরূপে ব্যাপ্ত, সেই আত্মস্বরূপকে কিন্তু অবিনাশী বলিয়াই জানিবে। যেহেতু কেহই এই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না।১৭

নমু এতাদৃশস্য সতো জ্ঞানাদ্ভেদে পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তেঃ জ্ঞানাত্মকত্বম্ অভ্যুপেয়ম্। তৎ চ অনাধ্যাসিকম্ অন্যথা জড়ত্বাপত্তেঃ। তথাচ অনাধ্যাসিকজ্ঞানরূপস্য সতো ধাত্বর্থত্বাৎ উৎপত্তিবিনাশবত্ত্বং ঘটজ্ঞানম্ উৎপন্নং ঘটজ্ঞানং নষ্টমিতি প্রতীতেশ্চ।১ এবং চ অহং ঘটং জানামীতিপ্রতীতেঃ তস্য সাশ্রয়ত্বং সবিষয়ত্বং চেতি দেশকালবস্তুপরিচ্ছিন্নত্বাৎ স্ফুরণস্য

অনুবাদ—ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে এতাদৃশ সৎপদার্থ যদি জ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সৎপদার্থ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে বস্তুপরিচ্ছেদ আসিয়া পড়ে বলিয়া তাহার জ্ঞানাত্মকতা স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ তাহাকে জ্ঞানাত্মক বলিতে হয়। সৎপদার্থের সেই যে জ্ঞানাত্মকতা তাহা অনাধ্যাসিক অর্থাৎ শুদ্ধ সৎস্বরূপ; কারণ তাহা না হইলে তাহার জড়ত্বপ্রসঙ্গ হয়; অর্থাৎ অধ্যাসবশতঃ সৎপদার্থ জ্ঞানে কল্পিত হয় বলিলে কল্পিত ও অকল্পিতের বাস্তব অভেদ সম্ভব নহে বলিয়া সৎপদার্থ জ্ঞানভিন্ন বলিয়া জড় হইবে; সুতরাং সৎপদার্থের জ্ঞানাত্মকতা অনাধ্যাসিক (অকল্পিত) বলিতে হইবে। তাহা হইলেই অর্থাৎ সৎপদার্থের অনাধ্যাসিকজ্ঞানস্বরূপতা স্বীকার করিলেই অনাধ্যাসিক জ্ঞানস্বরূপ ঐ সতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া পড়ে; যেহেতু উহা ধাত্বর্থ অর্থাৎ ক্রিয়াস্বরূপ। (তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানাভিন্ন ঐ সৎ ও ক্রিয়াস্বরূপ হইবে। আবার ক্রিয়া কর্ত্তৃজন্য বলিয়া উৎপত্তিবিনাশশীল হওয়ায় ক্রিয়াস্বরূপ ঐ সৎও উৎপত্তিবিনাশশীল হইয়া পড়ে।) আর ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইল, ঘটজ্ঞান নষ্ট হইল ইত্যাদিরূপ অনুভব হেতুও জ্ঞানাভিন্ন ঐ সতের উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার করিতে হয়।১ তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানাভিন্ন সৎপদার্থ 'জ্ঞা'ধাত্বর্থস্বরূপ হওয়ায় এবং ধাত্বর্থ কর্ত্তৃজন্য বলিয়া উৎপত্তিবিনাশশীল হওয়ায় এবং **আমি ঘট জানিতেছি** এই প্রকার প্রতীতি হয় বলিয়াও, সেই জ্ঞান যে সাশ্রয় ও সবিষয় অর্থাৎ তাহার যে আশ্রয়ও আছে, এবং তাহার যে বিষয়ও আছে, (তন্মধ্যে জ্ঞাতাই জ্ঞানের আশ্রয় এবং জ্ঞেয়পদার্থই জ্ঞানের বিষয়) তাহাও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ('আমি জানি অন্যে নহে' এই প্রকার প্রতীতি হয় বলিয়া দেশপরিচ্ছেদ এবং 'এক্ষণে জানিতেছি তখন জানি নাই' এইরূপ প্রতীতি বলে কালপরিচ্ছেদ আর 'জ্ঞানটী এক এবং তাহার জ্ঞেয় অন্য' এই প্রকার প্রতীতিহেতু বস্তু পরিচ্ছেদ থাকায়) দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া স্ফুরণস্বরূপ জ্ঞানাত্মক সৎপদার্থ কিরূপে দেশ, কাল

কথং তদ্রূপস্য সতো দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—২ বিনাশো দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা পরিচ্ছেদঃ, সোঽস্য অস্তীতি বিনাশি পরিচ্ছিন্নং, তদ্বিলক্ষণম্ "অবিনাশি" সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্যং "তু" এব "তৎ" সদ্রূপং স্ফুরণং ত্বং "বিদ্ধি" জানীহি।৩ কিং তৎ? "যেন" সদ্রূপেণ স্ফুরণেন একেন নিত্যেন বিভুনা "সর্ব্বমিদং" দৃশ্যজাতং স্বতঃ সত্তাস্ফূর্ত্তিশূন্যং "ততং" ব্যাপ্তং স্বসত্তাস্ফূর্ত্ত্যধ্যাসেন রজ্জুশকলেনেব সর্পধারাদি স্বস্মিন্ সমাবেশিতং, তৎ অবিনাশ্যেব বিদ্ধি ইত্যর্থঃ।৪ কস্মাৎ যস্মাৎ? "বিনাশং" পরিচ্ছেদম্ "অব্যয়স্য" অপরিচ্ছিন্নস্য "অস্য" অপরোক্ষস্য সর্ব্বানুস্যূতস্য স্ফুরণরূপস্য সতঃ "কশ্চিৎ" কোঽপি আশ্রয়ো বা বিষয়ো বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপো হেতুর্বা "ন কর্ত্তুমর্হতি" সমর্থো ন ভবতি, কল্পিতস্যাকল্পিতপরিচ্ছেদকত্বাযোগাৎ।৫ আরোপমাত্রে চেষ্টাপত্তেঃ।৬

ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদবিহীন হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে **অবিনাশী** ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন।২ বিনাশ অর্থ—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদ; তাহা যাহার আছে, তাহাই বিনাশী সুতরাং বিনাশী অর্থ পরিচ্ছিন্ন। যে পদার্থ তাহার বিপরীত, তাহাই অবিনাশী; সুতরাং **অবিনাশী** অর্থ—সকল প্রকার পরিচ্ছেদরহিত। **তু** ইহার অর্থ **এব** (নিশ্চয়)। **তৎ**—সেই সৎস্বরূপ স্ফুরণ পদার্থটী যে সকল প্রকার পরিচ্ছেদরহিত, তাহাই তুমি জানিও।৩ সেই বস্তুটী কি? উত্তর—যে এক নিত্য, বিভু সৎস্বরূপ স্ফুরণ (প্রকাশ) নিজের সত্তা ও স্ফুরণের (প্রকাশের) আরোপ দ্বারা স্বভাবতঃ সত্তা ও স্ফুরণশূন্য (প্রকাশহীন) এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সমূহকে **ততং**—ব্যাপ্ত করিয়া আছেন—যিনি রজ্জুখণ্ডে সর্পধারাদির ন্যায় নিজেতেই সমস্ত দৃশ্যপদার্থকে সমাবেশিত (আরোপিত) করিয়া রহিয়াছেন; সেই পদার্থটীকে অবিনাশী বলিয়াই জানিবে। [**তাৎপর্য্য**—অধ্যস্ত পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রকাশ না থাকায় তাহা স্বীয় অধিষ্ঠানের সহিত একীভূত হইয়াই সৎ এবং প্রকাশশীল বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং অধিষ্ঠানের সত্তাই আরোপ্যমাণ (অধ্যস্ত) বস্তুর সত্তা এবং অধিষ্ঠানের প্রকাশই আরোপ্যমাণের প্রকাশ। এই জগৎও অধ্যস্ত বলিয়া তাহার স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রকাশ নাই। সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সত্তাতেই জগতের সত্তা এবং তাঁহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ। অর্থাৎ মায়াকল্পিত এই প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বরূপ চিদ্বস্তু সৎ বলিয়াই তদধ্যস্ত জগৎ অ-সৎ হইলেও (সৎ না হইলেও) সদ্বৎ প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ অ-সৎ জগৎকেও সৎ বলিয়া মনে হয়; এবং জগতের স্ফুরণ বা প্রকাশ না থাকিলেও চিদ্বস্তুর প্রকাশে জগৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহার সত্তা ও স্ফুরণবশতঃ অপরাপর সমস্ত পদার্থ সৎ এবং স্ফুরণশীল বলিয়া প্রতীত হয়, সেই পদার্থটীকে তুমি অবিনাশীই জানিবে।]৪ ইহার কারণ কি? উত্তর—যেহেতু **বিনাশং**—পরিচ্ছেদ, **অব্যয়স্য**—অপরিচ্ছিন্ন, **অস্য**—অপরোক্ষ সর্ব্বানুস্যূত স্ফুরণরূপ অর্থাৎ প্রকাশাত্মক সৎ বস্তুর **"কশ্চিৎ"**—কেহ অর্থাৎ আশ্রয়ই হউক, কিংবা বিষয়ই হউক অথবা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপ হেতুই হউক **"ন কর্ত্তুম্ অর্হতি"**—করিতে সমর্থ হয় না, যে হেতু কল্পিত বস্তু অকল্পিত বস্তুর পরিচ্ছেদক হইতে পারে না।৫ আর যদি উহাকে কেবলমাত্র আরোপ বলা হয় অর্থাৎ কল্পিত বস্তুর দ্বারা অকল্পিত বস্তুর ঐ যে

অহং ঘটং জানামীত্যত্র অহঙ্কার আশ্রয়তয়া ভাসতে, ঘটস্তু বিষয়তয়া, উৎপত্তিবিনাশবতী কাচিদহঙ্কারবৃত্তিস্তু সর্ব্বতো বিপ্রসৃতস্য সতঃ স্ফুরণস্য ব্যঞ্জকতয়া, আত্মমনোযোগস্য পরৈরপি জ্ঞানহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ, তদুৎপত্তিবিনাশেনৈব চ তদুপহিতে স্ফুরণরূপে সত্যুৎপত্তিবিনাশপ্রতীত্যুপপত্তেঃ নৈকস্য স্ফুরণস্য স্বত উৎপত্তিবিনাশকল্পনা-প্রসঙ্গঃ ধ্বন্যবচ্ছেদেন শব্দবৎ, ঘটাদ্যবচ্ছেদেনাকাশবচ্চ।৭ অহঙ্কারস্তু তস্মিন্নধ্যস্তোঽপি তদাশ্রয়তয়া ভাসতে, তদ্বৃত্তিতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ।৮ সুষুপ্তাবহঙ্কারাভাবেঽপি তদ্বাসনা-বাসিতাজ্ঞানভাসকস্য চৈতন্যস্য স্বতঃ স্ফুরণাৎ, অন্যথৈতাবন্তং কালমহং কিমপি নাজ্ঞাসিষমিতি সুপ্তোত্থিতস্য স্মরণং ন স্যাৎ।৯ নচোত্থিতস্য জ্ঞানাভাবানুমিতিরিয়মিতি

পরিচ্ছেদ উহাকে যদি কেবলমাত্র আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস বা ভ্রম বলা হয় অর্থাৎ তত্ত্বতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অজ্ঞানবশতঃ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে ইষ্টাপত্তিই হইবে অর্থাৎ তাহা সিদ্ধান্তসম্মতই হইবে।৬ 'অহং ঘটং জানামি' অর্থাৎ আমি ঘট জানিতেছি (এই যে জ্ঞান) ইহার মধ্যে অহঙ্কার (জ্ঞানের) আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়, আর ঘট (সেই জ্ঞানের) বিষয়রূপে অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থাকারে প্রকটিত হইয়া থাকে। আর অহঙ্কারের অর্থাৎ অহমিত্যাকার অন্তঃকরণের উৎপত্তিবিনাশযুক্ত বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ সর্ব্বতোব্যাপ্ত স্ফুরণাত্মক (প্রকাশস্বরূপ) সৎ পদার্থের অভিব্যঞ্জকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার হেতু এই যে অন্যবাদিগণ অর্থাৎ তার্কিকাদিরা যখন আত্মমনঃসংযোগকে জ্ঞানের হেতু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সেই সংযোগের উৎপত্তি এবং বিনাশবশতঃ, যখন তদুপহিত স্ফুরণাত্মক সৎপদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের যে প্রতীতি জন্মে তাহার উপপত্তি হইয়া যায়, তখন আর স্ফুরণাত্মক সৎপদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের প্রসঙ্গই হইতে পারে না। যেমন শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশজ্ঞান ধ্বন্যবচ্ছেদে অর্থাৎ শব্দের উপাধিস্বরূপ ধ্বনিকে লইয়াই চরিতার্থ হয় (সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে শব্দের উৎপত্তি এবং বিনাশের প্রসঙ্গ হয় না), কিংবা আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশবিষয়ক জ্ঞান ঘটাদ্যবচ্ছেদে অর্থাৎ আকাশের উপাধিস্বরূপ যে ঘটাদি তাহাকে লইয়াই চরিতার্থ হইয়া থাকে (সুতরাং তদ্দ্বারা আকাশের উৎপত্তি কিংবা বিনাশ প্রমাণিত হয় না), এস্থলেও সেইরূপ।৭

আর যদিও অহঙ্কার তদধ্যস্ত অর্থাৎ সেই স্ফুরণাত্মক সৎপদার্থেই অধ্যস্ত সুতরাং স্ফুরণই অহঙ্কারের আশ্রয় তথাপি অহঙ্কার সেই স্ফুরণাত্মক সৎপদার্থেরই আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়, কারণ অহঙ্কারের বৃত্তির সহিত স্ফুরণের তাদাত্ম্যাধ্যাস হইয়া থাকে। অর্থাৎ অহঙ্কারের বৃত্তি অহঙ্কারের ধর্ম্ম; সেই বৃত্তিতে চিৎ প্রতিবিম্বিত হয়; একারণে অহঙ্কার যেমন বৃত্তির আশ্রয় হয় সেইরূপ সেই বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যেরও তাহা আশ্রয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে; কারণ তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ বৃত্তি ও তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য জলসূর্য্যাদির ন্যায় অভেদে ভাসমান হয়।৮ (বস্তুতঃ অহঙ্কার স্ফুরণের আশ্রয় নহে) যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কার না থাকিলেও সেই অহঙ্কারের বাসনায় (সংস্কারে) বাসিত অর্থাৎ সংস্কারযুক্ত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের ভাসক

বাচ্যং সুষুপ্তিকালরূপপক্ষাজ্ঞানাল্লিঙ্গাসম্ভবাচ্চ।১০ অস্মরণাদের্ব্যভিচারিত্বাৎ।১১ স্মরণাজনকনির্বিকল্পকাদ্যভাবাসাধকত্বাচ্চ।১২ জ্ঞানসামগ্র্যভাবস্য চান্যোন্যাশ্রয়গ্রস্তত্বাৎ।১৩ তথাচ শ্রুতিঃ,—"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্নৈতৎ দ্রষ্টব্যংন পশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বা"দিত্যাদিঃ (বৃহদারণ্যক—৪।৩.২৩) সুষুপ্তৌ প্রকাশস্ফুরণসদ্ভাবং তন্নিত্যতয়া দর্শয়তি। ১৪

অর্থাৎ প্রকাশক চৈতন্য তৎকালে স্বতঃই অর্থাৎ অনাশ্রিতভাবেই পরিস্ফুরিত (প্রকাশিত) হইতে থাকে; তাহা যদি না হইত তাহা হইলে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির—'আমি এতক্ষণ কিছুই জানি নাই' ইত্যাকার স্মরণ হইত না।৯ আর, ইহা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানাভাবের অনুমানমাত্র—একথা বলাও সঙ্গত হইবে না, কারণ (এতাদৃশ অনুমিতিতে) সুষুপ্তিকালরূপ 'পক্ষ' অজ্ঞাত থাকে, (যে হেতু পরমতে তখন জ্ঞান নাই), এবং অনুমানের 'লিঙ্গ'ও (হেতুও) অসম্ভব হইয়া থাকে।১০ কারণ, অস্মরণাদিরূপ যে 'হেতু' তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে।১১ আর উহা অর্থাৎ অস্মরণ স্মরণাজনক নির্বিকল্পকাদি জ্ঞানের অভাব সাধনও করিতে পারে না।১২ আর জ্ঞানসামগ্রীর অভাবও অন্যোন্যাশ্রয়গ্রস্ত অর্থাৎ তাহাও হেতু হইতে পারে না, কারণ তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় হইয়া পড়ে। আর "যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি" অর্থাৎ তাহা যে দেখিতেছে না (ইহাতে বুঝিতে হইবে যে) তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না, যেহেতু দ্রষ্টার (আত্মার) দৃষ্টির (জ্ঞানের) বিপরিলোপ অর্থাৎ উচ্ছেদ বা বিনাশ নাই, কারণ তাহা অবিনাশী"—ইত্যাদি শ্রুতিও স্বয়ম্প্রকাশ স্ফুরণের (চৈতন্যের) নিত্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সুষুপ্তি কালেও তাহার (সেই নিত্যদ্রষ্টা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অর্থাৎ জ্ঞানের) সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছেন (সুতরাং শ্রুতি অনুসারেও সুষুপ্ত্যাদি কালে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হয় না)।১৪

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বশ্লোকে "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই অংশে এবং তত্রত্য টীকায় বলা হইয়াছে যে সৎপদার্থের বিনাশ নাই। ইহাতে কোনও বাদী আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে পরিচ্ছিন্ন পদার্থমাত্রই যখন বিনাশী তখন সৎপদার্থকে অপরিচ্ছিন্নই বলিতে হইবে। আর উহাকে অপরিচ্ছিন্ন রাখিতে হইলে জ্ঞান হইতে অভিন্নই বলিতে হয়। অন্যথা জ্ঞান হইতে তাহার ভেদ থাকিলে সেই ভেদনিবন্ধন উহা পরিচ্ছিন্ন সুতরাং বিনাশীই হইয়া পড়ে। আবার সৎপদের ঐ যে জ্ঞানাভিন্নতা উহা আধ্যাসিক বা অজ্ঞানজন্য ভ্রম নহে, কেন না তাহা হইলে অভেদ অবাস্তব বা ভ্রম হওয়ায় জ্ঞান ও সৎপদার্থের ভেদই হইয়া পড়ে। সুতরাং তত্ত্বতঃ যদি সৎপদার্থ জ্ঞানাভিন্ন হয় তাহা হইলে জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল বলিয়া তদভিন্ন যে সৎপদার্থ তাহাও উৎপত্তিবিনাশশীল হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই উক্তি কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়?

ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ "অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইত্যাদি শ্লোকে অনুমানযোগে সৎপদার্থের অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এস্থলে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধটী প্রতিজ্ঞাবাক্য। তথায়—"যেন সর্ব্বমিদং ততম্"—ইহা 'পক্ষ' আর "অবিনাশি" এই অংশে উক্ত অবিনাশিত্ব 'সাধ্য'। আর "বিনাশমব্যয়স্য" ইত্যাদি অংশটি হেতুবাক্য অর্থাৎ অবিনাশিত্বানুমানের

হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ইহা হইতে যে অনুমান পাওয়া যায় তাহা এইরূপ,—

সৎ বস্তু অবিনাশী—প্রতিজ্ঞা
যে হেতু তাহার নাশক নাই—হেতু
ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত ঘটপটাদি—উদাহরণ।

এই অনুমানটীকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিতে হইলে প্রথমে হেতুবাক্যটীকে বিঘটিত করা উচিত ভাবিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, সৎপদার্থ যখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তিনিচয় অনুসারে জ্ঞানাভিন্ন, আর জ্ঞান সাশ্রয় ও সবিষয় ও সহেতুক বলিয়া যখন সেই জ্ঞানের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, (কারণ আশ্রয়, বিষয় এবং হেতুর দ্বারা পরিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী) তখন সৎপদার্থও বিনাশশীল। এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর উদ্‌ভাবিত হেত্বসিদ্ধি পরিহার করিবার জন্য টীকাকার বিনাশকাভাবস্বরূপ হেতুটীতে সম্ভাবিত দোষের পরিহার বলিতেছেন—"আশ্রয়ো বা বিষয়ো বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপো হেতুর্বা" ইত্যাদি অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয়ই হউক, আর বিষয়ই হউক অথবা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ প্রভৃতি হেতুই হউক কেহই জ্ঞানের পরিচ্ছেদ সুতরাং বিনাশ করিতে পারে না। এই উক্তির দৃঢ়তা বুঝিতে হইলে জ্ঞানের আশ্রই বা কে, বিষয়ই কে এবং হেতুই বা কে তাহা জানা আবশ্যক, নতুবা যুক্তি এবং যুক্ত্যাভাসের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে না। এ কারণে "অহংজ্ঞানামি" ইত্যাদি গ্রন্থে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। যে কোন একটি সবিকল্পক জ্ঞানকে ইহার উদাহরণ ধরা যাইতে পারে—যেমন 'অহং ঘটং জানামি' অর্থাৎ আমি ঘট জানিতেছি (দেখিতেছি ইত্যাদি)। এস্থলে অহঙ্কার বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় বলিয়া অহংপদবোধিত অহঙ্কার জ্ঞানের আশ্রয়, যেহেতু অহঙ্কারই ঘটজ্ঞানযুক্ত হইতেছে, যেমন 'নীল ঘট' বলিলে ঘটই নীলত্বের আশ্রয়। আর এস্থলে ঘট জ্ঞেয় বলিয়া তাহাই জ্ঞানের বিষয়। আবার ঘটরূপ বিষয় এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষরূপ সংযোগ তাহাই এস্থলে জ্ঞানের হেতু। এই যে আশ্রয়, বিষয় এবং হেতুস্বরূপ পদার্থগুলি ইহারা সিদ্ধান্তীর মতে অ-সৎ; সিদ্ধান্ত অনুসারে জ্ঞান সদভিন্ন; এবং এই সমস্ত অসৎপদার্থ হইতে সৎপদার্থের যে ভেদ তাহা পারমার্থিক নহে; সুতরাং তাহা আরোপমাত্র বা কল্পিত। আর যাহা কল্পিত তাহার সহিত সম্বন্ধ দ্বারা অকল্পিত সৎ পদার্থের কোন প্রকার হানি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বশ্লোকের টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে জ্ঞান যখন কর্ত্তৃজন্য তখন তাহা জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিযুক্ত বলিয়া অবশ্যই বিনাশী হইবে, ইহা অনুমানদ্বারা প্রমাণিত হয়। আর জ্ঞান যে জন্য এবং বিনাশী তাহা, ঘট জ্ঞান উৎপন্ন হইল, ঘটজ্ঞান নষ্ট হইল, এই প্রকার অনুভব হইতেও সিদ্ধ হয়। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "উৎপত্তিবিনাশবতী কাচিদহঙ্কারবৃত্তিস্তু" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সন্নিকর্ষ জ্ঞানের হেতু। কিন্তু মাত্র তাহাই জ্ঞানের হেতু নহে; কারণ তাহা হইলে নিদ্রিতাবস্থায় সন্নিহিত পুষ্পাদির গন্ধ এবং গাত্রোপরি সহসা পতিত সর্প্পাদির শীতস্পর্শ, অথবা তাৎকালিক সন্নিহিত অন্য ব্যক্তির কথাবার্ত্তা জ্ঞানগোচর হইত। এই জন্য অপর একটি বিষয়েরও জ্ঞানহেতুতা স্বীকার করা আবশ্যক। আর তাহাতে নৈয়ায়িকগণ বলেন আত্মার সহিত মনের সংযোগই সেই হেত্বন্তর,

যেহেতু আত্ম-মনঃ-সংযোগ না থাকিলে ঘটাদি বিষয়েও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্প্রয়োগ হইলেও জ্ঞান জন্মে না। ইহাতে জিজ্ঞাসা করি এই আত্মমনঃসংযোগ এবং বিয়োগে কি আত্মার উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়? এতদুত্তরে তার্কিকগণ বলিবেন, নিশ্চয়ই নহে। তদুত্তরে আমরা বেদান্তীরা বলি, তাহাই যদি হয় তবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইল এবং বিনাশ হইল এই প্রকার প্রতীতির তাত্ত্বিকতা স্বীকার করা যায় কিরূপে? কারণ আত্মা জ্ঞানধর্ম্মী নহে, জ্ঞান(চিৎ) স্বরূপ। আর জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই উৎপত্তি বিনাশ এবং স্বীকৃত হয়। ইহা ত তার্কিকাদিরও সিদ্ধান্ত সম্মত নহে।

ইহাতে বলা যাইতে পারে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে কিন্তু জ্ঞানধর্ম্মী; তদুত্তরে বক্তব্য আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ না বলিয়া জ্ঞানধর্ম্মী বলিলে আত্মার জড়ত্ব এবং বিনাশিত্ব প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কারণ যাহা জ্ঞান নহে তাহাই জড়। আত্মা জ্ঞান নহে, সুতরাং আত্মা জড়ই হইয়া পড়ে। আবার আগমাপায়ী ধর্ম্মসকল স্বীয় ধর্ম্মীকে বিকৃত না করিয়া থাকিতে পারে না অর্থাৎ ধর্ম্মের (গুণের) উৎপত্তি ও বিনাশে ধর্ম্মীর (গুণীরও) পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। আর পরিণামশীল বস্তু অনিত্য অর্থাৎ বিনাশীই হয়।

সুতরাং আত্মা যখন জ্ঞানধর্ম্মী নহে কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ তখন আত্মমনঃসংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের বিনাশ হয় ইহা বলা চলে না। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে, ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইল, ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হইল ইত্যাদি প্রকার প্রতীতির গতি কি হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য, জ্ঞানের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, ইহাই যখন তত্ত্ব, তখন প্রকাশময় জ্ঞান যে সর্ব্বদাই প্রকাশমান থাকে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তবে যে সেই প্রকাশ সর্ব্বদা অনুভূত হয় না তাহার কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। সূর্য্য যেমন সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকিলেও মেঘাদি নিবন্ধন কিংবা রাত্রিকালে ভূচ্ছায়াবশতঃ অপ্রকাশই হয়, স্ফুরণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ সৎপদার্থ অর্থাৎ আত্মাও সেইরূপ নিয়ত প্রকাশ থাকিলেও অজ্ঞান বা অবিদ্যানিবন্ধন অপ্রকাশ হইয়া থাকে। পরে বিষয়সংযোগে যখন বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন তদ্দ্বারা তত্তৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানাংশের নাশ হইলে মাত্র সেই পদার্থের অধিষ্ঠানীভূত সদংশের প্রকাশ নিরাবরণ হওয়ায় গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু পদার্থান্তরগত যে স্ফুরণ তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান কিংবা তদংশের দ্বারা আবৃত থাকায় অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়, যেহেতু তদজ্ঞাননাশক বৃত্তি-জ্ঞান তখনও উদিত হয় নাই। এই যে বৃত্তিজ্ঞান ইহা চিৎপ্রতিবিম্বিত অহঙ্কারেরই ক্রিয়া বিশেষ; ইহার উৎপত্তিও আছে এবং বিনাশও আছে। বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে ইহা উৎপন্ন হয় আর তদপগমে কিংবা পরবর্ত্তী বৃত্তির উদয়ে ইহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ যে আত্মমনঃসংযোগ স্বীকার করেন অস্মন্মতে (বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে) তাহা স্বীকৃত হয় না, যে হেতু আত্মা বিভু বলিয়া মন অণুপরিমাণ হইলেও কোন কালেই তাহা আত্মসংযোগবিহীন থাকিতে পারে না; আর তাহা হইলে জ্ঞান-সাতত্যপ্রসঙ্গ হয়—অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই জ্ঞান হইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় না। এই কারণে অস্মৎসিদ্ধান্তে বৃত্তিই বিষয়জ্ঞানের হেতু। বৃত্তি বলিতে অন্তঃকরণের পরিণাম বিশেষ। আর মেঘাপগমে যেমন সূর্য্যের প্রকাশ যে অনুৎপন্ন থাকিয়া উৎপন্ন হয় তাহা নহে এবং মেঘাগমে যে উৎপন্ন প্রকাশের বিনাশ হয় তাহাও নহে, সেইরূপ বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের পরিণাম বা অবস্থান্তর ঘটিলে সেই বৃত্তিনিবন্ধন যে জ্ঞান জন্মে এবং তাহার অপগমে যে জ্ঞান বিনষ্ট হয় তাহা সেই বৃত্তিরই

উৎপত্তি এবং বিনাশ; ইহা জ্ঞানে আরোপিত হয় মাত্র। আর তাহারই ফলে 'ঘটজ্ঞান জ্ঞান উৎপন্ন হইল এবং বিনষ্ট হইল' ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে। কারণ তাদাত্ম্যাধ্যাসনিবন্ধন সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখাদি যেমন দর্পণের চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয় সেইরূপ বৃত্তির উৎপত্তি ও বিনাশে উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উক্ত প্রকার প্রতীতি যে ঔপাধিক, টীকাকার তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন "ধ্বন্যবচ্ছেদেন শব্দবৎ, ঘটাদ্যবচ্ছেদেন আকাশবৎ চ"। ইহার মধ্যে প্রথম দৃষ্টান্তটি শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকগণের মতানুসারী। আর দ্বিতীয় উদাহরণটী মীমাংসক এবং তার্কিক উভয়মতানুযায়ী। কারণ মীমাংসকগণ বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতা স্বীকার করিলেও নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না, যেহেতু ন্যায়মতে বর্ণাত্মক শব্দও অনিত্য। কিন্তু আকাশ যে নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশবিহীন এবং বিভু তাহা মীমাংসক এবং তার্কিক সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্য প্রথম দৃষ্টান্তে পরিতোষ না হওয়ায় দ্বিতীয় উদাহরণটী উপন্যস্ত হইল।

মীমাংসকমতে ককারাদি বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। ককারাদি বর্ণাত্মক শব্দ যখন নিত্য তখন 'ক' উৎপন্ন হইল 'ক' বিনষ্ট হইল, ইত্যাদি প্রকারে যে উৎপত্তিবিনাশপ্রতীতি তাহা ককারাদি বর্ণের অভিব্যঞ্জক যে ধ্বনি তাহাকেই বিষয় করে। অর্থাৎ বর্ণ নিত্য ও বিভু হইয়াও যে সর্ব্বদা উপলব্ধ হয় না তাহার কারণ তদ্‌গ্রাহক ইন্দ্রিয় যে শ্রোত্র তাহা শ্রোত্রমধ্যগত স্তিমিত বায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে। পশ্চাৎ উচ্চারণকর্ত্তার কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ স্থানের সংস্পর্শে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও ভাবপ্রাপ্ত অভিঘাত জন্য বায়বীয় তরঙ্গের সংযোগবিভাগবশে সেই শ্রোত্রস্থ আবরণটীর নাশ হওয়ায় তাহার প্রকাশ হয়, অর্থাৎ বর্ণ নিত্যবিদ্যমান হইলেও তৎকালে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরে তদপগমে পুনরায় আবৃতই থাকিয়া যায় বলিয়া শ্রোত্রের গ্রহণাযোগ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত স্তিমিতবায়ুই শব্দের আবরণ। অতএব ধ্বনিই শব্দের অভিব্যঞ্জক বলিয়া উপাধি। ধ্বনি বলিতে বর্ণাতিরিক্ত শব্দ যাহা বর্ণ-বিষয়ক বোধ না হইলেও দূর হইতে শুনা যায়। আর তাহাই উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয় বলিয়া স্বীয় ধর্ম্ম হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব, কর্কশত্ব, মধুরত্ব, ত্বরিতত্ব, বিলম্বিতত্ব, উৎপন্নত্ব, বিনাশিত্ব প্রভৃতিকে বর্ণাত্মক শব্দে আরোপিত করিয়া থাকে, যেহেতু যাহা স্বীয় ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত করে তাহার নাম উপাধি। আর সেই কারণেই 'ক' উৎপন্ন হইল 'ক' বিনষ্ট হইল ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং মীমাংসকমতে যেমন শব্দের উৎপাদবিনাশ শব্দগত নহে কিন্তু উহা শব্দের ব্যঞ্জক যে ধ্বনি তাহারই, সেইরূপ জ্ঞানের যে উৎপত্তি এবং বিনাশ তাহা জ্ঞানের ব্যঞ্জক যে অহঙ্কারবৃত্তি তাহারই ধর্ম্ম—উহা নিত্য স্ফুরণাত্মক সৎ পদার্থে আরোপিত হয় মাত্র।

এইরূপ ঘটমধ্যবর্ত্তী যে ঘটাকাশ, কিংবা মঠমধ্যবর্ত্তী যে মঠাকাশ, ঘট এবং মঠ প্রভৃতির উৎপত্তি এবং বিনাশে ঐ ঘটাকাশ এবং মঠাকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ নিশ্চয়ই স্বীকার করা যায় না, কিন্তু ঘট, মঠাদি উপাধি বলিয়া তদীয় ধর্ম্ম আকাশে আরোপিত হয়। (ইহা তার্কিক এবং মীমাংসক উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকেন।) সেইরূপ নিত্যস্ফুরণাত্মক যে জ্ঞানাত্মক সৎপদার্থ তাহারও উৎপত্তি এবং বিনাশ তদভিব্যঞ্জক অহঙ্কারবৃত্তিরই ধর্ম্ম। সুতরাং উহাদ্বারা বৃত্তিরই জন্যত্ব

এবং বিনাশিত্ব সিদ্ধ হয় কিন্তু নিত্য স্ফুরণাত্মক জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। আর ঐ যে অহঙ্কার যাহাকে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের আশ্রয় বলা হইয়াছে তাহা জ্ঞানেতে অধ্যস্ত বলিয়া বস্তুতঃ জ্ঞানের আশ্রয় নহে, যেহেতু সুষুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কার না থাকিলেও জ্ঞান অজ্ঞানের প্রকাশকরূপে বিদ্যমান থাকে।

জ্ঞান যে সর্ব্বদাই প্রকাশমান থাকে তাহার আরও হেতু এই যে সুষুপ্তিকালে যখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত সমেত সূক্ষ্মশরীর স্বকারণ অজ্ঞানরূপ কারণ শরীরে লয়প্রাপ্ত হয় তখনও সেই স্ফুরণাত্মক চিৎস্বরূপ সৎপদার্থ প্রকাশমান থাকে বলিয়াই সেই অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, অন্যথা 'আমি বড় ঘুমাইয়াছিলাম, এতক্ষণ কিছু জানিতে পারি নাই', এইপ্রকারে যে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের স্মরণ হয় তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ তৎকালে অজ্ঞান অপ্রকাশ থাকিলে অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকাশিত না হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় না হইলে তাহার স্মরণ হইতে পারে না, যেহেতু অননুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। আর অনুভব এবং জ্ঞান সমানার্থক। যদি বলা হয় অজ্ঞানের জ্ঞান ছিল ইহা বিরুদ্ধ কথা কারণ, ইহা 'আমার জননী বন্ধ্যা' এই প্রকার উক্তির ন্যায় ব্যাঘাতযুক্ত। তাহা হইলে বলিব এই অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে কিন্তু জ্ঞানবিরোধী স্বতন্ত্র ভাবভূত পদার্থ। আর জ্ঞানাত্মক যে শুদ্ধচৈতন্য বা সাক্ষিচৈতন্য তাহার সহিত এই অজ্ঞানের বিরোধ নাই, কিন্তু বৃত্তিজন্য জ্ঞানের সহিতই অজ্ঞানের বিরোধ। এই কারণে সুষুপ্তিকালীন সেই অজ্ঞান সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষিচৈতন্যই 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম'। একারণে অহঙ্কারের বাসনাবাসিত যে অজ্ঞান সুষুপ্তিকালে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহার সংস্কার তৎকার্য্য অর্থাৎ সেই অজ্ঞানের কার্য্য যে অহঙ্কারাদি তাহাতে আহিত হয় বলিয়া (যে হেতু কারণের গুণ কার্য্যে থাকে) জাগ্রৎকালে তাহার স্মৃতি হইয়া থাকে। আর অপরাপর জাগ্রৎ কালীন স্মৃতি যেমন উদ্‌বোধক সমবধানে উদ্‌বুদ্ধ হয় সেইরূপ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক বিষয় সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানবিষয়ক স্মরণের উদ্‌বোধক। এখন আপত্তি হইতে পারে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় না থাকিলে অপরোক্ষ অনুভব হইতে পারে না। তদুত্তরে বক্তব্য ইহা বেদান্তিগণ স্বীকার করেন না।

তার্কিকগণ বলেন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ঐ যে জ্ঞান উহা স্মৃতি নহে। উহা তাহার তাৎকালিক অবস্থার দ্বারা সুষুপ্তি কালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান মাত্র। ইহা টীকায় "ন চ জ্ঞানাভাবানুমিতিরিয়ম্" এই অংশে উক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে যে কোনও প্রকার জ্ঞান ছিল না, তাহাই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি অনুমান করিয়া বুঝে; আর তাহাই 'কিছুই জানিতে পারি নাই' এই প্রকার অভিলাপে প্রকাশ করে। ইহার পরিহারকল্পে "ইতি ন চ বাচ্যম্, সুষুপ্তিকালরূপ-পক্ষাজ্ঞানাৎ লিঙ্গাসম্ভবাচ্চ। অস্মরণাদেঃ ব্যভিচারিত্বাৎ স্মরণাজনকনির্ব্বিকল্পকাদ্যভাবাসাধকত্বাচ্চ" ইত্যন্ত গ্রন্থে সিদ্ধান্তী বলেন, সুষুপ্তিকালের জ্ঞানাভাবানুমানবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ হেতুর দ্বারা ঐ অনুমানটী সিদ্ধ হয়? কারণ ঐ যে অনুমান উহাতে "সুষুপ্তি কালীন আমি জ্ঞানাভাববান্" ইহাই হইবে প্রতিজ্ঞা বাক্য। এস্থলে সুষুপ্তিকাল হইবে 'পক্ষ', আর জ্ঞানাভাব হইবে 'সাধ্য'। অনুমান করিতে হইলে পক্ষবিষয়ক জ্ঞান এবং অদুষ্ট হেতুও আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে ঐ দুইটীই অসম্ভব; কারণ সুষুপ্তিকালে যখন জ্ঞান ছিল না, তখন সুষুপ্তিকালরূপ পক্ষটীও নিশ্চয় জ্ঞানের অবিষয় ছিল।

এবং ঘটাদির্বিষয়োঽপি তদজ্ঞানা(তা)বস্থাভাসকে স্ফুরণে কল্পিতঃ।১৫ য এব প্রাগজ্ঞাতঃ স এবেদানীং ময়া জ্ঞাত ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।১৬ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যং সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তঃ।১৭ যথার্থানুভবঃ প্রমেতি বদদ্ভিস্তার্কিকৈরপি জ্ঞাতজ্ঞাপিকায়াঃ স্মৃতের্ব্যাবর্ত্তক-

আর পক্ষ অজ্ঞাত থাকিলে অনুমিতি হইতে পারে না—যেহেতু 'অজ্ঞাত পর্ব্বত বহ্নিমান্' এপ্রকার অনুমান হয় না। আরও হেতুদ্বারা অনুমানের সাধ্য সিদ্ধ হয়; কিন্তু এস্থলে হেতুটী অসম্ভব। কারণ, 'তৎকালে জ্ঞান ছিল না, যেহেতু তাহার স্মরণ হয় না'—এই প্রকারে অস্মরণ প্রভৃতির যে কোনও একটীকে জ্ঞানাভাবানুমিতির হেতু বলিতে হইবে; কিন্তু সেই হেতুটী অনৈকান্তিক। কারণ বিষয় অনুভূত হইলেই যে তাহার স্মরণ হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই, যেহেতু গমনকালে পথিপার্শ্বস্থ তৃণাদি দৃষ্ট হইলেও তাহার স্মরণ হয় না; কারণ উপেক্ষাত্মক জ্ঞানের স্মৃতি হয় না। অধিক কি নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও অনুভব বিশেষ; অথচ তাহা স্মৃতির জনক নহে ইহা তার্কিকগণই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং স্মরণ হয় না বলিয়া যেমন নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের অভাব প্রমাণিত হয় না, সেইরূপ সুষুপ্তি কালীন জ্ঞানের স্মরণ হয় না বলিয়া যে তাহার অভাব প্রমাণিত হয় তাহা নহে। আর যদি বলা হয় জ্ঞানের সামগ্রী যে ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সন্নিকর্ষাদি সেগুলি ছিল না বলিয়াই সুষুপ্তি কালে জ্ঞান ছিল না, তাহা হইলে বলিব, ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় হইয়া পড়ে। কারণ তৎকালে যে জ্ঞানের সামগ্রী ছিল না ইহাই বা জানা যায় কিরূপে? যদি বলা হয় তৎকালে জ্ঞান ছিল না বলিয়া সামগ্রীরও অভাব ছিল, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভবাবিষয়ক জ্ঞান (অনুমান) তৎকালীন সামগ্র্যভাবজ্ঞানসাপেক্ষ, আবার তৎকালীন সামগ্র্যভাবজ্ঞান (অনুমান) তৎকালীন জ্ঞানাভাবানুমানসাপেক্ষ হয় বলিয়া পরস্পরের জ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ হওয়ায় এস্থলে জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় হইতেছে। অতএব উক্ত অনুমান দুষ্ট বলিয়া উহা দ্বারা সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাব প্রতিপাদিত হয় না। সুতরাং বলিতে হয় যে তৎকালেও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল—আর ভাবভূত অজ্ঞানই সেই জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ইহা যে বেদান্তিগণের উৎপ্রেক্ষা বা প্রৌঢ়িবাদ্ তাহা নহে, যেহেতু উক্ত প্রকার অনুভূতি এবং যুক্তি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইল তাহা—"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিনিচয়ের দ্বারাও দৃঢ়ীকৃত হয়, অতএব জাগ্রৎকালেও জ্ঞানের উৎপাদ বিনাশ নাই এবং সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের অভাব হয় না বলিয়া জ্ঞানাভিন্ন স্ফুরণাত্মক সৎপদার্থ নিত্য—অবিনাশীই বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ—এইরূপ ঘটাদি বিষয়ও (জ্ঞেয়পদার্থও) তদ্বিষয়ক অজ্ঞাতাবস্থার ভাসক যে স্ফুরণ অর্থাৎ চৈতন্য বা সৎপদার্থ তাহাতে কল্পিত।১৫ কারণ (ঐ সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধে) 'যাহা পূর্ব্বে আমার অজ্ঞাত ছিল তাহাই এক্ষণে আমাকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইল' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।১৬ আর অজ্ঞাত জ্ঞাপকত্বই যে প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) তাহা সকল তন্ত্রেরই (মতেরই) সিদ্ধান্ত।১৭ অধিক কি তার্কিকগণও (নৈয়ায়িকগণও) 'যথার্থানুভবই প্রমা' এইরূপে প্রমাত্বের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা এস্থলে 'অনুভব' এই পদটীকে

মনুভবপদং প্রযুক্তানৈরেতদভ্যুপগমাৎ।১৮ অজ্ঞাতত্বঞ্চ ঘটাদের্ন চক্ষুরাদিনা পরিচ্ছিদ্যতে, তত্রাসামর্থ্যাৎ তজ্জ্ঞানোত্তরকালমজ্ঞানস্যানুবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ।১৯ নাপ্যনুমানেন লিঙ্গাভাবাৎ।২০ ন হীদানীং জ্ঞাতত্বেন প্রাগজ্ঞাতত্বমনুমাতুং শক্যং, ধারাবাহিকানেকজ্ঞানবিষয়ে ব্যভিচারাৎ।২১ ইদানীমেব জ্ঞাতত্বং তু প্রাগজ্ঞাতত্বে সতীদানীং জ্ঞাতত্বরূপং সাধ্যাবিশিষ্টত্বাদসিদ্ধম্।২২ ন চাজ্ঞাতাবস্থাজ্ঞানমন্তরেণ জ্ঞানং প্রতি ঘটাদের্হেতুতা গ্রহীতুং

স্মৃতির ব্যাবর্ত্তকরূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ 'যথার্থ জ্ঞানই প্রমা' এইরূপ লক্ষণ করিলে স্মৃতিও প্রমা হইয়া পড়ে, যেহেতু তাহা যথার্থজ্ঞানাত্মকও হইয়া থাকে, অথচ জ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়া স্মৃতিকে প্রমা বলিতে পারা যায় না। একারণে তাঁহারা প্রমাত্বের লক্ষণে 'যথার্থজ্ঞান' না বলিয়া 'যথার্থ অনুভব' বলিয়াছেন। ১৮। আর ঘটাদি পদার্থের যে অজ্ঞাতত্ব তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (গৃহীত) হয় না, কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তাহাতে (তাহা গ্রহণ করিতে) সামর্থ্য নাই। অধিক কি ইহাতে, সেই অজ্ঞাত বস্তুটী জ্ঞাত হইলেও তদনন্তর তাহাতে সেই অজ্ঞানের অনুবৃত্তি প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইলে তাহার নাশ না হইয়া পরেও তাহা থাকিয়াই যাইবে। আর তাহা হইলে অজ্ঞানাবৃত থাকায় ঘটাদি বিষয় কখনও জ্ঞানগোচর হইবে না; যদি হয় তাহা হইলে ব্যাঘাতদোষ হইবে। ১৯। আর (ঘটাদি বিষয়ের ঐ অজ্ঞাতত্ব) অনুমানের দ্বারা যে গৃহীত হইবে তাহাও হইতে পারে না। যে হেতু সেই অনুমানের (সাধক) লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু সম্ভব হইবে না। ২০। কারণ, 'ইদানীংজ্ঞাতত্ব' রূপ হেতুর দ্বারা প্রাগজ্ঞাতত্ব (পূর্ব্বের অজ্ঞাততা—না জানা) অনুমিত (অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ) হইতে পারে না, যেহেতু ইহাতে ধারাবাহিক অনেক (একাধিক) জ্ঞানের যে বিষয় তাহাতে অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তাহাতে ব্যভিচার অর্থৎ অনৈকান্তিকতা বা অন্যথাভাব (দৃষ্ট) হইয়া থাকে। ২১। আর (যদি 'ইদানীমেব জ্ঞাতত্ব' অর্থাৎ কেবল এইক্ষণে মাত্র জ্ঞাতত্বকে অজ্ঞানানুমানের হেতু করা হয় তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য) এই যে 'ইদানীমেব জ্ঞাতত্ব' ইহার অর্থ হয় 'প্রাগজ্ঞাতত্বপূর্ব্বক ইদানীং জ্ঞাতত্ব' অর্থাৎ পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না কিন্তু এই ক্ষণেই জ্ঞাত হইল—ইহা কিন্তু সাধ্য হইতে অবিশিষ্ট অর্থাৎ এই যে হেতুটী উল্লিখিত হইল ইহা সাধ্য কোটিরই অন্তর্ভূত। কাজেই এই হেতুটী এক্ষণে অসিদ্ধ অর্থাৎ সাধ্যসম; (সুতরাং এই 'হেতু'টী সিদ্ধ না হওয়ায় ইহা হেতু হইতে পারে না, কারণ সিদ্ধই হেতু হয়, কিন্তু সাধ্য হেতু হইতে পারে না)। ২২। আরও ঘটাদির অজ্ঞাতাবস্থার জ্ঞান যদি না হয় তাহা হইলে ঘটাদি যে তত্তৎ জ্ঞানের প্রতি বিষয়তাসম্বন্ধে হেতু হইবে তাহা গৃহীত (নিরূপিত) হইতে পারে না, কারণ তাহার (ঘটাদির) পূর্ব্ববর্ত্তিতা গৃহীত হয় নাই। (অর্থাৎ যাহা যাহার হেতু হয় তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীই হইয়া থাকে। ঘটাদি পদার্থকে জনকতা বা বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানের হেতু বলিলে তাহাকে জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তীই বলিতে হইবে। জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে তাহার প্রতীতি আবশ্যক। আর জ্ঞানের পূর্ব্বে অজ্ঞানই থাকে; ঘটাদি বিষয় সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক। আর ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষিপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সেই

শক্যতে পূর্ব্ববর্তিত্বাগ্রহাৎ, ঘটং ন জানামীতি সার্ব্বলৌকিকানুভববিরোধশ্চ।২৩ তস্মাদজ্ঞাতং স্ফুরণং ভাসমানং স্বাধ্যস্তং ঘটাদিকং ভাসয়তীতি ঘটাদীনামজ্ঞানে কল্পিতত্ব-সিদ্ধিঃ।২৪ অন্যথা ঘটাদের্জড়ত্বেনাজ্ঞাতত্বতজ্জ্ঞানয়োরনুপপত্তেঃ।২৫

সক্ষিচৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছেদক ঘটাদিও প্রকাশিত অর্থাৎ অনুভূত হয়।) অন্যথা 'পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল না' ইহা বলিলে, 'আমি ঘট জানি না' ইত্যাকার যে সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভব তাহার সহিতও (উহার) বিরোধ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ঘটজ্ঞানের পূর্ব্বেও অজ্ঞাতাবস্থাবিশিষ্ট ঘট জ্ঞাত ছিল ইহা না বলিলে ঘটাদিকে তত্তৎ জ্ঞানের হেতু বলা যায় না। ইহা একটী দোষ এবং ইহাতে অপর দোষ এই যে, 'আমি ঘট জানি না' ইত্যাকার যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ অনুভব তাহার সহিতও উহার বিরোধ হইয়া পড়ে। ২৩। অতএব অজ্ঞাত অর্থাৎ অজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে স্ফুরণ তাহা ভাসমান (প্রকাশমান) হইয়া স্বাধ্যস্ত অর্থাৎ সেই স্ফুরণে অধ্যস্ত (আরোপিত) যে ঘটাদি বিষয় তাহাকেও তাহা প্রকাশিত করিয়া থাকে। এইরূপে ঘটাদি পদার্থ যে অজ্ঞান নিবন্ধন কল্পিত তাহা সিদ্ধ হয়। ২৪। যেহেতু তাহা না হইলে ঘটাদি পদার্থ জড় বলিয়া তাহার অজ্ঞাততা এবং প্রকাশ উভয়ই অনুপপন্ন অর্থাৎ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ২৫

তাৎপর্য্য ঃ—স্ফুরণাত্মক সৎ বস্তুটী যে আশ্রয়তঃ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না তাহা ৭ হইতে ১৪ পর্য্যন্ত বাক্যে প্রতিপাদন করিলেন। এক্ষণে ঐ স্ফুরণাত্মক সৎ বস্তুটী যে বিষয়তঃও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না তাহা ১৫ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত বাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন। জ্ঞানের বিষয় যে ঘটাদি পদার্থ সেগুলি যদি কল্পিত অর্থাৎ অ-সৎ বা মিথ্যা হয় তাহা হইলে সেই কল্পিত পদার্থের দ্বারা অকল্পিত স্ফুরণাত্মক সৎপদার্থের যে পরিচ্ছেদ তাহাও কল্পিতই হইয়া থাকে। ঘটপটাদি পদার্থ সকল কল্পিত, কারণ তাহা স্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস না হইলে সৎ-বৎ প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ বলিতে সেগুলির জ্ঞাতত্বকেই বুঝায়। আর অজ্ঞাত ঘটাদিই যে জ্ঞাত হয় তাহা যুক্তি ও অনুভব হইতে সিদ্ধ হয়। কারণ ঘটজ্ঞানের পর লোকের এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় যে, যে ঘটটী পূর্ব্বে আমার অজ্ঞাত ছিল তাহাই এক্ষণে জ্ঞাত হইল। আরও ঘটবিষয়ক যে জ্ঞান হয় অর্থাৎ 'ঘট জানিলাম' বা 'ঘট জ্ঞাত হইল' ইত্যাদি প্রকার যে জ্ঞান হয় তাহাকে প্রমাণই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞাত ঘট যদি জ্ঞাত না হয় তাহা হইলে সেই ঘটজ্ঞানকে প্রমাণ বলা চলে না। কারণ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বকেই দার্শনিকগণ প্রমাণ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যাহাদ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহাই প্রমাণ। যদি বলা হয় অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বই যে প্রমাণত্ব ইহা তার্কিকগণ স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা যথার্থ অনুভবকেই প্রমাণ বলেন, অর্থাৎ তাহাদের মতে কেবল যথার্থ অনুভবই প্রমাণ। এজন্য তার্কিককুলচূড়ামণি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"যথার্থানুভবো মানমনপেক্ষতয়া স্থিতম্" (কুসুমাঞ্জলি—৪।১) অর্থাৎ অনপেক্ষ যে যথার্থানুভব তাহাই প্রমাণ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, তার্কিকগণও প্রমাণের অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব স্বীকার না করিয়া পারেন না। কারণ তন্মতে জ্ঞান দ্বিবিধ, অনুভূতি এবং স্মৃতি। অনুভূত বিষয়ের যে জ্ঞান তাহার নাম

স্মৃতি। স্মৃতি প্রমাণ নহে। পাছে স্মৃতিও 'প্রমাণ' হইয়া পড়ে একারণে প্রমাণলক্ষণে 'অনুভব' এই পদটী স্মৃতির ব্যাবর্ত্তকরূপে প্রদত্ত হইয়াছে; কারণ 'যথার্থ জ্ঞানই প্রমাণ' ইহাই যদি প্রমাণের লক্ষণ হয় তাহা হইলে স্মৃতিও যথার্থজ্ঞানাত্মক হইতে পারে বলিয়া তাহাও প্রমাণ হইয়া পড়ে। অথচ স্মৃতিকে প্রমাণ বলা হয় না। এজন্য প্রমাণলক্ষণে 'যথার্থ অনুভব' বলা হইল; যেহেতু অনুভব জ্ঞান হইলেও স্মৃতি হইতে ভিন্ন। আর স্মৃতিকে যে প্রমাণ বলা হয় না তাহার ইহাই কারণ যে তাহা জ্ঞাতজ্ঞাপক। সুতরাং তার্কিগণের মতে প্রমাণলক্ষণে অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব কণ্ঠতঃ উক্ত না হইলেও উহা তাঁহারাও 'না' বলিতে পারেন না। সুতরাং 'ঘট জ্ঞাত হইল' এই প্রকার প্রমাণাত্মক অনুভবের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে অজ্ঞাত ঘটই জ্ঞাত হইল। অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা বা অজ্ঞানাবচ্ছেদকরূপে যে ঘট পূর্ব্বে জ্ঞানের বিষয় ছিল তাহাই এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা বা জ্ঞানবিষয়রূপে গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞাত হইতেছে।

ঘটাদির এই যে অজ্ঞাততা—অজ্ঞানব্যাবর্ত্তকরূপে জ্ঞাততা, ইহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয়? ইহা প্রত্যক্ষজনক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়সকল রূপাদি-গ্রহণে সমর্থ; যাহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এইগুলি হইতে ভিন্ন হয় অথবা এতদ্‌বিশিষ্ট না হয় তাহা গ্রহণ করিতে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নাই। আর ঘটাদির ঐ যে অজ্ঞাততা উহা শব্দ স্পর্শাদি হইতে ভিন্নই হইতেছে এবং উহা শব্দস্পর্শাদিবিশিষ্টও নহে। সুতরাং তাহা চক্ষুরাদির অযোগ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। আরও ঘটাদির ঐ অজ্ঞাততা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে। কারণ যাহা যন্নিবর্ত্তক তাহা তৎসাধক হইতে পারে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমাণবৃত্তিসহকারে জ্ঞানের বিষয়রূপে ঘট জ্ঞাত হয় বলিয়া এবং ঘটের অজ্ঞাততা নিবৃত্ত না হইলে জ্ঞানের বিষয়রূপে তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সেই অজ্ঞাততার গ্রাহক নহে। আর চক্ষুরাদিদ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহা উত্তরকালেও অনুবৃত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ গ্রহণের পরও তাহার জ্ঞান হইতে থাকে। একারণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের অজ্ঞাততা গৃহীত হইলে যে সময়ে ঘট জ্ঞানের বিষয়রূপে জ্ঞাত হইতে থাকে তৎকালে তাহার অজ্ঞাততাও গৃহীত হয়—ইহাই বলিতে হয়। ইহাতে ব্যাঘাতদোষ হইয়া থাকে। সুতরাং চক্ষুরাদিদ্বারা ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হয় না।

আর অনুমানের দ্বারাও যে ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হইবে অর্থাৎ জ্ঞান গোচর হইবে তাহাও সম্ভব নহে। কারণ যে অনুমানের দ্বারা ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হয়, জিজ্ঞাসা করি তাহার লিঙ্গ অর্থাৎ হেতুটী কীদৃশ? যদি বলা হয়, 'জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে ঘট অজ্ঞাত ছিল, যেহেতু তাহা ইদানীং (এক্ষণে) জ্ঞাত হইতেছে' ইত্যাকার অনুমানে ঘটাদির অজ্ঞাততা গৃহীত হয় বলিয়া 'ইদানীং জ্ঞাতত্ব'ই সেই অনুমানের লিঙ্গ। তদুত্তরে বক্তব্য এই লিঙ্গটী অর্থাৎ হেতুটী অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। কারণ যে লিঙ্গ সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি হয় অর্থাৎ যেখানে সাধ্য নাই তথায়ও থাকে তাহা সাধ্যের সাধক হয় না। এস্থলে 'ইদানীং জ্ঞাতত্ব'রূপ হেতুটী সাধ্যবদ্‌ভিন্ন স্থলেও দৃষ্ট হয়। যেহেতু ধারাবাহিক অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরিয়া একই বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তথায় উত্তরক্ষণে যেমন জ্ঞাতত্ব থাকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণেও সেইরূপ জ্ঞাতত্বই থাকে। সুতরাং উত্তরক্ষণে ঘটের যে জ্ঞাতত্ব তাহা তৎকালে 'ইদানীং জ্ঞাতত্ব'; অথচ তাহার পূর্ব্বে ঘট যে অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে। সুতরাং 'ইদানীং জ্ঞাতত্ব' থাকিলেই

যে তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাতত্ব থাকিবে এরূপ নিয়ম না থাকায় তদ্দ্বারা অজ্ঞাতত্ব অনুমিত হইতে পারে না। যদি বলা হয় 'ইদানীমেব জ্ঞাতত্ব'কে লিঙ্গ বলা হইবে তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ 'ইদানীমেব জ্ঞাতত্ব' বলিতে কেবলমাত্র তৎক্ষণে জ্ঞাতত্ব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাতত্ব। এই যে তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাতত্ব ইহাই এস্থলে সাধ্য। সুতরাং উহা হেতুর বিশেষণ হইতে পারে না। কারণ যাহা সিদ্ধ নহে তাহা সাধ্যসম বলিয়া হেতু বা হেতুর বিশেষণ হইতে পারে না। যেহেতু যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ তাহা দ্বারাই সাধ্য সাধিত হয়। অতএব অনুমানের লিঙ্গ বা হেতু না থাকায় ঘটাদির অজ্ঞাতত্ব যে অনুমানের দ্বারা গৃহীত হইবে তাহা হইতে পারে না। আর অন্য কোন প্রমাণেরও ইহা প্রমাণিত করিবার সামর্থ্য নাই।

ইহাতে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, ঘটাদির অজ্ঞাতাবস্থাবিষয়ক জ্ঞান যখন প্রমাণসিদ্ধ নহে তখন তাহা ছিলই না, ইহাই ফলতঃ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এপ্রকার উক্তিও সঙ্গত হইবে না। কারণ বিষয়মাত্রই জনকতারূপে জ্ঞানের কারণ। আর কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তীই হইয়া থাকে ইহাই কার্য্যকারণভাবের নিয়ম। সুতরাং ঘটাদি বিষয় যে জ্ঞানের হেতু বা কারণ তাহা জানিতে হইলে সেই জ্ঞানে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আর জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে ঘট অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ঘটজ্ঞানে ঘটের হেতুতা তবেই গৃহীত হয় যদি অজ্ঞাত ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়। অধিক কি ঘটের অজ্ঞাততাবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না ইহা বলিলে 'আমি ঘট জানিতেছি না' এইপ্রকার যে সার্ব্বলৌকিক অনুভব তাহার বিরোধ হইয়া পড়ে। কারণ 'আমি ঘট জানিতেছি না' এস্থলে ঘটবিষয়ক অজ্ঞানই লোকের অনুভবের বিষয় হয়—তাহাই উক্তপ্রকার উক্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই অজ্ঞান অভাবাত্মক নহে কিন্তু ভাবভূত। সুতরাং কার্য্যকারণভাবের উপপত্তির জন্য এবং সর্ব্বজনসিদ্ধ উক্তপ্রকার অপরোক্ষ অনুভবেরও উপপাদনের নিমিত্ত স্বীকার করিতে হয় যে ঘটবিষয়ক অজ্ঞাততা অর্থাৎ ঘটবিষয়ক অজ্ঞান জ্ঞাত ছিল অর্থাৎ অজ্ঞাতাবস্থাবিশিষ্ট ঘট জ্ঞাত ছিল। আর ঘটের সেই যে অজ্ঞাতাবস্থা বা ঘটবিষয়ক সেই যে অজ্ঞান তাহা সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে; এবং ঘটাদি বিষয় সকলও সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদকরূপে গৃহীত হয়। যেহেতু সমস্ত বিষয়ই জ্ঞাতরূপেই হউক অথবা অজ্ঞাতরূপেই হউক সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর প্রমাণচৈতন্যই অজ্ঞানের নাশক; সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বাধক নহে, কিন্তু অজ্ঞানের সাধক, ইহা অগ্রে প্রতিপাদিত হইবে। কাজেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদির অজ্ঞাততাবিষয়ক জ্ঞান হইতে গেলে যেমন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এস্থলে সেরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ঘটাদির অজ্ঞাতাবস্থা সাক্ষিচৈতন্যপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে ঘটাদি বিষয়কে অজ্ঞাত বলিয়া জানিলে তাহাদিগকে অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিতই বলিতে হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঘটাদি বিষয় সকল অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই যে কল্পিত হইবে তাহার হেতু কি? তদুত্তরে বক্তব্য, জড়ে আবরণ সম্ভব নহে; কারণ তাহাতে কোন প্রমাণ নাই এবং কোন প্রয়োজনও নাই। যে হেতু প্রকাশের প্রতিবন্ধকতার জন্যই আবরণ স্বীকার করা হয়,—কারণ প্রকাশের প্রতিবন্ধকতাই অর্থাৎ প্রকাশমান বস্তুকে অপ্রকাশ করাই আবরণের ফল। আর জড় বস্তু স্বতঃই প্রকাশ-

বিহীন। একারণে তাহাতে আবরণ কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আর জড় বস্তু যে আবৃত থাকে তাহার কোনও প্রমাণও নাই। কারণ অজ্ঞাততা অনুপপন্ন হয় বলিয়া অর্থাপত্তি বলে জড়ের আবরণ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অন্যথা উপপত্তি অর্থাপত্তির বাধক। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণেই জড়ের অপ্রকাশ বা অজ্ঞাততা সিদ্ধ হয় বলিয়া, জড়ের অজ্ঞাততার অন্যথা উপপত্তিই হইতেছে। একারণে জড়ের আবরণ প্রমাণ সিদ্ধ নহে। অতএব জড় অজ্ঞানের আশ্রয়ও নহে এবং বিষয়ও নহে। কিন্তু চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। যদি বলা হয় অজ্ঞাত ঘট বলিতে যখন অজ্ঞানাবৃত ঘট অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা ঘটের আবৃততাই প্রতীত হয়, আর তাহা সাক্ষিপ্রত্যক্ষেরই বিষয় হয়, তখন জড়ে আবরণ নাই কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঘটাদিবিষয় জড় বলিয়া স্বতঃ প্রকাশবিহীন; একারণে চৈতন্যের প্রকাশেই ঘটের প্রকাশ। অজ্ঞানের দ্বারা চৈতন্য আবৃত থাকে, কাজেই যাহার প্রকাশে ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ সেই চৈতন্যের প্রকাশ না হওয়ায় ঘটাদি বিষয়ও প্রকাশিত হইতে পারে না। আর সেই বিষয়চৈতন্যের আবরক যে অজ্ঞান তাহা সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা গৃহীত হয়। চৈতন্য অখণ্ড হইলেও তাহা অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত হইলে সাক্ষিচৈতন্য আর বিষয়াবচ্ছিন্ন হইলে বিষয়চৈতন্য নামে অভিহিত হয়। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক ঐ বিষয়চৈতন্যই অজ্ঞানে আবৃত থাকে বলিয়া তদ্‌ভাস্য ঘটাদি বিষয় সকলও আবৃত বলিয়া প্রতীত হয়। এজন্য জড়ের যে আবরণ তাহা চিদ্দ্বারক। একারণে আচার্য্যগণ বলেন—"চিদ্দ্বারাস্ত্যাবৃত্তির্জড়ে" (বেদান্তসূক্তিমঞ্জরী ৩।২৮) আর বিষয়চৈতন্যের আবরক ঐ অজ্ঞান যেমন সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা গৃহীত হয় সেই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক ঘটপটাদিও সেইরূপ অজ্ঞানের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ ঘটপটাদি বিষয়ভেদে অজ্ঞানের অবস্থা বা অংশও বিভিন্নই হইয়া থাকে। এ কারণে ঘটপটাদি বিষয়কে অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ অবস্থাভেদ বা অংশভেদের জ্ঞাপক অথবা অবচ্ছেদক বা বিশেষণ বলা হয়। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের যে অজ্ঞাততা প্রতিপাদিত হইল তদ্দ্বারা ঘটাদি বিষয়ের অধ্যস্ততা অর্থাৎ কল্পিততা বা মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয়। কারণ ঘটাদি বিষয় সকল জড় বলিয়া প্রকাশ বিহীন এবং সৎভিন্ন বলিয়া অ-সৎ। সুতরাং তাহাদের যে সৎ-বৎ প্রকাশ তাহা মোটেই সঙ্গত হয় না যদি ঘটাদি বিষয়সকল চৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন না হয়। কারণ ঘটের অজ্ঞাততার দ্বারা তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যের যে আবরণ সিদ্ধ হয় তাহা প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হইলে সেই চৈতন্যেরই প্রকাশ হইবে, কিন্তু ঘটাদিবিষয় জড় বলিয়া তদ্দ্বারা তাহার প্রকাশ হইতে পারে না। একারণে বলিতে হয় যে তখন ঘটাদি বিষয় সকল সেই চৈতন্যে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া তবেই প্রকাশিত হয়। আর অধ্যাস বিনা তাদাত্ম্য উপপন্ন হয় না। অতএব ঘটাদি বিষয় সকল অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত, মিথ্যা অর্থাৎ ত্রিকালস্থায়ী নহে। সুতরাং স্ফুরণাত্মক সৎ-বস্তুর সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অর্থাৎ অধ্যস্ত না হইলে অপ্রকাশ এবং অ-সৎ ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ হইতে পারে না বলিয়া এবং স্ফুরণ ও সৎসামান্য হইতে সেগুলিকে পৃথক্ করিলে সেগুলির স্বরূপই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ হইতে ভিন্নপ্রকার হয় বলিয়া তাহা কল্পিত বা মিথ্যা। এইরূপ 'দৃশ্যত্ব' 'জড়ত্ব', চিদ্‌ভিন্নত্ব', 'পরিচ্ছিন্নত্ব' প্রভৃতি হেতুগুলিও ঘটাদি বিষয়ের মিথ্যাত্বের সাধক।

স্ফুরণঞ্চাজ্ঞাতং স্বাধ্যস্তেনৈবাজ্ঞানেনেতি স্বয়মেব ভগবান্ বক্ষ্যতি "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ইত্যত্র।২৬ এতেন বিভুত্বং সিদ্ধম্। তথাচ শ্রুতিঃ—"মহদ্ভূত-নমন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবে" তি (বৃহদারণ্যক—২।৪।১২)। "সত্যং জ্ঞানমনন্তমি"তি (তৈত্তিরীয় উপনিঃ—২।১) চ জ্ঞানস্য মহত্ত্বমনন্তত্বং চ দর্শয়তি। মহত্ত্বং স্বাধ্যস্তসর্ব্ব-সম্বন্ধিত্বং, অনন্তত্বং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বমিতি বিবেকঃ।২৭ এতেন শূন্যবাদোঽপি প্রত্যুক্তঃ, নিরধিষ্ঠানভ্রমাযোগান্নিরবধিবাধাযোগাচ্চ। তথাচ শ্রুতিঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি" (কঠোপনিষৎ—৩।১১) রিতি সর্ব্ববাধাবধিং পুরুষং পরিশিনষ্টি।২৮ উক্তঞ্চ ভাষ্যকারৈঃ—"সর্ব্বং বিনশ্যদ্বস্তুজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি পুরুষো

অনুবাদ—স্ফুরণরূপ পদার্থটীও যে আবার স্বাধ্যস্ত (নিজের উপর অধ্যস্ত) অজ্ঞানহেতু অজ্ঞাত থাকে একথা ভগবান্ স্বয়ং "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" (৫।১৫)—জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া আছে সেই কারণে প্রাণিগণ মোহ গ্রস্ত হয়—এই স্থলে বলিবেন। অর্থাৎ নিত্যচিৎস্বরূপ পদার্থই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হয়। অজ্ঞান তাহার উপরে অধ্যস্ত হইয়া, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাকেই নিজের বিষয় করে, তাহাকেই আবৃত করে। এইজন্য তাহা নিত্যবুদ্ধস্বভাব হইলেও অজ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হয়।২৬ ইহার দ্বারা এই স্ফুরণ রূপ পদার্থটী যে বিভু তাহা সিদ্ধ হইল। এই জন্য—"এই পারমার্থিক পরমসৎ অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘনই", "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য সকল জ্ঞানের মহত্ত্ব ও অনন্তত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। মহত্ত্ব অর্থ স্বাধ্যস্তসর্ব্বসম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ মহৎ বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে যাহা নিজের (সেই মহতের) উপর যে সমস্ত পদার্থ অধ্যস্ত আছে তাহাদের সকলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; আর ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বই অনন্তত্ব অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ দ্বারা যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই অনন্ত, ইহাই ইহাদের বিবেক (পার্থক্য)।২৭ ইহার দ্বারা শূন্য বাদ প্রত্যুক্ত (নিরাকৃত) হইল, যেহেতু অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন ভ্রমই হইতে পারে না এবং অবধি বিহীন বাধও হইতে পারে না। [**তাৎপর্য্য**—সমস্ত যদি ভ্রম হয় তথাপি সেই ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ একটী সৎপদার্থ কল্পনা করিতে হইবেই; কারণ আরোপিত পদার্থের কোন স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রকাশও নাই; অধিষ্ঠানের সত্তাই আরোপিতের সত্তা এবং অধিষ্ঠানের প্রকাশেই আরোপিতের প্রকাশ। এই কারণে ভ্রমের অধিষ্ঠান স্বরূপ পদার্থটী শূন্য হইতে পারে না, যে হেতু শূন্য অলীক পদার্থ; আর যাহা অলীক তাহা কাহারও অধিষ্ঠান হইতে পারে না। যেহেতু অলীক বস্তুর সত্তাই নাই, প্রকাশ থাকা ত দূরের কথা। আবার ভ্রমের যখন বাধ হয় তখন তাহা কোন স্থানে অবশ্যই বিশ্রান্তি লাভ করে, অর্থাৎ সকল পদার্থ বাধিত হইয়া যাইলেও এমন একটী পদার্থের সত্তা অবশ্যই কল্পনা করিতে হয় যাহা আর বাধিত হয় না। তাহাও শূন্য হইতে পারে না, কারণ ঐ শূন্য অলীক; আর তাহা হইলে সেই বাধের কেহ সাক্ষী বা দ্রষ্টা থাকে না বলিয়া নিঃসাক্ষিক (সাক্ষিশূন্য) বাধই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।] এই জন্য "পুরুষের পরে আর কিছু থাকিতে পারে না; সেই পুরুষই কাষ্ঠা (পর্য্যবসান বা সকলের শেষ সীমা), এবং তাহাই গতি"

বিনাশহেত্বভাবান্ন বিনশ্যতী"তি।২৯ এতেন ক্ষণিকবাদোঽপি পরাস্তঃ, অবাধিত-প্রত্যভিজ্ঞানাদন্যদৃষ্টান্যস্মরণাদ্যনুপপত্তেশ্চ।৩০ তস্মাদেকস্য সর্ব্বানুস্যূতস্য স্বপ্রকাশস্ফুরণ-রূপস্য সতঃ সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্যত্বাদুপপন্নং "নাভাবো বিদ্যতে সত" ইতি ॥৩১—১৭

এই শ্রুতিও পুরুষকে সকল বাধের অবধি (সীমা, ও সাক্ষী) বলিয়া পরিশিষ্ট করিতেছেন অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য বস্তু বাধিত হইলে পুরুষই কেবল অবাধিত অবশিষ্ট থাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।২৮ ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"বিনশ্বর বস্তুনিচয় সমস্তই পুরুষকে শেষে রাখিয়া বিনষ্ট হয়। পুরুষ কিন্তু বিনষ্ট হয় না, কারণ তাহার বিনাশের কোন হেতু নাই।২৯ ইহার দ্বারা ক্ষণিকাত্মবাদও নিরাকৃত হইল। কারণ অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞাই আত্মার ক্ষণিকত্বের বিরোধী হেতু; আর আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে অন্যকর্ত্তৃক দৃষ্টবিষয় অন্য একজন যে স্মরণ করিতে পারে না, ইহার কোন উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ "যে আমি দেখিয়াছি সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি" এইরূপ অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় আত্মা প্রতিক্ষণ বিনাশী হইতে পারে না। আর আত্মা যদি ক্ষণিক হয় তাহা হইলে অন্য এক ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে অপর আর একজন তাহা স্মরণ করিতে পারিত। ক্ষণিকাত্মবাদ স্বীকার করিলে এই আপত্তির সমাধান করা যায় না। [তাৎপর্য্য—ক্ষণিকাত্মবাদে প্রত্যেকক্ষণেই (কালের যে অবিভাজ্য অংশ তাহাই ক্ষণ) আত্মার বিনাশ হইয়া যায়, পরক্ষণে নূতন একটী আত্মা জন্মে। সুতরাং কোনও বস্তু দেখিয়া স্পর্শ করিয়া লোকে যে বলে 'যে আমি দেখিলাম সেই আমিই স্পর্শ করিলাম' ইহা সঙ্গত হয় না। কারণ দর্শন হয় একটী ক্ষণে, আর স্পর্শন হয় অন্য একটী ক্ষণে। আত্মা ক্ষণিক বলিয়া দর্শনক্ষণের আত্মা স্পর্শক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া যে দেখে সে আর স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ উক্তপ্রকার অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞায় দ্রষ্টা ও স্প্রষ্টার অভিন্নতাই ভাসমান। ক্ষণিকাত্মবাদীর মতে ইহার কোনও উপপত্তি হয় না।] ৩০ অতএব সেই এক সকল পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান স্বয়ং প্রকাশ, স্ফূরণরূপ সৎপদার্থটী সকল প্রকারপরিচ্ছেদ শূন্য হওয়ায় "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—"সৎবস্তুর অভাব হইতে পারে না" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা উপপন্ন (যুক্তিসিদ্ধ) হইল।৩১—১৭

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। আচ্ছা, এই পূর্ব্বোক্ত 'সৎ' বস্তুর দ্রষ্টা কে?

উঃ। এই 'সৎ' এর কোনও দ্রষ্টা নাই—ইহা দৃশ্য নহে। দৃশ্য বস্তু মাত্রই জড়। এই পরমার্থ সৎ দৃশিস্বরূপ, ইহা জ্ঞানস্বরূপ। ইহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে—ইহার জ্ঞাতা নাই, ইহা জ্ঞেয় নহে। ইহাই শুদ্ধ চিৎ এবং স্ফূরণরূপ।

প্রঃ। ইহা যদি জ্ঞানরূপ হয় তাহা হইলে ত ইহা ক্রিয়ারূপ হইল। জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান বিনষ্ট হয়। আমি ঘট জানিতেছি—এখানে জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানারূপ ক্রিয়া হইতেছে। ক্রিয়া মাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। এই সৎ যদি জ্ঞানরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা ক্রিয়ারূপও ঘটে (কারণ জানা ত একপ্রকার ক্রিয়া), আর যেহেতু ইহা ক্রিয়ারূপ, সেই হেতু ইহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল। তাহা হইলে এই সৎকে নিত্য এবং অমৃত স্বরূপ কি করিয়া বলা যায়?

উঃ। আমি যে সৎস্বরূপ এবং স্ফুরণ বা জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বের কথা বলিতেছি তাহাকে এই উৎপত্তি ও বিনাশ স্পর্শ করে না। দেশ, কাল এবং বস্তুপরিচ্ছেদ কেবল ঐ সৎস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বে অধ্যস্ত বা কল্পিত যে বিষয় এবং আশ্রয় তাহাতেই প্রযোজ্য। মূল অধিষ্ঠান যে জ্ঞানস্বরূপ, যাহাতে সমস্ত জগৎ কল্পিত, তাহার কোনও পরিচ্ছেদ নাই। এই পরিচ্ছেদই বিনাশের হেতু। সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদরহিত বলিয়াই এই সৎস্বরূপ যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব তাহা অবিনাশী।

প্রঃ। আমি ঘট জানিতেছি, এই ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইল, আবার এই ঘটজ্ঞান বিনষ্ট হইল—এই উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যাইতেছে—ইহাকে কি করিয়া অস্বীকার করিব?

উঃ। এই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় ঘটজ্ঞানের আশ্রয় যে অহংকারবৃত্তি তাহার, এবং ঘটরূপ বিষয়ের। বাস্তবিক কল্পিত বস্তুরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে পারে। কল্পিতের দ্বারা অকল্পিতের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। একরূপ যে স্ফুরণ বা জ্ঞানতত্ত্ব তাহা ক্রিয়ারূপ নহে এবং তাহার ভেদ নাই, পরিচ্ছেদ নাই, বিনাশ নাই।

প্রঃ। জাগ্রৎকালে এবং স্বপ্নকালে না হয় অহঙ্কারবৃত্তি থাকে, তাই তাহার উদয় ও লয়, উৎপত্তি ও বিনাশ, স্বীকার করা যায়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে ত অহঙ্কারবৃত্তি থাকে না। সুষুপ্তির নাশকালে অর্থাৎ সুষুপ্তির পারে তত্ত্বজ্ঞান ভূমিতে অহংবৃত্তির নাশ হইল বলা যায় না। তখন কি বলিবে?

উঃ। সুষুপ্তিতে অহংকারবৃত্তি না থাকিলেও, ঐ অহঙ্কার দ্বারা বাসিত অজ্ঞান থাকে। এই অজ্ঞানের ভাসকও ঐ অধিষ্ঠান চৈতন্য; এই চৈতন্য থাকে বলিয়াই সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের প্রকাশ হয়। সুষুপ্তিভঙ্গের পর যে স্মরণ হয় 'আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই', এই স্মরণ হইতেই ঐ অজ্ঞানবৃত্তি সূচিত হয়। সুষুপ্তির নাশে অর্থাৎ সুষুপ্তির পারে তত্ত্বজ্ঞান ভূমিতে ঐ অজ্ঞান বিষয়টী চলিয়া যায় এবং ঐ অজ্ঞানবৃত্তির দ্রষ্টা যে অহঙ্কার তাহার বিলোপ হয়। মূল দৃশিরূপ, জ্ঞানস্বরূপ 'সৎ'এর বিনাশ হয় না।

প্রঃ। সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না, এই **জ্ঞানের অভাব** জাগ্রৎকালে **অনুমিত** হয়। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের অনুভব থাকে না, তখন অনুভবিতাও নাই। জাগরণের পর অজ্ঞানানুভবের **স্মরণ** হয় না। জ্ঞান ছিল না—এই জ্ঞানাভাবের **অনুমান** হয় মাত্র।

উঃ। অনুমান কি প্রকারে হইবে? সুষুপ্তিই এই অনুমানের পক্ষ অর্থাৎ সুষুপ্তি বিষয়েই অনুমান—সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে কি না—ইহাই অনুমিতির বিষয়। এই সুষুপ্তি সম্বন্ধেই যখন জ্ঞান নাই—তখন সুষুপ্তি বিষয়ে কি করিয়া অনুমান হইবে? আর এখানে লিঙ্গদর্শনের সম্ভাবনাও নাই।

প্রঃ। সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানের যখন স্মরণ নাই, তখন অনুভব ছিল—ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? অনুভব থাকিলে অবশ্য স্মরণ হইত?

উঃ। অনুভব থাকিলেই যে স্মরণ থাকিবে এমন কোনও নিয়ম নাই। কোনও অনুভবের স্মরণ থাকে, কোনও অনুভবের থাকে না। কিন্তু যেখানে স্মরণ আছে সেখানে যে পূর্ব্বে অনুভব ছিল—তাহা মানিতেই হইবে। এখানে জ্ঞান ছিল না বলিয়া যখন স্মরণ হইতেছে আর জ্ঞানাভাব এবং অনুভব যখন পরস্পর বিরুদ্ধ তখন উক্ত অনুভবের বিষয় ভাবরূপ অজ্ঞানই যে ছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়।

প্রঃ। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের করণ বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং এই করণাভাব হইতেই জ্ঞানাভাব অনুমিত হয়। সুষুপ্তিকালে করণবর্গ সুপ্ত থাকে, তাই তখন জ্ঞান হইতে পারে না—ইহা ত অনুমান দ্বারাই বুঝা যায়।

উঃ। এইরূপ বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। জ্ঞান থাকে না বলিয়া করণের অভাব, করণের অভাব বলিয়া জ্ঞানের অভাব—এখানে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় হইতেছে। এরূপ অনুমান অসিদ্ধ।

প্রঃ। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের অনুভব থাকে, এবিষয়ে কি কোনও শ্রুতি প্রমাণ আছে?

উঃ। হাঁ, শ্রুতি বলিতেছেন, সুষুপ্তিকালে যে কোনও বস্তুর দর্শন হয় না, তাহার কারণ দ্রষ্টার অভাব নহে। দৃশ্য বস্তু অর্থাৎ দ্রষ্টব্য কিছু তখন থাকে না, এই জন্যই সুষুপ্তিকালে দর্শন হয় না। দ্রষ্টার কোনও সময়ে অভাব হয় না। দ্রষ্টার যে দৃষ্টি তাহার কখনও বিলোপ হয় না।

প্রঃ। অজ্ঞান যে অনুভূত হয়, 'আমার জ্ঞান হইতেছে না' এই যে অনুভূতি, তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে?

উঃ। এই অজ্ঞানও যে ভাসে, তাহারও মূল আশ্রয় হইতেছে জ্ঞান বা স্ফূরণস্বরূপ ঐ 'সৎ'। সব কল্পিতের মূলে এক অকল্পিত সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই অকল্পিত সৎ বস্তুই বিভু। অজ্ঞান ইহার বিরোধী ত নহেই পরন্তু অজ্ঞানও এই জ্ঞানাশ্রয়েই ভাসে।

প্রঃ। জাগতিক সব বস্তুই যখন কল্পিত, এই অকল্পিত বস্তুর যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি নাই, তখন ইহাকে স্বীকার না করিলে দোষ কি?

উঃ। এই অকল্পিত সৎ অধিষ্ঠানের বলেই সমস্ত কল্পিত বস্তুর সিদ্ধি হয়। প্রত্যেক ভ্রমের একটা অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে যাহার উপর ঐ ভ্রম প্রকাশ পায়। নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না। জগতের সব বস্তু বাধিত হইতে পারে ঐ বিভু নির্ব্বাধ সৎ বস্তুর আশ্রয়ে। বাধের একটা অবধি আছে। নিরবধি বাধ অসম্ভব। একটা তত্ত্বের আশ্রয়ে অপর সব বাধিত হইতে পারে। এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া শূন্যবাদ অবলম্বন করিলে নিরবধি বাধ এবং নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একটা তত্ত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে ভ্রম সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং একটা তত্ত্বকে পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার না করিলে বাধই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? তাই শূন্যবাদ অযৌক্তিক। অতএব এক অবিনাশী অকল্পিত সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদরহিত তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্যস্য (বিকাররহিত) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (প্রমাণ দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ (নাশধর্ম্মশীল) উক্তাঃ (তত্ত্বদর্শিগণমুখে কথিত)। ভারত (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (সেইজন্য) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

নন্থ 'স্ফুরণরূপস্য সতঃ কথমবিনাশিত্বং তস্য দেহধর্ম্মত্বাৎ দেহস্য চ অনুক্ষণবিনাশাৎ' ইতি ভূতচৈতন্যবাদিনঃ। তান্নিরাকুর্বন্ 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' ইত্যেতদ্বিবৃণোতি।১ "অন্তবন্তঃ" বিনাশিনঃ "ইমে"অপরোক্ষাঃ "দেহা" উপচিতাপচিতরূপত্বাচ্ছরীরাণি, বহুবচনাৎ স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপাঃ বিরাট্‌সূত্রাব্যাকৃতাখ্যাঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মানঃ সর্ব্বে "নিত্যস্য" অবিনাশিন এব "শরীরিণঃ" আধ্যাসিকসম্বন্ধেন শরীরবত একস্যাত্মনঃ স্বপ্রকাশ-স্ফুরণরূপস্য সম্বন্ধিনঃ দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ "উক্তাঃ" শ্রুতিভির্ব্রহ্মবাদিভিশ্চ।২ তথাচ তৈত্তিরীয়কে অন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তান্ পঞ্চ কোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানমকল্পিতং 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' (তৈঃ উঃ ২।৫) ইতি দর্শিতম্।৩ তত্র পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূততৎকার্য্যাত্মকো বিরাট্

আচ্ছা, স্ফুরণরূপ যে সৎপদার্থ তাহা যখন দেহেরই ধর্ম্ম আর দেহও যখন প্রতিক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তখন তাহা কিরূপে অবিনাশী হইতে পারে ?—ভূতচৈতন্যবাদী লৌকায়তিকগণ এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এরূপ আশঙ্কাকারিগণের মতনিরাসার্থে "অসতের সত্তা হইতে পারে না" এই পূর্ব্বোক্ত উক্তিরই বিবৃতি বলিতেছেন।১ **ইমে**—এই অপরোক্ষ **দেহাঃ**—দেহ সকল **অন্তবন্তঃ**—অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশশীল; কারণ ইহারা উপচিত ও অপচিত হয় অর্থাৎ বাড়ে ও কমে। আর এই জন্যই ইহাদের অপর নাম শরীর (শৄ ধাতু নিষ্পন্ন বলিয়া নাশার্থক)। "**দেহাঃ**" এই স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ স্বরূপ বিরাট্, সূত্র ও অব্যাকৃত নামে প্রসিদ্ধ সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ সমস্ত শরীরই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেইগুলি সমস্তই **নিত্যস্য**—অবিনাশী **শরীরিণঃ**=শরীরীরই অর্থাৎ আধ্যাসিক (অধ্যাস বশে উৎপন্ন) সম্বন্ধ নিবন্ধন যিনি শরীরবান্ সেই সর্ব্বসম্বন্ধী স্বপ্রকাশ স্ফুরণস্বরূপ এক আত্মারই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ইহাই "**উক্তাঃ**"—শ্রুতি ও ব্রহ্মবাদিগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।২ এই জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়) এই পাঁচটী কোষ কল্পনা করিয়া সেই কোষ সকলের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা যে অকল্পিত তাহা "**ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা**"—"ব্রহ্ম সেই আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পুচ্ছ অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা আধার স্বরূপ" এই বাক্যে শ্রুতিমধ্যে দেখান হইয়াছে।৩ তন্মধ্যে যাহা পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং সেই মহাভূতের যে কার্য্য তদুভয়স্বরূপ তাহাকে বিরাট্ বলা হয়। তাহাই সমস্ত মূর্ত্তিমৎ

মূর্ত্তরাশিরন্নময়কোষঃ স্থূলসমষ্টিঃ।৪ তৎকারণীভূতাপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূততৎকার্য্যাত্মকো হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রমমূর্ত্তরাশিঃ সূক্ষ্মসমষ্টিঃ। 'ত্রয়ং বা ইদং নামরূপং কর্ম্ম' (বৃহদাঃ উঃ ১।৬।১) ইতি বৃহদারণ্যকোক্তত্র্যন্নাত্মকঃ স কর্ম্মাত্মকত্বেন ক্রিয়াশক্তিমাত্রমাদায় প্রাণময়কোষ উক্তঃ; নামাত্মকত্বেন জ্ঞানশক্তিমাত্রমাদায় মনোময়কোষ উক্তঃ; রূপাত্মকত্বেন তদুভয়াশ্রয়তয়া কর্ত্তৃত্বমাদায় বিজ্ঞানময়কোষ উক্তঃ। ততঃ প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়াত্মৈক এব হিরণ্যগর্ভাখ্যো লিঙ্গশরীরকোষঃ।৫ তৎকারণীভূতস্তু মায়োপহিতচৈতন্যাত্মা সর্ব্বসংস্কারশেষোঽব্যাকৃতাখ্য আনন্দময়কোষঃ।৬ তে চ সর্ব্বে একস্যৈব আত্মনঃ শরীরাণীত্যুক্তম্ 'তস্যৈষ এব

দ্রব্যের রাশিস্বরূপ—সমস্ত স্থূলপদার্থের সমষ্টিস্বরূপ অন্নময় কোষ। অর্থাৎ এক একটী জীবের স্থূলদেহ যেমন অন্নময় কোষ নামে অভিহিত হয় সেইরূপ এই স্থূল পৃথিবী আদি পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূতাত্মক পঞ্চমহাভূতের কার্য্যস্বরূপ যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড ইহার নাম বিরাট্। ইহা বিরাট্ পুরুষ বা বৈশ্বানর নামক সমষ্টি জীবের স্থূল দেহ; এই জন্য ইহা অন্নময় কোষ।৪ সেই বিরাট্ নামক সমষ্টি স্থূলশরীরের কারণ হইতেছে অমূর্ত্তরাশি—সূক্ষ্মসমষ্টি সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ; অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং সেই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের যাহা কার্য্য তাহাই ইহার স্বরূপ হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই হিরণ্যগর্ভকেই "স্থূল ও সূক্ষ্ম এই সমস্তই নাম, রূপ ও কর্ম্ম এই ত্রিতয়স্বরূপ হইতেছে" এই প্রকারে ত্র্যন্নাত্মক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা অর্থাৎ সেই অমূর্ত্তরাশি সূক্ষ্মশরীর, কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির আকরস্বরূপ, এইজন্য এই ক্রিয়াশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে প্রাণময় কোষ বলা হইয়াছে। ইহা নামাত্মক—এই কারণে ইহার জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে মনোময় কোষ বলা হইয়াছে। আর ইহা রূপাত্মক বলিয়া অর্থাৎ সমস্ত প্রক্ষ্যমাণ বস্তুর আকার ইহার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত বলিয়া ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় হওয়ায় ইহার কর্ত্তৃত্বকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়াত্মক হিরণ্যগর্ভনামক একটী বস্তুই লিঙ্গশরীরকোষ। অর্থাৎ জীবের সূক্ষ্ম শরীর যেমন প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাত্মক এবং তাহাকেই লিঙ্গ শরীর বা লিঙ্গকোষ বলা হয়, সেইরূপ জগতের সূক্ষ্মাবস্থাও যখন হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মার শরীর তখন ইহাও প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাত্মক লিঙ্গকোষ। বিশেষতঃ ব্যষ্টি জীবের সূক্ষ্ম শরীরের প্রাণময় জগতের অভিমানী পুরুষও একজন রহিয়াছেন। এই কারণে এই জগৎ তাঁহার শরীর এবং ইহা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষাত্মক লিঙ্গশরীর বা লিঙ্গকোষ নামে অভিহিত হয়।৫ আর এই সূক্ষ্ম শরীরেরও যাহা কারণ তাহা সমস্ত সংস্কারের শেষ (জগৎরূপ কার্য্যের সমস্ত অবস্থা যাহার মধ্যে সূক্ষ্ম অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে) অব্যাকৃতনামে প্রসিদ্ধ আনন্দময়কোষ হইতেছে; মায়োপহিত চৈতন্য ইহার আত্মা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থায় জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর স্বকারণ অবিদ্যায় লয় প্রাপ্ত হয়। তৎকালে অবিদ্যারূপ কারণশরীর লইয়া জীব আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন থাকে—ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। আবার কোষ যেমন খড়্গাদিকে

আবৃত করিয়া রাখে, ঐ কারণশরীরও সেইরূপ জীবকে আবৃত করিয়া রাখে। এই কারণে সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মে লীন হইলেও নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় না, পুনরায় স্ব-স্বভাব লইয়া সুপ্তোত্থিত হয়। ঐ সুষুপ্তিকালীন কারণশরীরকেই আনন্দময়কোষ বলা হয়। জীবের সূক্ষ্ম শরীরের ন্যায় জগতের সূক্ষ্মাবস্থারও লয় হইলে তখন নিখিল জগতের কারণস্বরূপ অবশিষ্ট মায়া থাকে। এই মায়া শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা; এই কারণে ইহাতে ব্রহ্মচৈতন্য ও ব্রহ্মানন্দ প্রতিফলিত হয়। আর ইহারও অভিমানিনী দেবতা আছেন। এই কারণে ইহা তাঁহার শরীর স্বরূপ। আবার তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও এই মায়াই তাঁহাকে ভিন্নবৎ প্রতীত করায়; আর ইহার মধ্যে আনন্দেরই প্রাচুর্য্য অধিক। এই সমস্ত কারণে জগতের কারণীভূত অব্যাকৃত অব্যক্তাবস্থাকেও আনন্দময় কোষ বলা হয়।৬

তাৎপর্য্য—শরীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিক্রম কিরূপ তাহা মোটামুটিভাবে জানা আবশ্যক, এই কারণে তাহা বলা যাইতেছে। শ্রুতি হইতে জানিতে পারা যায়, জগতের অবস্থা তিন প্রকার—প্রথম কারণাবস্থা, দ্বিতীয় সূক্ষ্মাবস্থা, তৃতীয় স্থূল অবস্থা। তন্মধ্যে কারণাবস্থায় কোন কিছুরই অভিব্যক্তি ছিল না—সমস্তই যেন প্রসুপ্ত হইয়াছিল। বীজ মধ্যে যেমন বৃক্ষ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) অবস্থায় থাকে জগৎও পূর্ব্বে সর্ব্বকারণ মায়ামধ্যে সেই ভাবে লীন ছিল। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৭)—তৎকালে এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল। ইহাই জগতের অব্যাকৃতাবস্থা বা কারণাবস্থা।—অজ্ঞান, অবিদ্যা বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই এই অবস্থায় সমস্ত আবৃত করিয়া নিজমধ্যে সমস্ত প্রক্ষ্যমাণ জগতের সংস্কার অর্থাৎ ভাবী স্বরূপের পরম সূক্ষ্মভাব লইয়া বিরাজমান ছিল। পরে জীবের কর্ম্মবশে সূক্ষ্মসৃষ্টি আরম্ভ হয়।

তখন পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত ত্রিগুণাত্মিকা-মায়ার পরিণামে, অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্মাবস্থ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমই সেই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতকেই পঞ্চ তন্মাত্র বলা হয়। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহারাও ত্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকের সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে—অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিক অংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে নাসিকা, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় হইয়াছে। আবার এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতগুলির মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিটী অন্তঃকরণ জন্মিয়াছে। উক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের প্রত্যেকটীর রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত আকাশের রাজসিক অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রাজসিক অংশ হইতে হস্তদ্বয়, তেজের রাজসিক অংশ হইতে পদদ্বয়, জলের রাজসিক অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রাজসিক অংশ হইতে উপস্থ হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে এইগুলি বহির্দৃশ্যমান হস্তপদাদি নহে—কিন্তু এই স্থূল হস্ত-পদাদিরই সূক্ষ্ম অবস্থা। আর ঐ অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সবগুলির মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই হইল সূক্ষ্ম সৃষ্টি।

পরে উক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের তামসিক অংশ হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত—অর্থাৎ সাধারণতঃ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম বলিতে যাহা বুঝায় সেই স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। অপঞ্চীকৃত মহাভূত এবং পঞ্চীকৃত মহাভূতের মধ্যে পার্থক্য এই যে পঞ্চীকৃত স্থূলভূতের প্রত্যেকটীতেই অপর চারিটী ভূতের প্রত্যেকের অষ্টম অংশ ($\frac{1}{8}$) বিদ্যমান; কিন্তু অপঞ্চীকৃত ভূত সেরূপ নহে, তাহা মাত্র তৎস্বরূপ—তাহাদের এক একটিতে অন্য কাহারও সংমিশ্রণ নাই। এইজন্য পঞ্চীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর অংশ অর্দ্ধেক, এবং জলের অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ ও আকাশের অষ্টমাংশ (পৃথিবী $\frac{1}{2}$, জল $\frac{1}{8}$, তেজঃ $\frac{1}{8}$, বায়ু $\frac{1}{8}$, ব্যোম $\frac{1}{8}=1$ পৃথিবী) বিদ্যমান। এইরূপে স্থূল পঞ্চীকৃত জলে—জলের অংশ অর্দ্ধেক এবং অপর প্রত্যেকটির অষ্টমাংশ করিয়া বিদ্যমান। এইরূপ তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই পঞ্চীকৃত স্থূলভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন, এবং স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ—এই চতুর্বিধ ভূতনিকায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই হইল স্থূল সৃষ্টি। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎকেই বিরাট্, সূত্র ও অব্যাকৃত সমষ্টিশরীর বলা হইয়াছে।

আবার প্রত্যেক জীবেরও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর আছে। জাগ্রৎকালে স্থূল শরীর লইয়া ব্যবহার হয়; স্বপ্নদশায়,—পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাবয়ব সূক্ষ্ম শরীর লইয়া ব্যবহার হয়—ইহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। আর সুষুপ্তিকালে এই সমস্তের পরমসূক্ষ্মাবস্থা অবিদ্যা লইয়া ব্যবহার হয়—ইহাই জীবের কারণশরীর। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক ক্ষুদ্র জগৎ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, ব্যষ্টিশরীর। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই ব্যষ্টিভাবে যেমন ক্ষুদ্র শরীর ত্রিবিধ, সেইরূপ সমষ্টি শরীরও ত্রিবিধ। এইজন্য কথিত আছে—'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যং লিঙ্গসূত্রাত্মনোরপি। স্বাপাব্যাকৃতয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ'॥ অর্থাৎ এই দেহাত্মক পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড, লিঙ্গশরীর এবং সূত্রাত্মক সূক্ষ্ম জগৎ, সুষুপ্ত্যুপলক্ষিত কারণ শরীর এবং জগতের অব্যাকৃত অবস্থা এবং জীব ও পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ একত্ব বা অভিন্নত্বই রহিয়াছে অর্থাৎ ইহাদের ভেদ নাই।

এই উভয় প্রকারের ত্রিবিধ শরীরেই শরীরী বা আত্মা আছে। ব্যষ্টি শরীরে দেখিতে পাই স্থূলশরীরে চৈতন্যের একরূপ ব্যবহার, সূক্ষ্মশরীরে আর একরূপ, আবার কারণ শরীরে অন্য একরূপ। এই স্থূলশরীরে যে চৈতন্য ব্যবহার করেন তাঁহাকে **বিশ্ব**, সূক্ষ্মশরীরে যিনি ব্যবহার করেন তাঁহাকে **তৈজস**, এবং কারণ শরীরে যিনি ব্যবহার করেন তাঁহাকে **প্রাজ্ঞ** বলা হয়। কিন্তু এই ত্রিবিধ শরীরের ব্যবহার ভিন্ন হইলেও চৈতন্য যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নহে—একই চৈতন্য সেই সেই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। আবার সমষ্টি শরীরেও পঞ্চীকৃত স্থূল বিরাট্ জগৎরূপ শরীরের অধিষ্ঠাতা এক চৈতন্য আছেন—তাঁহাকে **বৈশ্বানর** বা **বিরাট্** বলা হয়, অপঞ্চীকৃত মহাভূত ও তৎকার্য্যস্বরূপ সূক্ষ্মজগৎরূপ শরীরের অধিষ্ঠাতা এক চৈতন্য আছেন—ইহাকে **সূত্রাত্মা** বা **হিরণ্যগর্ভ** বা **প্রাণ** বলা হয় এবং অব্যাকৃত কারণ জগৎরূপ শরীরেরও এক অধিষ্ঠাতা চৈতন্য আছেন তাঁহাকে **অন্তর্যামী** বা **পরমেশ্বর** বলা হয়। এই ত্রিবিধ জগৎরূপ শরীরাভিমানী চৈতন্য অভিন্ন হইলেও অবস্থানুসারে তাঁহাদের ভেদ এবং তারতম্য স্বীকার করা হয়। সুতরাং ব্যষ্টিভাবে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং সমষ্টিভাবে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর—ইহা একই চৈতন্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য' (তৈত্তিরীয় উঃ—২।৩) ইতি। তস্য প্রাণময়স্যৈষ এব শরীরে ভবঃ শারীর আত্মা 'যঃ' সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণো গুহানিহিতত্বেনোক্তঃ পূর্বস্যান্নময়স্য। এবং প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়েষু যোজ্যম্।৭ অথবা—ইমে সর্ব্বে দেহাঃ ত্রৈলোক্য-বর্ত্তিসর্ব্বপ্রাণিসম্বন্ধিন একস্যৈব আত্মন উক্তা ইতি যোজনা। তথাচ শ্রুতিঃ 'একো

ইহাদের সকলের মূলে নির্ব্বিশেষ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ তুরীয় শুদ্ধচৈতন্য বা ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।'

ব্যষ্টিশরীরের মধ্যে চৈতন্যের স্বতন্ত্রতা দেখাইবার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে—অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোষের কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থূলশরীর অন্নময়-কোষাত্মক; সূক্ষ্মশরীর মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়-কোষাত্মক এবং কারণ শরীর আনন্দময়-কোষাত্মক। এইরূপ স্থূলজগৎকে অন্নময়-কোষাত্মক, সূক্ষ্মজগৎকে মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়-কোষাত্মক লিঙ্গশরীর, এবং অব্যাকৃত জগৎকে আনন্দময়-কোষাত্মক কারণশরীর বলা হয়। উহাদের মধ্যে স্থূলশরীরই অন্নময়-কোষ। সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে যে তিনটী কোষ আছে তন্মধ্যে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণবায়ু লইয়া প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তির আধার কার্য্যস্বরূপ; ইহারই প্রভাবে নিষ্ক্রিয় আত্মা আপনাতে বচন, আদান, গমন এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি ক্রিয়ার আরোপ করে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ লইয়া মনোময়-কোষ; ইহাই ইচ্ছাশক্তির আধার—এবং কারণ স্বরূপ; আর পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি—ইহাই হইল বিজ্ঞানময়-কোষ। এই বিজ্ঞানময়-কোষকে জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তা বলা হয়; কারণ ইহারই প্রভাবে অকর্ত্তা আত্মায় কর্তৃত্ব আরোপিত হয়। অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময় কোষ বলে; ইহারই কারণে আত্মা অখণ্ডানন্দ নিঃসঙ্গ শুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইলেও পরিচ্ছিন্নসুখবিশিষ্ট, অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট, ভোক্তৃত্বাদি সঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাই হইল ব্যষ্টি জীবের পঞ্চকোষ বিবেক। সমষ্টি জগতেরও স্থূল ব্রহ্মাণ্ডাত্মক বিরাট্‌শরীরাভিমানী বৈশ্বানরকে অন্নময়-কোষাধিষ্ঠাতা বলা হয়; সূক্ষ্মজগতের অভিমানী সূত্রাত্মাকে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিমান্ বলা হয় এবং কারণজগদভিমানী অন্তর্যামীকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা, ফলদাতা, সর্ব্বেশ্বর বলা হয়। সুতরাং আত্মা অসঙ্গ উদাসীন হইলেও অধ্যাসবশে সমষ্টিব্যষ্টিভাবে এইরূপে ত্রিবিধ শরীরবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বলিয়া আত্মা যে পরমার্থতঃ ভিন্ন তাহা নহে। তবে যতকাল অবিদ্যা থাকিবে, অধ্যাস থাকিবে, ততকাল এইরূপ বিভাগ এবং বিভেদও থাকিবে।৬

অনুবাদ—এই সমস্তগুলিই শ্রুতিমধ্যে একই আত্মার শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা **'তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য'**—যিনি পূর্ব্বোক্ত অন্নময়ের শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা তিনিই এই প্রাণময়েরও আত্মা। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ, তাহার অর্থাৎ সেই প্রাণময়ের, ইনিই, শারীর অর্থাৎ শরীরে সম্ভূত (শরীরাধিষ্ঠিত) আত্মা; তিনি সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ (অর্থাৎ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ), এবং তিনি গুহানিহিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। "পূর্বস্য"—পূর্ব্বের অর্থাৎ

দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬।১১) ইতি সর্ব্বশরীরসম্বন্ধিনমেকমাত্মানং নিত্যং বিভুং দর্শয়তি।৮ নমু নিত্যত্বং যাবৎকালস্থায়িত্বং ; তথা চ অবিদ্যাদিবৎ কালেন সহ নাশেঽপি তদুপপন্নম্—ইত্যত আহ "অনাশিন" ইতি।৯ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নস্য অবিদ্যাদেঃ কল্পিতত্বেন অনিত্যত্বেঽপি যাবৎকালস্থায়িত্বরূপমৌপচারিকং নিত্যত্বং ব্যবহ্রিয়তে, 'যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ'ইতি ন্যায়াৎ। আত্মনস্তু পরিচ্ছেদ

অন্নময়ের। প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময়ের পক্ষেও এই শ্রুতির অর্থ এইরূপেই যোজনীয়। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে যিনি আনন্দময়ের অধিষ্ঠাতা তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়ের অধিষ্ঠাতা এবং তিনিই অন্নময়ের অধিষ্ঠাতা। ব্রহ্মই যে এই সকলের অধিষ্ঠাতা তাহা '**ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা**' এই শ্রুতি হইতে জানা যায়। সেই ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।৭ অথবা মূল শ্লোকের অর্থযোজনা এইরূপ,—**ইমে সর্ব্বে দেহাঃ**—এই সমস্ত দেহই, ত্রৈলোক্যমধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রাণীর সহিতই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট যে সেই এক আত্মা তাঁরই দেহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'এক (অদ্বিতীয়) দেব (প্রকাশাত্মা) সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে সংবৃত রহিয়াছেন ; তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা ; তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক সকল কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বজীবে আশ্রিত অর্থাৎ সকল জীবের হৃদয়বাসী ; তিনি সাক্ষী (সর্ব্বদ্রষ্টা), চেতয়িতা, কেবল (নিরুপাধিক) ও নির্গুণ'—এই শ্রুতিবাক্যও জানাইয়া দিতেছে যে আত্মা এক, এবং তিনি সমস্ত শরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং নিত্য ও বিভু।৮ এখন সংশয় হইতেছে এই যে, নিত্যত্ব অর্থ যাবৎকালস্থায়িত্ব অর্থাৎ নিত্য বলিতে যাবৎকালস্থায়ী বুঝায় ; অর্থাৎ কাল যাবৎ আছে যাহা নিত্য তাহাও তাবৎ থাকিবে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে অবিদ্যাদির ন্যায় কালের সহিত সৎপদার্থের যদি নাশ হয় তাহা হইলেও ত সেই নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন **অনাশিনঃ**।৯ দেশতঃ, কালতঃ এবং বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যাদি পদার্থ কল্পিতত্ব নিবন্ধন অনিত্য হইলেও 'সমস্ত বিকারজাতের মধ্যেই ব্যাবহারিক ভেদের ন্যায় বিভাগ লক্ষিত হয়'* এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে তাহাদের কালের স্থিতি পর্য্যন্ত অবস্থিতি রূপ ঔপচারিক নিত্যত্ব ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত কালের স্থিতি বিদ্যমান অবিদ্যাদি কল্পিত পদার্থও তাবৎ বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের এইরূপ ঔপচারিক (গৌণ) নিত্যতা স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহাকে সনাতন নিত্য বলা হয় না। সুতরাং যাবৎকালস্থায়িত্ব নিত্যত্ব নহে, কিন্তু ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্যত্বই নিত্যত্ব। আর আত্মা ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য এবং অকল্পিত বলিয়া তাহার বিনাশের কোন হেতু নাই ; এইজন্য তাহা নিত্য। তাহার যে নিত্যত্ব তাহা মুখ্য কূটস্থ নিত্যতা ; তাহা সাংখ্য-

---

* বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম অধিকরণে 'যাবদ্‌বিকারন্তু' ইত্যাদি সপ্তম সূত্রটীতে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে এই যে আকাশও পৃথিব্যাদির ন্যায় অনিত্য ; যেহেতু তাহা পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতসকল হইতে বিভক্ত হইতেছে। আর যাহা যাহা বিভক্ত তৎসমুদায়ই অনিত্য। ইহা ঘটপটাদি বিভক্ত বস্তু সকলের অনিত্যতাদর্শনে নিরূপিত হয়। তবে যে আকাশকে নিত্য বলিয়া বোধ হয় তাহা ঔপচারিক বা গৌণ নিত্যতা বুঝিতে হইবে। আর এই যে নিত্যতা ইহা যাবৎকালস্থায়িত্বরূপ নিত্যতা। বেদান্তমতে পরাভিমত কালেরও যখন নাশ আছে তখন কালের সঙ্গে সঙ্গে আকাশেরও নাশ হইয়া যায়।

-ত্রয়শূন্যস্য অকল্পিতস্য বিনাশহেত্বভাবাম্মুখ্যমেব কূটস্থনিত্যত্বং নতু পরিণামিনিত্যত্বং যাবৎকালস্থায়িত্বং বা ইত্যভিপ্রায়ঃ।১০ নন্বেতাদৃশে দেহিনি কিঞ্চিৎ প্রমাণমবশ্যং বাচ্যং, অন্যথা নিষ্প্রমাণস্য তস্য অলীকত্বাপত্তেঃ শাস্ত্রারম্ভবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ। তথাচ বস্তুপরিচ্ছেদো দুষ্পরিহরঃ। 'শাস্ত্রযোনিত্বাদি'তি ন্যায়াচ্চ (বেঃদঃ ১।১।৩)। অত আহ "অপ্রমেয়স্য"-ইতি।১১ 'একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবং' (বৃহদা উঃ ৪।৪।২০)। অপ্রময়ং অপ্রমেয়ম্। 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী'তি চ শ্রুতেঃ (কঠ উঃ ২।৫।১৫) স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ এবাত্মা। অতস্তস্য সর্ব্বভাসকস্য স্বভানার্থং ন স্বভাস্যাপেক্ষা, কিন্তু

কল্পিত প্রকৃতির নিত্যতার ন্যায় পরিণামিনিত্যতা নহে অথবা আকাশের ন্যায় যাবৎকালস্থায়িত্বরূপ ঔপচারিক নিত্যতা (প্রবাহনিত্যতা) নহে—ইহাই এস্থলের অভিপ্রায়।১০

আচ্ছা! এতাদৃশ যে শরীরী তাহার (অস্তিত্ব)বিষয়েও কোন প্রমাণ অবশ্য নির্দ্দেশ্য; তাহা না হইলে তাহা নিষ্প্রমাণ বলিয়া অলীক হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শাস্ত্রারম্ভেরও ব্যর্থতাপ্রসঙ্গ হয়। আবার তাহা যদি কোন প্রমাণের বিষয় হয় তাহা হইলে তাহার বস্তুপরিচ্ছেদ অপরিহার্য্য; অর্থাৎ যাহা কোনরূপে পরিচ্ছিন্ন হয় তাহাই কল্পিত, আর কল্পিত হইলে অনিত্য হইয়া থাকে; এই কারণে আত্মারও যখন বস্তুপরিচ্ছেদ রহিয়াছে, কারণ তাহা প্রমেয় তখন আত্মাও অনিত্য হইয়া পড়ে; আর 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (বেঃ দঃ ১।১।৩) অর্থাৎ শাস্ত্রই তাহার প্রমাপক এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারেও তাঁহার প্রমেয়ত্বও সিদ্ধ হয়; (এই কারণেও তাহার বস্তু-পরিচ্ছেদ প্রতিপন্ন হয়)। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন **অপ্রমেয়স্য**।১১ 'একরূপেই (এক অদ্বৈত বলিয়াই) দর্শন করা উচিত; এই তত্ত্ব অপ্রময় এবং ধ্রুব অর্থাৎ শাশ্বত'। শ্রুতিতে যে 'অপ্রময়' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ অপ্রমেয়। 'সেই সৎবস্তুর নিকট সূর্য্যের এবং চন্দ্রতারকার প্রকাশ নাই, এই বিদ্যুল্লতাও প্রকাশ পায় না, অগ্নির ত কথাই নাই। স্বয়ম্প্রকাশ সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশ আছে বলিয়াই এই সমস্ত পদার্থ ভাসমান; তাঁহারই দীপ্তিহেতু এই সমগ্র জগৎ উদ্‌ভাসিত'—ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে আত্মা স্বপ্রকাশচৈতন্যস্বরূপ। এই কারণে সেই সর্বাবভাসক আত্মার স্ব-সত্তার জন্য অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য নিজের যাহা ভাস্য তাদৃশ কোন পদার্থের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ আত্মার সত্তা স্বতঃসিদ্ধ—পরতঃসিদ্ধ নহে। তবে কল্পিত (মিথ্যা) অজ্ঞান এবং সেই অজ্ঞানের যে কার্য্য তাহার নিবৃত্তির জন্য কল্পিত বৃত্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধব্রহ্মাবরক অজ্ঞানের নাশ হয়। সেই নাশ্য অজ্ঞান যেমন কল্পিত ঐ বৃত্তিজ্ঞানও সেইরূপ কল্পিত; তাহা অজ্ঞানকে নাশ করে এবং স্বয়ংও বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ 'যক্ষের অনুরূপ বলি' অর্থাৎ 'দেবতার অনুরূপ উপকরণ' (যেমন দেবতা তেমন নৈবেদ্য)

কল্পিতাজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যর্থং কল্পিতবৃত্তিবিশেষাপেক্ষা, কল্পিতস্যৈব কল্পিতবিরোধিত্বাৎ 'যক্ষানুরূপো বলি'রিতি ন্যায়াৎ। তথাচ সর্ব্বকল্পিতনিবর্ত্তকবৃত্তিবিশেষোৎপত্ত্যর্থং শাস্ত্রারম্ভঃ, তস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যমাত্রাধীনত্বাৎ। অতঃ (স্বতঃ) সর্ব্বদা ভাসমানত্বাৎ সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বাৎ দৃশ্যমাত্রভাসকত্বাচ্চ ন তস্য তুচ্ছত্বাপত্তিঃ। তথাচ'একমেবাদ্বিতীয়ং' (ছাঃ উঃ ৬।২।১) 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে'ত্যাদি (তৈঃ উঃ ২।১) শাস্ত্রমেব স্বপ্রমেয়ানুরোধেন স্বস্যাপি কল্পিতত্বমাপাদয়তি, অন্যথা স্বপ্রমাণ্যানুপপত্তেঃ। কল্পিতস্য চ অকল্পিতপরিচ্ছেদকত্বং নাস্তীতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্।১২

আত্মস্বপ্রকাশত্বঞ্চ যুক্তিতোঽপি ভগবৎপূজ্যপাদৈরুপপাদিতম্। তথাহি—যত্র জিজ্ঞাসোঃ সংশয়বিপর্য্যয়ব্যতিরেকপ্রমানামন্যতমমপি নাস্তি তত্র তদ্বিরোধি জ্ঞানমিতি

এই নিয়ম অনুসারে, যাহা কল্পিত তাহাই অপর কল্পিতের বিরোধী হইয়া থাকে। এই কারণে সমস্ত কল্পিত পদার্থের যাহা নিবর্ত্তক অর্থাৎ যে বৃত্তি হইতে সমস্ত কল্পিত পদার্থের নাশ হয় তাদৃশ বৃত্তিবিশেষের উৎপত্তির জন্য শাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে (সুতরাং শাস্ত্র ব্যর্থ নহে)। আর তাদৃশ বৃত্তিবিশেষ কেবলমাত্র তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের অধীন অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য হইতেই তাদৃশ বৃত্তিবিশেষ উৎপন্ন হয়। আর ইহাতে (অপ্রমেয় বলিয়া) যে সেই সৎপদার্থের তুচ্ছতাপত্তি হইবে তাহা হইতে পারে না; কারণ, সেই তত্ত্ব সর্বদা প্রকাশমান; তাহা সমস্ত কল্পিত ভাবেরই অধিষ্ঠান এবং তাহা তাবৎ দৃশ্য পদার্থেরই প্রকাশক; (এই কারণে তাহা তুচ্ছ অর্থাৎ অলীক হইতে পারে না।) এইজন্য 'এক অদ্বিতীয়'; 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, ও অনন্ত স্বরূপ' ইত্যাদি শাস্ত্রও নিজ প্রমেয়ের অনুরোধে নিজেরও কল্পিতত্ব প্রতিপাদন করে। [**তাৎপর্য্য**—শাস্ত্র 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি বাক্যে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য এক অদ্বিতীয় পদার্থকেই পরমার্থসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আবার শাস্ত্র নিজেই যদি পরমার্থ সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্রবাক্যটী মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই কারণে শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে পরমার্থ সত্য বলা চলে না। তবে তাহা ব্যবহারিক সত্য বটে। সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে শাস্ত্রেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জীব, ঈশ্বর, জগৎ, শাস্ত্র প্রভৃতি বিভাগ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না জ্ঞানের উদয় হয়। **'অত্র বেদাঃ অবেদাঃ ভবন্তি'** (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।২২) অর্থাৎ এই তুরীয়াবস্থায় বেদ সকলও অবেদ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া যায় ইত্যাদি বচনে স্বয়ং বেদই পারমার্থিক দশায় নিজের অসত্ব কণ্ঠতঃ বিঘোষিত করিয়া দিতেছেন; যেহেতু তাহা না হইলে নিজের (শাস্ত্রের) প্রামাণ্য থাকে না।] আর যাহা কল্পিত তাহা যে কখনও অকল্পিতের পরিচ্ছেদক হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (সুতরাং শাস্ত্রের প্রমেয় হওয়ায় বস্তু পরিচ্ছেদ থাকায় সৎপদার্থও যে কল্পিত বা বিনাশী হইবে তাহা হইতে পারে না)।১২

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ভগবৎপাদ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য যুক্তিদ্বারাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা,— ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় যে, যে বিষয়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সংশয়, বিপর্য্যয় অথবা ব্যতিরেকপ্রমা এইগুলির

সর্ব্বত্র দৃষ্টং, অন্যথা ত্রিভয়ান্যতরাপত্তেঃ। আত্মনি চ অহং বা নাহং বা ইতি ন কস্যচিৎ সংশয়ঃ। নাপি নাহমিতি বিপর্য্যয়ঃ ব্যতিরেকপ্রমা বা, ইতি তৎস্বরূপপ্রমা সর্ব্বদাস্তীতি বাচ্যং, তস্য সর্ব্বসংশয়বিপর্য্যয়ধর্ম্মিত্বাৎ, 'ধর্ম্ম্যংশে সর্ব্বমভ্রান্তং প্রকারে তু বিপর্য্যয়' ইতি ন্যায়াৎ।১৩ অতএবোক্তং—'প্রমাণমপ্রমাণঞ্চ প্রমাভাসস্তথৈব চ। কুর্ব্বন্ত্যেব প্রমাং

একটীও নাই সেখানে উহাদের বিরোধী প্রমাজ্ঞানই থাকে। কারণ তাহা যদি না থাকিত তাহা হইলে উক্ত সংশয়, বিপর্য্যয় এবং ('ইহা এরূপ নহে' এই প্রকার) ব্যতিরেকপ্রমা ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী থাকিয়া যাইত। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে 'আমি কি আছি, না আমি নাই' ইত্যাকার সংশয় কাহারও হয় না; কিংবা 'আমি—আমি নহি কিন্তু অন্য' এই রূপ বিপর্য্যয়, অথবা 'আমি নাই' ইত্যাকার ব্যতিরেকপ্রমাও কাহারও হয় না। এই কারণে বলিতে হয় যে সকল সময়েই লোকের আত্মস্বরূপপ্রমা অর্থাৎ আত্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞান (যথার্থ জ্ঞান) আছে। ইহার আরও হেতু এই যে আত্মাই সকল প্রকার সংশয় অথবা বিপর্য্যয়ের ধর্ম্মী অর্থাৎ গ্রহীতা বা আশ্রয়; আর 'ধর্ম্মী সম্বন্ধে সকল জ্ঞানই অভ্রান্ত হইয়া থাকে কিন্তু তাহার প্রকারেই বিপর্য্যয় উৎপন্ন হয়' এইরূপ নিয়মও আছে বলিয়া ইহা সিদ্ধ হয়।১৩ [**তাৎপর্য্য**—আত্মা স্বপ্রকাশ হওয়ায় সকলের চিত্তে সতত ভাসমান। ইহার হেতু এই যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনও সন্দিহান হয় না অথবা তাহাতে বিপরীত জ্ঞানও করে না কিংবা 'আমি নাই', বলিয়াও বুঝে না। আবার একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বই জগতে সৎ, তাহা ছাড়া সমস্তই যখন কল্পিত তখন সেই সর্ব্বসাক্ষী অকল্পিত বস্তুর সম্বন্ধে সংশয় বিপর্য্যাস প্রভৃতি হইতেই পারে না। সর্ব্বত্র ভ্রম বা সংশয়াদি স্থলে দেখা যায় যে যাহার উপর ভ্রমাদি হয় সেই অধিষ্ঠানীভূত 'ইদমংশ' বা ধর্ম্মী অভ্রান্ত ভাবেই গৃহীত হইয়া থাকে। রজ্জুতে 'ইহা সর্প' এই প্রকার যে ভ্রম হয় সেস্থলে, কিংবা দূর হইতে স্থাণু (মুড়া গাছ) দেখিয়া 'ইহা স্থাণু না পুরুষ' এই প্রকার যে সংশয় হয় সেই স্থলেও 'ইহা' এই অধিষ্ঠানীভূত ইদমংশ বা শুদ্ধ ধর্ম্মী, অভ্রান্তভাবেই গৃহীত হয়; তবে তাহার প্রকার বা বিশেষণ অংশ যে রজ্জুত্ব বা স্থাণুত্ব প্রভৃতি সেই অংশেই ভ্রম হইয়া থাকে। কারণ সামান্যাংশের গ্রহণ এবং বিশেষ অংশের অগ্রহণ বা আবরণবশতঃই ভ্রম হইয়া থাকে। আর ইদমংশটি ভ্রমের অধিষ্ঠানের সামান্যাংশ বলিয়া তাহার উপরেই অধ্যাস হয়। আর ভ্রমনাশে আধ্যাসিক পদার্থটী অধিষ্ঠানে বিলীন হয় বলিয়া ইদমংশ অবাধিতই থাকিয়া যায়। আত্মার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা; কাজেই আত্মা সর্ব্বপ্রকার ভ্রমের ধর্ম্মী হওয়ায় আত্মবিষয়ে সর্ব্বদা অভ্রান্ত জ্ঞানই হইয়া থাকে।]১৩ এই কারণে কথিত আছে—'প্রমাণ—অর্থাৎ ব্যতিরেক প্রমাণ, অপ্রমাণ অর্থাৎ বিপর্য্যয় এবং প্রমাভাস অর্থাৎ সংশয় উৎপন্ন হইতে গেলেই যাহার সম্বন্ধে প্রমা জন্মাইয়া থাকে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মীর পূর্ব্বসিদ্ধ প্রামাণ্যের উপরেই প্রমাণ, অপ্রমাণ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তাহার অস্তিত্বের অসম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?' প্রমাভাসের অর্থ সংশয়। প্রমাণজ্ঞানই উৎপন্ন হউক অথবা অপ্রমাণজ্ঞানই উৎপন্ন হউক তাহাতে স্বতঃপ্রকাশ

যত্র তদসম্ভাবনা কুত' ইতি। প্রমাভাসঃ সংশয়ঃ। স্বপ্রকাশে সদ্রূপে ধর্ম্মিণি প্রমাণা-প্রমাণয়োর্ব্বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ।১৪

আত্মনোঽভাসমানত্বে চ 'ঘটজ্ঞানং ময়ি জাতং ন বা'ইত্যাদি সংশয়ঃ স্যাৎ। ন চ আন্তরপদার্থে বিষয়স্যৈব সংশয়াদিপ্রতিবন্ধকত্বস্বভাবঃ কল্প্যঃ, বাহ্যপদার্থে কৢপ্তেন বিরোধিজ্ঞানেনৈব সংশয়াদিপ্রতিবন্ধসম্ভবে আন্তরপদার্থে স্বভাবভেদকল্পনায়া অনৌচিত্যাৎ; অন্যথা সর্ব্ববিপ্লবাপত্তেঃ (সর্ব্ববিপ্লবোপপত্তেঃ)।১৫ আত্মমনোযোগমাত্রঞ্চ আত্মসাক্ষাৎ-

সৎস্বরূপ যে ধর্ম্মী তাহার প্রকাশ বিষয়ে কোনও ইতর বিশেষ হয় না অর্থাৎ সেই স্বপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশ না হইলে প্রমাণ অথবা অপ্রমাণের প্রকাশ অর্থাৎ উদয় বা গ্রহণ হইতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১৪

যদি আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞানে প্রকাশমান না হইত তাহা হইলে 'আমাতেই কি ঘটজ্ঞান হইয়াছে অথবা আমাতে নহে' এই প্রকারের সংশয় হইত। (কিন্তু তাহা হয় না; অতএব আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞানে প্রকাশমান)। আর এস্থলে ইহাও বলা চলে না যে, আন্তর পদার্থ সম্বন্ধে সেই সেই বিষয়ই স্বভাবতঃ সংশয়ের প্রতিবন্ধক হয়—এইরূপ কল্পনা করা যাইবে, অর্থাৎ এস্থলে বিরোধী জ্ঞানকে প্রতিবন্ধক না বলিয়া সুখদুঃখাদি বিষয়ান্তরকেই যে সংশয়ের প্রতিবন্ধক বলা হইবে তাহা বলা চলে না। কারণ বাহ্য পদার্থ স্থলে বিরোধিজ্ঞানই সংশয়াদির প্রতিবন্ধক হয়, ইহাই কৢপ্ত অর্থাৎ প্রথমতঃই স্বীকৃত; আর তাহার দ্বারাই যদি প্রতিবন্ধকতা সম্ভব হয় তাহা হইলে পুনরায় আন্তর পদার্থের জন্য স্বভাবভেদ কল্পনা করা উচিত হয় না, কেন না, এরূপ করিলে সকল বিষয়েরই বিপ্লব (বিশৃঙ্খলা) উপস্থিত হইয়া পড়ে।১৫ **তাৎপর্য্য**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞানে ভাসমান থাকে বলিয়াই সংশয় বিপর্য্যয়াদির সিদ্ধি হয়। এক্ষণে বিপরীত দিক্ দিয়া বলা হইতেছে যে তাহা যদি না হইত অর্থাৎ আত্মা যদি সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞানে প্রকাশমান না থাকিত তাহা হইলে 'ঘটজ্ঞান আমাতে হইয়াছে না আমাতে হয় নাই' এইরূপ সংশয় হইত। কিন্তু তাহা কাহারও হয় না। এই প্রকার সংশয় না হইবার কারণ কি? তাহা না হইবার হেতু এই যে অন্তরে সর্ব্বদা তাদৃশ সংশয়াদিজ্ঞানের বিরোধী 'অহম্' ইত্যাকার প্রমাজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম; যখন ঘটবিষয়ক সংশয় বা বিপর্য্যয়জ্ঞানের বিরোধী যথার্থ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে তখন আর তদ্বিষয়ে সংশয় বা বিপর্য্যয়জ্ঞান হইতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধেও সংশয়াদিজ্ঞানের বিরোধী অভ্রান্তজ্ঞান সতত প্রকাশমান আছে বলিয়াই 'ঘটজ্ঞান আমাতে হইয়াছে, না আমাতে হয় নাই' ইত্যাকারক সংশয় জ্ঞানের উদয় হয় না। ইহার উপর যদি বলা হয় যে বাহ্য পদার্থের বেলায় ইহাই নিয়ম বটে যে বিরোধী জ্ঞান থাকিলে আর সংশয়-বিপর্য্যয়াদি হইতে পারে না, কিন্তু আভ্যন্তরীণ পদার্থের বেলায় আর ঐ কথা বলিব না—আভ্যন্তরীণ পদার্থস্থলে সুখ দুঃখাদি তত্তৎ বিষয়ই আত্মবিষয়ক সংশয়জ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মবিষয়ক অভ্রান্তজ্ঞান তাহার বিরোধী হয় না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞানে যে আত্মা সর্ব্বদা প্রকাশমান

কারে হেতুঃ। তস্য চ জ্ঞানমাত্রে হেতুত্বাদ্ ঘটাদিভানেঽপ্যাত্মভানং সমূহালম্বনন্যায়েন তার্কিকাণাং প্রবরেণাপি দুর্নিবারম্ ।১৬ নচ চাক্ষুষত্বমানসত্বাদিসঙ্করঃ; লৌকিক-

তাহা নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ঐরূপ বলিলে বিনা কারণে স্বভাবভেদ কল্পনা করিতে হয়। কারণ বহিঃপদার্থবিষয়ক সংশয়ের বেলায় তাহার প্রমাজ্ঞানকেই বিরোধী বলা হইয়াছে, অথচ আন্তর-পদার্থবিষয়ক সংশয়াদিস্থলে তদ্বিষয়ক প্রমাজ্ঞানকে বিরোধী না বলিয়া সুখদুঃখাদি আন্তর বিষয়ান্তরকে বিরোধী বলা হইতেছে। এই প্রকারে একই সংশয়েরই বাধকতা আন্তর এবং বহির্দেশে বিনা কারণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কল্পনার দ্বারা সমর্থন করা হইতেছে। কিন্তু ইহা ন্যায্য নহে। অধিক কি, যে বিনা কারণে একই বিষয়ে বাহিরের জন্য এক নিয়ম ও আন্তরের জন্য অন্য নিয়ম কল্পনা করে সে সকল বিষয়েই বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দেয়। অতএব বহিঃপদার্থ স্থলে যেমন বিরোধী জ্ঞানই সংশয়াদির প্রতিবন্ধক হয় সেইরূপ আন্তর স্থলেও সংশয়াদির বিরোধী আত্মবিষয়ক অভ্রান্তজ্ঞান থাকার জন্যই 'ঘটজ্ঞান আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে, না আমাতে হয় নাই' ইত্যাকারক সংশয় উদিত হইতে পারে না। সুতরাং, আচার্য্য যথার্থই বলিয়াছেন যে 'আত্মা যদি সর্ব্বদা ভাসমান না হইত তাহা হইলে ঘটজ্ঞান আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে না আমাতে হয় নাই' এইরূপ সংশয় হইয়া পড়িত।১৫] (আত্মা যে সর্ব্বজ্ঞানে সতত প্রকাশমান তাহা তার্কিকগণ কণ্ঠতঃ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদেরই প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তাহা সিদ্ধ হইয়া যায়; কারণ) তার্কিকমতে কেবলমাত্র আত্মা এবং মন এতদুভয়ের সংযোগই আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু। আবার (তার্কিকমতে) জ্ঞানমাত্রেই আত্মমনঃসংযোগ হেতু বা কারণ, অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগ হইতেই সকল প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যখনই ঘটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে তখনই সমূহালম্বনজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে আত্মারও প্রকাশ হইয়া পড়িবে, ইহা, যত বড় তার্কিকই হউন না কেন নিবারণ করিতে পারেন না।১৬ আর একথাও বলা চলে না যে—ঐরূপ বলিলে (অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রেই আত্মমনঃসংযোগকে কারণ বলিলে যখনই কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইবে তখনই সমূহালম্বনজ্ঞানের নিয়মানুসারে আত্মারও প্রকাশ হইয়া পড়িবে) চাক্ষুষত্ব ও মানসত্বাদি লইয়া সাঙ্কর্য্য হইয়া পড়ে। কারণ ('সুরভিচন্দন দেখিতেছি' ইত্যাদি স্থলে একই জ্ঞানে যেমন) অংশভেদে লৌকিকসন্নিকর্ষজন্যত্ব ও অলৌকিক-সন্নিকর্ষজন্যত্ব স্বীকার করা হয় * এস্থলেও সেইরূপ অংশভেদে মানসত্ব হইয়া থাকে বলিলেই সমাধান

* নৈয়ায়িকমতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগবিশেষ হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। ঐ সন্নিকর্ষ লৌকিক এবং অলৌকিকভেদে দ্বিবিধ। যে ইন্দ্রিয়ের যেটা বিষয় তদ্দ্বারা যদি সেইটাই গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহা লৌকিক সন্নিকর্ষ-জন্য হইয়া থাকে। আর যে ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয় নহে তাহাও যদি তদ্দ্বারা গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহাকে অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বলা হয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষ—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ এবং যোগজ ভেদে ত্রিবিধ। একটী ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা যে অখিল ঘটের জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষাত্মক। কিন্তু তাহা নিখিল ঘটের উপস্থিতি বিনা সম্ভব নহে। অথচ নিখিল ঘটের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও অসম্ভব। এরূপ স্থলে ঘটত্বরূপে নিখিল ঘট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এ স্থলে সামান্য অর্থাৎ নিখিলঘটানুগত ঘটত্বজাতিই সন্নিকর্ষ; কারণ তাহা না বলিলে একটী ঘট দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ঘটের জ্ঞান হইত না। ইহাকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। এইরূপ—কোনকালে চন্দন কাষ্ঠ দেখিয়া এবং

ত্বালৌকিকত্ববদংশভেদেন উপপত্তেঃ; সঙ্করস্তু অদোষত্বাৎ, চাক্ষুষত্বাদের্জ্জাতিত্বানভ্যুপগমাদ্বা।১৭ ব্যবসায়মাত্রে এব আত্মভানসামগ্র্যা বিদ্যমানত্বাদনুব্যবসায়োঽপ্যপাস্তঃ।১৮ ন চ ব্যবসায়ভানার্থং সঃ—তস্য প্রদীপবৎ স্বব্যবহারে সজাতীয়ানপেক্ষত্বাৎ।১৯ ন হি

হয়। (সুতরাং চাক্ষুষত্ব ও মানসত্বাদি লইয়া সাঙ্কর্য্য হয় বলিয়া যে দোষ দেওয়া হইবে তাহা সঙ্গত হয় না।) বস্তুতঃ সাঙ্কর্য্য দোষাবহই নহে অর্থাৎ সাঙ্কর্য্য জাতিবাধক নহে। অথবা চাক্ষুষত্বাদির জাতিত্বই স্বীকার করা হয় না (যাহাতে সাঙ্কর্য্য প্রসঙ্গ হইবে)।১৭ আর ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞানরূপ যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায় মাত্রেই আত্মপ্রকাশের সামগ্রী (আত্মমনঃসংযোগ) বিদ্যমান থাকে বলিয়া 'আমি ঘট জানিতেছি' এই প্রকার আত্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ যে অনুব্যবসায় (তার্কিকগণ স্বীকার করেন) তাহাও নিরস্ত হইল। [তাৎপর্য্য—এই যে প্রত্যেক বিষয়জ্ঞান স্থলেই যখন আত্মমনঃসংযোগরূপ আত্মপ্রকাশের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে তখন বিষয়জ্ঞান জন্মিলেই আত্মজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। এ কারণে 'ঘটবিষয়কজ্ঞান আমাতে জন্মিয়াছে—'আমি ঘটজ্ঞানবান্' ইত্যাকার যে অনুব্যবসায় (আত্মবিষয়ক জ্ঞান) তার্কিকগণ স্বীকার করেন তাহা নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রামাণিক। যেহেতু আত্মভানার্থ অর্থাৎ আত্মার প্রত্যক্ষের জন্য তার্কিকগণকর্ত্তৃক ঐ প্রকার আত্মবিষয়কজ্ঞানরূপ অনুব্যবসায় স্বীকার করা হয়। আর ঐ অনুব্যবসায় আত্মজ্ঞান বা আত্মারই প্রকাশস্বরূপ। প্রত্যেক জ্ঞানস্থলেই যখন আত্মার প্রকাশ হইয়া যাইতেছে, তখন আর আত্মপ্রকাশের জন্য অনুব্যবসায় নামে একটী অতিরিক্ত জ্ঞান স্বীকার করিবার পক্ষে প্রমাণ কি এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি? সুতরাং তার্কিকগণের নিয়মানুসারেই তৎকল্পিত ঐ অনুব্যবসায় স্বীকার করা অনুচিত। যদি বলা হয় আত্মার প্রত্যক্ষের জন্য অনুব্যবসায় আবশ্যক না হইলেও ব্যবসায়ের অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত অনুব্যবসায় আবশ্যক তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'ন চ' ইত্যাদি]।১৮ আর বিষয়জ্ঞানরূপ ব্যবসায়ের প্রকাশের জন্য অনুব্যবসায় স্বীকার করিতে হইবে একথাও বলা চলে না; কারণ প্রদীপ যেমন নিজের (গ্রহণ আনয়নাদি) ব্যবহারের

নাসিকাদ্বারা তাহার গন্ধ গ্রহণ করিয়া পরে কালান্তরে চন্দনকাঠ দেখিয়াই (নাসিকাদ্বারা গন্ধ না লইয়াই) যে বলা হয় 'সুরভিচন্দন দেখিতেছি'—ইহা চন্দনের ন্যায় তদ্গতগন্ধেরও দর্শন ব্যতীত সঙ্গত হয় না। অথচ চন্দনগত সুরভিত্ব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। এস্থলে চক্ষুর্দ্বারা যে সুরভিত্বপ্রত্যক্ষ ইহা জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের ফল। সুতরাং এতাদৃশ সন্নিকর্ষকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। পূর্ব্বে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চন্দনের যে সৌরভজ্ঞান হইয়াছিল তাহাই এ স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নিকট সন্নিকর্ষ হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া ইহাকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সুরভির সন্নিকর্ষ না হইলে তদ্দ্বারা সুরভিত্বপ্রত্যক্ষ হইত না। অথচ চক্ষুরিন্দ্রিয় সৌরভের লৌকিকজ্ঞানজননে অসমর্থ। এ কারণে বলিতে হয় যে পূর্ব্বগৃহীত সৌরভজ্ঞানই তাহার সন্নিকর্ষ ঘটাইয়া গন্ধকেও চক্ষুর বিষয় করিয়া দেয়। সুতরাং 'সুরভিচন্দন দেখিতেছি' ইত্যাকার জ্ঞানে চন্দনের যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহা চন্দনগতরূপের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষমূলক বলিয়া তাহা লৌকিকসন্নিকর্ষমূলক। কিন্তু চন্দনের সৌরভ যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় তাহা জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষমূলক বলিয়া অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য। এ স্থলে একই জ্ঞানে অংশভেদে লৌকিক সন্নিকর্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ তার্কিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। আর যোগিগণের যে অতীতানাগত-দূর-সূক্ষ্ম-ব্যবহিতাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাও লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য হইতে পারে না বলিয়া তজ্জন্য যোগজ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়।

ঘটতজ্জ্ঞানয়োরিব ব্যবসায়ানুব্যবসায়য়োরপি বিষয়ত্ববিষয়িত্বব্যবস্থাপকং বৈজাত্যমস্তি, ব্যক্তিভেদাতিরিক্তবৈধর্ম্ম্যানভ্যুপগমাৎ।২০ বিষয়ত্বাবচ্ছেদকরূপেণৈব বিষয়িত্বাভ্যুপগমে ঘটয়োরপি তদ্ভাবাপত্তিরবিশেষাৎ।২১

জন্ত স্বজাতীয়ের অর্থাৎ প্রদীপান্তরের অপেক্ষা রাখে না সেইরূপ বিষয়জ্ঞানও নিজ ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ 'আমি ঘটজ্ঞানবান্' এইরূপ বিষয়জ্ঞানের জ্ঞান জন্মাইবার নিমিত্ত সজাতীয় জ্ঞানান্তরের অর্থাৎ অনু-ব্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে না (কিন্তু তাহা স্বতঃই ব্যবহার সাধন করিয়া থাকে)।১৯ আর ঘট এবং ঘটজ্ঞানের বিষয়ত্ব ও বিষয়িত্বসাধক যেমন বৈজাত্য (প্রকাশত্ব এবং অপ্রকাশত্বরূপ বৈধর্ম্ম্য) আছে ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের মধ্যে সেইরূপ কোন বৈধর্ম্ম্য নাই যাহা দ্বারা, তাহাদের মধ্যে একটী বিষয় এবং অপরটী বিষয়ী হইবে, এইরূপ নিয়মের ব্যবস্থা হইতে পারে; কারণ ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের মধ্যে ব্যক্তিভেদ ছাড়া অপর কোন বৈধর্ম্ম্য স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ উভয়েই প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় ইহাদের মধ্যে বৈলক্ষণ্য নাই বলিয়া বিষয়বিষয়িভাব হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান হয় বিষয়ী আর যাহা জ্ঞানভিন্ন তাহাই হয় বিষয়; কিন্তু এস্থলে ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায় দুইটীই জ্ঞানস্বরূপই হইতেছে। অর্থাৎ ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায় সজাতীয় অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক হইলেও তাহারা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভিন্নব্যক্তিক, ইহাই তাহাদের পার্থক্য এবং ইহাই তাহাদের বৈজাত্য। তাহাদের মধ্যে এতদতিরিক্ত কোন বৈজাত্য নাই। আর যখন কোন বৈজাত্য নাই তখন একটিকে বিষয় এবং অপরটীকে বিষয়ী বলা চলে না।২০ আর যদি বিষয়ত্বাবচ্ছেদকস্বরূপেই বিষয়িত্ব স্বীকৃত হয় অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনুগত যে অপ্রকাশত্ব বা জ্ঞানভিন্নত্ব তাহাই বিষয়তার অবচ্ছেদক বা নিয়ামক; সুতরাং ঘটাদি বিষয় অপ্রকাশত্বরূপ যাদৃশ বিশেষণবিশিষ্ট ঘটাদিবিষয়ের জ্ঞান অর্থাৎ ব্যবসায়রূপ বিষয়ীও যদি তাদৃশবিশেষণবিশিষ্ট অর্থাৎ অপ্রকাশত্ববিশিষ্ট হয় অর্থাৎ অপ্রকাশ হয় তাহা হইলে দুইটী ঘটের মধ্যেও একটী বিষয় এবং অপরটীর বিষয়ী হওয়া উচিত অর্থাৎ ঘটবিষয়ক ঘট হওয়া উচিত, কেননা ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের ন্যায় সে স্থলেও কোন বৈধর্ম্ম্যরূপ বিশেষত্ব নাই। [অর্থাৎ বিষয়ত্ব এবং বিষয়িত্ব দুইটীই ব্যবস্থিত; জ্ঞান হয় বিষয়ী আর যাহা জ্ঞানভিন্ন তাহা হয় বিষয়। সুতরাং জ্ঞানত্ব এবং জ্ঞানভিন্নত্ব হয় যথাক্রমে বিষয়িত্ব এবং বিষয়ত্বের ব্যবস্থাপক। আর ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায় দুইটীই যখন জ্ঞান তখন উহাদের মধ্যে একটীকে অর্থাৎ ব্যবসায়কে বিষয় এবং অপরটীকে বিষয়ী বলিলে বিষয়ত্ব এবং বিষয়িত্বের ব্যবস্থাপক কিছু থাকে না।]।২১

[ব্যবসায়ভানের জন্ত অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত ব্যবসায়বিষয়কজ্ঞানরূপ অনুব্যবসায় আবশ্যক এই মতের অসারতা ১৯ হইতে ২১ সংখ্যক সন্দর্ভে নিরাস করা হইলে বিষয়জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানরূপ অনুব্যবসায় সিদ্ধ করিবার জন্ত তার্কিক প্রকারান্তরে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—] ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঘটব্যবহারের জন্ত যেমন ঘটবিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করা হয় সেইরূপ ঘটজ্ঞানের ব্যবহারের জন্তও ত জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান স্বীকার করা আবশ্যক; কারণ ব্যবহর্ত্তব্যজ্ঞান হইতেই ব্যবহার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে বিষয়ের ব্যবহার করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক; কারণ যাহার

ননু যথা ঘটব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞানমভ্যুপেয়তে তথা ঘটজ্ঞানব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞানবিষয়ং জ্ঞানমভ্যুপেয়ং, ব্যবহারস্য ব্যবহর্ত্তব্যজ্ঞানসাধ্যত্বাদিতি চেৎ—।২২ কা অনুপপত্তিরুদ্ভাবিতা দেবানাংপ্রিয়েণ স্বপ্রকাশবাদিনঃ।২৩ ন হি ব্যবহর্ত্তব্যভিন্নত্বমপি জ্ঞানবিশেষণং ব্যবহার-হেতুতাবচ্ছেদকং গৌরবাৎ।২৪ তথা চ ঈশ্বরজ্ঞানবৎ যোগিজ্ঞানবৎ প্রমেয়মিতি-

সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাহার ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং 'আমি ঘট জানিতেছি' অর্থাৎ 'আমি ঘট-জ্ঞানবান্' বা 'ঘটজ্ঞান আমাতে হইয়াছে' এইরূপে বিষয় জ্ঞান লইয়া ব্যবহার যখন করা হয় তখন স্বীকার করিতে হয় যে ঘটজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান আমাতে হইয়াছে। আর তাহা হইলেই অনুব্যবসায় সিদ্ধ হইয়া যায়; যেহেতু জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলা হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যবহারসিদ্ধির জন্য অনুব্যবসায় অবশ্য স্বীকার্য্য; তাহা না হইলে ব্যবহার হইতে পারে না। ইহাই তার্কিকের আশঙ্কা।২২ ইহার উত্তরে বলি দেবানাংপ্রিয়! অর্থাৎ পশু—নির্ব্বোধ! ইহাতে তুমি আমাদের পক্ষে কি অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) উদ্‌ভাবন করিলে; কারণ আমরা যে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ববাদী। [অর্থাৎ আমাদের মতে জ্ঞান যখন প্রদীপবৎ স্বপ্রকাশ—নিজেই নিজের ব্যবহার সাধন করে তখন তাহার জন্য আমাদের ব্যবহারসাধক জ্ঞানান্তরের আবশ্যকতা কি?]।২৩ আর তোমার মতে ব্যবহর্ত্তব্য যে ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান এবং ব্যবহর্ত্তব্যজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানজ্ঞানরূপ যে অনুব্যবসায় ইহারা উভয়েই সজাতীয় অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক হইলেও ইহাদের একটীকে অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানকে অনুব্যবসায়ের বিষয় এবং অনুব্যবসায়কে সেই বিষয়ের বিষয়ী বলিতে গেলে উভয়ের মধ্যে বিষয়ত্ব এবং বিষয়িত্বরূপ পার্থক্য রাখিবার জন্য যে ব্যবহর্ত্তব্যভিন্নত্বকে জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের বিশেষণ করিয়া ব্যবহারহেতুতাবচ্ছেদক করা হইবে তাহাও ত হইতে পারে না, কেননা তাহাতে গৌরব হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—ঘটজ্ঞানরূপ ব্যবসায়ের ব্যবহারের জন্য অনুব্যবসায় স্বীকার করিতে হয়, তার্কিকগণের এই প্রকার আপত্তির উত্তরে আচার্য্য প্রভাকরমত অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন,—যদি জ্ঞানজ্ঞানত্ব ব্যবহারের কারণ-তাবচ্ছেদক হইত অর্থাৎ—ব্যবহারের হেতু হয় জ্ঞান; আর সেই হেতু বা কারণের অবচ্ছেদক অর্থাৎ নিয়ামক অসাধারণ ধর্ম্ম হয় জ্ঞানত্ব;—এই জ্ঞানত্ব ব্যবহারের হেতুতাবচ্ছেদক না হইয়া যদি জ্ঞানজ্ঞানত্ব কারণতাবচ্ছেদক অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক হইত তাহা হইলে এইরূপ বলা যাইত; কিন্তু কোনস্থলেই জ্ঞানজ্ঞানত্ব ব্যবহারের কারণতাবচ্ছেদক নহে, পরন্তু জ্ঞানত্বই ব্যবহারের কারণ-তাবচ্ছেদক, ব্যবহর্ত্তব্যভিন্নব্যবহর্ত্তব্যজ্ঞানত্বও ব্যবহারের কারণতাবচ্ছেদক নহে; যেহেতু জ্ঞানত্ব অপেক্ষা ব্যবহর্ত্তব্যভিন্ন-বিশেষিত-জ্ঞানত্বকে কারণতাবচ্ছেদক বলিলে গৌরব হয়। আর লঘু ধর্ম্ম কারণ-তাবচ্ছেদক হইলে গুরুধর্ম্ম কারণতাবচ্ছেদক হয় না, ইহা তার্কিকগণেরই কথা; এজন্য ব্যবসায়-জ্ঞান জ্ঞান বলিয়াই ব্যবহারেরও জনক হইয়া থাকে; অতএব অনুব্যবসায়ের সাধক কোনও যুক্তি নাই।]২৪ সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন সর্ব্ববিষয়ক নিত্য ও এক বলিয়া অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানান্তর বিনাই নিজেই স্বব্যবহারের প্রয়োজক হইয়া থাকে (কারণ তার্কিকগণ ঈশ্বরের অনুব্যবসায় স্বীকার করেন না যোগিগণের ধ্যেয়বিষয়ক ধ্যানরূপ জ্ঞান যেমন অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানান্তরের সাহায্য বিনাই

জ্ঞানবচ্চ স্বেনৈব স্বব্যবহারোপপত্তৌ ন জ্ঞানান্তরকল্পনাবকাশঃ।২৫ অনুব্যবসায়স্যাপি ঘটজ্ঞানব্যবহারহেতুত্বং কিং ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বেন কিং বা ঘটজ্ঞানত্বেনৈবেতি বিবেচনীয়ম্, উভয়স্যাপি তত্র সত্বাৎ। তত্র ঘটব্যবহারে ঘটজ্ঞানত্বেনৈব হেতুতায়াঃ ক্লৃপ্তত্বাত্তেনৈব রূপেণ ঘটজ্ঞানব্যবহারেঽপি হেতুতোপপত্তৌ ন ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বং হেতুতাবচ্ছেদকং, গৌরবাপ্রমানাভাবাচ্চ।২৬ তথাচ নানুব্যবসায়সিদ্ধিঃ, একস্যৈব ব্যবসায়স্য ব্যবসাতরি ব্যবসেয়ে ব্যবসায়ে চ ব্যবহারজনকত্বোপপত্তেরিতি ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদিনঃ প্রাভাকরাঃ।২৭ ঔপনিষদাস্তু মন্যন্তে স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপ এবাত্মা, ন স্বপ্রকাশজ্ঞানাশ্রয়ঃ কর্তৃকর্ম্মবিরোধেন তজ্জ্ঞানানুপপত্তেঃ, জ্ঞানভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জ্ঞাতত্বেন কল্পিতত্বাপত্তেশ্চ।২৮

ব্যবহারের প্রযোজক হইয়া থাকে—সমস্তই প্রমেয় ইত্যাকার জ্ঞান (ঐ জ্ঞানটীও প্রমেয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও) যেমন স্বয়ংই (অনুব্যবসায় বিনাই) স্বব্যবহারের প্রযোজক হয় সেইরূপ ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞানস্থলেও যদি সেই জ্ঞানের দ্বারাই স্বব্যবহারনিষ্পত্তি হয় তাহা হইলে আর অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানান্তর কল্পনার অবকাশ থাকে না।২৫ তোমরা যে অনুব্যবসায়কে ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতু বল, তাহা কি ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বরূপে উক্ত ব্যবহারের হেতু হয়, অথবা তাহা ঘটজ্ঞানত্বরূপে উক্তব্যবহারের হেতু হয় ইহা বিবেচনা কর দেখি; কারণ ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতুত্ব ত উভয়েতেই রহিয়াছে। তন্মধ্যে ঘটব্যবহার স্থলে ঘটজ্ঞান ত অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে (কারণ ঘটজ্ঞান না হইলে ঘটব্যবহারই হইতে পারে না)। আর তাহা হইলে ঘটজ্ঞানত্বরূপ হেতুতা যখন কল্পিতই রহিয়াছে, আর তাহার দ্বারাই যদি ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতুতা সিদ্ধ হয় তবে আবার ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বকে হেতুতাবচ্ছেদক বলিতে যাই কেন, কারণ ইহাতে গৌরবই হইয়া থাকে অর্থাৎ গুরুতর (অধিক) কল্পনাই হইয়া থাকে। অধিক কি তাদৃশ ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বের সাধক কোন প্রমাণই নাই।২৬ অতএব একমাত্র ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানের দ্বারাই যদি ব্যবসাতা (ব্যবসায় কর্ত্তা অর্থাৎ নিশ্চয়কর্ত্তা বা প্রমাতা), ব্যবসেয় বিষয় এবং ব্যবসায়রূপ জ্ঞানের ব্যবহার জন্মিতে পারে তাহা হইলে আর অনুব্যবসায় সিদ্ধ হয় না। ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদী অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার একই কালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এইরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন সেই প্রাভাকরগণ এইরূপে জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।২৭ আর ঔপনিষদগণ (বেদান্তিগণ) বলেন যে আত্মা স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপ। তাহা যে স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানের আশ্রয় এরূপ নহে অর্থাৎ কর্ত্তা নহে; কেন না তাহা হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ হওয়ায় আত্মার প্রকাশ হইতে পারে না অর্থাৎ প্রভাকরমতে আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ যে সম্বিৎ তাহার আশ্রয় বা কর্ত্তা; এবং তাহার বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানকর্ত্তা এবং জ্ঞানের কর্ম্ম। কিন্তু এরূপ বলিলে একই বস্তু যুগপৎ কর্ত্তা ও কর্ম্ম হয় বলিয়া বিরোধ হইয়া পড়ে। এই কারণে বলিতে হয়, আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের আশ্রয় নহে। কিন্তু তাহা নিজেই স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপ। তাহা না হইলে আত্মা জ্ঞান হইতে ভিন্ন হয় বলিয়া তাহাও ঘটাদির মত জড় হওয়ায় কল্পিত হইয়া পড়ে অর্থাৎ এরূপ হইলে আত্মার নিত্যতা থাকে না।২৮

তাৎপর্য্য—বৈদান্তিকগণ আত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক প্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কাজেই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে কিন্তু জ্ঞানধর্ম্মী বা জ্ঞানবান্। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যবসায় বা বিষয়জ্ঞান বলা হয়; আর সেই জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য—সেই জ্ঞানটী যে স্বাত্মনিষ্ঠ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অর্থাৎ সেই বিষয়জ্ঞানবিশিষ্টরূপে আত্মার প্রত্যক্ষের নিমিত্ত যে অপর একটী জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে অনুব্যবসায় বা জ্ঞানবিষয়কজ্ঞান এবং আত্মবিষয়ক বলা হয়। কারণ সেই জ্ঞানে ঘটাদি পদার্থ বিষয় নহে, কিন্তু ঘটাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান প্রথমে জন্মে সেই জ্ঞানটি এবং সেই জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মা ঐ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়; এইজন্য উহা জ্ঞানবিষয়ক এবং আত্মবিষয়ক জ্ঞান। সুতরাং ইহাতে দাঁড়ায় এই যে আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; তাহা স্বতঃপ্রকাশ নহে; আর জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম; তাহাও স্বয়ম্প্রকাশ নহে। টীকাকার নৈয়ায়িকগণের এই মত খণ্ডন করিয়া প্রভাকর মীমাংসকের মতানুসারে জ্ঞানের যে স্বয়ম্প্রকাশতা স্বীকৃত হয় তাহা দেখাইবেন। কারণ প্রভাকরমতে জ্ঞানাশ্রয় আত্মা জড় হইলেও এবং জ্ঞান বা সম্বিৎ আত্মার গুণ হইলেও তাহা স্বয়ম্প্রকাশ। সুতরাং প্রভাকরমীমাংসক মতে জ্ঞানের প্রকাশের জন্য অনুব্যবসায় স্বীকৃত হয় না। আর জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা স্বীকৃত হইলেও প্রভাকরমতসিদ্ধ আত্মার জ্ঞানাশ্রয়তা সিদ্ধান্তপরিপন্থী বলিয়া তাহা খণ্ডন করিয়া আত্মার জ্ঞানরূপতা স্থাপন করিবেন। নৈয়ায়িক মতে আত্মা ও মনের বিশেষ সংযোগই জ্ঞানমাত্রের প্রতি হেতু; আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ না হইলে কোনও জ্ঞান জন্মে না। আবার আত্মসাক্ষাৎকারে কেবল মাত্র আত্মা ও মনের সংযোগই হেতু। নৈয়ায়িকগণ যখন এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন তখন তাঁহারা প্রত্যেক জ্ঞানে আত্মার প্রকাশের জন্য অর্থাৎ 'আমি এতদ্‌বিষয়ক জ্ঞানবিশিষ্ট' এই প্রকারে যে প্রত্যেক জ্ঞানে আত্মপ্রত্যক্ষ হয় তাহার জন্য অনুব্যবসায় স্বীকার করেন তাহা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ যখনই কোনও বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনই আত্মা ও মনের সংযোগও অবশ্যই হইবে। আবার আত্মা ও মনের সংযোগ যখন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু তখন জ্ঞানমাত্রেই নিয়ত আত্মসাক্ষাৎকারও অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং কোন বিষয়ের জ্ঞান হইবার কালে আত্মারও জ্ঞান অর্থাৎ সেই বিষয়ের জ্ঞান এবং আত্মার জ্ঞান দুইটাই একইকালে উৎপন্ন হইবে। আর এই প্রকারে যুগপৎ একাধিকবিষয়ক জ্ঞান যে হইতে পারে না তাহা নহে, কারণ নৈয়ায়িকগণ 'সমূহালম্বনজ্ঞান' স্বীকার করেন। একই কালে অনেক বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তাহাকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলা হয়। এস্থলেও সেইরূপ যখনই কোন বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জ্ঞান হইয়া পড়িবে। আত্মজ্ঞানের সামগ্রী আত্ম-মনঃসংযোগ যখন সর্ব্বজ্ঞানে বর্ত্তমান রহিতেছে তখন আত্মজ্ঞান যে হইবে না তাহা বলা অতি অযৌক্তিক। যেহেতু সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে—ইহাই নিয়ম। আর সর্ব্বজ্ঞানেই যদি আত্মজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে জ্ঞান বা সম্বিৎ যে স্বয়ম্প্রকাশ তাহা সিদ্ধ হইয়া যায়; কারণ সম্বিৎ স্বয়ম্প্রকাশ বলিতে ইহাই বুঝায় যে তাহা স্বয়ং অবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানান্তরের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা স্বয়ং বিষয়ের প্রকাশ করে কিন্তু নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রকারে স্বয়ংপ্রকাশতা স্থাপন করিলে তাহার বিরুদ্ধে এক আপত্তি হয় এই যে বিষয়-জ্ঞানমাত্রে আত্মার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে জাতিসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। কিন্তু সাঙ্কর্য্য জাতির বাধকই হইয়া থাকে। অথচ মানসত্ব চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি নিত্য এবং অনেক সমবেত বলিয়া উহাদিগকে জাতি বলা হয়; কারণ নিত্য এবং অনেক সমবেত ধর্ম্মের নামই জাতি। চাক্ষুষত্ব ও মানসত্ব প্রভৃতির সাঙ্কর্য্য হইলে আর তাহাদিগকে জাতি বলা চলে না। যাহারা পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণবৃত্তি হইয়াও একত্র অবস্থান করে তাদৃশ জাতিদ্বয়ের তাদৃশ অবস্থিতিই সাঙ্কর্য্য। ব্যাপ্যব্যাপকভাব বিনা দুইটি জাতি একত্র থাকিতে পারে না। যেমন একই ঘটে পৃথিবীত্ব এবং দ্রব্যত্ব থাকে। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্বজাতি পরা বা ব্যাপক আর পৃথিবীত্ব জাতি অপরা বা বাপ্য। আর যাহাদের মধ্যে বাপ্য-ব্যাপকভাব থাকে তাহাদের দুইটিই পরস্পরকে ছাড়িয়া নিরপেক্ষভাবে অন্তত্র অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু একটী অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যাপকটী থাকিতে পারে বটে। যেহেতু যেখানে অগ্নি নাই সেখানেও যদি ধূম থাকে তাহা হইলে ধূম ও অগ্নির ব্যাপ্যাবাপকতা থাকে না। সুতরাং যে দুইটি 'জাতি' একই আধারে থাকে তাহারা উভয়েই পরস্পরের অত্যন্তাভাবস্থলে থাকিতে পারে না। যদি থাকে তাহা হইলে আর সে দুইটির মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকতা থাকিবে না, এবং সে দুইটির কোনটিই জাতি হইবে না। চাক্ষুষত্ব ও মানসত্বরূপ জাতিদ্বয়ের এই প্রকার সাঙ্কর্য্য প্রসঙ্গ হয় বলিয়া সিদ্ধান্তী যে বিষয়জ্ঞানে আত্মারও প্রকাশ বলিতেছেন তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ চাক্ষুষত্ব প্রভৃতি যাহাতে নাই অর্থাৎ চাক্ষুষত্বের অত্যন্তাভাবাধিকরণে অর্থাৎ যেখানে চাক্ষুষত্ব নাই তাদৃশ স্থলে, যেমন সুখাদি প্রত্যক্ষে, মানসত্ব আছে; আবার মানসত্ব যেখানে নাই সেখানে অর্থাৎ মানসত্বের অত্যন্তাভাবাধিকরণে, যেমন ঘটাদিচাক্ষুষপ্রত্যক্ষে, চাক্ষুষত্ব আছে। অথচ সিদ্ধান্তীর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানমাত্রেই বিষয় ও চক্ষুরাদির সংযোগ এবং আত্মমনঃসংযোগ থাকায় মানসত্ব এবং চাক্ষুষত্ব-আদি একত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাজেই ইহাতে সাঙ্কর্য্য হইয়া পড়িতেছে। অথচ চাক্ষুষত্বাদিকে এবং মানসত্বকে জাতি বলা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মত স্বীকার করিলে উহাদের জাতিত্ব থাকে না। এই কারণে জ্ঞানমাত্রেই আত্মার প্রত্যক্ষ স্বীকার করা চলে না। সুতরাং বিষয়জ্ঞানের জ্ঞাততার জন্য অনুব্যবসায় অবশ্য স্বীকার্য্য।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, না। পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ যেমন 'সুরভিচন্দন দেখিতেছি' এতাদৃশ জ্ঞানে তোমরা চন্দনাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষমূলক চন্দনের দর্শন স্বীকার কর আর "সৌরভ" অংশে অলৌকিক সন্নিকর্ষ (জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ) মূলক সৌরভপ্রত্যক্ষ স্বীকার কর,—এইরূপে একই জ্ঞানে অংশভেদে দুইটী বিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া থাক, সেইরূপ এস্থলেও জ্ঞানমাত্রে অংশভেদে চাক্ষুষত্বাদি এবং অংশভেদে মানসত্ব বলা চলে। অর্থাৎ ঘটাদিজ্ঞানে যে বিষয়জ্ঞান এবং আত্মপ্রকাশ ভাসমান তন্মধ্যে ঘটাদিজ্ঞানরূপ এক অংশে চাক্ষুষত্ব বলিব আর আত্মবিষয়কজ্ঞানরূপ অপর অংশে মানসত্ব স্বীকার করিব; তাহা হইলে আর চাক্ষুষত্বাদি এবং মানসত্বের মধ্যে জাতিত্ববাধক সাঙ্কর্য্যের প্রসক্তি হইতে পারিবে না। নব্য তার্কিকগণ যখন জাতিসাঙ্কর্য্যকে দোষাবহ বলেন না অর্থাৎ সাঙ্কর্য্যকে জাতিবাধক বলিয়া স্বীকার করেন না, (কারণ একত্র জাতিদ্বয় থাকিতে গেলে যে তাহাদের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব আবশ্যক এ প্রকার নিয়ম স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই) আমরাও সেই মত অনুসারে বলিব যে এস্থলে সাঙ্কর্য্য জাতির

বাধক হইবে না। আর যদি বলা হয় জাতি ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অর্থাৎ কোনও পদার্থের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া একই পদার্থে যে অংশভেদে একাধিক জাতি থাকিবে তাহা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং সাঙ্কর্য্য জাতিবাধক না হইলে একই জ্ঞানে চাক্ষুষত্বাদি জাতি এবং মানসত্ব জাতি থাকিতে পারে না। অতএব ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষে যে মানসত্ব তাহা অসম্ভব হওয়ায় সেই বিষয়জ্ঞানে আত্মার প্রকাশের নিমিত্ত অনুব্যবসায় স্বীকার করিতে হয়। তদুত্তরে বলিব চাক্ষুষত্ব আদিকে জাতি বলিয়াই স্বীকার করা যায় না। কারণ চাক্ষুষত্বাদির জাতিত্ব অনবধারিত। অধিক কি বেদান্তিমতে জাতি স্বীকৃত হয় না। যেহেতু যাহা নিত্য এবং অনেকের সহিত সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান তাহাই জাতি। কিন্তু বেদান্তিগণ প্রতিপাদন করেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নিত্য নহে; আর অনবস্থা প্রভৃতি বহুদোষ প্রসক্ত হয় বলিয়া সমবায়ও অস্বীকার্য্য। সুতরাং নিত্যত্ব এবং সমবেতত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় জাতি অসিদ্ধ। আর জাতি যদি না থাকে তাহা হইলে সাঙ্কর্য্য, ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারে না। এইরূপে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে প্রত্যেক জ্ঞানেই বিষয়জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের হেতু বিদ্যমান থাকায় বিষয় জ্ঞানের ন্যায় আত্মবিষয়ক সামান্যজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানমাত্রেই আত্মজ্ঞান সতত অনুস্যূত থাকে। এইরূপ হইলে পর তোমরা যে আত্মজ্ঞানের জন্য অনুব্যবসায় স্বীকার কর তাহারও কোন আবশ্যকতা থাকে না।

আরও তার্কিকগণের সিদ্ধান্তসিদ্ধ অনুব্যবসায়ে কোন প্রমাণও নাই। কারণ তাঁহারা ব্যবসায় বা বিষয়জ্ঞানের প্রকাশের জন্য অনুব্যবসায় স্বীকার করেন। অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানের দ্বারা ব্যবসায়রূপ জ্ঞান প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় হয়—ইহাই তার্কিকদের (নৈয়ায়িকগণের) সিদ্ধান্ত। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অযৌক্তিক; কারণ তন্মতে যে দুইটী জ্ঞানের মধ্যে একটীকে অর্থাৎ ব্যবসায়জ্ঞানকে বিষয় এবং অপরটীকে অর্থাৎ অনুব্যবসায়জ্ঞানকে তাহার বিষয়ী বলা হয় ইহার নিয়ামক হেতু কি আছে? দুইটীই যখন জ্ঞান, সে অংশে দুইটীর মধ্যে যখন কোন পার্থক্য নাই, তখন একটী বিষয় হইবে এবং অপরটী তাহার বিষয়ী হইবে এরূপ বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। কারণ বিষয়িত্ব এবং বিষয়ত্ব বিলক্ষণধর্ম্মাক্রান্ত; যেহেতু প্রকাশ বা জ্ঞানই হয় বিষয়ী, আর অপ্রকাশ বা জ্ঞানভিন্ন জড় হয় বিষয়। ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল বিষয় হইলেও তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঘটত্বপটত্বাদিরূপে ভেদ আছে বলিয়া সেগুলি সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনুগত নহে বলিয়া ঘটত্বপটত্বাদি বিষয়তার নিয়ামক নহে; কিন্তু অপ্রকাশত্ব বা জ্ঞানভিন্নত্ব অথবা জড়ত্ব সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অনুগত থাকে বলিয়া তাহাই বিষয়তাবচ্ছেদক অর্থাৎ বিষয়তার নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক; সুতরাং অনুব্যবসায় এবং ব্যবসায় দুইটীই জ্ঞান বলিয়া ইহাদের মধ্যে একটী অর্থাৎ ব্যবসায়টী যে অনুব্যবসায়ের বিষয় হইবে তাহা হইতে পারে না, কারণ ইহাদের মধ্যে বিষয়ত্ব এবং বিষয়িত্বের নিয়ামক কোন বৈলক্ষণ্য নাই; একমাত্র বৈলক্ষণ্য হইতেছে এই যে উহারা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ অনুব্যবসায় একটী জ্ঞানব্যক্তি এবং ব্যবসায় অপর একটী জ্ঞানব্যক্তি। আর এই প্রকার ব্যক্তিভেদ থাকিলে যদি একটী বিষয় এবং অপরটী বিষয়ী হয় তাহা হইলে দুইটী ঘটের মধ্যেও একটী বিষয় এবং অপরটী বিষয়ী হইতে পারে, যেহেতু সেখানেও ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায়ের ন্যায় ব্যক্তিভেদরূপ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন

ব্যবসায় এবং অনুব্যবসায়ের মধ্যে একটী বিষয় এবং অপরটী বিষয়ী হইবে কিরূপে? অধিক কি ব্যবসায় জ্ঞান হইয়াও যদি স্বয়ং অপ্রকাশ হয়—অনুব্যবসায়ের প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে অনুব্যবসায়-সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে অর্থাৎ অনুব্যবসায়েরও প্রকাশের নিমিত্ত অপর একটী জ্ঞান আবশ্যক; এইরূপ যে জ্ঞানকে প্রকাশ বলা হইবে তাহার প্রকাশের জন্য ঐ একই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়া অনন্ত জ্ঞান কল্পনা করিয়াও একটী জ্ঞানের প্রকাশ সাধন করা যাইবে না। আর তাহা হইলে কোনও জ্ঞানই প্রকাশ না হওয়ায় কদাপি কোনও বিষয় প্রকাশ হইবে না। আর তাহা হইলে জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ হইবে—জগৎ হইতে বিষয়গ্রাহক জ্ঞান লোপ পাইবে। আর অনুব্যবসায় অথবা অন্য কোনও জ্ঞানকে যদি পরাধীন প্রকাশ না বলিয়া স্বয়ম্প্রকাশ বলা হয় তাহা হইলে ব্যবসায়জ্ঞানও স্বয়ম্প্রকাশ না হইবে কেন? বস্তুতঃ তার্কিকগণ যখন ঈশ্বরের জ্ঞানকে নিখিলবিষয়ক এবং নিত্য সুতরাং এক বলেন তখন সেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান যেমন স্বীয় প্রকাশের নিমিত্ত অনুব্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে না, কিংবা বৌদ্ধ প্রভৃতি যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহারা যোগিগণের ধ্যেয়বিষয়ক প্রত্যয়ৈকতানতারূপ ধ্যানাত্মক জ্ঞানকে যেমন এক সুতরাং অনুব্যবসায়নিরপেক্ষ স্বয়ম্প্রকাশ বলেন অথবা যাঁহারা যোগিজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না সেই মীমাংসকগণ 'যেমন সকল পদার্থই প্রমেয়' ইত্যাকার জ্ঞানকে অনুব্যবসায়নিরপেক্ষ স্বয়ম্প্রকাশ বলেন সেইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান ও স্বয়ম্প্রকাশ হইবে। সুতরাং প্রমাণশূন্য অনুব্যবসায় স্বীকার করিতে তার্কিকগণের আগ্রহ ব্যর্থ।

ইহাতেও তার্কিকগণ অনুব্যবসায়ের প্রতি দুরাগ্রহবশতঃ বলেন বিষয়জ্ঞানের ব্যবহারের জন্যও অনুব্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক। কারণ যাহার হান, উপাদান, উপেক্ষা, শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি রূপ ব্যবহার করা হয় সেই ব্যবহর্ত্তব্যবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক, যেহেতু অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে ব্যবহার হইতে পারে না। আর ব্যবসায় অর্থাৎ ঘটবিষয়কজ্ঞান লইয়া সকলেই যখন 'আমি ঘটজ্ঞানবান্' ইত্যাদিরূপে ব্যবহার করে তখন সেই ব্যবহর্ত্তব্য যে ব্যবসায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানও আবশ্যক। আর তাহা অনুব্যবসায় বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব অনুব্যবসায় অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহার উত্তরে আচার্য্য প্রভাকর মত অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন জ্ঞান জ্ঞানত্বব্যবহারের কারণতাবচ্ছেদক হইলে এইরূপ বলা চলিত। জ্ঞান জ্ঞানত্বব্যবহারের কারণতাবচ্ছেদক নহে কিন্তু জ্ঞানত্বই ব্যবহারের হেতু-তাবচ্ছেদক। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ২২সংখ্যক সন্দর্ভের অনুবাদের সহিতই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরীয় জ্ঞান, যোগিগণের ধ্যানাত্মক জ্ঞান অথবা 'সর্ব্বং প্রমেয়ম্' এই জ্ঞান যেমন অন্যনিরপেক্ষ ভাবে স্বয়ং স্বব্যবহার জন্মায় সেইরূপ ব্যবসায় স্বয়ং স্বব্যবহার সম্পাদন করিবে। যেহেতু অনুব্যবসায়কে ঘটজ্ঞানজ্ঞানরূপে ঘটজ্ঞানব্যবহারের হেতু বলা অপেক্ষা ঘটজ্ঞানরূপে হেতু বলাতেই লাঘব হয়, কেন না উহাকে ঘটজ্ঞানজ্ঞানরূপে হেতু বলিলেও ঘটজ্ঞানেরও অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। কারণ জ্ঞানবিষয়ক যে জ্ঞান সেই জ্ঞানেও পূর্ব্বজ্ঞানের বিষয় যে ঘট তাহা বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যবসায়রূপ জ্ঞান এবং অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞান উভয়েই যখন ঘটজ্ঞান তখন একই জ্ঞানের দ্বারা যদি ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার জন্য অন্য একটী জ্ঞানের কারণতা কল্পনা করা অনুচিত যেহেতু কল্পনা পক্ষে লাঘব পক্ষই আদরণীয়। অতিরিক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে অধিক কল্পনা অপেক্ষা অল্প কল্পনাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব 'আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাদিরূপ জ্ঞানকালে সকলস্থলেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও

স্বপ্রকাশজ্ঞানমাত্রস্বরূপোঽপ্যাত্মা অবিদ্যোপহিতঃ সন্ সাক্ষীত্যুচ্যতে, বৃত্তিমদন্তঃকরণোপহিতঃ প্রমাতেত্যুচ্যতে। তস্য চক্ষুরাদীনি করণানি।২৯ স চক্ষুরাদিদ্বারা অন্তঃকরণপরিণামেন ঘটাদীন্ ব্যাপ্য তদাকারো ভবতি। একস্মিংশ্চান্তঃকরণপরিণামে ঘটাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যঞ্চ একলোলীভাবাপন্নং ভবতি।৩০ ততো ঘটাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাত্রভেদাৎ স্বাজ্ঞানং নাশয়দপরোক্ষং ভবতি ঘটঞ্চ স্বাবচ্ছেদকং

জ্ঞাতা এই তিনেরই প্রকাশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানের প্রকাশের জন্য অন্য একটী জ্ঞান কল্পনার কোনই আবশ্যকতা থাকে না। অতএব জ্ঞান বা সম্বিৎ স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া অনুব্যবসায় অসিদ্ধ।

এইরূপে প্রভাকরমতাবলম্বিগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ করিলে—ইহার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে জ্ঞান বা সম্বিৎ স্বপ্রকাশ ত বটেই, কিন্তু তাই বলিয়া যে আত্মা সেই জ্ঞানের আশ্রয়, আত্মা সেই জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত, এবং সেই আত্মা যে জড় ইহা স্বীকার করা চলে না; কারণ তাহা স্বীকার করিলে প্রথমতঃ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধরূপ দোষের প্রসঙ্গ হয়, দ্বিতীয়তঃ আত্মা জ্ঞানভিন্ন হওয়ায় ঘটাদিবৎ জড়ের সামিল হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে তাহার কল্পিতত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আত্মা জড় নহে এবং তাহা অনিত্যও নহে, কিন্তু তাহা নিত্য এবং তাহা স্বয়ম্প্রকাশজ্ঞানস্বরূপ অখণ্ডৈকরস অদ্বিতীয় সৎপদার্থ।২৮

অনুবাদ—আত্মা কেবলমাত্র স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপ হইলেও অবিদ্যার দ্বারা উপহিত (আবৃত বা উপাধিবিশিষ্ট) হইলে তাহাকে সাক্ষী বলা হয় এবং যখন তাহা বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের দ্বারা উপহিত হয় তখন তাহাকে প্রমাতা (প্রমাতৃচৈতন্য) বলা হয়। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল তাহার বৈষয়িক জ্ঞানের করণ (সাধন)। অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্য চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রেয়ের সাহায্যেই বিষয় প্রকাশ করিয়া ঘটাদি বহির্বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।২৯ সেই প্রমাতা (প্রমাতৃচৈতন্য) অন্তঃকরণের পরিণামবশে চক্ষুঃপ্রভৃতিকে দ্বার করিয়া ঘটাদি বিষয় সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া তত্তৎ বিষয়ের আকারে আকারিত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যাত্মক প্রমাতাও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। আর অন্তঃকরণের সেই একটী পরিণামেতেই ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য (বিষয়চৈতন্য) এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য (প্রমাতৃচৈতন্য) একলোলীভাবাপন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ একই বৃত্তিতে সকলের সমাবেশ হয়।৩০ তখন ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া তাহা (ঘটাদিবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য) স্ববিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া অপরোক্ষ হইয়া থাকে এবং সেই ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বাবচ্ছেদক ঘটকে স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসনিবন্ধন প্রকাশিত করিয়া থাকে। (অর্থাৎ আকাশ অখণ্ড অনন্ত হইলেও ঘটাদি যেমন তাহার ঔপাধিক পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে সেইরূপ চৈতন্য অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন হইলেও ঘটাদি বিষয়ই তাহার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। ঘটাদি বিষয় সকল আবার চৈতন্যেই অধ্যস্ত; এই কারণে তাহা স্বয়ং প্রকাশরহিত হইলেও নিজ অধ্যাসাধিষ্ঠান চৈতন্যের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যটী অবিদ্যাবৃত হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা তাহা প্রমাতৃচৈন্যের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। আর অজ্ঞাননাশ করাই অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজন বলিয়া তাহার দ্বারা অর্থাৎ সেই অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যগত অজ্ঞানের

স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ ভাসয়তি।৩১ অন্তঃকরণপরিণামশ্চ বৃত্ত্যাখ্যোঽতিস্বচ্ছঃ স্বাবচ্ছিন্নেনৈব চৈতন্যেন ভাস্যত—ইতি অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিঘটানামপরোক্ষতা।৩২ তদেতদাকারত্রয়মহং জানামি ঘটমিতি, ভাসকচৈতন্যস্যৈকরূপত্বেঽপি ঘটং প্রতি বৃত্ত্যপেক্ষত্বাৎ প্রমাতৃতা, অন্তঃকরণতদ্বৃত্তীঃ প্রতি তু বৃত্ত্যনপেক্ষত্বাৎ সাক্ষিতেতি বিবেকঃ। অদ্বৈতসিদ্ধৌ সিদ্ধান্ত-বিন্দৌ চ বিস্তরঃ।৩৩ যস্মাদেবং প্রাগুক্তন্যায়েন নিত্যো বিভুরসংসারী সর্ব্বদৈকরূপশ্চাত্মা তস্মাত্তন্নাশশঙ্কয়া স্বধর্ম্মে যুদ্ধে প্রাক্প্রবৃত্তস্য তব তস্মাদুপরতির্ন যুক্তেতি যুদ্ধাভ্যনুজ্ঞয়া ভগবানাহ "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারতে"তি।৩৪ অর্জ্জুনস্য স্বধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তস্য তত উপরতিকারণং শোকমোহৌ। তৌ চ বিচারজনিতেন বিজ্ঞানেন বাধিতাবিতি 'অপ-বাদাপবাদে উৎসর্গস্য স্থিতি'রিতি ন্যায়েন "যুধ্যস্ব" ইতি অনুবাদো, ন বিধিঃ। যথা 'কর্ত্তৃ-

নাশ হইলে সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যটী পূর্ব্বে আবৃত থাকিলেও এক্ষণে প্রকাশিত হয়। তাহারই ফলে ঘটাদি বিষয়েরও প্রকাশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক অপরোক্ষ প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে।)৩১ আর বৃত্তি নামক অন্তঃকরণপরিণামটী অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া তাহা স্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারাই (বৃত্তি যে চৈতন্যকে অবচ্ছিন্ন করে তাহার দ্বারাই) প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই বৃত্তিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। (এই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই **প্রমাণচৈতন্য** বলা হয়)। এইরূপে অন্তকরণ (প্রমাতা), অন্তঃকরণবৃত্তি (প্রমাণ) এবং ঘটের (বিষয়ের) অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে।৩২ সুতরাং 'আমি ঘট জানিতেছি' ইত্যাকার জ্ঞানস্থলে এই প্রকারের তিনটী আকার হইয়া থাকে। এস্থলে ভাসকচৈতন্য এক হইলেও যখন তাহাকে ঘট (ঘটাদি বহির্বিষয়) প্রকাশিত করিতে হয় তখন তাহা অন্তঃকরণবৃত্তিকে অপেক্ষা করে; এই কারণে তখন তাহাকে '**প্রমাতা**' বলা হয়। আর অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিকে (সুখদুঃখাদি আভ্যন্তরীণ বিষয় সকলকে) যখন প্রকাশিত করিতে থাকে তখন তাহাতে আর বৃত্তির অপেক্ষা থাকে না বলিয়া তখন তাহাকে "**সাক্ষী**" বলা হয়। ইহাই হইল প্রমাতা ও সাক্ষীর বিবেক (পার্থক্য)। অর্থাৎ একই ভাসকচৈতন্য প্রমাতা ও সাক্ষিচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে: ঘটাদি বহির্বিষয় সকলকে প্রকাশিত করিতে হইলে বৃত্তিনামক অন্তঃকরণ-পরিণামবিশেষের সাহায্যে তাহাদিগকে প্রকাশিত করিতে হয়; তখন তাহাকে প্রমাতৃচৈতন্য বা প্রমাতা বলা হয়; আর সুখদুঃখাদি আন্তর বিষয় সকলকে প্রকাশিত করিতে হইলে বৃত্তির সাহায্যের আবশ্যক হয় না, স্বয়ংই তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া থাকে; তখন এই ভাসকচৈতন্যকে সাক্ষি-চৈতন্য বলা হয়। "অদ্বৈতসিদ্ধি"তে এবং "সিদ্ধান্তবিন্দু"মধ্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।৩৩ যেহেতু এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি নিচয় দ্বারা ইহা অবধারিত হইল যে আত্মা নিত্য, বিভু, অসংসারী এবং সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয়, সেই হেতু তুমি স্বধর্ম্ম যুদ্ধে প্রথমে প্রবৃত্ত হইলেও সেই আত্মার বিনাশ আশঙ্কা করিয়া সেই যুদ্ধ হইতে যে বিরাম গ্রহণ করিতেছ তাহা অনুচিত—এইরূপে যুদ্ধের অনুজ্ঞা দিয়া ভগবান্ বলিতেছেন **'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত'**—"অতএব হে ভারত তুমি যুদ্ধ কর"।৩৪ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুন তাহা

কর্ম্মণোঃ' কৃতি' ইতি উৎসর্গঃ 'উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণী'ত্যপবাদঃ, 'অকাকারয়োঃ স্ত্রী-প্রত্যয়য়োঃ প্রয়োগে নেতি বক্তব্যমি'তি তদপবাদঃ, তথাচ'মুমুক্ষোর্ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা'ইত্যত্র অপবাদাপবাদে পুনরুৎসর্গস্থিতেঃ 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতী'ত্যনেনৈব ষষ্ঠী। তথাচ 'কর্ম্মণি চে'তি নিষেধাপ্রসরাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠীসমাসঃ সিদ্ধো ভবতি।৩৫ কশ্চিৎ তু এতস্মাদেব বিধের্ম্মোক্ষে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় ইতি প্রলপতি ; তন্ন ; যুধ্যস্বেত্যতো মোক্ষস্য জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্যত্বাপ্রতীতেঃ। বিস্তরেণ চৈতদগ্রে ভগবদ্গীতাবচনবিরোধেনৈব নিরাকরিষ্যামঃ। ৩৬—১৮

হইতে যে বিরত হইয়াছিলেন শোক এবং মোহই তাঁহার সেই বিরতির কারণ। আর সেই শোক ও মোহ বিচারজনিত বুদ্ধিবলে বাধিত হইয়াছে। কাজেই 'অপবাদের অপবাদ হইলে অর্থাৎ বিশেষ নিয়মের উপর বিশেষ নিয়ম করিলে উৎসর্গেরই (সামান্যবিধির অর্থাৎ সাধারণ নিয়মেরই) প্রবৃত্তি হয় এই ন্যায় অনুসারে "যুধ্যস্ব" অর্থাৎ তুমি "যুদ্ধ কর" ভগবানের এই যে উক্তি ইহা বিধি নহে, কিন্তু অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাতবিষয়েরই জ্ঞাপক। যেমন 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' (কৃৎপ্রত্যয় হইলে কর্ত্তায় ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়) এইটী সামান্যবিধি ; 'উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি' অর্থাৎ কৃৎপ্রত্যয় হইলে যখন কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়েরই ষষ্ঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তখন কর্ম্মেই ষষ্ঠী হয়, কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয় না ইহা তাহার অপবাদ বা বিশেষ বিধি। আবার 'অকাকারয়োঃ স্ত্রীপ্রত্যয়য়োঃ প্রয়োগে নেতি বক্তব্যম্' অকপ্রত্যয় ও আকারান্ত কৃৎপ্রত্যয়—ইহারা যদি স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত হয় তাহা হইলে এই নিয়ম খাটিবে না। এই নিয়মটী তাহার অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ নিয়মের বিশেষ নিয়ম (সুতরাং ইহা 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃকৃতি' এই সামান্য বিধিরই অনুবাদ মাত্র, স্বতন্ত্র বিধি নহে)। এই জন্য 'মুমুক্ষোঃ ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিকর্ত্তৃক ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা—এস্থলে 'ব্রহ্মণঃ' এই পদে অপবাদের অপবাদ হইলে—উৎসর্গের (সামান্য বিধির) পুনরায় প্রবৃত্তি হয় বলিয়া 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতিঃ' এই নিয়ম অনুসারেই 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' (কর্ম্মে ষষ্ঠী) হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে 'কর্ম্মণি চ' (উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি এই নিয়মানুসারে যে স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় তথায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না) এই নিয়মের স্থান না হওয়ায় 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই পদটী কর্ম্মে ষষ্ঠী হইয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ এস্থলে 'কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি' এই সামান্যবিধি অনুসারে কর্ম্মে ষষ্ঠী হওয়ায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই পদটী ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসনিষ্পন্ন হইতে কোন বাধা নাই। সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা সামান্যবিধিপ্রাপ্ত বলিয়া ভগবানের "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব" এই উক্তিটী এখানে অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে।৩৫ কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ প্রলাপ করিয়া থাকে যে এই নিয়ম অনুসারেই অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব নিরূপণ প্রস্তাবে জ্ঞানের সহিত যুদ্ধরূপ কর্ম্মের উপদেশ (বিধি) দেওয়ায় মোক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় আবশ্যক। ইহা ঠিক নহে, কারণ যুধ্যস্ব (তুমি যুদ্ধ কর) ইহা হইতে এমন কিছু প্রতীতি হয় না যে মোক্ষ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় (মিলন) হইতে মোক্ষ হয়। ভগবদ্গীতার বচনের সহিতই যে এই উক্তির বিরোধ হয় তাহা দেখাইয়া অগ্রে বিস্তৃত ভাবে এই মতের নিরাস করা যাইবে।৩৬—১৮

ভাবপ্রকাশ—

প্রঃ। আচ্ছা, এই নিত্য 'সৎ' পদার্থ বলিতে ঠিক কি বুঝা যায়?

উঃ। এই নিত্য সৎ পদার্থ হইতেছেন আত্মা বা শরীরী। এই সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, স্ফুরণরূপ, অবিনাশী, বিভু, পরমতত্ত্ব বলিয়া যাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তাহাই আত্মা। এই আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ, অকল্পিত সৎপদার্থ, ইহাতেই সমস্ত বস্তু কল্পিত।

প্রঃ। এই সৎপদার্থ যদি জীবের আত্মা, তাহা হইলে ইহা নিত্য হইল কিরূপে? জীবের আত্মার ত নাশ দেখা যায়।

উঃ। না; আত্মা অবিনাশী—ইহাই সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরমতত্ত্ব। যাহার নাশ হয় বলিয়া আমরা জানি উহা আত্মা নহে—উহা দেহ। এই দেহ বলিতে শুধু স্থূল দেহকে বুঝায় না। মৃত্যুর পরে যে সূক্ষ্ম দেহ থাকে তাহাও বিনাশশীল। সূক্ষ্মদেহের মূলীভূত যে কারণ দেহ তাহারও নাশ হয়। নাশ নাই কেবল ঐ পরমতত্ত্বের; এই পরমতত্ত্বই আত্মা।

প্রঃ। আত্মা কিরূপ নিত্য? কূটস্থ নিত্য, না পরিণামিনিত্য? ইহার নিত্যতা কি আপেক্ষিক না পারমার্থিক?

উঃ। আত্মা কূটস্থ নিত্য—ইহার নিত্যতা পারমার্থিক। ইহা সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্য এবং এই প্রকার পরিচ্ছেদশূন্যতাই যথার্থ পারমার্থিকনিত্যত্ব। সর্ব্বকালে থাকাকেই নিত্য বলে না। যাবৎকাল-স্থায়িত্বরূপ নিত্যত্ব অবিদ্যারও আছে। কিন্তু পরিচ্ছেদযুক্ত বলিয়া প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা অনিত্য।

প্রঃ। এইরূপ নিত্য আত্মা বিষয়ে প্রমাণ কি? প্রমাণ না থাকিলে ত ইহা অলীক হইয়া পড়িবে।

উঃ। এই আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ—ইহার কোনও প্রমাণ নাই। সমস্ত প্রমাণ ইহার উপরে অবস্থিত। ইহাই সকল প্রমাণের আশ্রয়—ইহার আবার প্রমাণ কি?

প্রঃ। শাস্ত্রও কি আত্মবিষয়ে প্রমাণ নহে? শাস্ত্র হইতেই ত আত্মার স্বপ্রকাশত্ব অবগত হওয়া যায়।

উঃ। শাস্ত্র যথার্থতঃ প্রমাণ নহে। ব্রহ্ম ভিন্ন সবই কল্পিত; শাস্ত্রও কল্পিত। কল্পিত ভ্রম নিবৃত্তির জন্যই কল্পিত শাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্র ভ্রমকে নিবৃত্ত করে মাত্র—তত্ত্বকে স্থাপন করিতে পারে না। শাস্ত্র অনাত্মভ্রম দূর করে কিন্তু আত্মাকে প্রমাণিত করিতে পারে না।

প্রঃ। আত্মার স্বপ্রকাশত্ব কি কেবল শাস্ত্রগম্য, না ইহা অনুমানদ্বারাও সিদ্ধ হয়?

উঃ। হাঁ, উহা অনুমানদ্বারাও সিদ্ধ হয়। যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ, ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয় নাই সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আছে মানিতে হয়। আত্মবিষয়ে আমাদের কাহারও সংশয়, ভ্রম কিম্বা বিপর্য্যয় নাই। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে আত্মবিষয়ে যথার্থজ্ঞান আছে। ঘটজ্ঞানেও আত্মা ভাসমান থাকেন বলিয়া 'আমার ঘটজ্ঞান হইয়াছে কি না' এই প্রকার সংশয় কাহারও হয় না। নৈয়ায়িকদের মতানুসারেও আত্মজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। আত্মা এবং মনের সংযোগ হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। প্রত্যেক জ্ঞানেই ঐ আত্মমনঃসংযোগ হয়। সুতরাং সব জ্ঞানেই আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

যঃ (যে) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (কাহারও হন্তা) বেত্তি (বলিয়া মনে করে), যশ্চ (এবং যে) এনং (ইহাকে) হতং (কাহারও কর্ত্তৃক হত) মন্যতে (বলিয়া মনে করে) তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (প্রকৃততত্ত্ব জানে না অর্থাৎ ভ্রান্ত)। অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি ন হন্যতে (হনন করেন না, হতও হন না)।১৯।

প্রঃ। প্রথমে 'এইটী ঘট' এইরূপ জ্ঞান হয়। পরে 'আমি ঘট জানিতেছি' এইরূপ জ্ঞান হয়। এই দ্বিতীয় জ্ঞানে আত্মা প্রকাশিত হন সত্য, কিন্তু প্রথম জ্ঞানে ত আত্মজ্ঞান থাকে না, তবে আত্মা স্বপ্রকাশ ইহা কেমন করিয়া বলা যায়?

উঃ। আত্মার উপরে অধ্যস্ত হইয়াই সমস্ত বিষয় ভাসমান হয়। ঘটের প্রকাশকালেই ঘটজ্ঞানের আধার বা আশ্রয় আত্মা প্রকাশিত হন। ঘটজ্ঞান একটী জ্ঞান; জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। একটী প্রদীপ নিজের প্রকাশের জন্য অন্য প্রদীপের অপেক্ষা রাখে না; জ্ঞানমাত্রই প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ—তাই ঘটজ্ঞানের প্রকাশের জন্য আবার আর একটা জ্ঞান স্বীকার করা অন্যায়। জ্ঞানেরও যদি অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হয়, তাহা হইলে জ্ঞান জড় হইয়া পড়ে; তাহা হইলে জড় ও অজড়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়।

প্রঃ। এই আত্মা কি নিজেকে নিজে প্রকাশ করে? এই আত্মজ্ঞানের কর্ত্তা ও কর্ম্ম কি একই?

উঃ। না, কর্ত্তা ও কর্ম্ম কখনও এক হইতে পারে না, কর্ত্তা কর্ম্ম হইতে ভিন্ন না হইলে উহাদের কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্বই সিদ্ধ হয় না। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; ইহা জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা নহে এবং জ্ঞানের কর্ম্ম বা জ্ঞেয়ও নহে। ইহা জ্ঞানমাত্র; জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে ইহা জড় হইয়া পড়ে।

প্রঃ। এই আত্মা যদি জ্ঞাতা না হয়, তবে জ্ঞাতা কে এবং জ্ঞাতার সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি?

উঃ। এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা উপাধিযুক্ত হইলে জ্ঞাতা হন, এবং এই জ্ঞাতার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; সাক্ষী, প্রমাতা প্রভৃতি সবই ঐ আত্মার উপাধিযুক্ত অবস্থার নাম।

প্রঃ। সাক্ষী কোন্ অবস্থার নাম?

উঃ। যখন মাত্র অজ্ঞান উপাধি থাকে, অন্তঃকরণের বৃত্তি থাকে না—তখন এই অজ্ঞান-উপাধিযুক্ত আত্মার নাম হয় সাক্ষী।

প্রঃ। আর প্রমাতা কখন বলা যায়?

উঃ। অন্তঃকরণবৃত্তিযুক্ত জ্ঞাতার নাম প্রমাতা, ইহা অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত আত্মার নাম।

প্রঃ। এ আলোচনার দ্বারা কি সিদ্ধ হইল?

উঃ। আত্মা যখন ভেদরহিত, একরূপ, বিভু, নিত্য, জন্মমরণশূন্য, তখন এই আত্মার বিচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়া, অর্জ্জুন, তুমি যে শোকগ্রস্ত হইয়াছ তাহা অনুচিত; অতএব আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া তুমি শোক মোহ বিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর।১৮

নম্বেবমশোচ্যানম্বশোচস্তমিত্যাদিনা ভীষ্মাদিবন্ধুবিচ্ছেদনিবন্ধনে শোকেঽপনীতেপি তদ্বধকর্তৃত্বনিবন্ধনস্য পাপস্য নাস্তি প্রতীকারঃ। ন হি যত্র শোকো নাস্তি তত্র পাপং নাস্তীতি নিয়মঃ, দ্বেষ্যব্রাহ্মণবধে শোকাবিষয়ে পাপাভাবপ্রসঙ্গাৎ। অতোঽহং কর্তা ত্বং প্রেরক ইতি দ্বয়োরপি হিংসানিমিত্তপাতকাপত্তেরযুক্তমিদং বচনং"তস্মাৎ যুদ্ধ্যস্বে"-ত্যাশঙ্ক্য কাঠকপঠিতয়া ঋচা পরিহরতি ভগবান্।১ "এনং" প্রকৃতং দেহিনং অদৃশ্যত্বাদিগুণকং "যো হন্তারং" হননক্রিয়ায়াঃ কর্তারং "বেত্তি" অহমস্য হন্তেতি বিজানাতি "যশ্চ" অন্য এবং "মন্যতে হতং" হনন ক্রিয়ায়াঃ কর্মভূতং দেহহননেন হতোঽহমিতি বিজানাতি "তাবুভৌ" দেহাভিমানিত্বাদেনমবিকারিণমকারকস্বভাবমাত্মানং "ন বিজানীতঃ" ন বিবেকেন জানীতঃ শাস্ত্রাৎ, কস্মাৎ, যস্মাৎ "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" কর্তা কর্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ।২ অত্র "যএনং বেত্তি হন্তারং হতঞ্চ"ইত্যেতাবতি বক্তব্যে

আচ্ছা, অর্থাৎ **অশোচ্যানম্বশোচস্তম্** অর্থাৎ "অশোচ্য ব্যক্তিগণের জন্য তুমি শোক করিয়াছ—ইত্যাদি উপদেশে ভীষ্ম প্রভৃতি বন্ধুগণের বিচ্ছেদনিবন্ধন যে শোক হইয়াছিল তাহা দূর করা হইলেও তাঁহাদের বধকর্তৃত্বজন্য পাপের ত প্রতীকার নাই? অর্থাৎ আমি যদি তাঁহাদিগকে বধ করি তাহা হইলে আমি বধকর্তা বলিয়া আমার তজ্জন্য পাপ ত হইবে। তাহার প্রতীকার কি? কারণ যে স্থলে শোক নাই সেখানে যে পাপও নাই এরূপ নিয়ম ত নাই; যেহেতু তাহা হইলে বিদ্বেষের পাত্র যে ব্রাহ্মণ তাহাকে বধ করিলে শোক হয় না বলিয়া পাপও হয় না বলিতে হয় (বস্তুতঃ এতাদৃশ স্থলেও অবশ্যই হইয়া থাকে)। অতএব আমি বধকর্তা এবং তুমি যখন তাহার প্রেরক তখন আমাদের দুইজনেরই হিংসা নিমিত্ত পাপ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বে যে **তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত** অর্থাৎ "অতএব হে ভরতকুলতিলক! তুমি যুদ্ধ কর"—এই কথা বলা হইয়াছে তাহা অসমীচীন হইয়া পড়ে।—এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কঠোপনিষদে পঠিত ঋকের দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন।১ **"যঃ"**=যে ব্যক্তি **"এনং"**=ইহাকে অর্থাৎ **প্রকৃত** (যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে সেই) অদৃশ্যত্ব আদি গুণ বিশিষ্ট আত্মাকে **হন্তারং**=হননক্রিয়ার কর্তা বলিয়া **বেত্তি**=জানে অর্থাৎ আমি ইহার হন্তা এইরূপ মনে করে এবং **যশ্চ**=অন্য যে ব্যক্তি **এনং**=ইহাকে **হতং**=হনন ক্রিয়ার কর্ম স্বরূপ অবগত হয় অর্থাৎ শরীর নিহত হওয়ায় আমি হত হইলাম এইরূপ বিবেচনা করে, **তৌ উভৌ**=তাহারা দুইজনেই দেহাভিমানী বলিয়া এই অবিকারী অর্থাৎ অকারক স্বভাব (কর্তৃ কর্ম আদি কারকভাবাপন্ন হওয়া যাহার ধর্ম নহে তাদৃশ) আত্মাকে **ন বিজানীতঃ**=বিশেষরূপে জানে না অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিবেক সহকারে আত্মার স্বরূপ অবগত নহে। তাহার হেতু কি? (উত্তর) যে হেতু **নায়ং হন্তি ন হন্যতে**=এই আত্মা হনন করে না এবং হতও হয় না। তাহা (হনন ক্রিয়ার) কর্তাও হয় না এবং কর্মও হয় না ইহাই ফলিতার্থ।২ এস্থলে (শ্লোকে) "য এনং বেত্তি

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা ম্রিয়তে (অথবা মৃত হন না) ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন ভবিতা (উৎপন্ন হন না)। অয়ং অজঃ (ইনি জন্মশূন্য) নিত্যঃ (সর্ব্বদা এক প্রকার) শাশ্বতঃ (ক্ষয়রহিত) পুরাণঃ (প্রাচীন) শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (হত হন না) ॥২০॥

পদানামাবৃত্তির্ব্বাক্যালঙ্কারার্থা।৩ অথবা, "য এনং বেত্তি হন্তারং" তার্কিকাদিঃ, আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ, তথা "যশ্চৈনং মন্যতে হতং" চার্ব্বাকাদিঃ, আত্মনো বিনাশিত্বাভ্যুপগমাৎ, "তাবুভৌ ন বিজানীত ইতি যোজ্যম্।৪ বাদিভেদখ্যাপনায় পৃথগুপন্যাসঃ, অতি শূরাতিকাতরবিষয়তয়া বা পৃথগুপদেশঃ।৫ 'হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হত'মিতি পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রৌতঃ পাঠঃ।৬—১৯

হন্তারং হতং চ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইহাকে হন্তা ও হত মনে করে"—এইমাত্র বলিলেই যখন চলিত তথাপি তাহা না বলিয়া যে "যশ্চৈনং মন্যতে" এই পদগুলির পুনরুক্তি করা হইয়াছে তাহা বাক্যালঙ্কারার্থে উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৩ অথবা **যঃ**=যে তার্কিক (নৈয়ায়িক) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ **এনং**=ইহাকে (আত্মাকে) হন্তা বলিয়া মনে করে, কারণ তার্কিকগণ আত্মার কর্ত্তৃত্ব আদি স্বীকার করিয়া থাকে, **যশ্চৈনংমন্যতে হতম্**—এবং যে চার্ব্বাক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাকে হত বলিয়া মনে করে,—কারণ চার্ব্বাকগণ আত্মার বিনাশিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে,—**তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ** সেই দুই সম্প্রদায়ই তত্ত্ব অবগত নহে—এইরূপে পদযোজনা করিতে হইবে।৪ এস্থলে বাদিগণের বিভিন্নতা খ্যাপন করিবার জন্য **যশ্চৈনং মন্যতে** এই অংশটীর পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথবা অতি বীর এবং অতি কাতরকে লক্ষ্য করিয়া পৃথক্ ভাবে উপদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে অতি শূরের 'আমি নিহত করিলাম' এইরূপ যে কর্ত্তৃত্ববোধ এবং অতি কাতরের আমি 'নিহত হইলাম' এইরূপ যে কর্ম্মত্বজ্ঞান তাহা ভ্রান্তিমূলক।৫ 'হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্' ইহাই এই শ্লোকটীর পূর্ব্বার্দ্ধের শ্রুতি-সম্মত পাঠ।৬—১৯

ভাবপ্রকাশ—ভীষ্মাদির বধে তোমার কোনও পাপ হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিবারও কারণ নাই। আত্মা যে নিত্য এবং অবিনাশী তাহা পূর্ব্বে শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া তোমাকে দেখাইয়াছি। আত্মার যখন বিনাশ নাই তখন আত্মা হত হইতে পারেন না—অর্থাৎ আত্মাকে কেহ হনন করিতে পারে না। যখন আত্মার হনন বা বধই অসম্ভব তখন তাহার বধকর্ত্তা কেহ হইতে পারে না। যাহারা আত্মার যথার্থস্বরূপ জানে না,—যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহারা দেহের নাশকেই আত্মার নাশ বলিয়া মনে করে। আবার যাহারা শুদ্ধ আত্মাকে না জানিয়া

কস্মাদয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতি, অবিক্রিয়ত্বাদিত্যাহ দ্বিতীয়েন মন্ত্রেণ ॥১ জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ষড্ভাববিকারা ইতি বার্ষ্যায়ণিরিতি নৈরুক্তাঃ।২ তত্রাদ্যন্তয়োর্নিষেধঃ ক্রিয়তে "ন জায়তে ম্রিয়তে বে"তি। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থো; ন জায়তে ন ম্রিয়তে চেত্যর্থঃ।৩ কস্মাদয়মাত্মা নোৎপদ্যতে? যস্মাদয়মাত্মা "কদাচিৎ" কস্মিন্নপি কালে"ন ভূত্বা" অভূত্বা প্রাক্"ভূয়ঃ" পুনরপি "ভবিতা ন" যো হি অভূত্বা ভবতি স উৎপত্তিলক্ষণাং বিক্রিয়ামনুভবতি। অয়ন্তু প্রাগপি সত্ত্বাদ্ যতো নোৎপদ্যতেঽতোঽজঃ।৪ তথা অয়মাত্মা ভূত্বা প্রাক্ কদাচিৎ ভূয়ঃ পুনর্ন ভবিতা। নবা শব্দাদ্বাক্যবিপরিবৃত্তিঃ। যো হি প্রাগ্ভূত্বা উত্তরকালে ন ভবতি স মৃতিলক্ষণাং বিক্রিয়ামনুভবতি। অয়ন্তুত্তরকালেঽপি

কর্ত্তৃত্বাদি উপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে মাত্র জানে তাহারা মনে করে যে একজন আর একজনকে বধ করিতে পারে। কিন্তু এ উভয় ধারণাই ভ্রান্ত।

অনুবাদ—এই আত্মা যে হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং কর্ম্ম হয় না তাহার কারণ কি? (উত্তর)—যেহেতু তাহা অবিক্রিয় অর্থাৎ বিকারবিহীন; তাহাই দ্বিতীয় মন্ত্রে (কঠোপনিষন্মধ্যে পঠিত ঋকে) বলিতেছেন। (কঠোপনিষদে শ্লোকটীর প্রথম চরণের শেষপদটী এবং দ্বিতীয় চরণটী অন্যরূপে পঠিত হইয়াছে। এই কারণে কঠোপনিষদুক্ত মন্ত্রসাদৃশ্যেই এই শ্লোকটীকেও মন্ত্র বলা হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় মন্ত্র অর্থ পরবর্ত্তী শ্লোক)।১ নিরুক্তকারমতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন, ভগবান্ বার্ষ্যায়ণি নামক আচার্য্যের মতে 'জায়তে' (জন্ম), 'অস্তি' (সত্তা), 'বর্দ্ধতে' (বৃদ্ধি), 'বিপরিণমতে' (বিপরিণাম), 'অপক্ষীয়তে' (অপক্ষয়), এবং 'নশ্যতি' (নাশ) এই ছয়টী ভাববিকার অর্থাৎ ভাবপদার্থের এই ছয়টী বিকার অবস্থা।২ তাহাদের মধ্যে **ন জায়তে ম্রিয়তে বা** 'জন্মায় না বা মরে না' এই বলিয়া প্রথম ও অন্তিম ভাববিকারের নিষেধ করিতেছেন। এস্থলে **বা** শব্দটীর অর্থ সমুচ্চয়; সুতরাং জন্মায় না এবং মরে না ইহাই এস্থলের ফলিতার্থ।৩ এই আত্মা যে উৎপন্ন হয় না তাহার হেতু কি? (উত্তর)—যেহেতু এই আত্মা **কদাচিৎ**—কস্মিন্‌কালেও **ন ভূত্বা**—'**অভূত্বা**' না হইয়া অর্থাৎ না থাকিয়া যে **ভূয়ঃ** পুনর্ব্বার, **ভবিতা**=উৎপন্ন হইবে **ন**=এরূপ নহে। অর্থাৎ ইহা পূর্ব্বে ছিল না এক্ষণে হইল, এমন নহে। কিন্তু ইহা চিরকালই আছে। যে পদার্থ পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হয় তাহা উৎপত্তিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই আত্মা যেহেতু পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, সেই কারণে ইহা উৎপন্ন হয় না। এই জন্য ইহা **অজ**।৪ আর এই আত্মা **ভূত্বা** পূর্ব্বে কখনও উৎপন্ন হইয়া **ভূয়ঃ**=পুনরায় **ন ভবিতা**=কখনও যে না হইবে অর্থাৎ না থাকিবে অর্থাৎ ইহা পূর্ব্ব হইতে ছিল বটে কিন্তু পরে চিরকাল যে থাকিবে না—এরূপ নহে। শ্লোকে "**ন বা**" এই শব্দ দুইটী থাকায় এইরূপে বাক্যের বিপরিবৃত্তি (পরিবর্ত্তন) করা হইল। অর্থাৎ "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" এই স্থলে শেষাংশে **বা ন** (ন বা) এই শব্দ থাকায় ইহাকে "অয়ং নভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা (ইতি)

সত্ত্বাৎ যতো ন ম্রিয়তেঽতো "নিত্যঃ" বিনাশাযোগ্য ইত্যর্থঃ।৫ অত্র 'ন ভূত্বা' ইত্যত্র সমাসাভাবেঽপি নানুপপত্তিঃ, নানুযাজেষ্বিতিবৎ। ভগবতা পাণিনিনা মহা বিভাষাধিকারে নঞ্‌সমাসপাঠাৎ। যত্তু কাত্যায়নেনোক্তং সমাসনিত্যত্বাভিপ্রায়েণ 'বাবচনানর্থক্যং তু স্বভাবসিদ্ধত্বাদি'তি, তদ্ভগবৎপাণিনিবচনবিরোধাদনাদেয়ম্। তদুক্তমাচার্য্যশবরস্বামিনা 'অসদ্বাদী হি কাত্যায়ন' ইতি।৬ অত্র "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি প্রতিজ্ঞা; "কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়" ইতি তদুপপাদনং; "অজো নিত্য ইতি তদুপসংহার—

ন" এবং "নবা, অয়ং ভূত্বা পুনঃ ন ভবিতা" এই দুই প্রকারে বাক্য সমাবেশ করিয়া অর্থ করা হইল। অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তু পূর্ব্বে জন্মিয়া উত্তরকালে থাকে না, তাহা মৃতি (মরণ) রূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা কিন্তু পরবর্ত্তী কালেও বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহা মৃত হয় না; এইজন্য ইহা **নিত্যঃ**=নিত্য অর্থাৎ বিনাশের অযোগ্য।৫ **ন ভূত্বা** এই স্থলে সমাস না হইলেও **নানুযাজেষু** ইত্যাদির ন্যায় এখানেও কোনরূপ অসামঞ্জস্য হইতে পারিবে না, কারণ ভগবান্ পাণিনি মহাবিভাষার অধিকারে নঞ্‌সমাসের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বার্ত্তিককার কাত্যায়নের মতে ধাতুর সহিত সমাস না করিলে তিঙন্ত পদের সহিতই নঞের অন্বয় হইয়া থাকে, কৃদন্ত পদের সহিত অন্বয় হয় না; কৃদন্তপদের সহিত নঞের অন্বয় করিতে হইলে সমাস করিতে হয়; তাহা হইলে 'ন ভূত্বা' না হইয়া 'অভূত্বা' হইয়া যায়। সেইজন্য বলিতেছেন যে এই নিয়ম প্রায়িক (সাধারণ) বটে, কিন্তু 'নানুযাজেষু' ইত্যাদি স্থলে কৃদন্তের সহিতও নঞের অন্বয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর তাহা যে পাণিনিমতবিরুদ্ধ তাহাও নহে কেন না তিনি মহাবিভাষার প্রকরণে নঞ্‌সমাসের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'সমাসের নিত্যতা যখন অভিপ্রেত এবং তাহা যখন স্বভাবসিদ্ধ তখন "বা" এই উক্তিটীর আনর্থক্য হইয়াছে'—কাত্যায়নের এই উক্তি অগ্রাহ্য, কেন না ভগবান্ পাণিনির বচনের সহিত ইহার বিরোধ হইতেছে। আচার্য্য শবরস্বামী তাই বলিয়াছেন 'কাত্যায়ন অসদ্‌বাদী।'* অর্থাৎ কাত্যায়নের মতে নঞ্‌সমাস নিত্য, কিন্তু পাণিনির মতে তাহা অনিত্য। আর কাত্যায়ন অসৎ অর্থাৎ অভাব বাচক নঞের সহিত সমাসের নিত্যতা বিধান করিয়াছেন বলিয়া তিনি অসদ্‌বাদী এই কারণে এস্থলে কাত্যায়নের বচন অনাদরণীয়। বিশেষতঃ কাত্যায়ন বার্ত্তিককার আর পাণিনি সূত্রকার। বৃত্তিকার অপেক্ষা সূত্রকারের বচন অধিক প্রামাণিক। এই কারণে এস্থলে পাণিনির বচনই গ্রহণীয়।৬ এস্থলে, **"ন জায়তে ম্রিয়তে বা"** জন্মায় না এবং মরে না—ইহা প্রতিজ্ঞা। **"কদাচিন্নায়ং**

* মীমাংসাদর্শনের দশম অধ্যায়ের অষ্টম পাদের প্রথম অধিকরণে 'যজতিষু যে যজামহং করোতি নানুযাজেষু' এই শ্রুতিবাক্যের 'নানুযাজেষু (ন অনুযাজেষু)' এস্থলে 'নঞ্‌'এর অর্থ নিষেধ কি পর্য্যুদাস এইপ্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে উহা পর্য্যুদাস। তত্রত্য ভাষ্যে বলা হইয়াছে 'সদ্‌বাদিত্বাৎ চ পাণিনেঃ বচনং প্রমাণম্। অসদ্‌বাদিত্বাৎ ন কাত্যায়নস্য। অসদ্‌বাদী হি বিদ্যমানমপি অনুপলভ্য ব্রূয়াৎ। সুতরাং মীমাংসকগণের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গীতার 'ন ভূত্বা' এস্থলে সমাসপূর্ব্বক 'অভূত্বা' এইরূপ না হইলেও কোনও দোষ হয় নাই।

ইতি বিভাগঃ।৭ আদ্যন্তয়োর্ব্বিকারয়োর্নিষেধেন মধ্যবর্ত্তিবিকারাণাং তদ্ব্যাপ্যানাং নিষেধে জাতেঽপি গমনাদিবিকারাণামনুক্তানামপ্যুপলক্ষণায় অপক্ষয়শ্চ বৃদ্ধিশ্চ স্বশব্দেনৈব নিরাক্রিয়তে। তত্র কূটস্থনিত্যত্বাদাত্মনো নির্গুণত্বাচ্চ ন স্বরূপতো গুণতো বাঽপক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যুক্তং "শাশ্বত" ইতি; শশ্বৎ সর্ব্বদাভবতি নাপক্ষীয়তে নাপচীয়তে ইত্যর্থঃ।৮ যদি নাপক্ষীয়তে তর্হি বর্দ্ধতামিতি—নেত্যাহ "পুরাণ" ইতি; পুরাপি নব একরূপো নত্বধুনানূতনাম্ কাঞ্চিদবস্থামনুভবতি। যোহি নূতনাং কাঞ্চিদুপচয়াবস্থামনুভবতি সংবর্দ্ধত ইত্যুচ্যতে লোকে। অয়ন্তু সর্ব্বদৈকরূপত্বান্নাপচীয়তে নোপচীয়তে বেত্যর্থঃ।৯ অস্তিত্ব-পরিণামৌ তু জন্মবিনাশান্তর্ভূতত্বাৎ পৃথক্ ন নিষিদ্ধৌ।১০ যস্মাদেবং সর্ব্ববিকারশূন্য আত্মা তস্মাৎ "শরীরে হন্যমানে" তৎসম্বন্ধোঽপি কেনাপ্যুপায়েন "ন হন্যতে" ন হন্তুং শক্যত ইত্যুপসংহারঃ।১১—২০

ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" কখনও ইহা না থাকিয়া পুনরায় যে হইবে এরূপ নহে—এই অংশটী উপপাদন অর্থাৎ যুক্তি বা হেতু। আর "**অজোনিত্যঃ**" অর্থাৎ অজ এবং নিত্য—এই অংশটী তাহার উপসংহার। এইরূপ এস্থলে বিভাগ বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে এই শ্লোকটী আত্মার নিত্যত্ব অনুমানের অনুমিতি বাক্য। আর ইহাতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উপসংহার এই তিনটী অবয়ব রহিয়াছে। টীকাকার তাহাই দেখাইয়া দিলেন।৭ আদিম ও অন্তিম এই দুইটী বিকার নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের ব্যাপ্য অর্থাৎ অধীন মধ্যবর্ত্তী বিকারগুলিরও নিষেধ হইয়াছে বটে তথাপি অনুক্ত গমনাদি বিকারগুলির উপলক্ষণের জন্য অর্থাৎ তাহাদেরও নিষেধ জানাইয়া দিবার জন্য 'অপক্ষয়' ও 'বৃদ্ধি' স্বশব্দেই অর্থাৎ শব্দতঃই নির্দ্দেশ করিয়া নিরাস করা হইতেছে। তন্মধ্যে আত্মা কূটস্থনিত্য ও নির্গুণ বলিয়া তাহার স্বরূপতঃ অথবা গুণতঃ কোন অপক্ষয় সম্ভব হয় না এই জন্য **শাশ্বতঃ** বলা হইয়াছে। যাহা শশ্বৎ (সর্ব্বদা) আছে—যাহার অপক্ষয় অর্থাৎ অপচয় হয় না তাহাই শাশ্বত।৮ যদি অপক্ষয় না হয় তবে তাহার বৃদ্ধি হউক—এইরূপ আশঙ্কা করা যায় না। এই কারণে বলিতেছেন **পুরাণঃ**। পুরাতন থাকিয়াই তাহা নূতনরূপ; এখন যে তাহা নূতন কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ নহে। আর যে পদার্থ নূতন কোন উপচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকেই লোকব্যবহারে 'বাড়িতেছে' বলা হয়। এই আত্মা কিন্তু সকল সময়েই একপ্রকার বলিয়া অপচিতও হয় না এবং উপচিতও হয় না, ইহাই ফলিতার্থ। ৯। অস্তিত্ব ও বিপরিণাম জন্ম এবং বিনাশেরই অন্তর্ভূত (মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিশেষ) বলিয়া উহাদের আর পৃথক্‌ভাবে নিষেধ করা হইল না।১০ যেহেতু আত্মা এইরূপে সমস্ত বিকারবিহীন সেই কারণে **শরীরে হন্যমানে**—শরীর নিহত হইলে আত্মা তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেও **ন হন্যতে**—কোন প্রকারেও নিহত হয় না অর্থাৎ তাহাকে নিহত করা যায় না—এই বলিয়া (আত্মার কর্ম্মত্বাভাবপ্রতিজ্ঞার) উপসংহার করা হইল।১১—২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

হে পার্থ! যঃ এনং (যে ব্যক্তি এই আত্মাকে) অবিনাশিনং (ধ্বংসবিহীন) নিত্যম্ (নিরত বিরাজমান) অজং (জন্মরহিত) অব্যয়ং (ক্ষয়রহিত) বেদ (বলিয়া জানেন) সঃ পুরুষঃ কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) (অথবা) কং হন্তি (কাহাকে বিনাশ করেন)? ॥২১॥

নায়ং হন্তি ন হন্যত ইতি প্রতিজ্ঞায় ন হন্যত ইত্যুপপাদিতম্ ইদানীং ন হন্তীত্যুপপাদয়ন্নুপসংহরতি ॥১ ন বিনষ্টুং শীলং যস্য তম্ "অবিনাশিনম্" অন্ত্যবিকাররহিতং তত্র হেতুঃ "অব্যয়ং" ন বিদ্যতে ব্যয়ঃ অবম্। বা "অপচয়ো গুণাপচয়ো বা যস্য তম্। ব্যয়ম্ অবয়বাপচয়েন গুণাপচয়েন বা বিনাশদর্শনাত্তদুভয়রহিতস্য ন বিনাশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ।২ ননু জন্যত্বেন বিনাশিত্বমনুমাস্যামহে—নেত্যাহ "অজ"মিতি। ন জায়ত ইত্যজম্—আদ্য

ভাবপ্রকাশ—জন্মমরণ হয় শরীরের। আত্মার কিন্তু জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, পরিণাম বা পরিবর্ত্তন কিছুই নাই। ইহা সর্ব্বদা একরূপ, কালের প্রভাব ইহার উপরে নাই। এমন কোনও কাল ছিল না—যখন আত্মা অবিদ্যমান ছিলেন; আবার এমন কোনও কাল থাকিবে না—যখন আত্মার অভাব হইবে। শরীর হইতে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন, উহাদের সম্বন্ধ আধ্যাসিক। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় তেমনি আত্মাতে শরীর কল্পিত হয়। রজ্জু দেখা যায় না, মনে হয় সর্পই বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ রজ্জুই সর্প বলিয়া প্রতীত হয়। এখানেও তেমনি আত্মাকে দেখা যায় না, শরীরকেই দেখা যায়। এই শরীরই তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। ইহা কিন্তু ভ্রম; অধিষ্ঠানভূত যে আত্মা তাহার জ্ঞান হইলেই শরীর যে অধ্যস্ত বা কাল্পনিক ইহা বুঝা যায়।২০

অনুবাদ—"নায়ং হন্তি ন হন্যতে" অর্থাৎ "ইহা হন্তাও হয় না এবং হতও হয় না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহা যে হত হয় না তাহার উপপাদন (যুক্তিনির্দ্দেশ) করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহা হন্তা হয় না এই প্রতিজ্ঞার উপপাদন করিয়া উপসংহার করিতেছেন।১ বিনষ্ট না হওয়া যাহার স্বভাব সেইরূপ **"অবিনাশিনম্"** অর্থাৎ অন্তিম বিকার বিহীন। বিনষ্ট না হওয়ার হেতু—**"অব্যয়ম্"**—নাই ব্যয় অর্থাৎ উপচয় ও অপচয় অথবা গুণের উপচয় ও অপচয় যাহার তাহা অব্যয়। অবয়বের অপচয় বশতঃ কিংবা গুণের অপচয়বশতঃ বিনাশ হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়; এই কারণে যাহাতে সেই দুইটীই নাই তাহার বিনাশও সম্ভব হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে জন্যত্ব রূপ হেতু বলে (অর্থাৎ যাহা জন্মায় তাহাই বিনাশী) আত্মার বিনাশিত্ব অনুমান করা যাইবে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন না, তাহা হইতে পারে না; কারণ তাহা অজ এইজন্য বলিতেছেন **"অজম্"**। যাহা জন্মায় না তাহা অজ সুতরাং অজ অর্থ আদ্যবিকারবিরহিত। তাঁহার হেতু হইতেছে **"নিত্যম্"** নিত্য অর্থাৎ সর্বদা বিদ্যমান। যেহেতু যাহা পূর্ব্বে না থাকে তাহারই জন্ম

-বিকাররহিতম্, তত্র হেতুঃ "নিত্যং" সর্ব্বদা বিদ্যমানং, প্রাগবিদ্যমানস্য হি জন্ম দৃষ্টং ন তু সর্ব্বদা সত ইত্যভিপ্রায়ঃ।৩ অথবা "অবিনাশিনং" অবাধ্যং সত্যমিতি যাবৎ, "নিত্যং" সর্ব্বব্যাপকং, তত্র হেতুঃ "অজমব্যয়ং" জন্মবিনাশশূন্যং—জায়মানস্য বিনশ্যতশ্চ সর্ব্বব্যাপকত্ব-সত্যত্বয়োরযোগাৎ। ৪ এবং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যং প্রকৃতম্"এনং" দেহিনং স্বমাত্মানং "যো বেদ" বিজানাতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং সাক্ষাৎকরোতি অহং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যঃ সর্ব্বভাসকঃ সর্ব্বদ্বৈতরহিতঃ পরমানন্দবোধরূপ ইতি, "স" এবং বিদ্বান্ "পুরুষঃ" পূর্ণরূপঃ "কং হন্তি" কথং হন্তি। কিংশব্দ আক্ষেপে—ন কমপি হন্তি কথমপি হন্তীত্যর্থঃ। তথা "কং ঘাতয়তি" কমপি ন ঘাতয়তি কথমপি ন ঘাতয়তীত্যর্থঃ। ন হি সর্ব্ববিকারশূন্যস্যাকর্ত্তুর্হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—'আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেদি'তি (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।১২) শুদ্ধমাত্মানং বিদুষস্তদজ্ঞাননিবন্ধনাধ্যাসনিবৃত্তৌ তন্মূলরাগদ্বেষাদ্যভাবাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভাবং দর্শয়তি।৫ অয়মত্রাভিপ্রায়ো ভগবতঃ—

দেখা যায়; কিন্তু যাহা সর্বদা বিদ্যমান তাহার জন্ম দেখা যায় না; এই কারণে আত্মা নিত্য বলিয়া অজ—ইহাই অভিপ্রায়।৩ অথবা "অবিনাশিনম্" ইহার অর্থ যাহা বাধিত হয় না অর্থাৎ যাহা সত্য। "নিত্যম্" অর্থ সর্ব্বব্যাপী। ইহার হেতু হইতেছে 'অজ' ও 'অব্যয়' অর্থাৎ জন্মবিনাশরহিত হওয়ায় নিত্য; যেহেতু যাহা উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয় তাহার সর্ব্বব্যাপকতা ও সত্যত্ব সম্ভব হয় না।৪

এইরূপে সকলপ্রকার বিকারবিহীন **"এনং"**—প্রকৃত (যাহার বিষয় বলা হইতেছে) এই দেহী অর্থাৎ নিজ আত্মাকে **যঃ বেদ**—যে ব্যক্তি বিদিত আছেন, যিনি শাস্ত্রোপদেশ ও আচার্য্যোপদেশ অনুসারে, আমি সমস্ত বিক্রিয়াশূন্য, সকলের প্রকাশক, সমস্ত দ্বৈতবিহীন এবং পরমানন্দ ও বোধ (জ্ঞান) স্বরূপ—এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকার করেন **যঃ**—যিনি এইপ্রকার অবগত হইয়াছেন সেই **পুরুষঃ** অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ, **কং হন্তি**—কাহাকে মারিতে পারেন এবং **কথং হন্তি**—কিরূপেই বা মারিতে পারেন? এখানে 'কিম্' শব্দটী আক্ষেপার্থে অর্থাৎ নিষেধার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে তিনি কাহাকেও মারেন না এবং কোনপ্রকারে মারিতে পারেনও না। এইরূপ **কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি**—তিনি কাহাকেই বা ঘাতিত করেন এবং কিরূপেই বা ঘাতিত করেন, ইহার অর্থ—তিনি কাহাকেও ঘাতিত করেন না এবং কোনপ্রকারে ঘাতিত করিতে পারেন না। যেহেতু যিনি সকলপ্রকার বিকারশূন্য এবং অকর্ত্তা, সেই হেতু তাঁহার হনন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। এইজন্য, 'পুরুষ যদি নিজতত্ত্ব জানিতে পারে যে আমি এইরূপ হইতেছি তাহা হইলে কি ইচ্ছা করিয়া এবং কাহারই বা কামনার জন্য সে শরীরের সন্তাপ অনুসারে নিজেকে সন্তপ্ত মনে করিবে'?—এই শ্রুতি বাক্যও ইহাই দেখাইতেছে যে যিনি শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাঁহার সেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানজন্য অধ্যাসের নিবৃত্তি হইলে সেই অধ্যাসমূলক রাগদ্বেষ আদিরও অভাব হয় বলিয়া কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতিরও অভাব হইয়া থাকে।৫

বস্তুগত্যা কোঽপি ন করোতি ন কারয়তি চ কিঞ্চিৎ, সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যস্বভাবত্বাৎ। পরন্তু স্বপ্ন ইবাবিদ্যয়া কর্ত্তৃত্বাদিকমাত্মন্যভিমন্যতে মূঢ়ঃ। তদুক্তম্—"উভৌ তৌ ন বিজানীত" ইতি। শ্রুতিশ্চ 'ধ্যায়তীবে'ত্যাদিঃ (বৃহদাঃ উঃ ৪।৩।৭)।৬ অতএব সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণ্যবিদ্বদধিকারিকাণি। বিদ্বাংস্তু সমূলাধ্যাসবাধাৎ নাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিকমভিমন্যতে স্থাণুস্বরূপং বিদ্বানিব চোরত্বম্। অতো বিক্রিয়ারহিতত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ বিদ্বান্ ন করোতি কারয়তি চেত্যুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ 'বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন' ইতি (তৈত্তিঃ উঃ ২।৯)।৭ অর্জ্জুনো হি স্বস্মিন্ কর্ত্তৃত্বং ভগবতি চ কারয়িতৃত্বমধ্যস্য হিংসানিমিত্তং দোষমুভয়ত্রাপ্যাশশঙ্কে। ভগবানপি বিদিতাভিপ্রায়ো হন্তি ঘাতয়তীতি তদুভয়মাচিক্ষেপ। আত্মনি কর্ত্তৃত্বং ময়ি চ কারয়িতৃত্বমারোপ্য প্রত্যবায়শঙ্কাং মা কার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ।৮ অবিক্রিয়ত্বপ্রদর্শনেনাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধাৎ সর্ব্বকর্ম্মাক্ষেপে ভগবদভিপ্রেতে হন্তিরূপলক্ষণার্থঃ, পুরঃস্ফূর্ত্তিকত্বাৎ, প্রতিষেধহেতোস্তুল্যত্বাৎ কর্ম্মান্তরাভ্যনুজ্ঞানুপপত্তেঃ। তথাচ

এস্থলে ভগবানের অভিপ্রায় এইরূপ,—বাস্তবিক পক্ষে কেহ কিছু করে না এবং কিছু করায়ও না, যে হেতু সে (স্বরূপতঃ) সমস্তবিকারবিরহিত, কিন্তু মূঢ় অর্থাৎ অবিদ্যারূপমোহাচ্ছন্ন সেই ব্যক্তি স্বপ্নকালের ন্যায় অবিদ্যাবশতঃ কর্ত্তৃত্বাদি ভাবসকল নিজেতে আরোপিত করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ অভিমান (ভ্রান্ত ধারণা) করিয়া থাকে। এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—"উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" অর্থাৎ "তাহারা দুইজনেই জানে না।" শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—'যেন ধ্যান করিতেছে, যেন চলন ক্রিয়া করিতেছে' ইত্যাদি।৬ এই জন্য অবিদ্বান্ পুরুষই সমস্ত শাস্ত্রের অধিকারী অর্থাৎ অবিদ্যাবশে আত্মার উপর কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান যাহাদের আছে তাহারাই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অধিকারী। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান সমূলে বাধিত হওয়ায় তিনি আত্মার উপর কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান (আরোপ, মিথ্যাজ্ঞান) করেন না; যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি দূর হইতে স্থাণুকে (মুড়া গাছকে) চোর বলিয়া ভ্রম করিলেও তৎস্বরূপদর্শী নির্দ্দোষ ব্যক্তি তাহা মনে করে না। এই জন্য বিক্রিয়ারহিত বলিয়া এবং অদ্বিতীয় বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি করেনও না এবং করানও না এইরূপ বলা হয়। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা,—'বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি কাহাকেও ভয় করেন না'।৭। অর্জ্জুন নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং ভগবানের উপর কারয়িতৃত্ব আরোপ করিয়া নিজেদের উভয়ের মধ্যেই হিংসাজন্য দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। আর ভগবান্‌ও তাঁহার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া, কে হনন করে এবং কেই বা ঘাতিত করায়, এই বলিয়া দুইটীর সম্বন্ধেই আক্ষেপ করিয়াছেন অর্থাৎ দুইটীরই নিষেধ করিয়াছেন। এস্থলে ভগবানের অভিপ্রায় এই যে নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া এবং আমার উপর কারয়িতৃত্ব আরোপ করিয়া প্রত্যবায়ের (পাপের) আশঙ্কা করিও না। অর্থাৎ তুমি বধ করিতেছ আর আমি বধ করাইতেছি বলিয়া আমরা উভয়েই বধজন্য পাপভাগী, এইরূপ মনে করিও না।৮ এস্থলে আত্মার অবিকারিত্ব দেখাইয়া কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করায় সকল প্রকার কার্য্যের আক্ষেপ করাই (নিষেধ করাই) ভগবানের অভিপ্রেত; এজন্য "হন্তি" (হন্‌ধাত্বর্থ)

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

নরঃ যথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি (শরীরাণি) সংযাতি অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ প্রাপ্ত হন।২২

বক্ষ্যতি "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যত" ইতি।৯ অতঃ অত্র হননমাত্রাক্ষেপেণ কর্ম্মান্তরং ভগবতাভ্যনুজ্ঞায়ত ইতি মূঢ়জনজল্পিতমপাস্তম্। "তস্মাদ্‌যুধ্যস্বে"ত্যত্র হননস্য ভগবতাভ্যনুজ্ঞানাৎ, বাস্তবকর্ত্তৃত্বাভ্যভাবস্য কর্ম্মমাত্রে সমত্বাদিতি দিক্।১০—২১

এস্থলে উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্যেরও নির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। আর এস্থলে কেবলমাত্র "হন্তি" (হন্‌ধাত্বর্থ) বলিবার কারণ এই যে তাহাই পুরঃস্ফূর্ত্তিক অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবধই প্রধান বলিয়া তাহাই প্রথমতঃ প্রকাশমান বা বুদ্ধিস্থ। আর নিষেধের হেতু তুল্য বলিয়া কর্ম্মান্তরের অনুজ্ঞা এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না। অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করায় কেবলমাত্র তাহাই যে এস্থলে নিষেধ্য তাহা নহে কিন্তু তাবৎ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বই এস্থলে নিষেধ্য বুঝিতে হইবে, কেন না নিষেধের হেতু এস্থলে সর্ব্বত্র সমান; এবং আত্মার অবিকারিত্বই অর্থাৎ আত্মার সকলপ্রকার কার্য্যের অকর্ত্তৃত্বই নিষেধের সেই হেতু হইতেছে। পরেও ভগবান্ ইহা বলিবেন যে—**তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে**—"তাঁহার কোন কার্য্য নাই"।৯ অতএব 'এস্থলে কেবলমাত্র হনন ক্রিয়ার নিষেধ করায় অন্য সকল কর্ম্ম ভগবানের অভ্যনুজ্ঞাত (অনুমোদিত)' এই প্রকার মূঢ়জনপ্রলাপ নিরাকৃত হইল অর্থাৎ কেহ কেহ যে ঐপ্রকার মত পোষণ করেন তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ—তাহা হইলে ত বলা চলে যে ভগবান্ যখন বলিয়াছেন—"অতএব তুমি যুদ্ধ কর" তখন হনন ক্রিয়াও ত ভগবৎ কর্ত্তৃক অভ্যনুজ্ঞাত হইয়াছে; তাহা হইলে হনন ক্রিয়ার আর নিষেধ হয় কিরূপে? আর বাস্তব কর্ত্তৃত্বের অভাব কর্ম্মমাত্রেই সমান অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কোন কর্ম্মেরই (হননের অথবা অন্যকার্য্যের) কর্ত্তৃত্ব আত্মাতে নাই; তবে যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায় ততক্ষণ নিষ্কামভাবে স্বাধিকারপ্রাপ্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হননরূপ যুদ্ধ কর্ম্মও কর্ত্তব্য। অতএব 'হনন ছাড়া অন্যান্য কর্ম্ম ভগবানের অভ্যনুজ্ঞাত' এই মতটী সমীচীন নহে।১০—২১

ভাবপ্রকাশ—যে ব্যক্তি প্রকৃতভাবে আত্মাকে জানেন অর্থাৎ আত্মার যে ক্ষয় নাই, জন্ম নাই, বিনাশ নাই,—ইহা উপলব্ধি করেন, তিনি কেমন করিয়া হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইবেন? কর্ম্ম করিতে গেলেই কর্ত্তার মধ্যে বিক্রিয়া বা পরিণাম হয়। অবিকারী আত্মার বিকার সম্ভব নহে। সুতরাং যিনি দেহাধ্যাস অতিক্রম করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহার পক্ষে অধ্যাসমূলক রাগদ্বেষাদি দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করা সম্ভব নহে। সুতরাং হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া তোমার পাপ হইবে না। আমিও তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণা দিতেছি—অতএব প্রেরক বলিয়া আমাকেও পাপ স্পর্শ করিবে এইরূপ মনে করিও না।

নন্বেবমাত্মনো বিনাশিত্বাভাবেঽপি দেহানাং বিনাশিত্বাদ্ যুদ্ধস্য চ তন্নাশকত্বাৎ কথং ভীষ্মাদিদেহানামনেকসুকৃতসাধনানাং ময়া যুদ্ধেন বিনাশঃ কার্য্য ইত্যাশঙ্কায়া উত্তরং—॥১ "জীর্ণানি বিহায় বস্ত্রাণি নবানি গৃহ্ণাতি বিক্রিয়াশূন্য এব নরো যথে"ত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে "অপরাণী"তি বিশেষণমুৎকর্ষাতিশয়খ্যাপনার্থং; তেন যথা নিকৃষ্টানি বস্ত্রাণি বিহায়োৎকৃষ্টানি জনো গৃহ্ণাতীত্যৌচিত্যায়াতং তথা "জীর্ণানি" বয়সা তপসা চ কৃশানি ভীষ্মাদিশরীরাণি "বিহায় অন্যানি" দেবাদিশরীরাণি সর্ব্বোৎকৃষ্টানি চিরোপার্জ্জিত-ধর্ম্মফলভোগায় "সংযাতি" সম্যক্ গর্ভবাসাদিক্লেশব্যতিরেকেণ প্রাপ্নোতি "দেহী" প্রকৃষ্টধর্ম্মানুষ্ঠাতৃদেহবান্ ভীষ্মাদিরিত্যর্থঃ। 'অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা' ইত্যাদি শ্রুতেঃ (বৃহঃ উঃ ৪।৪।৪)।২ এতদুক্তং ভবতি ভীষ্মাদয়ো হি যাবজ্জীবং ধর্ম্মানুষ্ঠানক্লেশেনৈব জর্জ্জরশরীরা বর্ত্তমান-শরীরপাতমন্তরেণ তৎফলভোগায়াসমর্থা যদি ধর্ম্মযুদ্ধেন স্বর্গপ্রতিবন্ধকানি জর্জ্জরশরীরাণি পাতয়িত্বা দিব্যদেহসম্পাদনেন স্বর্গভোগযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে ত্বয়া তদাঽত্যন্তমুপকৃতা এব

আচ্ছা এইরূপে আত্মার বিনাশিত্ব না থাকিলেও দেহের ত বিনশ্বরত্ব আছে, আর যুদ্ধ তাহার নাশক; সুতরাং ভীষ্মাদি মহাপুরুষগণের যে শরীর অনেক সৎকর্ম্মের সাধন অর্থাৎ যাহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে তাহাকে আমি কিরূপে যুদ্ধে বিনষ্ট করিব? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন "**বাসাংসি**" ইত্যাদি।১। "লোকে (স্বয়ং) পরিবর্ত্তন বিহীন হইয়াই যেমন জীর্ণবস্ত্র সকল পরিত্যাগ করতঃ নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে";—মাত্র এই পর্য্যন্ত বলিলেই যখন চলিত তথাপি "**অপরাণি**" এই পদটাকে বস্ত্রের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে (বস্ত্রের) অতিশয় উৎকর্ষ প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং লোকে নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেমন উৎকৃষ্ট বস্ত্র গ্রহণ করে, ইহাই (এইরূপ অর্থই) ঔচিত্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ এস্থলে এইরূপ অর্থ হওয়াই যেমন উচিত সেইরূপ **দেহী** অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ভীষ্ম আদি পুরুষ **জীর্ণানি**=বয়ঃপরিণামে এবং তপশ্চরণ হেতু কৃশ **শরীরাণি**—ভীষ্মাদি শরীর **বিহায়**—পরিত্যাগ করিয়া চিরকালার্জ্জিত ধর্ম্মের ফলভোগের জন্য **অন্যানি**—সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্য **শরীরাণি**—দেবাদি শরীর **সংযাতি**—সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ গর্ভবাস আদি ক্লেশ ব্যতীতই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে, 'এই আত্মা পিত্র্যই (পিতৃলোকীয়) হউক, গান্ধর্বই হউক, দৈবই হউক, প্রাজাপত্যই হউক অথবা ব্রাহ্মই হউক অন্য নূতনতর কল্যাণতর রূপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন'।২ শ্লোকে যে অর্থ (বিষয়টী) উক্ত হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এইরূপ,—ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষগণ যাবজ্জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ ক্লেশ করিয়া জর্জ্জরশরীর হইয়াছেন; এবং তাঁহারা বর্ত্তমান শরীরের পতন ভিন্ন সেই অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফলভোগে অসমর্থ; যদি তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদের স্বর্গের প্রতিবন্ধকস্বরূপ জীর্ণ শরীর পাতিত করিয়া দিব্যদেহ সম্পাদন করতঃ তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের উপযুক্ত করিয়া দাও তাহা হইলে

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥

এনং শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি পাবকঃ এনং ন দহতি আপঃ চ এনং ন ক্লেদয়ন্তি মারুতঃ ন শোষয়তি অর্থাৎ এই আত্মাকে শস্ত্র ছেদন করে না, অগ্নি ইহাকে ভস্ম করে না, জল ইহাকে আর্দ্র করে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করে না।২৩

ন্তে। দুর্য্যোধনাদীনামপি স্বর্গভোগযোগ্যদেহসম্পাদনাম্মহানুপকার এব। তথাচাত্যন্তমুপকারকে যুদ্ধে অপকারকত্বভ্রমং মা কার্ষীরিতি।৩ "অপরাণি" "অন্যানি" "সংযাতি"ইতি পদত্রয়বশাদ্ভগবদভিপ্রায় এবমভ্যূহিতঃ।৪ অনেন দৃষ্টান্তেনাবিকৃতত্বপ্রতিপাদনমাত্মনঃ ক্রিয়ত ইতি তু প্রাচাং ব্যাখ্যানমতিস্পষ্টম্।৫—২২

নম্ন দেহনাশে তদভ্যন্তরবর্ত্তিন আত্মনঃ কুতো ন বিনাশো গৃহদাহে তদন্তর্ব্বর্ত্তিপুরুষবদিত্যত আহ ॥১ "শস্ত্রাণি"অস্যাদীনি অতিতীক্ষ্ণান্যপি "এনং" প্রকৃতমাত্মানং "ন ছিন্দন্তি"। অবয়ববিভাগেন দ্বিধা কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি। তথা "পাবকো"ঽগ্নিরতিপ্রজ্বলিতোঽপি "নৈনং" ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি "ন চৈনমাপো"ঽত্যন্তং বেগবত্যোঽপি

তোমার দ্বারা তাঁহারা উপকৃতই হইবেন; এবং দুর্য্যোধন আদিরও স্বর্গভোগের উপযুক্ত দেহ সম্পাদন করায় পরম উপকারই করা হইবে। সুতরাং যে যুদ্ধ অত্যন্ত উপকারক হইতেছে তাহাকে তুমি অপকারক বলিয়া ভ্রম করিও না।৩ 'অপরাণি', 'অন্যানি' এবং 'সংযাতি' এই তিনটী পদের প্রয়োগ থাকায় ইহাই যে ভগবানের অভিপ্রায় তাহা কল্পনা করা হইল।৪। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অর্থাৎ বস্ত্রের উদাহরণদ্বারা আত্মার অবিকৃতত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, প্রাচীনগণের এই প্রকার যে ব্যাখ্যা তাহা অতি স্পষ্ট অর্থাৎ ইহা সকলের অনায়াসবোধগম্য।৫—২২

ভাবপ্রকাশ—যদি বল, আত্মার নাশের জন্য তোমার শোক উপস্থিত হয় নাই, অনেক পুণ্য কর্ম্ম জনিত ভীষ্মাদির পবিত্র দেহের বিনাশ হইবে এই জন্যই তোমার দুঃখ; তাহা হইলেও তোমার দুঃখের কোনও কারণ নাই। বার্দ্ধক্য এবং তপঃক্লেশ জন্য ভীষ্মাদির দেহ জীর্ণ হইয়াছে। এইজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া সবল নূতন দেহ লাভ করিলে তাহাতে দুঃখের কারণ নাই। পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া একখানি ভাল নূতন বস্ত্র পরিধান করিবার কালে কেহ দুঃখবোধ করে না। পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ অনন্তর নববস্ত্রপরিধান হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে।

অনুবাদ—আচ্ছা, গৃহদাহ হইলে যেমন তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী পুরুষেরও দাহ হয় সেইরূপ দেহনাশে আত্মারও কেন নাশ হইবে না? এইরূপ আশঙ্কার পরিহারের জন্য বলিতেছেন—।১ **শস্ত্রাণি**=অসি (খড়্গ) প্রভৃতি শস্ত্র সকল অতিশয় তীক্ষ্ণ হইলেও **এনং**—ইহাকে অর্থাৎ এই বর্ণিত আত্মাকে **ন ছিন্দন্তি**=ছেদন করে না অর্থাৎ অবয়ব বিভাগের দ্বারা দুইখণ্ড করিতে পারে না। আর **পাবকঃ**—অগ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত হইলেও **নৈনং দহতি**—ইহাকে ভস্ম করিতে পারে না। আর **আপঃ**—জল অত্যন্ত বেগবান্ হইয়াও ইহাকে আর্দ্র করিয়া ইহার অবয়ববিশ্লেষ করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥

অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ চ এব অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ, সনাতনঃ অর্থাৎ এই আত্মা আর্দ্র হইবার নহে এবং শুষ্ক হইবার নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী স্থিতিশীল এবং আদিকাল হইতে সমভাবে বিদ্যমান ॥২৪॥

আর্দ্রীকরণেন বিশ্লিষ্টাবয়বং কর্ত্তুং শক্নুবন্তি। "মারুতো"বায়ুরতিপ্রবলোঽপি "নৈনং" নীরসং কর্ত্তুং শক্নোতি।২ সর্ব্বনাশকাক্ষেপে প্রকৃতে যুদ্ধসময়ে শস্ত্রাদীনাং প্রকৃতত্বাদবযুত্য অনুবাদেনোপন্যাসঃ। পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ূনামেব নাশকত্বপ্রসিদ্ধেস্তেষামেবোপন্যাসো ন আকাশস্য।৩—২৩

শস্ত্রাদীনাং তন্নাশকত্বাসামর্থ্যে তস্য তজ্জনিতনাশানর্হত্বে হেতুমাহ।—১ যতো "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্" অতো নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি; "অদাহ্যোঽয়ং" যতোঽতো নৈনং দহতি পাবকঃ; যতো "অক্লেদ্যোঽয়ম্" অতো নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ; যতো "অশোষ্যোঽয়ম্" অতো নৈনং শোষয়তি মারুত—ইতি ক্রমেণ যোজনীয়ম্।২ এবকারঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যমানঃ অচ্ছেদ্যত্বাদ্যবধারণার্থঃ। চেতি সমুচ্চয়ে হেতৌ বা।৩ ছেদাদ্যনর্হত্বে হেতুমাহ উত্তরার্দ্ধেন "নিত্যঃ" অয়ং পূর্ব্বাপরকোটিরহিতঃ, অতোঽনুৎপাদ্যঃ, অসর্ব্বগতত্বে হি অনিত্যত্বং

এবং বায়ু অতিশয় প্রবল হইয়াও ইহাকে শুষ্ক নীরস করিতে পারে না।২ যদিও এখানে সমস্ত পদার্থেরই নিষেধ করা বিবক্ষিত তথাপি যুদ্ধকালে শস্ত্রাদিই প্রাপ্ত বলিয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তাহাদেরই অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ নামোল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছে।৩। আর পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু ইহাদেরই নাশকতা প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া তাহাদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু আকাশের নাশকতা প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া তাহার আর উল্লেখ করা হয় নাই।৩—২৩

শস্ত্রাদি যে তাহার নাশসাধনে অসমর্থ এবং তাহাও (আত্মাও) যে শস্ত্রাদিজনিত নাশের অনর্হ অর্থাৎ অযোগ্য, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার হেতু বলিতেছেন।১ যেহেতু ইহা **অচ্ছেদ্য** এই কারণে শস্ত্র সকল ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। যেহেতু ইহা **অদাহ্য** এইজন্য অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। যেহেতু ইহা **অক্লেদ্য** এই নিমিত্ত জল ইহাকে ক্লিন্ন (ক্লেদযুক্ত) করিতে পারে না। যেহেতু ইহা **অশোষ্য** এই হেতু বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এইরূপ ক্রমে যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ হেতুগুলিকে ঐ ভাবে লাগাইতে হইবে।২ শ্লোকে "অশোষ্য এব চ" এই স্থলে যে "এব" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক হেতুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া অচ্ছেদ্যত্বাদির অবধারণ (নিশ্চয়তা) প্রকাশ করিতেছে। আর ঐ "চ" শব্দটী সমুচ্চয়ার্থে ('এবং' এই অর্থে) অথবা হেত্বর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।৩ আত্মা যে ছেদাদি ক্রিয়ার অযোগ্য শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন যথা;—এই আত্মা **নিত্য** অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর কোটি (প্রান্ত) বিহীন (আদি ও অন্ত রহিত); এইজন্য—ইহা **অনুৎপাদ্য**। যেহেতু যাহা **অসর্ব্বগত** তাহা অনিত্যই হইয়া থাকে; 'যাহা যাহা বিকার • অর্থাৎ কার্য্য পদার্থ তৎসমস্তের মধ্যেই বিভাগ অর্থাৎ

স্যাৎ 'যাবদ্বিকারস্তু বিভাগ' ইতি ন্যায়াৎ ; পরাভ্যুপগতপরমাণ্বাদীনামনভ্যুপগমাৎ। অয়ন্তু সর্ব্বগতো বিভুরতো নিত্য এব।৪ এতেন প্রাপ্যত্বং পরাকৃতং।৫ যদি চায়ং বিকারী-স্যাত্তদা সর্ব্বগতো ন স্যাৎ। অয়ন্তু "স্থাণু" রবিকারী, অতঃ "সর্ব্বগত" এব। এতেন বিকার্য্যত্বমপাকৃতম্।৬ যদি চায়ং চলঃ ক্রিয়াবান্ স্যাত্তদা বিকারী স্যাৎ ঘটাদিবৎ, অয়ন্তু "অচলঃ" অতো ন বিকারী। এতেন সংস্কার্য্যত্বং নিরাকৃতম্।৭ পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগেনাবস্থান্তরাপত্তির্ব্বিক্রিয়া, অবস্থৈক্যেঽপি চলনমাত্রং ক্রিয়েতি বিশেষঃ।৮ যস্মাদেবং তস্মাৎ "সনাতনঃ" অয়ং সর্ব্বদৈকরূপঃ, ন কস্যা অপি ক্রিয়ায়া কর্ম্মেত্যর্থঃ। উৎপত্ত্যাপ্তিবিকৃতি-সংস্কৃত্যন্যতমক্রিয়াফলযোগে হি কর্ম্মত্বং স্যাৎ। অয়ন্তু নিত্যত্বান্নোৎপাদ্যঃ, অনিত্য-

বিভক্তত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্ব আছে'—বেদান্তদর্শনের এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম অনুসারে ইহা সিদ্ধ হয় ; (সুতরাং আত্মা যদি অসর্ব্বগত পরিচ্ছিন্ন হইত তাহা হইলে তাহার অনিত্যত্ব হইতে পারিত)। পরপক্ষস্বীকৃত পরামাণু প্রভৃতি আমরা স্বীকার করি না বলিয়া হেতুর ব্যভিচারের শঙ্কা নাই। অর্থাৎ তার্কিকমতে পরমাণু অতিক্ষুদ্র সুতরাং পরিচ্ছিন্ন, তথাপি তাহা নিত্য। তাহা যদি হয় তবে পরিচ্ছিন্নত্বরূপ হেতুটী অনিত্যত্বসাধক এই সিদ্ধান্ত আর টিকে না। এইজন্য বলিতেছেন, অন্য বাদিগণ পরমাণু বলিয়া যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন তাহা আমাদের অভিমত নহে। সুতরাং আর ব্যভিচারশঙ্কা নাই। আর এই আত্মা সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) বিভু, এই জন্য ইহা নিত্যই বটে।৪ ইহার দ্বারা আত্মার **প্রাপ্যত্ব** নিরাকৃত হইল অর্থাৎ আত্মা প্রাপ্য এই মত নিরাকৃত হইল। কারণ যাহা অসর্ব্বগত—সর্ব্বত্র নাই, তাদৃশ বস্তুই প্রাপ্য হইতে পারে ; আত্মা তাদৃশ নহে, তাহা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া নিত্যপ্রাপ্ত ; সুতরাং তাহা আর প্রাপ্য হইতে পারে না।৫ আর যদি এই আত্মা বিকারী হইতে তাহা হইলে ইহা সর্ব্বব্যাপী হইত না। ইহা কিন্তু **স্থাণু** অর্থাৎ অবিকারী ; এই কারণে ইহা সর্ব্বব্যাপীই হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা আত্মার **বিকার্য্যত্বশঙ্কা** দূরীকৃত হইল।৬ আর যদি ইহা চল অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ হয় তাহা হইলে ইহা ক্রিয়াবান্ ঘটাদির ন্যায় বিকারী হইতে পারিত ; কিন্তু ইহা **অচলঃ**—ক্রিয়ারহিত ; এই জন্য ইহা বিকারী নহে। এই উক্তির দ্বারা আত্মার **সংস্কার্য্যত্ব** শঙ্কার নিরাস হইল অর্থাৎ সংস্কারের দ্বারা আত্মায় যে গুণান্তরাধান হইবে তাহা বলা সঙ্গত নহে, কারণ অবিকারী আত্মায় সংস্কাররূপ বিকার সম্ভব নহে।৭ পূর্ব্বাবস্থার পরিত্যাগ হইয়া যে অবস্থান্তরের উৎপত্তি হয় তাহাকে বিক্রিয়া বলা হয়। আর অবস্থার (পরিবর্ত্তন না হইয়া) একরূপতা থাকিলেও কেবলমাত্র যে চলন তাহাকে ক্রিয়া বলা হয়,—ইহাই ক্রিয়া ও বিক্রিয়ার বিশেষ (পার্থক্য)।৮ যেহেতু এই আত্মার স্বরূপ এইরূপ সেইজন্য ইহা **সনাতনঃ**—সর্ব্বদা একরূপ ; অর্থাৎ ইহা কোনও ক্রিয়ার কর্ম্ম নহে। কেন না যাহা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি অথবা সংস্কৃতি—এই চারি প্রকার ক্রিয়াফলের মধ্যে একটীরও সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহারই কর্ম্মত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে হইলে তাহাকে উৎপাদ্য (উৎপত্তিযোগ্য), প্রাপ্য (প্রাপ্তিযোগ্য), বিকার্য্য (বিকারযোগ্য) অথবা সংস্কার্য্য (সংস্কারযোগ্য) হইতে হইবে ;

স্যৈব ঘটাদেরুৎপাদ্যত্বাৎ; সর্ব্বগতত্বান্ন প্রাপ্যঃ, পরিচ্ছিন্নস্যৈব পয়আদেঃ প্রাপ্যত্বাৎ; স্থাণুত্বাদবিকার্য্যঃ, বিক্রিয়াবতো ঘৃতাদেরেব বিকার্য্যত্বাৎ; অচলত্বাৎ অসংস্কার্য্যঃ, সক্রিয়স্যৈব দর্পণাদেঃ সংস্কার্য্যত্বাৎ।৯ তথাচ শ্রুতয়ঃ—'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ; 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ (শ্বেতাঃ উঃ ৩।৯) 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্'ইত্যাদয়ঃ (শ্বেতাঃ উঃ ৬।১৯)।১০ 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা। অন্তরো যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যস্তেজসি তিষ্ঠন্ তেজসোঽন্তরো যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তর'ইত্যাদ্যাচ শ্রুতিঃ (বৃহদাঃ উঃ ৩।৭।৩) সর্ব্বগতস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া তদবিষয়ত্বং দর্শয়তি।১১ যোহি শস্ত্রাদৌ ন তিষ্ঠতি তং শস্ত্রাদয়শ্ছিন্দন্তি। অয়ন্তু শস্ত্রাদীনাং সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন তৎপ্রেরকস্তদন্তর্য্যামী; অতঃ কথমেনং শস্ত্রাদীনি স্বব্যাপারবিষয়ীকুর্য্যুরিত্যভিপ্রায়ঃ।১২ অত্র 'যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ' ইত্যাদিশ্রুতয়োঽনুসন্ধেয়াঃ। সপ্তমাধ্যায়ে চ প্রকটীকরিষ্যতি শ্রীভগবানিতি দিক্।১৩—২৪

কারণ কর্ম্মত্ব এই চতুর্বিধের অন্যতমত্ব। কিন্তু এই আত্মা নিত্য বলিয়া উৎপাদ্য নহে; যেহেতু অনিত্য ঘটাদি পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রাপ্যও নহে; কারণ পরিচ্ছিন্ন দুগ্ধাদি বস্তুই প্রাপ্য হইয়া থাকে। ইহা স্থাণু বলিয়া অবিকার্য্য; কেন না বিক্রিয়াযুক্ত ঘৃতাদি বস্তুই বিকার্য্য হইয়া থাকে। আর ইহা অচল বলিয়া সংস্কার্য্যও নহে; যেহেতু সক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়ার যাহা আধার এতাদৃশ দর্পণাদি বস্তুই সংস্কার্য্য হইয়া থাকে।৯ এসম্বন্ধে শ্রুতি বাক্য সকল যথা—'তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত এবং নিত্য', 'নিস্পন্দ বৃক্ষের ন্যায় সেই এক পদার্থ দিবি অর্থাৎ দ্যোতনাত্মক (প্রকাশাত্মক) স্বীয় স্বরূপে বিরাজমান'; সেই ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ কলা বা অবস্থা রহিত, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত স্বরূপ' ইত্যাদি।১০ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, যিনি জলমধ্যে থাকিয়া জল হইতে স্বতন্ত্র—যিনি তেজোমধ্যে থাকিয়া তেজঃ হইতে স্বতন্ত্র, যিনি বায়ুর মধ্যে থাকিয়া বায়ু হইতে স্বতন্ত্র'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকলও ইহাই দেখাইতেছে যে, যাহা সর্ব্বগত তাহা সমস্ত পদার্থেরই অন্তর্য্যামী (প্রেরক) বলিয়া তাহাদের অবিষয় অর্থাৎ সেই সেই পদার্থ অন্তর্য্যামীকে স্ব স্ব ব্যাপারের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।১১ কারণ শস্ত্র প্রভৃতি বস্তু তাহাকেই ছেদন করিতে পারে যাহা শস্ত্রাদির মধ্যে থাকে না অর্থাৎ যাহা শস্ত্রাদির স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত; এই আত্মা কিন্তু সেই শস্ত্রাদি পদার্থের সত্তাপ্রদ এবং স্ফূর্ত্তিপ্রদ অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া তাহাদের অন্তর্য্যামী অর্থাৎ শস্ত্রাদি পদার্থ স্বয়ং সত্তা ও স্ফুরণ (প্রকাশ) বিহীন। আত্মারই অনুগ্রহে তাহা সৎ বলিয়া প্রকাশমান হয়। এই কারণে আত্মাই তাহাদের স্বরূপ এবং নিয়ামক। সুতরাং শস্ত্রাদি বস্তু কিরূপে ইহাকে নিজ নিজ ব্যাপারের (ক্রিয়ার) বিষয়ীভূত করিতে পারে—ইহাই অভিপ্রায় অর্থাৎ শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ।১২ এসম্বন্ধে—'যাঁহার জন্য সূর্য্য তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছে'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল প্রমাণরূপে অনুসন্ধেয়। শ্রীভগবান্ ইহা সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিবেন।১৩

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

অয়ম্ অব্যক্তঃ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্যঃ উচ্যতে তস্মাৎ এনং এবম্ বিদিত্বা অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি—ইনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইনি অচিন্ত্য অর্থাৎ অনুমেয়, ইনি অবিকারী, এইরূপ বেদে কথিত হয়. অতএব ইঁহকে এই প্রকারে জানিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না ॥২৫

ছেদ্যত্বাদিগ্রাহকপ্রমাণাভাবাদপি তদভাব ইত্যাহ "অব্যক্তোঽয়মিত্যাদ্যর্দ্ধেন ॥১ যো হি ইন্দ্রিয়গোচরো ভবতি স প্রত্যক্ষত্বাদ্ব্যক্ত ইত্যুচ্যতে। অয়ন্তু রূপাদিহীনত্বাৎ ন তথা। অতো ন প্রত্যক্ষং তত্র ছেদ্যত্বাদিগ্রাহকমিত্যর্থঃ।২ প্রত্যক্ষাভাবেঽপ্যনুমানং স্যাদিত্যাহ "অচিন্ত্যোঽয়ং" চিন্ত্যোঽনুমেয়স্তদ্বিলক্ষণোঽয়ং; ক্বচিৎ প্রত্যক্ষো হি বহ্ন্যাদি-গৃহীতব্যাপ্তিকস্য ধূমাদের্দর্শনাৎ ক্বচিদনুমেয়ো ভবতি। অপ্রত্যক্ষে তু ব্যাপ্তিগ্রহণা-সম্ভবাৎ নানুমেয়ত্বমিতি ভাবঃ।৩ অপ্রত্যক্ষস্যাপীন্দ্রিয়াদেঃ সামান্যতোদৃষ্টানুমানবিষয়ত্বং দৃষ্টমত আহ "অবিকার্য্যোঽয়ং" যদ্ধি বিক্রিয়াবচ্চক্ষুরাদিকং তৎ স্বকার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা

আত্মার ছেদ্যত্ব আদির প্রকাশক কোন প্রমাণ নাই সেই জন্যও তাহাতে ছেদ্যত্বাদির অভাব স্বীকার করিতে হয়,—তাহাই "**অব্যক্তোঽয়ম্**" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে বলিতেছেন।১ যে পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় তাহাই প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া তাহাকে ব্যক্ত বলা হয়। এই আত্মা কিন্তু অব্যক্ত অর্থাৎ রূপাদি রহিত বলিয়া সেরূপ (প্রত্যক্ষযোগ্য) নহে। এই কারণে প্রত্যক্ষ তাহার ছেদ্যত্ব আদির গ্রাহক অর্থাৎ প্রকাশক হইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ প্রত্যক্ষের অভাব হইলেও অনুমান তাহার গ্রাহক হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন **অচিন্ত্যোঽয়ম্**—ইহা অচিন্ত্য—চিন্ত্য অর্থাৎ অনুমেয়; ইহা তাহার বিপরীতই হইতেছে। বহ্নি প্রভৃতি বস্তু কোথাও না কোথায় প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহা, যাহার সহিত তাহার ব্যাপ্তি (সাহচর্য্যনিয়ম) গৃহীত হইয়াছে এমন ধূমাদির দর্শন দ্বারা অনুমেয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ তদ্বিষয়ে ব্যাপ্তি গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া তাদৃশ পদার্থ অনুমেয় হইতে পারে না—ইহাই ভাবার্থ। **তাৎপর্য্য**—ধূমাদি দেখিয়া বহ্নি প্রভৃতি পদার্থের অনুমান করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ধূমাদি দেখিয়া বহ্নি প্রভৃতির অনুমান করে সে পাকশালা প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বে দেখিয়াছে যে ধূমের সহিত বহ্নির স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—ধূম থাকিলেই বহ্নিও থাকে। বহ্নিধূমের এই যে স্বাভাবিক একত্রাবস্থিতিরূপ সম্বন্ধ ইহারই নাম সাহচর্য্যনিয়ম বা ব্যাপ্তি। এই ধূম বহ্নির কার্য্য অথবা ধূমের কারণ বহ্নি, ইহারা যদি কুত্রাপি সহচরিতরূপে প্রত্যক্ষ না হইত তাহা হইলে বহ্নির অনুমান করা যাইত না। এই কারণে যে বস্তুর অথবা তাহার কার্য্যের প্রত্যক্ষ হয় না তাহার অনুমানও হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহা অনুমেয়ও হইতে পারে না।৩ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ অপ্রত্যক্ষ হইলেও তাহাদিগকে 'সামান্যতোদৃষ্ট'

কল্প্যমানমর্থাপত্তেঃ সামান্যতোদৃষ্টানুমানস্য চ বিষয়ো ভবতি; অয়ন্তু ন বিকার্য্যো ন বিক্রিয়াবান্। অতো ন অর্থাপত্তেঃ সামান্যতোদৃষ্টস্য বা বিষয় ইত্যর্থঃ।৪ লৌকিক-শব্দস্যাপি প্রত্যক্ষাদিপূর্ব্বকত্বাৎ তন্নিষেধেনৈব নিষেধঃ।৫ নমু বেদেনৈব তত্র ছেদ্যত্বাদি গ্রহীষ্যত ইত্যত আহ "উচ্যতে" বেদেন সোপকরণেন অচ্ছেদ্যত্বাব্যক্তাদিরূপ এবায়মুচ্যতে তাৎপর্য্যেণ প্রতিপাদ্যতে। অতো ন বেদস্য তৎপ্রতিপাদকস্যাপি ছেদ্যত্বাদিপ্রতিপাদকত্ব-মিত্যর্থঃ।৬ অত্র "নৈনং ছিন্দন্তী"ত্যত্র শস্ত্রাদীনাং তন্নাশকসামর্থ্যাভাব উক্তঃ; "অচ্ছেদ্যো-হয়মি"ত্যাদৌ তস্য ছেদাদিকর্ম্মত্বাযোগ্যত্বমুক্তং; "অব্যক্তোঽয়মি"ত্যত্র অচ্ছেদাদিগ্রাহক-

নামক অনুমানের বিষয় হইতে দেখা যায় অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা যে কারণের অনুমান তাহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যে সমস্ত সূক্ষ্ম বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না তাহাদের কার্য্য দেখিয়া সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানের দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয়;—সুতরাং সেইরূপে আত্মারও অনুমান করা যাইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন **অবিকার্য্যোঽয়ম্**=ইহা অবিকার্য্য; যে বস্তু বিক্রিয়াশীল, যেমন চক্ষুঃ প্রভৃতি, তাহার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার কার্য্যের (অস্তিত্বের) উপপাদন অর্থাৎ সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া তাহা কল্পিত হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারে তাহা অর্থাপত্তিনামক প্রমাণের অথবা সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানের বিষয় (প্রমেয়) হইয়া থাকে। অর্থাৎ কার্য্য থাকিলে তাহার কারণও আছে ইহা অবশ্যই কল্পনা করিতে হয়, তাহা কোথাও প্রত্যক্ষযোগ্য হউক বা নাই হউক; তাহা না হইলে কার্য্যের স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে কোথাও দৃষ্ট না হইলেও চক্ষুরাদি পদার্থ অর্থাপত্তিগম্য অথবা অনুমেয়। এই আত্মা কিন্তু বিকার্য্য নহে—বিক্রিয়াযুক্ত নহে, এই কারণে ইহা অর্থাপত্তির কিংবা সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানেরও বিষয় নহে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ আর লৌকিক যে শব্দপ্রমাণ তাহাও প্রত্যক্ষপূর্ব্বক বলিয়া অর্থাৎ লোকে যে কথা বলে তাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয় সম্বন্ধেই বলিয়া থাকে—পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাই কথায় প্রকাশ করে, এই কারণে তাহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক। সুতরাং আত্মার ছেদ্যত্বাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের (যোগ্যতার) নিষেধ করায় লৌকিক শব্দেরও তদ্বিষয়ে যোগ্যতা নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং লৌকিক শব্দও আত্মার ছেদ্যত্ব, দাহ্যত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহে, যেহেতু আত্মা প্রত্যক্ষাদির অগোচর বলিয়া লৌকিক শব্দেরও অবিষয়।৫ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে (অলৌকিক শব্দ প্রমাণ) বেদের দ্বারা আত্মার ছেদ্যত্বাদি গৃহীত হইবে;—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন **উচ্যতে**=কথিত হয় অর্থাৎ সোপকরণ (সাঙ্গোপাঙ্গ) বেদের দ্বারা ইহা অচ্ছেদ্য অব্যক্তাদি-স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়—অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং বেদ তৎপ্রতিপাদক (আত্মতত্ত্বপ্রতিপাদক) হইলেও আত্মার ছেদ্যত্বাদি প্রতিপাদন করে না।৬। এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে "**নৈনং ছিন্দন্তি**" ইত্যাদি শ্লোকে শস্ত্রাদির যে তাহাকে নষ্ট করিবার সামর্থ্য নাই তাহা উক্ত হইয়াছে; "**অচ্ছেদ্যোঽয়ম্**" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা যে ছেদ্যত্বাদি কর্ম্মত্বের অযোগ্য তাহা কথিত হইয়াছে; এবং "**অব্যক্তোঽয়ম্**" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তাহার ছেদ্যত্বাদি গ্রাহক

মানাভাব উক্ত ইত্যপৌনরুক্ত্যং দ্রষ্টব্যং।৭ "বেদাবিনাশিন"মিত্যাদীনান্তু শ্লোকানামর্থতঃ শব্দতশ্চ পৌনরুক্ত্যং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ পরিহৃতং—'দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ, কথং নু নাম সংসারিণাং বুদ্ধি-গোচরমাপন্নং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদি'তি বদদ্ভিঃ। "এবং" পূর্ব্বোক্তযুক্তিভিরাত্মনো নিত্যত্বে নির্ব্বিকারত্বে চ সিদ্ধে তব শোকো নোপপন্ন ইত্যুপসংহরতি "তস্মাদি"ত্যর্দ্ধেন। এতাদৃশাত্মস্বরূপবেদনস্য শোককারণনিবর্ত্তকত্বাৎ তস্মিন্ সতি শোকো নোচিতঃ, কারণাভাবে কার্য্যাভাবস্যাবশ্যকত্বাৎ। তেনাত্মানমবিদিত্বা যদশ্বশোচস্তদ্যুক্তমেব। আত্মানং বিদিত্বা তু নানুশোচিতুমর্হসীত্যভিপ্রায়ঃ।৯—২৫

প্রমাণ নাই। অতএব শ্লোকগুলির (অর্থ একরূপ হইলেও তাৎপর্য্য ভিন্ন হওয়ায়) পুনরুক্তিদোষ হয় নাই।৭ আর "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদি শ্লোকের যে শব্দতঃ ও অর্থতঃ পুনরুক্তি করা হইয়াছে, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—'আত্মবস্তু দুর্জ্জ্ঞেয় বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব পুনঃ পুনঃ তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অন্য অন্য শব্দের দ্বারা সেই একই বস্তুর নিরূপণ করিতেছেন'—এই কথা বলিয়া তাহারও পরিহার করিয়াছেন অর্থাৎ দুর্জ্জ্ঞেয় বস্তু বুঝাইতে হইলে তাহার শব্দতঃ ও অর্থতঃ যে পুনরুক্তি করা হয় তাহা দোষের না হইয়া গুণেরই হয়।৮ এইরূপে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিজালের দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব ও নির্বিকারত্ব সিদ্ধ হইলে তোমার (অর্জ্জুনের) শোক করা উচিত হয় না—এই বলিয়া—"তস্মাৎ" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে উপসংহার করিতেছেন। এতাদৃশ আত্মার যে স্বরূপবেদন অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান তাহা শোকের কারণের নিবর্ত্তক হয় বলিয়া এবং তাহা (তোমার মধ্যে) বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না, যেহেতু কারণের অভাব হইলে কার্য্যেরও অভাব অবশ্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানেরদ্বারা শোকের কারণ যখন নিবারিত হইয়াছে তখন আর তোমার শোক করা খাটে না। অতএব আত্মতত্ত্ব না জানিয়া যে তুমি শোক করিয়াছিলে তাহা তৎকালের পক্ষে উপযুক্তও হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আর তোমার শোক করা উচিত হয় না—ইহাই অভিপ্রায়।৯

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, আত্মার বিনাশ নাই সেই কথাটী বিশেষ করিয়া প্রণিধান কর। আত্মা অতি সূক্ষ্মপদার্থ, জাগতিক কোনও কারণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং কোনও বস্তুই পৃথিবীতে নাই যাহা তাঁহার বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ। অস্ত্রশস্ত্র দেহকে ছেদন করিতে পারে, অগ্নি দেহকেই ভস্মীসাৎ করে, জল দেহকেই দ্রবীভূত করে, বায়ুও দেহকেই শোষণ করিতে সমর্থ—কিন্তু ইহারা কেহই আত্মপদার্থকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা অবিকারী। আত্মার অবয়ব নাই, ইহা অনাদি, ইহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, ইহা মনেরও অগোচর। ইহাকে দেখা যায় না, ইহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, মন ইহাকে চিন্তা করিতেও পারে না—ইহাকে কি উপায় দ্বারা বিনাশ করা সম্ভব হইবে? আত্মপদার্থ বিনাশের সর্ব্ববিধ উপায়ের অগোচর, যেহেতু ইহা পরম সূক্ষ্মতত্ত্ব—ইহা ধারণা করিয়া তুমি শোক ত্যাগ কর।২৩—২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে তথাপি মহাবাহো! ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি অর্থাৎ, আর যদি তুমি ইহাকে নিয়মানুসারে জন্মশীল এবং নিয়মানুসারে মরণশীল বলিয়াই মনে কর তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য তোমার শোককরা উচিত হয় না।২৬।

এবমাত্মনো নির্ব্বিকারত্বেনাশোচ্যত্বমুক্তম্। ইদানীং বিকারবত্ত্বমভ্যুপেত্যাপি শ্লোকদ্বয়েনাশোচ্যত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্।১ তত্রাত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ প্রতিক্ষণবিনাশীতি সৌগতাঃ।২ দেহএবাত্মা, স চ স্থিরোঽপ্যনুক্ষণপরিণামী জায়তে নশ্যতি চেতি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধমেবৈতদিতি লোকায়তিকাঃ।৩ দেহাতিরিক্তোঽপি দেহেন সহৈব জায়তে নশ্যতি চেত্যন্যে।৪ সর্গাদ্যকাল এবাকাশবৎ জায়তে দেহভেদেঽপ্যনুবর্ত্তমান এব আকল্পস্থায়ী নশ্যতি প্রলয় ইত্যপরে।৫ নিত্যএবাত্মা জায়তে ম্রিয়তে চেতি তার্কিকাঃ। তথাহি প্রেত্যভাবো জন্ম। স চ অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধঃ। এবং মরণমপি পূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদি-বিচ্ছেদঃ। ইদঞ্চোভয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ তদাধারস্য নিত্যস্যৈব মুখ্যম্। অনিত্যস্য

এইরূপে আত্মার নির্বিকারতা হেতু অশোচ্যত্ব বলা হইয়াছে অর্থাৎ যেহেতু আত্মা নির্বিকার সেইজন্য আত্মার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। সুতরাং 'আমি ইঁহাদের বধ করিলাম' এইরূপ ভাবিয়া শোক করিও না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মার বিকারশীলত্ব ধরিয়া লইয়াও ভগবান দুইটী শ্লোকে তাহার অশোচ্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে আত্মা বিকারী, জন্মমরণশীল তথাপি তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, ইহাই এক্ষণে বলিবেন।১ (যাহারা আত্মার বিকারিত্ব স্বীকার করে সেই সমস্ত বাদিগণের মধ্যে) বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকে যে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ কিন্তু প্রতিক্ষণবিনাশী (প্রত্যেকক্ষণেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়)।২ লৌকায়তিক চার্ব্বাকগণ বলিয়া থাকে যে, দেহই আত্মা; তাহা স্থির অর্থাৎ স্থায়ী হইলেও উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়, এইরূপে প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।৩ অন্য বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত (ভিন্ন) হইলেও দেহের সহিতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪ অপর কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে আত্মা আকাশাদির ন্যায় সৃষ্টির প্রথম সময়েই উৎপন্ন হয় এবং দেহভেদেও অনুবর্ত্তমান হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর অন্য দেহ আশ্রয় করিয়াও কল্প অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।৫ তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে আত্মা নিত্যই বটে, তথাপি তাহা জন্মায় ও মরিয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে প্রেত্যভাবই জন্ম; সেই প্রেত্যভাব বলিতে অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে যাহা ছিলনা এমন) দেহ আদির সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ মরণ বলিলেও পূর্ব্বের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিচ্ছেদ অর্থাৎ সম্বন্ধাভাব বুঝায়। আর জন্ম ও মরণ এতদুভয়ই ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তক বলিয়া অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই তাহাদের হেতু বলিয়া তাহাদের আধার যে নিত্য আত্মা তাহার

তু কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মাধর্ম্মাধারত্বানুপপত্তেঃ ন জন্মমরণে মুখ্যে ইতি চ বদন্তি।৬ নিত্যস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ণশস্কুলীজন্মনা আকাশস্যেব দেহজন্মনা জন্ম তন্নাশাচ্চ মরণং তদুভয়মৌপাধিকমমুখ্যমেবেত্যন্যে।৭. তত্রানিত্যত্বপক্ষেঽপি শোচ্যত্বমাত্মনো নিষেধতি।৮ "অথ" ইতি পক্ষান্তরে, "চঃ" অপ্যর্থে।৯ যদি দুর্বোধত্বাদাত্মবস্তুনোঽসকৃৎশ্রবণেঽপ্যবধারণাসামর্থ্যাৎ মদুক্তপক্ষানঙ্গীকারেণ পক্ষান্তরমভ্যুপৈষি. তত্রাপ্যনিত্যত্বপক্ষমেবাশ্রিত্য যত্নেনমাত্মানং "নিত্যং জাতং" নিত্যং "মৃতং বা মন্যসে", বাশব্দশ্চার্থে,—ক্ষণিকত্বপক্ষে নিত্যং প্রতিক্ষণং, পক্ষান্তরে আবশ্যকত্বান্নিত্যং নিয়তং জাতোঽয়ং মৃতোঽয়মিতি লৌকিকপ্রত্যয়বশেন যদি কল্পয়সি, তথাপি হে "মহাবাহো" পুরুষধৌরেয়েতি সোপহাসং কুমতাভ্যুপগমাৎ, ত্বয্যেতাদৃশী কুদৃষ্টির্ন সম্ভবতীতি সানুকম্পং বা। "এবং" অহোবত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়মিত্যাদি যথা শোচসি

পক্ষে ঐ দুইটী মুখ্যভাবেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তার্কিকগণের মতে জন্ম মরণ আত্মার আরোপিত নহে কিন্তু বাস্তবিক। পক্ষান্তরে ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার যদি অনিত্য হয় অর্থাৎ আত্মা যদি অনিত্য হয় এবং অনিত্য আত্মাকে যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার বলা হয় তাহা হইলে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম নামক দোষের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে অর্থাৎ তার্কিক মতে জন্ম এবং মরণের যে লক্ষণ বলা হইল উক্ত লক্ষণাক্রান্ত জন্ম মরণ প্রকৃতপক্ষে আত্মার ঘটিয়া থাকে। আর সেই আত্মা নিত্য।৬ অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে আত্মা নিত্য বটে তথাপি কর্ণশস্কুলী জন্মিলে যেমন তৎপরিচ্ছিন্ন আকাশও জন্মিয়াছে বলিয়া ব্যবহার করা হয়, বাস্তবিক কিন্তু ইহাতে আকাশ জন্মায় না, সেইরূপ দেহের জন্মেই আত্মার জন্ম এবং দেহের মরণেই আত্মার মরণ;—জন্ম ও মরণ আত্মার ঔপাধিক (উপাধিজন্য) অমুখ্য অর্থাৎ গৌণ বা আরোপিত ধর্ম্ম, উহা বাস্তবিক নহে।৭ এই সমস্ত মতের মধ্যে আত্মার অনিত্যত্বপক্ষ স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার শোচ্যত্ব নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ তাহার জন্য শোক করা অনুচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।৮ শ্লোকে যে **"অথ"** শব্দটী আছে তাহার অর্থ—'পক্ষান্তরে' এবং **"চ"** শব্দটীর অর্থ "অপি" (তথাপি)।৯। ফলিতার্থ এইরূপ,—আত্মবস্তু দুর্জ্ঞেয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নিশ্চয় করিবার সামর্থ্য না থাকার জন্য মদুক্ত (আত্মার নিত্যত্বাদি) পক্ষ স্বীকার না করিয়া যদি তুমি অন্য পক্ষ গ্রহণ কর,—আর তন্মধ্যেও অর্থাৎ ঐ সমস্ত পক্ষান্তরের মধ্যেও অনিত্যত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া যদি এই আত্মাকে **নিত্যজাতং**=নিত্য জাত এবং **মৃতম্**=নিত্যমৃত বলিয়া মনে কর,—শ্লোকে **"বা"** শব্দটী" "চ"=এবং এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষণিকত্বপক্ষ অনুসারে "নিত্যজাতম্ নিত্যং মৃতম্" এস্থলের নিত্য শব্দের অর্থ প্রতিক্ষণে; আর অন্য পক্ষ অনুসারে আবশ্যকতা হেতু নিত্য শব্দের অর্থ নিয়ত (নিয়মানুসারে) ইহা উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা মৃত হইয়াছে এইরূপ লৌকিক প্রতীতির অনুরোধে যদি আত্মার জন্মমরণ কল্পনা কর, তথাপি হে **মহাবাহো**—অর্থাৎ পুরুষধুরন্ধর!—এই বলিয়া উপহাস করিতেছেন; কারণ তিনি কুমত অবলম্বন করিয়াছেন,—অথবা তোমার পক্ষে এরূপ কুদৃষ্টি করা উচিত হয় না এই বলিয়া অনুকম্পা (দয়া) প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন **এবম্**—এই প্রকারে—"হায়! আমরা মহৎ পাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি"

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি। অর্থাৎ, যেহেতু জাত জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত প্রাণীরও পুনর্জন্ম অবধারিত সে কারণে যাহা অপরিহার্য্য বিষয় তাহার নিমিত্ত তোমার মত ব্যক্তির শোক করা উচিত হয় না।২৭

এবংপ্রকারং অনুশোকং কর্ত্তুং স্বয়মপি ত্বং তাদৃশ এব সন্ "ন অর্হসি" যোগ্যো ন ভবসি। ক্ষণিকত্বপক্ষে দেহাত্মবাদপক্ষে দেহেন সহ জন্মবিনাশপক্ষে চ জন্মান্তরাভাবেন পাপভয়াসম্ভবাৎ, পাপভয়েনৈব খলু ত্বমনুশোচসি। তচ্চৈতাদৃশে দর্শনে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।১০ ক্ষণিকত্বপক্ষে চ দৃষ্টমপি দুঃখং ন সম্ভবতি, বন্ধুবিনাশদর্শিত্বাভাবাদিত্যধিকম্।১১ পক্ষান্তরে দৃষ্টদুঃখনিমিত্তং শোকমভ্যনুজ্ঞাতুমেবঙ্কারঃ।১২ দৃষ্টদুঃখনিমিত্তশোকসম্ভবেঽপ্যদৃষ্টদুঃখনিমিত্তঃ শোকঃ সর্ব্বথা নোচিত ইত্যর্থঃ প্রথমশ্লোকস্য।১৩—২৬

এইরূপে যে শোক করিতেছ তাদৃশ ভাবে অনুশোচনা করা উচিত নহে, তুমি নিজে এতাদৃশ পুরুষ হইয়া এই প্রকারে অনুশোচনা করিবার যোগ্য নহ—ইহা তোমার খাটে না। কারণ যাহাদের মতে আত্মা প্রতিক্ষণবিনাশী সে পক্ষে, যাহাদের মতে দেহই আত্মা সে পক্ষে এবং যাহাদের মতে দেহের সহিত আত্মারও জন্ম এবং বিনাশ হইয়া থাকে সে পক্ষেও জন্মান্তর সম্ভব নহে বলিয়া পাপের ভয় নাই; আর তুমি পাপের ভয়েই শোক প্রকাশ করিতেছ। তাহা কিন্তু এতাদৃশ দর্শনশাস্ত্রের মতে সম্ভব হয় না অর্থাৎ এই সমস্ত দার্শনিকগণের মতে যখন জন্মান্তরই নাই তখন আর পাপ পুণ্য কি? কাজেই এই মতানুসারেও পাপের ভয় নাই বলিয়া তোমার শোক করা উচিত নহে।১০। আর ক্ষণিকত্বপক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা বলেন আত্মা প্রতিক্ষণবিনাশী তাঁহাদের মতে দৃষ্ট দুঃখও সম্ভব হয় না, কারণ যে দুঃখ করিবে সে ত বন্ধুর বিনাশ দেখে নাই; এইরূপ এই মতানুসারে দুঃখ করা অধিক অসঙ্গত। অর্থাৎ তন্মতে আত্মা ক্ষণিক; সুতরাং যে ক্ষণে বন্ধুবিনাশ হয় সেইক্ষণে যে আত্মা উহা দেখে পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হয় বলিয়া সে আর শোক করিতে পারে না। আর পরক্ষণজাত আত্মা যে শোক করিবে তাহাও বলা চলে না, যেহেতু সে, শোকের কারণ যে বন্ধুনাশ তাহা উৎপন্ন হইবার ক্ষণে অবিদ্যমান থাকায় পূর্ব্বের বার্ত্তাই জানিতে পারে না। সুতরাং এই মতানুসারে শোক করা আরও অসঙ্গত।১১ অন্যবাদীর পক্ষে দৃষ্টদুঃখনিমিত্তক শোক সম্ভব হইতে পারে ইহা অনুমোদন করিবার জন্য ("নৈবং শোচিতুমর্হসি" এস্থলে) "এবং" (এই প্রকারে) এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ দেহাত্মবাদিগণের মতানুসারে বন্ধুবিয়োগজন্য ঐহিক দুঃখ সম্ভব হইলেও তুমি যেভাবে দুঃখ করিতেছ সেরূপ ভাবে দুঃখ করা অনুচিত এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য 'এবং' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে।১২ দৃষ্টদুঃখের জন্য অর্থাৎ ইহলোকে এই দেহে দুঃখভোগ করিব এই কারণে শোক সম্ভব হইলেও অদৃষ্ট দুঃখের জন্য অর্থাৎ পরলোকে দুঃখভোগ করিতে হইবে এই নিমিত্ত শোক করা কোন রকমে উচিত হয় না ইহাই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ।১৩—২৬

নম্বাত্মন আভূতসংপ্লবস্থায়িত্বপক্ষে নিত্যত্বপক্ষে চ দৃষ্টাদৃষ্টদুঃখসম্ভবাত্তদ্ভাবয়ন্ শোচামীত্যত আহ দ্বিতীয়শ্লোকেন—।১ "হি" যস্মাৎ "জাতস্য" স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিবশাল্লব্ধ-শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধস্য স্থিরস্যাত্মনো "ধ্রুব" আবশ্যকো "মৃত্যু" স্তচ্ছরীরাদিবিচ্ছেদঃ তদারম্ভককর্ম্মক্ষয়নিমিত্তঃ, সংযোগস্য বিয়োগাবসানত্বাৎ।২ তথা "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" প্রাগ্দেহকৃতকর্ম্মফলোপভোগার্থং, সানুশয়স্যৈব প্রস্তুতত্বাৎ ন জীবন্মুক্তে ব্যভিচারঃ।৩ "তস্মাদে"বম্ "অপরিহার্য্যে" পরিহর্ত্তুমশক্যেঽস্মিন্ জন্মমরণলক্ষণে "অর্থে" বিষয়ে "ত্বম্" এবং বিদ্বান্ "ন শোচিতুমর্হসি"। তথাচ বক্ষ্যতি—ঋতেপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে ইতি।৪ যদি হি ত্বয়া যুদ্ধেনাহন্যমানা এতে জীবেয়ুরেব তদা যুদ্ধায় শোক-স্তবোচিতঃ স্যাৎ এতে তু কর্ম্মক্ষয়াৎ স্বয়মেব ম্রিয়ন্ত ইতি তৎপরিহারাসমর্থস্য তব

আচ্ছা, আত্মা ভূতপ্রলয় পর্য্যন্ত (যতদিন না পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগণের প্রলয় হয় তাবৎকাল) স্থায়ী এই পক্ষে অথবা আত্মা নিত্য এই পক্ষে দৃষ্ট (ইহলৌকিক) এবং অদৃষ্ট (পারলৌকিক) উভয় প্রকার দুঃখই সম্ভব হয়; এই কারণে সেই ভয়ে শোক করিতেছি, এইরূপ আশঙ্কার যাহা উত্তর তাহা দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—।১ **"হি"**—যেহেতু **জাতস্য**—স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবশে যাহা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধলাভ করিয়াছে এতাদৃশ যে স্থায়ী আত্মা তাহার **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু অর্থাৎ সেই শরীর আদির সহিত যে বিচ্ছেদ যাহা সেই শরীরের আরম্ভক কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃই হইয়া থাকে, তাহা **ধ্রুবঃ**—অবশ্যম্ভাবী; কারণ সংযোগের অবসানে (অন্তে) বিয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগরূপ জন্ম যখন হইয়াছে তখন শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত বিয়োগরূপ মৃত্যুও অবশ্যই হইবে, যেহেতু সংযোগ হইলে শেষে বিয়োগও অবশ্যই হইবে ইহাই নিয়ম।২ সেইরূপ **ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ**—মৃত ব্যক্তির জন্মও ধ্রুব কারণ তাহার পূর্ব্ব দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইয়াছে তাহাদের ফলভোগ করিতে হইবে। আর সানুশয় (সংস্কাররূপবাসনাবিশিষ্ট) পুরুষের বিষয় প্রস্তুত (বর্ণিত) হইতেছে বলিয়া জীবন্মুক্ততে ব্যভিচার হইল না। অর্থাৎ মরিলেই যে জন্মিতে হইবে এ নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না যেহেতু জীবন্মুক্ত পুরুষের মৃত্যু হয় কিন্তু জন্ম হয় না; স্মতরাং মরিলেই যে জন্মিতে হয় জীবন্মুক্ত পুরুষে ইহার ব্যভিচার হইয়া থাকে,—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে টীকাকার বলিতেছেন যে জীবন্মুক্ত পুরুষের মৃত্যুর পর জন্ম না হইলেও কথিত নিয়মের কোনরূপ অন্যথা হইতে পারে না, কারণ তাঁহার অনুশয় থাকে না।৩ **তস্মাৎ**—অতএব এইরূপে **অপরিহার্য্যে**—যাহা অপরিহার্য্য অর্থাৎ পরিহার করিতে অসাধ্য, এতাদৃশ এই জন্মমরণরূপ **অর্থে**—বিষয়ে তোমার এইরূপ জানিয়া শুনিয়া **ন শোচিতুম্ অর্হসি**—শোক করা উচিত হয় না। পরেও ভগবান্—"**ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে**"—'তুমি ছাড়া আর কেহই বাঁচিবে না" ইত্যাদিস্থলে ইহা বলিবেন।৪ ইহারা যুদ্ধে তোমাকর্ত্তৃক নিহত না হইলেই যদি বাঁচে তাহা হইলে যুদ্ধের জন্য তোমার শোক করা উচিত হইতে পারে; পর কর্ম্মক্ষয় হইলে ইহারা স্বয়ংই মরিয়া যাইবে। অতএব তাহা পরিহার করিতে

দৃষ্টদুঃখনিমিত্তঃ শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ।৫ এবমদৃষ্টদুঃখনিমিত্তেঽপি শোকে "তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে" ইত্যেবোত্তরং।৬ যুদ্ধাখ্যং হি কর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য নিয়তং অগ্নিহোত্রাদিবৎ। তচ্চ যুধ্ সম্প্রহারে ইত্যস্মাদ্ধাতোর্নিষ্পন্নং শত্রুপ্রাণবিয়োগানুকূলশস্ত্রপ্রহাররূপং বিহিতত্বাদগ্নীষোমীয়াদিহিংসাবন্ন প্রত্যবায়জনকম্।৭ তথাচ গৌতমঃ স্মরতি 'ন দোষো হিংসায়ামাহবেঽন্যত্র ব্যশ্বাসারথ্যনায়ুধকৃতাঞ্জলিপ্রকীর্ণকেশপরাঙ্মুখোপবিষ্টস্থলবৃক্ষারূঢ়দূতগোব্রাহ্মণবাদিভ্যঃ' ইতি। ব্রাহ্মণগ্রহণঞ্চাত্রাযোদ্ধৃব্রাহ্মণবিষয়ং গবাদিপ্রায়পাঠাদিতি স্থিতং। এতচ্চ সর্ব্বং "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য"ত্যত্র স্পষ্টীকরিষ্যতে।৮ তথাচ যুদ্ধলক্ষণেঽর্থেঽগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতত্বাৎ"অপরিহার্য্যে" পরিহর্ত্তুমশক্যে তদকরণে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ ত্বমদৃষ্টদুঃখভয়েন শোচিতুং নার্হসীতি পূর্ব্ববৎ।৯ যদিতু

যখন তুমি অসমর্থ তখন দৃষ্টদুঃখের জন্য তোমার শোক করা উচিত হয় না ইহাই ভাবার্থ।৫। এইরূপ অদৃষ্ট দুঃখের জন্য যে শোক তাহারও **তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে**—"অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ের জন্য" —ইহাই উত্তর। অভিপ্রায় এই যে ইহাদিগকে বধ না করিলেও যখন ইহারা মরিবেই তখন 'ইহাদিগকে মারিয়া আমি পরলোকে দুঃখভোগ করিব' এইরূপে শোক করা অনুচিত।৫ যুদ্ধ নামক যে কর্ম্ম তাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় নিয়ত অর্থাৎ বিধিসিদ্ধ বলিয়া নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রহারার্থক 'যুধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যুদ্ধ এই পদটীর অর্থ—শত্রুর প্রাণ বিয়োগের অনুকূল (সহায়ক) শস্ত্রপ্রহার। আর তাহা বিহিত অর্থাৎ বিধিবোধিত বলিয়া অগ্নীষোমীয়াদি হিংসার ন্যায় প্রত্যবায় (পাপ) জনক নহে। অর্থাৎ 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' (অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশে পশু বধ করিবে) —এই শাস্ত্রবাক্যে হিংসা বিহিত হইয়াছে বলিয়া ঐ স্থলের ঐ হিংসা যেমন পাপজনক নহে, কেননা যাহা পাপজনক তাহা অপুরুষার্থ বলিয়া তাহা শাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না, (সুতরাং শাস্ত্রবিহিত নহে, যে হিংসা তাহাই পাপজনক) সেইরূপ যুদ্ধে প্রাণিহত্যারূপ হিংসাও ক্ষত্রিয়ের পাপপ্রদ নহে, কারণ শাস্ত্রে তাদৃশ হিংসার বিধান রহিয়াছে।৭ স্মৃতিসংহিতাকার গৌতম এইরূপ স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যথা, 'যুদ্ধে—অশ্বপরিত্যক্ত, সারথিহীন, অস্ত্ররহিত, করজোড়কারী, প্রকীর্ণকেশ (যাহার কেশপাশ অসংযত বা বিক্ষিপ্ত), বিমুখ, উপবিষ্ট, ভূমিস্থিত, বৃক্ষারূঢ়, দূত, গরু ও ব্রাহ্মণ এবং যে নিজের রক্ষার জন্য গো অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে এতাদৃশ ব্যক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত যুধ্যমান লোকের হিংসায় দোষ হয় না'। এস্থলে যে ব্রাহ্মণশব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ অযোদ্ধা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি যুদ্ধার্থ সমাগত নহেন তাদৃশ ব্রাহ্মণ; গবাদিপ্রায়পাঠে অর্থাৎ অযুধ্যমান গো প্রভৃতি বহুশব্দের সহিত পঠিত হওয়ায় ইহার এইরূপই অর্থ; অভিপ্রায় এই যে যুদ্ধ করিবার জন্য সমাগত ব্রাহ্মণকে বধ করা নিষিদ্ধ নহে। এই সমস্ত বিষয় **স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য**="নিজধর্ম্ম অবেক্ষণ করিয়াও" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে স্পষ্টীকৃত হইবে।৮ অতএব যুদ্ধরূপ বিষয়টী (কার্য্যটী) অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় বিহিত বলিয়া তাহা অপরিহার্য্য—তাহা পরিহার করা অসাধ্য—কেননা তাহা (যুদ্ধ) না করিলে প্রত্যবায় (পাপ) হইবে; সুতরাং অদৃষ্টদুঃখের ভয়ে তদ্বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে—

যুদ্ধাখ্যং কর্ম্ম কাম্যমেব 'য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ। অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ, 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীমি'তি ভগবদ্বচনাচ্চ, তদাপি প্রারব্ধস্য কাম্যস্যাপি অবশ্যপরিসমাপনীয়ত্বেন নিত্যতুল্যত্বাৎ ত্বয়া যুদ্ধস্য প্রারব্ধত্বাদপরিহার্য্যত্বং তুল্যমেব।১০ অথবা আত্ম-নিত্যত্বপক্ষ এব শ্লোকদ্বয়ং—অর্জ্জুনস্য পরমাস্তিকস্য বেদবাহ্যমতাভ্যুপগমাসম্ভবাৎ। অক্ষরযোজনা তু—নিত্যশ্চাসৌ দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধবশাজ্জাতশ্চেতি নিত্যজাতস্তং

এইরূপে ইহার অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় হইবে।৯ আর 'যাহারা যুদ্ধে বিমুখ না হইয়া এবং কূট (গোপনরক্ষিত) অস্ত্র না লইয়া দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে তাহারা যোগিগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে'—যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন অনুসারে এবং "তুমি যদি হত হও তাহা হইলে অবশ্যই স্বর্গলাভ করিবে আর যদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে"—এই প্রকার ভগবদ্‌বাক্য অনুসারে যদি যুদ্ধ নামক কর্ম্মটীকে কাম্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে এতাদৃশ যে প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহা কাম্য হইলেও তাহার সমাপ্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এইজন্য উহাও নিত্য কর্ম্মেরই তুল্য; আর তুমি যখন যুদ্ধ প্রারব্ধ করিয়াছ তখন ইহার অপরিহার্য্যতা নিত্য কর্ম্মেরই সদৃশ অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মের ন্যায় ইহাও অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় হইবে। [তাৎপর্য্য—দ্বিজাতির পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যেমন নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিত্য কর্ম্ম; উহা না করিলে পাপ হইবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে রাজ্যলাভ বা স্বর্গপ্রাপ্তি এগুলিও যুদ্ধের ফল বটে। যদি কোন ক্ষত্রিয় এই ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহার সে যুদ্ধ নিত্য হইবে না কিন্তু কাম্যই হইবে। আর যাহা কাম্য তাহা না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। এস্থলে অর্জ্জুন ইহলোকে রাজ্যলালসায় এবং পরলোকে স্বর্গলাভেচ্ছায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে তাহা কাম্য কর্ম্ম; সুতরাং না করিলে পাপ হইবে না। এইরূপ আশঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন, যদিও এখানে যুদ্ধ কর্ম্মটীকে কাম্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি তাহা না করিলে পাপই হইবে। কারণ অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—উদ্যত হইয়াছেন। আর শাস্ত্রমতে আরব্ধ কর্ম্ম হইতে বিনা কারণে বিরত হওয়া পাপজনক। সুতরাং এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলে যে প্রত্যবায় হইবে না এরূপ বলা অসঙ্গত। বাস্তবিক পক্ষে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে যুদ্ধকর্ম্ম কাম্য হইতে পারে না তাহা অগ্রে ঐ রাজ্যলাভ বা স্বর্গপ্রাপ্তির আনুষঙ্গিকতা দেখাইয়া বলিবেন।১০] অথবা এই শ্লোক দুইটী আত্মার নিত্যত্ব পক্ষেই যোজনীয়,—কেননা পরম আস্তিক অর্জ্জুনের পক্ষে বেদবহির্ভূত নাস্তিক মত গ্রহণ করা অসম্ভব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলা হইয়াছিল যে তুমি যদি নাস্তিকমতানুসারে আত্মার অনিত্যত্ব স্বীকার কর তথাপি তোমার শোক করা উচিত নহে। এক্ষণে বলিতেছেন অর্জ্জুন পরম আস্তিক; তিনি কি আর নাস্তিক মতানুসারে আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে পারেন? তিনি আত্মার নিত্যতাই স্বীকার করিতেন। আর সে পক্ষে শ্লোক দুইটীর

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি অব্যক্তনিধনানি এব তত্র কা পরিদেবনা অর্থাৎ, হে ভারতকুলতিলক! এই পৃথিব্যাদি ভূত সকল অব্যক্ত হইতে সম্ভূত, মধ্যে ব্যক্তভাবে বিদ্যমান এবং অন্তে অব্যক্তকেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার জন্য বিলাপ কিসের? ॥২৮॥

এনমাত্মানং নিত্যমপি সন্তং জাতঞ্চেন্মন্যসে তথা নিত্যমপি সন্তং মৃতঞ্চেন্মন্যসে তথাপি ত্বং নানুশোচিতুমর্হসীতি প্রতিজ্ঞায় হেতুমাহ "জাতস্য হি"ইত্যাদিনা।১১ নিত্যস্য জাতত্বং মৃতত্বঞ্চ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং; স্পষ্টমন্যৎ। ভাষ্যমপ্যস্মিন্ পক্ষে যোজনীয়ং।১২—২৭

যেরূপ ব্যাখ্যা হইবে তাহা বলা যাইতেছে। আত্মার নিত্যত্ব পক্ষানুসারে শ্লোকের যে অক্ষরযোজনা তাহা এইরূপ যথা—উহা (আত্মা) নিত্যও বটে আবার দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ জাত (উৎপন্ন)ও বটে; এইজন্য উহা নিত্যজাত—এই আত্মা নিত্য হইলেও যদি তুমি উহাকে উৎপন্ন বলিয়া মনে কর অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে কর এবং উহা নিত্য হইলেও যদি তুমি উহাকে মৃত বলিয়া মনে কর তথাপি তোমার শোক করা উচিত হয় না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া **জাতস্য হি**—ইত্যাদি শ্লোকে তাহার হেতু বলিতেছেন।১১ নিত্য আত্মার জাতত্ব ও মৃতত্ব কীদৃশ—তাহা কিরূপে জন্মিতে ও মরিতে পারে তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অপরাপর পদগুলি স্পষ্টার্থক রহিয়াছে। ভাষ্যের অর্থও এই পক্ষে যোজনা করিয়া লইতে হইবে ॥১২—২৭

ভাবপ্রকাশ—আর আত্মা অবিনাশী, ইহা না জানিয়া দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও জন্ম ও বিনাশ হয় ইহাই যদি তুমি মনে কর, তাহা হইলেও ত তোমার শোক করিবার কিছু নাই। যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার বিনাশ হইবেই। যে কর্ম্মের ভোগের জন্য জন্ম সে কর্ম্ম শেষ হইলে মৃত্যু হইবেই। আবার এই জীবনে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল এবং অন্যজন্মার্জ্জিত যে সমস্ত কর্ম্মের ভোগ হয় নাই তাহার ফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্মও হইবে। ইহা অব্যভিচারী সত্য। যাহার পরিহারের কোনও উপায় নাই, যাহা হইবেই হইবে, যাহা অদৃষ্টবশতঃ ঘটিবেই ঘটিবে, যাহা মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে, সে বিষয়ে শোকের কারণ নাই।

সত্যই এই উপদেশটী শোকনাশের পরম উপায়, যতক্ষণ আমরা ভাবি যে মানুষ ইচ্ছা করিলেই সব করিতে পারে—ততক্ষণই শোকের কারণ থাকে। একজনের পুত্রের মৃত্যু হইল, তিনি ভাবিলেন হয়ত অন্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে বা পুরীতে বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য লইয়া গেলে তাহার জীবন রক্ষা হইত। এই চিন্তা তাঁহার শোককে দ্বিগুণ করিয়া তুলিল, কিন্তু তিনি যখন ভাবিলেন যে আয়ুঃশেষ না হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না, শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ এবং অলঙ্ঘ্য বিধান কাহারও অতিক্রম করিবার শক্তি নাই, অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে ঘটনাটী অপরিহার্য্য এই বোধ হইল, তখন তাঁহার শোকবেগ অনেক প্রশমিত হইল।

তদেবং সর্ব্বপ্রকারেণাত্মানোঽশোচ্যত্বমুপপাদিতং ; অথেদানীমাত্মনোঽশোচ্যত্বেঽপি ভূতসংঘাতাত্মকানি শরীরাণ্যুদ্দিশ্য শোচামীত্যর্জ্জুনাশঙ্কামপনুদতি ভগবান্ অব্যক্তাদীনীতি—।১ আদৌ জন্মনঃ প্রাক্ অব্যক্তানি অনুপলব্ধানি ভূতানি পৃথিব্যাদিভূতময়ানি শরীরাণি মধ্যে জন্মানন্তরং মরণাৎ প্রাক্ ব্যক্তানি উপলব্ধানি সন্তি, নিধনে পুনরব্যক্তান্যেব ভবন্তি যথা স্বপ্নেন্দ্রজালাদৌ প্রতিভাসমাত্রজীবনানি শুক্তিরূপ্যাদিবৎ ন তু জ্ঞানাৎ প্রাগূর্দ্ধং বা স্থিতানি, দৃষ্টিসৃষ্ট্যভ্যুপগমাৎ। তথা চ 'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা' (গৌড়পাদকারিকা ২।৬) ইতি ন্যায়েন মধ্যেঽপি ন সন্ত্যেবৈতানি, 'নাসতো বিদ্যতে ভাব' ইতি প্রাগুক্তেশ্চ।২ এবং সতি "তত্র" তেষু মিথ্যাভূতেষ্বত্যন্ততুচ্ছেষু ভূতেষু "কা পরিদেবনা" কো বা দুঃখপ্রলাপঃ—ন কোঽপ্যুচিত ইত্যর্থঃ। ন হি স্বপ্নে বহুবিধান্ বন্ধূনুপলভ্য প্রতিবুদ্ধ স্তদ্বিচ্ছেদেন শোচতি পৃথগ্জনোঽপি। এতদেবোক্তং পুরাণে 'অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ'—ভূতসংঘ ইতি শেষঃ। তথাচ শরীরাণ্য-

অতএব এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে আত্মার অশোচ্যতা উপপাদিত (যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত) হইল। অনন্তর এক্ষণে, আত্মা অশোচ্য হইলেও ভূতসংঘাতাত্মক (পৃথিব্যাদিভূতের সমষ্টিস্বরূপ) শরীরের উদ্দেশেই শোক করিতেছি—অর্জ্জুনের এই প্রকার যে আশঙ্কা হইতে পারে ভগবান্ তাহারই অপনোদন করিতেছেন—১। **ভূতানি**—পৃথিবী আদি ভূতের বিকার শরীর সকল **অব্যক্তাদীনি**—আদিতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত অর্থাৎ অনুপলব্ধ থাকে ; তাহা **ব্যক্তমধ্যানি**=মধ্যে অর্থাৎ জন্মের পর হইতে মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে ব্যক্ত অর্থাৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে। আবার **অব্যক্তনিধনানি**—নিধন হইলে তাহা অব্যক্তই হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নকালীন অনুভূয়মান পদার্থসকল এবং ইন্দ্রজাল, শুক্তিরূপ্যের (শুক্তিতে আরোপিত রজতের) ন্যায় প্রতিভাসমাত্রশরীর অর্থাৎ যাবৎ তাহারা প্রতীতিগোচর হয় তাবৎকালই তাহাদের সত্তা কিন্তু তাহা প্রতীতির পূর্ব্বে অথবা পরে ছিল না বা থাকে না কারণ 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' স্বীকার করা হয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই প্রতীতিকালে পুরুষ কর্ত্তৃক অবিদ্যাবশে সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে এবং পরে থাকে না—এই মত স্বীকার করা হয়, এই ভূত সকলেরও অবস্থা সেইরূপ বুঝিতে হইবে। 'যাহা আদিতেও থাকে না এবং অন্তেও থাকে না বর্ত্তমানকালে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায়ও তাহা সেইরূপই অর্থাৎ মধ্যাবস্থায়ও তাহার যে সত্তা তাহাও না থাকাই বুঝিতে হইবে' এই নিয়ম অনুসারে এই ভূত সকল (মধ্যকালে ব্যক্তাবস্থায়ও) নাই-ই বুঝিতে হইবে ; যেহেতু পূর্ব্বেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে "যাহা অসৎ তাহার সত্তা থাকিতে পারে না"।২ এইরূপ হইলে পর **তত্র**—তদ্বিষয়ে অর্থাৎ মিথ্যাভূত অত্যন্ত তুচ্ছ সেই সমস্ত ভূতের জন্য আর **কা পরিবেদনা**=দুঃখ প্রলাপ কেন? তাহার নিমিত্ত কোনরূপ দুঃখজন্য প্রলাপ করা উচিত হয় না—ইহাই ভাবার্থ। যেহেতু অত্যন্ত গ্রাম্য ব্যক্তিও স্বপ্নকালে নানা বন্ধুজন সাক্ষাৎকার করিয়া জাগ্রৎকালে তাহাদের বিরহে শোক করে না।৩ ঠিক এই কথাই পুরাণেও কথিত হইয়াছে, যথা,—'এই ভূতসঙ্ঘ অদর্শন (অব্যক্ত) হইতে আপতিত (দৃষ্টিগোচর) হইয়াছে এবং পুনরায় তাহারা অদর্শনে লীন হইয়াছে।'

প্যুদ্দিশ্য শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ।৪ আকাশাদিমহাভূতাভিপ্রায়েণ বা শ্লোকো যোজ্যঃ। অব্যক্তমব্যাকৃতমবিদ্যোপহিতচৈতন্যমাদিঃ প্রাগবস্থা যেষাং তানি, তথা অব্যক্তং নামরূপাভ্যামেব আবিদ্যকাভ্যাং প্রকটীভূতং ন তু স্বেন পরমার্থসদাত্মনা, মধ্যং স্থিত্যবস্থা যেষাং তাদৃশানি ভূতান্যাকাশাদীনি "অব্যক্তনিধনান্যেব" অব্যক্তে স্বকারণে মৃদীব ঘটাদীনাং নিধনং প্রলয়ো যেষাং তেষু ভূতেষু কা পরিদেবনেতি পূর্ব্ববৎ।৫ তথাচ শ্রুতিঃ 'তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত' (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।৭) ইত্যাদিরব্যক্তোপাদানতাং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য দর্শয়তি। লয়স্থানত্বন্তু তস্যার্থসিদ্ধং, কারণএব কার্য্যলয়স্য দর্শনাৎ। গ্রন্থান্তরে বিস্তরঃ।৬ তথাচাজ্ঞানকল্পিতত্বেন তুচ্ছান্যাকাশাদি ভূতান্যপ্যুদ্দিশ্য শোকো নোচিতশ্চেৎ তৎকার্য্যাণি উদ্দিশ্য নোচিত ইতি কিমু বক্তব্যমিতি ভাবঃ।৭ অথবা সর্ব্বদা তেষামব্যক্তরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ বিচ্ছেদাভাবেন তন্নিমিত্তঃ প্রলাপো নোচিত ইত্যর্থঃ।৮ ভারতেত্যনেন সম্বোধয়ন্ শুদ্ধবংশোদ্ভবত্বেন শাস্ত্রীয়মর্থং প্রতিপত্তুমর্হসি কিমিতি ন প্রতিপদ্যসে ইতি সূচয়তি।৯—২৮

অতএব শরীরাদির জন্য শোক করা উচিত হয় না ইহাই ভাবার্থ।৪ অথবা এই শ্লোকটীকে আকাশাদি মহাভূত সকলের উৎপত্তিনির্দ্দেশার্থে যোজনা করিয়া লওয়া যায়। সে পক্ষে অর্থ যথা, অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাকৃত—অবিদ্যা দ্বারা উপহিত চৈতন্য হইতেছে আদি অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা যাহাদের তাহারা (অব্যক্তাদি)। এবং যাহাদের মধ্য অর্থাৎ স্থিতি-অবস্থা ব্যক্ত অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম এবং রূপের দ্বারাই প্রকটীকৃত কিন্তু তাহা নিজপরমার্থ সদবস্থার দ্বারা প্রকাশিত নহে (কারণ তাহা পরমার্থসৎ নহে), এতাদৃশ আকাশাদি ভূত সকল **অব্যক্ত নিধানানি এব**—অব্যক্তনিধনস্বরূপই হইতেছে; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থের যেমন স্বীয় কারণ মৃত্তিকায় প্রলয় হয় সেইরূপ তাহাদেরও অব্যক্ত নামক স্বীয় কারণে প্রলয় হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের জন্য পরিদেবনার কি আছে, ইহা পূর্ব্বের ন্যায় যোজনীয়।৫ এইজন্য 'সেই এই নামরূপাত্মক জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত কারণ স্বরূপ ছিল। সেই অব্যাকৃত কারণ নামরূপোপলক্ষিত হইয়া ব্যাকৃত রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল'—ইত্যাদি শ্রুতি অব্যক্তই যে সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান তাহা দেখাইয়া দিতেছে। আর সেই অব্যাকৃতই যে প্রপঞ্চের লয়স্থান অর্থাৎ তাহাতেই যে জগৎ লীন হয় ইহা অর্থতঃসিদ্ধ, যেহেতু কারণেই কার্য্যের বিলয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য গ্রন্থে (সন্দর্ভে) ইহার বিস্তৃত বিবরণ বলা হইয়াছে।৬ সুতরাং অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া আকাশাদি মহাভূত সকল তুচ্ছ; তাহাদের উদ্দেশেই যখন শোকপ্রকাশ করা উচিত হয় না তখন শরীরাদিরূপ তাহাদের যে সকল কার্য্য তদুদ্দেশে শোক করা যে একেবারেই অনুচিত তাহা কি আর বলিতে হইবে?—ইহাই ভাবার্থ।৭ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ—তাহারা সকল সময়েই অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদের যখন (অব্যক্তরূপের) বিচ্ছেদ নাই তখন তাহাদের জন্য প্রলাপ করা উচিত হয় না।৮ **"ভারত"** এইরূপ সম্বোধন করায় তুমি শুদ্ধভরতবংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া শাস্ত্রীয় অর্থ বোধ করিবার যোগ্য হইতেছে, তথাপি তাহা বুঝিতেছ না কেন?—এইরূপ অর্থ সূচিত হইতেছে।৯—২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি অন্যঃ চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি কশ্চিৎ চ শ্রুত্বা অপি এনং বেদ কশ্চিৎ চ নৈব (বেদ) অর্থাৎ, কেহ কেহ যে এই আত্মাকে দর্শন করে তাহা আশ্চর্য্যবৎ, কেহ কেহ যে এই আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাহা আশ্চর্য্যবৎ, কেহ কেহ যে ইহা শ্রবণ করে তাহা আশ্চর্য্যবৎ, কেহ কেহ ইহা শ্রবণ করিয়া বেদন করে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করে, আবার কেহ মোটেই কিছুই করিতে পারে না। ২৯

নমু বিদ্বাংসোঽপি বহবঃ শোচন্তি তৎ কিং মামেব পুনঃ পুনরেবমুপালভসে। অন্যচ্চ 'বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুদ্ধ্যত' ইতি ন্যায়াৎ ত্বদ্বচনার্থাপ্রতিপত্তিরপি মম ন দোষঃ। তত্রান্যেষামপি তবেবাত্মাপরিজ্ঞানাদেব শোকঃ আত্মপ্রতিপাদক-শাস্ত্রার্থাঽপ্রতিপত্তিশ্চ তবাপ্যন্যেষামিব স্বাশয়দোষাদিতি নোক্তদোষদ্বয়মিত্যভি-প্রেত্যাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিতি।—১ "এনং" প্রকৃতং দেহিনং আশ্চর্য্যেণা-দ্ভুতেন তুল্যতয়া বর্ত্তমানং আবিদ্যকনানাবিধবিরুদ্ধধর্ম্মবত্তয়া সন্তমপ্যসন্তমিব স্বপ্রকাশ-চৈতন্যরূপমপি জড়মিবানন্দঘনমপি দুঃখিতমিব নির্ব্বিকারমপি সবিকারমিব নিত্যমপ্য নিত্যমিব প্রকাশমানমপ্যপ্রকাশমানমিব ব্রহ্মাভিন্নমপি তদ্ভিন্নমিব মুক্তমপি বদ্ধমিব

ভাবপ্রকাশ—এক অব্যক্ত কারণ হইতে দেহাদির উৎপত্তি হয়, আবার এক অব্যক্ত কারণে কিছুকাল পরে দেহাদির লয় হইয়া যায়। কি এক অদৃষ্ট বিধান অনুসারে এই জন্ম মরণ আপনা হইতে ঘটে। এই নিয়মানুযায়ী অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মের জন্য শোকের অবসর কোথায়? যে দুর্ঘটনা আমি চেষ্টা করিলে বন্ধ করিতে পারিতাম, বা যে শুভকর্ম্ম আমি করিলে করিতে পারিতাম, তাহার করণে বা অকরণে আমার শোকের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু জন্ম বা মৃত্যু যাহা আমার কর্ত্তৃত্বাধীন নহে—তাহার জন্য শোকের কোনও কারণই বিদ্যমান নাই।২৮

অনুবাদ—আচ্ছা! অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তিও ত (আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদে) শোক করিয়া থাকেন, তবে কেবল আমাকেই কেন বার বার এইরূপে তিরস্কার করিতেছ? আরও—'যে স্থলে শ্রোতার বোধ জন্মে না তথায় বক্তারই জড়তা—(বুদ্ধিমান্দ্য বা অকৌশল) প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই নিয়ম অনুসারে আমি যে তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না ইহা ত আমার দোষ নহে। (ইহার উত্তরে) অপরেরও তোমারই ন্যায় আত্মতত্ত্ব না জানার জন্যই শোক হইয়া থাকে, আর অপরেও যে তোমারই মত আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থবোধ করিতে পারে না তাহার হেতু এই যে তাহাদের অন্তঃকরণে (অবিদ্যারূপ) দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব তুমি যে আমার উপর দুইটী দোষ চাপাইয়াছ তাহা খাটে না। এইরূপ উত্তর বলিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়তা বর্ণনা করিতেছেন।১ **এনং**—এই বর্ণিত দেহীকে কেহ **আশ্চর্য্যবৎ**—আশ্চর্য্যের ন্যায় অর্থাৎ অদ্ভুত পদার্থের তুল্যই বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়া থাকে—অবিদ্যাকল্পিত নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে

অদ্বিতীয়মপি সদ্বিতীয়মিব অসম্ভাবিতবিচিত্রানেকাকারপ্রতীতিবিষয়ং "পশ্যতি" শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং আবিদ্যকসর্ব্বদ্বৈতনিষেধেন পরমাত্মস্বরূপমাত্রাকারায়াং বেদান্তমহাবাক্যজন্যায়াং সর্ব্বসুকৃতফলভূতায়ামন্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতিফলিতং সমাধি-পরিপাকেণ সাক্ষাৎকরোতি "কশ্চিৎ" শমদমাদিসাধনসম্পন্নঃ চরমশরীরঃ কশ্চিদেব নতু সর্ব্বঃ।২ তথা "কশ্চিদেনং" যৎ "পশ্যতি" তদাশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্;

দেখে; যেমন,—আত্মা সৎ হইলেও অসতের ন্যায়, স্বপ্রকাশ-চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জড়ের ন্যায়, আনন্দ-স্বরূপ হইলেও দুঃখিতের ন্যায়, বিকারবিহীন হইলেও বিকার যুক্তের ন্যায়, নিত্য হইলেও অনিত্যের ন্যায়, প্রকাশমান হইলেও অপ্রকাশমানের ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্ভিন্নের ন্যায়, মুক্ত হইলেও বদ্ধের ন্যায়, এবং অদ্বিতীয় হইলেও সদ্বিতীয়ের (দ্বিতীয়যুক্তের) ন্যায়, এইরূপে ইহাতে বিচিত্র অনেকাকার (বহুপ্রকার) প্রতীতির বিষয় সম্ভাবিত হয় মনে করিয়া লোকে সেইরূপ **পশ্যতি**— দেখিয়া (জানিয়া) থাকে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ প্রভাবে অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈতের নিষেধ করিয়া অর্থাৎ দ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে বেদান্তের "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য হইতে যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা সমস্ত সুকৃতের (পুণ্যের) ফলস্বরূপ এতাদৃশ যে কেবলমাত্র পরমাত্ম স্বরূপে আকারিত অন্তঃকরণবৃত্তি তাহাতে প্রতিফলিত (প্রকাশিত) আত্মাকে সমাধির পরিপক্কতাবশে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন—**কশ্চিৎ** = কোনও ব্যক্তি অর্থাৎ শমদম প্রভৃতি সাধনযুক্ত অতি স্বল্প লোকেই দেখিতে পান, সকলে নহে।২

তাৎপর্য্যঃ—আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তি ইহা শাস্ত্র মধ্যে ভূয়ো ভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। এই আত্মসাক্ষাৎকার সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; অতি স্বল্প ব্যক্তিই আত্মসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া বিহিত কর্ম্ম সকল ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের চিত্তে সংসারে বৈরাগ্য বশতঃ আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা উদিত হয়,—এই আত্মবেদনের ইচ্ছাও অনেক সুকৃতের ফল। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" শ্রুতিও বলিতেছেন—'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন'। এতাদৃশ বিরক্ত পুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শম, দম উপরতি এবং তিতিক্ষা আদি লইয়া সদ্গুরুর নিকট আত্মনিবেদনপূর্ব্বক বেদান্তোক্ত আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া থাকেন। বহুজন্মের বহু পুণ্যে 'তত্ত্বমসি', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের অনুশীলনবশতঃ যখন তাঁহার দ্বৈতবুদ্ধি তিরোহিত হয়, যখন তিনি সতত সমাধিস্থ হইয়া জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা বোধ করিতে থাকেন তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অবিদ্যাবৃত্তির অপসারণ হইয়া থাকে; কারণ অবিদ্যাবৃত্তি বশেই জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, আমি এবং জগৎ ভিন্ন ইত্যাদিরূপ ভেদবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। অবিদ্যানাশ হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বপ্রকার পাপবিহীন হওয়ায় বিশুদ্ধ পরমাত্মার স্বরূপগ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে। শুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মার যে বিশুদ্ধ স্বরূপের উদয় হয় তাহাই আত্মসাক্ষাৎকার নামে কথিত হইয়া থাকে। আর তাহা এবং শাস্ত্রোপদেশ আচার্য্যোপদেশ দ্বারাই হইয়া থাকে।২

আত্মদর্শনমপ্যাশ্চর্য্যবদেব যৎ স্বরূপতো মিথ্যাভূতমপি সত্যস্য ব্যঞ্জকং, আবিদ্যকমপ্যবিদ্যায়া বিঘাতকম্, অবিদ্যাম্ উপঘ্নৎ তৎকার্য্যতয়া স্বাত্মানমপ্যপহন্তীতি।৩ তথাচ যঃ কশ্চিদেনং পশ্যতি স আশ্চর্য্যবদিতি কর্ত্তৃবিশেষণং, যতোঽসৌ নিবৃত্তাবিদ্যা-তৎকার্য্যোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাত্তদ্বানিব ব্যবহরতি, সর্ব্বদা সমাধিনিষ্ঠোঽপি

অনুবাদ—আরও কোনও ব্যক্তি যে ইহাকে দেখিয়া থাকেন তাহাও (সেই দর্শনক্রিয়াও) আশ্চর্য্যের তুল্য। "আশ্চর্য্যবৎ" এই শব্দটী এইস্থলে "পশ্যতি" এই ক্রিয়ার বিশেষণ। আত্মার যে দর্শন তাহাও আশ্চর্য্যেরই ন্যায়; আত্মদর্শন অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অন্তঃকরণবৃত্তি; স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও তাহা সত্যের ব্যঞ্জক (প্রকাশক), তাহা আবিদ্যক (অবিদ্যাজন্য) হইলেও অবিদ্যার বিঘাতক; এবং তাহা অবিদ্যাকে নষ্ট করিয়া নিজেকেও নষ্ট করে, যেহেতু তাহা নিজেও অবিদ্যারই কার্য্য।৩

তাৎপর্য্য :—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে আত্মপ্রতিবিম্ব হয় ব্রহ্ম হইতে অভেদে তৎসাক্ষাৎকারই আত্ম-দর্শন নামে অভিহিত হয়। এখানে বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহাই চরম নহে, কারণ এস্থলেও অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে ভাসমান রহিয়াছে। এই যে অন্তঃকরণবৃত্তি ইহাও অবিদ্যারই কার্য্য, কেন না এস্থলেও দৃশ্য, দর্শন প্রভৃতি ভেদ রহিয়াছে; আর ভেদ অবিদ্যারই কার্য্য। এই কারণে ইহা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ অদ্বৈততত্ত্ব সম্ভব হইবে না; এই কারণে বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে উক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি যদিও অবিদ্যারই কার্য্য বটে তথাপি অবিদ্যার অন্যান্য বৃত্তি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহা অবিদ্যার কার্য্য হইলেও অবিদ্যারই নাশক, এবং উহা স্বয়ং নিজেরও বিঘাতক; এই জন্য উহাকে স্ব-পরবিঘাতক বলা হয়। যেমন কতক ফলের চূর্ণ আবিল জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলগত আবিলতা দূর করিয়া দেয় এবং স্বয়ং যে আবিলতা জন্মাইতে পারিত তাহাও নষ্ট করিয়া থাকে অর্থাৎ নিজেকেও জীর্ণ করিয়া দেয়, যেমন অজীর্ণ রোগী জল পান করিলে সেই পীত জল উদরস্থ দুষ্ট জলকে জীর্ণ করে এবং নিজেকেও জীর্ণ করে, যেমন প্রতপ্ত লৌহে নিক্ষিপ্ত পয়োবিন্দু অগ্নিকে নষ্ট করে এবং নিজেও নষ্ট হয়, এবং যেমন অগ্নি তৃণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া তৃণস্তূপকে ধ্বংস করে এবং স্বয়ংও দাহ্যাভাবনিবন্ধন নিবৃত্ত হয় সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্যাজন্য হইলেও অবিদ্যাকে ত নষ্ট করেই অধিকন্তু উহা নিজেকেও নষ্ট করিয়া থাকে। তৎকালে সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতের নিবৃত্তি হওয়ায় বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব পূর্ব্ব হইতে বিরাজমান থাকিলেও নিরাবরণ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে উক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি যখন অবিদ্যার কার্য্য, তখন উহা অবশ্যই মিথ্যা। তাহা হইলে মিথ্যা পদার্থ কিরূপে সত্যের প্রকাশক হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে মিথ্যা পদার্থও সত্যের জনক হইয়া থাকে। যে হেতু মিথ্যাপদার্থেরও অর্থক্রিয়াকারিত্ব লৌকিক ব্যবহার হইতে এবং শাস্ত্র হইতেও সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে নিজেকে দস্যুকবলিত মনে করিয়া যে ভীতি উৎপন্ন হয় তাহা সত্যই হইয়া থাকে, যে হেতু তজ্জন্য হৃৎকম্পাদি ক্রিয়া হয়। স্বপ্নকালে দেবতাসাক্ষাৎকার অথবা মহাপুরুষদর্শন কিংবা প্রিয়সমাগম বোধ হইলে তজ্জন্য প্রসন্নতা জাগ্রৎ কালেও থাকে। এবং ইহাদের তারতম্যও অনুভূত হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও 'যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং

ব্যুত্তিষ্ঠতি, বুত্থিতোঽপি পুনঃ সমাধিমনুভবতীতি প্রারব্ধকর্ম্মবৈচিত্র্যাদ্বিচিত্রচরিত্রঃ প্রাপ্তদুষ্প্রাপজ্ঞানত্বাৎ সকললোকস্পৃহনীয়োঽত আশ্চর্য্যবদেব ভবতি ।৪ তদেতত্ত্রয়মপ্যাশ্চর্য্যমাত্মা তজ্জ্ঞানং তজ্জ্ঞাতা চেতি পরমদুর্ব্বিজ্ঞেয়মাত্মানং কথমনায়াসেন জানীয়া ইত্যভিপ্রায়ঃ ।৫ এবমুপদেষ্টুরভাবাদপ্যাত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ । যো হ্যাত্মানং জানাতি

তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥' (ছন্দোগ্যোপনিষৎ ৫।২।৭) ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইতেছেন যে মিথ্যা বস্তুও সত্যের প্রকাশক হইয়া থাকে। অতি সহজ কথায় বলিলেও দেখা যায় যে বঙ্গাক্ষর, নাগর অক্ষর, উৎকলীয় অক্ষর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানীয় অক্ষরের বিভিন্নতা নিবন্ধন ককারাদি অক্ষরের আকৃতিও বিভিন্নই হইয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু তাহাতে ককারের কোনও ভেদ হয় না, অধিক কি উক্ত বিভিন্ন অক্ষরগুলির মধ্যে কোনটীই ককার নহে, ককার উহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু এবং তাহা নিত্য; এই জন্য তাহা তত্তৎ দেশীয় সেই সেই রেখার দ্বারা পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে না। স্থতরাং মিথ্যা পদার্থও যে সত্যের প্রকাশক হইতে পারে তাহা সিদ্ধ হইল। এ সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক যুক্তি শাস্ত্র মধ্যে কথিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অবিদ্যার নিবৃত্তি আত্মস্বরূপ; তাই বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে, 'নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ'। আর আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ; স্থতরাং তাহার প্রকাশের জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। মেঘাপগমে সূর্য্যের ন্যায় অবিদ্যানাশে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে।৩

অনুবাদ—এইরূপ, কোনও ব্যক্তি যিনি ইহাকে দেখিতে পান তিনিও আশ্চর্য্যের ন্যায়;—এখানে "আশ্চর্য্যবৎ" এই পদটী কর্ত্তার বিশেষণ। তিনি যে আশ্চর্য্যবৎ তাহার কারণ তাঁহার অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত কার্য্য নিবৃত্ত হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বলবত্তা হেতু তিনি যেন অবিদ্যাবান্ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; তিনি সকল সময়েই সমাধিনিষ্ঠ (সমাহিত) হইলেও আবার ব্যুত্থিত হয়েন, আবার ব্যুত্থিত হইলেও পুনরায় সমাধি অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রারব্ধ কর্ম্মের বিচিত্রতা নিবন্ধন তাঁহার আচার ব্যবহার বিচিত্র; এবং তিনি দুষ্প্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা লাভ করিয়াছেন বলিয়া সকল লোকের স্পৃহণীয়; এই সমস্ত কারণে, তিনি আশ্চর্য্যের ন্যায়ই হইয়া থাকেন।৪ আত্মা, আত্ম-জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞাতা এই তিনটীই আশ্চর্য্য। স্থতরাং তুমি পরম দুর্জ্ঞেয় এই আত্ম-তত্ত্ব কিরূপে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে? ইহাই অভিপ্রায়।৫

তাৎপর্য্য:—জীবের কর্ম্মাশয়ে যে সমস্ত কর্ম্মবাসনা সঞ্চিত থাকে তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; কতকগুলি সঞ্চিত কর্ম্ম আর কতকগুলি প্রারব্ধ কর্ম্ম। তন্মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্মের প্রভাবে বর্ত্তমান শরীর আরব্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে, আর যে গুলি কোন কার্য্য জন্মায় নাই অথচ কর্ম্মাশয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদিগকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে জ্ঞানবলে সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মেরই নাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের আর আরম্ভকতা শক্তি থাকে না—তাহারা আর শরীরান্তর জন্মাইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার প্রভাবে বর্ত্তমান শরীর আরব্ধ হইয়াছে তাহা জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় না; যেমন ধনুর্মুক্ত বাণ গন্তব্য স্থানে না যাইয়া বেগবিচ্যুত হয় না, অথবা যেমন কুলালচক্র কুম্ভাদি কার্য্য জন্মাইয়াও কিয়ৎকাল বিনা

স এব তমস্মৈ ব্রূবং ব্রূয়াৎ, অজ্ঞস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবাৎ ; জ্ঞানংস্তু সমাহিতচিত্তঃ প্রায়েণ কথং ব্রবীতু, ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি পরেণ জ্ঞাতুমশক্যঃ। যথাকথঞ্চিৎ জ্ঞাতোঽপি লাভপূজাখ্যাত্যাদিপ্রয়োজনানপেক্ষত্বান্ন ব্রবীত্যেব। কথঞ্চিৎ কারুণ্যমাত্রেণ ব্রুবংস্তু পরমেশ্বরবদত্যন্তদুর্লভ এবেত্যাহ "আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্য" ইতি। যথা জ্ঞানাতি

প্রয়োজনেই ঘুরিয়া থাকে, মধ্যস্থলে তাহার বেগ নষ্ট হয় না, ইহার কারণ তাহার বেগাখ্য সংস্কার তখনও বলবান্ রহিয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানোদয় হইলেও জ্ঞানীর যতক্ষণ না দেহপাত হয় ততক্ষণ বিদেহ-কৈবল্য লাভ হয় না। ভোগের দ্বারা তাঁহাকে সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম পাপই হউক অথবা পুণ্যই হউক, ক্ষয় করিতে হইবে। আর জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার দেহপাত হয় না ইহার কারণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের বলবত্তা। এতাদৃশ পুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ বশে যে সমস্ত কর্ম্ম করেন তাহাও আর তাঁহার কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত হয় না। কারণ অবিদ্যাপ্রভাবে তদধীন হইয়া যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত হইয়া থাকে; জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিদ্যাক্ষয় হওয়ায় তিনি অবিদ্যার অধীন নহেন বলিয়া জীবন্মুক্তিদশায় যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহারা কর্ম্মাশয়ে সংস্কার সঞ্চিত করিতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২); 'যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবং হ এবংবিদি ন পাপ্মা স্পৃশতি' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৪।১৪।৩) 'তদ্ যথা ঈষিকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে' (ছাঃ উঃ ৫।২৪।৩) অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির বিদেহকৈবল্য লাভে ততক্ষণই বিলম্ব যতক্ষণ না তাঁহার বর্ত্তমান শরীরের বিমোক্ষ অর্থাৎ লয় হয়; যেমন পদ্মপত্রে জল স্পৃষ্ট হয় না সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ) কোনও পাপ স্পর্শ করে না; যেমন ঈষিকার তূলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির সঞ্চিত কর্ম্মও ক্ষীণ হইয়া যায়। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ' (মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮) ইত্যাদি মন্ত্রটীও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে। বেদান্ত দর্শনে তাই কথিত হইয়াছে 'তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ' (বেদান্ত দর্শন ৪।১।১৩ সূত্র) অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকালীন পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং উত্তরকালীন পাপ অর্থাৎ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না অর্থাৎ কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত হয় না। যেহেতু শ্রুতিতে ঐরূপই উপদেশ আছে। 'ইতরস্যাপি অসংশ্লেষঃ' (বেদান্ত দর্শন ৪।১।১৪ সূত্র) অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মও ঐরূপ অশ্লেষ এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর 'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে' (বেঃ দঃ ৪।১।১৯) পুণ্যপাপাত্মক প্রারব্ধ কর্ম্মকে ভোগপূর্ব্বক নিঃশেষ করিয়া তিনি বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন।] **অনুবাদ**—সেইরূপ উপদেশ কর্ত্তার অভাব হেতুও এই আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। কারণ—যিনি আত্ম-স্বরূপ জানেন তিনিই কেবল তাহা অপরকে নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারেন, যেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তির উপদেষ্টৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না। অর্থাৎ যে নিজে যাহা জানে না সে যে অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবে ইহা সম্ভব নহে; আর যিনি আত্মতত্ত্ব জানেন তিনি প্রায়ই (সকল সময়েই) সমাহিত চিত্ত হইয়া থাকেন বলিয়া কিরূপে উপদেশ দিতে পারেন ? অর্থাৎ উপদেশ দেওয়া ব্যুত্থিত অবস্থার কার্য্য; কিন্তু যিনি আত্মবিৎ

তথৈব বদতি, এনমিত্যনুকর্ষণার্থশ্চকারঃ ; স চান্যঃ সর্ব্বাজ্ঞজনবিলক্ষণঃ। ন তু যঃ পশ্যতি ততোঽন্য ইতি, ব্যাঘাতাৎ।৬ অত্রাপি কর্ম্মণি ক্রিয়ায়াং কর্ত্তরি চ আশ্চর্য্যবদিতি যোজ্যম্। তত্র কর্ম্মণঃ কর্ত্তুশ্চ প্রাগাশ্চর্য্যবত্ত্বং ব্যাখ্যাতং, ক্রিয়ায়াস্তু ব্যাখ্যায়তে। সর্ব্বশব্দাবাচ্যস্য শুদ্ধস্যাত্মনো যদ্বচনং তদাশ্চর্য্যবৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিঃ উঃ ২।৯) ইতি কেনাপি শব্দেনাবাচ্যস্য শুদ্ধস্যাত্মনো বিশিষ্টশক্তেন পদেন

তিনি প্রায় সর্ব্বদাই সমাধিমগ্ন থাকেন বলিয়া উপদেশ দিবার অবস্থার বাহিরে চলিয়া যান। আর যখন তিনি ব্যুত্থিতচিত্ত তৎকালে (তাঁহার আচার ব্যবহার সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়ই হইয়া থাকে বলিয়া) অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে (জ্ঞানী) বলিয়া বুঝিতে পারে না। যদি বা কোনওরূপে তিনি অপরের দ্বারা আত্মবিৎ বলিয়া বিদিত হন তথাপি তাঁহার লাভ পূজা (সম্মান) খ্যাতি (যশ) প্রভৃতির প্রয়োজন না থাকায় আত্মতত্ত্বোপদেশ না বলাই সম্ভব (কারণ লোকে লাভ সম্মান খ্যাতি প্রভৃতি প্রয়োজনেই উপদেশ দিয়া থাকে)। আর যিনি কোনরূপ কারুণ্যবশতঃ উপদেশ দিয়া থাকেন তাদৃশ ব্যক্তি পরমেশ্বরের ন্যায় অত্যন্ত দুর্লভই হইয়া থাকেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রাপ্তি যেমন পরম দুর্লভ সেইরূপ কারুণ্যপূর্ব্বক উপদেষ্টা আত্মবিৎ ব্যক্তিও সুদুর্লভ। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ** অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন তাহা আশ্চর্য্যবৎ। তিনি যেরূপ জানেন ঠিক সেইরূপই বলেন। এস্থলে "এনং" এই পদটীর অনুকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ **বদতি** এই ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবার জন্য শ্লোকে (তথৈব চান্যঃ) এই স্থলে "চ" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই যে 'অন্য' ব্যক্তি ইনি সমস্ত অজ্ঞ জনগণ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ স্বতন্ত্রপ্রকার—(ইহাই এস্থলে "অন্য" শব্দটীর অর্থ); কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করেন তদ্ভিন্ন অন্য লোক, কেন না তাহা হইলে ব্যাঘাত দোষ হইবে। অর্থাৎ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন তিনি তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন না কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করে নাই সে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছে এরূপ বলিলে ব্যাঘাত হয়।৬। এ স্থলেও "আশ্চর্য্যবৎ"—এই শব্দটীকে কর্ম্ম, ক্রিয়া এবং কর্ত্তার সহিত যোজনা করিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে কর্ম্মের এবং কর্ত্তার আশ্চার্য্যবত্ত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর এক্ষণে ক্রিয়ার আশ্চর্য্যবত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যাহা সর্ব্বশব্দা-বাচ্য অর্থাৎ যাহা কোনও শব্দেরই বাচ্য নহে এতাদৃশ যে শুদ্ধ আত্মা তাহার যে বচন অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে যে কিছু বলা তাহা আশ্চর্য্যবৎ। [**তাৎপর্য্য**—জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্বন্ধ লইয়াই শব্দ অর্থাভিধায়ক হইয়া থাকে। আত্মা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ রহিত ; এই কারণে আত্মা কোনও শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। অথচ আত্মবিৎ ব্যক্তি শব্দের দ্বারাই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং এই শব্দাবাচ্য আত্মার যে স্বরূপোপদেশক্রিয়া ইহাও আশ্চর্য্যবৎ।] তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'মনের সহিত বাক্য সকল যাঁহাকে না পাইয়া (নিজেদের বিষয়ীভূত করিতে না পারিয়া) যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।' অর্থাৎ আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর। শুদ্ধ আত্মা কোনও শব্দের বাচ্য নহে, তথাপি বিশিষ্ট (জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সম্বন্ধ বিশিষ্ট) অর্থ যাহার

জহদজহৎ-স্বার্থলক্ষণয়া কল্পিতসম্বন্ধেন লক্ষ্যতাবচ্ছেদকমন্তরেণৈব প্রতিপাদনং তদপি নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপমত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ।৭ অথবা বিনাশক্তিং বিনা লক্ষণাং বিনা

শক্ত (বাচ্য) হইয়া থাকে তাদৃশ বিশিষ্টশক্ত পদের দ্বারা লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিনাই (লক্ষণা বলে প্রতিপাদিত লক্ষিত অর্থের কিছু বিশেষণ না থাকিলেও, বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ না লইয়াই) কল্পিত সম্বন্ধ সাহায্যে জহদজহৎস্বার্থলক্ষণাবলে যে সেই আত্মা প্রতিপাদিত হয়, তাহাও আবার যে নির্বিকল্পক সাক্ষাৎকারস্বরূপ হয়, তাহা আশ্চর্য্যই বটে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ৭

তাৎপর্য্য :—প্রত্যক্ষ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যখন বস্তুর বিশেষণাংশ, বিশেষ্যাংশ এবং তাহাদের সম্বন্ধ মিলিত ভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয় তখন সেই প্রত্যক্ষকে সবিকল্পক সাক্ষাৎকার বলা হয়। যেমন আমরা যখন কোন মানুষকে দেখি তখন তাহার আকার এবং কর-চরণাদিমত্ত্বরূপ প্রকার এই সমস্তগুলিকে মিলিত ভাবেই দেখিয়া থাকি। যতক্ষণ না তাহার করচরণাদিমত্ত্ব দেখিতে পাই ততক্ষণ তাহাকে মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারি না। এ স্থলে এই যে করচরণাদিমত্ত্ব ইহারই নাম প্রকার। প্রকার ও বিশেষণ সমানার্থক। কিন্তু যখন ঐ প্রকারাংশটী আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না তখন বুঝিতে পারি না যে সেই বস্তুটী মানুষ কি অন্য কিছু। এই কারণে বহু দূরে অবস্থিত কোন বস্তু যখন আমাদের নয়নগোচর হয় তখন তাহা যে একটী বস্তু এই মাত্র বুঝি; তৎসম্বন্ধে একটী অস্পষ্ট জ্ঞান হয় মাত্র। এতাদৃশ যে অস্পষ্ট জ্ঞান, বস্তুর শুদ্ধ স্বরূপটী বা আকারটীই ইহাতে ভাসমান হয়। এই প্রকার প্রত্যক্ষকে নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার বলা হয়। শব্দ হইতে যে শাব্দ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা পরোক্ষ হইলেও এই ভাবের নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার স্বরূপ হয় না, কিন্তু সবিকল্পক রূপেই হইয়া থাকে। যেহেতু শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সম্বন্ধবিশিষ্টই হইয়া থাকে। যেমন, 'গরু', প্রভৃতি শব্দ হইতে গোত্ব জাতিবিশিষ্ট গোব্যক্তির যে প্রতীতি হয় ইহা জাতিনিমিত্তক। এইরূপ 'শুক্ল' প্রভৃতি শব্দ হইতে গুণনিমিত্তক, 'পাচক' প্রভৃতি শব্দ হইতে ক্রিয়া নিমিত্তক এবং 'দণ্ডী', প্রভৃতি শব্দ হইতে সম্বন্ধনিমিত্তক বিশিষ্ট-অর্থ প্রতীত হয়। এই কারণে বিশিষ্ট অর্থই শব্দের বাচ্য। তাহাও আবার শক্তি ও লক্ষণাভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শব্দের যাহা আসল মুখ্য অর্থ তাহাকেই শক্যার্থ বলা হয়; আর যাহা সেই শক্যার্থসম্বন্ধযুক্ত অর্থান্তর তাহার নাম লক্ষ্যার্থ। শক্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ এই উভয় স্থলেই তাহাদের বিশেষণাংশগুলিকে যথাক্রমে শক্যতাবচ্ছেদক ও লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বলা হয়। যেমন ঘটত্বরূপ বিশেষণাংশটী ঘটপদের শক্যতাবচ্ছেদক। আর গঙ্গাপদের অর্থ যখন লক্ষণাবলে গঙ্গাতীর ধরা হয় তখন তীরত্বরূপ বিশেষণাংশটী হয় লক্ষ্যতাবচ্ছেদক। সুতরাং শব্দ বিশিষ্ট-অর্থেরই বোধক হয় বলিয়া ঘটপদের অর্থ ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট এবং গঙ্গা পদের লক্ষ্যার্থ হয় তীরত্ববিশিষ্ট তীর। শব্দের অর্থ-বোধকতা সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম আছে বলিয়া 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে যে অর্থবোধ হইবে তাহা শক্যার্থই হউক অথবা লক্ষ্যার্থই হউক তাহাও ঐ প্রকারে বিশিষ্ট অর্থই হইবে। সুতরাং অখণ্ড, অসঙ্গ নির্ব্বিশেষ চিৎপদার্থই যখন ঐ মহাবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য, আর তাহা অবিদ্যাসংস্পর্শশূন্য শুদ্ধস্বরূপ হওয়ায় যখন অসঙ্গ, উদাসীন ও সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত তখন

সম্বন্ধান্তরং সুষুপ্তোত্থাপকবাক্যবৎতত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন যদাত্মতত্ত্বপ্রতিপাদনং তদাশ্চর্য্যবৎ, শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ।৮ নচ বিনা সম্বন্ধং বোধনে অতিপ্রসঙ্গঃ, লক্ষণাপক্ষেঽপি তুল্যত্বাৎ, শক্যসম্বন্ধস্যানেকসাধারণত্বাৎ। তাৎপর্য্যবিশেষান্নিয়ম ইতি চেৎ, তস্যাপি সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ। কশ্চিদেব তাৎপর্য্যবিশেষমবধারয়তি ন সর্ব্ব ইতি চেৎ, হন্ত তর্হি পুরুষগত এব কশ্চিদ্বিশেষো নির্দ্দোষত্বরূপো নিয়ামকঃ, স চ অস্মিন্ পক্ষেঽপি ন

তাহা বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে তাহা শব্দেরও অভিধেয় হইতে পারে না, অথচ তাহা হইলে তাহা সখণ্ড, সসঙ্গ ও সবিশেষ হইয়া পড়ে। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। আবার তাহা যে একেবারেই শব্দপ্রতিপাদ্য নহে, তাহাও নহে; যেহেতু শ্রুতিই বলিতেছেন—'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' অর্থাৎ উপনিষৎ (বেদান্ত) প্রতিপাদিত সেই পুরুষের বিষয়ই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। অথচ বিশেষ্য, বিশেষণ সম্বন্ধ ব্যতীত তাহা শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিতও হইতে পারে না। এই কারণে এই পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী শ্রুতির মধ্যে 'যতো বাচঃ' ইত্যাদি শ্রুতিটী নিরবকাশ হওয়ায় প্রবল বলিয়া এবং 'তং ত্বৌপনিষদং' এই শ্রুতিটী সাবকাশ হওয়ায় দুর্ব্বল বলিয়া এই শেষোক্ত শ্রুতিটীর অর্থ একটু ঘুরাইয়া করিতে হইবে। এই শ্রুতিটী পাছে একেবারে বাধিত হয় এই জন্য বলিতে হইবে যে অবিদ্যাকল্পিত সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়াই মহাবাক্য সকল অখণ্ড, অসঙ্গ, নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহা হইতে মাত্র বস্তুর স্বরূপাংশটীরই বোধ হইয়া থাকে এবং তদাশ্রিত সম্বন্ধ কল্পিত ও আবিদ্যক হওয়ায় তাহার ফলে সেই অখণ্ড, অসঙ্গ নির্ব্বিশেষ সৎ বস্তুর সখণ্ডতা, সসঙ্গতা, ও সবিশেষতার প্রসক্তি হইতে পারে না। আর এই কারণেই ঐ মহাবাক্য সকল হইতে জহদজহৎস্বার্থ-লক্ষণা বলে যে বোধ উদিত হয় তাহাও বিশেষণরহিত নির্ব্বিশেষবস্তুবিষয়ক বলিয়া সবিকল্পক না হইয়া নির্ব্বিকল্পসাক্ষাৎকারস্বরূপই হইয়া থাকে।৭ (**অনুবাদ**) অথবা শক্তি (অভিধাশক্তি) ব্যতীত, লক্ষণা ব্যতীত এবং অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ ব্যতীতই সুপ্ত ব্যক্তি যাহাতে উত্থিত হয় এতাদৃশ বাক্যের ন্যায় 'তত্ত্বমসি' বাক্য যে আত্মপ্রতিপাদন করে তাহা আশ্চর্য্য তুল্য, কারণ শব্দের শক্তি যে কিরূপ তাহা অচিন্তনীয়।৮। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে যে শব্দ যদি সম্বন্ধ ব্যতীত বোধ জন্মায় তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, কারণ লক্ষণাপক্ষেও এই দোষ তুল্য। কেন না লক্ষণাস্থলেও যে শক্যসম্বন্ধ তাহা অনেক বস্তুর সহিত হইতে পারে এবং অনেক অর্থের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সকলগুলিই তথায় সাধারণভাবে লক্ষণার দ্বারা প্রতীত হইতে পারে।

তাৎপর্য্য:—শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ রহিয়াছে; শব্দ বাচক আর অর্থ বাচ্য। যাহা যে শব্দের বাচ্য নহে সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থের বোধ হয় বলিলে তদিতর অন্য অর্থেরও প্রতীতি হইতে পারে; কারণ সেই অর্থটীর সহিত যেমন শব্দের বাচকতা সম্বন্ধ নাই, অন্য অর্থের সহিতও তাহার সেইরূপই বাচকতা সম্বন্ধ নাই। সেই অর্থটী যেমন সেই শব্দের বাচ্য নহে অন্য অর্থটীও সেইরূপই বাচ্য নহে। সুতরাং যে অর্থের সহিত যে শব্দের বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধ নাই সেই শব্দ হইতে সেই অর্থের প্রতীতি হইলে অন্য অর্থেরই বা প্রতীতি হইবে না কেন? আর

দণ্ডবারিতঃ। তথাচ যাদৃশস্য শুদ্ধান্তঃকরণস্য তাৎপর্য্যানুসন্ধানপুরঃসরং লক্ষণয়া বাক্যার্থাববোধো ভবদ্ভিরঙ্গীক্রিয়তে তাদৃশস্যৈব কেবলঃ শব্দবিশেষঃ অখণ্ডসাক্ষাৎকারং বিনাপি সম্বন্ধেন জনয়তীতি কিমনুপপন্নম্। এতস্মিন্ পক্ষে শব্দবৃত্ত্যবিষয়ত্বাৎ 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইতি সুতরামুপপন্নম্।৯ অয়ঞ্চ ভগবদভিপ্রায়ো বার্ত্তিককারৈঃ প্রপঞ্চিতঃ—'দুর্ব্বলত্বাদবিদ্যায়া আত্মত্বাদ্বোধরূপিণঃ। শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাদ্বিদ্মস্তং মোহহানতঃ॥ অগৃহীত্বৈব

যদি তাহা হয় তাহা হইলে যে কোন শব্দ হইতে যে কোন অর্থের বোধ জন্মিতে পারে বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। সুতরাং কোন সম্বন্ধ বিনাই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে ইহা বলা অযৌক্তিক। সিদ্ধান্তী ইহার পরিহারকল্পে বলিতেছেন যে, তোমরা সকলেই ত লক্ষণাশক্তি স্বীকার কর। তবে তাহাতেই বা এই দোষ লাগিবে না কেন? যেহেতু বাচ্যার্থসম্বন্ধযুক্ত যে অর্থ তাহাই লক্ষণাবলে প্রতীত হয়; আর গঙ্গারূপ বাচ্যার্থের সহিত তীরের ন্যায় মৎস্যকূর্ম্মীরাদিরও সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং তথায় কেবল তীরত্বস্বরূপ অর্থেরই যে বোধ হইবে, আর অন্যগুলির হইবে না তাহার হেতু কি?] **অনুবাদ**—আর যদি বল যে তথায় তাৎপর্য্যবশতঃই নিয়ম অর্থাৎ অর্থ-বোধের শৃঙ্খলা ('এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত অন্য প্রকার অর্থ বিবক্ষিত নহে' ইত্যাদিরূপ শৃঙ্খলা) হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব যে সেই নিয়মেরও সকলের প্রতি কোন বিশেষ (বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য) নাই অর্থাৎ তাৎপর্য্যগত পার্থক্য না থাকায় সকলেরই ঐ তীরত্বরূপ অর্থ বোধ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। আর যদি বল যে কোন বিশেষ ব্যক্তিই তাৎপর্য্যবিশেষ নিশ্চয় করিতে পারে কিন্তু সকলে পারে না, তাহা হইলে বলিব, বেশ ত, তাহা হইলে পুরুষগত নির্দ্দোষত্বরূপ কোন বিশেষ (বৈশিষ্ট্যই) ইহার অর্থাৎ সেই বিশেষ লক্ষ্যার্থটীর প্রতীতির নিয়ামক হয় এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়। আর এইরূপ অর্থ ত এপক্ষেও (সিদ্ধান্তপক্ষেও) দণ্ডের দ্বারা নিবারিত হয় নাই অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পক্ষেও তাহা হইলে এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে অর্থাৎ চিত্তগত অশুদ্ধিদোষ-শূন্য কোনও পুণ্যবান্ ব্যক্তিরই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণ হইতে শক্তি, লক্ষণা বা গৌনীবৃত্তি প্রভৃতিরূপ সম্বন্ধপ্রতিসন্ধান বিনাই নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় ইহা স্বীকার করিতে দোষটা কি আছে? সুতরাং তোমাদের মতে যাদৃশ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির তাৎপর্যান্বেষণপূর্ব্বক লক্ষণাবলে বাক্যার্থের বোধ জন্মিয়া থাকে বলিয়া স্বীকৃত হয় ঠিক সেইরূপ অস্মৎপক্ষেও পাপসংস্পর্শ বিহীন অবিদ্যাশূন্য ব্যক্তিদেরই নিকট কেবল 'তত্ত্বমসি' শব্দ বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ বিনাই অখণ্ড ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া থাকে এইরূপ বলিলে কি অসঙ্গত হয়? আর এই পক্ষে, আত্মা শব্দবৃত্তির বিষয় হয় না বলিয়া—'যাঁহা হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে' এই শ্রুতিবাক্যও ভাল ভাবেই সঙ্গতার্থ হইয়া থাকে।৯ ভগবানের এই প্রকার অভিপ্রায় বার্ত্তিককার বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন; যথা—'অবিদ্যা দুর্ব্বল বলিয়া এবং বোধস্বরূপ পদার্থই আত্মা হওয়ায় এবং শব্দশক্তিও অচিন্ত্য বলিয়া মোহনাশ হইলে সেই আত্মাকে আমরা জানিতে পারি। সুষুপ্তিদশায় সুষুপ্ত ব্যক্তি যখন অন্যকর্ত্তৃক বোধিত হয় তৎকালে সে অভিধান (বাচক শব্দ) এবং অভিধেয়ের (বাচ্য অর্থের) সম্বন্ধ গ্রহণ না করিয়াই নিদ্রা ত্যাগ করতঃ জাগরিত হয়, কারণ সুষুপ্তিকালে কোন ব্যক্তিই

সম্বন্ধমভিধানাভিধেয়য়োঃ। হিত্বা নিদ্রাং প্রবুধ্যস্তে সুষুপ্তে বোধিতাঃ পরৈঃ॥ জাগ্রদ্বন্ন যতঃ শব্দং সুষুপ্তে বেত্তি কশ্চন। ধ্বস্তেঽতো জ্ঞানতোঽজ্ঞানে ব্রহ্মাস্মীতি ভবেৎ ফলং॥ অবিদ্যাঘাতিনঃ শব্দাদযাহং ব্রহ্মেতি ধীর্ভবেৎ। নশ্যত্যবিদ্যয়া সার্দ্ধং হত্বা রোগমিবৌষধম্॥' (বৃহদাঃ বাঃ ১।৪।৮৬০) ইত্যাদিনা গ্রন্থেন।১০ তদেবং বচনবিষয়স্য বক্তুর্বচনক্রিয়ায়াশ্চাত্যাশ্চর্য্যরূপত্বাদাত্মনো দুর্বিজ্ঞানত্বমুক্ত্বা শ্রোতুর্দুর্মিলত্বাদপি তদাহ "আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ"ইতি। অন্যো দ্রষ্টুর্বক্তুশ্চ মুক্তাদ্বিলক্ষণো মুমুক্ষুর্বক্তারং ব্রহ্মবিদং বিধিবদুপসৃত্য "এনং শৃণোতি" শ্রবণাখ্যবিচারবিষয়ীকরোতি বেদান্তবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়েনাবধারয়তীতি যাবৎ। শ্রুত্বা চৈনং মননিদিধ্যাসনপরিপাকাৎ"বেদ"অপি সাক্ষাৎকরোত্যপি আশ্চর্য্যবৎ। তথাচ"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্"ইতি ব্যাখ্যাতম্।১১ তত্রাপি কর্ত্তুরাশ্চর্য্যরূপত্বং অনেকজন্মানুষ্ঠিতসুকৃতক্ষালিতমনোমলতয়াতিদুর্লভত্বাৎ। তথাচ বক্ষ্যতি "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।

জাগ্রৎকালের ন্যায় (বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যের বাচকরূপে) শাব্দজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে না। অতএব (এই দৃষ্টান্ত অনুসারে), জ্ঞানবলে অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' এইরূপ ফল উদিত হয়। শব্দ (শ্রুতিবাক্য) হইতে 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার যে বোধ অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয়, ঔষধ যেমন রোগনাশ করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ সেই বৃত্তিও অবিদ্যার সহিত নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অবিদ্যার নাশ করে এবং স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। তখন সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতরহিত অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব নিরাবরণ হইয়া নির্ব্বাধে প্রকাশমান হয়।১০

এই প্রকারে বচনের বিষয় (বাচ্য আত্মা), বক্তা এবং বচনক্রিয়া এই সমস্তগুলিই অতি আশ্চর্য্যস্বরূপ হওয়ায় আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়—ইহা বলিয়া, অনন্তর আত্মবিষয়ক বেদবাক্য যিনি শ্রবণ করিবেন এতাদৃশ পুরুষও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া যে আত্মা দুর্বিজ্ঞেয় তাহাই বলিতেছেন **আশ্চর্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ** অর্থাৎ ইহাও আশ্চর্য্যের মত যে অন্য কোন ব্যক্তিও আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন এবং এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেন। **অন্যঃ**—অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ আত্মদ্রষ্টা এবং আত্মতত্ত্ববক্তা মুক্তপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ বক্তার নিকট যথাবিধি অভিগমন করিয়া এই আত্মার বিষয় **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন অর্থাৎ শ্রবণ নামক বিচারের বিষয় করেন অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিয়া আত্মতত্ত্ব অবধারণ করেন। আর তিনি **শ্রুত্বা চ এনং**—এই আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা বশতঃ **বেদাপি**—তাহা অবগতও হয়েন অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও থাকেন; ইহাও আশ্চর্য্যের ন্যায়। অতএব ইহার দ্বারা **আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্**—কেহ বা ইহাকে যে দেখেন তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় এই অংশটী ব্যাখ্যাত হইল।১১

এস্থলেও কর্ত্তার আশ্চর্য্যরূপতার কারণ এই যে বহু জন্ম ধরিয়া অনুষ্ঠিত সুপুণ্য রাশির দ্বারা যাঁহার মনের মল ক্ষালিত (ধৌত)• হইয়াছে এরূপ পুরুষ দুর্লভ। ভগবান্ অগ্রে এই কথাই

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বত' ইতি। 'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ট' ইতি শ্রুতেশ্চ (কঠ উঃ ১।২।৭)।১২ এবং শ্রবণশ্রোতব্যয়োরাশ্চর্য্যত্বং প্রাগ্বদ্ব্যাখ্যেয়ং।১৩ নন্বু যঃ শ্রবণমননাদিকং করোতি স আত্মানং বেদেতি কিমাশ্চর্য্যমত আহ "নচৈব কশ্চিদি"তি; চকারঃ ক্রিয়াকর্ম্মপদয়োরনুষঙ্গার্থঃ; কশ্চিদেনং নৈব বেদ শ্রবণাদিকং কুর্ব্বন্নপি, তদকুর্ব্বংস্তু ন বেদেতি কিমু বক্তব্যং? 'ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ'ইতি ন্যায়াৎ।১৪ উক্তঞ্চ বার্ত্তিককারৈঃ—'কুতস্তজ্‌-জ্ঞানমিতি চেত্তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ। অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততেঽথবা'ইতি (বৃহদাঃ বাঃ—সম্বন্ধ বাঃ ২৯৪)। শ্রবণাদি কুর্ব্বতামপি প্রতিবন্ধপরিক্ষয়াদেব জ্ঞানং

বলিবেন যে "সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন একজন হয়ত সিদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া থাকে। আবার বহু যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যে কোনও একজন আমাকে যথাযথভাবে অবগত হয়েন"। শ্রুতিও বলিতেছেন—'যে আত্মাকে (মুমুক্ষু) বহু ব্যক্তিই শ্রবণেরও যোগ্য করিতে পারে না, আবার শ্রবণ করিলেও অনেকে (দুর্ভাগ্যবশতঃ) যাঁহাকে অবগত হইতে পারে না সেই আত্মার তত্ত্ব যিনি বলেন তাদৃশ ব্যক্তি আশ্চর্য্যতুল্য, এবং ইহার লব্ধাও কুশলই অর্থাৎ যুক্তি ও অনুভবে সমর্থ ব্যক্তিই ইহাকে লাভ করিতে পারেন, আবার যিনি কুশলানুশিষ্ট অর্থাৎ যুক্তি ও অনুভবে নিপুণ আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এই আত্মাকে জানেন তিনিও আশ্চর্য্য।১২ এইরূপে শ্রবণ এবং শ্রোতব্যেরও আশ্চর্য্যরূপতা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে।১৩ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, যে ব্যক্তি শ্রবণ মননাদি করেন তিনিই যে আত্মাকে জানিয়া থাকেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **নচৈব কশ্চিৎ**—কেহ আবার জানিতেই পারে না। "নচৈব বেদ" এইস্থলে যে 'চ' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা ক্রিয়া পদ এবং কর্ম্মপদের অনুষঙ্গ (পুনঃ সঙ্গতি) করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ **বেদ** এই ক্রিয়াপদটীর এবং **এনং** এই কর্ম্মপদটীর যে অনুষঙ্গ করিতে হইবে তাহা 'চ'কারের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অতএব শ্রবণাদি করিতে থাকিলেও যখন কেহ কেহ ইঁহাকে জানিতেই পারে না, তখন যে ব্যক্তি তাহা (শ্রবণাদি) করে না সে যে জানিতে পারিবেই না তাহা কি আর বলিতে হইবে? অর্থাৎ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন না বটে তথাপি তাঁহাদের জানিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যাহারা শ্রবণাদিও করে না তাহাদের কস্মিন্‌কালেও আত্মতত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা নাই। 'যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে ইহ জন্মেই বিদ্যার উদয় হইয়া থাকে, যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়' এই ন্যায় হইতে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতে ইহা প্রতিপাদিত হয়।১৪ বার্ত্তিককারও তাই বলিয়াছেন, যথা—'সেই জ্ঞান কিরূপে হইয়া থাকে এইরূপ যদি প্রশ্ন কর তাহা হইলে বলিব তাহা বন্ধের নাশ হইলেই হইয়া থাকে। আর সেই বন্ধক্ষয়ও কাহারও হইয়াছে, কাহারও বা হইবে এবং কাহারও বা বর্ত্তমান রহিয়াছে অর্থাৎ হইতেছে'। অনেক ব্যক্তি শ্রবণাদির অভ্যাস করিতে থাকিলেও, যদি প্রতিবন্ধ পরিক্ষীণ হয় তবেই তাহাদের কাহারও

জায়তে, অন্যথা তু ন। স চ প্রতিবন্ধপরিক্ষয়ঃ কস্যচিদ্ভূত এব যথা হিরণ্যগর্ভস্য, কস্যচিদ্ভাবী যথা বামদেবস্য, কস্যচিদ্বর্ত্ততে যথা শ্বেতকেতোঃ। তথাচ প্রতিবন্ধক্ষয়স্যাতিদুর্ল ভত্বাৎ 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্যকর্ম্মণ' ইতি স্মৃতেশ্চ দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেতি নির্গলিতোঽর্থঃ।১৫ যদি তু "শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ"ইত্যেব ব্যাখ্যায়েত তদা 'আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্ট' ইতি শ্রুত্যেকবাক্যতা ন স্যাৎ, "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বত"ইতি ভগবদ্বচনবিরোধশ্চেতি বিদ্বদ্ভিরবিনয়ঃ ক্ষন্তব্যঃ।১৬ অথবা—"ন চৈব কশ্চিৎ"ইত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ—কশ্চিদেনং ন পশ্যতি ন বদতি ন শৃণোতি শ্রুত্বাপি ন বেদেতি পঞ্চ প্রকারা উক্তাঃ। কশ্চিৎ পশ্যত্যেব ন বদতি, কশ্চিৎ পশ্যতি চ বদতি

জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অন্যথা নহে। আর সেই যে প্রতিবন্ধপরিক্ষয় তাহা কাহারও হইয়া গিয়াছে, যেমন হিরণ্যগর্ভের; কাহারও বা হইবে, যেমন বামদেবের; এবং কাহারও বা হইতেছে যেমন শ্বেতকেতুর। সুতরাং প্রতিবন্ধক্ষয় অত্যন্ত দুর্লভ হওয়ায় এবং 'পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলে তবেই পুরুষের জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে' এই প্রকার স্মৃতি বচন থাকায় এইরূপ অর্থই নিশ্চত হয় যে এই আত্মা দুর্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে।১৫ আর যদি "শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ" অর্থাৎ "এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও—কেহ ইঁহাকে জানিতে পারে না" এই সমস্ত-অংশটীকে একটী বাক্য ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ টীকামধ্যে "শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ" এই পর্য্যন্ত একটী বাক্য এবং "ন চৈব কশ্চিৎ"এইটী অন্য একটী বাক্য ধরিয়া যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা না করিয়া যদি ঐ সমস্ত অংশটীকে একত্র একটী বাক্য ধরা হয় তাহা হইলে 'এই আত্মার জ্ঞাতা আশ্চর্য্যস্বরূপ এবং উপদেশকও কুশল অর্থাৎ যুক্তি ও অনুভবে নিপুণ' এই শ্রুতিবাক্যের সহিত একবাক্যতা হয় না। এবং "আত্মতত্ত্ব বোধে যত্নশীল সিদ্ধব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও ব্যক্তি আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া থাকে" এই ভগবদুক্তিও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।—এই কথা বলায় যদি আমার কোন অবিনয় প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা সুধীগণের মার্জ্জনীয়। অভিপ্রায় এই যে শ্রুতি ও ভগবদ্গীতার উক্ত বচন হইতে জানা যায় যে আত্মতত্ত্ব বহু লোকে না জানুক খুব কম লোকও অন্ততঃ জানিতে পারে, কেন না তাহা না হইলে কাহারও মুক্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই স্থলের "শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ" এই সমস্ত অংশটীকে একটী বাক্য ধরিয়া অর্থ করিলে শ্রুতি ও বক্ষ্যমাণ ভগবদ্বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, কারণ এপক্ষে ইহার এইরূপ অর্থ হয় যে, শ্রবণাদি করিলেও কেহই এই আত্মাকে অবগত হইতে পারে না। অথচ শ্রুতিবাক্য ও ভগবদুক্তি হইতে জানা যায় যে শ্রবণমননাদিপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইয়াছে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। এই কারণে উক্ত অংশটীকে দুইটী বাক্য করিয়া যেমন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই সঙ্গত।১৬ অথবা "ন চৈব কশ্চিৎ" এই অংশটীর সর্ব্বত্রই অর্থাৎ শ্লোকোক্ত সকল ক্রিয়াপদের সহিতই অনুষঙ্গমূলক সম্বন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে—কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না, কেহ বলিতে পারে না, কেহ শ্রবণ করিতে পারে না, এবং কেহ শুনিয়াও অবগত হয় না, এইরূপে পদ যোজনা

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

ভারত ! অয়ং দেহী সর্ব্বস্য দেহে নিত্যম্ অবধ্যঃ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুম্ ন অর্হসি, অর্থাৎ, হে ভরতকুলতিলক ! সকল প্রাণীরই দেহ নিহত হইতে থাকিলেও দেহী যখন নিশ্চিতই নিহত হয় না তখন কোনও প্রাণীর বধের জন্য তোমার শোক করা উচিত হয় না। ৩০

চ, কশ্চিত্তদ্বচনং শৃণোতি চ তদর্থং জানাতি চ, কশ্চিৎ শ্রুত্বাপি ন জানাতি, কশ্চিত্তু সর্ব্ববহির্ভূত ইতি।১৭ অবিদ্বৎপক্ষে তু অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভিভূতত্বাদাশ্চর্য্যতুল্যত্বং দর্শনবদনশ্রবনেম্বিতি নিগদব্যাখ্যাতঃ শ্লোকঃ। চতুর্থপাদে তু দৃষ্ট্বোক্ত্বা শ্রুত্বাপীতি যোজনা।১৮—২৯

ইদানীং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণভ্রমনিবৃত্তিসাধনমুক্তমুপসংহরতি দেহীতি। "সর্ব্বস্য" প্রাণিজাতস্য "দেহে" বধ্যমানেঽপ্যয়ং "দেহী" লিঙ্গদেহোপাধিরাত্মা বধ্যো ন ভবতীতি "নিত্যং" নিয়তং যস্মাৎ তস্মাৎ "সর্ব্বাণি ভূতানি" স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভীষ্মাদিভাবাপ-

করিলে পাঁচ প্রকার অর্থ উক্ত হয়। যথা,—কেহ দেখেন বটে কিন্তু বলেন না, কেহ দেখিয়াও থাকেন এবং বলিয়াও থাকেন, কেহ আত্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য শুনিয়া থাকেন এবং তাহার অর্থও অবগত হইয়া থাকেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা অবগত হয়েন না, আর কেহ বা এই সমস্ত প্রকারেরই বহির্ভূত।১৭ এই শ্লোকটী অজ্ঞানিব্যক্তিগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে এইরূপ পক্ষ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলেও আত্মদর্শন, আত্মতত্ত্ব-কথন এবং আত্মতত্ত্বশ্রবণ এই সমস্তই তাহাদের কাছে আশ্চর্য্যের ন্যায়, কারণ তাহারা অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার দ্বারা অভিভূত। এই পক্ষে এইরূপে শ্লোকটী নিগদ ব্যাখ্যাত অর্থাৎ যেমন উক্ত হইয়াছে সেইরূপেই উহা ব্যাখ্যাত হইয়া গিয়াছে। কেবল চতুর্থ পাদে "দেখিয়া, বলিয়া এবং শুনিয়াও (কেহ জানিতে পারে না)"—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে।১৮—২৯

ভাবপ্রকাশ—যদি বল, সকলেই ত শোক করে; যদি শোকের কারণই না থাকে, তবে সকলেই শোক করে কেন? ইহার উত্তরে বলিব যে আত্মতত্ত্ব অতীব দুরধিগম্য, এ সম্বন্ধে শুনিলেই যে ধারণা করিতে পারা যায় তাহা নহে,—এ এক অভিনব তত্ত্ব; ইহার কথা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়। ইহার তুল্য দ্বিতীয় বস্তু নাই—তাই ইহার ধারণা এত কঠিন, এই আত্মতত্ত্বের ধারণা হয় না বলিয়াই লোকের শোকমোহ উপস্থিত হয়। আত্মাকে জানিলে শোকমোহ থাকিতে পারে না—ইহা নিশ্চিত। আত্মতত্ত্ব এত কঠিন যে যিনি ইহাকে জানেন—তিনিও বলিয়া ইহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এ এমন অভিনব তত্ত্ব যে যিনি ইহাকে দর্শন করেন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন—ইহার তুল্য বস্তু ত কখনও দর্শন করেন নাই—তাই এই বিস্ময়; দেখিয়াও বিস্ময় যায় না, বলিতে গেলে ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহার বর্ণনাও বিস্ময়কর।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

স্বধর্ম্মং অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে, অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) আলোচনা করিয়াও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত হয় না; কারণ ধর্ম্মানুগত যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অন্য কোন শ্রেয়োজনক কর্ম্ম নাই।৩১

ন্নাম্যুদ্দিশ্য ত্বং "ন শোচিতুমর্হসি"—১ স্থূলদেহস্যাশোচ্যত্বমপরিহার্য্যত্বাৎ, লিঙ্গদেহস্যাশোচ্যত্বমাত্মবদেব অবধ্যত্বাদিতি স্থূলদেহস্য লিঙ্গদেহস্যাত্মনো বা শোচ্যত্বং ন যুক্তমিতি ভাবঃ।২—৩০ ॥

তদেবং স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়তৎকারণাবিদ্যাখ্যোপাধিত্রয়াঽবিবেকেন মিথ্যাভূতস্যাপি সংসারস্য সত্যত্বাত্মধর্ম্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমর্জ্জুনস্য ভ্রমং নিরাকর্ত্তুং উপাধিত্রয়বিবেকেনাত্মস্বরূপমভিহিতবান্।১ সম্প্রতি যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে হিংসাদিবাহুল্যেনাধর্ম্মত্বপ্রতিভাসরূপমর্জ্জুনস্যৈব করুণাদিদোষনিবন্ধনমসাধারণং ভ্রমং

এক্ষণে, যে ভ্রম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সাধারণ অর্থাৎ সমভাবে বিদ্যমান সেই ভ্রমনিবৃত্তির যাহা সাধন—সেই ভ্রম যাহা দ্বারা নিবৃত্ত হয়, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারই উপসংহার করিতেছেন। **সর্ব্বস্য**—সমস্ত প্রাণিগণের **দেহে**—দেহ নিহত হইতে থাকিলেও **অয়ং দেহী**=এই দেহী অর্থাৎ লিঙ্গোপাধি আত্মা (লিঙ্গদেহ যাঁহার উপাধি অর্থাৎ সংসারাধার, লিঙ্গদেহোপহিত সেই আত্মা) **অবধ্যঃ**—বধ্য অর্থাৎ বধার্হ বা বিনষ্ট হন না, যেহেতু ইহা **নিত্যং**—নিয়ত অর্থাৎ নিশ্চিত সেই কারণে **সর্ব্বাণি ভূতানি**=ভীষ্মাদিভাবাপন্ন সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত সকলের উদ্দেশে **ত্বং শোচিতুম্ ন অর্হসি**—তোমার শোক করা উচিত নহে।১ স্থূল দেহ অশোচ্য অর্থাৎ স্থূল দেহের জন্য শোক করা অনুচিত কারণ তাহার নাশ অপরিহার্য্য; আর লিঙ্গদেহ অশোচ্য (শোকের অযোগ্য), যেহেতু তাহাও আত্মারই ন্যায় অবধ্য অর্থাৎ নিহত হয় না। এই সমস্ত কারণে স্থূলদেহের অথবা লিঙ্গদেহের কিংবা আত্মার শোচ্যতা উচিত নহে অর্থাৎ তাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত ॥ ২—৩০ ॥

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বোক্ত আলোচনার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন যে সকল প্রাণীর দেহটাই কেবল বিনাশযোগ্য এবং বিনষ্ট হয়। যিনি দেহী আত্মা তাহার বিনাশ নাই। এই আত্মার সর্ব্বথা অবিনাশিত্ব স্মরণ করিয়া তোমার শোকমোহ পরিহার করা কর্ত্তব্য।৩০

অনুবাদ—এইরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় এবং তাহাদের কারণস্বরূপ অবিদ্যা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ তিনটী উপাধির অবিবেক বশতঃ অর্থাৎ আত্মা হইতে ইহাদের পার্থক্য জানা নাই বলিয়া সংসার মিথ্যা হইলেও 'তাহা সত্য এবং তাহা আত্মার ধর্ম্ম' এইরূপে ভাসমান (প্রতীয়মান) যে ভ্রম যাহা সকল প্রাণীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে বিদ্যমান, অর্জ্জুনের সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য ভগবান উপাধিত্রয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক আত্মার যাহা স্বরূপ তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত প্রকার ভ্রম সকল প্রাণীরই রহিয়াছে এবং অর্জ্জুনেরও ছিল; তাহা দূর করিবার উপায় কি তাহা ভগবান্ বলিলেন।১

নিরাকর্ত্তুং হিংসাদিমত্ত্বেপি যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বেনাধর্ম্মত্বাভাবং বোধয়তি ভগবান্।২ ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বমেবাবেক্ষ্য কিন্তু "স্বধর্ম্মমপি" ক্ষত্রিয়ধর্ম্মমপি যুদ্ধাপরাঙ্মুখত্বরূপং "অবেক্ষ্য" শাস্ত্রতঃ পর্য্যালোচ্য "বিকম্পিতুং" বিচলিতুং ধর্ম্মাদধর্ম্মত্বভ্রান্ত্যা নিবর্ত্তিতুং "নার্হসি"।৩ তত্রৈবং সতি "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদিনা "নরকে নিয়তং বাসো ভবতী"ত্যন্তেন যুদ্ধস্য পাপহেতুত্বং ত্বয়া যদুক্তং "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিনা চ গুরুবধব্রহ্মবধাদ্যকরণং যদভিহিতং তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রাপর্য্যালোচনাদেবোক্তম্।৪ কস্মাৎ? "হি" যস্মাৎ "ধর্ম্ম্যাৎ" অপরাঙ্মুখত্বধর্ম্মাদনপেতাৎ "যুদ্ধাৎ" অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ-সাধনং "ন বিদ্যতে"—যুদ্ধমেব হি পৃথিবীজয়দ্বারেণ প্রজারক্ষণব্রাহ্মণশুশ্রূষাদিক্ষাত্রধর্ম্ম-

এক্ষণে, 'যুদ্ধ নামক স্বধর্ম্মে হিংসাদি দোষ বহুল ভাবে বিদ্যমান থাকায়, তাহা অধর্ম্ম' এইরূপ বিবেচনা বশতঃ অর্জ্জুনের করুণাদিদোষনিবন্ধন যে অসাধারণ ভ্রম হইয়াছিল (কর্ত্তব্যে অকর্ত্তব্যরূপ ভ্রম সর্ব্বসাধারণ নহে, কিন্তু যাহার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে তাহার যদি ভ্রমে অকর্ত্তব্যতা বোধ হয় তাহা হইলে এই ভ্রম সেই ব্যক্তির একারই হইয়া থাকে বলিয়া তাহা অসাধারণ; আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া অর্জ্জুনের ঐপ্রকারেরই যে ভ্রম হইয়াছিল) তাহা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ বুঝাইয়া দিতেছেন যে যুদ্ধ স্বধর্ম্ম হওয়ায় তাহাতে অধর্ম্মত্ব নাই—২। কেবল যে পরমার্থ তত্ত্ব অবেক্ষণ করিয়া যুদ্ধে কম্পিত (শোকাদিহেতু চঞ্চল) হওয়া অনুচিত তাহা নহে কিন্তু **স্বধর্ম্মম্ অপি**—যুদ্ধাপরাঙ্মুখত্বরূপ অর্থাৎ যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া এই প্রকার যে ক্ষাত্রধর্ম্ম তাহাও **অবেক্ষ্য**—অবেক্ষণ করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তি অনুসারে আলোচনা করিয়া **বিকম্পিতুং**—বিকম্পিত হওয়া—বিচলিত হওয়া অর্থাৎ ধর্ম্মাদিতে অধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া **নার্হসি**—তোমার উচিত নহে।৩ এরূপ স্থলে ইহা হইলে পর অর্থাৎ সে স্থলে ইহাই যখন শাস্ত্রসঙ্গত তখন, **যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি**—"যদিও ইহারা দেখিতে পাইতেছে না" ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া **নরকে নিয়তং বাসঃ**—"অবশ্যই চিরকাল ধরিয়া নরকে বাস হইয়া থাকে" এই পর্য্যন্ত শ্লোকে তুমি (অর্জ্জুন) যে যুদ্ধের পাপহেতুতার কথা বলিয়াছিলে অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে পাপই হইবে এইরূপ যে বলিয়াছিলে এবং **কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে**—"যুদ্ধে আমি কিরূপে ভীষ্মের সহিত বাণদ্বারা যুদ্ধ করিব" ইত্যাদি শ্লোকে গুরুবধ ও ব্রহ্ম বধ করিব না বলিয়া যে অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছিলে সে সমস্তই ধর্ম্ম শাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়াই বলিয়াছিলে অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সম্যক্রূপে আলোচনা কর নাই বলিয়াই সেইরূপ উক্তি সকল তোমার মত ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল।৪ কি রকম? (উত্তর)—"**হি**"—যেহেতু **ধর্ম্ম্যাৎ**—অপরাঙ্মুখত্বধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ বিমুখ না হওয়ারূপ যে ধর্ম্ম তাহা হইতে অনপেত (অস্খলিত) যে যুদ্ধ, সেইরূপ যুদ্ধ ছাড়া **অন্যৎ**—অন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর অন্য কোন **শ্রেয়ঃ** অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধন (মঙ্গলজনক কার্য্য) নাই। কিন্তু একমাত্র যুদ্ধই পৃথিবীবিজয়দ্বারা প্রজারক্ষণ এবং ব্রাহ্মণশুশ্রূষা প্রভৃতি ক্ষাত্র ধর্ম্মের নির্ব্বাহক; এবং ইহাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ততর—ইহাই অভিপ্রায়; অর্থাৎ যাহা যাহার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য তাহাই তাহার শ্রেয়ঃ-সাধন, তাহা হইতেই তাহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, ব্রাহ্মণশুশ্রূষা প্রভৃতিই

নির্ব্বাহকমিতি তদেব ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্ততরমিত্যভিপ্রায়ঃ।৫ তথাচোক্তং পরাশরেণ, 'ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডবান্। নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ'। মনুনাপি, 'সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ। ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং। শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরমি'ত্যাদিনা (৭।৮৭,৮৮)।৬ রাজশব্দশ্চ ক্ষত্রিয়জাতিমাত্রবাচীতি স্থিতমেবেষ্ট্যধিকরণে। তেন ভূমিপালস্যৈবায়ং ধর্ম্ম ইতি ন ভ্রমিতব্যম্। উদাহৃতবচনেঽপি 'ক্ষত্রিয়ো হি'ইতি 'ক্ষাত্রং ধর্ম্মম্'ইতি চ স্পষ্টং লিঙ্গম্। তস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং প্রশস্তো ধর্ম্ম ইতি সাধু ভগবতাভিহিতম্।৭ 'অপশবোঽন্যে গোঅশ্বেভ্যঃ পশবো গোঅশ্বা' ইতিবৎ প্রশংসালক্ষণয়া যুদ্ধাদন্যৎ শ্রেয়ঃসাধনং ন বিদ্যত ইত্যুক্তমিতি ন দোষঃ।৮ এতেন,

কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আবার দুষ্ট দমন না করিলে প্রজাপালন হয় না। আর যুদ্ধ না করিলে দুষ্ট দমন হয় না; এই কারণে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াও যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া তাহা হইতেই তাহার শ্রেয়ঃ হয়।৫ পরাশর তাহাই বলিয়াছেন, যথা—'ক্ষত্রিয় প্রজাপালন করিয়া এবং হস্তে শস্ত্রগ্রহণ করতঃ দুষ্টগণের দণ্ড বিধানে তৎপর হইয়া পরসৈন্য পরাজিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী রক্ষা করিবে'। মনুও—'রাজা প্রজাপালন করিতে থাকিয়া স্বসমান, নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিংবা অধম ব্যক্তির দ্বারা যদি (যুদ্ধার্থে) আহূত হন তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে তাঁহার নিবৃত্ত না হওয়া উচিত। কারণ যুদ্ধে নিবৃত্ত না হওয়া, এবং প্রজাগণের পালন করা ও ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা এইগুলিই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর'—ইত্যাদি সন্দর্ভে উহাই বলিয়াছেন।৬ আর 'রাজা' এই শব্দটী যে কেবল-মাত্র ক্ষত্রিয়েরই বাচক তাহা 'অবেষ্টি' অধিকরণে (মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে) নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে—যিনি ভূমিপাল অর্থাৎ ভূস্বামী (তিনি ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন অথবা অন্য যে জাতীয়ই হউন) ইহা অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া প্রজাপালন প্রভৃতি কর্ম্ম করা তাহারই ধর্ম্ম কিন্তু উহা সাধারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে—এরূপ ভ্রম হওয়া উচিত নহে। যেহেতু উদাহৃত (পরাশরের) বচনে 'ক্ষত্রিয়ঃ হি' এবং (মনুর বচনে) 'ক্ষাত্রং ধর্ম্মং' এইরূপ নির্দ্দেশই ইহার স্পষ্ট লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা জ্ঞাপক। অর্থাৎ মনু এবং পরাশর উভয়েরই বচনে যখন স্পষ্ট করিয়া 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তখন যুদ্ধ করিয়া প্রজাপালনাদি করা ব্রাহ্মণাদি যে ব্যক্তিই ভূস্বামী হইবে তাহা তাহারই কর্ত্তব্য কিন্তু ক্ষত্রিয় সাধরণের কর্ত্তব্য নহে, এরূপ বলা চলে না। অতএব ভগবান্, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ প্রশস্ত ধর্ম্ম, এই কথা যে বলিয়াছেন তাহা অতি সমীচীনই হইয়াছে।৭। 'গো এবং অশ্ব ছাড়া অন্য পশুসকল অপশু (পশুই নহে), কিন্তু গো এবং অশ্ব ইহারাই পশু'—এই বচনে যেমন গো এবং অশ্বের প্রশংসাই কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু অন্য পশুতে যে পশুত্ব নাই এরূপ অর্থ উক্ত হয় নাই এ স্থলেও সেইরূপ 'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রেয়ঃসাধন নাই' এই উক্তিতে যুদ্ধের প্রশংসাই কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু অন্য ধর্ম্ম যে ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় নহে—এরূপ অর্থ এস্থলে বিবক্ষিত হয় নাই; সুতরাং উক্ত উক্তিতে কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই।৮। ইহার দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্মানপেত যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের

যুদ্ধাৎ প্রশস্ততরং কিঞ্চিদনুষ্ঠাতুং ততো নিবৃত্তিরুচিতেতি নিরস্তং, "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহব" ইত্যেতদপি ॥৯—৩১॥

অন্য কর্ত্তব্য নাই—এই উক্তি হেতু 'যাহা যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত এমন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত'—এইরূপ মত নিরস্ত হইল এবং "যুদ্ধে স্বজনগণকে নিহত করিয়া কোন শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না" অর্জ্জুনের এই উক্তিও প্রত্যুক্ত হইল অর্থাৎ যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ততম ধর্ম্ম, তাহার পক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত শ্রেয়ঃসাধন কোন কর্ম্ম নাই; আর তাহা হইতেই তাহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। এই কারণে "যুদ্ধ অপেক্ষা প্রশস্ততর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব এবং যুদ্ধে স্বজনগণকে বধ করিয়া ইহাতে কোন শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না"—(অর্জ্জুনের) এই দুই প্রকার উক্তিই সঙ্গত নহে।৯—৩১

তাৎপর্য্য :—শ্লোকটীর তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য টীকাকার মীমাংসা দর্শনের দুইটী অধিকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই দুইটী অধিকরণ এইরূপ—মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে তৃতীয় সূত্রে যে বিচার আছে তাহাতে রাজসূয় যজ্ঞের প্রকরণে উপদিষ্ট অবেষ্টিনামকযজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যেরও অধিকার আছে কি না এই সন্দেহের মীমাংসাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তরূপে বলা হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়ত্ব জাতিই রাজশব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত বলিয়া 'রাজা রাজসূয়েন যজেত' এই শ্রুতিবাক্যবিহিত রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়পদবোধিত ক্ষত্রিয়জাতি ছাড়া ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যের অধিকার নাই। অতএব রাজসূয় প্রকরণান্তর্গত যে অবেষ্টি-নামক ইষ্টি তাহাতে রাজ্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যের অধিকার নাই। এইজন্য এই অন্তরবেষ্টি ছাড়া রাজসূয় যজ্ঞানন্তর্গত বহিরবেষ্টিযজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব আছে, আর অন্তরবেষ্টিতে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়েরই অধিকারিতা রহিয়াছে। অতএব 'সমোত্তমাধমৈ রাজা' ইত্যাদি মনুবচনে যে 'রাজা' পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও ঐ প্রকারে ক্ষত্রিয়েরই বাচক বলিয়া তদুক্ত নিয়মানুসারে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়জাতি অর্জ্জুনের অবশ্য কর্ত্তব্য,—না করিলে প্রত্যবায় হইবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি জন্মনিমিত্তক, গুণকর্ম্মনিমিত্তক নহে—এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারেই এই সমস্ত বিচার।

আর এ স্থলে যে বলা হইয়াছে ধর্ম্ম যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয়ঃ নাই, ইহার দ্বারা তাহার পক্ষে অন্য শ্রেয়ের নিষেধ করা হয় নাই কিন্তু যুদ্ধের প্রশস্ততাই কথিত হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের যোড়াশধিকরণে 'প্রশংসা' এই সূত্রাংশে 'অপশবো বা অন্যে গোঅশ্বেভ্যঃ পশবো গোঅশ্বাঃ' অর্থাৎ গরু ও ঘোড়া ছাড়া অপর সকল গুলিই অপশু,—গরু ও ঘোড়াই পশু, এই বাক্য লইয়া বিচার করিয়া যেমন বলা হইয়াছে যে 'অপশবঃ' এস্থলে অন্যের পশুত্ব নিষেধ করা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু গবাশ্বের প্রাশস্ত্য ও অপরের অপ্রশস্ততা জ্ঞাপন করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পশুর মধ্যে গবাশ্ব যাদৃশ প্রশস্ত অন্য পশু তাদৃশ নহে। সেইরূপ এস্থলেও বলা হইয়াছে যে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যাদৃশ প্রশস্ত অর্থাৎ শ্রেয়োজনক অন্য কোন কর্ম্ম তাহার তাদৃশ শ্রেয়োজনক নহে।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

পার্থ! সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে অর্থাৎ স্বতঃসমাগত এই যে এতাদৃশ যুদ্ধ যাহা সাক্ষাৎ স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, হে পার্থ যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ইহা লাভ করে তাহারা নিশ্চিতই সুখী—ভাগ্যবান্।৩২

নন্বু যুদ্ধস্য কর্ত্তব্যত্বেঽপি ন ভীষ্মদ্রোণাদিভির্গুরুভিঃ সহ তৎ কর্ত্তুমুচিতমতিগর্হিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৃচ্ছয়েতি।১ "যদৃচ্ছয়া" স্বপ্রযত্নব্যতিরেকেণ "চঃ" অবধারণে অপ্রার্থনয়ৈব "উপস্থিতং" ঈদৃশং ভীষ্মদ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং কীর্ত্তিরাজ্যলাভদৃষ্টফলসাধনং "যুদ্ধং" যে ক্ষত্রিয়াঃ প্রতিযোগিত্বেন লভন্তে তে "সুখিনঃ" সুখভাজ এব। জয়ে সতি অনায়াসেনৈব যশসো রাজ্যস্য চ লাভাৎ, পরাজয়ে চ অতিশীঘ্রমেব স্বর্গস্য লাভাদিত্যাহ "স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্"ইতি।২ অপ্রতিবন্ধং স্বর্গসাধনং যুদ্ধং অব্যবধানেনৈব স্বর্গজনকং, জ্যোতিষ্টোমাদিকন্তু চিরতরেণ, দেহপাতস্য প্রতিবন্ধাভাবস্য চ অপেক্ষণাদিত্যর্থঃ।৩ স্বর্গদ্বার-

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বে ত তত্ত্বালোচনার দ্বারা দেখাইলাম যে শোকের কোনও কারণ নাই। লোক ব্যবহারের কথা যে তুমি বলিয়াছ সেদিক দিয়াও কথাটী ভাবিয়া দেখ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ নিষিদ্ধ ত নহেই, পরন্তু ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর বস্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর নাই। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তোমার উচিত নহে।৩১

অনুবাদ—আচ্ছা, যুদ্ধ কর্ত্তব্য হইলেও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনগণের সহিত যুদ্ধ করা ত অনুচিত, যেহেতু তাহা অতি গর্হিত; এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন—১। **যদৃচ্ছয়া**—যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ নিজ প্রযত্ন ব্যতীত। **"চ"** শব্দটী অবধারণ (নিশ্চয়) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (অতএব) বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত এতাদৃশ যে যুদ্ধ, যাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ প্রতিযোগিরূপে (প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া) বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং যাহা কীর্ত্তিলাভ, ও রাজ্যলাভরূপ দৃষ্ট ফলের (ঐহিক প্রয়োজনের) সাধন অর্থাৎ যাহা দ্বারা ইহজগতে কীর্ত্তিলাভ এবং রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহাকে যে সকল ক্ষত্রিয়গণ প্রতিযোগিরূপে লাভ করিতে পারে তাহারা অবশ্যই **সুখিনঃ**—সুখী অর্থাৎ সুখভাগী বলিতে হইবে। যেহেতু যদি জয় হয় তাহা হইলে অনায়াসেই যশ ও রাজ্য লাভ হইবে।২ আর যদি পরাজয় হয় তাহা হইলে অতিশীঘ্রই স্বর্গলাভ হইবে। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন **স্বর্গদ্বারম্ অপাবৃতম্**—যুদ্ধ অপ্রতিবদ্ধ ভাবে অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিনা অর্থাৎ অব্যবধানেই (ব্যবধান বিনাই) স্বর্গের জনক। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ চিরতরে অর্থাৎ বহু বিলম্বে স্বর্গের জনক হইয়া থাকে; কেননা সে স্থলে দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধাভাব অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেও যাবৎকাল দেহ বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে না বলিয়া সে স্থলে দেহস্থিতিই তাহার প্রতিবন্ধক। আয়ুঃক্ষয়ে শরীর নষ্ট হইলে পরে যাজ্ঞিক ব্যক্তি স্বর্গারোহণে সমর্থ হয়েন। আর যুদ্ধে মৃত্যু হইলে সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, যেহেতু, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধকাভাব ঘটে।৩

মিত্যনেন শ্যেনাদিবৎ প্রত্যবায়শঙ্কা পরিহৃতা। শ্যেনাদয়ো হি বিহিতা অপি ফলদোষেণ দুষ্টাঃ, তৎফলস্য শত্রুবধস্য 'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি 'ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ'ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধস্য প্রত্যবায়জনকত্বাৎ, ফলে বিধ্যভাবাচ্চ, ন 'বিধিস্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ' ইতি ন্যায়াবতারঃ। যুদ্ধস্য হি ফলং স্বর্গঃ ; স চ ন নিষিদ্ধঃ।৪ তথাচ মনুঃ 'আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখা' ইতি।৫ যুদ্ধন্তু অগ্নীষোমীয়াদ্যা-লম্ভবদ্বিহিতত্বান্ন নিষেধেন স্প্রষ্টুং শক্যতে ষোড়শিগ্রহণাদিবৎ। গ্রহণাগ্রহণয়োস্তুল্যবলতয়া বিকল্পবৎ সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষশাস্ত্রেণ সঙ্কোচসম্ভবাৎ।৬ তথা চ বিধিস্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ ইতি ন্যায়াৎ যুদ্ধং ন প্রত্যবায়জনকং, নাপি ভীষ্মদ্রোণাদিগুরুব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তো দোষঃ,

"স্বর্গদ্বারম্" এই কথা উক্ত হওয়ায় শ্যেনাদি যজ্ঞের ন্যায় যুদ্ধে যে প্রত্যবায়ের (পাপের) আশঙ্কা হইতে পারে তাহা পরিহৃত হইল। অর্থাৎ শ্যেনাদি যাগে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক ফলের দ্বারাও প্রত্যবায় আছে, কিন্তু যুদ্ধে তাহা নাই। ইহার কারণ এই যে শ্যেন প্রভৃতি যাগ সকল বিহিত হইলেও অর্থাৎ বিধিবোধিত বলিয়া স্বয়ং অনিষ্টজনক না হইলেও ফলের দোষে দুষ্ট (দোষযুক্ত) হইয়া থাকে। কারণ শ্যেন যাগের ফল শত্রুবধ ; তাহা আবার 'কোনও প্রাণীর প্রতিই হিংসা করিবে না', 'ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না' ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রত্যবায়জনক ; আর ফলবিষয়ে বিধি (শাস্ত্রবিধান) না থাকায় তথায় 'বিধিস্পৃষ্টে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিষয়ে নিষেধের অবকাশ নাই' এই নিয়ম খাটে না। অর্থাৎ উক্ত নিয়মানুসারে শ্যেনযাগজন্য হিংসার যে পাপজনকতা নাই তাহা বলা চলে না, কারণ শ্যেনাদির ফল হিংসা ; আর হিংসা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রত্যবায় জনক। পক্ষান্তরে যুদ্ধের ফল হইতেছে স্বর্গ ; আর তাহা নিষিদ্ধ নহে (সুতরাং তাহা পাপজনকও নহে)। ৪ এইজন্য মনু বলিয়াছেন—'যে সকল রাজন্যগণ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া স্বসামর্থ্য অনুসারে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের হিংসা করিয়া থাকে অর্থাৎ পরস্পর হতাহত হয় তাহারা স্বর্গগমন করে।' ৫ আর যুদ্ধ অগ্নীষোমীয়াদি পশুর আলম্ভের (বধের) ন্যায় বিহিত বলিয়া ষোড়শিনামক যজ্ঞপাত্রবিশেষের গ্রহণের ন্যায় তাহা নিষেধের দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে পারে না! ষোড়শীর (যজ্ঞপাত্রবিশেষের) গ্রহণ এবং ষোড়শীর অগ্রহণস্থলে যেমন গ্রহণ এবং অগ্রহণ তুল্যবল হওয়ায় বিকল্পিত অর্থাৎ দুইটীই শাস্ত্র বলিয়া সমবল হওয়ায় সে স্থলে ইচ্ছানুসারে উভয়ই অনুষ্ঠেয়, কিন্তু কোনটীই অপ্রমাণ নহে, সেইরূপ বিশেষশাস্ত্রের দ্বারা সামান্যশাস্ত্রের সংকোচ হওয়াই উচিত অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র এবং বিশেষ শাস্ত্র স্থলভেদে উভয়ই প্রমাণ—কোনটীই অপ্রমাণ নহে। অর্থাৎ **ন হিংস্যাৎ** এইটী সামান্য শাস্ত্র আর **অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত** এইটী বিশেষ শাস্ত্র ; এই দুইটীই প্রমাণ। তবে ইহাদের অবিরোধ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে অগ্নীষোমীয়াদি বিহিত স্থল ছাড়া অন্যান্য অবিহিত স্থলেই হিংসায় অনর্থ জন্মে কিন্তু তৎতৎ বিহিত স্থলে হিংসা অনর্থসাধন নহে। এইরূপে, সামান্যবিধির দ্বারা সকল স্থলেই হিংসার যে অনর্থফলকত্ব বুঝাইতেছিল, বিধিবিহিত স্থলে তাহা তাদৃশ হয় না বলিয়া তথা হইতে তাহার সঙ্কোচ হইল।৬ অতএব 'বিধিস্পৃষ্ট বিষয়ে' নিষেধের অবকাশ নাই' এই ন্যায়

তেষামাততায়িত্বাৎ।৭ তদুক্তং মনুনা 'গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং। আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন। (মনু ৮।৩৫০,৫১)। আততায়িন মায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ' ইত্যাদি।৮ নন্থ 'স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতি'রিতি (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২।২১) যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ আততায়িব্রাহ্মণ-বধেঽপি প্রত্যবায়োঽস্ত্যেব। 'ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ'ইতি হি দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষত্বাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রং, 'জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ'ইতি চ স্বজীবনার্থত্বাদর্থশাস্ত্রম্।৯

(নিয়ম) অনুসারে যুদ্ধ প্রত্যবায়জনক নহে, অর্থাৎ যাহা বিধিবিহিত তাহা হিংসাত্মক হইলেও প্রত্যবায়জনক নহে; যুদ্ধও বিধিবিহিত এই কারণে তাহা হিংসাত্মক হইলেও পাপজনক নহে। আর তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনগণের এবং ব্রাহ্মণের বধ করার জন্যও দোষ নাই; যেহেতু তাঁহারা আততায়ী।৭ মনুও তাহাই বলিয়াছেন—'আক্রমণকারী আততায়ী গুরুই হউক আর বালকই হউক, বৃদ্ধই হউক, অথবা বহুশ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞ) ব্রাহ্মণই হউক, বিচার না করিয়াই তাহাকে নিহত করিবে। আক্রমণকারী আততায়ী ব্যক্তি বেদাঙ্গপারগ হইলেও যদি সে হনন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে মারিবার ইচ্ছা করিয়া অগ্রসর হইবে অর্থাৎ বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মঘ্ন হইতে হইবে না; যেহেতু আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিলে ঘাতকের কোনও দোষ হয় না'—ইত্যাদি।৮ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'স্মৃতিদ্বয়ের (দুইটী স্মৃতিবচনের) বিরোধ ঘটিলে ব্যবহার বিষয়ে ন্যায়ই অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত স্মৃতিবচনটীই বলবান্ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। আর ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা বলবৎ, ইহাই স্থিতি অর্থাৎ নিয়ম হইতেছে'—যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন অনুসারে আততায়ী ব্রাহ্মণের বধেও ত অবশ্যই পাপ রহিয়াছে। কারণ 'ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না' ইহা হইতেছে ধর্ম্মশাস্ত্র, কেন না ইহাতে কোন দৃষ্ট প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই এবং 'হনন করিতে ইচ্ছু ব্যক্তিকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া অগ্রসর হইবে' ইহা হইতেছে অর্থশাস্ত্র, যেহেতু এস্থলে নিজজীবনরক্ষারূপ দৃষ্ট প্রয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—যে, যাহা দৃষ্টপ্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষাদি লৌকিকপ্রমাণগম্য তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই, কারণ 'অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্'—যে সকল বিষয় লৌকিক প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না তাদৃশ বিষয় সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দেয় তাহাই শাস্ত্র। দৃষ্ট বিষয় সকল ত লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই জানা যায়, সুতরাং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের আর অপেক্ষা কি? এই জন্য শাস্ত্রে যথায় লৌকিকপ্রমাণগম্য বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে তাদৃশস্থলে শাস্ত্র অনুবাদি, সে বিষয়ে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই—ইহাই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত। এই নিয়ম বুদ্ধিস্থ করিয়াই আশঙ্কা করা হইয়াছে যে 'আততায়িবধবিষয়ক শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, কিন্তু অর্থ শাস্ত্র, কেননা আততায়ীকে বধ করিলে জীবনরক্ষা হইবে। সুতরাং নিজজীবনরক্ষারূপ দৃষ্ট প্রয়োজন উহার ফল হওয়ায় 'আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিবে' এই শাস্ত্রটী অর্থ শাস্ত্র। আর অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া 'ন হিংস্যাৎ' এই ধর্ম্মশাস্ত্রটী এখানে প্রবল। সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে যুদ্ধে বধ করা অধর্ম্ম বলিয়া পাপজনক।৯ এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য—'ব্রহ্মার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ

অত্রোচ্যতে 'ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত' ইতিবৎ (যজুর্ব্বেদ ৩০।৫) যুদ্ধবিধায়কমপি ধর্ম্মশাস্ত্রমেব, "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা"ইত্যত্র দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যাজ্ঞবল্ক্যবচনন্তু দৃষ্টপ্রয়োজনোদ্দেশ্যককূটায়ুধাদিকৃতবধবিষয়মিত্যদোষঃ।১০ মিতাক্ষরাকারস্তু—'ধর্ম্মার্থসন্নিপাতেঽর্থগ্রাহিণ এতদেবেতি দ্বাদশবার্ষিকপ্রায়শ্চিত্তস্যৈতচ্ছব্দ পরামৃষ্টস্যাপস্তম্বেন বিধানাৎ মিত্রলব্ধ্যাদ্যর্থশাস্ত্রানুসারেণ চতুষ্পাদ্ব্যবহারে শত্রোরপি জয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রাতিক্রমো ন কর্ত্তব্য ইত্যেতৎপরং বচনমেতৎ'—ইত্যাহ। ভবেত্বেবং ন নো হানিঃ।১১ তদেবং যুদ্ধকরণে সুখোক্তেঃ "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব"ইত্যর্জ্জুনোক্তমপাকৃতং।১২—৩২

আলম্ভন (বধ) করিবে' এই শাস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধবিষয়ক শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্রই বটে। যেহেতু অগ্রে "সুখ এবং দুঃখকে সমানজ্ঞান করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে যে যুদ্ধে দৃষ্ট প্রয়োজনের অপেক্ষাই নাই অর্থাৎ রাজ্যলোভের জন্য যে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা নহে কিন্তু ধর্ম্মের জন্যই তাহা কর্ত্তব্য। আর যাজ্ঞবল্ক্যের বচনটী দৃষ্ট (লৌকিক) প্রয়োজন যাহার উদ্দেশ্য এতাদৃশ কূটযুদ্ধজন্য যে বধ তাহারই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কোন ফলের উদ্দেশ্যে যদি যুদ্ধে ব্রাহ্মণ বধ করা হয় তাহা হইলে সে স্থানে ব্রাহ্মণবধজন্য পাপ হইবে, কেননা তাদৃশ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। কিন্তু যেখানে বিনা ফলাকাঙ্ক্ষায় কেবল কর্ত্তব্যবোধে যুদ্ধ করিতে হয় এবং তাদৃশ যুদ্ধে যদি ব্রাহ্মণও আততায়ী হয় তাহা হইলে তাহার বধে পাপ হইতে পারে না—ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের অর্থ;—এইরূপে স্মৃতিদ্বয়ের যে পরস্পর বিরোধরূপ দোষ হইতেছিল তাহা আর হইতে পারে না।১০ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মিতাক্ষরানামকটীকাকার কিন্তু এ স্থলে বলেন—'ধর্ম্মফলক এবং অর্থফলক উভয় প্রকার ক্রিয়ার যেখানে প্রবৃত্তি হয় সেইরূপ স্থলে যদি কেহ ধর্ম্মফলক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া অর্থফলক ক্রিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইহাই (এইরূপ দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তই) বিহিত' —এই বচনে আপস্তম্ব 'এতদ্' শব্দের দ্বারা দ্বাদশবর্ষব্যাপিপ্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। সুতরাং মিত্রলব্ধি আদি অর্থশাস্ত্রানুসারে অর্থাৎ 'পূর্ব্বপক্ষ আদ্যপাদঃ' পূর্ব্বপক্ষ প্রথমপাদ হইতেছে ইত্যাদি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চতুষ্পাদ্ব্যবহারস্থলে অর্থশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্যও ধর্ম্মশাস্ত্রের অতিক্রম করা উচিত নহে" অর্থাৎ শত্রুকে নির্জ্জিত করিবার জন্যও ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া অর্থশাস্ত্র অনুসরণ করা উচিত নহে, ইহাই এই বচনের অর্থ। মিতক্ষরাকারের মতে যদি উহার অর্থ এইরূপ হয় হউক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বচনের ঐরূপ অর্থ হইলেও যে যুদ্ধ পাপজনক নহে এবং শাস্ত্রবিহিত সেই যুদ্ধে আততায়ীকে বধ করিলেও যে কোন প্রত্যবায় হয় না ইহাতে কোন বৈমত্য নাই। আর তাহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।১১ অতএব যুদ্ধ করিলে যে সুখ হয় তাহা এই প্রকারে উক্ত হইল বলিয়া—"হে মাধব আমরা স্বজনগণকে হনন করিয়া কিরূপে সুখী হইব"?—অর্জ্জুনের এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্ত হইল অর্থাৎ উহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল অর্থাৎ অর্জ্জুনের এই প্রকার উক্তি যে সঙ্গত নহে তাহা দেখান হইল।১২ **তাৎপর্য্য**ঃ—ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ বলেন

ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্ম কি তাহা মনুষ্যের কথায় অবধারিত হয় না, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় অনতুমেয় পদার্থ। শাস্ত্রমতে দেখা যায় একই কর্ম্ম একজনের নিকট এক সময়ে ধর্ম্ম এবং তাহাই আবার অন্য একজনের নিকটে অথবা অন্য এক সময়ে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার ; কোন ব্রাহ্মণ যদি রাজা হইয়া উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম ত হইবে না প্রত্যুত অধর্ম্মই হইবে। এইরূপ সন্ধ্যাবন্দনা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইলেও অশৌচাদি অবস্থায় বা তাদৃশ কালে তাহার অনুষ্ঠানে অধর্ম্মই হয়। এইরূপ শালগ্রামশিলার্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্ম অপর্য্যুদস্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্ম হইলেও শূদ্রের পক্ষে তাহা করা সর্ব্বকালে অধর্ম্ম। এইরূপ অন্যান্য বিষয়ও বুঝিতে হইবে। এই জন্য মীমাংসাদর্শনকার মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন 'ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ' (মীমাংসাদর্শন—১।১।৩) অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দ (শাস্ত্র) মূলক ; একমাত্র শাস্ত্রই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন 'শাস্ত্রহেতুত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য' অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্ণয় শাস্ত্র হইতেই হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয় করিবার সম্বন্ধে যখন মহাজনগণের সিদ্ধান্ত এইরূপ তখন নিজের ভাল লাগে না বলিয়া, অথবা জনসমাজে বিসদৃশ দেখায় বলিয়া 'ইহা ধর্ম্ম হইতে পারে না' এই প্রকার যে জনমত তাহা অত্যন্ত ভ্রমমূলকই বলিতে হইবে। ঈদৃশ লোকমত সুধী ব্যক্তিগণের উপেক্ষণীয়। সুতরাং যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম, ইহাই হইল ধর্ম্মাধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ। আবার কোনও বিষয় যদি শাস্ত্রে এক স্থানে বিহিত হয় এবং অপর স্থানে নিষিদ্ধ কিংবা এক স্থানে নিষিদ্ধ হইয়া অন্য স্থানে বিহিত হয় তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়াই তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রায় সকল ব্যক্তিকেই এই কথা বলিতে দেখা যায় যে সকলেই যখন ভগবানের সন্তান, তখন সন্তান হনন কিরূপে তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বহু কথা বক্তব্য থাকিলেও অল্প কথায় এইরূপ বলা যায় যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের লক্ষণ কি, কাহাকে ধর্ম্ম এবং কাহাকে অধর্ম্ম বলে তাহা স্মরণ করা উচিত। তাহা না হইলে ধর্ম্মভ্রমে অধর্ম্ম আচরিত হইয়া পড়ে, এবং ইহা বর্ত্তমান যুগে যত্রতত্র বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই অর্জ্জুন প্রাণবধরূপ যুদ্ধকে পাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও তাহার উত্তরে বলিলেন যে যুদ্ধ হিংসাত্মকই হউক আর যাহাই হউক উহা (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) শাস্ত্র বিহিত ; সুতরাং উহা তাহার ধর্ম্ম—উহাতে তাহার পাপ নাই। পক্ষান্তরে উহা যদি না করা হয় তাহা হইলেই তাহার পাপ হইবে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ টীকাকার অগ্নীষোমীয়পশু-হিংসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যজ্ঞে অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশে পশু বধ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। আর শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াই উহা পাপজনক নহে। শাস্ত্রবিহিত হইলেও উহা পাপজনক, এইরূপ বলিলে ফলতঃ দাঁড়ায় এই যে শাস্ত্র পাপকর্ম্মরূপ অপুরুষার্থেরও বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণের এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতে সমগ্র শাস্ত্রই পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী ; এই জন্য শাস্ত্রে অনর্থের উপদেশ আছে—যাহা পুরুষের অনিষ্ট ফল প্রদান করে তাহার বিধান আছে, এইরূপ কল্পনা করাও অন্যায়। তাই মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন 'অশুদ্ধমিতি চেৎ ন, শব্দাৎ' (বেদান্তদর্শন—৩।১।২৫) অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম হিংসাবহুল হওয়ায় অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপজনক এরূপ বলা চলে না, যে হেতু উহা শাস্ত্র বিহিত। উক্ত সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং ন

কস্যচিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম ইত্যবধারিতঃ। স কথম্ অশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্' অর্থাৎ 'শাস্ত্র ব্যতীত কাহারও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না। আবার শাস্ত্র হইতেই জানা যায় যে হিংসাদি-অঙ্গ-সংযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞই ধর্ম্ম। সুতরাং সেই শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ অশুদ্ধ ইহা কিরূপে বলিতে পারা যায়?' এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে 'অভিচার করিতে হইলে শ্যেন যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে' এইরূপ বিধি আছে। অথচ শ্যেনাদি যাগের অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায় হয় বলিয়াও শাস্ত্রে কথিত আছে; সুতরাং শাস্ত্রে অপুরুষার্থেরও ত উপদেশ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে যাহা বিধেয় তাহাই ধর্ম্ম। যাগাদিই বিহিত; অর্থাৎ বিধিবোধিত, কিন্তু স্বর্গাদিরূপ ফল বিধেয় নহে, যেহেতু তাহাতে পুরুষের স্বভাবতঃই অনুরাগ থাকে বলিয়া তাহা অনুরাগপ্রাপ্ত। আর যাহা প্রাপ্ত বিষয় তাহার বিধান হয় না। এই জন্য শাস্ত্রে কুত্রাপি ফল বিহিত হয় নাই। এইজন্য প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিলভট্ট পাদ বলিয়াছেন 'ফলাংশে ভাবনায়াশ্চ প্রত্যয়ো ন বিধায়কঃ' (শ্লোকবার্ত্তিক ২।২।২২) অর্থাৎ লিঙাদি বিধি প্রত্যয়ের ফলাংশে বিধায়কত্ব নাই। ইহার কারণ এই যে যাহাতে স্বভাবতঃই পুরুষের প্রবৃত্তি আছে তাহার বিধান করা শাস্ত্রের কার্য্য নহে; এই জন্য স্বর্গাদি বিধেয় নহে কিন্তু স্বর্গাদির সাধন যে যাগাদি তাহাই বিধেয়। আবার স্বর্গাদি ফল নিষিদ্ধও নহে; এই কারণে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু হিংসার বিধান থাকিলেও তাহার ফলে যজ্ঞের সাঙ্গতা সাধনই হয়। আর যজ্ঞের সাঙ্গতা হইতে ফলের পূর্ণতা হইয়া থাকে। আর স্বর্গই জ্যোতিষ্টোমের ফল এবং তাহা বিধিবিহিত না হইলেও নিষিদ্ধ নহে। এই কারণে জ্যোতিষ্টোমাদি স্বরূপতঃ বা ফলতঃও অনর্থজনক নহে। কিন্তু শ্যেন যাগের ফল মাত্র অভিচার অর্থাৎ শত্রু বধরূপ হিংসা ছাড়া অন্য কিছু নহে; হিংসা আবার অন্য স্থলে শাস্ত্রতঃ প্রতিষিদ্ধ; সুতরাং শ্যেন যাগের ফল প্রতিষিদ্ধ। সুতরাং শাস্ত্রে শ্যেন যাগের বিধান থাকিলেও তাহার ফল প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় উহার অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক ফলদ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে অধর্ম্মরূপ পাপই হইবে। অতএব শ্যেনাদি যাগের দৃষ্টান্তে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অধর্ম্মতা অনুমান করা যায় না। এক্ষণে পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, এই শাস্ত্র অনুসারে হিংসা নিষিদ্ধ; আবার 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' 'অগ্নীষোমদেবতার উদ্দেশে পশু বধ করিবে' এই শাস্ত্র অনুসারে হিংসা বিহিত। সুতরাং ইহাদের বিরোধ ত দুষ্পরিহর। ইহার উত্তরে বক্তব্য শাস্ত্রোক্ত বলিয়া এস্থলে বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রমাণ এবং উভয়ই বলবান্। যেমন 'অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি' অর্থাৎ 'অতিরাত্র নামক যজ্ঞে ষোড়শী নামক যজ্ঞীয় পাত্র গ্রহণ করিতে হয়' এবং 'নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি' অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী নামক যজ্ঞীয় পাত্র গ্রহণ করিবে না' এই পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্রদ্বয় উভয়ই প্রমাণ এবং উভয়ই তুল্যবল। এস্থলে প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে উভয়ের তুল্যবলতা নিবন্ধন বিকল্প হইয়া পড়ে অর্থাৎ স্থল বিশেষে অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী নামক যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করিতে হয় আবার স্থল বিশেষে তাহা গ্রহণ করিতে হয় না। আর কোন্ স্থলে গ্রহণ করিতে হয় আর কোন্ স্থলে গ্রহণ করিতে হয় না তাহা বাক্যান্তর পর্য্যালোচনায় বুঝিয়া লইতে হয়। সেইরূপ 'কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না' ইহা সাধারণ ভাবে বলা হইল। আর 'অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে পশু হনন করিবে" ইহা বিশেষভাবে বলা হইল। এমতে উভয় বাক্য পর্য্যালোচনা করিলে

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

অথ চেৎ ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি অর্থাৎ—আর যদি তুমি এই ধর্ম্মানুগত সংগ্রাম না কর তাহা হইলে স্বধর্ম্ম এবং (পূর্ব্বোপার্জ্জিত) কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পাপভাগীই হইবে। ॥৩৩॥

নন্বু নাহং যুদ্ধফলকামঃ "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং," "অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য" ইত্যুক্তত্বাৎ, তৎ কথং ময়া কর্ত্তব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাকরণে দোষমাহ—।

এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় যে বিহিতস্থল ছাড়া অন্যত্র হিংসা দোষাবহা এবং এই জন্যই শ্যেন যাগের হিংসা ফলস্বরূপ হওয়ায় তাহা বিহিত নহে বলিয়া তাহা দোষাবহা। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে হিংসাত্মক যাগই বিধেয়, এই কারণে তথায় হিংসা পাপপ্রদ নহে এবং তাহার ফল স্বর্গ বিধেয় না হইলেও নিষিদ্ধ না হওয়ায় তাহাও পাপহেতু হয় না। আরও একটী সাধারণ নিয়ম আছে যে 'সামান্য—বিশেষয়োঃ বিশেষবিধিঃ বলবান্' অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যে বিধি আছে তাহা এবং বিশেষবিধি এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্। সুতরাং 'হিংসা করিও না' ইহা সামান্য বিধি এবং অগ্নীষোমীয়হিংসা বিশেষ বিধি; এইজন্য বিশেষবিধি দ্বারা সামান্য বিধির সংকোচ হইয়া থাকে। অতএব হিংসা সাধারণতঃ অধর্ম্ম বলিয়া পাপ জন্মাইলেও বিহিত স্থলে তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পাপ জন্মাইতে পারে না। ফলতঃ যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ তাহা অধর্ম্ম। মীমাংসা দর্শনের 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' এই সূত্রের 'অর্থ' পদের সার্থক্য দেখাইয়া প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—'তেনার্থগ্রহণেনোক্তা বিধেয়স্যেহ ধর্ম্মতা। নিষেধ্যানামনর্থত্বমর্থসিদ্ধং ন সূত্রিতম্॥'—চোদনা অর্থাৎ বিধিশাস্ত্র যাহার জ্ঞাপক এতাদৃশ যে অর্থ অর্থাৎ বিধেয় বিষয় তাহাই ধর্ম্ম। আর যাহা নিষেধ্য তাহাই অধর্ম্ম; ইহা অর্থতঃসিদ্ধ বলিয়া আর পৃথক্ করিয়া সূত্রে উল্লিখিত হয় নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার হিংসার পুণ্যজনকত্ব এবং পাপপ্রদত্ব বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ভাবপ্রকাশ—ধর্ম্মযুদ্ধে শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিলে স্বর্গলাভ হয়; পরম ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তোমার বহু সুকৃতির ফলে আজ স্বর্গদ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। এ সুযোগ তুমি ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিবে? [অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যে সংগ্রাম, পাপ বৃত্তির সহিত পুণ্য প্রবৃত্তির যে সংগ্রাম, আমাদের চিত্তনদীর কল্যাণবহ স্রোতের সহিত পাপবহ স্রোতের যে সংগ্রাম, ইহা সৌভাগ্য ও পুণ্যের ফলেই উদয় হয়। যতদিন আমাদের আসুরভাব, পাপভাব বলবান্ থাকে ততদিন আমাদের অন্তঃকরণে দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হয় না। যখন সত্ত্বের উন্মেষ হয়, যখন রজঃ সত্ত্বাভিমুখী হয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ভাব যখন দেখা দেয়, তখনই ধর্ম্মসংগ্রাম উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণের মধ্যে সৎ ও অসতের, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের এই যে যুদ্ধ ইহা ভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মারাই লাভ করিয়া থাকেন]॥৩২

অনুবাদ—আচ্ছা, আমি ত যুদ্ধের ফল অভিলাষ করিতেছি না, তাহা "হে কৃষ্ণ আমি বিজয় বাঞ্ছা করি না", "ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যও" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং তাহা (সেই

"অথ"ইতি পক্ষান্তরে "ইমং" ভীষ্মদ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং "ধর্ম্ম্যং" হিংসাদি-দোষেণাগ্রস্তং সতাং ধর্ম্মাদনপেতমিতি বা।২ স চ মনুনা দর্শিতঃ ;—'ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্। ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজসৈঃ। নচ হন্যাৎ স্থলারূঢং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং। ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনং। ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধং। নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতং। নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতং। ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্ম-মনুস্মরন্' ইতি ৩।—সতাং ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য যুধ্যমানো হি পাপীয়ান্ স্যাৎ। ত্বন্তু পরৈরাহূতোঽপি স্বধর্ম্মোপেতমপি "সংগ্রামং" যুদ্ধং ন করিষ্যসি ধর্ম্মতো লোকতো বা ভীতঃ পরাবৃত্তো ভবিষ্যসি চেৎ ততো 'নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ'ইত্যাদি শাস্ত্র-বিহিতস্য যুদ্ধস্যাকরণাৎ "স্বধর্ম্মং হিত্বা"ঽননুষ্ঠায় "কীর্ত্তিঞ্চ" মহাদেবাদিসমাগম-নিমিত্তাং হিত্বা 'ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ' ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধসংগ্রামনিবৃত্ত্যাচরণজন্যং

যুদ্ধ) আমার কর্ত্তব্য হইবে কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে যুদ্ধ না করিলে যে দোষ হয় তাহা বলিতেছেন—।১ "অথ" এই শব্দটীর অর্থ 'পক্ষান্তরে'। **ইমং**=এই অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ যাহাতে প্রতিযোগী (প্রতিদ্বন্দ্বী) এতাদৃশ, **ধর্ম্ম্যং**—যাহা হিংসাদিদোষেও দুষ্ট নহে অথবা যাহা সাধুগণের ধর্ম্ম হইতে অনপেত (অস্খলিত)—।২ সাধুগণের সেই ধর্ম্ম কি মনু তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন যথা ;—যোদ্ধা 'যুদ্ধ করিতে করিতে সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কূট যুদ্ধে কূট অস্ত্রে (যে সমস্ত অস্ত্র বহির্ভাগে কাষ্ঠাদিময় কিন্তু তাহাদের মধ্যে শানিত অস্ত্র গুপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে সেই সমস্ত অস্ত্রে) শত্রুদিগকে প্রহার করিবে না, কর্ণী (যাহার ফলক কর্ণাকার), দিগ্ধ (বিষাক্ত), অথবা যাহাদের ফলক অগ্নিসন্দীপিত তাদৃশ অস্ত্রে যুদ্ধ করিবে না। স্থলারূঢ়, ক্লীব, কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশ, এবং উপবিষ্ট ব্যক্তিকে বধ করিবে না ; এবং যে ব্যক্তি 'আমি তোমার' (শরণাগত) এইরূপ বলিবে তাহাকে, প্রসুপ্ত ব্যক্তিকে বিসন্নাহ অর্থাৎ যাহার যুদ্ধ সজ্জা নাই তাহাকে এবং নগ্ন অর্থাৎ শিরস্ত্রাণাদি শূন্য ও নিরায়ুধ (নিরস্ত্র) ব্যক্তিকে মারিবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতেছে, যে অপরের সহিত সমাগত অর্থাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে, যাহার অস্ত্রব্যসন হইয়াছে অর্থাৎ খড়্গ ভগ্ন অথবা ধনুক জ্যাশূন্য কিংবা তূণীর শরশূন্য ইত্যাদিরূপ অস্ত্রের বিপদ হইয়াছে তাহাকে, আর্ত্ত, অত্যন্ত পরিক্ষত, ভীত ও পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিবে না'।৩ যে ব্যক্তি সাধুগণের ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ করে তাহাকে পাপী হইতে হয়। আর তুমি যদি অপর কর্ত্তৃক আহূত হইয়াও সদ্ধর্ম্মসংযুক্ত সংগ্রামও না কর অর্থাৎ ধর্ম্মভয়ে অথবা লোকবলের ভয়ে ভীত হইয়া পরাবৃত্ত হও তাহা হইলে—'শত্রুগণের সৈন্য সকলকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা যে যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে তাহা না করার জন্য এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া এবং মহাদেবাদির সমাগমে তোমার যে কীর্ত্তি হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া এবং 'সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না' ইত্যাদি শাস্ত্রের

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অপি চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি; চ সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে অর্থাৎ সকলে তোমার চিরস্থায়ী অখ্যাতি ঘোষণা করিবে। আর লোকসমাদৃত ব্যক্তির যে অখ্যাতি তাহা তাহার নিকট মরণেরও অধিক।৩৪।

পাপমেব কেবলমবাপ্স্যসীত্যর্থঃ, ন তু ধর্ম্মং কীর্ত্তিং বেত্যভিপ্রায়ঃ।৪ অথবা অনেক-জন্মার্জ্জিতং ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা রাজকৃতং পাপমেবাবাপ্স্যসীত্যর্থঃ; যস্মাৎ ত্বাং পরাবৃত্তমেতে দুষ্টা অবশ্যং হনিষ্যন্তি। অতঃ পরাবৃত্তহতঃ সন্ চিরোপার্জ্জিতনিজসুকৃতপরিত্যাগেন পরোপার্জ্জিতদুষ্কৃতমাত্রভাগ্ভাভূরিত্যভিপ্রায়ঃ।৫ তথাচ মনুঃ 'যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ। ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে॥ যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদ-মুত্রার্থমুপার্জ্জিতং। ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—'রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্'ইতি।৬ তেন যদুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈ-তানাততায়িনঃ। এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন"ইতি তন্নিরাকৃতং ভবতি।৭—৩৩

এবং কীর্ত্তিধর্ম্ময়োরিষ্টয়োরপ্রাপ্তিরনিষ্টস্য চ পাপস্য প্রাপ্তির্যুদ্ধপরিত্যাগে দর্শিতা। তত্র পাপাখ্যমনিষ্টং ব্যবধানেন দুঃখফলদমামুত্রিকত্বাৎ, শিষ্টগর্হালক্ষণন্ত্বনিষ্টমাসন্নফল-

দ্বারা যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই যুদ্ধবিমুখতার নিমিত্ত তুমি কেবল পাপই ফলস্বরূপে লাভ করিবে, কিন্তু তাহাতে কোন ধর্ম্ম অথবা কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না—ইহাই অভিপ্রায়।৪ অথবা অনেক জন্ম ধরিয়া যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ তাহা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের রাজার যে পাপ তাহাই লাভ করিবে অর্থাৎ রাজাকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ না করিলে তাঁহার যদি কোন পাপ থাকে তাহা হইলে তাহাই কেবল প্রাপ্ত হইবে। যে হেতু তুমি পরাবৃত্ত হইলেও এই দুষ্টগণ তোমাকে অবশ্যই নিহত করিবে। এই সমস্ত কারণে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া নিহত হইয়া চিরকালসঞ্চিত নিজ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপার্জ্জিত পাপের ভাগী হইও না—ইহাই অভিপ্রায়।৫ মনু তাহাই বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ভীত হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয় সে তাহার প্রভুর যাহা কিছু পাপ আছে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এই পরাঙ্মুখ হইয়া নিহত ব্যক্তির যাহা কিছু উপার্জ্জিত পরলোকের জন্য সঞ্চিত পুণ্য থাকে তাহার প্রভু সেই সমস্তই পাইয়া থাকে।' যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—পলায়িত এবং তদবস্থায় নিহত ব্যক্তিগণের সমস্ত পুণ্য রাজা গ্রহণ করিয়া থাকে'।৬ সুতরাং 'এই সমস্ত আততায়ীদিগকে মারিলে আমাদের কেবল পাপই আশ্রয় করিবে; অতএব হে মধুসূদন ইহারা বধ করিতে থাকিলেও আমি ইহাদের নিহত করিতে ইচ্ছা করি না"—অর্জ্জুনের এই উক্তি ও নিরাকৃত হইল। অর্থাৎ ঐ প্রকার উক্তির প্রত্যুত্তর দিয়া উহার অসারতা দেখান হইল।৭—৩৩

এইরূপে, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে যে অভীপ্সিত কীর্ত্তি এবং ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয় না অর্থাৎ তাহা লাভ করা যায় না প্রত্যুত অনভিপ্রেত পাপ লাভই হইয়া থাকে তাহা দেখান হইল। তন্মধ্যে পাপরূপ

দমত্যসহ্যমিত্যাহ—।১ "ভূতানি" দেবর্ষিমনুষ্যাদীনি "তে" তব "অব্যয়াং" দীর্ঘকালাম্ "অকীর্ত্তিং" ন ধর্ম্মাত্মায়ং ন শূরোঽয়মিত্যেবংরূপাং "কথয়িষ্যন্তি"অন্যোন্যং কথাপ্রসঙ্গে।২ কীর্ত্তিধর্ম্মনাশসমুচ্চয়ার্থৌ নিপাতৌ। ন কেবলং কীর্ত্তিধর্ম্মৌ হিত্বা পাপং প্রাপ্স্যসি অপি তু অকীর্ত্তিঞ্চ প্রাপ্স্যসি। অপি তু ভূতানি কথয়িষ্যন্ত্যপি ইতি বা নিপাতয়োরর্থঃ।৩ নমু যুদ্ধে স্বমরণসন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীর্ত্তিরপি সোঢ়ব্যা, আত্মরক্ষণস্যাত্যন্তাপেক্ষিতত্বাৎ। তথাচোক্তং শান্তিপর্ব্বণি।—'সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরুতবা পৃথক্। বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন॥ অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুদ্ধ্যমানয়োঃ। পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে। তথা যুধ্যেত সংযতো বিজয়েত রিপূন্ যথা'ইতি। এবমেব মনুনাপ্যুক্তম্। তথা চ মরণভীতস্য কিমকীর্ত্তিদুঃখমিতি শঙ্কামপনুদতি "সম্ভাবিতস্য"ইতি ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেব-

যে অনিষ্ট তাহা ব্যবধান সহকারে দুঃখরূপ ফল জন্মাইয়া থাকে, কারণ তাহা আমুত্রিক অর্থাৎ পাপের ফল পরলোকে ভোগ্য, কিন্তু শিষ্ট জন কর্ত্তৃক নিন্দারূপ যে অনিষ্ট (অনভিলষিত অপ্রিয় বিষয়) তাহা আসন্ন ভাবেই অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই ফল জন্মাইয়া থাকে এবং তাহা অসহনীয়ও বটে। ইহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন—।১ **ভূতানি**=ভূতসকল অর্থাৎ দেবর্ষি মনুষ্য প্রভৃতিরা তোমার **অব্যয়াম্** =দীর্ঘকালস্থায়ী **অকীর্ত্তিং**—এ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা নহে এবং বীরও নহে এইপ্রকার দুর্নাম **কথয়িষ্যন্তি** —কহিবে অর্থাৎ পরস্পরের নিকট কথা প্রসঙ্গে বলিবে।২ শ্লোকে যে **"চ"** এবং **"অপি"** এই দুইটী নিপাত (অব্যয় শব্দ) আছে তাহা কীর্ত্তি এবং ধর্ম্মের নাশের সমুচ্চয় দেখাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তুমি কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল যে পাপ লাভ করিবে তাহা নহে কিন্তু অকীর্ত্তিও লাভ করিবে। অথবা তুমিই যে, কেবল সেই পাপ ও অকীর্ত্তিলাভ করিবে এরূপ নহে কিন্তু সমস্ত প্রাণিগণও তাহা ঘোষণা করিবে—এইরূপ অর্থও উক্ত নিপাত দুইটীর দ্বারা (অভিপ্রেত) হইতেছে।৩ আচ্ছা, যুদ্ধে যখন নিজের মরণসন্দেহ রহিয়াছে তখন তাহার পরিহার করিবার জন্য অকীর্ত্তি ত সহ্য করা উচিত, কেন না আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। এইজন্য মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে কথিত ও হইয়াছে—'সামের দ্বারা, দানের দ্বারা অথবা ভেদের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কিংবা একযোগে ঐ সবগুলি উপায়ের দ্বারাই শত্রু জয় করিতে সচেষ্ট হইবে, কিন্তু কখনও যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে চেষ্টা করিবে না। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে যুধ্যমান ব্যক্তিদ্বয়ের বিজয় অনিত্য অর্থাৎ কাহার পক্ষে জয় লাভ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, প্রত্যুত সংগ্রামে পরাজয় হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়াইতে চেষ্টা করিবে। তবে যখন পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপায়ই অসম্ভব হইবে তখন সম্যক্ যত্নবান্ হইয়া এরূপভাবে যুদ্ধ করিবে যাহাতে রিপুদিগকে বিজিত করা যায়।' মনুও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মরণে ভীত তাহার নিকট কি আর অকীর্ত্তিজনিত দুঃখ হয়?—এই প্রকার আশঙ্কার অপনোদন কল্পে ভগবান্ বলিতেছেন **সম্ভাবিতস্য**—সম্ভাবিত ব্যক্তির অর্থাৎ এই ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা, বীর

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে ; ত্বং যেষাম্ বহুমতঃ ভূত্বা চ লাঘবং যাস্যসি অর্থাৎ পূর্ব্বে তুমি যাঁহাদের নিকট উচ্চধারণার পাত্র ছিলে সেই সমস্ত মহারথগণ তোমায় মনে করিবেন যে, তুমি ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছ ; আর এই ভাবে বিরত হইয়া লঘুতাই প্রাপ্ত হইবে ।৩৫॥

মাদিভিরনন্যলভ্যৈর্গুণৈর্ব্বহুমতস্য জনস্য "অকীর্ত্তির্ম্মরণাদপ্যাতিরিচ্যতে" অধিকা ভবতি। চো হেতৌ ।৪ এবং যস্মাৎ অতোঽকীর্ত্তের্ম্মরণমেব বরং ন্যূনত্বাৎ ।৫ ত্বমপ্যাতিসম্ভাবিতোঽসি মহাদেবাদিসমাগমেন। অতো নাকীর্ত্তিদুঃখং সোঢ়ুং শক্ষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ।৬ উদাহৃত-বচনন্তু অর্থশাস্ত্রত্বাৎ 'ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ'ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ দুর্ব্বলমিতিভাবঃ ।৭—৩৪

ননূদাসীনা জনা মাং নিন্দন্তু নাম ভীষ্মদ্রোণাদয়স্তু মহারথাঃ কারুণিকত্বেন স্তোষ্যন্তি মামিত্যত আহ ভয়াদিতি—।১ কর্ণাদিভ্যো ভয়াৎ যুদ্ধান্নিবৃত্তং ন কৃপয়েতি ত্বাং "মংস্যন্তে" ভীষ্মদ্রোণদুর্য্যোধনাদয়ো "মহারথাঃ" ।২ নন্ু তে মাং বহু মন্যমানাঃ কথং ভীতং মংস্যন্তে ইত্যত আহ—"যেষামেব" ভীষ্মাদীনাং "ত্বং বহুমতো" বহুভি-

ইত্যাদি প্রকার অনন্যলভ্য গুণরাশির দ্বারা যে ব্যক্তি গৌরবান্বিত তাহার পক্ষে অকীর্ত্তি মরণ হইতেও **অতিরিচ্যতে**=অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হইয়া থাকে ।৪ **সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তিঃ** এস্থলে "চ" শব্দটীর অর্থ 'হেতু'। যে হেতু ইহা এইরূপ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণেরও অধিক সেই কারণে এরূপ স্থলে অকীর্ত্তি অপেক্ষা মরণ ভাল কারণ তাহা অকীর্ত্তি অপেক্ষা ন্যূন (অল্প দুঃখপ্রদ) ।৫ আর মহাদেবাদির সহিত সমাগমবশতঃ তুমিও যখন অত্যধিক সম্ভাবিত (সম্মানিত) হইয়াছ, তখন তুমি অকীর্ত্তিরূপ দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে না—ইহাই অভিপ্রায় ।৬। আর উক্ত বচনটী অর্থাৎ শান্তিপর্ব্বাদি হইতে যে যুদ্ধ নিবৃত্তির উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে উহা অর্থশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ; এবং সেই জন্যই উহা 'সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না' এই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুর্ব্বল। (ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অর্থশাস্ত্র যে দুর্ব্বল তাহা পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে। অধিক কি ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া অর্থশাস্ত্রের অনুসরণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়) ।৭—৩৪

আচ্ছা যাহারা উদাসীন অর্থাৎ যাহাদের যুদ্ধ হওয়ায় অথবা না হওয়ায় কোন লাভালাভ নাই তাহারা আমায় নিন্দা করে করুক, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ত আমায় পরম কারুণিক বলিয়া স্তব (প্রশংসা) করিবেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। এক্ষণে তাহার উত্তর বলিতেছেন—।১ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ মনে করিবেন যে, তুমি কর্ণাদির ভয়েই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, কৃপাপরবশ হইয়া যে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহা নহে ।২ ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে তাঁহারা ত আমার গৌরবই করিয়া থাকেন তবে আবার কিরূপে আমাকে ভীত মনে করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, **যেষাং**—যে ভীষ্ম প্রভৃতির নিকট তুমি **বহুমতঃ**—বহুমত অর্থাৎ এই অর্জ্জুন

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥

তব অহিতাঃ চ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি ; ততঃ দুঃখতরং কিং নু অর্থাৎ শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিতে করিতে বহু অকথ্য শব্দ (তোমার উদ্দেশ্যে) প্রয়োগ করিবে ; ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি আছে।৩৬।

গুণৈর্যুক্তোঽয়মর্জ্জুন ইত্যেবং মতঃ তএব ত্বাং "মহারথা" ভয়াদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ।৩ অতো "ভূত্বা" যুদ্ধাদুপরত ইতিশেষঃ "লাঘবম্" অনাদরবিষয়ত্বং "যাস্যসি" প্রাপ্স্যসি, সর্ব্বেষামিতি শেষঃ।৪ যেষামেব ত্বং প্রাগ্বহুমতোঽভূস্তেষামেব তাদৃশো ভূত্বা লাঘবং যাস্যসীতি বা।৫—৩৫

নমু ভীষ্মাদয়ো মহারথা ন বহু মন্যন্তাং দুর্য্যোধনাদয়স্তু শত্রবো বহু মংস্যন্তে মাং যুদ্ধনিবৃত্ত্যা তদুপকারিত্বাদিত্যত আহ অবাচ্যেতি।১ "তব"অসাধারণং যৎ সামর্থ্যং লোক-প্রসিদ্ধং তৎ"নিন্দন্ত"স্তব শত্রবো দুর্য্যোধনাদয়ঃ অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ ষণ্ডতিলাদি-রূপানেব শব্দান্ "বহূন্" অনেকপ্রকারান্ "বদিষ্যন্তি" ন তু বহু মংস্যন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ।২ অথবা "তব সামর্থ্যং" স্তুতিযোগ্যত্বং তব নিন্দন্তঃ অহিতা অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তীত্যন্বয়ঃ।৩ নমু ভীষ্মদ্রোণাদিবধপ্রযুক্তং কষ্টতরং দুঃখমসহমানো যুদ্ধান্নিবৃত্তঃ শত্রুকৃতং সামর্থ্য-নিন্দনাদি দুঃখং সোঢুং শক্ষ্যামীত্যত আহ—"তত"স্তস্মান্নিন্দাপ্রাপ্তিদুঃখাৎ "কিন্নু দুঃখতরং"—ততোঽধিকং কিমপি দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ।৪—৩৬॥

বহুপ্রকার গুণে বিভূষিত এইরূপ বিদিত আছ সেই মহারথগণই তোমাকে ভয়ে বিরত হইয়াছ বলিয়া মনে করিবেন—এস্থলে এইরূপ অন্বয়।৩ অতএব তুমি যুদ্ধ হইতে উপরত হইয়া **লাঘবম্**—অনাদর-বিষয়ত্ব **যাস্যসি**—প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে "সর্ব্বেষাম্" অর্থাৎ "সকলের" এই পদটী উহ্য করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ তুমি সকলের অনাদরের বিষয় হইবে।৪ অথবা শ্লোকটীর (চতুর্থচরণের) অর্থ এইরূপ, পূর্বে তুমি যাহাদের গৌরবের বিষয় ছিলে তাহাদেরই নিকট সেইরূপ হইয়াও লঘুতা প্রাপ্ত হইবে।৫—৩৫

ভাল, ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ না হয় আমার গৌরব নাই করিবেন, কিন্তু দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণ ত অবশ্যই আমার গৌরব করিবে, কেন না আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের উপকারই করিয়াছি। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর বলিতেছেন—।১ তোমার যে অসাধারণ সামর্থ্য লোকে প্রসিদ্ধ আছে তাহার নিন্দা করিতে করিতে **তব শত্রবঃ**—দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমার শত্রুগণ **অবাচ্যবাদান্**—যাহা বলা উচিত নয় এমন 'ষণ্ড', 'তিল' প্রভৃতিরূপ **বহূন্**—অনেক প্রকার **শব্দান্**—শব্দ **বদিষ্যন্তি**—বলিবে (প্রয়োগ করিবে), কিন্তু তাহারা তোমার গৌরব করিবে না—ইহাই অভিপ্রায়।২ অথবা **তব সামর্থ্যং**—তোমার স্তুতিযোগ্যতার **নিন্দন্তঃ**—নিন্দা করিতে করিতে তোমার **অহিতাঃ**—শত্রুগণ বহু অবাচ্য বাক্য বলিবে, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে।৩ আচ্ছা, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির বধ করার জন্য যে অধিক কষ্টদায়ক দুঃখ হইবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না বলিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ অর্থাৎ যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও তাহা হইলে নিশ্চিতই স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কুন্তীনন্দন! তুমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে উঠ ৩৭।

নমু তর্হি যুদ্ধে গুর্ব্বাদিবধবশাৎ মধ্যস্থকৃতা নিন্দা, ততো নিবৃত্তৌ তু শত্রুকৃতা নিন্দেত্যুভয়তঃপাশা রজ্জুরিত্যাশঙ্ক্য জয়ে পরাজয়ে চ লাভধ্রৌব্যাদ্‌যুদ্ধার্থমেবোত্থানমাবশ্যকমিত্যাহ হতোবেতি।১ স্পষ্টং পূর্ব্বার্দ্ধং।২ যস্মাদুভয়থাপি তে লাভস্তস্মাৎ জেষ্যামি শত্রূন্ মরিস্যামি বেতি "কৃতনিশ্চয়ঃ" সন্ "যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ" অন্যতরফলসন্দেহেঽপি যুদ্ধকর্ত্তব্যতায়া নিশ্চিতত্বাৎ।৩ এতেন "নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়" ইত্যাদি পরিহৃতং ॥৪—৩৭ ॥

শত্রুগণ যে আমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে তজ্জন্য দুঃখ না হয় সহ্য করিতে পারিব। ইহার উত্তর বলিতেছেন।—**ততঃ**—তাহা হইতে **কিং নু দুঃখতরম্** অর্থাৎ সেই নিন্দাপ্রাপ্তিজন্য দুঃখ হইতে অধিক দুঃখপ্রদ আর কি আছে? অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা অধিক আর কোন দুঃখ নাই।৪—৩৬

ভাবপ্রকাশ—তুমি ভীষ্মাদিকে বধ করিলে পাপভাগী হইবে বলিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ না, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মযুদ্ধ তাহা হইতে বিরত হইলে তোমার স্বধর্ম্ম হানি হইবে। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার পাপ অবশ্যম্ভাবী। আরও দেখ, দুর্য্যোধনাদি যোদ্ধাগণ মনে করিবে তুমি কর্ণাদির ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছে। তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বহু কুকথা তোমাকে বলিবে। তোমার অকীর্ত্তি হইবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক। ধর্ম্মযুদ্ধে বধ করিলে পাপ নাই ইহা ভগবান্ মনু বলিয়াছেন। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে যে পাপ হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান। তুমি ভুল বুঝিয়া যাহাতে পাপ নাই তাহাই পাপদায়ক মনে করিতেছ। এবং যেটী পাপের পথ সেইটীই ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করিতেছ।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬

অনুবাদ—আচ্ছা, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাকর্ত্তৃক গুরুজনাদির বধ হইলে মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ যে নিন্দা করিবেন তাহা অবশ্যই পাইতে হইবে, আবার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শত্রুকৃত নিন্দাও ত হইবে; সুতরাং এইরূপে উভয়তঃপাশা রজ্জু অর্থাৎ যে দিকেই যাই না কেন বন্ধন অবশ্যম্ভাবি হওয়ায় উভয়সঙ্কট অবস্থায় যে পতিত হইতেছি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জয়ই হউক অথবা পরাজয়ই হউক লাভ ধ্রুবনিশ্চয়; সুতরাং যুদ্ধের জন্যই উত্থিত হওয়া আবশ্যক; তাহাই বলিতেছেন **হতো বা** ইত্যাদি।১ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ স্পষ্ট।২ যেহেতু উভয় প্রকারেই তোমার লাভ অবশ্যম্ভাবী সেই হেতু 'হয় আমি শত্রুগণকে জয় করিব না হয় মরিব' এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। কারণ যুদ্ধের অন্যতর ফলের সন্দেহ থাকিলেও অর্থাৎ একটী ফল অবশ্যই হইবে তবে তাহা কোন্‌টী

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

সুখদুঃখে, লাভালভৌ, জয়াজয়ৌ সমে কৃত্বা ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ; এবং পাপং ন অবাপ্স্যসি অর্থাৎ সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়ে সমভাব করিয়া কর্ত্তব্যতাজ্ঞানে যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হও, এরূপ করিলে আর তোমার পাপ হইবে না।৩৮।

নম্বেবং স্বর্গমুদ্দিশ্য যুদ্ধকরণে তস্য নিত্যত্বব্যাঘাতঃ রাজ্যমুদ্দিশ্য যুদ্ধকরণেঽর্থশাস্ত্রত্বাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষয়া দৌর্ব্বল্যং স্যাৎ, ততশ্চ কাম্যস্যাকরণে কুতঃ পাপং দৃষ্টার্থস্য গুরুব্রাহ্মণাদিবধস্য কুতো ধর্ম্মত্বং, তথাচ "অথচেত্ত্বমিমম্"ইতি শ্লোকার্থো ব্যাহত ইতি চেত্তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি—।১ সমতাকরণং রাগদ্বেষরাহিত্যং, সুখে তৎকারণে লাভে

ইহা সন্দিগ্ধ হইলেও যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত অর্থাৎ যুদ্ধ যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা সুনিশ্চিত।৩ ইহার দ্বারা—"ইহাও জানি না ইহার মধ্যে আমার নিকট কোনটী গুরুতর"—অর্জ্জুনের এই আপত্তির পরিহার করা হইল।৪—৩৭

ভাবপ্রকাশ—যুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যভোগ, পরাজয় হইলেও স্বর্গ। উভয়ত্রই লাভ, অতএব আর কোনও সংশয় না করিয়া তুমি যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়া পড়। অর্জ্জুন মনে করিতেছিলেন যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও জ্ঞাতিবধনিবন্ধন সাধারণ লোকের নিন্দা, যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেও শত্রুগণের নিন্দা, অতএব নিন্দার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু ভগবান্ এই উভয়তঃপাশা রজ্জুকে ছেদন করিয়া দেখাইলেন দুই দিকেই অর্জ্জুনের লাভ।৩৭

অনুবাদ—আচ্ছা, এইরূপে যদি স্বর্গ লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে যুদ্ধের যে নিত্যতা (পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) তাহার ব্যাঘাত (বিরোধ) ঘটে (কারণ কাম্য কর্ম্ম নিত্য নহে)। আর যদি রাজ্য লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে (যুদ্ধ করার বিধি) অর্থশাস্ত্র হইয়া পড়ে (যেহেতু ইহা দৃষ্টপ্রয়োজনক হইতেছে, আর যাহা দৃষ্টপ্রয়োজনক জীবনধারণোপযোগী তদ্বিষয়ক শাস্ত্রই অর্থশাস্ত্র)। সুতরাং তাহা অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রের তুলনায় অর্থাৎ 'ন হিংস্যাৎ' ইত্যাদি হিংসানিষেধক শাস্ত্রের তুলনায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং (যদি যুদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে) কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে কিরূপে পাপ হইতে পারে এবং গুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির যে বধ যাহার লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যাহা হইতে ইহলোকে অভীষ্ট সাধিত হয় তাহাই বা কিরূপে ধর্ম্ম হইতে পারে? অর্থাৎ উক্ত প্রকারে যুদ্ধ করা কাম্য কর্ম্মের অন্তর্গত হওয়ায় যুদ্ধ না করিলে পাপ হইবে না, যেহেতু কাম্য কর্ম্ম না করিলে পাপ হয় না। আর যুদ্ধ করিতে গিয়া যে গুরুজন হত্যা এবং ব্রহ্মবধাদি হইবে তাহাও ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ ঐহিক রাজ্যলাভাদিই তাহার প্রয়োজন বলিয়া তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত নহে। অতএব "অথ চেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্যাহত (বিরুদ্ধ) হইয়া পড়ে। এই প্রকার আশঙ্কা উত্থিত হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন—।১ রাগদ্বেষহীনতাই সমতাকরণ—অর্থাৎ সুখে অনুরাগ এবং দুঃখে দ্বেষ রহিত করাই

তৎকারণে জয়ে চ রাগমকৃত্বা, এবং দুঃখে তদ্ধেতাবলাভে তদ্ধেতাবজয়ে চ দ্বেষমকৃত্বা "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব" সন্নদ্ধো ভব।২ "এবং" সুখকামনাং দুঃখনিবৃত্তিকামনাং বা বিহায় স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধ্যমানো গুরুব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তং নিত্যকর্ম্মাকরণনিমিত্তঞ্চ "পাপং ন" প্রাপ্স্যসি।৩ যস্তু ফলকামনয়া করোতি স গুরুব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তং পাপং প্রাপ্নোতি, যো বা ন করোতি স নিত্যকর্ম্মাকরণনিমিত্তঞ্চ।৪ অতঃ ফলকামনামন্তরেণ কুর্ব্বন্নুভয়বিধমপি পাপং ন প্রাপ্নোতীতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতোঽভিপ্রায়ঃ।৫ "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীমি"তি স্বানুষঙ্গিকফলকথনমিতি ন দোষঃ।৬ তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি—'তদ্‌যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়া গন্ধ ইত্যনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা

এখানে "সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা" ইহার অর্থ। সুখে এবং সুখের কারণ লাভে ও লাভের কারণ জয়ে অনুরাগ না করিয়া, এইরূপ দুঃখে এবং দুঃখের কারণ অলাভে ও তাহার কারণ পরাজয়ে বিদ্বেষ না করিয়া, **ততঃ**—সেইজন্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যতার জন্য **যুদ্ধায়**—যুদ্ধের নিমিত্ত **যুজ্যস্ব**—যুক্ত হও অর্থাৎ সন্নদ্ধ (সজ্জিত) হও।২ **এবম্**—এইরূপে সুখাভিলাষ এবং দুঃখনিবৃত্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম-বুদ্ধিতে (ইহা আমার ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইরূপ বুদ্ধিবশতঃ) যদি যুদ্ধ করিতে থাক তাহা হইলে গুরু-ব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্ত অর্থাৎ গুরু এবং ব্রাহ্মণাদির বধ যাহার নিমিত্ত (কারণ) এবং নিত্যকর্ম্মাকরণ-নিমিত্ত অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম না করাও যাহার নিমিত্ত সেইরূপ পাপ পাইবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আর আমিও ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমায়ও অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে জয়ই হউক, অথবা পরাজয়ই হউক, আর সুখই হউক অথবা দুঃখই হউক ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না, এইরূপ বুদ্ধিতে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতার অনুরোধে যদি স্বধর্ম্ম যুদ্ধের অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে তোমায় গুরু বা ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগিবে না। আর যুদ্ধ কাম্য কর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নিত্য কর্ম্ম; আর নিত্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু যদি তুমি যুদ্ধ কর তাহা হইলে আর সেই প্রত্যবায় হইবে না।৩ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফলাভিসন্ধিতে যুদ্ধ করে সে গুরুব্রাহ্মণাদির বধনিমিত্ত পাপ ভোগ করে। অথবা যে ব্যক্তি (ক্ষত্রিয় হইয়াও) ইহা করে না অর্থাৎ স্বেচ্ছায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সে নিত্য কর্ম্ম না করার জন্য পাপ লাভ করিয়া থাকে।৪ অতএব ফলকামনা বিনা যদি যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে উভয়বিধ পাপের কোনটাই ভোগ করিতে হয় না—ইহাই যে এ স্থলের অভিপ্রায়, তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৫ আর—"যদি নিহত হও তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিবে এবং যদি জয়লাভ কর তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে" এইরূপে যে (যুদ্ধের) ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা আনুষঙ্গিক ফলের বিষয়েই বলা হইয়াছে অর্থাৎ যদি কর্ত্তব্যবোধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হও তাহা হইলে স্বর্গরূপ ফল বিনা কামনায় আনুষঙ্গিকভাবে লাভ হইয়া যাইবে; আবার যদি ঐরূপে নিহত না হও তাহা হইলে পৃথিবীভোগও আনুষঙ্গিকভাবে আপনা হইতেই লব্ধ হইবে, বস্তুতঃ ঐ দুইটীই কামনার বিষয় নহে কিন্তু বস্তুস্বভাবসিদ্ধ—ইহাই উক্ত শ্লোকের ফলকীর্ত্তনের অভিপ্রায়। সুতরাং এইরূপে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকায় আর কোন দোষ হইল না।৬ আপস্তম্ব স্মৃতিতে এইরূপই

এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা যোগে তু ইমাং শৃণু যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি অর্থাৎ সাংখ্য অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষ সম্বন্ধে এই জ্ঞান তোমায় বলা হইল; তবে এক্ষণে কর্ম্মযোগ বিষয়ে জ্ঞান শোন, যে জ্ঞানবলে তুমি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও কর্ম্মবন্ধন প্রকৃষ্ট ভাবে ত্যাগ করিতে পারিবে।৩৯।

অনুৎপদ্যন্তে নো চেদনুৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতি'ইতি।৭ অতো যুদ্ধশাস্ত্রস্যার্থশাস্ত্রত্বাভাবাৎ "পাপমেবাশ্রয়েদস্মানি"ত্যাদি নিরাকৃতং ভবতি।৮—৩৮॥

ননু ভবতু স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধ্যমানস্য পাপাভাবঃ, তথাপি ন মাং প্রতি যুদ্ধকর্ত্তব্যতোপদেশ স্তবোচিতঃ "যএনং বেত্তি হন্তারমি"ত্যাদিনা "কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কমি"ত্যন্তেন, বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিক্ষেপাৎ। ন হি অকর্ত্রভোক্তৃশুদ্ধস্বরূপোঽহমস্মি

কথিত হইয়াছে যথা, 'যেমন আম্র বৃক্ষ ফলের প্রত্যাশায় নির্ম্মিত হইলেও তাহার ছায়া এবং গন্ধ অনুনিষ্পন্ন হয় (প্রসঙ্গসিদ্ধ হয়), সেইরূপ ধর্ম্ম আচরিত হইতে থাকিলে অর্থ (প্রয়োজন) সকলও তাহার সহিত আনুষঙ্গিক ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর যদি তাহা উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে তাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না'।৭ অতএব যুদ্ধ শাস্ত্রের অর্থ-শাস্ত্রত্ব না থাকায় অর্থাৎ যুদ্ধশাস্ত্র দৃষ্ট-প্রয়োজন নহে বলিয়া উহা অর্থশাস্ত্র নহে। কিন্তু উহা অদৃষ্টপ্রয়োজন হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া "আমাদের কেবল পাপই আশ্রয় করিবে" অর্জ্জুনের এই প্রকার উক্তি নিরাকৃত হইল অর্থাৎ অর্জ্জুন উহাকে অর্থ-শাস্ত্র মনে করিয়া তদুপদিষ্ট ভাবে কার্য্য করিলে কেবল পাপই জন্মিবে এই প্রকার যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা দূরীকৃত হইল।৮—৩৮

ভাবপ্রকাশ—ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ নাই। রাজ্যভোগ কিম্বা স্বর্গভোগ ইহারা কর্ম্মের ফল মাত্র। কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত না হইলে কাম্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। তোমাকে বলিয়াছি যে, 'ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ' এই ভাব লইয়া তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধের ফল কি হইবে ইহা চিন্তা করিয়া যুদ্ধ করিও না। পূর্ব্ব শ্লোকে যে ফলের কথা বলিয়াছি উহা তোমার কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইবে না; উহারা কর্ম্মের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। ধর্ম্ম বলিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া, কর্ম্ম করিলে সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়—ইহাদের কথাই উঠিতে পারে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে কর্ত্তব্যসম্পাদনজন্য যে বিমল আনন্দ অনুভূত হয় ঐ চিত্ত প্রসাদই পরম ফল। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে পাপস্পর্শের কোনও সম্ভাবনা নাই। রাগদ্বেষযুক্ত কর্ম্মই পাপপুণ্যের জনক হয়। ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্ম্ম পাপ পুণ্যের জনক হয় না।৩৮

অনুবাদ—ভাল, যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে ('ইহা আমার পক্ষে বিহিত বলিয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য' এই প্রকার কর্ত্তব্যতাবোধে) যুদ্ধ করে তাহার না হয় পাপ নাই হউক, তথাপি আমার প্রতি তোমার যুদ্ধকর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া উচিত হয় নাই; কারণ "যে ব্যক্তি ইহাকে হন্তা বলিয়া জানিয়া থাকে," এবং "হে পার্থ, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকেও বধ করিতে বা বধ করাইতে

যুদ্ধং কৃত্বা তৎফলং ভোক্ষ্য ইতি চ জ্ঞানং সম্ভবতি বিরোধাৎ, জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ প্রকাশতমসোরিব। অয়ঞ্চার্জ্জুনাভিপ্রায়ো"জ্যায়সী চেৎ"ইত্যত্র ব্যক্তো ভবিষ্যতি। তস্মাদেকমেব মাং প্রতি জ্ঞানস্য কর্ম্মণশ্চোপদেশো নোপপদ্যত ইতি চেৎ, ন, বিদ্বদবিদ্বদবস্থাভেদেন জ্ঞানকর্ম্মোপদেশোপপত্তেরিত্যাহ ভগবান্ এষা তে ইতি—।১ "এষা" নত্বেবাহমিত্যাদ্যেকোনবিংশতিশ্লোকৈঃ "তে" তুভ্যম্"অভিহিতা" "সাঙ্খ্যে" সম্যক্ খ্যায়তে সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যোপনিষৎ; তয়ৈব তাৎপর্য্যপরিসমাপ্ত্যা প্রতিপাদ্যতে যঃ স সাঙ্খ্যঃ ঔপনিষদঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ; তস্মিন্ "বুদ্ধি"স্তন্মাত্রবিষয়ং

পারে"—এই শ্লোকে বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার কর্ম্মের নিষেধই করা হইয়াছে। আর এরূপও সম্ভব হয় না যে, একই ব্যক্তির 'আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা ও শুদ্ধ স্বরূপ হইতেছি এবং আমি যুদ্ধ করিয়া তাহার ফলভোগ করিব' এইরূপ উভয়প্রকার জ্ঞানই হইবে, কারণ ইহাতে বিরোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিজে অকর্ত্তা ও অভোক্তা হইতেছি আবার যুদ্ধও করিব এবং তাহার ফলভোগও করিব এইপ্রকার ব্যবহারদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ; কারণ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকার যেমন যুগপৎ এক স্থানে থাকিতে পারে না সেইরূপ একই ব্যক্তির অকর্ত্তা অভোক্তারূপ শুদ্ধ আত্ম-জ্ঞান আবার তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্মেরও অধিকারিতা হওয়া সম্ভব নহে। অর্জ্জুনের এইরূপ অভিপ্রায় "যদি জ্ঞানকে জ্যায়ান্ বলিয়া মনে কর" এই বক্ষ্যমাণ শ্লোকে পরিস্ফুট হইবে। সুতরাং একই (অভিন্ন ব্যক্তি) আমার প্রতি জ্ঞানের ও কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না—যদি এইরূপ আশঙ্কা করা হয় তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইবে না, কারণ বিদ্বদবস্থা ও অবিদ্বদবস্থা ভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ সার্থক হইয়া থাকে অর্থাৎ বিদ্বদবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞানের উপদেশ এবং অবিদ্বদবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে; তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—।১ **এষা** অর্থাৎ ন ত্বেবাহম্—"আমি কখনও ছিলাম না যে তাহা নহে" ইত্যাদি একুশটী শ্লোকে **তে**—তোমায় **অভিহিতা**—যাহা বলা হইয়াছে তাহা **সাংখ্যে**=সাঙ্খ্য বিষয়ে —যাহার দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিশূন্যরূপে খ্যাত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয় তাহা **সাঙ্খ্য**; সুতরাং এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে **সংখ্যা শব্দের অর্থ 'উপনিষৎ'**। কেবল মাত্র তাহার দ্বারাই (সেই উপনিষৎ নামক সংখ্যার দ্বারাই) যাহা তাৎপর্য্যপরিসমাপ্তিবলে প্রকাশিত হয় তাহার নাম সাঙ্খ্য;—সুতরাং **সাংখ্য বলিতে ঔপনিষদ (উপনিষৎপ্রতিপাদ্য) পুরুষ**। **তাৎপর্য্য**—[আত্মতত্ত্ব কেবল মাত্র উপনিষৎ হইতেই অবগত হওয়া যায়, অন্য কোন প্রমাণ তাহার স্বরূপ নিবেদনে সমর্থ নহে। আবার, কেবল মাত্র নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই উপনিষদের তাৎপর্য্য; তাদৃশ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনেই যে উপনিষৎ সকলের তাৎপর্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে তাহা তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গ পর্য্যালোচনা করিয়া উপনিষদের অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য টীকায় 'তাৎপর্য্যপরিসমাপ্তি' বলা হইয়াছে।] সেই সাংখ্য

জ্ঞানং সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিকারণং ত্বাং প্রতি ময়োক্তং, নৈতাদৃশজ্ঞানবতঃ ক্বচিদপি কর্ম্মোচ্যতে, 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ।২ যদি পুনরেবং ময়োক্তেঽপি তবৈষাবুদ্ধির্নোদেতি চিত্তদোষাৎ তদা তদপনয়নেনাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারায় কর্ম্মযোগএব ত্বয়ানুষ্ঠেয়ঃ।৩ তস্মিন্ "যোগে" কর্ম্মযোগে তু করণীয়াং "ইমাং" সুখদুঃখে সমে কৃত্বেত্যত্রোক্তাং ফলাভিসন্ধিত্যাগলক্ষণাং বুদ্ধিং বিস্তরেণ ময়া বক্ষ্যমাণাং "শৃণু"। তুশব্দঃ পূর্ব্ববুদ্ধেঃ যোগবিষয়ত্বব্যতিরেকসূচনার্থঃ।৪ তথাচ শুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানোপদেশঃ অশুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি কর্ম্মোপদেশ ইতি কুতঃ সমুচ্চয়শঙ্কয়া বিরোধাবকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫ যোগবিষয়াং বুদ্ধিং ফলকথনেন স্তৌতি—"যয়া" ব্যবসায়াত্মিকয়া "বুদ্ধ্যা" কর্ম্মসু "যুক্ত"স্ত্বং কর্ম্মনিমিত্তং বন্ধং আশয়াশুদ্ধিলক্ষণং জ্ঞানপ্রতিবন্ধং প্রকর্ষেণ পুনঃ প্রতিবন্ধানুৎপত্তিরূপেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি।৬ অয়ম্ভাবঃ—কর্ম্মনিমিত্তো জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ কর্ম্মণৈব ধর্ম্মাখ্যেনাপনেতুং

বিষয়ে অর্থাৎ ঔপনিষদ পুরুষ বিষয়ে যে বুদ্ধি অর্থাৎ সেই ঔপনিষদ পুরুষের সম্বন্ধে যে জ্ঞান যাহা সকল প্রকার অনর্থনিবৃত্তির হেতু, তাহা আমি তোমায় বলিয়াছি। যে ব্যক্তির এতাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন স্থলেই কর্ম্মের উক্তি (বিধান) নাই। অগ্রেও "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" = "তাহার আর কর্ত্তব্য থাকে না" ইত্যাদি স্থলে এই কথা বলা হইবে।২ আর আমি এইরূপ বলিলেও (উপদেশ দিলেও), চিত্তের কলুষতাদি দোষ বশতঃ যদি তোমার এই প্রকার জ্ঞানের উদয় না হয় তাহা হইলে তাহা (সেই চিত্তমলিনতাদোষ) দূর করিয়া আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তোমায় কর্ম্ম যোগেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।৩ আর সেই **যোগে** অর্থাৎ কর্ম্মযোগে বুদ্ধিকে যেরূপ ফলাভিসন্ধিত্যাগসম্পন্ন করিতে হইবে যাহা "সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞান করিয়া" ইত্যাদি স্থলে (সংক্ষেপে) কথিত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি তুমি শুন। শ্লোকে "যোগে তু ইমাং" এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি (সাংখ্যবুদ্ধি) যোগবুদ্ধি হইতে যে ব্যতিরিক্ত তাহা সূচিত করিবার জন্য "তু" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৪ সুতরাং যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাঁহার প্রতি জ্ঞানের উপদেশ এবং যাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তাহার প্রতি কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের (মিলনের) আশঙ্কা করিয়া যে বিরোধের আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহার অবকাশ কোথায়? অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি একই কালে একই পুরুষের অবলম্বনীয় বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইত তাহা হইলে উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ সহাবস্থানবশতঃ বিরোধ হইতে পারিত; কিন্তু তাহা ত অভিপ্রেত নহে, কেননা জ্ঞান যাহার অবলম্বনীয় কর্ম্ম তাহার পরিত্যাজ্য, আবার কর্ম্ম যাহার অনুষ্ঠেয় জ্ঞান তাহার অধিকারবহির্ভূত। সুতরাং এরূপ হইলে বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান না থাকায় বিরোধেরও কোন আশঙ্কা নাই, ইহাই অভিপ্রায়।৫ এক্ষণে ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক যোগবিষয়ক বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন—। **যয়া** = যে ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধির প্রভাবে **যুক্তঃ** অর্থাৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তুমি **কর্ম্মবন্ধং** – কর্ম্ম জন্য আশয়ের (চিত্তের) অশুদ্ধিরূপ যে বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধ তাহা **প্রহাস্যসি** – প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ পুনরায় আর

শক্যতে 'ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি'ইতি শ্রুতেঃ (তৈঃ আঃ—১০।৬৩।৭)। শ্রবণাদিলক্ষণো বিচারস্তু কর্ম্মাত্মকপ্রতিবন্ধরহিতস্যাসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধং দৃষ্টদ্বারেণাপনয়তীতি ন কর্ম্ম-বন্ধনিরাকরণায়োপদেষ্টুং শক্যতে। অতোঽত্যন্তমলিনান্তঃকরণত্বাদ্বহিরঙ্গং সাধনং কর্ম্মৈব ত্বয়ানুষ্ঠেয়ং, নাধুনা শ্রবণাদিযোগ্যতাপি তব জাতা দূরে তু জ্ঞানযোগ্যতেতি। তথাচ বক্ষ্যতি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু"ইতি।৭ এতেন সাঙ্খ্যবুদ্ধেরন্তরঙ্গসাধনং শ্রবণাদি বিহায় বহিরঙ্গসাধনং কর্ম্মৈব ভগবতা কিমিতি অর্জ্জুনায়োপদিশ্যত ইতি

যাহাতে প্রতিবন্ধের উৎপত্তি না হইতে পারে সেই ভাবে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।৬ এস্থলের ভাবার্থ এইরূপ—কর্ম্মের জন্য জ্ঞানের যে প্রতিবন্ধ হয় তাহা ধর্ম্ম (শুভাদৃষ্ট) নামক কর্ম্মের দ্বারাই অপনীত করা যায়। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শুভাদৃষ্টরূপ ধর্ম্ম জন্মে এবং সেই শুভাদৃষ্ট বশতঃই চিত্তদোষ দূরীভূত হয়। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'ধর্ম্মের দ্বারা পাপ দূর করিবে' ইত্যাদি। আর আত্মতত্ত্বশ্রবণাদিরূপ যে বিচার তাহা কর্ম্মাত্মকপ্রতিবন্ধকবিহীন ব্যক্তির অসম্ভাবনাদি প্রতিবন্ধ দৃষ্টদ্বারে (অদৃষ্টকে দ্বার না করিয়া) দূর করিয়া থাকে; এই কারণে তাহা (শ্রবণাদিরূপ বিচার) কর্ম্মবন্ধ নিরাকরণের জন্য উপদিষ্ট হইতে পারে না। [**তাৎপর্য্য**—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ 'আত্মা দর্শনার্হ, এইজন্য তদ্বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত' এই শাস্ত্র-বাক্যে যে আত্মশ্রবণাদি বিহিত হইয়াছে তাহার দ্বারা অসম্ভাবনাদি বিনিবৃত্ত হয়; শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত অসম্ভাবনা দূর হয়, মননের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা অপনীত হয় এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনার বিনিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই হইল শ্রবণাদি কার্য্যের দৃষ্ট ফল। কিন্তু চিত্তের অশুদ্ধিরূপ যে দোষ তাহা শ্রবণাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয় না, তজ্জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক; কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে ধর্ম্মনামক শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয় আর তাহার ফলে চিত্তগত মালিন্য দূর হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই তাহার চিত্তদোষও দূরীভূত হয় না; আর তাহা হইলে সে যখন শ্রবণাদির অধিকারীই হইতে পারে না, তখন শ্রবণাদি যে তাহার কর্ম্মবন্ধরূপ চিত্ত দোষ দূর করিবে তাহা সুদূর পরাহত।] অতএব তোমার (অর্জ্জুনের) অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন বলিয়া কর্ম্ম রূপ বহিরঙ্গ সাধনই তোমার অনুষ্ঠেয়, কারণ এক্ষণে তোমার শ্রবণাদি বিষয়েই যোগ্যতা জন্মে নাই জ্ঞানবিষয়ে যোগ্যতা ত দূরের কথা [অর্থাৎ যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কার্য্য উৎপাদন করে তাহা অন্তরঙ্গ সাধন আর যাহা পরম্পরাসম্বন্ধে করে তাহা বহিরঙ্গ সাধন। শ্রবণ মননাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানজনক বলিয়া উহারা আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন; আর কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া আত্মজ্ঞান জন্মায় বলিয়া বহিরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে বহিরঙ্গ সাধনের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই কারণে জ্ঞানানধিকারী মুমুক্ষু ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়।] এইজন্য পরে বলিবেন—"কেবল মাত্র কর্ম্মেই তোমার অধিকার হইতেছে"।৭ ইহার দ্বারা, সাংখ্য বুদ্ধির অন্তরঙ্গ সাধন যে শ্রবণাদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ কেন অর্জ্জুনকে বহিরঙ্গ সাধন কর্ম্মাদির উপদেশ দিলেন? যাহারা এইরূপ কথা বলে তাহাদের

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পং অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে অর্থাৎ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ফলের নাশ নাই এবং বৈগুণ্যেরও সম্ভাবনা নাই; এই ধর্ম্ম অতি অল্পমাত্রায়ও অনুষ্ঠিত হইলে মহৎ সংসার ভয় হইতে রক্ষা করে।৪০।

নিরস্তং।৮ কর্ম্মবন্ধং সংসারমীশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্ত্যা প্রহাস্যসীতি প্রাচাং ব্যাখ্যানে ত্বধ্যাহারদোষঃ কর্ম্মপদবৈয়র্থ্যঞ্চ পরিহর্ত্তব্যং।৯—৩৯

নন্থ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুত্যা বিবিদিষাং জ্ঞানং চোদ্দিশ্য সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন

মতও নিরস্ত হইল। অর্থাৎ ঐ প্রকার সংশয় একেবারে অমূলক।৮ 'তুমি ঈশ্বরের প্রসন্নতার ফলে জ্ঞান লাভ করিয়া **কর্ম্মবন্ধং** অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিতে পারিবে' প্রাচীনগণের এই প্রকার যে ব্যাখ্যা তাহাতে অধ্যাহার দোষ অর্থাৎ 'ভগবানের প্রসন্নতা প্রাপ্তি' এই অংশটী অধ্যাহার (উহ্য) করিতে হইবে, ইহা একটী দোষ, এবং কর্ম্মপদের বিফলতাদোষ অর্থাৎ "কর্ম্মবন্ধ" এস্থলে কর্ম্ম পদটী বিফল হয়, কারণ বন্ধ বলিলেই সংসারবন্ধন বুঝায় বলিয়া কর্ম্ম পদটী দেওয়া নিরর্থক হয়, ইহাও আর একটী দোষ—এই দুইটী দোষের পরিহার করিতে হয়। অর্থাৎ উক্ত দুইটী দোষ থাকায় তাদৃশ ব্যাখ্যান সমীচীন নহে।৯—৩৯।

ভাবপ্রকাশ—তোমাকে এই যে যোগ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার কথা বলিলাম ইহা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার এক প্রধান উপায়। পূর্ব্বে আত্মতত্ত্বের কথা বলিয়াছি। যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে পাপ পুণ্যের হাত হইতে আত্যন্তিক মুক্তিলাভ করা যায়। কিন্তু যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়াও বন্ধন মুক্ত হইতে পারেন। যে জ্ঞানে সদ্যোমুক্তি বা সাক্ষাৎ মুক্তি হয়, সেই আত্মজ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি। এখন তোমাকে যোগবুদ্ধির কথা কহিব। এই যোগে আরূঢ় হইলে ঈশ্বর প্রসাদে জ্ঞানলাভ হয় সুতরাং এই যোগ অবলম্বন করিলেও অন্তে সংসার হইতে মুক্তি হয়। মধুসূদন বলেন প্রাচীনদের এইরূপ ব্যাখ্যায় 'কর্ম্মবন্ধং' পদের 'কর্ম্ম' শব্দের সার্থকতা থাকে না। তাই তিনি বলেন কর্ম্ম নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক তাহা কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষয় হয়। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় করিতে কর্ম্মই একমাত্র সাধন; তাই অশুদ্ধান্তঃকরণ অর্জ্জুনকে তিনি কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। কর্ম্মবন্ধন বলিতে এখানে মূল বন্ধনকে বুঝাইতেছে না। এখানে কর্ম্মজনিত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অর্থাৎ চিত্তের অশুদ্ধি তাহাকেই বুঝাইতেছে।৩৯

আচ্ছা,—"ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মবিৎগণ) সেই এই আত্মাকে, বেদানুবচনের দ্বারা (বেদাধ্যয়নের দ্বারা) যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনাশক অর্থাৎ অনশনাদি তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা

সর্ব্বকর্ম্মণাং বিনিয়োগাৎ তত্র চ অন্তঃকরণশুদ্ধের্দ্বারত্বাৎ মাং প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানং বিধীয়তে।১ তত্র "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত" (ছাঃ উঃ ৮।১।৬) ইতি শ্রুতিবোধিতস্য ফলনাশস্য সম্ভবাৎ জ্ঞানং বিবিদিষাং বা উদ্দিশ্য ক্রিয়মাণস্য যজ্ঞাদেঃ কাম্যত্বাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণানুষ্ঠেয়স্য যৎকিঞ্চিদঙ্গাসম্পত্তাবপি বৈগুণ্যোপপত্তেঃ যজ্ঞেনেত্যাদিবাক্যবিহিতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামেকেন পুরুষায়ুষ-

করেন"—এই শ্রুতিতে "সংযোগপৃথকত্ব" ন্যায়ে বিবিদিষা (আত্মতত্ত্ব বেদন করিবার ইচ্ছা) এবং জ্ঞান এতদুভয়ের উদ্দেশে কর্ম্মসকল বিহিত হইয়াছে এবং তাহাতেও আবার অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বার-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, এইজন্যই ত আমার প্রতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার বিধান করা হইতেছে ?১ কিন্তু তাঁহাতেও ত অর্থাৎ সেই কর্ম্মানুষ্ঠানেও ত ফলক্ষয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে ; কারণ—"যেমন এই ব্যবহার জগতে কর্ম্মার্জ্জিত (কৃষ্যাদি) ফল নষ্ট হইয়া যায় ঠিক সেইরূপই পরলোকেও পুণ্যসঞ্চিত ফলের ক্ষয় হইয়া থাকে" এই শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মার্জ্জিত পুণ্য ফলের নাশ জ্ঞাপিত হয়। আবার যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানোদ্দেশ্যে এবং বিবিদিষার জন্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তাহা কাম্য কর্ম্ম হইয়া পড়ে। তাহা আবার সমস্ত অঙ্গকর্ম্মগুলিকে উপসংহৃত করিয়া অর্থাৎ সমবেত করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয় অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের দ্বারা পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক কাম্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠেয় ; কারণ তাহাতে যদি যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গেরও অসম্পত্তি ঘটে অর্থাৎ অনবধানতাদিবশতঃ অতি অল্প অঙ্গেরও অনুষ্ঠানবিষয়ে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) ঘটিয়া থাকে। অপি চ, "যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্যে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে পুরুষের (পূর্ণ) আয়ুষ্কাল শেষ হইলেও একটী পুরুষ কর্ত্তৃক সেই কর্ম্মগুলি সমগ্রভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যদি পূর্ণ পরমায়ু লাভ করে এবং সে যদি বরাবর বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকে তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল এত অধিক যে তাহার আয়ুঃশেষে তাহাদের সকলের অনুষ্ঠান করা হইয়া উঠিবে না। অতএব "(কর্ম্মযোগের দ্বারা) কর্ম্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে পারিবে" এইরূপে যে কর্ম্মযোগের ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই ফলের প্রত্যাশা কিরূপে সম্ভব হয় ? [**তাৎপর্য্য**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধরূপ আশয়াশুদ্ধি দূর হয়। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান একজনের পক্ষে একজীবনে অসম্ভব। তাহার উপর যে কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। অনুষ্ঠানেব ত্রুটি হইলে আবার সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। যদি বলা হয় যে এতাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন ফল নাই, যে হেতু নিষ্কামভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় ; আর নিষ্কামভাবে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কোন ফল ভোগ হয় না। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে, কারণ "যজ্ঞের দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে বিবিদিষা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল এবং জ্ঞানও তাহার ফল। আবার অন্য শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে কর্ম্মফলমাত্রই অনিত্য ; সুতরাং বিবিদিষাও কর্ম্মফল বলিয়া অনিত্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে পর অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ ফল অনিত্য হওয়ায় তাহা ত মোক্ষের উপযোগী হইতে পারে না।] এই প্রকার আশঙ্কার উত্তর

পর্য্যবসানেঽপি কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কুতঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসীতি ফলং প্রত্যাশেত্যত আহ ভগবান্—২। অভিক্রম্যতে কর্ম্মণা প্রারভ্যতে যৎফলং সোঽভিক্রমঃ, তস্য নাশস্তদ্যথেহেত্যাদিনা প্রতিপাদিতঃ "ইহ" নিষ্কামকর্ম্মযোগে নাস্তি, এতৎফলস্য শুদ্ধেঃ পাপক্ষয়রূপত্বেন লোকশব্দবাচ্যভোগ্যত্বাভাবেন চ ক্ষয়াসম্ভবাৎ, বেদনপর্য্যন্তায়া এব বিবিদিষায়াঃ কর্ম্মফলত্বাদ্বেদনস্য চাব্যবধানেনাজ্ঞাননিবৃত্তিফলজনকস্য ফলমজনয়িত্বা নাশাসম্ভবাৎ ইহ ফলনাশো নাস্তীতি সাধূক্তং।৩ তদুক্তং "তদ্‌যথেহেতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কর্ম্মণি।

স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—২। যাহা অভিক্রান্ত হয় অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যাহা আরব্ধ হয় তাহা অভিক্রম, সুতরাং অভিক্রম অর্থ কর্ম্মজন্য ফল; তাহার নাশ অভিক্রমনাশ; তাহা—"তদ্‌যথেহ" (যেমন ইহলোকে) ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা এই নিষ্কামকর্ম্মযোগে নাই। কারণ, ইহার ফল যে চিত্তশুদ্ধি তাহা পাপক্ষয়স্বরূপ হওয়ায় তাহাতে লোকশব্দবাচ্য ভোগ্যত্ব নাই অর্থাৎ "এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" এই শ্রুতিবাক্যে "লোক" শব্দের দ্বারা যে ভোগ্যত্ব খ্যাপিত হইয়াছে নিষ্কামকর্ম্মযোগে তাহা নাই; ঐ শ্রুতিবাক্যে 'লোক' শব্দটী থাকায় ইহাই অবগত হওয়া যায় যে লোক অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ভোগ্য ফলই অস্থায়ী, কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল চিত্তগতপাপক্ষয়স্বরূপ হওয়ায় তাহা ভোগ্য নহে, এবং এই কারণে তাহা বিনাশশীলও নহে। অতএব তাহার ক্ষয়েরও সম্ভাবনা নাই। আবার "যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্যে যে বিবিদিষার কথা বলা হইয়াছে তাহা কর্ম্মফল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা বেদন পর্য্যন্ত অর্থাৎ জ্ঞান পর্য্যন্ত বিবিদিষাই বিবক্ষিত (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বিবিদিষাকে দ্বার করিয়া বেদন পর্য্যন্ত ফল জন্মাইয়া থাকে।) সেই বেদন আবার বিনা ব্যবধানে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল জন্মাইয়া থাকে বলিয়া যতক্ষণ না তাহা অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল জন্মায় ততক্ষণ তাহার নাশ হওয়াও অসম্ভব। (অর্থাৎ বেদন শব্দর অর্থ আত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ। আর অবিদ্যার বিনাশ করাই তাহার কার্য্য। এই কারণে যতক্ষণ না অবিদ্যার বিনাশ হয় ততক্ষণ তাহারও ক্ষয় নাই। তাহা যে অবিদ্যার বিনাশ সাধন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।) এই হেতু এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ফলের বিনাশ নাই এই কথা যে বলা হইয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে।৩ [**তাৎপর্য্য** ঃ—আশঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছিল যে কর্ম্মফল বিনাশী হওয়ায় অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ কর্ম্মফল মোক্ষের উপযোগী হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, কর্ম্মফলের ভোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হয়, বিনা ভোগে তাহার বিনাশ নাই। এইজন্য কথিত আছে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের মলিনতারূপ পাপ দূর হয়; ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলা হইয়াছে। ইহা কিছু ভোগের পদার্থ নহে; আর ভোগ না হওয়ায় ইহার ক্ষয়ও হইতে পারে না। আরও নিষ্কাম কর্ম্ম বিবিদিষোৎপত্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় এই কথা "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; বিবিদিষা বলিতে বেদনের (জ্ঞানের) ইচ্ছা। বস্তুতঃ এস্থলে কেবল মাত্র বিবিদিষাই নিষ্কাম কর্ম্মের ফল নহে, কিন্তু বেদন অর্থাৎ জ্ঞান পর্য্যন্ত যে ফল, যে বিবিদিষার ফলে বেদন উৎপন্ন হয়, তাহাই এখানে

ফলেচ্ছাং তু পরিত্যজ্য কৃতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকৃৎ"ইতি।৪ তথা "প্রত্যবায়ঃ" অঙ্গবৈকল্যনিবন্ধনং বৈগুণ্যমিহ "ন বিদ্যতে"—তমেতমিতি বাক্যেন নিত্যানামেবোপাত্তদুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিবিদিষায়াং বিনিয়োগাৎ, তত্র চ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারনিয়মাভাবাৎ; কাম্যানামপি সংযোগ-পৃথক্ত্বন্যায়েন বিনিয়োগ ইতি পক্ষেঽপি ফলাভিসন্ধিরহিতত্বেন তেষাং নিত্যতুল্যত্বাৎ।৫ ন হি কাম্যনিত্যাগ্নিহোত্রয়োঃ স্বতঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি ফলাভিসন্ধিতদভাবাভ্যামেব তু কাম্যত্বব্যপদেশঃ।৬ ইদঞ্চ পক্ষদ্বয়মুক্তং বার্ত্তিকে "বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে।

বিবিদিষা পদের বিবক্ষিত অর্থ। এইজন্য ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন "অবগতিপর্য্যন্তমেব হি জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ ফলং ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ"—ফলই ইচ্ছার বিষয় হয় বলিয়া যে পর্য্যন্ত না অবগতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ ফল হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অর্থই জিজ্ঞাসা পদের উত্তর বিহিত সন্ প্রত্যয়ের অর্থ। আবার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা তদ্বিরোধী অজ্ঞানকে অবশ্যই নষ্ট করিয়া থাকে, কেন না একত্র দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের যুগপৎ স্থিতি অসম্ভব। সুতরাং অজ্ঞান নিবৃত্তিই যদি জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হইল, এবং চিত্তশুদ্ধিরূপ দ্বার সহায়ে নিষ্কাম কর্ম্মই যদি তাহার পরম্পরা কারণ হইল তাহা হইলে "কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি" এই কথা যে বলা হইয়াছে তাহাতে কি অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে?]৩

বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকমধ্যে এইরূপ কথিতও আছে যথা, "তদ্ যথেহ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে যে কর্ম্ম-নিন্দা শ্রুত হইতেছে তাহা ফল সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, কর্ম্ম সম্বন্ধে নহে। কিন্তু ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা বিশুদ্ধিই জন্মাইয়া থাকে।৪ আরও, ইহাতে প্রত্যবায় অর্থাৎ অঙ্গ-বৈগুণ্যবশতঃ কোন বিগুণতা নাই; যেহেতু "তম্ এতম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, নিত্য কর্ম্ম সকলই সঞ্চিত পাপের ধ্বংস করিয়া বিবিদিষায় বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। আর তাহাতে সর্ব্বাঙ্গোপসংহাররূপ নিয়ম নাই (অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গ সাকল্যে অনুষ্ঠিত হইলেই কর্ম্ম পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা না হইলে অঙ্গহানির জন্য ফলের অপ্রাপ্তি অথবা ন্যূনতা ঘটে—এই যে নিয়ম যাহা মীমাংসাদর্শনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় পাদের ২য় অধিকরণে ৮—১০ সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে, ইহা সকাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কাম্য-কর্ম্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফলের অভিলাষী নহে তাহার নিকট সফল বা বিফল উভয় প্রকার ফলই সমান। কাজেই তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, যেহেতু সে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আর তাহার ফলে তাহার যে চিত্তশুদ্ধি জন্মে তাহা যে অল্প পরিমাণে হয় তাহাও নহে)।৫ কাম্য কর্ম্মেরও "সংযোগপৃথক্ত্ব" ন্যায়ে (উভয়ার্থেই) বিনিয়োগ হইয়া থাকে—এই মতেও, সেই সমস্ত কর্ম্মে ফলের অভিসন্ধি না থাকায় তাহাও নিত্য কর্ম্মেরই সমান। যেমন কাম্যাগ্নিহোত্র এবং নিত্যাগ্নিহোত্র ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু কর্ত্তার তাহাতে ফলাভিসন্ধি থাকিলে তাহা কাম্য এবং ফলাভিসন্ধি না থাকিলে তাহা নিত্য এইরূপ ব্যপদেশ (ব্যবহার) করা হইয়া থাকে। সেইরূপ কর্ত্তা কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মটী কাম্য হয় আর কামনা না থাকিলে তাহা নিত্য কর্ম্মেরই তুল্য হইয়া থাকে। (অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবেন)।৬

তমেতমিতিবাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ। যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং কাম্যানামপি কর্ম্মণাং। তমেতমিতিবাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ" ইতি (বৃহদাঃ বাঃ—সম্বন্ধ বাঃ ৩২১।২২)।৭

[**তাৎপর্য্য**—নিত্য কর্ম্ম সকল নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তাহার ফলে চিত্তগত মলিনতা দূর হইয়া বিবিদিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা একটী মত। অপর একটী (সংক্ষেপশারীরক-কারের) মত হইতেছে এই যে নিত্য কর্ম্ম এবং কাম্য কর্ম্ম উভয়ই নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা বিবিদিষার জনক হয়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে, কাম্য কর্ম্ম সকলের বিধায়ক বাক্যের সহিত যে ফলশ্রুতি থাকে তাহাই তাহার ফল। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে তাহা সেই স্ব স্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলও জন্মাইবে, আবার বিবিদিষাও জন্মাইবে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে তাঁহারা মীমাংসা দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সংযোগপৃথকত্বন্যায় নামক তৃতীয় অধিকরণটীর উল্লেখ করেন। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে এক একটী শ্রুতিবাক্যকে বিষয় করিয়া তাহাতে সংশয় পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাঙ্গের সাহায্যে এক একটী বিচার করা হইয়াছে। ইহাকেই অধিকরণ বা ন্যায় বলা হয়। ঐ সংযোগপৃথক্ত্বন্যায় নামক অধিকরণে "দধ্না ইন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ" এই শ্রুতিবাক্যকে বিষয় করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে একই দধিদ্রব্য নিষ্কাম ব্যক্তির অগ্নিহোত্র হোমের সাঙ্গতা করিবে আবার সকাম ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃদ্ধিরূপ ফলবিশেষও উৎপাদন করিবে, কারণ এ সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। আর সেই শাস্ত্ররূপ প্রমাণেই যখন দধি দ্রব্যের উভয়ার্থতা অর্থাৎ উভয় প্রকার প্রয়োজননিষ্পাদকতা উপদিষ্ট হইতেছে তখন কামনা না থাকিলেও দধিদ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, আবার উক্ত কামনাবিশেষ থাকিলেও তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। "খাদিরো যূপো ভবতি"—যজ্ঞ বিশেষে খদির কাষ্ঠের যূপ করিতে হইবে এবং "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্বীত"—বীর্য্যকামী ব্যক্তি সেই যজ্ঞবিশেষে খদির কাষ্ঠের যূপ করিবে, ইত্যাদি স্থলেও ঐরূপ নিয়ম। এস্থলে যেমন সংযোগ অর্থাৎ বিধায়ক বাক্য পৃথক্ অর্থাৎ বিভিন্ন হওয়ায় একই দ্রব্য বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে সেইরূপ যজ্ঞ সকলের বিশেষ ফলশ্রুতি থাকায় সকাম ব্যক্তির পক্ষে সেই সেই ফল প্রাপ্তি হইবে আবার "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্য থাকায় নিষ্কাম ব্যক্তির পক্ষে তাহা হইতে বিবিদিষাও জন্মাইবে, ইহা স্বীকার করিতে আপত্তি কি?]৬ এই দুইটী পক্ষই (সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত) বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক মধ্যে কথিত হইয়াছে; যথা—"তম্ এতম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইবে যে, একাত্মতা জ্ঞান জন্মিবার জন্য বেদানুবচনাদি (বেদাধ্যয়নাদি) নিত্য কর্ম্ম সকলের বিধি। অথবা "তম্ এতম্" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে যে কাম্য কর্ম্মেরও প্রয়োজন বিবিদিষা উৎপাদন করা। একই কর্ম্ম যে দুই রকম উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহার কারণ সংযোগের অর্থাৎ বিধায়ক শ্রুতিবাক্যের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ আছে। [ফলিতার্থ এই যে পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ফলশ্রুতি পূর্ব্বক বিহিত হইলে একই কর্ম্ম হইতে অনেক প্রকার প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। আর বার্ত্তিককার এখানে 'যদ্বা' বলিয়া ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, কোন কোন মতে ঐ কর্ম্ম সকল আত্ম-জ্ঞানেরই উৎপাদক হইয়া থাকে। আর কোন কোন মতে উহার ফলে বিবিদিষা উৎপন্ন হয় এবং বিবিদিষার ফলে বেদন অর্থাৎ

তথাচ ফলাভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণ এব কর্ম্মণি সর্ব্বাঙ্গোপসংহারনিয়মাত্তদ্বিলক্ষণে শুদ্ধ্যর্থে কর্ম্মণি প্রতিনিধ্যাদিনা সমাপ্তিসম্ভবান্নাঙ্গবৈগুণ্যনিমিত্তঃ প্রত্যবায়োঽস্তীত্যর্থঃ।৮ তথা "অস্য" শুদ্ধ্যার্থস্য "ধর্ম্মস্য" তমিত্যাদি বাক্যবিহিতস্য মধ্যে "স্বল্পমপি" সংখ্যয়েতিকর্ত্তব্যতয়া বা যথাশক্তি ভগবদারাধনার্থং কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং "মহতঃ" সংসারভয়াৎ "ত্রায়তে" ভগবৎ-প্রসাদসম্পাদনেন অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি। "সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং। ভূয়স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবন" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তমেতমিতি বাক্যে সমুচ্চয়-বিধায়কাভাবাচ্চ অশুদ্ধিতারতম্যাদেবানুষ্ঠানতারতম্যোপপত্তের্যুক্তমুক্তং কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসীতি ॥ ৯—৪০

আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। তবে এই বিবিদিষা পক্ষটীই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত; এই কারণে যত্না বলিয়া শেষকালে ইহারই উল্লেখ করিলেন।]৭ এই জন্য যে কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেই সর্ব্বাঙ্গোপসংহারের নিয়ম থাকায় যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ কেবলমাত্র শুদ্ধির জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ কর্ম্ম প্রতিনিধি প্রভৃতির দ্বারা সমাপ্ত করা যখন সম্ভব হয় তখন আর তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্যাদিজনিত প্রত্যবায় নাই, ইহাই অভিপ্রায় [তাৎপর্য্য—মীমাংসা দর্শনের ৬।৩।১ অধিকরণে ১—৭ সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে কাম্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় নাই; এই কারণে তাহা করিতে হইলে যাহাতে তাহার মধ্যে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ত্রুটি বিচ্যুতি জন্য কোন বৈগুণ্য না হয় তাহা করা কর্ত্তব্য; অন্যথা ফলেরও অসম্পত্তি কিংবা ন্যূনতা ঘটে। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম অবশ্য করণীয়—না করিলে পাপ হইবে। এই কারণে যাহার সকল বস্তুর আহরণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় অথবা অন্য কারণে সাঙ্গতা করা হইয়া উঠে না তাহার ক্রিয়ালোপ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া সে যদি সেই নিত্যকর্ম্ম যথাশক্তি করে তাহা হইলে কোন প্রত্যবায় হয় না। এইজন্য কথিত আছে "নিত্যেষু যথাশক্তি-ন্যায়ঃ"। আর এই জন্যই এখানে বলা হইয়াছে **প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে**।]৮ আরও "তমেতম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যাহা বিহিত হইয়াছে এবং চিত্তশুদ্ধি যাহার প্রয়োজন সেই এই ধর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) **স্বল্পমপি**—অতি অল্পও অর্থাৎ সংখ্যায় অল্প হউক অথবা ইতিকর্ত্তব্যতায় অল্পই হউক, ভগবদারাধনার জন্য যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা **মহতো ভয়াৎ**—মহৎ সংসার ভয় হইতে **ত্রায়তে**=পরিত্রাণ করে অর্থাৎ ভগবানের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া অনুষ্ঠাতা পুরুষকে রক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে,—"সকল পাপে আসক্ত হইয়াও লোকে যদি নিমেষমাত্রও নারায়ণকে স্মরণ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি (ভগবৎপ্রসাদে) পংক্তিপাবনগণেরও পাবন (পবিত্রতাকারী) হইয়া উৎকৃষ্টভাবে তপস্বী হইয়া যায়" ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যই প্রমাণ। "তম্ এতম্" ইত্যাদি বাক্যে যজ্ঞাদির সমুচ্চয়ের বিধান না থাকায় (অন্তঃকরণের) অশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ অনুষ্ঠানেরও তারতম্য হয় বলিয়া "কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে" এই কথা যে বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।৯ [তাৎপর্য্য—"তমেতম্ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" এই বেদবাক্যে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এবং অনশনপূর্ব্বক তপস্যা এইগুলিকে আত্ম-বিবিদিষার এবং আত্ম-বেদনের হেতু বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ঐগুলি কি

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ অর্থাৎ হে কুরুকুলানন্দবর্দ্ধন! এই শ্রেয়োমার্গে আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (সকলের পক্ষে) একই প্রকারের; কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুভেদযুক্ত এবং তাহা অনন্তই হইয়া থাকে।৪১।

এতদুপপাদনায় তমেতমিতিবাক্যবিহিতানামেকার্থত্বমাহ ব্যবসায়েতি—হে "কুরুনন্দন" "ইহ" শ্রেয়োমার্গে তমেতমিতিবাক্যে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব" চতুর্ণামাশ্রমাণাং সাধ্যা বিবক্ষিতা বেদানুবচনেনেত্যাদৌ তৃতীয়াবিভক্ত্যা প্রত্যেকং নিরপেক্ষসাধনত্ব-বোধনাৎ। ভিন্নার্থত্বে হি সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ। একার্থত্বেঽপি দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিতিবৎ দ্বন্দ্ব-

সমুচ্চিত ভাবে (সবগুলি সমবেত হইয়া একযোগে) বিবিদিষাদির হেতু কিংবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উহাদের প্রত্যেকটীই হেতু। ইহার উত্তরে বলা হয় যে উহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ ভাবে বিবিদিষোৎপত্তির হেতু; উহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য বিবিদিষার এবং বেদনের উৎপত্তি সাধন করা। ইহার কারণ বিভিন্ন লোকের অন্তঃকরণের অশুদ্ধতা বিভিন্ন প্রকার। আর সেই অশুদ্ধি বিভিন্ন প্রকার বলিয়াই তদপনয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্য্যেরও অনুষ্ঠান আবশ্যক। এই জন্য কাহারও বেদাধ্যয়নে চিত্তের অশুদ্ধি দূরীভূত হয়, কাহারও যজ্ঞানুষ্ঠানে, কাহারও বা দান করিয়া, কাহারও বা তপস্যা করিয়া কাহারও বা সবগুলির অনুষ্ঠান করিলে পর তবে চিত্তদোষ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের তারতম্য হইলেও সবগুলিই চিত্তশুদ্ধিরূপ একই ফল জন্মাইয়া থাকে]।৯—৪০॥

ভাবপ্রকাশ—এই যে কর্ম্মযোগের কথা তোমাকে বলিতেছি, ইহা সাধারণ কর্ম্ম হইতে ভিন্ন। যোগবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, এখানে অঙ্গহানিরও সম্ভাবনা নাই। তাই বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে সমস্ত বিঘ্নবাহুল্যের ভয় আছে এখানে তাহা নাই। শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া এই যোগপথে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মহাফল লাভ হয় এবং অন্তে সংসারভয় হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। কাম্য কর্ম্মে কর্ম্ম সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও ফললাভ হয় না, বরং বিঘ্নবশতঃ কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে কিম্বা অঙ্গহানি হইলে প্রত্যবায় হয়। কর্ম্মযোগে কিন্তু যেটুকু করা যায় তাহাই মহাফল উৎপন্ন করে। ৪০

ইহারই উপপাদন (যুক্তিনির্দ্দেশ) করিবার জন্য "তমেতম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যেগুলি বিহিত হইয়াছে তাহাদের সকলেরই প্রয়োজন যে এক তাহাই বলিতেছেন—। হে কুরুনন্দন! **ইহ** অর্থাৎ এই শ্রেয়োমার্গে অথবা "তমেতম্" ইত্যাদি বাক্যে যাহা বিহিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে **ব্যবসায়াত্মিকা**—আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি চারিটী আশ্রমের পক্ষেই এক প্রকারেই সাধ্য বলিয়া বিবক্ষিত; কারণ "বেদানুবচনেন, যজ্ঞেন, দানেন, তপসা" এই চারিটী স্থলেই তৃতীয়া বিভক্তি শ্রুত হওয়ায় ইহাদের প্রত্যেকেই যে ইতরনিরপেক্ষ ভাবে বিবিদিষাদির উৎপত্তির সাধন তাহা বোধিত হয়। যদি উহাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইত তাহা হইলে সমুচ্চয় হইতে পারিত। আর

সমাসেন "যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়েচ"ইতিবচ্চশব্দেন (বা), ন তথাত্র কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ।১ সাঙ্খ্যবিষয়া যোগবিষয়া চ বুদ্ধিরেকফলত্বাদেকা ব্যবসায়াত্মিকা সর্ব্ববিপরীতবুদ্ধীনাং বাধিকা নির্দ্দোষবেদবাক্যসমুত্থত্বাৎ, ইতরাস্ত্বব্যবসায়িনাং "বুদ্ধয়ঃ" বাধ্যা ইত্যর্থঃ—ইতি ভাষ্যকৃতঃ।২ অন্যেতু পরমেশ্বরারাধনেনৈব সংসারং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা এক-

একার্থতা থাকিলেও অর্থাৎ উহাদের প্রয়োজন এক হইলেও যেমন "দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞদ্বয়ের দ্বারা" এই স্থলে দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা সমুচ্চয় বোধিত হয় অথবা যেমন **যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়ে চ**—"অগ্নির উদ্দেশ্যে এবং প্রজাপতির উদ্দেশ্যে" এই স্থলে "চ" এই শব্দের দ্বারা সমুচ্চয় বোধিত হইয়া থাকে "তমেতম্" ইত্যাদি বাক্যে বেদানুবচন এবং যজ্ঞাদির সমুচ্চয় বোধক তাদৃশ কোন প্রমাণ নাই, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ।১ [**তাৎপর্য্য**—কোন্ আশ্রমে থাকিয়া তদুচিত কার্য্য করিতে থাকিলে যে বিবিদিষাদির উৎপত্তি হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, কারণ আশয়দোষ নাশ না হইলে তাহা হইতে পারে না। চিত্তের মলিনতা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বেদানুবচন (বেদাধ্যয়ন) করিতে করিতেও নষ্ট হইতে পারে, গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, বানপ্রস্থাশ্রমে দানাদির দ্বারা, অথবা চতুর্থ ভৈক্ষাশ্রমে (কামনাত্যাগরূপ) অনশনাদিপূর্ব্বক তপশ্চর্য্যাদি হইতেও নষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ইহাদের প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ভাবে চিত্ত দোষ নাশ করিতে সমর্থ। এইজন্য ইহারা কেবল মিলিত হইলেই যে চিত্ত দোষ নাশ করিবে, তাহা না হইলে নহে, এরূপ কল্পনা করা নিষ্প্রমাণক। কারণ তাদৃশ অর্থ এই শ্রুতিবাক্যে বোধিত হয় না। যেহেতু কোথাও কোথাও অনেকগুলি বিষয় সমুচ্চিত হইয়া এক যোগে একটী প্রয়োজন সাধিত করে; তথায় কিন্তু তাহাদের সমুচ্চয়তাবোধক প্রমাণ আছে। যেমন দর্শপৌর্ণমাস স্থলে দ্বন্দ্বসমাস দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যজ্ঞদ্বয়ের সমুচ্চয়বোধক এবং "যদগ্নয়ে চ" ইত্যাদি স্থলে দুইটী 'চ'কার সমুচ্চয়বোধ হয়। এস্থলে কিন্তু শ্রুতিবাক্যে তাদৃশ কোন প্রমাণ নাই। এই কারণে বেদানুবচনাদি কর্ম্মগুলি যে সমুচ্চিত হইয়া অর্থাৎ একযোগে বিবিদিষার উৎপাদক হইবে ইহা স্বীকার করা চলে না।১] সাংখ্যবিষয়া এবং যোগবিষয়া যে বুদ্ধি তাহাদের ফল এক অর্থাৎ অভিন্ন হওয়ায় তাহারাও **একা**—একই প্রকারের অর্থাৎ সাংখ্যবিষয়া এবং যোগবিষয়া বুদ্ধি উভয়েই ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ সকল প্রকার বিপরীত বুদ্ধির বাধিকা; যেহেতু তাহা নির্দ্দোষ বাক্য হইতে (তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য হইতে) সম্যক্‌রূপে উত্থিত হয়। পক্ষান্তরে অব্যবসায়িগণের (আত্মতত্ত্ব-অনিশ্চয়কারিগণের) যে অন্য প্রকার বুদ্ধিধারা তাহা নিয়তই বাধিত হইয়া থাকে—ইহাই অভিপ্রায়; ইহা ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।২ [**তাৎপর্য্য**—অর্থাৎ সাংখ্যবিষয়া (উপনিষৎপ্রতিপাদিত-আত্ম-বিষয়া) এবং যোগবিষয়া (কর্ম্মযোগবিষয়া) যে বুদ্ধি যাহাকে বেদন বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয় তাহা **তত্ত্বমসি** প্রভৃতি বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি হইতে সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন হয়। বেদান্ত বাক্য অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে ভ্রম বা ফলসম্বন্ধে বিসংবাদ (অমিল) ইত্যাদি প্রকার কোনও দোষেরই সম্ভাবনা নাই। আর যাঁহার চিত্তের পাপ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই মধ্যেই জ্ঞান উদিত হয় বলিয়া তাহা আর

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥

নিষ্ঠৈব বুদ্ধিরিহ কর্ম্মযোগে ভবতীত্যর্থমাহুঃ।৩ সর্ব্বথাপি তু জ্ঞানকাণ্ডানুসারেণ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" ইত্যুপপন্নং।৪ কর্ম্মকাণ্ডে পুনঃ বহুশাখাশ্চানেকভেদাঃ কামানামনেকভেদত্বাৎ অনন্তাশ্চ কর্ম্মফলগুণফলাদিপ্রকারোপশাখাভেদাৎ বুদ্ধয়ো ভবন্ত্যব্যবসায়িনাং তত্তৎফলকামনাং।৫ বুদ্ধীনামানন্ত্যপ্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থো হিশব্দঃ। অতঃ কাম্যকর্ম্মাপেক্ষয়া মহদ্বৈলক্ষণ্যং শুদ্ধ্যর্থকর্ম্মণামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬—৪১

পুনরায় অজ্ঞানাবৃত হয় না, কিন্তু তাহাই অজ্ঞানসম্ভূত ব্যবহার সকলের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। এই কারণে সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একা অর্থাৎ একনিষ্ঠা, তাহার ফল একই]।২ এস্থলে অন্য কেহ কেহ (শ্রীধরস্বামী) আবার এইরূপ বলিয়া থাকেন,—পরমেশ্বরের আরাধনার দ্বারাই সংসার পার হইতে পারিব, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধিই কর্ম্মযোগের ফলে প্রকাশ পাইয়া থাকে।৩ যাহাই হউক এই সকল প্রকারেই কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অনুসারে "এই ধর্ম্মের অতি অল্প মাত্রায় অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে" এই উক্তি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড অনুসারেই এই প্রকার উক্তির যুক্তিযুক্ততা এবং সার্থকতা হইয়া থাকে।৪ পক্ষান্তরে কর্ম্মকাণ্ড মধ্যে **বহুশাখাঃ**—বহু শাখা অর্থাৎ অনেক প্রকার ভেদ বিদ্যমান; ইহার কারণ পুরুষের কামনা অনেক প্রকার; **অনন্তাঃ চ**—এবং কর্ম্মফল, গুণফল প্রভৃতি ভেদে অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মের ফল এবং বিশেষ বিশেষ গুণজন্য ফল প্রতিপাদক উপশাখা সকলেরও বহু ভেদ রহিয়াছে বলিয়া তদনুশীলনকারী অব্যবসায়িগণের অর্থাৎ সেই সেই বিভিন্ন প্রকার ফলের কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বুদ্ধিও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে।৫ অব্যবসায়িগণের বুদ্ধির অনন্ততা যে প্রসিদ্ধই আছে তাহা জানাইবার জন্য শ্লোকে বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ এই স্থলে "**হি**" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এই কারণে কাম্যকর্ম্মসকল হইতে চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম সকলের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে, ইহাই অভিপ্রায়।৬

ভাবপ্রকাশ—যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে কর্ম্ম যোগে পরিণত হয় সেই বুদ্ধি একা। এই বুদ্ধি স্থিরা এবং একাভিমুখী। ইহা বহুদিকে ধাবিত হয় না। এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী এবং অব্যভিচারিণী। ইহার লক্ষ্য সর্ব্বদাই স্থির থাকে এবং ইহা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। সাংসারিক লোকের বুদ্ধি নানাদিকে ধাবিত হয়, নানা ফলের আকাঙ্ক্ষায় বহুদিকে ছুটাছুটী করে। ভোগৈশ্বর্য্যের দিকেই সাংসারিক বুদ্ধির দৃষ্টি থাকে। এই ভোগের অনন্ত রূপ; সুতরাং এই বুদ্ধিও অসংখ্যদিকে ধাবিত হয়। যতদিন ভোগের জন্য চিত্ত অভিলাষী থাকে ততদিন চিত্ত যথার্থ ভাবে একাভিমুখী হইতে পারে না। ভোগকামনা শূন্য হইলে আর বুদ্ধি নানাদিকে ছুটাছুটী করে না।৪১—৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

পার্থ! অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাং ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি তয়া অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে অর্থাৎ হে পার্থ! বেদের তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কামনাপরিপূর্ণচিত্ত হওয়ায় তাহারা বেদের অর্থবাদের উপরই নির্ভর করিয়া স্বর্গকেই পরমবস্তু বলিয়া থাকে, স্বর্গাতিরিক্ত অন্য কিছু (মোক্ষ) যে আছে তাহা স্বীকার করে না—আর এইরূপে তাহারা যাহার ফলে স্বর্গসুখভোগ এবং স্বর্গে আধিপত্য লাভ হয় তাদৃশ বহু ক্রিয়াবিশেষে বিস্তৃত জন্ম, কর্ম্ম এবং ফলপ্রদ এই যে পুষ্পিত পলাশের ন্যায় আপাতরমণীয় বেদের কর্ম্মকাণ্ডময়ী বাণী ইহাকেই প্রকৃষ্ট অর্থাৎ চরম বলিয়া প্রচার করে, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে অর্থাৎ স্বর্গাধিপত্যে আসক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত সেই কর্ম্মকাণ্ডীয় বাণীর দ্বারা অভিভূত বলিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উদিত হয় না।৪২,৪৩,৪৪॥

অব্যবসায়িনামপি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুতো ন ভবতি প্রমাণস্য তুল্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্য প্রতিবন্ধকসম্ভাবান্ন ভবতীত্যাহ ত্রিভিঃ—।১ যামিমাং বাচং প্রবদন্তি তয়া বাচাপহৃতচেতসামবিপশ্চিতাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন ভবতীত্যন্বয়ঃ।২ "ইমাম্"অধ্যয়নবিধ্যু-

আচ্ছা, বেদবাক্যরূপ প্রমাণ যখন উভয়ত্রই তুল্য তখন অব্যবসায়িগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি না হইবে কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে তিনটী শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন যে প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকায় তাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে পারে না।১ [তাৎপর্য্য—আত্মতত্ত্বানুশীলনকারী ব্যক্তির সাংখ্য ও কর্ম্মযোগবিষয়া বুদ্ধিতে যেমন জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদই প্রমাণ সেইরূপ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী অব্যবসায়িগণের কর্ম্মবিষয়া বুদ্ধিতেও সেই বেদই প্রমাণ। হইতে পারে তাহাদের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ অবান্তর প্রভেদ রহিয়াছে। তথাপি দুইটীই যখন বেদ তখন দুইয়েরই প্রামাণ্য তুল্যরূপ, একটী যে অধিক প্রমাণ আর অন্যটী যে কম প্রমাণ তাহা বলা চলে না, যেহেতু তাহা হইলে একটীর প্রামাণ্য কুণ্ঠিত হইলে অপরটীরও অবস্থা তদ্রূপ হইয়া পড়িবে। অতএব বেদেই যখন কামবহুল কর্ম্মকলাপের উপদেশ রহিয়াছে তখন যে সমস্ত ব্যক্তিরা তদনুসারে চলে তাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি না হইবার কোনই হেতু নাই। এইরূপ আশঙ্কা উত্থিত হইলে ইহার সমাধানকল্পে বলা হইবে যে অব্যবসায়ী কামবহুল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণেরও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে পারিত যদি তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইত। কিন্তু নানাবিধ কামনা জালে তাহাদের চিত্ত কলুষিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া সেই কামনাসন্ততি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিবন্ধিকা হইয়া রহিয়াছে; এই কারণে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং অনুষ্ঠাতার আশয়দোষে ফলের তারতম্য হওয়ায় তাহাতে বেদের কোনও প্রামাণ্যহানি ঘটে না।১] শ্লোক গুলির অন্বয় (পদযোজনা) করিলে অর্থ এইরূপ হইবে যথা, এইরূপ যে কথা বলা হয় সেই কথার দ্বারা যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়া পড়ে সেই সমস্ত অবিপশ্চিৎ (অজ্ঞ)গণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে পারে না।২ **ইমাম্** অর্থাৎ "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" এই বেদাধ্যয়নবিধির দ্বারা সংগৃহীত হওয়ায়

পাত্তত্বেন প্রসিদ্ধাং "পুষ্পিতাং" পুষ্পিতপলাশবদাপাতরমণীয়াং সাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রতিভানান্নিরতিশয়ফলাভাবাচ্চ—।৩ কুতো নিরতিশয়ফলত্বাভাবস্তদাহ "জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং"; জন্ম চ অপূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধলক্ষণং, তদধীনঞ্চ কর্ম্ম তত্তদ্বর্ণাশ্রমাভিমাননিমিত্তং, তদধীনঞ্চ ফলং পুত্রপশুস্বর্গাদিলক্ষণং বিনশ্বরং, তানি প্রকর্ষেণ ঘটীযন্ত্রবদবিচ্ছেদেন দদাতীতি তথা তাং—।৪ কুত এবমত আহ—"ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং" অমৃতপানোর্ব্বশীবিহারপারিজাতপরিমলাদিনিবন্ধনো যো ভোগ স্তৎকারণঞ্চ যদৈশ্বর্য্যং দেবাদিস্বামিত্বং তয়ো "র্গতিং" প্রাপ্তিং "প্রতি" সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষা অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদয়স্তৈঃ "বহুলাং" বিস্তৃতাং অতি বাহুল্যেন ভোগৈশ্বর্য্যসাধন-

যাহা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ **স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্য** (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।১৫।১) 'বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য' এই বিধি দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে সমগ্র বেদ পুরুষার্থপ্রতিপাদক—পুরুষের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় তাহাই বেদমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ অবগত হইয়া তদুপদিষ্ট কর্ম্মকলাপের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ হইবে ইহাই যে কর্ম্মকাণ্ডবিৎ ব্যক্তিগণের অভিমত ইহা অতি প্রসিদ্ধ। এইজন্য বলিয়াছেন **ইমাম্ পুষ্পিতাং** কুসুমিতপলাশ বৃক্ষের ন্যায় যাহা আপাতরমণীয় (উপস্থিত মনোহর); কারণ তাহাতে সাধ্য স্বর্গাদি এবং তাহার সাধন যে যজ্ঞাদি তাহাদের সম্বন্ধ প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং তাহাতে নিরতিশয় ফলও নাই (এই হেতু তাহা পলাশের ন্যায় প্রথমতঃ রমণীয় কিন্তু পরিণামরমণীয় নহে)।৩ তাহাতে নিরতিশয় ফল না থাকিবার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং** অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধই জন্ম অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ছিল না এতাদৃশ শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই জন্ম। বর্ণাশ্রমাভিমানের নিমিত্তস্বরূপ **কর্ম্ম** জন্মের অধীন অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিরাই কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী। এইজন্য বর্ণাশ্রমাভিমানই কর্ম্মের নিমিত্ত। আর দেহের দ্বারাই সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদিত হয় বলিয়া কর্ম্মসকল দেহের অধীন। আবার পুত্র, পশু, স্বর্গ প্রভৃতি রূপ বিনশ্বর ফল সেই কর্ম্মের অধীন। যাহা এই জন্ম, কর্ম্ম এবং ফল, প্রকৃষ্ট ভাবে অর্থাৎ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রদান করিয়া থাকে তাহা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।৪ এইরূপ হইবার কারণ কি? অর্থাৎ জন্ম, কর্ম্ম ও ফল যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটিয়া থাকে তাহার কারণ কি? তাহাই বলিতেছেন—**ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্** অর্থাৎ যেহেতু তাহা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তির প্রতি সাধনীভূত যে ক্রিয়াবিশেষ তাহার দ্বারা পরিবৃত। অমৃতপান, উর্ব্বশীর সহিত বিহার এবং পারিজাতের পরিমল প্রভৃতি হেতু যে ভোগ, তাহার আবার কারণ স্বরূপ যে ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ দেবাদির উপর আধিপত্য (যেহেতু তাহা না হইলে দেবাদির সম্মুখে সে ভোগ হইতে পারে না), এতদুভয়ের গতি অর্থাৎ প্রাপ্তির প্রতি সাধন স্বরূপ অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোম আদি যে সকল ক্রিয়াবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের দ্বারা বহুল অর্থাৎ বিস্তৃত; অর্থাৎ তাহা (কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্য সকল) অতিশয় বাহুল্যরূপে ভোগ ও

ক্রিয়াকলাপপ্রতিপাদিকামিতি যাবৎ—কর্ম্মকাণ্ডস্য হি জ্ঞানকাণ্ডাপেক্ষয়া সর্ব্বত্রাতি-বিস্তৃতত্বং প্রসিদ্ধম্—।৫ এতাদৃশীং কর্ম্মকাণ্ডলক্ষণাং "বাচং প্রবদন্তি" প্রকৃষ্টাং পরমার্থ-স্বর্গাদিফলামভ্যুপগচ্ছন্তি—।৬ কে যে "অবিপশ্চিতঃ" বিচারজন্যতাৎপর্য্যজ্ঞানশূন্যাঃ—।৭ অতএব "বেদবাদরতাঃ" বেদে যে সন্তি "বাদাঃ" অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি"ইত্যেবমাদয়স্তেষ্বেব রতা বেদার্থসত্যত্বেন এবমেবৈতদিতি মিথ্যাবিশ্বাসেন সন্তুষ্টাঃ, হে পার্থ—।৮ অতএব "নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" কর্ম্মকাণ্ডাপেক্ষয়া নাস্ত্যন্যৎ জ্ঞান-কাণ্ডং, সর্ব্বস্যাপি বেদস্য কার্য্যপরত্বাৎ কর্ম্মফলাপেক্ষয়া চ নাস্ত্যন্যন্নিত্যানিরতিশয়ং জ্ঞানফলমিতিবদনশীলাঃ মহতা প্রবন্ধেন জ্ঞানকাণ্ডবিরুদ্ধার্থভাষিণ ইত্যর্থঃ—।৯ কুতো মোক্ষদ্বেষিণস্তে ? যতঃ "কামাত্মানঃ" কাম্যমানবিষয়শতাকুলচিত্তত্বেন কামময়াঃ—। এবং

ঐশ্বর্য্যের সাধনীভূত ক্রিয়াকলাপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে বলিয়া সেইগুলিও খুব বিস্তৃত; কারণ ভোগ যখন বহুবিধ তখন তৎপ্রতিপাদক বাক্য সকলও বহুবিধ এবং অনন্ত। জ্ঞানকাণ্ডের তুলনায় কর্ম্মকাণ্ড যে সর্ব্বত্র অতি বিস্তৃত তাহা প্রসিদ্ধ।৫ এতাদৃশ কর্ম্মকাণ্ডরূপ **বাচং**=বাক্য যাহারা **প্রবদন্তি** অর্থাৎ স্বর্গাদি রূপ ইহার যে ফল তাহা পরমার্থ হওয়ায় তাহাকেই প্রকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করে।৬ কাহারা এরূপ স্বীকার করে? উত্তর—**অবিপশ্চিতঃ**—বেদবাক্য বিচার করিলে যে তাৎপর্য্য জ্ঞান হয় তাহা যাহাদের নাই সেই সমস্ত অবিপশ্চিৎগণ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য কোথায় ইহা যাহাদের জ্ঞান নাই সেই সমস্ত একদেশদর্শী ব্যক্তিরাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে।৭ এই কারণেই তাহারা **বেদবাদরতাঃ** বেদমধ্যে "যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহার সুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত **বাদ** অর্থাৎ **অর্থবাদ** রহিয়াছে, ওহে পার্থ! যাহারা তাহাতেই নিরত থাকে অর্থাৎ বেদের অর্থ সত্য হওয়ায় ইহা এইরূপই অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যযাজীর সুকৃত অবশ্যই অক্ষয় হইয়া থাকে, তাহার আর কোন কালে ক্ষয় নাই এইরূপ মিথ্যা বিশ্বাসবশে যাহারা সন্তুষ্ট থাকে।৮ এই কারণেই তাহারা **নান্যদস্তীতিবাদিনঃ** অন্য আর কিছু নাই এইরূপ কথনশীল অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ছাড়া আর অন্য জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কিছুই নাই, যেহেতু সমস্ত বেদই কার্য্যপর (ক্রিয়াপ্রতিপাদক), এই কারণে জ্ঞানের অন্য কোন ফল নাই যাহা কর্ম্মফলের তুলনায় নিরতিশয় (অধিক) হইতে পারে, এইরূপ বলা যাহাদের স্বভাব তাহারা অর্থাৎ যাহারা অত্যন্ত প্রযত্ন সহকারে জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকে—৯। [**তাৎপর্য্য**—কর্ম্মকাণ্ডানুশীলকারিগণের মতে বেদ ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ কেবলমাত্র কর্ম্মপ্রতিপাদক;—কেবলমাত্র কর্ম্মপ্রতিপাদন করাই বেদের তাৎপর্য্য। সুতরাং যে সমস্ত বাক্য কর্ম্ম প্রতিপাদক নহে সেইগুলির স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই; কিন্তু কর্ম্মবোধক বাক্য সকলের অর্থাৎ বিধিবাক্য সকলের সহিত সংলগ্ন হইয়া সেইগুলি স্বীয় প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া থাকে। এই কারণে উৎপনিষদাদিতে যে আত্মতত্ত্ব, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়সকল উপদিষ্ট হইয়াছে সেইগুলি অর্থবাদ মাত্র। উপনিষদ্ মধ্যে "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যাদি বাক্যে যে উপাসনা প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে ঐগুলি তাহারই বিধিশেষ বা অর্থবাদ।৯] তাহারা কি জন্য এইরূপ মোক্ষবিদ্বেষী হইল?

সন্তি মোক্ষমপি কুতো ন কাময়ন্তে? যতঃ "স্বর্গপরাঃ" স্বর্গএবোর্ব্বশ্যাদ্যুপেতত্বেন পর উৎকৃষ্টো যেষাং তে তথা। স্বর্গাতিরিক্তঃ পুরুষার্থো নাস্তীতি ভ্রাম্যন্তো বিবেকবৈরাগ্যাভাবান্মোক্ষকথামপি সোঢ়ুমক্ষমা ইতি যাবৎ—।১০ তেষাঞ্চ পূর্ব্বোক্তয়োর্ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং ক্ষয়িত্বাদিদোষাদর্শনেন নিবিষ্টান্তঃকরণানাং "তয়া" ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচাঽপহৃতমাচ্ছাদিতং চেতো বিবেকজ্ঞানং যেষাং তথাভূতানাং অর্থবাদাঃ স্তুত্যর্থাঃ তাৎপর্য্যবিষয়ে প্রমাণান্তরাবাধিতে বেদস্য প্রামাণ্যমিতি সুপ্রসিদ্ধমপি জ্ঞাতুমশক্তানাং "সমাধৌ"

(উত্তর) যেহেতু তাহারা **কামাত্মানঃ** কাম্যমান শত শত বিষয়ের দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকুলিত হওয়ায় তাহারা কামময়।১০ যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ যদি তাহারা কামময়ই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা মোক্ষেরও কামনা করে না কেন? (উত্তর)—ইহার কারণ এই যে তাহারা **স্বর্গপরাঃ** স্বর্গ উর্ব্বশী প্রভৃতি সমাযুক্ত, এই কারণে স্বর্গই হইয়াছে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট যাহাদের নিকট। অর্থাৎ স্বর্গ ছাড়া অন্য কোন পুরুষার্থ নাই এইরূপে ভ্রমচালিত হইয়া বিবেক বৈরাগ্যের অভাবহেতু তাহারা মোক্ষকথাও সহ্য করিতে অক্ষম।১১ সেই সমস্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যবিষয়ে প্রসক্ত অর্থাৎ স্বর্গরূপ ফলেরও যে ক্ষয়িত্ব প্রভৃতি দোষ আছে তাহা দেখিতে পায় না বলিয়া তাহাতেই তাহাদের অন্তঃকরণ নিবিষ্ট। এবং **তয়া** অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা আকীর্ণ সেই কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাণীর দ্বারা **অপহৃতচেতসাম্**=অপহৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হইয়াছে চেতঃ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান যাহাদের সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের। অর্থবাদ সকল স্তুতির (প্রশংসার) নিমিত্ত, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অর্থবাদ সকল তাহার প্রশস্ততা খ্যাপন করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু তাৎপর্য্যের বিষয় যদি অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়েও বেদের প্রামাণ্য আছে অর্থাৎ বেদ প্রমাণভূত বলিয়া অবাধিত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারিত বিষয়ও তাহার প্রতিপাদ্য, এই বিষয়টী অতি প্রসিদ্ধ হইলেও তাহারা ইহা বুঝিতে অসমর্থ [**তাৎপর্য্য** :—মীমাংসকগণ বলেন, বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে সেই গুলির স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই; ইহা সঙ্গত নহে। কারণ "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্য" বেদধ্যায়ন কর্ত্তব্য, এই বিধি হইতে অবগত হওয়া যায় যে সমগ্র বেদ পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী। আর সাধ্য ক্রিয়াত্মক কর্ম্ম হইতে যেমন পুরুষার্থ সাধিত হইয়া থাকে সিদ্ধস্বরূপ অক্রিয়াত্মক ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইতেও সেইরূপ পুরুষার্থ সাধিত হয়। তাহাই যদি হয় তখন কর্ম্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রেরই স্বার্থে তাৎপর্য্য আছে আর তদতিরিক্ত অন্যগুলি অর্থবাদ মাত্র ইহা বলা অযৌক্তিক। কারণ যে স্থলে সিদ্ধ বস্তু প্রতিপাদন করা হইয়াছে অথচ তাহা প্রমাণান্তর বিসংবাদী এবং অপুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী তাদৃশ বাক্যসকল স্বার্থে অপ্রমাণ হওয়ায় অর্থবাদ হয় হউক, কিন্তু যে সমস্ত বাক্যের অর্থ প্রমাণান্তর বিরুদ্ধ নহে অথচ পুরুষার্থ পর্য্যবসায়ী সেই গুলির স্বীয় স্বরূপেও বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নাই ইহা কিরূপে বলা যায়? ইহা বলা অত্যধিক কর্ম্মাভিনিবেশজন্য সাহস ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞান-মোক্ষোপদেশ-প্রভৃতি-সমন্বিত উপনিষদ্ভাগ সকল

অন্তঃকরণে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি"র্ন বিধীয়তে ন ভবতীত্যর্থঃ। সমাধিবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তেষাং ন ভবতীতি বা। অধিকরণে বিষয়ে বা সপ্তম্যাস্তুল্যত্বাৎ।১২ বিধীয়তে ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ।১৩ সমাধীয়তেঽস্মিন্ সর্ব্বমিতি ব্যুৎপত্ত্যা সমাধিরন্তঃকরণং পরমাত্মা বেতি নাপ্রসিদ্ধার্থকল্পনম্।১৪ অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিস্তন্নিমিত্তং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নোৎপদ্যত ইতি ব্যাখ্যানে তু রূঢ়িরেবাদৃতা।১৫ অয়ম্ভাবঃ—যদ্যপি কাম্যান্যগ্নিহোত্রাদীনি শুদ্ধ্যর্থেভ্যো ন বিশিষ্যন্তে তথাপি ফলাভিসন্ধিদোষাৎ নাশয়শুদ্ধিং সম্পাদয়ন্তি। ভোগানুগুণা তু শুদ্ধির্ন জ্ঞানোপযোগিনী। এতদেব দর্শয়িতুং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিতি পুনরুপাত্তম্।১৬ ফলাভিসন্ধিমন্তরেণ তু কৃতানি জ্ঞানোপ-

প্রমাণান্তর বাধিতও নহে এবং তদ্দ্বারা পুরুষার্থ সাধিত হয় না যে তাহাও নহে; প্রত্যুত তাহা হইতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ডীয় সেই সমস্ত অংশের অবশ্যই স্বার্থে তাৎপর্য্য রহিয়াছে বলিয়া মীমাংসকগণের ঐ প্রকার অভিমত তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অত্যাধিক অভিনিবেশ বা দুরাগ্রহের পরিচায়ক।] সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের **সমাধৌ**—সমাধিতে অর্থাৎ অন্তঃকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বিহিত হয় না অর্থাৎ তাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উদিত হয় না। অথবা তাহাদের সমাধিবিষয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, এইরূপ অর্থও হইতে পারে। অধিকরণে অথবা বিষয়ে যে সপ্তমী বিভক্তি হয় ফলতঃ তাহাদের অর্থ তুল্য বলিয়া উক্ত দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে।১২ **বিধীয়তে** এস্থলে কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে লটের প্রয়োগ হইয়াছে।১৩ যাহার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাহিত (নিহিত) হয় তাহা সমাধি। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সমাধি বলিতে অন্তঃকরণ অথবা পরমাত্মা এই দুইপ্রকার অর্থই পাওয়া যায়। এই জন্য এখানে (সমাধিপদের অন্তঃকরণ এইরূপ অর্থ করায়) কোন অপ্রসিদ্ধ কল্পনা করা হইল না।১৪ আর 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' এই প্রকার বুদ্ধি লইয়া অবস্থান করার নাম সমাধি; তাহার কারণীভূতা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ইহার উৎপন্ন হয় না, এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে রূঢ় (প্রসিদ্ধ) অর্থেরই আদর করা হইয়া থাকে অর্থাৎ এরূপ অর্থও হইতে পারে এবং ইহা অতি স্পষ্ট।১৫ এস্থলের অভিপ্রায় এইরূপ,—যদিও চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠীয়মান নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের মধ্যে অনুষ্ঠানতঃ কোন পার্থক্য নাই তথাপি কাম্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকলে ফলাভিসন্ধিরূপ দোষ থাকায় তাহারা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে না। আর ভোগের অনুগুণ অর্থাৎ উপযুক্ত যে শুদ্ধি তাহা জ্ঞানের উপযোগী নহে। অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগের যোগ্য হইতে হইলেও শুদ্ধির আবশ্যক আছে; সে শুদ্ধির ফলে দিব্য ভোগের অনুপযুক্ত এই অপবিত্র শরীর ছাড়িয়া তাদৃশ ভোগের উপযুক্ত পবিত্র দিব্য দেহ লাভ হয়, কিন্তু সেই শুদ্ধি ভোগসম্পাদন কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়া যায় বলিয়া তদ্দ্বারা আর চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে না। এইকারণেই কাম্যকর্ম্ম জ্ঞানোপযোগী হয় না। এইরূপ অর্থ দেখাইবার (নির্দ্দেশ করিবার) জন্যই একবার "ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি" বলা হইলেও পুনরায় "ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং" এই বলিয়া পুনরুক্তি করা হইয়াছে।১৬ পক্ষান্তরে

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ ভব অর্থাৎ হে অর্জ্জুন। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদত্রয় ত্রিগুণাত্মক কামনাময় সংসারফলক, তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগক্ষেম প্রযত্নবিহীন এবং পরমাত্মনিষ্ঠ হও।৪৫।

যোগিনীং শুদ্ধিমাদধতীতি সিদ্ধং বিপশ্চিদবিপশ্চিতোঃ ফলবৈলক্ষণ্যম্। বিস্তরেণ চৈতদগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যতে।১৭—৪২,৪৩,৪৪॥

নমু সকামানাং মা ভূদাশয়দোষাদ্ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ নিষ্কামানাং তু ব্যবসায়াত্মক-বুদ্ধ্যা কর্ম্ম কুর্ব্বতাং কর্ম্মস্বাভাব্যাৎ স্বর্গাদিফলপ্রাপ্তৌ জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ সমান ইত্যা-শঙ্ক্যাহ ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি—।১ ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যং কামমূলঃ সংসারঃ, স এব প্রকাশ্যত্বেন বিষয়ো যেষাং তাদৃশা বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকাঃ, যো যৎফলকাম

কর্ম্মসকল যদি ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানের উপযোগী শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে—এইকারণে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর যে ফলের তারতম্য হয় তাহা সিদ্ধ হইল। অগ্রে ইহা বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইবে।১৭

ভাবপ্রকাশ—বেদে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত যজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বর্গাদি বহুবিধ ফলের কথা বলা হইয়াছে। ঐ সব ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া যাহাদের চিত্ত উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে তাহাদের কখনও যোগবুদ্ধির উদয় হয় না। ভোগকামনার দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয় বলিয়া চিত্তের স্থৈর্য্যবিধান অসম্ভব হয়। তাই, যতদিন ভোগকামনা থাকে ততদিন কর্ম্ম যোগে পরিণত হইতে পারে না।৪৪

অনুবাদ—ভাল, যাহারা কামনাবহুল তাহাদের না হয় আশয়দোষবশতঃ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নাই হইল; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তিগণ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মের স্বভাব হেতু তাহাদের স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি হইয়া পড়িবে—অর্থাৎ কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল হইবে, যে হেতু ফলজনকতাই কর্ম্মের স্বভাব। সুতরাং নিষ্কাম ব্যক্তিরা নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের ফলজনকতাস্বভাবনিবন্ধন অবশ্যই তাহার ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। আর তাহা হইলেও জ্ঞানের প্রতিবন্ধ সমানই হইয়া থাকে? অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না—গমনাগমনরূপ এবং জন্মমরণরূপ সংসারেরও নিবৃত্তি হয় না। আর চিত্তের অশুদ্ধি এবং সংসার ঐ দুইটী জ্ঞানের প্রতিবন্ধক; সুতরাং কর্ম্মের স্বভাব হেতু যদি ফল উপস্থিত হইতে থাকে তাহা হইলে ঐ প্রকার প্রতিবন্ধক থাকায় আর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন।১ যাহা তিনটি গুণের কর্ম্ম তাহা ত্রৈগুণ্য; সুতরাং ত্রৈগুণ্য অর্থ কামমূল সংসার; তাহাই অর্থাৎ সেই ত্রৈগুণ্যই হইয়া থাকে প্রকাশ্য (প্রতিপাদ্য) রূপের বিষয় যাহার তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয়। তাদৃশ কর্ম্ম-

স্তস্যৈব তৎফলং বোধয়ন্তীত্যর্থঃ।২ ন হি "সর্ব্বেভ্যঃ কামেভ্যো দর্শপূর্ণমাসা"বিতি বিনিয়োগেঽপি সকৃদনুষ্ঠানাৎ সর্ব্বফলপ্রাপ্তির্ভবতি, তত্তৎকামনাবিরহাৎ। যৎফলকাম-নয়ানুতিষ্ঠতি তদেব ফলং তস্মিন্ প্রয়োগ ইতি স্থিতং যোগসিদ্ধ্যধিকরণে।৩ যস্মাদেবং কামনাবিরহে ফলবিরহঃ তস্মাৎ ত্বং "নিস্ত্রৈগুণ্যো" নিষ্কামো ভব, হে অর্জ্জুন।৪ এতেন কর্ম্মস্বাভাব্যাৎ সংসারো নিরস্তঃ।৫ নন্থ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বপ্রতীকারায় বস্ত্রাদ্যপেক্ষণাৎ কুতো নিষ্কামত্বমত আহ "নির্দ্বন্দ্বঃ" সর্ব্বত্র ভবেতি সম্বধ্যতে মাত্রাস্পর্শাস্তিত্যুক্তন্যায়েন

কাণ্ডাত্মক বেদত্রয় ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি যে ফলের কামনা করে তাহার সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে।২ "দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল প্রকার কাম্য ফলেরই সাধক" এইরূপ বিনিয়োগ (বিধিবাক্য) থাকিলেও তাহা যদি একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেও তাহা হইতে সকলপ্রকার ফলের প্রাপ্তি ঘটে না, যে হেতু অনুষ্ঠানে সেই সেই কামনা সমুচ্চিত ভাবে থাকিতে পারে না; কিন্তু যে সময়ে যে রূপ ফলের কামনায় তাহার অনুষ্ঠান করা হয় কেবল সেই বারের অনুষ্ঠানেই মাত্র সেই ফলেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে (অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার জন্য পুনরায় অনুষ্ঠান করিতে হয়—এইরূপে ফলভেদে অনুষ্ঠানের আবৃত্তি কর্ত্তব্য)।৩ [**তাৎপর্য্য**:—মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের যোগসিদ্ধি অধিকরণ নামক একাদশ অধিকরণে "একস্মৈ বা অন্যা ইষ্টয়ঃ কামায়াহ্রিয়ন্তে সর্ব্বেভ্যো দর্শপূর্ণ মাসৌ" এই শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে এই যে এস্থলে কামনাসকল মিলিতভাবে উদ্দেশ্যভূত হইতে পারে না বলিয়া দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ সর্ব্বকাম ফলপ্রদ হইলেও এক একটী কাম্য ফলের উদ্দেশ্য এক একবার তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব কামনাই যখন ফলের হেতু হইতেছে তখন সেই কামনা পরিত্যাগ করিলে আর কর্ম্মের স্বভাব নিবন্ধন যে স্বতঃই ফল জানিবে তাহা বলা চলে না। ইহা শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎগণের সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। তবে সেই কর্ম্ম সকল যে নিষ্ফল তাহা নহে কিন্তু তাহা হইতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে।] সুতরাং কামনা না থাকিলে ফলেরও যখন এইরূপে অভাব হয় তখন হে অর্জ্জুন! তুমি **নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব** অর্থাৎ নিষ্কাম হও।৪ ইহার দ্বারা—কর্ম্মের স্বভাবহেতু জন্ম মরণরূপ সংসার অবশ্যই হইবে—এইরূপ মত নিরস্ত হইল। অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত কামনা থাকে বলিয়া কর্ম্ম সংসৃতির কারণ হয়; এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'মন্যমান' হইয়া অর্থাৎ কাম্য বস্তু সকলের গুণাবলী আলোচনা করিতে করিতে কাম্য বস্তু সকল পাইতে ইচ্ছা করে সে বিষয়েচ্ছারূপ সেই সমস্ত কামনা দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কর্ম্ম হইতে যদি কামনাকে সরাইয়া লইতে পারা যায়, কর্ম্মের মূলে যদি কামনা না থাকে তাহা হইলে তাহা জন্ম মরণ হইতে অব্যাহতির হেতুতেই পরিণত হয়।৫ আশঙ্কা হইতে পারে যে শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের প্রতীকারের জন্য ত বস্ত্রাদির অপেক্ষা করিতে হয়, আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে নিষ্কামত্ব কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **নির্দ্বন্দ্বঃ** ইত্যাদি। এস্থলে "ভব" (হও) এই পদটী

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুর্ভব।৬ অসহ্যং দুঃখং কথং সোঢ়ব্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ "নিত্যসত্ত্বস্থ:" নিত্যমচঞ্চলং যৎ সত্ত্বং ধৈর্য্যাপরপর্য্যায়ং তস্মিংস্তিষ্ঠতীতি তথা। রজস্তমোভ্যামভিভূত-সত্ত্বো হি শীতোষ্ণাদিপীড়য়া মরিষ্যামীতি মন্বানো ধর্ম্মাদ্বিমুখো ভবতি। ত্বন্তু রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বমাত্রালম্বনো ভব।৭ নমু শীতোষ্ণাদিসহনেঽপি ক্ষুৎপিপাসাদিপ্রতিকা-রার্থং কিঞ্চিদনুপাত্তমুপাদেয়মুপাত্তঞ্চ রক্ষণীয়মিতি তদর্থং যত্নে ক্রিয়মাণে কুতঃ সত্ত্বস্থত্ব-মিত্যত আহ "নির্যোগক্ষেমঃ"—অলব্ধলাভো যোগঃ, লব্ধস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ ভব চিত্তবিক্ষেপকারিপরিগ্রহরহিতো ভব ইত্যর্থঃ।৮ নচৈবং চিন্তা কর্ত্তব্যা কথমেবং সতি জীবিষ্যামীতি, যতঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর এব তব যোগক্ষেমাদি নির্ব্বাহয়িষ্যতীত্যাহ "আত্মবান্"—আত্মা পরমেশ্বরঃ ধ্যেয়ত্বেন যোগক্ষেমাদিনির্ব্বাহকত্বেন বর্ত্ততে যস্য স আত্মবান্, সর্ব্বকামনাপরিত্যাগেন পরমেশ্বরমারাধয়তো মম সএব দেহযাত্রামাত্রম-পেক্ষিতং সম্পাদয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য নিশ্চিন্তো ভবেত্যর্থঃ। আত্মবান্ অপ্রমত্তো ভবেতি বা ॥ ৯—৪৫ ॥

সর্ব্বসম্বন্ধ করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান্ ইহাদের প্রত্যেকটীর সহিত 'হও' এই উহ্য ক্রিয়া পদটীর সম্বন্ধ আছে। সুতরাং পূর্ব্বে "মাত্রাস্পর্শাস্ত" ইত্যাদি যে নিয়ম বলা হইয়াছিল সেই নিয়ম অনুসারে তুমি শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে সমর্থ হও।৬ ইহাতে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অসহনীয় দুঃখ আমি কিরূপে সহিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**নিত্যসত্ত্বস্থঃ**—নিত্য অর্থাৎ অচঞ্চল (অটল) এমন যে ধৈর্য্যনামক সত্ত্ব, তাহাতে যে থাকে সে নিত্যসত্ত্বস্থ, তুমি তাদৃশ হও; কারণ যে ব্যক্তির সত্ত্ব (ধৈর্য্য) রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয় সে 'শীতোষ্ণাদির পীড়ায় আমি মরিয়া যাইব' এইরূপ মনে করিয়া ধর্ম্মে বিমুখ হইয়া থাকে। তুমি কিন্তু রজঃ এবং তমঃকে পরাভূত করিয়া কেবল ধৈর্য্যাবলম্বী হও অর্থাৎ কেবল মাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন কর।৭ আচ্ছা, শীতোষ্ণাদি না হয় সহ্য করা গেল, তথাপি ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে হইবে এবং লব্ধ বস্তুও ত রক্ষা করিতে হইবে; সুতরাং তাহার জন্য যত্ন করিতে হইলে কিরূপে সত্ত্বস্থতা সম্ভব হয় অর্থাৎ কিরূপে সত্ত্বস্থ হইতে পারা যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন **নির্যোগক্ষেমঃ**=অলব্ধ বস্তুর যে লাভ তাহার নাম **যোগ** এবং লব্ধ বস্তুর যে রক্ষণ তাহার নাম **ক্ষেম**; তুমি তাহা বিহীন হও। অর্থাৎ যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায় তাদৃশ পরিগ্রহ বিহীন হও।৮ আর এরূপ চিন্তাও করা উচিত নহে যে, এরূপ হইলে আমি কিরূপে বাঁচিব? কারণ সকলের যিনি অন্তর্যামী (অন্তরের পরিচালক) সেই পরমেশ্বরই তোমার যোগক্ষেমাদি নির্ব্বাহ করিবেন। তাহাই বলিতেছেন **আত্মবান্**; আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা যাহার ধ্যেয় (চিন্তনীয়) রূপে এবং যোগক্ষেমনির্ব্বাহকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন সেই ব্যক্তি আত্মবান্। 'আমি সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছি; তিনিই আমার দেহযাত্রার জন্য যতটুকু

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

উদপানে যাবান্ অর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবান্, সর্ব্বেষু বেদেষু (যাবান্ অর্থঃ) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (তাবান্ অর্থঃ) অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে পরিমাণ প্রয়োজন সাধিত হয় মহাহ্রদেও তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বেদোক্ত অখিল কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে প্রয়োজন সাধিত হয় ব্রহ্মভাবী ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির সেই প্রয়োজনও ভালভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।৪৬॥

নচৈবং শঙ্কনীয়ঃ সর্ব্বকামনাপরিত্যাগেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্নহং তৈস্তৈঃ কর্ম্মজনিতৈ-রানন্দৈর্ব্বঞ্চিতঃ স্যামিতি—১। যস্মাৎ "উদপানে" ক্ষুদ্রজলাশয়ে,—জাতাবেকবচনং, "যাবানর্থঃ" যাবৎ স্নানপানাদি প্রয়োজনং ভবতি, "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে" মহতি জলাশয়ে তাবানর্থো ভবত্যেব।২ যথাহি পর্ব্বতনির্ঝরাঃ সর্ব্বতঃ স্রবন্তঃ কচিদুপত্যকায়ামেকত্র মিলন্তি তত্র প্রত্যেকং জায়মানমুদকপ্রয়োজনং সমুদিতে সুতরাং ভবতি সর্ব্বেষাং

আবশ্যক তাহা নির্বাহ করিয়া দিবেন' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হও—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অথবা আত্মবান্ হও ইহার অর্থ অপ্রমত্ত (প্রমাদ শূন্য) হও।৯—৪৫

ভাবপ্রকাশ—আমি তোমাকে যে কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছি ইহা সংসারবুদ্ধি হইতে ভিন্ন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড যে কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন উহা সব সকাম কর্ম্ম। ঐ কর্ম্ম কামনাযুক্ত বলিয়া ফল উৎপাদন করে এবং ঐ ফলভোগের জন্য শরীর ধারণ করিতে হয়। তাই ঐ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। আমি কিন্তু তোমাকে যেভাবে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, ইহা ঐ সকাম কর্ম্ম হইতে একেবারে ভিন্ন। এই কর্ম্মযোগে যুক্ত হইতে হইলে দ্বন্দ্বাতীত হইতে হয়। রজঃ এবং তমঃ গুণকে বশীভূত করিয়া সত্ত্বগুণে আরূঢ় হইতে হয় অর্থাৎ সত্ত্বস্বভাব হইতে হয়। সর্ব্বদা সত্ত্বে আরূঢ় না থাকিলে অর্থাৎ প্রকৃতি পূর্ণ সাত্ত্বিকী না হইলে এই কর্ম্মযোগে যুক্ত হওয়া যায় না। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বে অভিভূত হইলে, রজঃ এবং তমঃগুণের দ্বারা চালিত হইলে, বিষয়লাভ এবং বিষয়রক্ষার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে, এই যোগ লাভ করা যায় না। অনুক্ষণ আত্মচিন্তায় বা ভগবদ্ধ্যানে ব্যাপৃত থাকিতে হয়; কখনও উহা হইতে বিরত হইয়া অসাবধানে সাংসারিক বিষয়চিন্তায় মগ্ন হইতে নাই। সর্ব্বদা লক্ষ্য স্থির রাখিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কার্য্য করিলে তবে এই যোগে যুক্ত হওয়া যায়।৪৫

অনুবাদ—আর এরূপ আশঙ্কা করাও উচিত হইবে না যে, সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে আমি সেই সেই কর্ম্মজন্য আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইব।১ যে হেতু **উদপানে** অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে—'উদপানে' এস্থলে জাতি অর্থে এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে—**যাবান্ অর্থঃ**—যে পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ স্নান, পান আদি যে সমস্ত প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হয়, **সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে**—সকল স্থান হইতে যেখানে জল আসিয়া পড়িয়াছে (জমা হইয়াছে) এতাদৃশ মহান্ জলাশয়েও সেই পরিমাণ প্রয়োজন অবশ্যই সাধিত হইয়া থাকে।২ যেমন পর্ব্বতের নির্ঝর সকল চারিদিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া কোনও উপত্যকাদেশে একত্র মিলিত হয়, আর প্রত্যেক নির্ঝরে জলের দ্বারা যে

নির্ঝরাণাং একত্রৈব কাসারেঽন্তর্ভাবাৎ, এবং "সর্ব্বেষু বেদেষু" বেদোক্তেষু কাম্যকর্ম্মসু যাবানর্থো হিরণ্যগর্ভানন্দপর্য্যন্তঃ তাবান্ "বিজানতো" ব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতবতো "ব্রাহ্মণস্য" ব্রহ্ম বুভূষোর্ভবত্যেব ক্ষুদ্রানন্দানাং ব্রহ্মানন্দাংশত্বাৎ তত্র ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তী"তি শ্রুতেঃ।৩ (বৃহদাঃ উ ৪।৩।৩২) একস্যাপ্যানন্দস্যাবিদ্যাকল্পিততত্তদুপাধিপরিচ্ছেদমাদায়াংশাংশিবদ্ব্যপদেশ আকাশস্যেব ঘটাদ্যবচ্ছেদকল্পনয়া।৪ তথাচ নিষ্কামকর্ম্মভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য তবাত্মজ্ঞানোদয়ে পরব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তয়ৈব চ সর্ব্বানন্দপ্রাপ্তৌ ন ক্ষুদ্রানন্দাপ্রাপ্তিনিবন্ধনবৈয়গ্র্যাবকাশঃ। অতঃ পরমানন্দপ্রাপকায় তত্ত্বজ্ঞানায় নিষ্কামকর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ।৫ অত্র যথা তথা ভবতীতি পদত্রয়াধ্যাহারঃ যাবাংস্তাবানিতিপদদ্বয়ানুষঙ্গশ্চ দার্ষ্টান্তিকে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৬—৪৬ ॥

প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হইত ঐ গুলি একত্র সমবেত হইলে সেইখানেও ঠিক সেই সমস্ত প্রয়োজনগুলি অবশ্যই ভালভাবেই নির্বাহিত হয়, কারণ সবগুলি নির্ঝর একটি সরোবরেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ **সর্ব্বেষু বেদেষু**—সমস্ত বেদেই অর্থাৎ বেদোক্ত সমস্ত কাম্য কর্ম্মেরই হিরণ্যগর্ভানন্দ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ প্রয়োজন [অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহা লৌকিক আনন্দের (সুখের) চরম; বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম করিলে এমন কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে না যাহা ঐ হিরণ্যগর্ভের আনন্দেরও অধিক] সেই সমস্তই, **বিজানতঃ**—যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রহ্মবুভূষু (ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ইচ্ছুক অর্থাৎ মুমুক্ষু) ব্যক্তি অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে ক্ষুদ্র আনন্দগুলি ব্রহ্মানন্দেরই অংশ হওয়ায় তাহাতেই সেগুলি অন্তর্ভূত হইয়া যায়। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"অন্য জীব সকল এই আনন্দেরই মাত্রা অর্থাৎ অংশবিশেষ উপভোগ করিয়া থাকে"।৩ আকাশ নিরবচ্ছিন্ন হইলেও যেমন ঘটাদি অবচ্ছেদ কল্পনা বশতঃ অংশাংশিরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ আনন্দ এক এবং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও অবিদ্যাকল্পিত সেই সেই উপাধিজন্য পরিচ্ছেদ লইয়া তাহার অংশাংশিরূপ ব্যপদেশ (ব্যবহার) করা হইয়া থাকে।৪ অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করায় তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে যখন আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে তখন পরব্রহ্মের যে আনন্দ তোমারও সেই আনন্দের প্রাপ্তি ঘটিবে, এবং সেই পরব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিতেই সর্ব্ব প্রকার আনন্দের প্রাপ্তি হইলে আর ক্ষুদ্র আনন্দ পাইবার জন্য ব্যগ্রতার অবকাশ থাকিবে না। অতএব তুমি, যে তত্ত্বজ্ঞানের বলে পরমানন্দের প্রাপ্তি ঘটে, তাহার প্রাপ্তির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর—ইহাই অভিপ্রায়।৫ এই শ্লোকে **যথা**, **তথা** এবং **ভবতি**—'যেমন' 'সেইরূপ' এবং 'হয়' এই তিনটী পদের অধ্যাহার করিতে হইবে এবং দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমেয় অংশে "যাবান্ এবং তাবান্"—"যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ" এই পদদ্বয়ের অনুষঙ্গ অর্থাৎ পুনরন্বয় করিতে হইবে অর্থাৎ যেমন উদপানে যে পরিমাণ (যাবান্) অর্থ, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (জলাশয়েও) সেই পরিমাণ (তাবান্) অর্থ হয়; সেইরূপ সকল বেদে

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥

কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ কদাচন ফলেষু মা, কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু অর্থাৎ কেবলমাত্র কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার (কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি) হউক, কিন্তু কর্ম্মফলে যেন কদাপি ভোক্তব্যতাবুদ্ধি না হয়; তুমি ফল কামনা করিয়া কর্ম্মফলের হেতু অর্থাৎ উৎপাদক বা লব্ধা হইও না এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্ম না করাতেও যেন তোমার প্রসক্তি না হয়।৪৭॥

নন্বু নিষ্কামকর্ম্মভিরাত্মজ্ঞানং সম্পাদ্য পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়তে চেদাত্মজ্ঞানমেব তর্হি সম্পাদ্যং কিং বহ্বায়াসৈঃ কর্ম্মভির্ব্বহিরঙ্গসাধনভূতৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি—।১ "তে" তবাশুদ্ধান্তঃকরণস্য তাত্ত্বিকজ্ঞানোৎপত্ত্যযোগ্যস্য "কর্ম্মণ্যেব"অন্তঃকরণশোধকে "অধিকারো" ময়েদং কর্ত্তব্যং ইতি বোধঃ অস্তু, ন জ্ঞাননিষ্ঠারূপে বেদান্তবাক্যবিচারাদৌ।২ কর্ম্ম চ কুর্ব্বতস্তব তৎফলেষু স্বর্গাদিষু "কদাচন" কস্যাংচিদবস্থায়াং কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ

যে পরিমাণ (**যাবান্**) অর্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেও সেই পরিমাণ (**তাবান্**) অর্থ হইয়া থাকে এইরূপে অধ্যাহার ও অনুষঙ্গ করিয়া অর্থ করিতে হইবে।৬—৪৬॥

ভাবপ্রকাশ—কামনা শূন্য হইয়া বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম করিলে ফল লাভ হয় না—ইহাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ কর্ম্ম যদি ফল উৎপাদন না করে তবে আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে কামনা যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম যে ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে তাহা, কামনা রহিত হইয়া যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে বন্ধনমুক্তিরূপ যে মহানন্দ লাভ হয়, ঐ মহানন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মের ফলে ক্ষুদ্র সাংসারিক ভোগ লাভ হয় না ইহা সত্য, কিন্তু এই বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম পরমানন্দস্বরূপ মুক্তিমহাফলের জনক হয়। সমস্ত দেশ যখন বন্যায় ভাসিয়া যায়, তখন যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের আর প্রয়োজন থাকে না, মলয় বাতাস যখন বহিয়া যায়, তখন যেমন আর তাল পাখার হাওয়ার দরকার হয় না, তেমনি মুক্তির মহানন্দের আস্বাদ পাইলে আর ক্ষুদ্র সাংসারিক সুখের প্রয়োজন থাকে না। অসীম আনন্দের মধ্যে ক্ষুদ্র সুখভোগগুলি চরিতার্থ হইয়া যায়।৪৬

অনুবাদ—এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি নিষ্কাম কর্ম্মরাশির দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপাদন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে সেই আত্মজ্ঞান যাহাতে উৎপন্ন হয় কেবল তাহাই ত করা উচিত, যাহা আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন এবং যাহা বহু আয়াসে সম্পাদিত হয় তাদৃশ কর্ম্মের আর প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর বলিতেছেন—।১ **তে**—তোমার অর্থাৎ যে তোমার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির অযোগ্য সেই তোমার **কর্ম্মণি এব**—কেবলমাত্র কর্ম্মেতেই অর্থাৎ যাহা অন্তঃকরণের শোধক সেইরূপ কর্ম্মতেই কেবল **অধিকারঃ**—অধিকার অর্থাৎ 'আমার ইহা কর্ত্তব্য' এইরূপ বোধ হউক, কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠারূপ বেদান্তবাক্যবিচারাদিতে যেন অধিকার না হয় অর্থাৎ অশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া অনধিকারী হইয়াও তুমি যেন জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত না হও।২ এবং কর্ম্ম

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ (সন্) সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু, সমত্বং যোগঃ উচ্যতে অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্থ হইয়া সঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিলাষ এবং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া এবং ফলসিদ্ধি ও ফলাসিদ্ধি দুয়েতেই সমভাব হইয়া কর্ম্মকলাপ করিতে থাক; এই যে সমভাব ইহাই যোগ বলিয়া কথিত হয়।৪৮॥

প্রাগূর্দ্ধং তৎকালে বা অধিকারো ময়েদং ভোক্তব্যমিতি বোধো মাস্তু।৩ নমু ময়েদং ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধ্যভাবেঽপি কর্ম্ম স্বসামর্থ্যাদেব ফলং জনয়িষ্যত্যতীতি চেন্নেত্যাহ "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ"—ফলকামনয়া হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি; ত্বন্তু নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্মফলহেতুর্মা ভূঃ। ন হি নিষ্কামেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃতং কর্ম্ম ফলায় কল্পত ইত্যুক্তং।৪ ফলাভাবেঽপি কিং কর্ম্মণা ইত্যত আহ "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" যদি ফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখস্বরূপেণেতি অকরণে তব প্রীতির্মাভূৎ।৫—৪৭॥

করিতে থাকিয়া তোমার যেন সেই কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ যে ফল তাহাতে **কদাচন** অর্থাৎ কোনও অবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে, পরে অথবা তৎসমকালে, **অধিকারঃ**—'আমি ইহা ভোগ করিব' এই প্রকার বোধ না হয়।৩ আচ্ছা, 'আমি ইহা ভোগ করিব' এইরূপ বুদ্ধি না হইলেও ত কর্ম্ম নিজ সামর্থ্য বলেই ফল জন্মাইতে পারে? যদি এইরূপ আশঙ্কা কর তাহা হইলে তাহা ঠিক হইবে না, তাহাই বলিতেছেন **মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ** অর্থাৎ তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না, কারণ যে ব্যক্তি ফলের কামনায় কর্ম্ম করিতে থাকে সে ফলের হেতু অর্থাৎ উৎপাদক হইয়া থাকে। তুমি কিন্তু নিষ্কাম হও, কর্ম্মফলের হেতু হইও না অর্থাৎ ফলকামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া ফলের জনক হইও না। যে হেতু নিষ্কাম ব্যক্তি ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার সেই কর্ম্ম যে ফল জন্মাইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।৪ আচ্ছা ফলাভাব হইলে অর্থাৎ যদি ফলই না হয় তাহা হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি**—অর্থাৎ (ফল না হইলেও) যেন তোমার অকর্ম্মে (কর্ম্ম না করায়) প্রসক্তি না হয়—কর্ম্মের ফলই যদি অভিপ্রেত না হইল তাহা হইলে আর দুঃখপ্রদ কর্ম্মে প্রয়োজন কি এই প্রকার বুদ্ধিবশে কর্ম্ম না করায় যেন তোমার প্রীতি না হয়।৫—৪৭

ভাবপ্রকাশ—বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। সাধারণ অজ্ঞ লোক ফলের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে। ফলতৃষ্ণা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে বসিলে তাহারা কর্ম্ম ত্যাগ করে। ফলে তৃষ্ণা না থাকিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? ইহাই তাহাদের প্রশ্ন। তোমাকে আমি বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছি; এই বুদ্ধিযোগই কর্ম্ম-প্রেরণার হেতু। বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে ফলতৃষ্ণার জন্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইবে না, আবার ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কর্ম্মের অভাব অর্থাৎ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তিও হইবে না। কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে,

পূর্ব্বোক্তমেব বিবৃণোতি যোগস্থ ইতি।—হে "ধনঞ্জয়" ত্বং "যোগস্থঃ" সন্ "সঙ্গং" ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং চ "ত্যক্ত্বা" কর্ম্মাণি "কুরু"। অত্র বহুবচনাৎ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ইত্যত্র জাতাবেকবচনং।২ সঙ্গত্যাগোপায়মাহ "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা" ইতি; ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনবুদ্ধ্যা কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যর্থঃ।৩ নন্বু যোগশব্দেন প্রাক্ কর্ম্মোক্তং অত্র তু যোগস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যুচ্যতে। অতঃ কথমেতদ্বোদ্ধুং শক্যমিত্যত আহ "সমত্বং যোগ উচ্যতে" যদেতৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং ইদমেব যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোচ্যতে নতু কর্ম্মেতি ন কোঽপি বিরোধ ইত্যর্থঃ।৪ অত্র পূর্ব্বার্দ্ধস্যোত্তরার্দ্ধেন ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ইত্যপৌনরুক্ত্যমিতি ভাষ্যকারীয়ঃ পন্থাঃ।৫ "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা"ইত্যত্র জয়াজয়সাম্যেন যুদ্ধমাত্রকর্ত্তব্যতা প্রকৃতত্বাদুক্তা। ইহ তু দৃষ্টাদৃষ্টসর্ব্বফলপরিত্যাগেন সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তব্যতেতি বিশেষঃ।৬—৪৮॥

কর্ম্মই শুদ্ধির হেতু। কর্ম্মত্যাগ করিলে কখনও জ্ঞানলাভযোগ্যতারূপ শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। আবার ফলের জন্য কর্ম্ম করিলেও শুদ্ধিলাভ হইবে না। তাই কর্ম্ম করিতে হইবে কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক; সাত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইলে এইরূপ কর্ম্ম অনায়াসে নিষ্পাদিত হয়।৪৭

অনুবাদ—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বিবৃত করিতেছেন—হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্থ হইয়া **সঙ্গং** অর্থাৎ ফলাভিলাষ এবং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ (আমি কর্ত্তা এইরূপ আত্মকর্ত্তৃত্বজ্ঞান) ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর।১ "**কর্ম্মাণি**" এস্থলে কর্ম্ম—বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" এই স্থলে কর্ম্ম শব্দটী জাতি অর্থে একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।২ সঙ্গত্যাগের উপায় বলিতেছেন **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা**—সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়েতেই সমভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ ফলসিদ্ধি হইলে যে হর্ষ হয় এবং ফল সিদ্ধি না হইলে যে বিষাদ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরোপাসনাজ্ঞানে (ঈশ্বরের সন্তোষবিধানার্থ কর্ম্ম করিতেছি এই মনে করিয়া) কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব্বে যোগ শব্দের অর্থ কর্ম্ম বলা হইয়াছে আর এখানে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর এইরূপ বলা হইতেছে; তাহা হইলে এই যোগ শব্দটীর বক্তব্য অর্থ কি তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন **সমত্বং যোগ উচ্যতে**—এস্থলে সমতাকে যোগ বলা হইতেছে। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি এতদুভয়েতেই এই যে সমতাজ্ঞান তাহাই "যোগস্থ" এই স্থলে যোগ শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে, কিন্তু যোগ শব্দে এখানে 'কর্ম্ম' এরূপ অর্থ বিবক্ষিত নহে; সুতরাং আর কোন বিরোধ হইতে পারিল না।৪ এই শ্লোকে উত্তরার্দ্ধের দ্বারা অর্থাৎ **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ** ইত্যাদি অংশটীর দ্বারা পূর্ব্বার্দ্ধেরই ব্যাখ্যা (বিবৃতি) করা হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি দোষ ঘটিতে পারে নাই, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই রূপে ব্যাখ্যা করিয়া আশঙ্কিত পুনরুক্তি দোষের পরিহার করিয়াছেন।৫ "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা"—"সুখ এবং দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে জয়ে এবং পরাজয়ে সমজ্ঞান করতঃ কেবল মাত্র যুদ্ধই কর্ত্তব্য, এই কথা বলা হইয়াছে,

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ কর্ম্ম দূরেণ অবরং হি, বুদ্ধৌ শরণং অন্বিচ্ছ, ফলহেতবঃ কৃপণাঃ অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক অধম, অতএব তুমি বুদ্ধির শরণ লও; যাহারা ফলের জন্য কর্ম্ম করে তাহারা কৃপণ ॥৪৯॥

নম্বু কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং পুরুষার্থঃ যেন নিষ্ফলমেব সদা কর্ত্তব্যং ইত্যুচ্যতে 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' ইতি ন্যায়াৎ তদ্বরং ফলকামনয়ৈব কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি চেন্ন ইত্যাহ দূরেণেতি—।১ "বুদ্ধিযোগাৎ" আত্মবুদ্ধিসাধনভূতাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ "দূরেণ" অতিবিপ্রকর্ষেণ "অবরং" অধমং।২ কর্ম্মফলাভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণং জন্মমরণহেতুভূতং, অথবা পরমাত্মবুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ অবরং সর্ব্বমপি কর্ম্ম হি যস্মাৎ হে ধনঞ্জয়! তস্মাৎ "বুদ্ধৌ" পরমাত্মবুদ্ধৌ সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তিকায়াং "শরণং" প্রতিবন্ধকপাপক্ষয়ে রক্ষকং নিষ্কামকর্ম্মযোগং "অন্বিচ্ছ" কর্ত্তুমিচ্ছ।৩ যে তু "ফলহেতবঃ" ফলকামা অবরং কর্ম্ম

কেন না সেখানে তাহাই (যুদ্ধকর্ত্তব্যতাই) প্রকৃত অর্থাৎ তদ্বিষয়ই বলা হইতেছে। আর এখানে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট সকল প্রকার ফল পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপিত হইতেছে, ইহাই বিশেষ অর্থাৎ উভয় স্থলের পার্থক্য।৬-৪৮

ভাবপ্রকাশ—বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মে আসক্তি থাকে না। কর্ম্মের সিদ্ধি কিম্বা বিফলতা জন্য কোনও বিকার উপস্থিত না হইলেই আসক্তিত্যাগ হইয়াছে বুঝিতে হয়। সমত্বই বুদ্ধিযোগের প্রধান লক্ষণ। এই সমত্বরূপযোগে আরূঢ় হইয়া কর্ম্ম করা প্রয়োজন। কর্ম্মান্তরে এই সমত্ব আসিলেই কর্ম্ম যোগে পরিণত হয়।৪৮

অনুবাদ—আচ্ছা, কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কি পুরুষার্থ যে নিষ্ফল কর্ম্মই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য এইরূপ বলা হইতেছে? তাহার অপেক্ষা ত "কোনও প্রয়োজন লক্ষ্য না করিয়া অতি হীন ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না" এই নিয়ম অনুসারে ফলকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করা ভাল (কারণ বিনা প্রয়োজনে কর্ম্ম করা অপেক্ষা সেই সপ্রয়োজন কর্ম্ম উৎকৃষ্ট)। এইরূপ আশঙ্কা করা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে—।১ **কর্ম্ম** অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে যাহা জন্ম মরণের কারণ স্বরূপ হয় সেই কর্ম্ম, **বুদ্ধিযোগাৎ**= বুদ্ধিযোগ হইতে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সাধনস্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে **দূরেণ**=দূর হইতেই অর্থাৎ অতি বিপ্রকৃষ্ট ভাবে (অতি অধিকভাবে) **অবরম্** অর্থাৎ অধম।২ অথবা সমস্ত কর্ম্মই **বুদ্ধিযোগাৎ** অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞান হইতে অতি দূর হইতেই হীন হইয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! **হি** অর্থাৎ যে হেতু এইরূপই তত্ত্ব হইতেছে অতএব তুমি **বুদ্ধৌ**=বুদ্ধিতে অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের যাহা নিবর্ত্তক সেই পরমাত্মজ্ঞানে **শরণম্**=আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক পাপের ক্ষয় সম্পাদন করিয়া যাহা রক্ষক হয় সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের **অন্বিচ্ছ**—অন্বেষণ কর অর্থাৎ তাহা করিতে ইচ্ছা কর।৩ আর যাহারা **ফলহেতবঃ** অর্থাৎ ফলাভিলাষী হইয়া নিকৃষ্ট

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥৫০॥

বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব কর্ম্মসু কৌশলং যোগঃ অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মের পাপ ও পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করে, অতএব তুমি যোগলাভের জন্য যত্ন কর, কর্ম্মের মধ্যে যোগই কুশল ॥৫০॥

কুর্ব্বন্তি তে "কৃপণাঃ" সর্ব্বদা জন্মমরণাদিঘটীযন্ত্রভ্রমণেন পরবশাঃ অত্যন্তদীনা ইত্যর্থঃ।৪ "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ" (বৃহদাঃ উঃ ৩৮।১০) ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ ত্বমপি কৃপণো মা ভূঃ, কিন্তু সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকাত্মজ্ঞানোৎপাদকং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগমেবানুতিষ্ঠেত্যভিপ্রায়ঃ।৫ যথা হি কৃপণা জনা অতি দুঃখেন ধনমর্জ্জয়ন্তো যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টসুখমাত্রলাভেন দানাদিজনিতং মহৎ সুখমনুভবিতুং ন শক্নুবন্তীত্যাত্মান-মেব বঞ্চয়ন্তি তথা মহতা দুঃখেন কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ ক্ষুদ্রফলমাত্রলোভেন পরামানন্দানু-ভবেন বঞ্চিতা ইত্যহো দৌর্ভাগ্যং মৌঢ্যঞ্চ তেষামিতি কৃপণপদেন ধ্বনিতং ॥৬-৪৯

এবং বুদ্ধিযোগাভাবে দোষমুক্ত্বা তদ্ভাবে গুণমাহ বুদ্ধীতি—। "ইহ" কর্ম্মসু "বুদ্ধিযুক্তঃ" সমত্ববুদ্ধ্যা যুক্তো "জহাতি" পরিত্যজতি "উভে সুকৃতদুষ্কৃতে" পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধি-

কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহারা **কৃপণ** অর্থাৎ তাহারা নিয়ত জন্মমরণাদিরূপ ঘটীযন্ত্রে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকায় পরাধীন, এইজন্য তাহারা অত্যন্ত দীন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ "হে গার্গি যে ব্যক্তি এই অক্ষর পরমাত্মতত্ত্ব না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উক্ত অর্থ অবগত হওয়া যায়। অতএব তুমিও যেন কৃপণ হইও না কিন্তু যাহা সকল প্রকার অনর্থের নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান কর ইহাই অভিপ্রায়।৫ যেমন কৃপণ লোক সকল অতিশয় দুঃখে ধন উপার্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ অতি অল্প এবং তুচ্ছ দৃষ্ট (ঐহিক) সুখের লোভে দানাদি জনিত মহৎ সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এইরূপে তাহারা নিজেকেই বঞ্চিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাদুঃখে অর্থাৎ অতিশয় কষ্ট অনুভব করতঃ কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া কেবল মাত্র ক্ষুদ্র (তুচ্ছ) ফলের লোভে লোকে যে পরমানন্দানুভব হইতে বঞ্চিত হয়—হায় তাহাদের কি দুর্ভাগ্য ! কি মূঢ়তা ! এইরূপ অর্থ এস্থলে **কৃপণাঃ** এই পদের দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে।৬—৪৯

ভাবপ্রকাশ—ফলতৃষ্ণাপ্রসূত কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। অভাববোধ হইতে (অভাবপূরণ অভিলাষে) জাত যে কর্ম্ম তাহা অতি ক্ষুদ্রফল প্রসব করে; তাহার দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হয় না। কিন্তু যুক্ত বা সমাহিত বুদ্ধি হইতে প্রসূত যে কর্ম্ম, চিত্তের শুদ্ধস্বভাব হইতে জাত যে কর্ম্ম, তাহা মুক্তিমহাফল প্রসব করে, তাই সর্ব্বদা শুদ্ধবুদ্ধিরআশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।৪৯

অনুবাদ—এইরূপে বুদ্ধিযোগ না থাকিলে যে দোষ হয় তাহা বলিয়া, এক্ষণে সেই বুদ্ধি যোগ থাকিলে কি গুণ অর্থাৎ উৎকর্ষ হয় তাহা "বুদ্ধিযুক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। **ইহ**=

জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ।১ যস্মাদেবং "তস্মাৎ" সমত্ববুদ্ধিযোগায় ত্বং "যুজ্যস্ব" উদযুক্তো ভব।২ যস্মাদীদৃশঃ সমত্ববুদ্ধিযোগ ঈশ্বরার্পিতচেতসঃ "কর্ম্মসু" প্রবর্ত্তমানস্য কৌশলং কুশলভাবঃ যদ্বন্ধহেতূনামপি কর্ম্মণাং তদভাবো মোক্ষপর্য্যবসায়িত্বং চ তম্মহৎ কৌশলং, সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মাত্মাপি সন্ দুষ্টকর্ম্মক্ষয়ং করোতীতি মহাকুশলঃ, ত্বন্তু ন কুশলো যতশ্চেতনোঽপি সন্ সজাতীয়দুষ্টক্ষয়ং ন করোষীতি ব্যতিরেকোঽত্র ধ্বনিতঃ।৩ অথবা ইহ সমত্ববুদ্ধিযুক্তে কর্ম্মণি কৃতে সতি সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ বুদ্ধিযুক্তঃ পরমাত্মসাক্ষাৎকারবান্ সন্ জহাত্যুভে সুকৃতদুষ্কৃতে।৪ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তায় "যোগায় যুজ্যস্ব" যস্মাৎ কর্ম্মসু মধ্যে সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ কর্ম্মযোগঃ কৌশলং কুশলঃ দুষ্টকর্ম্মনিবারণচতুর ইত্যর্থঃ॥ ৫০ ॥

এ বিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মবৃন্দের উপর **বুদ্ধিযুক্তঃ**—সমত্ববুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি **জহাতি**—পরিত্যাগ করে **উভে সুকৃতে দুষ্কৃতে**—পাপ এবং পুণ্য উভয়ই অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি এবং জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ দ্বারসহকারে সুকৃত এবং দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য এবং পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহার সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায় আর আত্মজ্ঞানের উদয়ে পাপ ও পুণ্য সমস্তই নির্ধূত হইয়া যায়।১ যেহেতু এইরূপ হইয়া থাকে **তস্মাৎ**—সেই হেতু তুমি **যোগায়** অর্থাৎ সমতাবুদ্ধিযোগ লাভ করিবার জন্য **যুজ্যস্ব**—যোগ্য হও অর্থাৎ উদ্যত হও।২ কারণ এইপ্রকার যে সমতাবুদ্ধিযোগ তাহা যে ব্যক্তি ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার **কৌশলম্**—কুশলভাব অর্থাৎ কুশলতা (বলিতে হইবে)। কর্ম্ম সকল বন্ধনের হেতু হইলেও ঈদৃশ ব্যক্তির নিকটে যে তাহাতে বন্ধনাভাব ঘটিয়া থাকে এবং তাহা মোক্ষে পর্য্যবসিত হয় ইহা অবশ্যই তাহার মহৎ কৌশল বলিতে হইবে। আর সমতাবুদ্ধিবিশিষ্ট যে কর্ম্মযোগ তাহা কর্ম্মস্বরূপ হইলেও (অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্ম হইলেও) তাহা দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া থাকে, এই কারণে সেই কর্ম্মযোগ মহাকুশল (অতিশয় কুশল)। পক্ষান্তরে তুমি কুশল নও, যেহেতু তুমি চেতন হইয়াও স্বজাতীয় দুষ্টগণের ক্ষয় করিতেছ না। এস্থলে এই প্রকার ব্যতিরেক অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। অর্থাৎ কর্ম্ম সকল অচেতন কিন্তু তাহাদের মূলে যদি সমতাবুদ্ধিযোগ থাকে তাহা হইলে তাহারাও সজাতীয় দুষ্ট কর্ম্মের নাশই করিয়া থাকে; আর তুমি মানুষ চেতন হইয়াও সজাতীয় দুষ্টগণের নিধন করিতেছ না ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অকৌশল এবং অশোভন।৩ অথবা শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ,—ইহ অর্থাৎ এই সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে পর মনুষ্য সত্ত্বশুদ্ধিরূপ দ্বার সহকারে পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।৪ অতএব তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগ লাভ করিবার জন্য উদ্যত হও। কারণ কর্ম্মরাশির মধ্যে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত যে কর্ম্মযোগ তাহা কৌশল অর্থাৎ কুশল অর্থাৎ দুষ্টকর্ম্ম নিবারণ করিতে দক্ষ, ইহাই এ স্থলের তাৎপর্য্যার্থ। "কৌশলম্" এই স্থলে স্বার্থে ষ্ণ প্রত্যয় হইয়াছে।৫—৫০॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥৫১॥

বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন ত্যাগ করতঃ উপদ্রবরহিত লোকে গমন করেন ॥৫১॥

নমু দুষ্কৃতহানমপেক্ষিতং ন তু সুকৃতহানং, পুরুষার্থভ্রংশাপত্তেরিত্যাশঙ্ক্য তুচ্ছ-ফলত্যাগেন পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিং ফলমাহ কর্ম্মজমিতি—।১ সমত্ববুদ্ধিযুক্তা "হি" যস্মাৎ "কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা" কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ "মণীষিণ" স্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যাত্মমনীষাবন্তো ভবন্তি তাদৃশাশ্চ সন্তো জন্মাত্মকেন বন্ধেন "বিনি-র্ম্মুক্তাঃ" বিশেষেণ আত্যন্তিকত্বলক্ষণেন নিরবশেষং মুক্তাঃ "পদং" পদনীয়মাত্মতত্ত্বং

ভাবপ্রকাশ—সমত্ববুদ্ধিযোগে আরূঢ় হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। ফল কামনায় কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম পাপ ও পুণ্যের জনক হয়। ফলকামনা থাকিলে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম হয় না। বুদ্ধিযোগ লাভ করিতে পারিলে জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বুদ্ধিযোগই হইল কর্ম্মের কৌশল—ইহাই বন্ধনজনক কর্ম্মকেও মুক্তিদায়ক রূপে পরিণত করে। এই বুদ্ধিযোগ লাভ করিতে সতত যত্নবান্ হওয়া উচিত। ৫০-৫১।

অনুবাদ—ভাল, দুষ্কৃতের পরিত্যাগই না হয় অপেক্ষিত হয় অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মের পরিত্যাগ করা অবশ্য অভিপ্রেত কিন্তু সুকৃতেরও (পুণ্যেরও) পরিত্যাগের ত কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু পুণ্যও যদি পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলেও পুরুষার্থের বিচ্যুতি ঘটিয়া যাইবে অর্থাৎ পুণ্য সুখফলক বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলে সুখরূপ পুরুষার্থও পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, আর তাহা হইলে অপুরুষার্থ স্বীকার করিতে হয়—ইহা ত অভিপ্রেত নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "কর্ম্মজম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন যে (নিষ্কামকর্ম্মযোগী পুরুষ) তুচ্ছ ফল ত্যাগ করিলেও তাঁহার পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তিরূপ ফল হইয়া থাকে—।১ **হি** অর্থাৎ যেহেতু **বুদ্ধিযুক্তাঃ**—সমতাবুদ্ধিযোগ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ **কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা**—কর্ম্মজন্য ফল ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ সত্ত্বশুদ্ধিরূপ দ্বার সহকারে **মনীষিণঃ**—"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ হইতে যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই আত্ম-জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া থাকেন—। আর তাঁহারা সেইরূপ হইয়া অর্থাৎ ফলত্যাগ করায় সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া অন্তঃকরণশুদ্ধিলাভপূর্ব্বক উদিত তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া **জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ**—জন্মরূপ বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে অর্থাৎ আত্যন্তিকত্বরূপ বিশেষ সহকারে নিরবশেষ ভাবে মুক্ত হইয়া **পদং**—পদনীয় (গম্য, প্রাপ্য) আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম যাহা **অনাময়ম্**—অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যরূপ যে আময় অর্থাৎ রোগ তাহার দ্বারা বিরহিত, (অবিদ্যা সংস্পর্শ শূন্য) অভয় (সকল প্রকার ভয় শূন্য) মোক্ষ নামক পুরুষার্থ **গচ্ছন্তি** অর্থাৎ অভেদভাবে প্রাপ্ত হন। অভিপ্রায় এই যে
ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সার্ব্বকালিক হইলেও অর্থাৎ জীব কোন কালেই ব্রহ্ম হইতে

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং গন্তাসি অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ মালিন্য ত্যাগ করিবে তখন শ্রুত এবং শ্রোতব্য সমস্ত বিষয়ে তোমার বৈরাগ্য দেখা দিবে ॥৫২॥

আনন্দরূপং ব্রহ্ম "অনাময়ং" অবিদ্যাতৎকার্য্যাত্মকরোগরহিতমভয়ং মোক্ষাখ্যং পুরুষার্থং "গচ্ছন্তি" অভেদেন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ—।২ যস্মাদেবং ফলকামনাং ত্যক্ত্বা সমত্ববুদ্ধ্যা কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তস্তৈঃ কৃতান্তঃকরণশুদ্ধয়স্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপ্রমাণোৎপন্নাত্মতত্ত্বজ্ঞানবিনষ্টাজ্ঞানতৎকার্য্যাঃ সন্তঃ সকলানর্থনিবৃত্তিপরমানন্দপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষাখ্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং গচ্ছন্তি তস্মাত্ত্বমপি "যৎ শ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" ইত্যুক্তেঃ শ্রেয়োজিজ্ঞাসুরেবংবিধং কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠেতি ভগবতোঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৩-৫১ ॥

এবং কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠতঃ কদা মে চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাদিত্যত আহ যদেতি—। নহ্যেতাবতা কালেন সত্ত্বশুদ্ধির্ভবতীতি কালনিয়মোঽস্তি কিন্তু "যদা" যস্মিন্ কালে "তে" তব "বুদ্ধি"রন্তঃকরণং "মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি" অবিবেকাত্মকং কালুষ্যং অহমিদং মমেদমিত্যাত্মজ্ঞানবিলসিতমতিগহনং ব্যতিক্রমিষ্যতি রজস্তমোমলমপহায় শুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইতি

ভিন্ন না হইলেও অবিদ্যাবশে যে ভেদবোধ হয় তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তাহার অভাব হইলে অভেদ বোধেরই উদয় হইয়া থাকে এবং কিছু কালের জন্য অবিদ্যাবশে সেই অভেদ বোধ আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া যখন তাহা প্রকাশ পায় তখন যেন প্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ ব্যপদেশ হইয়া থাকে।২ যে হেতু এই প্রকারে ফল কামনা ত্যাগ করিয়া সমত্ববুদ্ধি সহকারে কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে তাহারই দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায় "তত্ত্বমসি" আদি শ্রুতিবাক্য রূপ প্রমাণ হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য সকল বিধ্বস্ত হওয়ায় সেই যোগী ব্যক্তি যাহা সর্ব্ব প্রকার অনর্থের নিবৃত্তিস্বরূপ এবং যাহা পরমানন্দ প্রাপ্তিস্বরূপ সেই মোক্ষনামে প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন এই কারণে, আর তুমিও যখন "যাহা নিশ্চিত শ্রেয়ঃস্বরূপ হয় তাহা আমায় বল" এইরূপ বলায় শ্রেয়োজিজ্ঞাসু বলিয়া প্রতীত হইতেছ, অতএব তুমিও এই প্রকারের কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর—ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।৩—৫১॥

অনুবাদ—এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে কতদিনে আমার সত্ত্বশুদ্ধি হইবে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে: তাহার উত্তর দিবার জন্য বলিতেছেন "যদা" ইত্যাদি। এই পরিমাণ সময়ের মধ্যে সত্ত্ব শুদ্ধি হইবে এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই কিন্তু **যদা**—যে সময়েতে তোমার **বুদ্ধি**—অন্তঃকরণ **মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতে**—মোহরূপ কলিল (কলুষতা) বিশেষভাবে অর্থাৎ সমূলে অতিক্রম করিবে অর্থাৎ আমি ইহা, আমার ইহা, এইরূপ অজ্ঞানপ্রসূত অত্যন্ত নিবিড়

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

যদা তে শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধিঃ সমাধৌ নিশ্চলা অচলা স্থাস্যতি তদা যোগং অবাপ্স্যসি অর্থাৎ নানাপ্রকার শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন চলন রহিত হইয়া পরমাত্মায় অবস্থান করিবে তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥৫৩॥

যাবৎ—। "তদা" তস্মিন্ কালে "শ্রোতব্যস্য চ শ্রুতস্য চ" কর্ম্মফলস্য "নির্ব্বেদং" বৈতৃষ্ণ্যং "গন্তাসি" প্রাপ্স্যসি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াদি"তি শ্রুতেঃ (মুণ্ডক উঃ ১।২।১২)। নির্ব্বেদেন ফলেনান্তঃকরণশুদ্ধিং জ্ঞাস্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

অন্তঃকরণশুদ্ধ্যৈবং জাতনির্ব্বেদস্য কদা জ্ঞানপ্রাপ্তিরিত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রুতীতি—।১ "তে" তব "বুদ্ধিঃ" শ্রুতিভির্নানাবিধফলশ্রবণৈরবিচারিততাৎপর্য্যৈর্"বিপ্রতিপন্না" অনেক-বিধসংশয়বিপর্য্যাসবত্ত্বেন বিক্ষিপ্তা প্রাক্ "যদা" যস্মিন্ কালে শুদ্ধিজবিবেকজনিতেন দোষদর্শনেন তং বিক্ষেপং পরিত্যজ্য "সমাধৌ" পরমাত্মনি "নিশ্চলা" জাগ্রৎস্বপ্নদর্শন-লক্ষণবিক্ষেপরহিতা "অচলা" সুষুপ্তিমূর্চ্ছাস্তব্ধীভাবাদিরূপলয়লক্ষণচলনরহিতা সতী "স্থাস্যতি" লয়বিক্ষেপলক্ষণৌ দোষৌ পরিত্যজ্য সমাহিতা ভবিষ্যতীতি যাবৎ—।২ অথবা

অবিবেকাত্মক কালুষ্য উত্তীর্ণ হইবে অর্থাৎ রজঃ এবং তমোভাব দূর করিয়া শুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিবে **তদা**—সেই সময়ে তুমি **শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ**—শ্রোতব্য এবং শ্রুত কর্ম্ম ফলে **নির্ব্বেদ** অর্থাৎ বিতৃষ্ণতা **গন্তাসি**—প্রাপ্ত হইবে। যে হেতু এবিষয়ে "কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক (কর্ম্মফল) সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিৎ) ব্যক্তি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে নির্ব্বেদরূপ ফলের দ্বারা অন্তঃকরণ যে শুদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিতে পারিবে অর্থাৎ অন্তঃশুদ্ধি হইলে বিষয়ে বৈরাগ্য আসিবে এবং ইহাই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। এই বৈরাগ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ।৫২॥

অনুবাদ—অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে যে ব্যক্তির এইরূপে নির্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার জ্ঞান প্রাপ্তি কোন্ সময়ে হইয়া থাকে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কতকালে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তাহার পরিহার কল্পে বলিতেছেন—।১ **তে**—তোমার বুদ্ধি, **শ্রুতিভিঃ**—শ্রুতি বশতঃ অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিচার না করিয়া বহু প্রকার ফলের বিষয় শ্রবণ করতঃ **বিপ্রতিপন্না**—অর্থাৎ অনেক রকম সংশয় এবং বিপর্য্যাস (বিপরীতজ্ঞান) যুক্ত হওয়ায় প্রথমে বিক্ষিপ্ত (ইতস্ততঃ বিচালিত) হইয়াছে; কিন্তু **যদা**—যে সময়ে অন্তঃকরণশুদ্ধি হইতে সমুৎপন্ন বিবেকের দ্বারা (সেই সমস্ত ফলের মধ্যে) দোষদর্শন করিয়া সেই বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্যকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিয়া অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধির ফলে ইষ্টানিষ্ট, সদসৎ বিবেচনা করিবার শক্তি উৎপন্ন হইলে বহুধা শ্রুত বহুবিধ কর্ম্মফলের মধ্যে যখন দোষ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া **সমাধৌ** অর্থাৎ পরমাত্মায় নিশ্চল হইয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ এবং স্বপ্নদৃষ্টিরূপ বিক্ষেপ বিরহিত হইবে তখন তাহা **অচলা** অর্থাৎ সুষুপ্তি,

অর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥৫৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিং আসীত কিং ব্রজেত অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন হে কেশব, সমাহিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, এবং ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষণ এবং ব্যবহার কিরূপ তাহা আমাকে বলুন ॥৫৪॥

নিশ্চলাঽসম্ভাবনাবিপরীতভাবনারহিতা অচলা দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবনৈর্ব্বিজাতীয়প্রত্যয়াদূষিতা সতী নির্ব্বাতপ্রদীপবদাত্মনি স্থাস্যতীতি যোজনা—।৩ "তদা" তস্মিন্ কালে "যোগং" জীবপরমাত্মৈক্যলক্ষণং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যমখণ্ডসাক্ষাৎকারং সর্ব্বযোগফলম্ "অবাপ্স্যসি" তদা পুনঃ সাধ্যান্তরাভাবাৎ কৃতকৃত্যঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪-৫৩ ॥

মূর্চ্ছা এবং স্তব্ধীভাব প্রভৃতি লয়স্বরূপ চলন (চাঞ্চল্য) রহিত হইয়া **স্থাস্যতি**—থাকিবে অর্থাৎ তৎকালে তোমার বুদ্ধি লয় এবং বিক্ষেপ এই উভয় প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিয়া সমাহিত (সমাধিযুক্ত) হইবে।২ অথবা এস্থলের অক্ষর যোজনা এইরূপ,—**নিশ্চলা** অর্থাৎ অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা বিহীন হইয়া এবং **অচলা** অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া আদর (আগ্রহ), নৈরন্তর্য্য (নিরন্তরতা) এবং ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধারূপ সৎকার সহকারে সেবিত হইলে বিজাতীয় (বিপরীত) প্রত্যয় (ভাবনা) দ্বারা দূষিত না হইয়া নির্বাত প্রদীপের ন্যায় আত্মার উপর (আত্মচিন্তারূপ সমাধিতে) যখন বুদ্ধি অবস্থান করিবে—।৩ **তদা**—সেই সময়ে তুমি **যোগং**—জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা স্বরূপ যোগ অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন অখণ্ডসাক্ষাৎকাররূপ সমস্ত যোগের ফল লাভ করিবে অর্থাৎ ঐপ্রকার বুদ্ধি সমাহিত হইলে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত জীব ও ব্রহ্মের একতারূপ অখণ্ড নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার বা আত্মজ্ঞান উদিত হইবে। আর তৎকালে পুনরায় অন্য কোন সাধ্য পদার্থ না থাকায় (সমস্তই সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া, আর কিছুই সাধ্য থাকে না বলিয়া) তুমি কৃতকৃত্য, স্থিতপ্রজ্ঞ হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।৪—৫৩

ভাবপ্রকাশ—ফলের কামনা ত্যাগ করিব বলিলেই করা যায় না। যতদিন বুদ্ধির শুদ্ধি না হয়, যতদিন বুদ্ধির কালুষ্য না কাটে, যতদিন রজঃ ও তমঃ সত্ত্বদ্বারা অভিভূত না হয়, যতদিন ধ্যানদ্বারা চিত্ত শোধিত না হয়, ততদিন ফলকামনাকে ত্যাগ করা যায় না। বুদ্ধি যখন ফলকামনার দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখনই বুদ্ধি সমাহিত হয়, তখনই প্রকৃত যোগ লাভ হয়। তাই বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে যুক্ত হয় না, আর বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে ফলকামনা ত্যাগও হয় না। তাই সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধির শোধন আবশ্যক। বুদ্ধি তমোগ্রস্তা থাকিলে কর্ম্মে অলসতা বা অকর্ম্ম দেখা দেয় এবং রজোভিভূতা হইলে ফলতৃষ্ণা নিবারণার্থে কর্ম্ম হয়; বুদ্ধি সাত্ত্বিকী হইলেই অলসতা এবং ফলতৃষ্ণা চলিয়া যায়,—তখনই বুদ্ধি সমত্ব লাভ করে—তখনই বুদ্ধি যুক্ত হয় এবং এই সমত্বই যোগ। এই অবস্থায় বুদ্ধির বহির্মুখী গতি চলিয়া যাইয়া অন্তর্মুখী গতি হয়। ইহাই বুদ্ধির যুক্ততা, এই যুক্তভূমির কর্ম্মই রাগদ্বেষশূন্য, ফলতৃষ্ণাশূন্য এবং সঙ্গরহিত। ৫২-৫৩।

এবং লব্ধাবসরঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং জ্ঞাতুং অর্জ্জুন উবাচ—। যান্যেব হি জীবমুক্তানাং লক্ষণানি তান্যেব মুমুক্ষূণাং মোক্ষোপায়ভূতানীতি মন্বানঃ অর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি।১ স্থিতা নিশ্চলাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞোঽবস্থাদ্বয়বান্ সমাধিস্থো ব্যুত্থিতচিত্তশ্চেতি, অতো বিশিনষ্টি "সমাধিস্থস্য" সমাধৌ স্থিতস্য "কা ভাষা",—কর্ম্মণি ষষ্ঠী, ভাষ্যতেঽনয়েতি ভাষা লক্ষণং, সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কেন লক্ষণেনান্যৈর্ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ—।২ স চ ব্যুত্থিতচিত্তঃ "স্থিতধীঃ" স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং "কিং প্রভাষেত" স্তুতিনিন্দাদাবভিনন্দনদ্বেষাদিলক্ষণং কিং কথং প্রভাষেত—।৩ সর্ব্বত্র সম্ভাবনায়াং লিঙ্—।৪ তথা "কিমাসীত" ব্যুত্থিতচিত্তনিগ্রহায় কথং বহিরিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং করোতি।৫ তন্নিগ্রহাভাবকালে চ "কিং ব্রজেত" কথং বিষয়ান্ প্রাপ্নোতি তৎকর্ত্তৃকভাষণাসনমূঢ়জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ।৬ তদেবং চত্বারঃ প্রশ্নাঃ, সমাধিস্থে স্থিতপ্রজ্ঞে একঃ ব্যুত্থিতস্থিতপ্রজ্ঞে ত্রয় ইতি।৭ কেশবেতি সম্বোধয়ন্ সর্ব্বান্তর্যামিতয়া ত্বমেবৈতাদৃশং রহস্যং বক্তুং সমর্থোঽসীতি সূচয়তি॥ ৮-৫৪॥

অনুবাদ—এইরূপে অবসর পাইয়া অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবমুক্ত পুরুষগণের যেগুলি লক্ষণ সেইগুলিই মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের মোক্ষের উপায় স্বরূপ এইরূপ মনে করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন।১ স্থিতা অর্থাৎ নিশ্চলা 'আমি ব্রহ্ম হইতেছি' এই প্রকার প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) যাঁহার তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ; তিনি সমাধিস্থ এবং ব্যুত্থিত হন বলিয়া দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট অর্থাৎ কেবলমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ বলিলে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষিত হইতে পারেন এবং ব্যুত্থিত অবস্থাপন্ন স্থিতপ্রজ্ঞও লক্ষিত হইতে পারেন; এই কারণে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন **সমাধিস্থস্য** অর্থাৎ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ভাষা (পরিচয় বা লক্ষণ) কি? "**স্থিতপ্রজ্ঞস্য**" এই পদটীতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। যাহাদ্বারা ভাষিত (লক্ষিত বা পরিচায়িত) হয় তাহা **ভাষা**, এইরূপে ভাষা অর্থ লক্ষণ। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপ লক্ষণের দ্বারা অন্য সাধারণ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচিত হয়েন?—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যুত্থিতচিত্ত হইয়া স্বয়ং কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ করেন অর্থাৎ প্রশংসা এবং নিন্দা প্রভৃতিতে অভিনন্দন (আনন্দপ্রকাশ) ও দ্বেষাদিরূপ কি প্রকার ব্যবহার করেন?৩ এখানে সর্ব্বত্র (**প্রভাষেত, আসীত** এবং **ব্রজেত** এই সমস্ত স্থলে) সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে।৪ এবং তিনি **কিমাসীত**—কিরূপে আসন গ্রহণ করেন অর্থাৎ ব্যুত্থিত চিত্তকে নিগৃহীত (সংযত) করিবার জন্য তিনি কিরূপে বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ (সংযম) করিয়া থাকেন?৫ এবং যখন তাহাদের নিগ্রহ করেন না অর্থাৎ যখন তিনি বহিরিন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চেষ্ট করেন না তখন তিনি **কিং ব্রজেত**—কিরূপ চেষ্টাযুক্ত হন? অর্থাৎ কিরূপে বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন? মূঢ় (মোহগ্রস্ত) লোকের অবস্থার বিপরীত তাঁহার সেই যে ভাষণ, আসন এবং ব্রজন (বিষয়প্রাপ্তি) এইগুলি কি প্রকারের?—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৬ অতএব এস্থলে এইরূপে চারিটী প্রশ্ন করা হইয়াছে, যথা,—সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন

শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ ! মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ ! আত্মনি আত্মনা তুষ্টঃ এব যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন হে পার্থ, যে ব্যক্তি মনোধর্ম্ম সমস্ত কামনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করতঃ পরমাত্মাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ॥৫৫॥

এতেষাং চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরং যাবদধ্যায়সমাপ্তি শ্রীভগবানুবাচ প্রজহাতীতি—।১ "কামান্" কামসঙ্কল্পাদীন্মনোবৃত্তিবিশেষান্ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রা-স্মৃতিভেদেন তন্ত্রান্তরে পঞ্চধা প্রপঞ্চিতান্ সর্ব্বান্নিরবশেষান্ প্রকর্ষেণ কারণবাধেন "যদা জহাতি" পরিত্যজতি সর্ব্ববৃত্তিশূন্য এব যদা ভবতি "স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে" সমাধিস্থ ইতি শেষঃ ।২ কামানামনাত্মধর্ম্মত্বেন পরিত্যাগযোগ্যতামাহ—মনোগতানিতি । যদি হ্যাত্ম-ধর্ম্মাঃ স্যুঃ তদা ন ত্যক্তুং শক্যেরন্ বহ্নেরৌষ্ণ্যবৎ, স্বাভাবিকত্বাৎ ; মনসস্তু ধর্ম্মা এতে ; অতস্তৎপরিত্যাগেন পরিত্যক্তুং শক্যা এবেত্যর্থঃ ।৩ নন্বু স্থিতপ্রজ্ঞস্য সুখপ্রসাদ-

এবং ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ে তিনটী প্রশ্ন ।৭ **কেশব** এইরূপ সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচিত করিয়া দিতেছেন যে তুমি সকলের অন্তর্য্যামী অতএব তুমিই এতাদৃশ রহস্য (গোপনীয় বিষয়) বলিতে সমর্থ ।৮—৫৪

অনুবাদ—এই অধ্যায়েরশেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ উক্ত চারিটী প্রশ্নেরই যথাক্রমে উত্তর বলিতেছেন—।১ **কামান্**—কামসকলকে অর্থাৎ কাম সঙ্কল্প প্রভৃতি মনোবৃত্তিবিশেষ সকলকে, তন্ত্রান্তরে (শাস্ত্রান্তরে অর্থাৎ ভগবান্ পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগশাস্ত্রে) যেগুলি প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রপঞ্চিত (বিবৃত) হইয়াছে সেই সমস্তগুলিকে, **সর্ব্বান্**—নিঃশেষ করিয়া **প্রজহাতি**—প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ কারণ নাশ সহকারে অর্থাৎ কামাদিমনোবৃত্তি সকলের কারণীভূত অজ্ঞানের সহিত কামাদিগুলিকে যখন পরিত্যাগ করিতে পারেন অর্থাৎ যোগী যখন সকল প্রকার বৃত্তিবিহীন হইয়া থাকেন তখন তাঁহাকে (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় অর্থাৎ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের তাহাই লক্ষণ । এস্থলে 'সমাধিস্থ' এই অনুক্ত শব্দটী অবশিষ্টাংশ উহ্য অর্থাৎ তাঁহাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় এইরূপ অর্থ করিতে হইবে ।২ কামনা সকল অনাত্মধর্ম্ম হওয়ায় (আত্মার ধর্ম্ম না হইয়া অনাত্ম জড়বর্গের ধর্ম্ম হওয়ায়) সেগুলি যে পরিত্যাগ করিবার যোগ্য অর্থাৎ সেগুলিকে যে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাই বলিতেছেন **মনোগতান্**—সেগুলি যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারা যাইত না, কারণ যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, যেমন উষ্ণতা বহ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া বহ্নির নাশ ব্যতীত উষ্ণতা পরিত্যক্ত হইতে পারে না—সেইরূপ কামনা সকল যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে সেগুলিকে পরিত্যাগ করা যাইত না । কিন্তু এইগুলি মনের ধর্ম্ম ; এইহেতু তাহাকে (মনকে) পরিত্যাগ করিতে

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে অর্থাৎ দুঃখে যাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতে যাঁহার স্পৃহা চলিয়া গিয়াছে যিনি অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধশূন্য হইয়াছেন এতাদৃশ যে মননশীল ব্যক্তি তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥৫৬॥

লিঙ্গগম্যঃ সন্তোষবিশেষঃ প্রতীয়তে, স কথং সর্ব্বকামপরিত্যাগে স্যাদিত্যত আহ—। "আত্মন্যেব" পরমানন্দরূপে নত্বনাত্মনি তুচ্ছে, "আত্মনা" স্বপ্রকাশচিদ্রূপেণ ভাসমানে ন তু বৃত্ত্যা, "তুষ্টঃ" পরিতৃপ্তঃ পরমপুরুষার্থলাভাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।৭) ইতি।৪ তথাচ সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞ এবংবিধৈর্লক্ষণবাচিভিঃ শব্দৈর্ভাষ্যত ইতি প্রথম-প্রশ্নস্যোত্তরং ॥৫-৫৫॥

ইদানীং ব্যুত্থিতচিত্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য ভাষণোপবেশনগমনানি মূঢ়জনবিলক্ষণানি পারিলে সেই গুলিকে অর্থাৎ মনোধর্ম্ম কামনাদি গুলিকেও অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ ইহাতে এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরও যে সন্তোষবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা তাঁহার প্রসন্নতারূপ চিহ্ন হইতে অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে তাঁহার মুখে প্রসন্নভাব রহিয়াছে তখন বুঝিতে পারা যায় তাঁহার মধ্যে আনন্দ হইয়াছে। সকল প্রকার কামনাই যদি পরিত্যক্ত হইল তাহা হইলে তাহাও কিরূপে সম্ভব হয়?—অর্থাৎ প্রসন্নতা-সূচিত সন্তোষবিশেষও মনোবৃত্তি বিশেষ। কিন্তু যদি তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তির লয়ই হইল তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে আর সন্তোষবিশেষও থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহাও মনোবৃত্তিবিশেষ। অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে যে তাহা থাকে তাহা তাঁহার মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অনুমিত হয়। সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে? এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্য বলিতেছেন **আত্মন্যেব** আত্মাতেই অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ আত্মভাবেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু তুচ্ছ (অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা) অনাত্মায় সন্তুষ্ট হন না, আর **আত্মনা** অর্থাৎ যাহা স্বয়ংস্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে প্রকাশমান কিন্তু যাহা বৃত্তিবশতঃ প্রকাশমান নহে তাহাতেই তিনি **তুষ্ট** অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহার পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়াছে অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অনাত্মা (মিথ্যা) জাগতিক পদার্থে সন্তোষ অনুভব করেন না কিন্তু স্বয়ম্প্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন,—"যে সমস্ত কামনা এই পুরুষের হৃদয়ে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইগুলি যখন প্রমুক্ত হয় (ছাড়িয়া যায়) তৎক্ষণেই মরণশীল জীব অমৃত হইয়া থাকে;—সে এইখানেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে"।৪ অতএব সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এবংবিধ লক্ষণবাচক শব্দ সকলের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকেন। ইহাই হইল প্রথম প্রশ্নের উত্তর।৫—৫৫

অনুবাদ—এক্ষণে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির যে ভাষণ, উপবেশন এবং গমন যেগুলি মূঢ়জনবিলক্ষণ অর্থাৎ মোহগ্রস্ত লোকের স্বভাব হইতে স্বতন্ত্রপ্রকার, সেইগুলির ব্যাখ্যা করা হইবে।

ব্যাখ্যেয়ানি। তত্র কিং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ দ্বাভ্যাং দুঃখেম্বিতি—।১ দুঃখানি ত্রিবিধানি শোকমোহজ্বরশিরোরোগাদিনিমিত্তান্যাধ্যাত্মিকানি, ব্যাঘ্রসর্পাদিপ্রযুক্তান্যাধিভৌতিকানি, অতিবাতাঽতিবৃষ্ট্যাদিহেতুকান্যাধিদৈবিকানি—।২ তেষু "দুঃখেষু" রজঃপরিণামসন্তাপাত্মকচিত্তবৃত্তিবিশেষেষু প্রারব্ধপাপকর্ম্মপ্রাপিতেষু নোদ্বিগ্নং দুঃখপরিহারাক্ষমতয়া ব্যাকুলং ন ভবতি মনো যস্য সঃ"অনুদ্বিগ্নমনাঃ" ।৩ অবিবেকিনো হি দুঃখপ্রাপ্তৌ সত্যাম্ অহো পাপোঽহং ধিঙ্‌মাং দুরাত্মানমেতাদৃশদুঃখভাগিনং, কো মে দুঃখমীদৃশং নিরাকুর্য্যাদিত্যনুতাপাত্মকো ভ্রান্তিরূপস্তামসশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ উদ্বেগাখ্যো জায়তে। যত্ত্বয়ং পাপানুষ্ঠানসময়ে স্যাৎ তদা তৎপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধকত্বেন সফলঃ স্যাৎ। ভোগকালে তু ভবন্ কারণে সতি কার্য্যস্যোচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনঃ।৪ দুঃখকারণে সত্যপি কিমিতি মম দুঃখং জায়তে ইতি অবিবেকজভ্রমরূপত্বান্ন বিবেকিনঃ

তন্মধ্যে **কিং প্রভাষেত**—তিনি কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন—এই প্রশ্নের উত্তর, "দুঃখেষু" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—।১ দুঃখ ত্রিবিধ,—যাহা শোক, মোহ, জ্বর এবং শিরোরোগ প্রভৃতি নিবন্ধন হইয়া থাকে তাহা **আধ্যাত্মিক**; ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি ভূতবর্গরূপ নিমিত্ত হইতে যাহা হইয়া থাকে তাহা **আধিভৌতিক** এবং অতিবাত (বাত্যা), অতিবৃষ্টি প্রভৃতি হেতু বশতঃ যাহা হইয়া থাকে তাহা **আধিদৈবিক** দুঃখ—।২ যাহা প্রারব্ধ পাপ কর্ম্মের প্রভাবে উপস্থিত, যাহা রজোগুণের পরিণামস্বরূপ সন্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপ সেই সমস্ত দুঃখে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না অর্থাৎ দুঃখ পরিহার করিতে অক্ষম হওয়ায় যাঁহার মন ব্যাকুল হয় না তিনি **অনুদ্বিগ্নমনাঃ**।৩ যেহেতু অবিবেকী ব্যক্তিরই যদি দুঃখ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে, হায় আমি কি পাপী! এরূপ দুঃখভোগকারী পাপী আমায় ধিক্! কে আমার এই দুঃখ নিরাকৃত (দূর) করিবে?—এই প্রকারের অনুতাপময় ভ্রমরূপ তামস (তমোগুণের কার্য্য) উদ্বেগ নামে প্রসিদ্ধ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ (মনের অবস্থা বিশেষ) প্রকাশিত হইয়া থাকে—, পাপানুষ্ঠানকালে যদি এই প্রকার চিত্তবৃত্তি বিশেষ অর্থাৎ মনের এইরূপ অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহা সেই পাপ কর্ম্মের প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইয়া সফল হয় অর্থাৎ তাহা হইলে আর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না এবং পরিণামে দুঃখভোগও করিতে হয় না (তাহা কিন্তু হয় না)—, কিন্তু যখন অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল ভোগ হয় তখন সেই ফলানুভবের কারণ বিদ্যমান থাকায় কার্য্যকে অর্থাৎ দুঃখভোগরূপ বিপরীত ফলকে উচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হইয়া থাকে বলিয়া তৎকালে ঐ প্রকার সন্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষ নিষ্প্রয়োজন (বিফল)—।৪ এই হেতু দুঃখের কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও 'কেন আমার দুঃখ হইতেছে' এইরূপ অবিবেকজনিত ভ্রম স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির হইতে পারে না অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে সমাগত দুঃখকে পরিত্যাগ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি ভ্রমে অভিভূত

স্থিতপ্রজ্ঞস্য সম্ভবতি। দুঃখমাত্রং হি প্রারব্ধকর্ম্মণা প্রাপ্যতে নতু তদুত্তরকালীনো ভ্রমোঽপি।৫ ননু দুঃখান্তরকারণত্বাৎ সোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মান্তরেণ প্রাপ্যতামিতি চেৎ, ন; স্থিতপ্রজ্ঞস্য ভ্রমোপাদানাজ্ঞাননাশেন ভ্রমাসম্ভবাৎ তজ্জন্যদুঃখপ্রাপকপ্রারব্ধাভাবাৎ। যথাকথঞ্চিদ্দেহযাত্রামাত্রনির্ব্বাহকপ্রারব্ধকর্ম্মফলস্য ভ্রমাভাবেঽপি বাধিতানুবৃত্ত্যা উপপত্তেরিতি বিস্তরেণাগ্রে বক্ষ্যতে।৬ তথা "সুখেষু" সত্ত্বপরিণামরূপপ্রীত্যাত্মকচিত্তবৃত্তিবিশেষেষু ত্রিবিধেষু প্রারব্ধপুণ্যকর্ম্মপ্রাপিতেষু "বিগতস্পৃহঃ" আগামিতজ্জাতীয়সুখস্পৃহারহিতঃ—।৭ স্পৃহা হি নাম সুখানুভবকালে তজ্জাতীয়সুখস্য কারণং ধর্ম্মমননুষ্ঠায় বৃথৈব তদাকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণা তামসী চিত্তবৃত্তির্ভ্রান্তিরেব। সা চাবিবেকেন এব জায়তে।

হন না—। ইহার কারণ, কেবলমাত্র দুঃখই প্রারব্ধকর্ম্মবশে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাই বলিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে তাঁহার ভ্রমও যে হইবে এরূপ হইতে পারে না—।৫ ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে ভ্রমই যখন দুঃখান্তরের কারণ তখন অন্য প্রারব্ধ কর্ম্মবলে সেই ভ্রমও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির হইতে পারিবে না কেন? এই প্রকার আশঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ, ভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নষ্ট হইয়া যায়; এই হেতু তাঁহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য ভ্রম হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার প্রাপক (কারণীভূত) কোন প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহার থাকে না। তবে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য যে, কোন প্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভ্রম বিনাও বাধিত কর্ম্মের অনুবৃত্তি (সংস্কার) বশে উপপন্ন হইয়া থাকে ইহা অগ্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।৬ [**তাৎপর্য্য**—ভ্রম যদি না থাকে তাহা হইলে (জীবন্মুক্ত) স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির দেহ ধারণ করা অসম্ভব হয় বলিয়া ভ্রমের জন্য অন্য প্রারব্ধ কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে বলা হয় যে পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কারবশে কৃতকার্য্য কুলালচক্রের অনর্থক ভ্রমণের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষেরও কেবলমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাহার জন্য আর ভ্রম এবং ভ্রমোৎপাদক স্বতন্ত্র কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু যে কর্ম্মের প্রভাবে সেই দেহের আরম্ভ হইয়াছে তাহাই তাঁহার দেহযাত্রার নিয়ামক হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহারই প্রভাবে অন্যপ্রেরিতের ন্যায় তিনি দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষাদি করিয়া থাকেন; তিনি অজ্ঞানমূলক রাগবশে যে এরূপ করেন তাহা নহে। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির দুঃখভোগের জন্য দুঃখের হেতু ভ্রম এবং সেই ভ্রমের জন্য প্রারব্ধকর্ম্মান্তর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে তাঁহার মাত্র সুখ অথবা দুঃখের ভোগ হয় বটে কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার অভিমান হয় এরূপ নহে। কারণ জ্ঞান প্রভাবে তাঁহার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি সেগুলির উপর অজ্ঞানমূলক আস্থা স্থাপন করেন না। তিনি তাহাদের ভোগদশাতেই বুঝিতে পারেন যে এগুলি অনাত্মার ধর্ম্ম—এগুলির কোন পারমার্থিকতা নাই।৬] আর **সুখেষু**—সুখ সকলেও অর্থাৎ যাহা সত্ত্বগুণের পরিণাম রূপ প্রীতিময় চিত্তবৃত্তিবিশেষ বলিয়া কথিত হয় এবং যাহা প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে প্রাপিত হইয়া থাকে, সেই ত্রিবিধ সুখেও যিনি **বিগতস্পৃহঃ**—আগামী তজ্জাতীয় সুখে স্পৃহা রহিত অর্থাৎ এই জাতীয় সুখ আবার হউক এই প্রকার স্পৃহা বিহীন—।৭ সুখানুভব হেতু সেই জাতীয় সুখের কারণীভূত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

ন হি কারণাভাবে কার্য্যং ভবিতু মর্হতি। অতো যথা সতি কারণে কার্য্যং মা ভূদিতি বৃথাকাঙ্ক্ষারূপ উদ্বেগো বিবেকিনো ন সম্ভবতি তথৈবাসতি কারণে কার্য্যং ভূয়াদিতি বৃথাকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণাত্মিকা স্পৃহাপি নোপপদ্যতে, প্রারব্ধকর্ম্মণঃ সুখমাত্র-প্রাপকত্বাৎ।৮ হর্ষাত্মিকা বা চিত্তবৃত্তিঃ স্পৃহাশব্দেনোক্তা। সাপি ভ্রান্তিরেব—অহো ধন্যোঽহং যস্য মমেদৃশং সুখমুপস্থিতং কো বা ময়া তুল্যোঽস্তি ভুবনে কেন বোপায়েন মমেদৃশং সুখং ন বিচ্ছিদ্যেত ইত্যেবমাত্মিকা উৎফুল্লতারূপা তামসী চিত্তবৃত্তিঃ। অত এবোক্তং ভাষ্যে—'নাগ্নিরিব ইন্ধনাদ্যাধানে যঃ সুখানি অনুবিবর্দ্ধতে স বিগতস্পৃহঃ' ইতি। বক্ষ্যতি চ—"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্"ইতি। সাপি ন বিবেকিনঃ সম্ভবতি ভ্রান্তিত্বাৎ।৯ তথা "বীতরাগভয়ক্রোধঃ" রাগঃ শোভনাধ্যাস-নিবন্ধনো বিষয়েষু রঞ্জনাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষোঽত্যন্তাভিনিবেশরূপঃ।১০ রাগবিষয়স্য

না করিয়াই আমার এই জাতীয় সুখ হউক এই প্রকার বৃথা আকাঙ্ক্ষারূপ তমোগুণময় যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ হইয়া থাকে তাহাই **স্পৃহা** বলিয়া কথিত হয়। তাহা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নহে। আর তাহা অবিবেকী পুরুষেরই হইয়া থাকে। যেহেতু কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতেই পারে না। অতএব যেমন কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কার্য্য না হউক এই প্রকার বৃথা আকাঙ্ক্ষারূপ উদ্বেগ বিবেকী ব্যক্তির হইতে পারে না, সেইরূপ কারণ না থাকিলেও কার্য্য হউক এই প্রকার বৃথা আকাঙ্ক্ষারূপ তৃষ্ণাত্মিকা স্পৃহা উৎপন্ন হওয়াও তাঁহার পক্ষে উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তির তাদৃশ স্পৃহা হইতেই পারে না, কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্ম কেবলমাত্র সুখই আনয়ন করিয়া থাকে (কিন্তু অজ্ঞানমূলক সুখস্পৃহা জন্মান তাহার কার্য্য নহে)।৮ অথবা স্পৃহা শব্দের অর্থ হর্ষাত্মিকা চিত্তবৃত্তি বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর তাহাও ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নহে, যেহেতু তাহা—অহো! আমি ধন্য! আমার এইরূপ সুখ উপস্থিত হইয়াছে! ত্রিভুবনে কে আর আমার সমান আছে! কি উপায় এমন আছে যাহাতে আমার এইরূপ সুখের বিচ্ছেদ না ঘটে—এই প্রকারের উৎফুল্লতারূপ তমোগুণবহুল চিত্তবৃত্তিবিশেষ। এই কারণেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য মধ্যে কথিত হইয়াছে "ইন্ধনাদি আধান করিলে অগ্নি যেমন বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় সুখাদি হইলেও যাঁহার তৃষ্ণা সেইরূপে বিবৃদ্ধ হয় না তিনি বিগতস্পৃহ"। ভগবান্‌ও অগ্রে **ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্**="প্রিয় বস্তু পাইয়া প্রহৃষ্ট হইবে না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়া উদ্বিগ্ন হইবে না" ইত্যাদি বাক্যে ইহা বলিবেন। তাদৃশ চিত্তবৃত্তিরূপ স্পৃহাও বিবেকী ব্যক্তির সম্ভব হয় না, কারণ তাহা ভ্রমস্বরূপ।৯ আর তিনি **বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ**—। এস্থলে **রাগ** পদের অর্থ শোভনাধ্যাস (সৌন্দর্য্যাধ্যাস) জন্য বিষয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ-রূপ (আসক্তিরূপ) অনুরাগ নামক চিত্তবৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ বিষয়ে বাস্তবিক সৌন্দর্য্য নাই তথাপি তাহা সুন্দর এই প্রকারে কাল্পনিক সৌন্দর্য্যের সহিত বিষয়ের যে অভিন্নতাবোধ তাহাই শোভনাধ্যাস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আর অসুন্দর বিষয়ে সৌন্দর্য্যের মিথ্যাভিমান করিয়াই মনুষ্যের তাহাতে অত্যন্ত আসক্তি জন্মে। ইহাকেই রাগ বলা হইয়াছে।১০ সেই অনুরাগের যাহা বিষয়

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥ যদা চ অয়ং কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮ অর্থাৎ যিনি কোন বিষয়েই স্নেহযুক্ত নহেন এবং সেই সেই শুভ অথবা অশুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও আনন্দিত হন না কিংবা বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না তাঁহারই প্রজ্ঞা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। (৫৭)। যখন ইনি কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয় সকলকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন তখন (সেই চিহ্নে বুঝিতে হইবে যে) তাঁহার প্রজ্ঞা পরমাত্মায় প্রতষ্ঠিত হইয়াছে ॥৫৮॥

বিনাশকে সমুপস্থিতে তন্নিবারণাসামর্থ্যমাত্মনো মন্যমানস্য দৈন্যাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষো ভয়ম্।১১ এবং রাগবিষয়বিনাশকে সমুপস্থিতে তন্নিবারণসামর্থ্যমাত্মনো মন্যমানস্যাভিজ্বলনাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ ক্রোধঃ।১২ তে সর্ব্বে বিপর্য্যয়রূপত্বাৎ বিগতা যস্মাৎ স তথা—।১৩ এতাদৃশো "মুনি"র্ম্মননশীলঃ সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে। এবংলক্ষণঃ স্থিতধীঃ স্বানুভবপ্রকটেন শিষ্যশিক্ষার্থমনুদ্বেগনিস্পৃহত্বাদিবাচঃ প্রভাষতে ইত্যন্বয় উক্তঃ।১৪ এবঞ্চান্যোঽপি মুমুক্ষুর্দুঃখে নোদ্বিজেৎ সুখে ন প্রহৃষ্যেৎ রাগভয়ক্রোধরহিতশ্চ ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৫—৫৬॥

কিঞ্চ সর্ব্বেষু দেহেষু জীবনাদিষ্বপি যো মুনিঃ"অনভিস্নেহঃ" যস্মিন্ সত্যন্যদীয়ে হানিবৃদ্ধী স্বস্মিন্নারোপ্যেতে স তাদৃশোঽন্যবিষয়ঃ প্রেমাপরপর্য্যায়স্তামসো বৃত্তিবিশেষঃ

তাহার নাশক কোন বস্তু সমুপস্থিত হইলে, নিজের তাহা নিবারণ করিতে সামর্থ্য নাই মনে করিয়া যে দীনতারূপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ হইয়া থাকে তাহাই **ভয়**।১১ আর যাহা এই অনুরাগের বিষয়টীকে নষ্ট করিতে উপস্থিত সেই পদার্থের নিবারণ করিতে নিজের সামার্থ্য আছে এইরূপ মনে করিয়া তৎপ্রতি যে অভিজ্বলনাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষ হইয়া থাকে তাহাকে **ক্রোধ** বলা হয়।১২ সেইগুলি সমস্তই বিপর্য্যয়স্বরূপ বলিয়া সেগুলি যাঁহার নিকট হইতে বিগত হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করায় যিনি সেই বিপর্য্যয়াত্মক ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ মুনি অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব মননশীল সন্ন্যাসী **স্থিতপ্রজ্ঞ** বলিয়া কথিত হন।১৩ এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজ অনুভব প্রকাশ করিয়া শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য অনুদ্বেগ নিঃস্পৃহত্ব প্রভৃতি ভাষা (লক্ষণ) ব্যবহার করিয়া থাকেন—এই প্রকারে অন্বয় বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই শ্লোকে অন্বয়মুখে অর্থাৎ ভাবরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ বলা হইল।১৪ সুতরাং অন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিরও এই দৃষ্টান্ত অনুসারে দুঃখে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে, এবং সুখ হইলেও তাঁহার হৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে এবং তাঁহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ আদি রহিত হওয়া আবশ্যক।১৫—৫৬।

স্নেহঃ, সর্ব্বপ্রকারেণ তদ্রহিতোঽনভিস্নেহঃ।১ ভগবতি পরমাত্মনি তু সর্ব্বথাঽভিস্নেহবান্ ভবেদেব অনাত্মস্নেহাভাবস্য তদর্থত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্।২ "তত্তৎ"প্রারব্ধকর্ম্মপরিপ্রাপিতং শুভং সুখহেতুং বিষয়ং "প্রাপ্য" "নাভিনন্দতি" হর্ষবিশেষপূর্ব্বকং ন প্রশংসতি—। তথা প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাপিতং অশুভং দুঃখহেতুং বিষয়ং প্রাপ্য "ন দ্বেষ্টি" অন্তরসূয়াপূর্ব্বকং ন নিন্দতি—।৩ অজ্ঞস্য হি সুখহেতুর্যঃ স্বকলত্রাদিঃ স শুভো বিষয়ঃ, তদ্গুণকথনাদিপ্রবর্ত্তিকা ধীবৃত্তি র্ভ্রান্তিরূপাঽভিনন্দঃ। স চ বৃত্তিবিশেষঃ তামসঃ, তদ্গুণকথনাদেঃ পরপ্ররোচনার্থত্বাভাবেন ব্যর্থত্বাৎ। এবমসূয়োৎপাদনেন দুঃখহেতুঃ পরকীয়বিদ্যাপ্রকর্ষাদিরেনং প্রত্যশুভো বিষয়ঃ তন্নিন্দাদিপ্রবর্ত্তিকা ভ্রান্তিরূপা ধীবৃত্তির্দ্বেষঃ। সোঽপি তামসঃ, তন্নিন্দায়া নিবারণার্থত্বাভাবেন ব্যর্থত্বাৎ। তাবভিনন্দদ্বেষৌ ভ্রান্তিরূপৌ তামসৌ কথমভ্রান্তে শুদ্ধসত্ত্বে স্থিতপ্রজ্ঞে সম্ভবতাম্।৪ তস্মাদ্বিচালকাভাবাত্তস্যানভিস্নেহস্য হর্ষবিষাদরহিতস্য মুনেঃ "প্রজ্ঞা" পরমাত্মতত্ত্ববিষয়া "প্রতিষ্ঠিতা" ফলপর্য্যবসয়িনী

অনুবাদ—আরও, **সর্ব্বত্র** অর্থাৎ সর্ব্বদেহে এমন কি নিজ জীবনাদিতেও যে মুনি (মননশীল ব্যক্তি) অনভিস্নেহ, যাহা থাকিলে অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ক্ষতিবৃদ্ধি নিজের উপর আরোপিত হয় সেইরূপ যে অন্যবিষয়ক তামসবৃত্তিবিশেষ, যাহার অপর নাম প্রেম তাহাই স্নেহ; যিনি সকল রকমে তাহা হইতে বিরহিত তিনি **অনভিস্নেহ**।১ ভগবান্ পরমাত্মার উপর কিন্তু সকল রকমে স্নেহশীল হওয়া অবশ্যই উচিত, কেননা অনাত্মায় স্নেহ না করার ইহাই প্রয়োজন—ইহা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমাত্মার উপর স্নেহ করিতে হইবে বলিয়াই অন্য সকল বিষয় হইতে তাহা নিবৃত্ত করিতে হইবে; পরমাত্মার উপর যাহাতে অনন্যাসক্তভাবে স্নেহ করা যায়, এবং অন্য কোন কিছুর উপর স্নেহ করিলে তাহা হইতে পারে না বলিয়াই অন্য সমস্ত বিষয়েই তিনি স্নেহশূন্য হইয়া থাকেন।২ **তত্তৎ**=সেই সেই অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মবশে প্রাপিত শুভ অর্থাৎ সুখের হেতুভূত বিষয় পাইয়া যিনি অভিনন্দিত হয়েন না অর্থাৎ হর্ষবিশেষ প্রকাশ করিয়া প্রশংসা করেন না—। এবং অশুভ অর্থাৎ দুঃখের হেতুভূত বিষয় পাইয়া যিনি দ্বেষ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ অন্তঃকরণে অসূয়া রাখিয়া নিন্দা করেন না—।৩ যেহেতু অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে তাহার সুখের বিষয়স্বরূপ যে নিজ কলত্র (পত্নী) প্রভৃতি তাহাই শুভ বিষয়; যে ভ্রান্তিরূপা বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে (অজ্ঞব্যক্তিকে) তাহাদের (কলত্রাদির) গুণকথনে প্রবৃত্ত করায় তাহার নাম **অভিনন্দ**; তাহা তমোগুণময়; কারণ তাহাদের যে গুণকীর্ত্তনাদি তাহা অন্য কাহাকেও কোন সৎকর্ম্মে প্ররোচিত করিতে পারে না বলিয়া ব্যর্থ। (অর্থাৎ যে গুণকথনের ফলে কোন সৎকর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না তাহা ব্যর্থ। এইরূপ যে নিন্দার ফলে কোন অসৎ কর্ম্ম হইতে কাহারও নিবৃত্তি হয় না তাহাও বিফল)। এইরূপ অন্য ব্যক্তির বিদ্যার উৎকর্ষ প্রভৃতি ইহার অসূয়া জন্মাইয়া দুঃখের কারণ হয় বলিয়া ইহার নিকট তাহা অশুভ বিষয়।৭ এই কারণে যে ভ্রান্তিরূপা বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে (সেই প্রকার বিদ্যাপ্রকর্ষাদিযুক্ত ব্যক্তিকে) নিন্দাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় তাহাই দ্বেষ, তাহাও তমোগুণ বহুল, কারণ নিন্দিত কর্ম্ম হইতে

স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ।৫ এবমন্যোঽপি মুমুক্ষুঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহো ভবেৎ। শুভং প্রাপ্য ন প্রশংসেৎ অশুভং প্রাপ্য ন নিন্দেদিত্যভিপ্রায়ঃ।৬ অত্র চ নিন্দাপ্রশংসাদি-রূপা বাচো ন প্রভাষত ইতি ব্যতিরেক উক্তঃ॥৭—৫৭॥

ইদানীং কিমাসীতেতি প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমারভতে ভগবান্ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ—।১ তত্র প্রারব্ধকর্ম্মবশাদ্ব্যুত্থানেন বিক্ষিপ্তানীন্দ্রিয়াণি পুনরুপসংহৃত্য সমাধ্যর্থমেব স্থিতপ্রজ্ঞস্যোপবেশনমিতি দর্শয়িতুমাহ যদেতি—।২ "অয়ং" ব্যুত্থিতঃ "সর্ব্বশঃ" সর্ব্বাণি"ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ" শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ—চঃ পুনরর্থে—। যদা সংহরতে পুনরুপসংহরতি

নিবারণ করাইবার জন্যই নিন্দা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপস্থলে তাহা হয় না বলিয়া উহা ব্যর্থ। সেই তমোগুণবহুল ভ্রান্তিরূপ অভিনন্দ এবং দ্বেষ কিরূপে অভ্রান্ত শুদ্ধসত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে থাকা সম্ভব হয়? অতএব বিচালকাভাবহেতু অর্থাৎ যাহা চাঞ্চল্য আনয়ন করে এমন কোন কিছু না থাকায় সেই অনভিস্নেহ এবং হর্ষ ও বিষাদবিহীন মুনির প্রজ্ঞা পরমাত্মতত্ত্বকে বিষয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ফলপর্য্যবসায়িনী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইনিই (এইরূপ ব্যক্তিই) স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। অন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিরও এইভাবে অনভিস্নেহ হওয়া উচিত। শুভ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা উচিত নহে এবং অশুভ পাইয়া নিন্দা করাও উচিত নহে, ইহাই অভিপ্রায়।৬ এস্থলে, তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিন্দা ও প্রশংসা প্রভৃতিরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন না—এইরূপ ব্যতিরেক কথিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে অন্বয়মুখে আর এই শ্লোকে ব্যতিরেক বা নিষেধমুখে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ৭

ভাবপ্রকাশ—মনের সাধারণ যে ভূমির সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহার উপরের এক ভূমির কথা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে বলিতেছেন। বুদ্ধিযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞতা একই বস্তু। কামনার ভূমি, সুখ, দুঃখ, রাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির ভূমির সহিত আমরা সর্ব্বদা পরিচিত। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি এই ভূমির পারে অবস্থিত। শুদ্ধ সত্ত্বের ভূমিতে এই সব দ্বন্দ্ব নাই। সত্ত্বভূমি সমতার ভূমি;—সত্ত্বে স্থিত হইলে এই সমতা লাভ হয়। ৫৪-৫৭।

অনুবাদ—এক্ষণে ভগবান্ ছয়টি শ্লোকে "স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে আসন পরিগ্রহ করেন" এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।১ তন্মধ্যে প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীনতায় ব্যুত্থান হইলে অর্থাৎ সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত অবস্থায় আসিলে ইন্দ্রিয় সকল যে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেই গুলিকে পুনরায় উপসংহৃত (সংযত) করিয়া সমাধিস্থ হইবার জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি উপবেশন করেন, ইহা দেখাইবার (জানাইবার) জন্য বলিতেছেন—।২ **অয়ং**—এই ব্যুত্থিত (স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি), **সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি**=সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে **ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সকল হইতে—। **যদা সংহরতে চায়ং** এস্থলে "চ" শব্দটী "পুনরায়" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং **সংহরতে চ** ইহার অর্থ পুনরায় যখন উপসংহৃত করেন অর্থাৎ পুনর্বার সঙ্কোচিত করেন—। তাহার দৃষ্টান্ত **কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব**-কূর্ম্ম যেমন অঙ্গসকলকে সঙ্কোচিত করিয়া থাকে—। সেই সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ রসবর্জ্জং বিনিবর্ত্তন্তে অস্য রসঃ অপি পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে অর্থাৎ আহার রহিত ব্যক্তির নিকট হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাহার বিষয়ানুরাগ শান্ত হয় না। পক্ষান্তরে যিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুরাগও নিবৃত্ত হইয়া যায় ।৫৯।

সঙ্কোচয়তি—। তত্র দৃষ্টান্তঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব—। তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেতি স্পষ্টম্।৩ পূর্ব্বশ্লোকাভ্যাং ব্যুত্থানদশায়ামপি সকলতামসবৃত্ত্যভাব উক্তঃ। অধুনা তু পুনঃ সমাধ্যবস্থায়াং সকলবৃত্ত্যভাব ইতি বিশেষঃ ॥৪—৫৮ ॥

নন্বু মূঢ়স্যাপি রোগাদিবশাদ্ বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণামুপসংহরণং ভবতি, তৎকথং তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তং ? অত আহ বিষয়া ইতি—।১ "নিরাহারস্য" ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ান-নাহরতো "দেহিনঃ" দেহাভিমানবতো মূঢ়স্যাপি রোগিণঃ কাষ্ঠতপস্বিনো বা "বিষয়াঃ"

হয় ;—এই অংশটীর অর্থ স্পষ্টই আছে।৩ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্যুত্থান অবস্থায়ও ঈদৃশ ব্যক্তির সমস্ত তামস বৃত্তিরই অভাব হইয়া থাকে ; আর এক্ষণে এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, পুনরায় যখন তাঁহার সমাধি অবস্থা হয় তখন তাঁহার সকল প্রকার বৃত্তিরই অভাব হইয়া থাকে, ইহাই উভয় স্থলের বিশেষত্ব অর্থাৎ ব্যুত্থানদশায় কেবল তামস বৃত্তিগুলিই থাকে না কিন্তু অন্যান্য বৃত্তিগুলি থাকে আর সমাধিদশায় কোনও বৃত্তিই থাকে না—দুইটী শ্লোকে এইরূপে দুই প্রকার বিশেষ অর্থ বলা হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুক্তির আশঙ্কা হইতে পারে না ।৪—৫৮

ভাবপ্রকাশ—স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সংযম এবং প্রত্যাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাই কূর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। ইন্দ্রিয়গণ এ অবস্থায় সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ হইয়া থাকে। প্রয়োজন মাত্রেই তাহারা সম্যক্‌ভাবে আহৃত হয়। এই সহজ স্বাভাবিক প্রত্যাহারই স্থিতপ্রজ্ঞের প্রধান লক্ষণ। ৫৮।

অনুবাদ—আশঙ্কা হইতে পারে যে মূঢ় ব্যক্তিরও ত ইন্দ্রিয় সকল রোগাদিবশতঃ বিষয়জাত হইতে উপসংহৃত হইয়া থাকে—তাহা হইলে **তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা** "সেই (বিষয়ানাসক্ত) ব্যক্তির প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়" এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **বিষয়াঃ**—"বিষয় সকল ইত্যাদি"।১ **নিরাহারস্য**—নিরাহার ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয় সকল আহরণ (ভোগ) করিতে সমর্থ হয় না তাদৃশ, **দেহিনঃ**—দেহীর অর্থাৎ দেহাভিমানবিশিষ্ট মূঢ় রোগীর অথবা কাষ্ঠতপস্বীর শব্দাদি বিষয় সকল বিনিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা **রসবর্জ্জম্**—রস ব্যতিরেকে (হইয়া থাকে)।—রস অর্থ তৃষ্ণা (বিষয়বাসনা বা ভোগস্পৃহা); তাহা পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তৃষ্ণা ছাড়া—। অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয় সকল রহিত হয় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তি রোগাদি হেতু অসমর্থ হইয়া থাকে

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

কৌন্তেয়! হি যততঃ অপি বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য মনঃ প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং হরন্তি অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! বিবেকী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিষয়দোষদর্শনাত্মক যত্ন করিতে থাকিলেও উন্মথনশীল ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ৬০।

শব্দাদয়ো "বিনিবর্ত্তন্তে", কিন্তু "রসবর্জ্জং"—রসস্তৃষ্ণা তং বর্জ্জয়িত্বা অজ্ঞস্য বিষয়া নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিষয়ো রাগস্তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।২ "অস্য" তু স্থিতপ্রজ্ঞস্য "পরং" পুরুষার্থং "দৃষ্ট্বা" তদেবাহমস্মীতি সাক্ষাৎকৃত্য স্থিতস্য "রসোঽপি" ক্ষুদ্রসুখরাগোঽপি" "নিবর্ত্ততে" অপি শব্দাদ্বিষয়শ্চ। তথাচ যাবানর্থ ইত্যাদৌ ব্যাখ্যাতম্।৩ এবঞ্চ সরাগবিষয়নিবৃত্তিঃ স্থিত-প্রজ্ঞলক্ষণমিতি ন মূঢ়ে ব্যভিচার ইত্যর্থঃ'৪ যস্মান্নাসতি পরমাত্মসম্যগ্দর্শনে সরাগ-বিষয়োচ্ছেদস্তস্মাৎ সরাগবিষয়োচ্ছেদিকায়াঃ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্য্যং মহতা যত্নেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪—৫৯॥

বলিয়া বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় না কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার বিষয়ভোগতৃষ্ণা থাকে না এমন নহে, তাহা পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান থাকে—।২ এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু **পরং**—অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ **দৃষ্ট্বা**—দেখিয়া অর্থাৎ আমি 'আমি সেই পরমতত্ত্বস্বরূপই হইতেছি' এইরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া অবস্থান করায় তাঁহার **রসোঽপি**-রসও অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়ানুরাগও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। **রসোঽপি** এস্থলে "**অপি**" শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে যে তাঁহার বিষয় সকলও নিবৃত্ত হয়; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তির বিষয় সকল ত নিবৃত্ত হয়ই অধিকন্তু তাঁহার বিষয়ানুরাগও লোপ পাইয়া থাকে। "**যাবান্ অর্থঃ**" ইত্যাদি শ্লোকে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩ এইরূপে বিষয়ানুরাগের সহিত বিষয়েরও যে নিবৃত্তি ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ হওয়ায় মূঢ় ব্যক্তিতে ব্যভিচার (অতিপ্রসঙ্গ) হইত পারিল না অর্থাৎ এই প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকায় মোহগ্রস্ত লোক এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি উভয়ের লক্ষণ একরূপ হইতে পারিল না।৪ যেহেতু পরমাত্মার সম্যক্ দর্শন না হইলে বিষয়ানুরাগের সহিত বিষয়ের উচ্ছেদ হইতে পারে না সেই কারণে যাহা বিষয়ানুরাগের সহিত বিষয় সকলের উচ্ছেদ করিতে পারে সেইরূপ সম্যগ্দর্শনাত্মিকা প্রজ্ঞার যাহাতে স্থৈর্য্য (স্থিরতা) সম্পাদিত হয় তাহা অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করা আবশ্যক ইহাই অভিপ্রায়। অর্থাৎ সম্যক্দর্শনাত্মিকা প্রজ্ঞাকে অতিশয় যত্নের সহিত স্থির করিয়া রাখা মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য; কারণ তাহা না হইলে বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয় সকলের উচ্ছেদ করা অসম্ভব।৭—৫৯

ভাবপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়সংযম এবং প্রত্যাহার স্থিতপ্রজ্ঞের বাহ্যলক্ষণমাত্র; স্থিতপ্রজ্ঞ না হইয়াও অনেকে বিষয়ভোগ হইতে বিরত থাকেন। ইহা কিন্তু সাধনমার্গের উচ্চভূমির পরিচায়ক নহে। বুদ্ধির তত্ত্বাবগাহন জন্য যে বিষয়বিরতি, তত্ত্বনিষ্ঠাজন্য যে স্বাভাবিক তৃষ্ণাত্যাগ, তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞভূমির যথার্থ নির্দ্দেশক। ৫৯।

তত্র প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যে বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো মনোনিগ্রহশ্চাসাধারণং কারণং তদুভয়াভাবে প্রজ্ঞানাশদর্শনাদিতি বক্তুং বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবে প্রথমং দোষমাহ যততোহ্যপীতি—।১ "হে কৌন্তেয়। যততঃ" ভূয়ো ভূয়ো বিষয়দোষদর্শনাত্মকং যত্নং কুর্ব্বতোঽপি—চক্ষিঙো ঙিৎকরণাদনুদাত্তেতোঽনাবশ্যকমাত্মনেপদমিতি জ্ঞাপনাৎ পরস্মৈপদমবিরুদ্ধং—।৩ "বিপশ্চিতঃ" অত্যন্ত বিবেকিনোঽপি পুরুষস্য "মনঃ" ক্ষণমাত্রং নির্ব্বিকারং কৃতমপি "ইন্দ্রিয়াণি হরন্তি" বিকারং প্রাপয়ন্তি।৪ ননু বিরোধিনি বিবেকে সতি কুতো বিকার-প্রাপ্তি স্তদাহ—"প্রমাথীনি" প্রমথনশীলানি অতিবলীয়স্ত্বাদ্বিবেকোপমর্দ্দনে ক্ষমাণি; অতঃ "প্রসভং" প্রসহ্য বলাৎকারেণ পশ্যত্যেব বিপশ্চিতি স্বামিনি বিবেকে চ রক্ষকে সতি সর্ব্বপ্রমাথিত্বাদেব ইন্দ্রিয়াণি বিবেকজপ্রজ্ঞায়াং প্রবিষ্টং মনস্ততঃ প্রচ্যাব্য স্ববিষয়াবিষ্টত্বেন হরন্তীত্যর্থঃ।৫ হিশব্দঃ প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি—প্রসিদ্ধো হ্যয়মর্থো লোকে যথা প্রমাথিনো

প্রজ্ঞার সেই স্থিরতাসম্পাদনবিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ (সংযম) এবং মনের নিগ্রহ অসাধারণ কারণ; যেহেতু এই দুইটীর অভাব হইলে প্রজ্ঞা নাশ হইতে দেখা যায়—এই বিষয়টী বলিবার জন্য প্রথমে বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলে কি দোষ হয় তাহাই বলিতেছেন—।১ হে কৌন্তেয়! হে কুন্তীনন্দন! **যততঃ**—যে ব্যক্তি ভূয়ো ভূয়ঃ বিষয়দোষদর্শনরূপ যত্ন করিয়া থাকে তাহারও —।২ 'চক্ষ্' ধাতুর ঙিত্ব করায় অর্থাৎ 'ঙ্' ইৎ করায় ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে যে যাহাদের অনুদাত্ত স্বর ইৎ হয় সেই সমস্ত ধাতুর যে আত্মনেপদ বিধান করা হইয়াছে তাহা অনাবশ্যক—এইরূপ জ্ঞাপক থাকায় এস্থলে (যত্ ধাতু আত্মনেপদী হইলেও তাহার উত্তর পরস্মৈপদের শতৃ প্রত্যয় করা) বিরুদ্ধ হয় নাই অর্থাৎ অনুদাত্তস্বরেৎ হইলেও যে আত্মনেপদ লাভ হইতে পারিত তাহার নিরাস করা হইয়াছে। যেহেতু অনুদাত্তস্বরেৎ ধাতুর আত্মনেপদ অনিয়মিত অনিত্য—অর্থাৎ কোন কোন স্থলে হয় না। এইজন্য সিদ্ধান্তকৌমুদীকার চক্ষ্ ধাতুর প্রকরণে বলিয়াছেন "ঙকারস্ত অনুদাত্তেত্ত্বপ্রযুক্তমাত্মনেপদমনিত্যমিতিজ্ঞাপনার্থঃ"। কাজেই "যততঃ" এস্থলে পরস্মৈ-পদের উত্তর বিহিত শতৃ প্রত্যয় দোষের নহে—।৩ **বিপশ্চিতঃ**—অত্যন্ত বিবেকী ব্যক্তিরও মন ক্ষণমাত্র বিকারবিহীন কৃত হইলেও **ইন্দ্রিয়াণি হরন্তি**—ইন্দ্রিয় সকল তাহাকে হরণ করে অর্থাৎ বিকার প্রাপ্ত করায়।৪ আচ্ছা, ইহার (মনের বিকার প্রাপ্তির) বিরোধী বিবেক যখন বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন ইহার বিকার প্রাপ্তি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**প্রমাথীনি** তাহারা প্রমাথী—প্রমথনশীল অর্থাৎ অত্যন্ত বলবান্ বলিয়া তাহারা বিবেকের উপমর্দ্দন (অভিভব) করিতে সমর্থ। এই কারণে তাহারা **প্রসভং**—প্রসভ সহকারে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক,—স্বামী (ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা) বিপশ্চিৎ (যিনি বিপদ্ বুঝিতে পারেন এতাদৃশ বিজ্ঞ) ব্যক্তি দেখিতে (বুঝিতে) থাকিলেও এবং বিবেক (সদসৎবিবেচনাবুদ্ধি) তাহার রক্ষক হইলেও ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বপ্রমাথী (সকল বৃত্তির অভিভব করিতে সমর্থ) হওয়ায়, বিবেকজ বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট মনকেও তাহা হইতে প্রচ্যাবিত করিয়া স্ববিষয়াবিষ্টরূপে হরণ করিয়া থাকে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ মনকে বিবেকজ প্রজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করিয়া

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত। হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিয়া আমার (ঈশ্বরের) উপর নির্ভর করিয়া নিগৃহীতমনাঃ হইয়া বসিয়া থাকিবে। যে হেতু যাহার ইন্দ্রিয়সকল বশে থাকে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ পরমাত্মবিষয়ে স্থিতিলাভ করে।৬১॥

দস্যবঃ প্রসভমেব ধনিনং ধনরক্ষকং চাভিভূয় তয়োঃ পশ্যতোরেব ধনং হরন্তি তথেন্দ্রিয়াণ্যপি বিষয়সন্নিধানে মনো হরন্তীতি ॥৬—৬০ ॥

এবং তর্হি তত্র কঃ প্রতীকার ইত্যত আহ—"তানি" ইন্দ্রিয়াণি "সর্ব্বাণি" জ্ঞানকর্ম্ম-সাধনভূতানি "সংযম্য" বশীকৃত্য "যুক্তঃ" সমাহিতঃ নিগৃহীতমনাঃ সন্ "আসীত" নির্ব্ব্যাপার স্তিষ্ঠেৎ।১ প্রমাথিনাং কথং স্ববশীকরণমিতি চেত্তত্রাহ "মৎপর" ইতি। অহং সর্ব্বাত্মা বাসুদেব এব পর উৎকৃষ্ট উপাদেয়ো যস্য স মৎপরঃ, একান্তভক্ত ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং "ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি—।২ যথা হি লোকে বলবন্তং রাজানমাশ্রিত্য দস্যবো নিগৃহ্যন্তে রাজাশ্রিতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা চ তে স্বয়মেব তদ্বশ্যা ভবন্তি তথৈব ভগবন্তং সর্ব্বান্তর্যামিণমাশ্রিত্য তৎপ্রভাবেণৈব দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি নিগ্রাহ্যানি

স্ব স্ব বিষয়ে আবিষ্ট করিয়া দেয়, ইহাই তাহাদের মনকে হরণ করা।৫ "যততো হ্যপি" এস্থলে "হি" শব্দটী "প্রসিদ্ধি" জ্ঞাপন করিতেছে—অর্থাৎ মন যে এরূপ করে তাহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এরূপ বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধই আছে যে প্রমাথী দস্যুগণ বলপূর্ব্বকই ধনী এবং ধনরক্ষক ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া তাহারা দেখিতে থাকিলেও তাহাদের চক্ষুর সম্মুখেই ধন হরণ করিয়া লয়; ঠিক সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলও বিষয়সংস্পর্শে মনকে হরণ করিয়া থাকে। (এস্থলে ধনীর সহিত বিপশ্চিতের তুলনা এবং ধনরক্ষীর সহিত বিবেকের উপমা বুঝিতেহইবে)।৬—৬০

যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যদি মনকে বলপূর্ব্বক উৎপথে চালিত করে তাহা হইলে তাহার প্রতিকার কি? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানকল্পে বলিতেছেন—**তানি সর্ব্বাণি** অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনস্বরূপ সেই ইন্দ্রিয়গ্রামের সকলগুলিকেই **সংযম্য**—সংযত করিয়া অর্থাৎ বশীভূত করিয়া, **যুক্তঃ**—সমাহিত অর্থাৎ নিগৃহীতমনাঃ (সংযত চিত্ত) হইয়া **আসীত**=উপবেশন করা উচিত অর্থাৎ ব্যাপার বিহীন হইয়া থাকা আবশ্যক।১ যাহারা প্রমথনশীল তাহাদের কিরূপে বশ করা যাইবে এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তর বলিতেছেন—**মৎপরঃ**—আমি অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবই যাহার নিকটে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ উপাদেয় সে মৎপর। সুতরাং 'মৎপর' অর্থ একান্তভাবে আমার ভক্ত। এই জন্য এইরূপ কথিতও আছে—"যাহারা বাসুদেবের ভক্ত তাহাদের কোথাও কখন অশুভ হয় না"—।২ যেমন লোকসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় যে বলবান্ রাজাকে আশ্রয় করিয়া দস্যু সকলকে নিগৃহীত করা যায় এবং সেই দস্যুগণও এই ব্যক্তি রাজার আশ্রিত এই ভাবিয়া

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সংমোহঃ ভবতি, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি অর্থাৎ, মনুষ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকিলে সেগুলিতে তাহার আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা হয়, কাম হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সম্মোহ উৎপন্ন হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, আর বুদ্ধিনাশ হইলে সে ব্যক্তি সকল প্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া পড়ে।৬২, ৬৩॥

পুনশ্চ ভগবদাশ্রিতোঽয়মিতি মত্বা তানি তদ্বশ্যান্যেব ভবন্তীতি ভাবঃ। যথা চ ভগবদ্ভক্তের্মহাপ্রভাবত্বং তথা বিস্তরেণাগ্রে ব্যাখ্যাস্যামঃ।৩ ইন্দ্রিয়বশীকারে ফলমাহ "বশে হি" ইতি। স্পষ্টং। তদেতদ্বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেতি "কিমাসীত"ইতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ॥৪—৬১॥

নন্বু মনসো বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিদ্বারাঽনর্থহেতুত্বং নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্য তূৎখাতদংষ্ট্রোরগবন্মনস্যনিগৃহীতেঽপি ন কাপি ক্ষতিঃ বাহ্যোদ্যোগাভাবেনৈব কৃতকৃত্যত্বাৎ, অতো

আপনা আপনিই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে সেইরূপ যিনি সকলের অন্তরের নিয়ামক সেই ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে তাঁহারই প্রভাবে দুষ্ট ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত হইয়া থাকে। আর অধিক কি এই ব্যক্তি ভগবদাশ্রিত এই মনে করিয়া সেই ইন্দ্রিয়গুলি তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া যায়, ইহাই ভাবার্থ। ভগবদ্ভক্তির প্রভাব যে কিরূপ মহান্ তাহা অগ্রে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।৩ ইন্দ্রিয় সকলের বশীকার হইলে কি ফল হয় তাহা বলিতেছেন—**বশে**। ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট। অতএব এইরূপে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীকৃত করিয়া আসন গ্রহণ করা উচিত, ইহাই হইল—**কিমাসীত**—"তিনি কিরূপে আসন গ্রহণ করেন"—এই প্রশ্নের উত্তর।৪—৬১

ভাবপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়সংযম বাহ্যলক্ষণ হইলেও ইহাই কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সাধন। অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিচারবান্ হইলেও কল্যাণলাভ করতে পারে না। সুতরাং নিজেকে সর্ব্বদা ভগবানের আশ্রিত বলিয়া ভাবনা করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য। ইহাই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রধান উপায়। ৬০-৬১।

অনুবাদ—ইহাতে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে—মন বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিকে দ্বার করিয়াই অনর্থের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি বহিরিন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছে তাহার মন যদি নিগৃহীত না হয় তাহা হইলে যে সর্পের দংষ্ট্রা (বিষদন্ত) উৎপাটিত করা হইয়াছে সে যেমন কোন অনিষ্ট করিতে পারে না সেইরূপ উক্ত ব্যক্তির মনও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ তাহার কোন বাহ্য (বহির্বিষয়কে) উদ্যোগ না থাকা হেতুই সে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে।

যুক্ত আসীতেতি ব্যর্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্যাপি যুক্তত্বাভাবে সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিমাহ দ্বাভ্যাং ধ্যায়ত ইতি—।১ নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্যাপি শব্দাদীন্ "বিষয়ান্" "ধ্যায়তো" মনসা পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তঃ "পুংস"স্তেষু বিষয়েষু "সঙ্গ" আসঙ্গঃ মমাত্যন্তং সুখহেতব এতে ইত্যেবং শোভনাধ্যাসলক্ষণঃ প্রীতিবিশেষ "উপজায়তে"।২ "সঙ্গাৎ" সুখহেতুত্বজ্ঞানলক্ষণাৎ "সংজায়তে কামঃ" মমৈবেতে ভবন্ত্বিতি তৃষ্ণাবিশেষঃ।৩ তস্মাৎ "কামাৎ" কুতশ্চিৎ প্রতিহন্যমানাৎ প্রতিঘাতকবিষয়ঃ "ক্রোধো"ঽভিজ্বলনাত্মাঽভিজায়তে।৪ "ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ" কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবরূপঃ। "সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ" স্মৃতেঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থানুসন্ধানস্য বিভ্রমো বিচলনং বিভ্রংশঃ।৬ "স্মৃতিভ্রংশাদ্" বুদ্ধেরৈকাত্ম্যাকারমনোবৃত্তের্নাশঃ বিপরীতভাবনোপচয়দোষেণ প্রতিবন্ধাৎ অনুৎপত্তিরুৎপন্নায়াশ্চ ফলাযোগ্যত্বেন বিলয়ঃ।৭ "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" তস্যাশ্চ ফল-

সুতরাং **যুক্ত আসীত**—"যুক্ত হইয়া (মনকে নিগৃহীত করিয়া) আসন গ্রহণ করা উচিত" এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা ব্যর্থ (বিফল বা অনর্থক)। এইরূপ আশঙ্কার উত্তররূপে ধ্যায়তঃ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি বহিরিন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছে তাহারও যদি (মনের) যুক্ততা (নিগ্রহ) না থাকে তাহা হইলে অশেষবিধ অনর্থের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।১ যে ব্যক্তি বহিরিন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত (সংযত) করিয়াছে সে ব্যক্তিও **বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ**—যদি শব্দাদি বিষয় সকল ধ্যান করিতে থাকে অর্থাৎ মনে মনে পুনঃ পুনঃ তাহাদের চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার **তেষু**—সেই সমস্ত বিষয়ে **সঙ্গঃ**—আসঙ্গ অর্থাৎ ইহারা আমার সুখের হেতু এই প্রকার শোভনাধ্যাসরূপ যে প্রীতিবিশেষ তাহা জন্মিয়া থাকে।২ সুখহেতুত্বজ্ঞানলক্ষণ সঙ্গ হইতে অর্থাৎ ইহারা আমার সুখের কারণ এই প্রকার জ্ঞান যাহার লক্ষণ (পরিচায়ক) সেইরূপ আসঙ্গ হইতে **সঞ্জায়তে কামঃ**—কামনা জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ 'ইহারা আমার হউক' এই প্রকার তৃষ্ণা বিশেষ জন্মিয়া থাকে।৩ সেই কামনা যদি কোন কারণ বশতঃ প্রতিহত হয় (বাধা প্রাপ্ত হয়) তাহা হইলে তৎপ্রতিঘাতক বিষয়ে অর্থাৎ সেই কামের যাহা প্রতিঘাতক অর্থাৎ যাহার জন্য সেই কাম প্রতিহত হয় তদ্বিষয়ে **ক্রোধঃ**—অভিজ্বলনাত্মক ক্রোধ **অভিজায়তে**—উৎপন্ন হয়।৪ **ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ**—ক্রোধ হইতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার অভাবরূপ সম্মোহ উপস্থিত হয় অর্থাৎ ক্রোধ হইতে সম্মোহ জন্মিয়া থাকে যাহার ফলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য আর কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি থাকে না।৫ সম্মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম হইয়া থাকে। স্মৃতির অর্থাৎ শাস্ত্র এবং আচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট অর্থের অনুসন্ধানবিষয়ের বিভ্রম—বিচলন অর্থাৎ বিভ্রংশ (বিচ্যুতি) ঘটিয়া থাকে।৬ আর তাহা হইতে অর্থাৎ সেই স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধির অর্থাৎ ঐকাত্ম্যাকার মনোবৃত্তির অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আত্মাই তত্ত্ব এই প্রকার অবিচ্ছন্ন একাগ্র যে চিত্তবৃত্তি তাহার বিনাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিপরীত ভাবনার উপচয়-রূপ দোষবশতঃ প্রতিবন্ধক থাকায় তাদৃশ চিত্তবৃত্তির অনুৎপত্তি হয় (তাদৃশ চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে না); কিংবা তাদৃশ চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও তাহা ফলের অযোগ্য হওয়ায় তাহার বিলয়

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্‌ চরন্‌ বিধেয়াত্মা তু প্রসাদম্‌ অধিগচ্ছতি অর্থাৎ, পক্ষান্তরে বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তি রাগদ্বেষবিমুক্ত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের পরমাত্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতারূপ প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। ৬৪॥

ভূতায়া বুদ্ধের্ব্বিলোপাৎ প্রণশ্যতি সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যো ভবতি। যো হি পুরুষার্থাযোগ্যো জাতঃ স মৃত এবেতি লোকে ব্যাবহ্রিয়তে; অতঃ প্রণশ্যতীত্যুক্তং।৮ যস্মাদেবং মনসো নিগ্রহাভাবে নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্যাপি পরমানর্থপ্রাপ্তিস্তস্মাৎ মহতা যত্নেন মনো নিগৃহ্নীয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ। অতো যুক্তমুক্তং "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর" ইতি॥ ৯—৬২, ৬৩॥

মনসি নিগৃহীতে তু বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবেঽপি ন দোষঃ ইতি বদন্‌ "কিং ব্রজেতে"ত্যস্যোত্তরমাহ অষ্টভিঃ—।১ যোঽসমাহিতচেতাঃ স বাহ্যেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যাপি রাগদ্বেষদুষ্টেন মনসা বিষয়ান্‌ চিন্তয়ন্‌ পুরুষার্থাদ্‌ ভ্রষ্টো ভবতি। "বিধেয়াত্মা" তু—তুশব্দঃ

হইয়া থাকে।৭ **বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি**—বুদ্ধিনাশ হইলে সেই ব্যক্তি প্রনষ্ট হইয়া যায়; অর্থাৎ সেই ফলভূত (ঐকাত্ম্যাকার মনোবৃত্তিরূপ) বুদ্ধির বিশেষরূপে লোপ হইলে সেই ব্যক্তি প্রনষ্ট হয় অর্থাৎ সকল প্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। কারণ যে ব্যক্তি পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া থাকে তাহাকে লোকে অর্থাৎ মনুষ্য সমাজে মৃত বলিয়াই ব্যবহার করা হয়। এই কারণে প্রণশ্যতি—"প্রনষ্ট হয়" এইরূপ বলা হইয়াছে।৮ যেহেতু এইরূপে মনের নিগ্রহ (সংযম) না থাকিলে অর্থাৎ মনকে সংযত করিতে না পারিলে বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিলেও সেই ব্যক্তি এইরূপে অত্যন্ত অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই কারণে, অতিশয় প্রযত্ন সহকারে মনকে নিগৃহীত করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। অতএব **তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ**—"সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই সংযত করিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করত যোগযুক্ত হইয়া আসন গ্রহণ করা উচিত" এই প্রকার যে বলা হইয়াছে তাহা সমীচীনই হইয়াছে।৯—৬৩

ভাবপ্রকাশ—বিষয়ের ধ্যানই সঙ্গ জন্মায়, এই সঙ্গ হইতেই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ প্রভৃতি অনর্থ উৎপন্ন হয়। বিষয়াসক্তির মূলে হইতেছে বিষয়ের ধ্যান। সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যান করিলে বিষয়সঙ্গ না হইয়া ভগবৎসঙ্গ হইবে এবং বিষয়াসক্তি চলিয়া যাইয়া ভগবদাসক্তি দেখা দিবে। তাই 'মৎপর' হওয়া, ভগবান্‌কে সর্ব্বোত্তম বস্তু ভাবিয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়া তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হওয়াই নিখিল কল্যাণের হেতু। ৬২-৬৩।

অনুবাদ—পক্ষান্তরে মন যদি নিগৃহীত হয় তাহা হইলে বহিরিন্দ্রিয় সকল যদি নিগৃহীত নাও হয় তথাপি কোন দোষ (ক্ষতি) হয় না, এই কথা বলিয়া আটটী শ্লোকে **"কিং ব্রজেত"**—"কিরূপে বিষয়দেশে গমন করেন অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করেন" এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—।১

পূর্ব্বাদ্ব্যতিরেকার্থঃ—বশীকৃতান্তকরণস্তু "আত্মবশ্যৈ"র্মনোঽধীনৈঃ স্বাধীনৈরিতি বা রাগ-দ্বেষাভ্যাং বিযুক্তৈর্ব্বিরহিতৈঃ"ইন্দ্রিয়ৈঃ" শ্রোত্রাদিভিঃ"বিষয়ান্" শব্দাদীন্ অনিষিদ্ধান্ "চরন্" উপলভমানঃ "প্রসাদং" প্রসন্নতাং চিত্তস্য স্বচ্ছতাং পরমাত্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতাম্ "অধিগচ্ছতি"।২ রাগদ্বেষপ্রযুক্তানি ইন্দ্রিয়াণি দোষহেতুতাং প্রতিপদ্যন্তে। মনসি স্ববশে তু ন রাগদ্বেষৌ; তয়োরভাবে চ ন তদধীনেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ; অবর্জ্জনীয়তয়া তু বিষয়োপলম্ভো ন দোষমাবহতীতি ন শুদ্ধিব্যাঘাত ইতি ভাবঃ।৩ এতেন বিষয়াণাং স্মরণমপি চেদনর্থকারণং সুতরাং তর্হি ভোগঃ, তেন জীবনার্থং বিষয়ান্ ভুঞ্জানঃ কথমনর্থং ন প্রপদ্যেত ইতি শঙ্কা নিরস্তা। স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ান্ প্রাপ্নোতীতি চ "কিং ব্রজেত" ইতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি॥ ৪—৬৪॥

যে ব্যক্তি অসমাহিত চিত্ত সে বহিরিন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত করিলেও রাগদ্বেষরূপ দোষযুক্ত মনের দ্বারা বিষয় সকলের চিন্তা করিতে করিতে পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। **বিধেয়াত্মা তু**—কিন্তু যিনি বিধেয়াত্মা—**রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু** এখানে "**তু**" শব্দটী পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে ব্যতিরেক (ভিন্নতা) নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে—। সেই বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তি কিন্তু **আত্মবশ্যৈঃ** অর্থাৎ মনের অধীন অথবা স্বাধীন (নিজ বশবর্ত্তী), **রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ**—অনুরাগ ও দ্বেষ বিহীন **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা **বিষয়ান্**—অনিষিদ্ধ শব্দ আদি বিষয় সকল **চরন্**—উপলব্ধি করতঃ **প্রসাদং**—প্রসন্নতা অর্থাৎ চিত্তের পরমাত্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতারূপ স্বচ্ছতা **অধিগচ্ছতি**—লাভ করিয়া থাকেন।২ [**তাৎপর্য্য**—ইন্দ্রিয় সকল যদি সংযত মনের বশে থাকিয়া অনুকূল হয় এবং রাগদ্বেষশূন্য হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা অনিষিদ্ধ (শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হয় নাই তাদৃশ) বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও কোনরূপ দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, প্রত্যুত তাহারা পরমাত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা আনিয়া থাকে যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের প্রসন্নতাই যে চিত্তের স্বচ্ছতা আনিয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা সম্পাদন করে তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে; যথা—"তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমীশম্" অর্থাৎ সেই অক্রতু অর্থাৎ বিষয়ভোগসংকল্পরহিত আত্মাকে স্বাভিন্নভাবে যে সাক্ষাৎকার করে সে বীতশোক অর্থাৎ শোকাতিগ হইয়া থাকে; আর ইন্দ্রিয়রূপ ধাতু সকল প্রসন্ন হইলেই সেইরূপ যোগ্যতা হইয়া থাকে।২] ইন্দ্রিয় সকল রাগদ্বেষের দ্বারা প্রযুক্ত (চালিত) হইলে দোষহেতুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ দোষ আনয়ন করে। কিন্তু মন যদি নিজের বশে থাকে তাহা হইলে রাগ এবং দ্বেষ থাকিতে পারে না। আর সেই দুইটীর (রাগ এবং দ্বেষের) অভাব হইলে অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ যদি না থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি তাহাদের অধীন হইতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল রাগদ্বেষের অধীন হইয়া প্রবৃত্ত হয় না। তবে বিষয়োপলম্ভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ তাহা অবর্জ্জনীয় অর্থাৎ অপরিত্যাজ্য বলিয়া তাহা দোষের হেতু হয় না অথবা তাহাতে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে না, ইহাই ভাবার্থ।৩ ইহার দ্বারা—বিষয় সকলের স্মরণও যদি অনর্থের কারণ হয় তাহা হইলে তাহাদের উপভোগ ত আরও অধিক ভাবেই অনর্থের হেতু হইবে; সুতরাং তাহা হইলে, যে ব্যক্তি

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

প্রসাদে অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে হি প্রসন্নচেতসঃ আশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে অর্থাৎ, চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইলে সেই যতি ব্যক্তির সর্ব্ববিধ দুঃখের উচ্ছেদ হয়। কারণ যে ব্যক্তির চিত্ত স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহার বুদ্ধি অর্থাৎ অদ্বৈতবোধ শীঘ্র স্থিরতা লাভ করে। ৬৫॥

প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যুক্তং তত্র প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যুচ্যতে—চিত্তস্য "প্রসাদে" স্বচ্ছত্বরূপে সতি "সর্ব্বদুঃখানাম্" আধ্যাত্মিকাদীনামজ্ঞানবিলসিতানাং "হানি"র্ব্বিনাশোঽস্য যতে রুপজায়তে।২ হি যস্মাৎ "প্রসন্নচেতসো" যতেঃ "আশু" শীঘ্রমেব "বুদ্ধি" র্ব্রহ্মাত্মৈক্যাকারা "পর্য্যবতিষ্ঠতে" পরি সমন্তাদবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি বিপরীতভাবনাদি-প্রতিবন্ধাভাবাৎ।৩ ততশ্চ প্রসাদে সতি বুদ্ধিপর্য্যবস্থানং ততস্তদ্বিরোধ্যজ্ঞাননিবৃত্তিস্ততঃ তৎকার্য্যসকলদুঃখহানিরিতি ক্রমেঽপি প্রসাদে যত্নাধিক্যায় সর্ব্বদুঃখহানিকরত্বকথন-মিতি ন বিরোধঃ॥ ৪—৬৫।

জীবনধারণের নিমিত্তও বিষয়ভোগ করে সে যে অনর্থ প্রাপ্ত হইবে না তাহার হেতু কি?—এইরূপ আশঙ্কাও নিরস্ত হইল। স্বাধীন (আত্ম-বশবর্ত্তী) ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয় সকল গ্রহণ করেন, ইহাই হইল "কিরূপে বিষয় গ্রহণ করেন" এই প্রশ্নের উত্তর।৪—৬৪

ভাবপ্রকাশ—বিষয় লইয়া ব্যবহার করিলেই যে অনর্থ ঘটে তাহা নহে। বিষয়ের **সঙ্গই** হইতেছে সব অনর্থের মূল। রাগদ্বেষরহিত হইয়া, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, বিষয়রাজ্যে বিচরণ করিলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। রাগদ্বেষই চিত্তের কালুষ্য; রাগদ্বেষ শূন্য হইতে পারিলে চিত্তে এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা দেখা দেয়। বিষয় ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই;—বিষয়ের ধ্যান হইতে যে সঙ্গ জন্মে তাহাই বিশেষরূপে ত্যাজ্য।৬৪।

অনুবাদ—সংযতচিত্ত ব্যক্তি (চিত্তের) প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ইহা বলা হইয়াছে। চিত্তের সেই প্রসন্নতা হইলে কি হয় তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে—।১ **প্রসাদে** অর্থাৎ চিত্তের স্বচ্ছতারূপ প্রসাদ হইলে পর **সর্ব্বদুঃখানাম্**—অজ্ঞান বশতঃ প্রকাশমান আধ্যাত্মিকাদি সকল প্রকার দুঃখেরই **হানিঃ**—বিনাশ হইয়া থাকে।২ '**হি**'—যেহেতু **প্রসন্নচেতসঃ**—প্রসন্নচেতা যতি ব্যক্তির **আশু**=অর্থাৎ শীঘ্র **বুদ্ধিঃ** অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং আত্মা অভিন্ন এই প্রকার বুদ্ধি **পর্য্যবতিষ্ঠতে**=পর্য্যবস্থিত হয়—পরি অর্থ সকল দিক্ হইতে অবস্থিত অর্থাৎ স্থির হইয়া থাকে; কেন না তাঁহার বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক আর নাই।৩ সুতরাং প্রসন্নতা হইলে বুদ্ধির পর্য্যবস্থান অর্থাৎ স্থিরতা বা নিশ্চলতা, আর সেই পর্য্যবস্থান হইতে তাহার বিরোধী অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং তাহার পর সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ সকল প্রকার দুঃখের হানি (ক্ষয়) হইয়া যায়—এই প্রকার ক্রম থাকিলেও অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদের ঠিক অব্যবহিত পরেই দুঃখ হানি না হইলেও, প্রসাদের পরে সকল প্রকার দুঃখের ক্ষয় হয়, এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহার কারণ প্রসাদবিষয়ে অর্থাৎ চিত্তের যাহাতে প্রসন্নতা

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি ; অযুক্তস্য ভাবনা চ ন ; অভাবয়তঃ চ শান্তিঃ ন ; অশান্তস্য সুখং কুতঃ অর্থাৎ অযুক্তের বুদ্ধি নাই, ভাবনাও নাই, ভাবনা ব্যতিরেকে শান্তি নাই, শান্তি না থাকিলে সুখ কোথায় ? ৬৬॥

ইমমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন দ্রঢ়য়তি নাস্তি বুদ্ধিরিতি। "অযুক্তস্য" অজিতচিত্তস্য "বুদ্ধিঃ"আত্মবিষয়া শ্রবণমননাখ্যবেদান্তবিচারজন্যা "নাস্তি" নোৎপদ্যতে।১ তদ্বুদ্ধ্যভাবে "নচাযুক্তস্য ভাবনা" নিদিধ্যাসনাত্মিকা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহরূপা।২ সর্ব্বত্র নঞোঽস্তীত্যনেনান্বয়ঃ।৩ "নচাভাবয়ত" আত্মানং "শান্তিঃ" সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিরূপা

(স্বচ্ছতা) হয় সে বিষয়ে অধিক যত্ন করা উচিত, ইহা বলাই অভিপ্রেত। সুতরাং আর কোন বিরোধ হইতে পারিল না।৪—৬৫

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্ব শ্লোকে উল্লিখিত প্রসাদ বা প্রসন্নতা সাধকের পরম সম্পদ্। এই প্রসাদ-ভূমি লাভ হইলে সাধকের সব দুঃখের অবসান হয়। জাগতিক কোনও ব্যাপারই প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না; সুতরাং চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে আর দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রসন্নতাই বুদ্ধিস্থৈর্য্য সম্পন্ন করে। এই ভূমি একটি বিশেষ চিহ্নিত ভূমি।৬৫

অনুবাদ—এই অর্থটীকেই ব্যতিরেক মুখে দৃঢ় করিতেছেন অর্থাৎ যদি এইরূপ না হয় তাহা হইলে কি দোষ হয় তাহা দেখাইয়া উক্ত বিষয়টীরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন—। **অযুক্তস্য**—অযুক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তির চিত্ত জিত (সংযত) হয় নাই তাহার **বুদ্ধিঃ**—শ্রবণ এবং মনন নামক বেদান্ত বিচার হইতে যাহা উৎপন্ন হয় সেইরূপ আত্মবিষয়া বুদ্ধি, **নাস্তি**—নাই অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না।১ আর সেইরূপ বুদ্ধি না হইলে **ন চাযুক্তস্য ভাবনা**—অসংযতচিত্ত ব্যক্তির ভাবনা অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) দ্বারা অব্যবহিত (ব্যবধানবিহীন) যে সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ তাদৃশ নিদিধ্যাসনাত্মিকা ভাবনা হইতে পারে না। অর্থাৎ একমনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে ভগবচ্চিন্তা—যাহার মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও অন্য কোন চিন্তা আসে না তাহাকেই নিদিধ্যাসনাত্মিকা ভাবনা বলা হয়; অসংযতচিত্ত ব্যক্তির এই প্রকার ভাবনা হইতে পারে না।২ এই শ্লোকে সর্ব্বত্রই "নঞে্"র (ন অর্থাৎ না এই পদটীর) "অস্তি"="আছে" এই পদটীর সহিত অন্বয় (সম্বন্ধ) বুঝিতে হইবে।৩ **ন চ অভাবয়তঃ**—আর যে ব্যক্তি আত্মভাবনা করে না তাহার **শান্তিঃ**—বেদান্তবাক্য বিচার হইতে উৎপন্ন অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যের নিবৃত্তিস্বরূপ ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নতাসাক্ষাৎকাররূপ শান্তি হয় না। [অর্থাৎ কেবলমাত্র বেদান্তবাক্যের শ্রবণাদি হইতে যে চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাই অবিদ্যা এবং অবিদ্যার সকল কার্য্যকেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। আর সকার্য্য অবিদ্যার নিবৃত্তি ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য—অভিন্নতাবোধস্বরূপ ; অবিদ্যার নিবৃত্তি বলিতে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত সর্ব্ববিকল্পশূন্য শুদ্ধ আত্মস্বরূপই কথিত হয়। এইজন্য বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে কথিত আছে "নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপ-

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

হি চরতাং ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি অর্থাৎ অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-ব্যবহার কালে মন যদি অনুগামী হয় তবে জলমধ্যে নৌকাকে বায়ু যেমন নিমগ্ন করে, সেইরূপ মনও এই সাধকের বিবেকবুদ্ধি হরণ করিয়া থাকে।৬৭॥

বেদান্তবাক্যজন্যা ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকৃতিঃ।৪ "অশান্তস্য" আত্মসাক্ষাৎকারশূন্যস্য "কুতঃ সুখং" মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ॥৫—৬৬॥

অযুক্তস্য কুতো নাস্তি বুদ্ধিরিত্যত আহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। "চরতাং" স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানামবশীকৃতানা"মিন্দ্রিয়াণাং" মধ্যে যদেকমপীন্দ্রিয়মনু—লক্ষ্মীকৃত্য মনো বিধীয়তে প্রের্য্যতে প্রবর্ত্তত ইতি যাবৎ—কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ—তদিন্দ্রিয়মেকমপি মনসানুসৃতং "অস্য" সাধকস্য মনসো বা "প্রজ্ঞা"মাত্মবিষয়াং শাস্ত্রীয়াং "হরতি" অপনয়তি মনসস্তদ্বিষয়া-

লক্ষিতঃ"। আর ইহাই মুমুক্ষু ব্যক্তির শান্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে]।৪ **অশান্তস্য**—আশান্ত ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকারশূন্য তাহার **কুতঃ সুখম্**—মোক্ষানন্দরূপ সুখ কোথায়? সে ব্যক্তি মোক্ষানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়।৫—৬৬

ভাবপ্রকাশ—চিত্তপ্রসাদই বুদ্ধিকে যুক্ত করে; এই যোগ না হইলে আত্মস্বরূপে বুদ্ধি অবগাহন করিতে পারে না। বুদ্ধি স্থির না হইলে অর্থাৎ যুক্ত না হইলে, প্রকৃত ভাবনা বা গাঢ় অভিনিবেশরূপ ধ্যান জাগিতে পারে না। আর এই ধ্যানভূমি লাভ না হইলে শান্তি দেখা দেয় না। চিত্ত যতদিন এই ধ্যানের আস্বাদ না পায়, ততদিন বিক্ষেপের গভীর তলদেশে যে শান্তাবস্থা সর্ব্বদা বিরাজমানা তাহার কোনও সন্ধানই পায় না। এই শান্ত ভাবের, এই নিস্তরঙ্গ মহোদধির, অনুভূতি হইতে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়।৬৬।

অনুবাদ—অযুক্ত অর্থাৎ অসংযতচিত্ত ব্যক্তির (অদ্বৈতাত্ম) বুদ্ধি না থাকিবার হেতু কি তাহাই বলিতেছেন—**চরতাম্**—স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত অবশীকৃত (অনিয়ন্ত্রিত) **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে **যৎ অনু**—যদি একটীকেও লক্ষ্য করিয়া মন **বিধীয়তে**—প্রেরিত হয়, অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত হয়—**বিধীয়তে** এস্থলে কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যে লটের প্রয়োগ হইয়াছে—তাহা হইলে **তৎ** অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়, একটী হইলেও মনের দ্বারা অনুগত হওয়ায় **অস্য**—ইহার অর্থাৎ এই সাধকের কিংবা এই মনের **প্রজ্ঞাং**—প্রজ্ঞাকে অর্থাৎ আত্মবিষয়া শাস্ত্রীয় বুদ্ধিকে **হরতি**—হরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অপনীত (স্থানভ্রষ্ট) করিয়া দেয়, যে হেতু মন সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আবিষ্ট হইয়াছে।১ আর একটী ইন্দ্রিয়ই যখন প্রজ্ঞাকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয় তখন সকলগুলি যদি সমবেত হয় তাহা হইলে তাহারা যে মনকে স্থানভ্রষ্ট করিবে তাহা কি আর বলিতে হইবে?—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ইহার (**বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি** এই) যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা স্পষ্ট (সহজবোধ্য)।২ জলেতেই বায়ু নৌকাকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ, স্থলে নহে, ইহা সূচিত

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ অতএব হে মহাবাহো যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা স্থির হয়। ৬৮।

বিষ্টত্বাৎ।১ যদেকমপীন্দ্রিয়ং প্রজ্ঞাং হরতি তদা সর্ব্বাণি হরন্তীতি কিমুবক্তব্যং ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তস্তু স্পষ্টঃ।২ অম্ভস্যেব বায়োর্নৌকাহরণসামর্থ্যং নতু ভুবীতি সূচয়িতুমম্ভসীত্যুক্তম্। এবং দার্ষ্টান্তিকেঽপ্যম্ভঃস্থানীয়ে মনশ্চাঞ্চল্যে সত্যেব প্রজ্ঞাহরণসামর্থ্যমিন্দ্রিয়স্য নতু ভূস্থানীয়ে মনঃস্থৈর্য্য ইতি সূচিতম্ ॥৩—৬৭॥

হি যস্মাৎ এবং তস্মাদিতি—।সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি সমনস্কানি হে "মহাবাহো" ইতি সম্বোধয়ন্ সর্ব্বশত্রুনিবারণক্ষমত্বাদিন্দ্রিয়শত্রুনিবারণেঽপি ত্বং ক্ষমোঽসীতি সূচয়তি। স্পষ্টমন্যৎ।১ তস্যেতি সিদ্ধস্য সাধকস্য চ পরামর্শঃ। ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞং প্রতি লক্ষণত্বস্য মুমুক্ষুং প্রতি প্রজ্ঞাসাধনত্বস্য চোপসংহরণীয়ত্বাৎ ॥২—৬৮॥

করিবার জন্য "অম্ভসি" এই কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে জলস্থানীয় যে দার্ষ্টান্তিক (যাহার জন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, উপমেয়) মনশ্চাঞ্চল্য (মনের চঞ্চলতা) তাহা থাকিলেই ইন্দ্রিয়সকলের প্রজ্ঞাহরণে সামর্থ্য হয় কিন্তু স্থলস্বরূপ মনঃস্থৈর্য্য (চিত্তের স্থিরতা) থাকিলে ইন্দ্রিয়গণের সে সামর্থ্য থাকে না, ইহা সূচিত হইয়াছে।৩—৬৭

অনুবাদ—যে হেতু এই প্রকারে **সর্ব্বশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সমনস্ক অর্থাৎ মনকে লইয়াই বিষয় গ্রহণ করে তখন 'হে মহাবাহো'—এই প্রকারে সম্বোধিত করায় ইহাই সূচিত করিতেছেন যে, তুমি যখন সকল শত্রুকেই নিবারিত করিতে সমর্থ তখন তুমি ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকেও নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছ—। অন্যান্য অংশের অর্থ স্পষ্টই আছে।১ "**তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা**" এইস্থলে "**তস্য**" এই পদটী যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার দ্বারা সিদ্ধ ব্যক্তি এবং সাধক ব্যক্তি উভয়ের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ, ইন্দ্রিয়সংযম স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ এবং উহা স্থিতপ্রজ্ঞ সাধক মুমুক্ষুরও যে প্রজ্ঞাসাধন অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধির হেতু তাহার উপসংহার করিতে হইবে। অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উপসংহারে তাহারই নির্দ্দেশ করিতে হইবে; এই কারণে এখানে যখন ইন্দ্রিয়সংযমে তাহার উপসংহার করিতেছেন তখন বুঝিতে হইবে ইহা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ—যাঁহার ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সংযম আছে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। আবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে, অবশ্যই তাহার কোন প্রয়োজন আছে; অর সেই প্রয়োজনটী হইতেছে এই যে, অন্য সাধক মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রজ্ঞা অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ক বুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইলে এই ইন্দ্রিয়সংযমই সে বিষয়ে তাঁহার সাধন বা উপকারক হইয়া থাকে।২—৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

সর্ব্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি; যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি পশ্যতঃ মুনেঃ সা নিশা অর্থাৎ, ভূতগণের পক্ষে যাহা রাত্রি, সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন, ভূতগণ যাহাতে জাগ্রত থাকে আত্মদর্শীর পক্ষে তাহা রাত্রি। ৬৯॥

তদেবং মুমুক্ষুণা প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যায় প্রযত্নপূর্ব্বকমিন্দ্রিয়সংযমঃ কর্ত্তব্য ইত্যুক্তম্। স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃসিদ্ধএব সর্বেবন্দ্রিয়সংযম ইত্যাহ যা নিশেতি—।১ যা" বেদান্তবাক্যজনিতসাক্ষৎকাররূপাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রজ্ঞা "সর্ব্বভূতানাম্"অজ্ঞানাং নিশেব নিশা তান্ প্রত্যপ্রকাশরূপত্বাৎ।২ "তস্যাং" ব্রহ্মবিদ্যালক্ষণায়াং সর্ব্বভূতনিশায়াং "জাগর্ত্তি" অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ।২ প্রবুদ্ধঃ সন্ সাবধানো বর্ত্ততে "সংযমী" ইন্দ্রিয়সংযমবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ।৩ যস্যাস্বদ্বৈতদর্শনলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রসুপ্তান্যেব "ভূতানি জাগ্রতি" স্বপ্নবৎ ব্যবহরন্তি "সা নিশা" ন

ভাবপ্রকাশ—মনই বন্ধন ও মোক্ষের প্রকৃত কারণ, ইন্দ্রিয়ের কোনও অপরাধ নাই। মন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলেই অনর্থ ঘটায়। ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া মনকে ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইতে না দিলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা কিছুই থাকে না।৬৭—৬৮

অনুবাদ—অতএব এইপ্রকারে বলা হইল যে মমুক্ষু ব্যক্তির প্রজ্ঞার স্থিরতার জন্য অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হয় সেইরূপ করিবার নিমিত্ত যত্নের সহিত ইন্দ্রিয়সংযম করা আবশ্যক। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সর্বেবন্দ্রিয়সংযম স্বভাবসিদ্ধ; তাহাই বলিতেছেন—**যা**—যাহা অর্থাৎ বেদান্ত বাক্য হইতে উৎপন্ন (আত্ম) সাক্ষাৎকাররূপ "আমি ব্রহ্ম হইতেছি" এই প্রকার যে প্রজ্ঞা তাহা **সর্ব্বভূতানাম্**—সমস্ত অজ্ঞ প্রাণিগণের নিকটে **নিশা**—নিশার ন্যায় বলিয়া নিশা, কারণ তাহা তাহাদিগের নিকট অপ্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ তাদৃশী প্রজ্ঞা কোন প্রাণীর নিকটেই প্রকাশমানা হয় না—সকলেই সে সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন ;যেমন অন্ধকারময়ী নিশা অপ্রকাশমানা হইয়া থাকে কেহ তাহাতে কিছুই দেখিতে পায় না ইহাও সেইরূপ—।২ **তস্যাং**—সেই যে ব্রহ্মবিদ্যারূপ সমস্ত অজ্ঞ জীবগণের নিশা তাহাতে **জাগর্ত্তি**—জাগরিত থাকেন অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইয়া সাবধান থাকেন; **সংযমী** অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়সংযমবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি (তিনিই সেই নিশায় অবহিত থাকেন), ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ পক্ষান্তরে **যস্যাং**—দ্বৈতদর্শনরূপ যে অবস্থায় অবিদ্যানিদ্রাপ্রসুপ্ত হইয়াই জীবগণ (অবিদ্যামোহিত জীবগণ) **জাগ্রতি**—জাগরিত থাকে অর্থাৎ স্বপ্নের ন্যায় ব্যবহার করে অর্থাৎ স্বপ্নকালে যেমন জীবগণ নিদ্রিত থাকিলেও অবিদ্যাবিলাসে জাগ্রৎদশার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে সেইরূপ জীবগণ মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়াও দ্বৈতদর্শনরূপ স্বপরবিভাগজ্ঞান কল্পনা করিয়া সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; এই অবস্থার বিচিত্রতা এই যে ভেদবুদ্ধিরূপ অবিদ্যানিদ্রায় নিদ্রিত হইলেও জীবগণ যেন জাগরিতই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; জীবগণের অবিদ্যাকল্পিত এতাদৃশ যে মিথ্যা জাগ্রদ্ভাব **সা নিশা**—তাহা নিশার স্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ পায় না—; (কাহার নিকট

প্রকাশতে আত্মতত্ত্বং "পশ্যতো"ঽপরোক্ষতয়া "মুনেঃ" স্থিতপ্রজ্ঞস্য।৪ যাবদ্ধি ন প্রবুধ্যতে তাবদেব স্বপ্নদর্শনং, বোধপর্য্যন্তত্বাদ্ভ্রমস্য। তত্ত্বজ্ঞানকালে তু ন ভ্রমনিমিত্তঃ কশ্চিদ্ব্যবহারঃ।৫ তদুক্তং বার্ত্তিককারৈঃ—"কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিস্তথা॥ (সঃ বার্ত্তিক ১৬৬) কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনোঃ। যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ॥"(১।৪।৩১৩)—ইতি।৫ তথাচ যস্য বিপরীতদর্শনং তস্য ন বস্তুদর্শনং বিপরীত দর্শনস্য বস্তুদর্শনজন্যত্বাৎ; যস্য চ বস্তুদর্শনং তস্য ন বিপরীতদর্শনং বিপরীতদর্শনকারণস্য বস্তুদর্শনস্য বস্তুদর্শনেন বাধিতত্বাৎ।৭ তথাচ শ্রুতিঃ "যত্রবা অন্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ

তাহা প্রকাশমান নহে?—) **পশ্যতঃ মুনেঃ**—যিনি আত্মতত্ত্বকে অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির নিকট। (অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বশতঃ সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধির বিলয় হওয়ায় মূঢ় জীবগণের যে অবিদ্যাকল্পিত ব্যাবহারিকতা তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ পায় না; এই জন্য তাহা তাঁহার নিকটে অপ্রকাশমানা তমোময়ী নিশার ন্যায়)।৪ স্বপ্নদর্শন ততক্ষণই হইয়া থাকে যতক্ষণ না জীব জাগরিত হয়; কারণ ভ্রমের সীমা হইতেছে বোধ (বস্তুর স্বরূপদর্শন) অর্থাৎ বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই, যে পর্য্যন্ত না বস্তুর স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান হয় তাবৎকালই ভ্রম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় তখন আর ভ্রমজন্য কোনরূপ ব্যবহার হইতে পারে না।৫ বার্ত্তিককার তাহাই বলিয়াছেন যথা, "কারক ব্যবহার বশতঃ অর্থাৎ ভ্রম জন্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিব্যবহার নিবন্ধন শুদ্ধবস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ আত্মদর্শন কিংবা আত্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে না। আর শুদ্ধবস্তু দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইলে কারকব্যাপার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিরূপ ভ্রম জন্য ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সংসার অজ্ঞ এবং আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কাক এবং উলূকের (পেচকের) নিশার ন্যায় অর্থাৎ যেমন কাক যখন দিবাভাগে আলোকে দেখিতে পায় পেচক তখন দেখিতে পায় না আবার পেচক যখন রাত্রিভাগে অন্ধকারে দেখিতে পায় কাক তখন দেখিতে পায় না আত্মজ্ঞ এবং অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহারও সেইরূপে ভগবান্ স্বয়ং ইহা, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের নিশা ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিয়া গিয়াছেন।৬ (বার্ত্তিককারের উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থ এইরূপ—যথা—) যাহার বিপরীত দর্শন হইয়াছে তাহার আত্মবস্তুর (স্বরূপ) দর্শন হইতে পারে না, কেন না বিপরীত দর্শন বস্তুর অদর্শন (অসম্যক্ দর্শন) জনিতই হইয়া থাকে। আবার যাহার আত্মবস্তুর স্বরূপদর্শন হইয়াছে তাহার বিপরীত দর্শন হয় না, কারণ বস্তুর যে অদর্শন তাহা বস্তুর দর্শনের দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে।৭ "যে অবস্থায় অন্যের ন্যায় হয় অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ ভেদব্যবহার হয় পরমার্থতঃ কিন্তু ভেদ নাই, তখন অন্য ব্যক্তি অন্য বস্তু দর্শন করে অর্থাৎ তখন ইহা আমা হইতে ভিন্ন, উহা আমা হইতে ভিন্ন ইত্যাদিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু যে অবস্থায় সমস্তই এই জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মস্বরূপেই পর্য্যবসিত হয় তখন আর কে কাহাকে দেখিবে অর্থাৎ সে অবস্থায় দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, নিজ এবং পর এই প্রকার ভেদ ব্যবহারই সম্ভব হয় না—" এই শ্রুতিও বিদ্যা এবং অবিদ্যার ব্যবস্থা (নিয়ম) বলিতেছেন) অর্থাৎ বিদ্বদবস্থায় জ্ঞানোদয় হইলে কিরূপ ব্যবহার হয় এবং অবিদ্বদবস্থায় অজ্ঞান

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

যদ্বৎ আপঃ আপূর্য্যমাণং অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি সঃ শান্তিম্ আপ্নোতি; কামকামী ন অর্থাৎ, নদনদী যেমন অবিকৃতভাবে অবস্থিত সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমস্ত কামনা যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে (অথচ যিনি নির্ব্বিকার থাকেন) তিনিই শান্তির অধিকারী; কামনাপরবশ ব্যক্তি কখনও শান্তি পাইতে পারে না।৭০।

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি (বৃহদাঃ উঃ ৪।৩।৩১)। বিদ্যাবিদ্যয়োর্ব্যবস্থামাহ যথা কাকস্য রাত্র্যন্ধস্য দিনমুলূকস্য দিবান্ধস্য নিশা রাত্রৌ পশ্যতশ্চোলূকস্য যদ্দিনং রাত্রিরেব সা কাকস্য ইতি মহদাশ্চর্য্যমেতৎ।৮ অতস্তত্ত্বদর্শিনঃ কথমাবিদ্যকক্রিয়াকারকাদিব্যবহারঃ স্যাদিতি স্বতঃ সিদ্ধ এব তস্যেন্দ্রিয়সংযম ইত্যর্থঃ ॥৯—৬৯॥

এতাদৃশস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য সর্ব্ববিক্ষেপশান্তিরপ্যর্থসিদ্ধেতি সদৃষ্টান্তমাহ আপূর্য্যমাণমিতি—।১ সর্ব্বাভির্নদীভি"রাপূর্য্যমাণং" সন্তং বৃষ্ট্যাদিপ্রভবা অপি সর্ব্বা"আপঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি"।২ কীদৃশং "অচলপ্রতিষ্ঠং" অনতিক্রান্তমর্য্যাদং, অচলানাং মৈনাকাদীনাংপ্রতিষ্ঠা

কালে কিপ্রকার ব্যবহার হয় এবং তাহার কারণই বা কি তাহা বলিয়া দিতেছেন। (এক আত্মা ছাড়া যখন আর অন্য কিছু থাকিতে পারে না তখন তত্ত্বজ্ঞাবস্থায় ভেদ দর্শন হইতেই পারে না। অন্যাবস্থায় যে ভেদদর্শন তাহা অবিদ্যার বিজৃম্ভণ মাত্র।) ইহার উদাহরণ যেমন, রাত্র্যন্ধ (রাতকাণা) কাকের যাহা দিন তাহা দিবান্ধ পেচকের নিশা; আবার রাত্রিতে যে দেখিতে পায় সেই পেচকের যাহা দিন তাহা কাকের নিকট রাত্রিই হইয়া থাকে—ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্যজনক।৮ সুতরাং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির কি প্রকারে অবিদ্যাকল্পিত ক্রিয়াকারকাদি ব্যবহার হইতে পারে? এই কারণে তাঁহার ইন্দ্রিয়সংযম স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৯—৬৯

ভাবপ্রকাশ—ইন্দ্রিয়সংযম সাধনার মূল ভিত্তি; সংযমী ব্যক্তি এক নূতন রাজ্যের সন্ধান পান। সাধারণ অসংযত ভূতগণের পক্ষে যে রাজ্য একেবারে অন্ধকারাবৃত, সংযমী ব্যক্তি সেই রাজ্যে বিচরণ করেন। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে যে উপরের ভূমির কথা বলা হইয়াছে, সংযমী না হইলে সে রাজ্যের ধারণাও করিতে পারা যায় না। সংযমীর পক্ষে যাহা নিত্য দিবালোকের ন্যায় সুপ্রকাশিত অসংযমীর নিকট তাহা তমসাবৃত রজনীর ন্যায় একেবারেই লুক্কায়িত থাকে।৬৯

অনুবাদ—এই প্রকার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সকল প্রকার বিক্ষেপের অর্থাৎ সাংসারিক শোক-দুঃখাদিরূপ চাঞ্চল্যের শান্তি (নিবৃত্তি) যে অর্থতঃসিদ্ধ অর্থাৎ স্বতঃই হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—।১ যে সমুদ্র সমস্ত নদীর দ্বারা **আপূর্য্যমাণম্**—আপূর্য্যমাণ (পূর্ণ) হইতে থাকে বৃষ্টি আদি হইতে উৎপন্ন জলও সেই সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে—।২ সেই সমুদ্র কিরূপ? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন)—**অচলপ্রতিষ্ঠম্**—তাহা অচলপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ তাহা নিজ মর্য্যাদা (সীমা) অতিক্রম করে না। অথবা অচলপ্রতিষ্ঠ অর্থ যে সমুদ্রে মৈনাক প্রভৃতি অচল (পর্ব্বত) সকলের প্রতিষ্ঠা

যস্মিন্নতি বা গাম্ভীর্য্যাতিশয় উক্তঃ—।৩ "যদ্বৎ" যেন প্রকারেণ নির্ব্বিকারত্বেন "তদ্বৎ" তেনৈব নির্ব্বিকারপ্রকারেণ "যং" স্থিতপ্রজ্ঞং নির্ব্বিকারমেব সন্তং "কামাঃ" অজ্ঞৈর্লোকৈঃ কাম্যমানাঃ শব্দাদ্যা সর্ব্বে বিষয়া অবর্জ্জনীয়তয়া প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ "প্রবিশন্তি" ন তু বিকর্ত্তুং শক্নুবন্তি "স" মহাসমুদ্রস্থানীয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ "শান্তিং" সর্ব্বলৌকিকালৌকিককর্ম্ম-বিক্ষেপনিবৃত্তিং বাধিতানুবৃত্ত্যাঽবিদ্যাকার্য্যনিবৃত্তিঞ্চ "আপ্নোতি" জ্ঞানবলেন—।৪ ন "কাম-কামী" কামান্ বিষয়ান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামীঅজ্ঞঃ শান্তিং ব্যাখ্যাতাং নাপ্নোতি, অপি তু সর্ব্বদা লৌকিকালৌকিককর্ম্মবিক্ষেপেণ মহতি ক্লেশার্ণবে মগ্নো ভবতীতি

(অবস্থিতি) আছে—। ইহার দ্বারা সমুদ্রের অতিশয় গাম্ভীর্য্য (অগাধতা)কথিত হইল ।৩ **যদ্বৎ** যেমন অর্থাৎ সমুদ্র যেরূপ সেই নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত **তদ্বৎ**—সেইরূপ নির্ব্বিকারত্বপ্রকার অর্থাৎ নির্ব্বিকারতাবিশিষ্ট,—**যম্**—যিনি সেইপ্রকার নির্ব্বিকার ভাবেই অবস্থিত থাকেন তাদৃশ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে **কামাঃ** অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণের বাঞ্ছনীয় শব্দাদি বিষয়সকল প্রারব্ধকর্ম্মের বশে অবর্জ্জনীয়তা হেতু (অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে) **প্রবিশন্তি**—প্রবেশ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐগুলি তাঁহার চিত্তকে বিকৃত করিতে সমর্থ হয় না, **সঃ**—তিনি অর্থাৎ মহাসমুদ্রস্থানীয় সেই স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি **শান্তিম্**—লৌকিক এবং অলৌকিক সকল প্রকার কর্ম্মের নিবৃত্তি এবং বাধিতানুবৃত্ত অবিদ্যাকার্য্যের নিবৃত্তি অর্থাৎ অবিদ্যা বাধিত হইলেও কৃতকার্য্য কুম্ভকার চক্রের অনর্থক ভ্রমণক্রিয়ার ন্যায় তাঁহার কার্য্যের যে অনুবৃত্তি অর্থাৎ কিছুকালের জন্য ফলভোগ হইতে থাকে তাহারও নিবৃত্তি **আপ্নোতি**—জ্ঞানবলে লাভ করিয়া থাকেন।৪ [**তাৎপর্য্য :**—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়গ্রহণ করিতে পারেন না, কেন না তাঁহার অবিদ্যা বাধিত হওয়ায় কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমানও নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলেও রজ্জু দগ্ধ হইলেও যেমন দগ্ধরজ্জুভস্ম রজ্জুর আকারে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে কিংবা কুম্ভকারের চক্র ঘটাদি দ্রব্য প্রস্তুত হইবার জন্য ঘুরান হইলে সেই ঘটাদি প্রস্তুত হইয়া গেলেও যেমন তাহা ক্ষণকাল অনর্থক ঘুরিতে থাকে ; সেইরূপ তাঁহার অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেও কিয়ৎকাল অবিদ্যার কার্য্য বিদ্যমান থাকে, আর তাহারই বলে শব্দাদি বিষয় সকল অপ্রত্যাখ্যেয়রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। সেইগুলিকে এড়াইতে না পারিলেও, সেগুলি তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিলেও বহুনদীর দ্বারা আপূর্য্যমাণ এবং মহাবৃষ্টির দ্বারাও পূর্য্যমাণ মহাসমুদ্র যেমন ক্ষুভিত হয় না, কিন্তু অচল অক্ষুব্ধ থাকে, সেইরূপ তাঁহারও চিত্ত অবিচলিতই থাকে। সেই সেই বিষয়সংস্পর্শে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তাঁহার চিত্ত কোনরূপে সংস্পৃষ্ট হয় না। অবশেষে তাঁহার সেই বাধিত অবিদ্যার সংস্কার নাশ হইলে প্রারব্ধকার্য্যের নাশ হইয়া থাকে। তখন সমস্ত কর্ম্মের এবং সকার্য্য অবিদ্যার আত্যন্তিক উপরম হইয়া থাকে ; ইহাই তাঁহার পরমা শান্তি বলিয়া কথিত হয়।] **ন কামকামী**—পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কামকামী অর্থাৎ কাম্য বিষয় সকলের কামনা করা যাহার স্বভাব সেই কামকামী অজ্ঞ ব্যক্তি **শান্তিং**—যাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইল সেই শান্তি পাইতে পারেন না। কিন্তু সে লৌকিক এবং অলৌকিক কর্ম্মের বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্যবশতঃ মহান্ ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাই এস্থলে শ্লোকোক্ত বাক্যের

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান বিহায় নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, নিস্পৃহঃ চরতি স শান্তিং অধিগচ্ছতি অর্থাৎ যিনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতা, অহংভাব এবং স্পৃহা শূন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভ করেন। ৭১॥

বাক্যার্থঃ।৫ এতেন জ্ঞানিন এব ফলভূতো বিদ্বৎসন্ন্যাসস্তস্যৈব সর্ব্ববিক্ষেপনিবৃত্তিরূপ-জীবন্মুক্তিঃ দৈবাধীনবিষয়ভোগেঽপি নির্ব্বিকারতেত্যাদিকমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥৬—৭০॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রাপ্তানপি "সর্ব্বান্" বাহ্যান্ গৃহক্ষেত্রাদীন্ আন্তরান্মনোরাজ্য-রূপান্ বাসনামাত্ররূপাংশ্চ পথি গচ্ছতস্তৃণস্পর্শতুল্যান্ "কামান্" ত্রিবিধান্ বিহায় উপেক্ষ্য শরীরজীবনমাত্রেঽপি "নিস্পৃহঃ" সন্, যতো "নিরহঙ্কারঃ" শরীরেন্দ্রিয়াদাবয়মহমিত্যভিমান-শূন্যঃ বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইতি বা, অতো "নির্ম্মমঃ" শরীরযাত্রামাত্রার্থেঽপি

অভিপ্রেত অর্থ।৫ ইহার দ্বারা ইহাই উক্ত হইল বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরই (জ্ঞানের) ফলস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস হইয়া থাকে, এবং তাঁহারই সকলপ্রকার বিক্ষেপের অর্থাৎ অবিদ্যার ক্রিয়ান্তর-জননশক্তির নিবৃত্তিস্বরূপ জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে; আর দৈবাধীনতা হেতু অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মরূপ অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার বিষয়ভোগ হইতে থাকিলেও তাঁহারই নির্ব্বিকারতা সম্ভব; অর্থাৎ বিষয়ভোগেও নির্ব্বিকারতা কেবল ঈদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরই হওয়া সম্ভব অন্যের নহে।৬—৭০

ভাবপ্রকাশ—কামনানিচয় যাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, যাহাকে কামনা বিচলিত করিতে পারে না, বাসনা যাঁহার মধ্যে কোনও বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে না, যিনি আপ্তকাম বলিয়া সর্ব্ববিধ কামনার উপরে অবস্থিত, তিনিই শান্তির অধিকারী। সত্যই শুধু সংযম বলে বাসনা ত্যাগ করিলেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। সংযম প্রথম সাধন হইলেও, ইহাই সাধনার শেষ কথা নহে। আপ্তকাম বা পরিপূর্ণকাম হইলে বাসনা আর বিচলিত করিতে পারে না, বাসনার পিছনে আর ছুটিতে হয় না। সমস্ত বাসনা নিজেকে অন্তরেই পরিপূর্ণ দেখিতে পাইয়া বিলীন হইয়া যায়—ইহাই মুক্তির ভূমি—ইহাই অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন।৭০

অনুবাদ—এইরূপই যখন তত্ত্ব অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরই যখন বিষয়সংস্পর্শশূন্যতা হইয়া থাকে এবং কামনাশূন্যতাই যখন এইরূপ অবস্থার মূল তখন, গৃহ, ক্ষেত্র (কলত্র) প্রভৃতি বাহ্য বিষয়সকল এবং মনোরাজ্যরূপ বাসনামাত্রস্বরূপ (কেবলমাত্র বাসনাত্মক মনঃকল্পিত) আভ্যন্তরীণ বিষয় সকলকে, পথে তৃণস্পর্শের ন্যায় অর্থাৎ পথে যাইতে যাইতে তৃণরাজি স্পৃষ্ট হইলেও তাহা তুচ্ছ এবং নিষ্প্রয়োজন বিধায় যেমন উপেক্ষণীয় হয় সেইরূপভাবে **কামান্**—ত্রিবিধ কামনাকেই **বিহায়**—পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহা দিগকে উপেক্ষা করিয়া **নিস্পৃহঃ**—এমন কি শরীর এবং জীবনেও স্পৃহাশূন্য হইয়া—ইহার (এইরূপ নিস্পৃহ-তার) হেতু এই যে তিনি **নিরহংকারঃ**—শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিতেও—'আমি ইহা' এইপ্রকার অভিমান-

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ; এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি; অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋচ্ছতি অর্থাৎ, হে পার্থ। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি, ইহাকে পাইলে আর মোহ থাকে না, জীবনের শেষ সময়েও ইহাতে স্থিত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। ৭২॥

প্রারব্ধকর্ম্মাক্ষিপ্তে কৌপীনাচ্ছাদনাদৌ মমেদমিত্যভিমানবর্জ্জিতঃ সন্ "যঃ পুমান্ চরতি" প্রারব্ধকর্ম্মবশেন ভোগান্ ভুঙ্্ক্তে যাদৃচ্ছিকতয়া যত্র ক্বাপি গচ্ছতীতি বা "স" এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ "শান্তিং" সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তি "মধিগচ্ছতি" জ্ঞানবলেন প্রাপ্নোতি তদেতদীদৃশং ব্রজনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরং পরিসমাপ্তং ॥ ৭১ ॥

তদেবং চতুর্ণাং প্রশ্নানামুত্তরব্যাজেন সর্ব্বাণি স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি মুমুক্ষুকর্ত্তব্যতয়া কথিতানি। সম্প্রতি কর্ম্মযোগফলভূতাং সাঙ্খ্যনিষ্ঠাং ফলেন স্তুবন্নুপসংহরতি এষেতি—।১ "এষা" স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণব্যাজেন কথিতা "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধি"রিতি চ প্রাগুক্তা

শূন্য অথবা নিরহঙ্কার অর্থ বিদ্যাবান্ হওয়ায় অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আত্মসম্ভাবনাবিহীন হইয়া অর্থাৎ আমি জ্ঞানী তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি হইতেছি এই প্রকার অভিমানবিহীন—এই সমস্ত কারণে **নির্ম্মমঃ**=প্রারব্ধকর্ম্মবশে আক্ষিপ্ত (আনীত) এবং কেবলমাত্র শরীরযাত্রার জন্য যাহার প্রয়োজন এতাদৃশ কৌপীনরূপ আচ্ছাদন আদিতেও 'ইহা আমার' এইরূপ অভিমানশূন্য হইয়া, **যঃ পুমান্**—যে ব্যক্তি **চরতি**—বিচরণ করেন অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মবশে বিষয়ভোগ করেন কিংবা যাদৃচ্ছিকভাবে (বিনা উদ্দেশ্যে) যে কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন—**সঃ**—এইপ্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি **শান্তিং**= —সংসাররূপ নিখিল দুঃখের উপরম(নিবৃত্তি)স্বরূপ অবিদ্যার এবং অবিদ্যার কার্য্যের নিবৃত্তি **অধিগচ্ছতি**—জ্ঞানবলে লাভ করিয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ব্রজন অর্থাৎ বিষয়গ্রহণ ঈদৃশ— এইভাবেই হইয়া থাকে—এইরূপে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর পরিসমাপ্ত হইল। ৭১

ভাবপ্রকাশ—হস্তপদাদির চলনরূপ ক্রিয়া বা কর্ম্ম দোষাবহ নহে। এই কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না, এই কর্ম্ম ত্যাগ করিবার উপদেশও শ্রীভগবান্ দেন নাই। কামনাই বন্ধনের হেতু। এই কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই শান্তিলাভ করা যায়।৭১

অনুবাদ—এইরূপে চারিটী প্রশ্নের উত্তরের প্রসঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইল তাহা যে মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য (অনুষ্ঠেয়) তাহা কথিত হইল। এক্ষণে কর্ম্মযোগের ফলস্বরূপ যে সাংখ্যনিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানপরায়ণতা, তাহার ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রশংসা করিয়া তাহার উপসংহার করিতেছেন—।১ **এষা**—ইহা অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইল এবং পূর্ব্বেও **এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ**—"তোমায় এই সাংখ্যবিষয়ে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে)

"স্থিতি" নিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকপরমাত্মজ্ঞানলক্ষণা "ব্রাহ্মী" ব্রহ্মবিষয়া হে পার্থ "এনাং" স্থিতিং "প্রাপ্য" যঃ কশ্চিদপি পুনর্ন "বিমুহ্যতি"—ন হি জ্ঞানবাধিতস্য অজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবোঽস্তি, অনাদিত্বেনোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।২ "অস্যাং" স্থিতৌ অন্তকালেঽপি অন্ত্যেঽপি বয়সি "স্থিত্বা" "ব্রহ্মনির্ব্বাণং" ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং নির্বৃতিং ব্রহ্মরূপং নির্ব্বাণমিতি বা, "ঋচ্ছতি" গচ্ছত্যভেদেন। কিমু বক্তব্যং যো ব্রহ্মচর্য্যাদেব

বুদ্ধির কথা বলা হইল" ইত্যাদি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই **স্থিতিঃ**—নিষ্ঠা অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাসপূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞানরূপ যে নিষ্ঠা অর্থাৎ জন্মান্তরানুষ্ঠিত সাধনের পরিপক্কতাবশতঃ জন্মাবধিই যাঁহার কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে বলিয়া কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলাভিলাষ ত্যাগ করায় বেদান্তবাক্যশ্রবণাদি হইতে যে আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে সেই আত্মজ্ঞানরূপ যে স্থিতি তাহা **ব্রাহ্মী**—ব্রহ্মবিষয়া অর্থাৎ ইহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে পার্থ! **এনাং**—এই স্থিতি **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ যে কোনও ব্যক্তি যদি এই স্থিতি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সে আর **ন বিমুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত হয় না। যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইলে তাহার আর পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ তাহা অনাদি বস্তু, এই জন্য তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে।২ [**তাৎপর্য্য**—তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে অজ্ঞান না হয় বাধিত হইল; কিন্তু সেইরূপ অজ্ঞান ত আবার আসিতে পারে; তাহার জন্য আবার তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক হইবে। এইরূপে যতবারই তত্ত্বজ্ঞান হউক না কেন প্রত্যেক বারেই ত অজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা হইলে আর কস্মিন্ কালেও মোক্ষের আশা থাকে না; সুতরাং মোক্ষচেষ্টা বিফল হইয়া পড়ে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, অজ্ঞান অনাদি ভাব পদার্থ; যাহা অনাদি ভাব পদার্থ তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। এইজন্য শ্রুতি অবিদ্যাকে "অজা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনাদি বস্তুর যে নাশ হয় না তাহা নহে, যেহেতু নাশক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হইলেই নাশ হইবে—নাশকসংসর্গ না থাকিলে নাশ হইবে না, ইহাই নিয়ম। নাশকসংসর্গে অনাদি বস্তুরও নাশ হয়, যেমন ঘট উৎপন্ন হইলে ঘটপ্রাগভাব চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর উৎপত্তি হইতে পারে না, যে হেতু তাহা অনাদি। সেইরূপ অজ্ঞান একবার নষ্ট হইলে পুনরায় আর জন্মিতে পারে না। ইহার আরও কারণ এই যে—"**তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবো ধিয়াম্**"—তত্ত্বপক্ষপাতিতা অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ করাই ধীবৃত্তির স্বভাব; বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে একবার যাহা স্বরূপতঃ গৃহীত হয় তদ্বিষয়েই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কারণে পরমাত্মতত্ত্ব একবার গৃহীত হইলে বুদ্ধিবৃত্তি আর তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না। সুতরাং অবিদ্যার বিরোধী তত্ত্বজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকায় আর অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে না।] **অস্যাং**—এই স্থিতিতে **অন্ত্যকালে অপি**—শেষ বয়সেও **স্থিত্বা**—থাকিয়া অর্থাৎ শেষ বয়সেও যদি কাহারও ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ এই স্থিতি উৎপন্ন হয় তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি **ব্রহ্ম নির্ব্বাণং**—ব্রহ্মে নির্ব্বাণ অর্থাৎ নির্বৃতি (অভেদপ্রাপ্তি) অথবা ব্রহ্মস্বরূপ যে নির্ব্বাণ তাহা **ঋচ্ছতি**=লাভ করিয়া থাকে—নিজ হইতে অভিন্নরূপে ব্রহ্মলাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন এই ব্রাহ্মী স্থিতিতে

সন্ন্যস্য যাবজ্জীবমস্যাং ব্রাহ্ম্যাং স্থিতাববতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীত্যপি-শব্দার্থঃ।৩—৭২॥

জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলং।
তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-বিশ্বেশ্বর-সরস্বতী-শ্রীপাদ-শিষ্য
শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকায়াং
সর্ব্বগীতার্থসূত্রণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অবস্থান করেন তিনি যে অবশ্যই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন ইহা কি আর বলিতে হইবে? এস্থলে **অপি** শব্দের দ্বারা এইরূপ অর্থই কথিত হইয়াছে।৩—৭২

এই অধ্যায়ে জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম এবং তাহার ফল সত্ত্বশুদ্ধি ও সত্ত্বশুদ্ধির ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠাই অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নহে তাহা কথিত হইয়াছে।

ভাবপ্রকাশ—উপরোক্ত আপ্তকাম বা অচলপ্রতিষ্ঠ অবস্থা লাভ মাত্রেই জীব কৃতকৃত্য হন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ধন্য হইয়া যান। একবার এই ভূমি লাভ হইলে আর পতনের সম্ভাবনা নাই। ইহার প্রাপ্তি মাত্রেই পুরুষার্থের অবসান হয়।৭২

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিশ্বেশ্বর সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক
বিরচিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ দীপিকা নামক টীকায় গীতার সমস্ত অর্থের
সূত্রণ (সূচনা) নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ—জনার্দ্দন! চেৎ কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা তৎ কেশব! কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি অর্থাৎ, অর্জ্জুন বলিলেন হে জনার্দ্দন! আত্মতত্ত্বজ্ঞান নিষ্কামকর্ম্ম অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত ইহাই যদি তোমার অভিমত হয়, হে কেশব! তবে কেন আমায় তুমি ঘোর কর্ম্মে প্রেরিত করিতেছ? ॥১॥

এবং তাবৎ প্রথমেনাধ্যায়েনোপোদ্ঘাতিতো দ্বিতীয়েনাধ্যায়েন কৃৎস্নঃ শাস্ত্রার্থঃ সূত্রিতঃ।১ তথাহি আদৌ নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা ততোঽন্তঃকরণশুদ্ধিঃ ততঃ শমদমাদিসাধন-পুরঃসরঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ ততো বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা ততস্তত্ত্ব-জ্ঞাননিষ্ঠা তস্যাঃ ফলঞ্চ ত্রিগুণাত্মিকাঽবিদ্যানিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগ-পর্য্যন্তং তদন্তে চ বিদেহমুক্তিঃ।২ জীবন্মুক্তিদশায়াঞ্চ পরমপুরুষার্থালম্বনেন পরবৈরাগ্য-প্রাপ্তিঃ দৈবসম্পাদাখ্যা চ শুভবাসনা তদুপকারিণ্যাদেয়া আসুরসম্পদাখ্যা ত্বশুভ-বাসনা তদ্বিরোধিনী হেয়া।৩ দৈবসম্পদোঽসাধারণং কারণং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, আসুরসম্প-

এই প্রকারে প্রথম অধ্যায়ে যে শাস্ত্রার্থের অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপোদ্ঘাত অর্থাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমস্ত শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রিত অর্থাৎ সূচিত হইয়াছে।১। সেই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়টী এইরূপ যথা,—প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা; তদনন্তর অন্তঃকরণশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি; তাহার পর শম, দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস (অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠার ফলে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলবিরাগ ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধন সম্পত্তিগুলি প্রকাশ পায়; তখন মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস হইয়া থাকে)। তাহার পরে বেদান্তের **তত্ত্বমসি** প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ বিচার করিবার সহিত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা উদিত হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ বেদান্তবাক্য বিচার সহিত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা হইতে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠার ফলে যে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্ব্বক জীবন্মুক্তি তাহা হইয়া থাকে। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগই এই জীবন্মুক্তির পর্য্যন্ত বা সীমা অর্থাৎ যতদিন না প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ হয় ততদিন জীবন্মুক্তি থাকে। তাহার পরে বিদেহমুক্তি হইয়া থাকে।২ আর জীবন্মুক্তিদশায় পরমপুরুষার্থ মোক্ষকে অবলম্বন করিয়া পরবৈরাগ্য প্রাপ্তি এবং তাহারই উপকারিণী যে শুভ বাসনা যাহাকে দৈবী সম্পৎ বলা হয় তাহাই আদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয় হয় এবং উহার বিরোধিনী যে অশুভ বাসনা যাহাকে আসুরসম্পৎ বলা হয় তাহা হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে।৩ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দৈবসম্পদের অসাধারণ কারণ; আর রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধা আসুরসম্পদের অসাধারণ কারণ। এই প্রকারে হেয় এবং উপাদেয় অর্থাৎ ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বিষয়ের বিভাগেই সমগ্র শাস্ত্রার্থের পরিসমাপ্তি

দস্তু রাজসী তামসী চেতি হেয়োপাদেয়বিভাগেন কৃৎস্নশাস্ত্রার্থপরিসমাপ্তিঃ।৪ তত্র "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণী"ত্যাদিনা সূত্রিতা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতা নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা সামান্য-বিশেষরূপেণ তৃতীয়চতুর্থাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে।৫ ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য শমদমাদিসাধন-সম্পত্তিপুরঃসরা "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্"ইত্যাদিনা সূত্রিতা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসনিষ্ঠা সংক্ষেপবিস্তররূপেণ পঞ্চমষষ্ঠাভ্যাম্।৬ এতাবতা চ ত্বম্পদার্থোঽপি নিরূপিতঃ।৭ ততো বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা "যুক্ত আসীত মৎপর" ইত্যাদিনা সূত্রিতাঽনেকপ্রকারা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা অধ্যায়ষট্কেন প্রতিপাদ্যতে।৮ তাবতা চ তৎপদার্থোঽপি নিরূপিতঃ।৯ প্রত্যধ্যায়ং চ অবান্তরসঙ্গতিমবান্তরপ্রয়োজনভেদঞ্চ তত্র তত্র প্রদর্শয়িষ্যামঃ।১০ ততস্তত্ত্বং-পদার্থৈক্যজ্ঞানরূপা "বেদাঽবিনাশিনং নিত্যম্"ইত্যাদিনা সূত্রিতা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা ত্রয়োদশে প্রকৃতিপুরুষবিবেকদ্বারা প্রপঞ্চিতা।১১ জ্ঞাননিষ্ঠায়াশ্চ ফলং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যাদিনা সূত্রিতা ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিশ্চতুর্দ্দশে সৈব জীবন্মুক্তিরিতি গুণাতীতলক্ষণকথনেন প্রপঞ্চিতা।১২ "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদম্"ইত্যাদিনা সূত্রিতা পর-

হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিতাপদগ্ধ দুঃখময় জীবের অভীষ্ট দুঃখনিবৃত্তির জন্য কোন্ কোন্ পদার্থ হেয় (ত্যাজ্য) এবং কোন্ কোন্ পদার্থই বা উপাদেয় (গ্রাহ্য) তাহাদের স্বরূপ এবং বিভাগ নির্দ্দেশ করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ; আর এই প্রকারে তাহা করিয়াই শাস্ত্রার্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।৪ তন্মধ্যে "**যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি**" (২।৪৮) ইত্যাদি শ্লোকে সত্ত্বশুদ্ধির সাধনস্বরূপ যে নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে সামান্যভাবে এবং বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত (বিবৃত) হইয়াছে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা সাধারণভাবে বিবৃত হইয়াছে আর চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।৫ তদনন্তর "**বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্**" (২।৭১) ইত্যাদি সন্দর্ভে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে আচরণীয় শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তিপূর্ব্বক যে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতভাবে বিবৃতহইয়াছে।৬ গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত অংশে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'ত্বং' পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।৭ তাহার পর "**যুক্ত আসীত মৎপরঃ**" (২।৬১) ইত্যাদি সন্দর্ভে বেদান্ত বিচার সহকৃত যে অনেক প্রকার ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই পরবর্ত্তী ছয়টী অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে) প্রতিপাদিত হইয়াছে।৮ আর গ্রন্থের তাবৎপরিমাণ অংশে মহাবাক্যের '**তৎ**' পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।৯ এই সমস্ত স্থলে প্রত্যেক অধ্যায়ের যে অবান্তর সঙ্গতি এবং অবান্তর প্রয়োজনভেদ আছে তাহা সেই সেই স্থলে দেখাইব।১০ তদনন্তর "**বেদাবিনাশিনং নিত্যম্**" (২।২১) ইত্যাদি সন্দর্ভে '**তৎ**' **ও ত্বং পদের একত্বাবোধরূপ যে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা** সূত্রিত হইয়াছে তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য দেখাইয়া বিবৃত করা হইয়াছে।১১ আর "**ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন**" (২।৪৫) ইত্যাদি সন্দর্ভে ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিরূপ যে জ্ঞাননিষ্ঠার ফল অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের নিবৃত্তি যে কিরূপে হয় তাহা এবং সেই ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিই যে জীবন্মুক্তি তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক

বৈরাগ্যনিষ্ঠা সংসারবৃক্ষচ্ছেদদ্বারেণ পঞ্চদশে।১৩ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা" ইত্যাদিনা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণেন সূত্রিতা পরবৈরাগ্যোপকারিণী দৈবী সম্পদাদেয়া "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্"ইত্যাদিনা সূত্রিতা তদ্বিরোধিন্যাসুরী সম্পচ্চ হেয়া ষোড়শে।১৪ দৈবসম্পদোঽসাধারণং কারণঞ্চ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থ" ইত্যাদিনা সূত্রিতা তদ্বিরোধপরিহারেণ সপ্তদশে।১৫ এবং সফলা জ্ঞাননিষ্ঠা অধ্যায়পঞ্চকেন প্রতিপাদিতা।১৬ অষ্টাদশেন পূর্ব্বোক্তসর্ব্বোপসংহার ইতি কৃৎস্নগীতার্থসঙ্গতিঃ।১৭ তত্র পূর্ব্বং দ্বিতীয়াধ্যায়ে সাঙ্খ্যবুদ্ধিমাশ্রিত্য জ্ঞাননিষ্ঠা ভগবতোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধি"রিতি। তথা যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য কর্ম্মনিষ্ঠা "যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যারভ্য "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণী"ত্যন্তেন।১৮ ন চানয়োর্নিষ্ঠয়োরধিকারিভেদঃ স্পষ্টমুপদিষ্টো ভগবতা।১৯ নচৈকাধিকারিকত্বমেবোভয়োঃ সমুচ্চয়স্য বিবক্ষিতত্বাদিতি বাচ্যং। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়ে"তি কর্ম্মনিষ্ঠায়া বুদ্ধিনিষ্ঠাপেক্ষয়া

নিরূপিত হইয়াছে।১২ "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং" (২।৫২) ইত্যাদি সন্দর্ভে যে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষচ্ছেদন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে।১৩ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" (২।৫৬) ইত্যাদি সন্দর্ভে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে যে পরবৈরাগ্যের উপকারিণী দৈবী সম্পৎ আদেয়া এবং "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্" (২।৪২) ইত্যাদি সন্দর্ভে যাহা বলা হইয়াছে যে তদ্বিরোধিনী আসুরী সম্পৎ হেয়া এই প্রকারে উক্ত দুই স্থলে যে উক্ত দুইটী বিষয় সূত্রিত হইয়াছে ষোড়শ অধ্যায়ে তাহারই বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে।১৪ আর "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" (২।৪৫) ইত্যাদি সন্দর্ভে দৈবসম্পদের অসাধারণ কারণ যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং তথায় তদ্বিষয়ক বিরোধ সকলেরও পরিহার করা হইয়াছে।১৫ এই প্রকারে ত্রয়োদশাদি পাঁচটী অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহার ফল (যে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি ও জীবন্মুক্তির প্রবৃত্তি তাহা) বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে।১৬ আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্বকথিত সকল বিষয়গুলিরই উপসংহার করা হইয়াছে। ইহাই সমগ্র গীতা শাস্ত্রের অর্থের অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গতি।১৭ তন্মধ্যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" (২।৩৯) —"সাংখ্য বিষয়ে এই জ্ঞান তোমায় বলা হইল" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ সাংখ্যজ্ঞান অনুসারে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। আর কর্ম্মযোগবুদ্ধি অনুসরণ করিয়া "যোগে ত্বিমাং শৃণু" (২।৩৯)= "যোগ বিষয়ে (কর্ম্মযোগ বিষয়ে) এই জ্ঞান শ্রবণ কর" ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—কেবলমাত্র কর্ম্মতেই তোমার অধিকার, মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি—(২।৪৭) অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্ম না করায় যেন তোমার সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি বা অভিরুচি না হয় এই পর্য্যন্ত সন্দর্ভে কর্ম্মনিষ্ঠার বিষয়ও বলিয়াছেন।১৮ কিন্তু ভগবান্ ইহাদের অধিকারীর ভেদ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই অর্থাৎ ইহাদের অধিকারী যে বিভিন্ন তাহা ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।১৯ আর এস্থলে এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ মিলন অর্থাৎ মিলিত ভাবে মুক্তির হেতুতা বিবক্ষিত বলিয়া

নিকৃষ্টত্বাভিধানাৎ। "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র চ জ্ঞানফলে সর্ব্বকর্ম্মফলান্তর্ভাবস্য দর্শিতত্বাৎ। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণমুক্ত্বা চ—"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ"ইতি সপ্রশংসং জ্ঞান-ফলোপসংহারাৎ। "যা নিশা সর্ব্বভূতানামি"ত্যাদৌ জ্ঞানিনো দ্বৈতদর্শনাভাবেন কর্ম্মা-নুষ্ঠানাসম্ভবস্য চ উক্তত্বাৎ অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণে মোক্ষফলে জ্ঞানমাত্রস্যৈব লোকানুসারেণ সাধনত্বকল্পনাৎ। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"তি শ্রুতেশ্চ।২০
নন্থ তর্হি তেজস্তিমিরয়োরিব বিরোধিনোর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ ভিন্নাধিকারিকত্ব-মেবাস্তু, সত্যমেবং সম্ভবতি একমর্জ্জুনং প্রতি তু উভয়োপদেশো ন যুক্তঃ। ন হি কর্ম্মাধিকৃতং প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠা উপদেষ্টুমুচিতা, নবা জ্ঞানাধিকারিণম্প্রতি কর্ম্মনিষ্ঠা।২১
একমেব প্রতি বিকল্পেনোভয়োপদেশ ইতি চেৎ, ন, উৎকৃষ্টনিকৃষ্টয়োর্ব্বিকল্পানুপপত্তেঃ।

এই দুইটীর একাধিকারিকত্ব রহিয়াছে (অর্থাৎ একই ব্যক্তির কর্ম্মনিষ্ঠা এবং জ্ঞাননিষ্ঠা দুইটী একযোগে মিলিত ভাবে কর্ত্তব্য, ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত—এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে)। যেহেতু "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়" (২।৪৯)—"হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মযোগ বুদ্ধিযোগ হইতে অতি অধিক ভাবেই নিকৃষ্ট" ইত্যাদি সন্দর্ভে ভগবান্ জ্ঞাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্ম্মনিষ্ঠাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও তিনি "যাবানর্থ উদপানে"—"কূপাদি উদপানে যে পরিমাণ প্রয়োজন সাধিত হয়" (২।৪৬) ইত্যাদি সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে জ্ঞানের ফলের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মেরই ফল অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। ইহার আরও হেতু এই যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" (২।৭২)—"হে পার্থ ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি" এইরূপ বলিয়া প্রশংসাপূর্ব্বক তাহার (জ্ঞাননিষ্ঠার) উপসংহার করা হইয়াছে। আরও "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" (২।৬৯)—"সমস্ত জীবগণের নিকটে যাহা নিশা স্বরূপ" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বৈতদর্শন না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আরও অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ মোক্ষরূপ ফলে (জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এই) লৌকিক নিয়ম অনুসারে কেবলমাত্র জ্ঞানেরই সাধনতা হওয়াই উচিত। আর এ সম্বন্ধে "কেবলমাত্র সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই অতিমৃত্যু অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়, পরমগতির আর অন্য কোনও পথ নাই" ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে। (এই সমস্ত কারণে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বিবক্ষিত বলিয়া উহাদের অধিকারী একই ব্যক্তি—এইরূপ উক্তি শ্রুতি, যুক্তি, ও ভগবদুক্তির বিরুদ্ধ)।২০ এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহারা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ সেই জ্ঞান ও কর্ম্মের যখন সমুচ্চয় হওয়া সম্ভব নহে তখন তাহাদের অধিকারী বিভিন্নই হউক না কেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন—) সত্য বটে, এইরূপ হইতে পারে (অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাদের অধিকারী হইয়া থাকে) কিন্তু একই অর্জ্জুনের প্রতি ইহাদের উভয়ের উপদেশ ত খাটে না। কারণ, যে ব্যক্তি কর্ম্মের অধিকারী তাহার প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে; আবার যে ব্যক্তি জ্ঞানের অধিকারী তাহাকে কর্ম্মনিষ্ঠার উপদেশ দেওয়াও সঙ্গত নহে।২১ আর যদি বলা হয় যে

অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্মস্বরূপে মোক্ষে তারতম্যাসম্ভবাচ্চ।২২ তস্মাৎ জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভিন্নাধিকারিকত্বে একং প্রত্যুপদেশাযোগাদেকাধিকারিকত্বে চ বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ কর্ম্মাপেক্ষয়া জ্ঞানপ্রাশস্ত্যানুপপত্তেশ্চ বিকল্পাভ্যুপগমে চ উৎকৃষ্টমনায়াসসাধ্যং

একই ব্যক্তির প্রতি বিকল্প ভাবে উভয়েরই উপদেশ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ অধিকারী একই ব্যক্তি বটে কিন্তু সে ইচ্ছানুসারে কর্ম্মনিষ্ঠাও করিতে পারে অথবা জ্ঞাননিষ্ঠাও করিতে পারে, উভয়েরই দ্বারা তাহার একই প্রয়োজন নির্বাহিত হইবে) কিন্তু তাহাও ঠিক নহে অর্থাৎ এইরূপ বিকল্প পক্ষও কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে না। আর অবিদ্যা নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত যে আত্মস্বরূপ মোক্ষ তাহাতে তারতম্য হওয়াও অসম্ভব।২২

[তাৎপর্য্য :—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না এই সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপিত হইলে কেহ আপত্তি করিয়াছিল যে একই ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না সত্য কিন্তু ভগবান্ ত একই অর্জ্জুনের প্রতি ঐ দুএরই উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার বচন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু স্বীকার করা যায় না যে ভগবান্ একটী অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এস্থলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় বিবক্ষিত নহে বটে কিন্তু তাহাদের বিকল্পই অভিপ্রেত। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাও মোক্ষ হইতে পারে অথবা কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারাও মোক্ষ হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকল্পতাবাদীর এই উক্তির প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে যে ইহাদের বিকল্প হইতে পারে না, যেহেতু জ্ঞাননিষ্ঠা উৎকৃষ্ট এবং কর্ম্মনিষ্ঠা নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয় কর্ম্মনিষ্ঠার দ্বারা সেই প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে না। কারণ উভয়ের ফলের তারতম্য হইবেই। আর জ্ঞাননিষ্ঠা যে কর্ম্মনিষ্ঠা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা ভগবান্ "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" (২।৪৯) ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিয়াছেন। সুতরাং উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে না; কিন্তু তুল্যবল এবং তুল্যপ্রয়োজননির্বাহক পদার্থদ্বয়ের মধ্যেই বিকল্প হইয়া থাকে। ইহার আরও হেতু এই যে, কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে বিকল্পিত ভাবে মোক্ষের সাধন বলিলে মোক্ষের তারতম্য হইয়া পড়ে। কারণ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কর্ম্ম নিকৃষ্ট এবং জ্ঞান উৎকৃষ্ট; সুতরাং ইহাদের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হইবে তাহাদের মধ্যেও অপকর্ষ এবং উৎকর্ষ অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। কর্ম্ম ও জ্ঞান বিকল্পিত ভাবে মোক্ষের সাধন এইরূপ স্বীকার করিলে ফলে দাঁড়ায় এই যে কর্ম্ম হইতেও মোক্ষ হয় আবার জ্ঞান হইতেও মোক্ষ হয়। কিন্তু জ্ঞান হইতে কর্ম্ম অপকৃষ্ট হওয়ায় কর্ম্ম হইতে যে মোক্ষ হইবে তাহা এক প্রকারের হইবে এবং জ্ঞান হইতে যে মোক্ষ হইবে তাহা অন্য প্রকারের হইবে। আর এইরূপ হইলে মোক্ষেরও তারতম্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অযৌক্তিক; কারণ মোক্ষ হইতেছে অবিদ্যা নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মস্বরূপ অর্থাৎ যে আত্মা কোন সময়ে অবিদ্যা নিবৃত্তির দ্বারা বিশেষিত হইয়াছিল মোক্ষ সেই আত্মস্বরূপ। এখানে অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে আত্মাতে কোনও কালে অবিদ্যা ছিল; জ্ঞানোদয়ে সেই অবিদ্যার নাশ হইয়াছে; সুতরাং আত্মা এক্ষণে তাদৃশ অবিদ্যানাশ বিশিষ্ট; এইরূপ বলিলে দ্বৈতাপত্তি হইয়া পড়ে, যেহেতু অবিদ্যানাশ বা অবিদ্যানিবৃত্তিও আত্মার

জ্ঞানং বিহায় নিকৃষ্টমনেকায়াসবহুলং কর্ম্মানুষ্ঠাতুমযোগ্যমিতি মত্বা পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিঃ অর্জ্জুন উবাচ "জ্যায়সীচেদি"তি।২৩ "হে জনার্দ্দন" সর্ব্বৈ র্জনৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে স্বাভিলষিতসিদ্ধয়ে ইতি ত্বং তথাভূতো ময়াপি শ্রেয়োনিশ্চয়ার্থং যাচ্যসে ইতি নৈবানুচিতমিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ঃ—।২৪ "কর্ম্মণো" নিষ্কামাদপি "বুদ্ধি"রাত্মতত্ত্ববিষয়া "জ্যায়সী" প্রশস্ততরা "চেদ্" যদি "তে" তব "মতা" "তৎ" তদা "কিং কর্ম্মণি"

বিশেষণ হওয়ায় আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে আত্মাতিরিক্ত হইয়া থাকিয়া যাইতেছে। এই জন্য বলা হইয়াছে আত্মা অবিদ্যা নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত। "যে বাড়ীতে কাক উড়িতেছে উহাই দেবদত্তের বাড়ী" এইরূপ বলিলে যেমন কাক পূর্ব্বে গৃহের বিশেষণ হইলেও তখন গৃহসংলগ্ন না হওয়ায় উপলক্ষণরূপে দেবদত্তের বাড়ীর বোধক হয় কিন্তু তাহা তৎপূর্ব্বে বা পরে ছিল না বা থাকিবে না, সুতরাং তাহা তখন সেই বাড়ীর বিশেষণ হইতে পারে না, সেইরূপ আত্মার অবিদ্যানিবৃত্তিও জ্ঞানোদয়কালে বিশেষণ অথবা উপাধিরূপে থাকিলেও তাহা পরে অনুবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাহা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আত্মার এই শুদ্ধস্বরূপে পর্য্যবসানই মোক্ষ। এইজন্য সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন— "নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ"। এই কারণে এই আত্মাস্বরূপে পর্য্যবসানরূপ মোক্ষের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য সম্ভবে না, ইহা সকলেরই পক্ষে একরূপ। সুতরাং এই প্রকার মোক্ষের কারণও সর্ব্বত্র একই প্রকার। আর জ্ঞানই সেই কারণ হইতেছে বলিয়া তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে কর্ম্ম তাহা ইহার কারণ হইতে পারে না। আর জ্ঞানই যে অবিদ্যানিবৃত্তির কারণ তাহা স্ব স্ব অনুভব সিদ্ধ, যেহেতু সকলেই ব্যবহার জগতে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে যদ্বিষয়ক অজ্ঞান থাকে তাহা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকল্প হইতে পারে না।]২২ অতএব জ্ঞাননিষ্ঠার এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে একই ব্যক্তির প্রতি তাহাদের দুইটীরই উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না, আর যদি একই ব্যক্তি তাহাদের অধিকারী হয় তাহা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দুইটি বিষয়ের ত সমুচ্চয় হইতে পারে না এবং তাহা হইলে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাশস্ত্যও (প্রশস্ততা) ত হইতে পারে না, আর যদি উহাদের বিকল্প স্বীকার করা হয় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অনায়াসসাধ্য জ্ঞানকে ছাড়িয়া (তদপেক্ষা) অপকৃষ্ট এবং বহুকষ্টসঙ্কুল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ত উচিত হয় না—এই সমস্ত মনে করিয়া অর্জ্জুন ব্যাকুলচিত্ত হইয়া "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছেন।২৩ হে জনার্দ্দন,—এইরূপে সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই যে, স্ব স্ব অভিলাষ সিদ্ধির জন্য সকল জনগণের দ্বারা তুমি অর্দ্দিত অর্থাৎ প্রার্থিত হও বলিয়া তুমি জনার্দ্দন—। তুমি এইরূপ হইতেছ, তাই আমিও শ্রেয়োনিশ্চয়ের নিমিত্ত (কোন্‌টী আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহার নির্ণয় করিবার জন্য) তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, সুতরাং ইহা আমার পক্ষে অনুচিত হয় নাই, ইহাই অভিপ্রায়।২৪ **চেৎ মতা**—যদি তোমার ইহাই অভিমত হয় যে **কর্ম্মণঃ**—নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেও **বুদ্ধিঃ**—আত্মবিষয়া বুদ্ধি **জ্যায়সী**—প্রশস্ততরা **তৎ**—তাহা হইলে **কিং কর্ম্মণি ঘোরে**—হিংসাদি বহু কষ্ট দ্বারা পরিবৃত সেইরূপ দারুণ কর্ম্মে কেন **মাম্**—আমাকে অর্থাৎ তোমার অত্যন্ত ভক্তকে

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন ইব মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব। তৎ একং নিশ্চিত্য বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ অর্থাৎ, তুমি যেন গোলমেলে কথায় আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছ। অতএব জ্ঞানই হউক কর্ম্মই হউক কোন্‌টিতে আমার অধিকার তাহা ঠিক করিয়া বল ॥২॥

"ঘোরে" হিংসাত্মনেকায়াসবহুলে "মাম্"অতিভক্তং "নিয়োজয়সি" "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্ত" ইত্যাদিনা বিশেষেণ প্রেরয়সি হে "কেশব"! সর্ব্বেশ্বর।২৫ সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বেষ্টদায়িনস্তব মাং ভক্তং "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মামি"ত্যাদিনা ত্বদেকশরণতয়োপপন্নং প্রতি প্রতারণা নোচিতেত্যভিপ্রায়ঃ।২৬—১॥

নন্বু নাহং কঞ্চিদপি প্রতারয়ামি কিং পুনস্ত্বামতিপ্রিয়ং, ত্বন্তু কিং মে প্রতারণা-চিহ্নং পশ্যসীতি চেত্তত্রাহ ব্যামিশ্রেণেবেতি।১ তব বচনং ব্যামিশ্রং ন ভবত্যেব, মম ত্বে-কাধিকারিকত্বভিন্নাধিকারিকত্বসন্দেহাদ্ব্যামিশ্রং সঙ্কীর্ণার্থমিব তে যদ্বাক্যং মাং প্রতি জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠাদ্বয়প্রতিপাদকং তেন বাক্যেন ত্বং "মে" মম মন্দবুদ্ধের্ব্বাক্যতাৎপর্য্যাপরি-

নিয়োজয়সি নিযুক্ত করিতেছ—"তোমার মাত্র কর্ম্মেই অধিকার" ইত্যাদিরূপ বাক্য বলিয়া নিযুক্ত করিতেছ, বিশেষ ভাবে প্রেরিত করিতেছ? হে কেশব! অর্থাৎ হে সর্ব্বেশ্বর!২৫ তুমি সর্ব্বেশ্বর, সকল প্রার্থিত বস্তুর প্রদাতা, আর আমি তোমার ভক্ত—"আমি তোমার শিষ্য, আমায় উপদেশ দাও" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া যে আমি তোমাকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি, সেই আমার উপর তোমার প্রতারণা করা ত উচিত হয় না।—ইহাই অভিপ্রায়।২৬—১

ভাবপ্রকাশ—"দূরেন হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ", "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি বলিয়া কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। অথচ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" তুমি কর্ম্ম কর। এইজন্য অর্জ্জুন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন "হে জনার্দ্দন, তুমি সকল জনের প্রার্থনা পূরণ কর। আমার এই প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিবে না? তুমি নিজেই বলিতেছ, কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি অনেক শ্রেষ্ঠ তবে আমাকে ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধ কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? আমি হিংসাত্মক যুদ্ধ করিতে চাহিতেছি না, তুমি কেন আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছ? আমিও বুদ্ধিযোগের আশ্রয়ে শ্রেয়োলাভ করিতে পারি না কি? আমাকেও বুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়া শ্রেয়োলাভে যত্নবান হইতে আদেশ কর না কেন?"।১

অনুবাদ—আচ্ছা, আমি ত কাহাকেও প্রতারণা করি না, সুতরাং তুমি অতি প্রিয়, তোমায় যে প্রতারণা করিব ইহা ত হইতেই পারে না। তবে তুমি আমার মধ্যে প্রতারণার লক্ষণ কি দেখিতেছ? ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে ইহার উত্তরস্বরূপে অর্জ্জুন বলিতেছেন—।১ তোমার কথা ব্যামিশ্র হইতেই পারে না, কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার প্রতিপাদক তোমার যে বাক্য তাহা আমার নিকট, উহার অধিকারী কি একই ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় ব্যামিশ্রের

জ্ঞানাৎ "বুদ্ধিম্"অন্তঃকরণং "মোহয়সীব" ভ্রান্ত্যা যোজয়সীব, পরমকারুণিকত্বাৎ ত্বং ন মোহয়স্যেব, মম তু স্বাশয়দোষান্মোহো ভবতীতি ইবশব্দার্থঃ।২ একাধিকারিত্বে বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তেরেকার্থত্বাভাবেন চ বিকল্পানুপপত্তেঃ প্রাগুক্তেহর্থেঽধিকারিভেদং মন্যসে তদৈকং মাং প্রতি বিরুদ্ধয়োঃ নিষ্ঠয়োঃ উপদেশাযোগাৎ "তৎ" জ্ঞানং বা কর্ম্ম বা "একম্" এব অধিকারং মে "নিশ্চিত্য বদ" "যেনা"ধিকারনিশ্চয়পুরঃসর মুক্তেন ত্বয়া ময়া চানুষ্ঠিতেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বৈকেন "শ্রেয়ো" মোক্ষ "মহমাপ্নুয়াং" প্রাপ্তুং যোগ্যঃ স্যাং।৩ এবং জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োরেকাধিকারিত্বে বিকল্পসমুচ্চয়য়োরসম্ভবাদধিকারিভেদজ্ঞানায়ার্জ্জুনস্য প্রশ্ন ইতি স্থিতং।৪ ইহেতরেষাং কুমতং সমস্তং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বলান্নিরস্তং। পুনঃ পুনর্ভাষ্য-

ন্যায়—অর্থাৎ সঙ্কীর্ণার্থ (মিশ্রিত বা গোলমেলে) বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এবং মনে হইতেছে যে, আমি বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অসমর্থ হওয়ায় **মে**—মন্দ বুদ্ধি আমার **বুদ্ধিম্**—অন্তঃকরণকে **মোহয়সি ইব**—যেন তুমি (ঐরূপ বাক্য বলিয়া) মোহিত করিতেছ অর্থাৎ ভ্রান্তিযুক্ত করিয়া দিতেছ। বাস্তবিক কিন্তু তুমি মোহিত করিতেছ না, যেহেতু তুমি পরম কারুণিক। কিন্তু আমারই নিজ অন্তঃকরণে দোষ থাকায় মোহ হইতেছে—ইহাই "**ইব**" শব্দের অর্থ অর্থাৎ ইব শব্দের প্রয়োগ থাকায় ঐ প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে।২ যদি (জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা এই) উভয়ের অধিকারী একই ব্যক্তি হয় তাহা হইলে (কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ) বিরুদ্ধ দুইটী পদার্থের সমুচ্চয় (মিলন বা একযোগে কার্য্যকারিতা) হইতে পারে না, আবার উভয়ের একার্থতা না থাকায় অর্থাৎ উভয়ের দ্বারা একই প্রয়োজন নির্বাহিত হয় না বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিকল্পও হইতে পারে না, এইরূপ যে পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে ইহাতে যদি তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) ইহাদের (জ্ঞান ও কর্ম্মের) অধিকারিভেদ মনে কর অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী অন্য ব্যক্তি এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী অন্য ব্যক্তি এইরূপ যদি মনে কর তাহা হইলে একই ব্যক্তি আমার প্রতি এই দুইটী বিরুদ্ধ নিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া তোমার পক্ষে অসঙ্গত হয় বলিয়া **একম্**—জ্ঞানই হউক অথবা কর্ম্মই হউক যে কোন একটী বিষয় **নিশ্চিত্য**—আমার অধিকার নিশ্চিত করিয়া আমাকে **বদ**—বল, **যেন**—তোমাকর্ত্তৃক অধিকার নির্ণয় পূর্ব্বক কথিত এবং আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যাহার দ্বারা অর্থাৎ তুমি অধিকার নিশ্চয় পূর্ব্বক আমায় যাহা বলিবে তাহা জ্ঞানই হউক অথবা কর্ম্মই হউক তাহার একটী আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে যাহার দ্বারা **অহম্**—আমি **শ্রেয়ঃ**—মোক্ষ **আপ্নুয়াম্**—পাইতে সমর্থ হই।৩ এইরূপে ইহাই ঠিক হইল যে জ্ঞান এবং কর্ম্মের অধিকারী যদি একই ব্যক্তি হয় তাহা হইলে তাহাদের বিকল্পও হইতে পারে না অথবা সমুচ্চয়ও হইতে পারে না বলিয়া অধিকারীর ভেদ জানিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় যখন সম্ভব নহে তখন উহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোন্টীর অধিকারী তাহা জানিবার জন্যই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন।৪ এস্থলে অন্যান্য বাদিগণের সমস্ত কুমত শ্রুতি, স্মৃতি এবং ন্যায় (যুক্তি) বলে অতি যত্ন সহকারে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নিরস্ত (খণ্ডিত) হইয়াছে ; এইজন্য আমি আর তাহা করিতে প্রবৃত্ত

শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ!
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অনঘ! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! দ্বিবিধ লোকের জন্য দ্বিবিধ নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি, ইহা আমি তোমায় বলিয়াছি। তন্মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানভূমিসমারূঢ় আত্মপর ব্যক্তি তাঁহাদের জন্য জ্ঞানযোগ আর যাহারা চিত্তশুদ্ধিরহিত সেই সমস্ত কর্ম্মাধিকারিগণের জন্য কর্ম্মযোগ (এই ভাবে দুই প্রকারের নিষ্ঠা বলা হইয়াছে) ॥৩॥

কৃতাঽতিযত্নাদতো ন তৎকর্ত্তুমহং প্রবৃত্তঃ।৫ ভাষ্যকারমতসারদর্শিনাগ্রন্থমাত্রমিহ যোজ্যতে ময়া। আশয়ো ভগবতঃ প্রকাশ্যতে কেবলং স্ববচসো বিশুদ্ধয়ে।৬—২॥

এবমধিকারিভেদেঽর্জ্জুনেন পৃষ্টে তদনুরূপং প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ লোকেস্মিন্নিতি। "অস্মিন্"অধিকারিত্বাভিমতে "লোকে" শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণভেদেন দ্বিবিধে জনে "দ্বিবিধা" দ্বিপ্রকারা "নিষ্ঠা" স্থিতিঃ জ্ঞানপরতা কর্ম্মপরতা চ "পুরা" পূর্ব্বাধ্যায়ে "ময়া" তবাত্যন্তহিতকারিণা "প্রোক্তা" প্রকর্ষেণ স্পষ্টত্বলক্ষণেনোক্তা। তথাচাধিকার্য্যৈক্যশঙ্কয়া মা

হইলাম না।৫ আমি ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতের সারমাত্র অবলোকন করিয়া কেবল মাত্র গ্রন্থ যোজনা (পদবাক্যাদির সম্বন্ধ ও সার্থকতা প্রতিপাদন) করিয়া যাইতেছি, এবং কেবলমাত্র নিজ বাক্যের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাহা অভিপ্রায় তাহা প্রকাশ করিতেছি।৬—২

ভাবপ্রকাশ—তুমি আমার মোহ দূর করিবার জন্যই উপদেশ দিতেছ। তুমি যে আমার বুদ্ধির ভ্রম ঘটাইবে তাহা ত হইতে পারে না। অথচ আমি তোমার কথা শুনিয়া কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া যাইতেছি। তুমি একবার বলিতেছ "কর্ম্মেই তোমার অধিকার, তুমি কর্ম্ম কর।" আবার বলিতেছ "বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির আশ্রয়ই গ্রহণ কর, বুদ্ধি অপেক্ষা কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট"। আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার বুদ্ধির উপযোগী করিয়া কোন হেঁয়ালী না রাখিয়া পরিষ্কার করিয়া বল আমি কি করিব? কর্ম্মই আমাকে করিতে হইবে? না, বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভে চেষ্টা করিব? একটী পথ আমাকে ঠিক করিয়া বলিয়া যাও। আমি নিজে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।২

অনুবাদ—অর্জ্জুন এইরূপে অধিকারীর ভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ তাহার অনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতেছেন—লোকেঽস্মিন্ ইত্যাদি। **অস্মিন্ লোকে** অর্থাৎ অধিকারিত্বরূপে অভিমত (প্রসিদ্ধ) এই লোকে অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ ও অশুদ্ধান্তঃকরণ ভেদে দ্বিবিধ জন মধ্যে **দ্বিবিধা**—দুই প্রকার **নিষ্ঠা**—স্থিতি অর্থাৎ জ্ঞানপরতা ও কর্ম্মপরতা **পুরা**—পূর্ব্ব অধ্যায়ে **ময়া**—তোমার অত্যন্ত হিতকারী আমা কর্ত্তৃক **প্রোক্তা**—প্রোক্ত হইয়াছে অর্থাৎ স্পষ্টত্বরূপ প্রকর্ষ সহকারে বলা হইয়াছে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের একাধিকারিকত্ব আশঙ্কা করিয়া তুমি গ্লানি

গ্নাসীরিতি ভাবঃ।১ হে "অনঘ" অপাপেতি সম্বোধয়ন্নুপদেশযোগ্যতামর্জ্জুনস্য সূচয়তি।২ একৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন দ্বিপ্রকারা, ন তু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথয়িতুং নিষ্ঠেত্যেকবচনং, তথাচ বক্ষ্যতি "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি" ইতি।৩ তামেব নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি সংখ্যা সম্যগাত্মবুদ্ধিস্তাং প্রাপ্তবতাং ব্রহ্মচর্য্যাদেব কৃত-সন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং জ্ঞানভূমিমারূঢ়ানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং সাংখ্যানাং "জ্ঞানযোগেন" জ্ঞানমেব যুজ্যতে ব্রহ্মণাঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা যোগস্তেন নিষ্ঠোক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর" ইত্যাদিনা।৪ অশুদ্ধান্তঃকরণানান্তু জ্ঞানভূমিমনারূঢ়ানাং "যোগিনাং" কর্ম্মাধিকারযোগিনাং "কর্ম্মযোগেন" কর্ম্মৈব যুজ্যতে অন্তঃকরণশুদ্ধ্যাঽনেনেতি যোগঃ—তেন নিষ্ঠোক্তা অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভূমিকারো-

পাইও না (দুঃখিত হইও না), ইহাই ভাবার্থ।১ হে **অনঘ**, হে অপাপ (পাপ বিহীন)!—এস্থলে "অনঘ" এইরূপ সম্বোধন করায় অর্জ্জুনের উপদেশযোগ্যতা সূচিত হইতেছে অর্থাৎ অশুদ্ধি-বিহীন বলিয়া অর্জ্জুন যে উপদিষ্ট হইবার উপযুক্ত তাহা সূচিত হইতেছে।২ নিষ্ঠা একই, তবে তাহা সাধ্যাবস্থা ও সাধনাবস্থাভেদে দুইপ্রকার। কিন্তু দুইটী নিষ্ঠাই যে স্বতন্ত্র (পরস্পর ভিন্ন) তাহা নহে, ইহা সূচিত করিবার জন্য অর্থাৎ এই প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য "**নিষ্ঠা**" এই স্থলে **একবচন** প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরেও "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"=যে ব্যক্তি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা ইহাদের এক বলিয়া দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন" এইস্থলে ভগবান্ ইহা বলিবেন।৩ সেই নিষ্ঠাকেই দুই রকমে দেখাইতেছেন,—সংখ্যা অর্থ সম্যক্ (যথার্থ) আত্মজ্ঞান;—যাঁহারা তাহা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, বেদান্ত বিজ্ঞান হেতু যাঁহারা অর্থ (পুরুষার্থ) সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে এতাদৃশ **সাংখ্য** (আত্মবিৎ) গণের যে **জ্ঞানযোগেন**—জ্ঞানযোগের দ্বারা নিষ্ঠা হয়, তাহা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ—"সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপর হইয়া অর্থাৎ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা উচিত" ইত্যাদি সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে।—এস্থলে জ্ঞানযোগ শব্দে—যাহার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়া যায় তাহাই যোগ, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি বলে এবং জ্ঞানরূপ যোগ জ্ঞানযোগ এইরূপ সমাসে জ্ঞানই বুঝিতে হইবে।৪ আর যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া যাঁহারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করেন নাই সেই সমস্ত **যোগিনাং**—কর্ম্মাধিকারী যোগিগণের অন্তঃকরণশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া জ্ঞানভূমিতে আরোহণের জন্য **কর্ম্মযোগেন**—কর্ম্মযোগের দ্বারাই নিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা—"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" অর্থাৎ "ধর্ম্মানপেত যুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের আর কোন কর্ত্তব্য নাই" ইত্যাদি সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে। এস্থলেও **কর্ম্মযোগ** পদের অর্থ,—যাহার দ্বারা যুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধির সহিত যুক্ত হওয়া যায় তাহাই যোগ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে এবং কর্ম্মরূপ যোগ কর্ম্মযোগ এই প্রকার

হণার্থং“ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত”ইত্যাদিনা।৫ অতএব ন জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মণা শুদ্ধান্তঃকরণানাং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেনৈব জ্ঞানমিতি চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈকমেব ত্বাং প্রতি দ্বিবিধা নিষ্ঠোক্তা,“এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বি”তি। অতো ভূমিকাভেদেনৈকমেব প্রত্যুভয়োপযোগান্নাধিকারভেদেঽপ্যুপদেশবৈয়র্থ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।৬ এতদেব দর্শয়িতুমশুদ্ধচিত্তস্য চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্তং কর্ম্মানুষ্ঠানং “ন কর্ম্মণামনারম্ভা”দিত্যাদিভিঃ “মোঘং পার্থ স জীবতী”ত্যন্তৈস্ত্রয়োদশভির্দ্দর্শয়তি।৭ শুদ্ধচিত্তস্য তু জ্ঞানিনো ন কিঞ্চিদপি কর্ম্মাপেক্ষিতমিতি দর্শয়তি “যস্ত্বাত্মরতিরিতি” দ্বাভ্যাং।৮ “তস্মাদসক্ত” ইত্যারভ্য তু বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ সম্ভবতি ফলাভিসন্ধিরাহিত্যরূপকৌশলেনেতি দর্শয়িষ্যতি।৯ ততঃ পরস্থথকেনেতি প্রশ্নমুত্থাপ্য কামদোষেণৈব কাম্য-

সমাসে কর্ম্মই বুঝিতে হইবে।৫ এই কারণেই জ্ঞান এবং কর্ম্মের সমুচ্চয়ও হইতে পারে না এবং বিকল্পও হইতে পারে না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করায় যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।—এই কারণে চিত্তের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধিরূপ দুই প্রকার অবস্থা ভেদে একই তোমাকে “এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু” —“আত্মজ্ঞান বিষয়ে এই জ্ঞান তোমায় বলা হইল এইবার কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে ইহা শ্রবণ কর” ইত্যাদি সন্দর্ভে দুই প্রকার নিষ্ঠা বলা হইয়াছে। সুতরাং একই ব্যক্তির নিকটে ভূমিকা (অবস্থা) ভেদে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দুইটীরই উপযোগিতা থাকায় ইহাদের অধিকারী ভিন্ন হইলেও (একই ব্যক্তির নিকট) দুইটীর উপদেশ দেওয়া ব্যর্থ হইবে না, ইহাই অভিপ্রায়।৬ ইহাই দেখাইবার জন্য “ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ”—“কর্ম্ম সকলের আরম্ভ (অনুষ্ঠান) না করিলে” ইত্যাদি সন্দর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া “মোঘং পার্থ স জীবতি”—“হে পার্থ, সেই ব্যক্তি বিফল জীবন ধারণ করে”—এই পর্য্যন্ত সন্দর্ভে তেরটী শ্লোকে দেখাইতেছেন যে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।৭ পক্ষান্তরে শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির যে, কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা নাই তাহা “যস্ত্বাত্মরতিঃ”—“যে ব্যক্তি কিন্তু আত্মরতি হইয়া থাকে” ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে দেখাইতেছেন।৮ আর, “তস্মাদসক্তঃ”=“অতএব অসক্ত (নির্লেপ) হইয়া” ইত্যাদি সন্দর্ভে আরম্ভ করিয়া দেখাইবেন যে কর্ম্ম বন্ধের হেতু হইলেও ফলাভিসন্ধিহীনতারূপ কৌশল সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সত্ত্বশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বার করিয়া মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞানের উদয় হয় এবং জ্ঞান হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে ইহা “তস্মাদসক্তঃ” ইত্যাদি শ্লোকে দেখাইবেন।৯ আর তাহারই পরে “অথ কেন”—“আচ্ছা, কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া” ইত্যাদি প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তর স্বরূপে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ বলিবেন যে কামনারূপ দোষ থাকার জন্যই কাম্যকর্ম্মের শুদ্ধিহেতুতা নাই অর্থাৎ উক্ত কারণবশতঃই কাম্যকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে না; এই কারণে তুমি কেবল

न कर्म्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्म्यং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে; সংন্যসনাৎ এব চ সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি অর্থাৎ বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বহির্মুখ লোক সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্বরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আবার (চিত্তশুদ্ধি বিনা) কেবলমাত্র কর্ম্মসন্ন্যাস হইতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ॥৪॥

কর্ম্মণঃ শুদ্ধিহেতুত্বং নাস্তি অতঃ কামরাহিত্যেনৈব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা জ্ঞানাধিকারী ভবিষ্যসি ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি বদিষ্যতি ভগবান্ ॥১০—৩

তত্র কারণাভাবে কার্য্যানুপপত্তেঃ ন কর্ম্মণামিতি। "কর্ম্মণাং" "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনে"তি শ্রুত্যা (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) আত্মজ্ঞানে বিনিযুক্তানাং "অনারম্ভাদ"নমুষ্ঠানাৎ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানাযোগ্যো বহির্মুখঃ "পুরুষো""নৈষ্কর্ম্ম্যং"সর্ব্বকর্ম্মশূন্যত্বং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠামিতি যাবৎ "নাশ্নুতে"ন প্রাপ্নোতি।১ নন্বু"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী"তি শ্রুতেঃ (বৃহদা উঃ ৪।৪।২২)

কামনাবিহীনভাবে যদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে অন্তঃকরণশুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক জ্ঞানের অধিকারী হইবে।১০—৩

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা উভয় উপায়েই শ্রেয়োলাভ করা যায়। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ তাঁহারাই সাংখ্যশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী, আর যাঁহারা অশুদ্ধান্তঃকরণ তাঁহারাই কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী। কর্ম্ম করা উচিত আমি কর্ম্মাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি, জ্ঞান বা বুদ্ধিযোগ কর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহা জ্ঞানাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। এক এক অধিকারে এক একটী উপযোগী। সুতরাং দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল ইহা বলা যায় না। যেটী যে অধিকারীর উপযোগী তাহাই সেই অধিকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং দুইটী উপায় থাকিলেও প্রত্যেকের জন্য একটী মাত্রই উপায় আছে।৩

অনুবাদ—এরূপ স্থলে, কারণের অভাব হইলে অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া, **কর্ম্মণাম্** অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মাকে, বেদাধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং উপবাসপূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিবাক্য যে কর্ম্মকলাপ আত্মজ্ঞানে বিনিযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্তশ্রুতিমতে আত্মজ্ঞানের ভূমি প্রস্তুত করাই যে কর্ম্মকলাপের সার্থকতা, সেই কর্ম্ম সকলের **অনারম্ভাৎ**—আরম্ভ অর্থাৎ অনুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না বলিয়া পুরুষ জ্ঞানের অনুপযুক্ত বহির্মুখ হইয়া থাকে; সেই কারণে সে **নৈষ্কর্ম্ম্যং**—সর্ব্বকর্ম্মশূন্যতা অর্থাৎ জ্ঞান যোগের দ্বারা নিষ্ঠা **ন অশ্নুতে**—লাভ করিতে পারে না, পাইতে পারে না।১ আচ্ছা, "সন্ন্যাসিগণ এই লোক পাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন" এই শ্রুতি অনুসারে সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস (পরিত্যাগ) হইতেই যখন জ্ঞাননিষ্ঠা হইয়া থাকে তখন আর কর্ম্মসকলের আবশ্যকতা

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

জাতু ক্ষণমপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি, হি প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ সর্ব্বঃ কর্ম্ম কার্য্যতে অর্থাৎ যে হেতু কোনও লোক ক্ষণকালের জন্য কখনও নিষ্কর্ম্মা থাকে না। কারণ (চিত্তশুদ্ধিবিহীন) সকল প্রাণীই স্বীয় স্বভাবসম্ভূত (রাগদ্বেষাদি) গুণের দ্বারা অবশভাবে যে কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় ॥৫॥

সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাদেব জ্ঞাননিষ্ঠোপপত্তেঃ কৃতং কর্ম্মভিরিত্যত আহ "ন চ সন্ন্যসনাদেব" চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাং সম্যক্ফলপর্য্যবসায়িত্বেন "অধিগচ্ছতি" নৈব প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ।২ কর্ম্মজন্যং চিত্তশুদ্ধিমন্তরেণ সন্ন্যাস এব ন সম্ভবতি, যথাকথঞ্চিদৌৎসুক্যমাত্রেণ কৃতোঽপি ন ফলপর্য্যবসায়ীতিভাবঃ।৩—৪॥

তত্র কর্ম্মজন্যশুদ্ধ্যভাবে বহির্ম্মুখঃ নহীতি। "হি" যস্মাৎ "ক্ষণমপি" কালং "জাতু" কদাচিৎ কশ্চিদপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ অকর্ম্মকৃৎ সন্ ন তিষ্ঠতি, অপি তু লৌকিকবৈদিক-

কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—**ন চ সন্ন্যাসনাদেব**—চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই তাহা হইতে **সিদ্ধিং**=জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধি **ন চ সমধিগচ্ছতি**=সম্যক্রূপে অর্থাৎ ফলপর্য্যবসায়িত্বরূপে **অধিগচ্ছতি**—অধিগত হইতে পারে না অর্থাৎ লাভ করিতে পারেই না। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ইহার অভিপ্রায় এই যে যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, বৈরাগ্য পরিপক্ক হয় নাই তাদৃশ ব্যক্তি যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধি হয় না এবং তাহার ফলও সে পাইতে পারে না।২ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে যে চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহা ব্যতীত অর্থাৎ তাদৃশ চিত্তশুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাসই হইতে পারে না; আর যদি ঔৎসুক্যবশতঃ যথাকথঞ্চিৎ (সন্ন্যাস) অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যদি অবৈধ ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহা ফলপর্য্যবসায়ী হয় না ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ।৩—৪।

ভাবপ্রকাশ—এই অধিকারভেদ দেখানই যে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য তাহা এই চতুর্থ শ্লোক হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ যে জ্ঞান তাহা লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্যের জন্য উপযোগী করিয়া তুলে। কর্ম্মসন্ন্যাস হইলেই মোক্ষলাভ হয় না। চিত্ত শুদ্ধি না থাকিলে শুধু কর্ম্মত্যাগ করিলে কখনও মোক্ষলাভ হয় না। চিত্ত শুদ্ধ হইলে আপনা হইতেই নৈষ্কর্ম্ম্য আসে। এই শুদ্ধচিত্তের জন্যই সাংখ্য জ্ঞান। ইহার নিম্নাধিকারে বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মই প্রশস্ত। কর্ম্ম না করিলে ঐ নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ হয় না। যতক্ষণ কর্ম্মাধিকার ততক্ষণ কর্ম্ম করিতেই হইবে। এই কর্ম্ম হইতেই ক্রমশঃ শ্রেয়োলাভ হইবে।৪

অনুবাদ—এরূপ স্থলে কর্ম্মজনিত শুদ্ধি না হইলে কোনও বহির্মুখ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি **হি**—যেহেতু **ক্ষণমপি**—ক্ষণকালও **জাতু**—কখনও **অকর্ম্মকৃৎ**—কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকে না, কিন্তু সে লৌকিক অথবা বৈদিক যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবশ্যই ব্যগ্র হইয়া থাকে সেই

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে অর্থাৎ যে মূঢ়মতি অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দ্বারা বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া (রাগদ্বেষাদিপ্রেরিত) মনের দ্বারা বিষয়বস্তু সকলের চিন্তা করিতে থাকে সেই ব্যক্তি পাপাচারী বলিয়া অভিহিত হয় ॥৬॥

কর্ম্মানুষ্ঠানব্যগ্র এব তিষ্ঠতি তস্মাদশুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ।১ কস্মাৎ পুনরবিদ্বান্ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি "হি" যস্মাৎ "সর্ব্বঃ" প্রাণী চিত্তশুদ্ধিরহিতঃ "অবশঃ" অস্বতন্ত্র এব সন্ "প্রকৃতিজৈঃ" প্রকৃতিতো জাতৈঃ অভিব্যক্তৈঃ কার্য্যাকারেণ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ স্বভাবপ্রভবৈর্ব্বা রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ "কর্ম্ম" লৌকিকং বৈদিকং বা "কার্য্যতে," অতঃ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন কশ্চিদপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।২ যতঃ স্বাভাবিকা গুণাশ্চালকা অতঃ পরবশতয়া সর্ব্বদা কর্ম্মাণি কুর্ব্বতোঽশুদ্ধবুদ্ধেঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো ন সম্ভবতীতি ন সন্ন্যাসনিবন্ধনা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থঃ।৩—৫॥

হেতু অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস সম্ভব হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ অবিদ্বান্ (অজ্ঞ) ব্যক্তি যে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারে না তাহার হেতু কি? (উত্তর)—**হি**—যেহেতু **সর্ব্বঃ**—চিত্তশুদ্ধি বিহীন সমস্ত প্রাণীই **অবশঃ**—অবশ হইয়াই অর্থাৎ অস্বতন্ত্র হইয়াই **প্রকৃতিজৈঃ**—প্রকৃতি হইতে জাত অর্থাৎ কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত সত্ত, রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা অথবা তাহাদের স্বভাবসঞ্জাত রাগদ্বেষাদি গুণের দ্বারা **কর্ম্ম** অর্থাৎ লৌকিক অথবা বৈদিক কর্ম্ম **কার্য্যতে**—কারিত হয় অর্থাৎ তাহা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণে কর্ম্মারম্ভ না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ যেহেতু স্বভাবসঞ্জাত গুণ সকল চালক হইতেছে এই কারণে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যখন পরাধীন ভাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় তখন তাহার কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে পারে না অর্থাৎ তাহার সন্ন্যাসনিবন্ধন জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না ইহাই ফলিতার্থ।৩—৫

ভাবপ্রকাশ—কেহই কর্ম্ম না করিয়া একক্ষণও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণের দ্বারা বশীভূত হইয়া অবশ ভাবে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস বলিতে তাই আসক্তি-ত্যাগ বুঝায়। কেবল হস্তপদাদির ক্রিয়া বা ব্যাপার ত্যাগ করিলেই কর্ম্মত্যাগ হয় না। শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানীর যে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিত্যাগ তাহাই প্রকৃত ত্যাগ। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রকৃতির বশে আপনাদিগকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্ম করে। জ্ঞানীরা প্রকৃতির গুণের দ্বারা চালিত হন না। তাই তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ হইয়া যায়। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস। অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির একক্ষণের জন্যও কর্ম্মত্যাগ সম্ভব হয় না। যতক্ষণ অজ্ঞাননিবন্ধন প্রকৃতির বশে থাকিতে হয় ততক্ষণ কর্ম্ম একক্ষণের জন্যও ত্যাগ করা যায় না—কর্ম্ম চলিতেই থাকে। কর্ম্মত্যাগ তাই জ্ঞানীরই সম্ভব। অজ্ঞানীর কর্ম্ম করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং না করিয়া উপায়ও নাই।৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বি

অর্জ্জুন! যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে সঃ বিশিষ্যতে অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনের সহিত অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় বস্তু সকল হইতে সংযত করিয়া অসক্ত অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগ অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিফলক বিহিত কর্ম্ম করিতে থাকে সেই ব্যক্তিই বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥৭॥

যথাকথঞ্চিদৌৎসুক্যমাত্রেণ কৃতসন্ন্যাসস্ত্বশুদ্ধচিত্তস্তৎফলভাক্ ন ভবতি, যতঃ, "যো" বিমূঢ়াত্মা রাগদ্বেষাদিদূষিতান্তঃকরণ ঔৎসুক্যমাত্রেণ "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি" বাক্‌পাণ্যাদীনি "সংযম্য" নিগৃহ্য বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ "মনসা" রাগাদিপ্রেরিতেন "ইন্দ্রিয়ার্থান্" শব্দাদীন্ ন ত্বাত্মতত্ত্বং "স্মরন্"আস্তে কৃতসন্ন্যাসোঽহং ইত্যভিমানেন কর্ম্মশূন্যস্তিষ্ঠতি "স মিথ্যাচারঃ" সত্ত্বশুদ্ধ্যভাবেন ফলাযোগ্যত্বাৎ পাপাচার উচ্যতে—"ত্বম্পদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং। শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ" ॥—ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেণ। অত উপপন্নং ন চ সন্ন্যসনাদেবাশুদ্ধান্তঃকরণঃ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি ॥৬

অনুবাদ—আর যে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল মাত্র কোনরূপ কৌতূহল বশতঃ সন্ন্যাস অবলম্বন করে সে তাহার ফলভাগী হয় না, যেহেতু ;—**যঃ**—যে **বিমূঢ়াত্মা**—রাগ (আসক্তি) এবং দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা দূষিতহৃদয় ব্যক্তি কেবল ঔৎসুক্য নিবন্ধন, **কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি**—বাক্, পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে **সংযম্য**—নিগৃহীত করিয়া অর্থাৎ বহিরিন্দ্রেয়ের দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, **মনসা**—রাগ আদির দ্বারা চালিত মনের দ্বারা **ইন্দ্রিয়ার্থান্**=শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সকল **স্মরন্**—চিন্তা করিয়া থাকে কিন্তু আত্মতত্ত্ব ধ্যান করিতে থাকে না, অর্থাৎ আমি সন্ন্যাস করিয়াছি এইরূপ অভিমান হেতু কেবল কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান করে, **সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে**=সেই ব্যক্তি মিথ্যাচার বলিয়া অভিহিত হয়—অর্থাৎ "ত্বং পদের অর্থের বিবেকের (বিশেষ জ্ঞানের) জন্যই যখন শ্রুতির দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে তখন ত্যাগী অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম্ম ত্যাগ করে সেই ব্যক্তি পতিত হইয়া থাকে" ইত্যাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বারা সেই ব্যক্তি পাপাচার বলিয়া কথিত হয় (কেন না তাহার সত্ত্বশুদ্ধি না হওয়ায় সে সন্ন্যাসের ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহার যোগ্য হয় নাই এবং কর্ম্মের অধিকারী হইয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে না।) সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল সন্ন্যাস করিলেই যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না তাহা উপপন্ন হইল অর্থাৎ তাহা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইল।৬

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ কর্ম্মত্যাগ সম্ভব হয় না। এই অজ্ঞানাবস্থায় যদি কেহ কৌতূহল পরবশ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার মিথ্যাচার জনিত পাপ হয়। যতক্ষণ জ্ঞানারূঢ় না হওয়া যায় ততক্ষণ কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকে। অন্তরে প্রবৃত্তি রাখিয়া বাহিরে ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে মিথ্যাচার হয়; কামসঙ্কল্প বর্জ্জিত কর্ম্মপ্রবৃত্তি রহিত হওয়াকেই কর্ম্মত্যাগী বলে।৬

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু, হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ। অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ অর্থাৎ তুমি নিয়ত অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে থাক। কারণ বৈধ কর্ম্ম না করিলে (শুধু যে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে না তাহা নহে কিন্তু) তোমার বিধ্যনুমোদিতভাবে জীবিকানির্ব্বাহও হইবে না ॥৮॥

ঔৎসুক্যমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণ্যসন্ন্যস্য চিত্তশুদ্ধয়ে নিষ্কামকর্ম্মাণ্যেব যথাশাস্ত্রং কুর্য্যাৎ।১ যস্মাৎ—তুশব্দোঽশুদ্ধান্তঃকরণসন্ন্যাসিব্যতিরেকার্থঃ—।২ "ইন্দ্রিয়াণি" জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি "মনসা সহ নিয়ম্য" পাপহেতুশব্দাদিবিষয়াসক্তের্নিবর্ত্ত্য মনসা বিবেকযুক্তেন নিয়ম্যেতি বা "কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈ"র্ব্বাক্পাণ্যাদিভিঃ "কর্ম্মযোগং" শুদ্ধিহেতুতয়া বিহিতং কর্ম্ম "আরভতে" করোতি "অসক্তঃ" ফলাভিলাষশূন্যঃ সন্ যো বিবেকী "স" তস্মান্মিথ্যাচারাৎ "বিশিষ্যতে" পরিশ্রমসাম্যেঽপি ফলাতিশয়ভাক্ত্বেন শ্রেষ্ঠো ভবতি।৩ হে অর্জ্জুন! আশ্চর্য্যমিদং পশ্য যদেকঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্নন্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ব্যাপারয়ন্ পুরুষার্থশূন্যোঽপরস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ব্যাপারয়ন্ পরমপুরুষার্থভাক্ ভবতীতি।৪—৭

অনুবাদ—কেবলমাত্র কৌতূহল বশতঃ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত।১ যেহেতু, **তু**=কিন্তু—। শুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসিগণের সহিত ব্যতিরেক (বিভিন্নতা) নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্লোকে "যস্তু" এইস্থলে "তু" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী হইতে ভিন্ন যে ব্যক্তি—।২ **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গণকে অর্থাৎ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে **মনসা**—মনের সহিত **নিয়ম্য**=সংযত করিয়া অর্থাৎ মনকে এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কেও পাপহেতু (যাহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয় সেই) শব্দাদি বিষয়াসক্তি হইতে **নিয়ম্য**—নিবৃত্ত করিয়া,—অথবা বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা সেইগুলিকে সংযত করিয়া,—**কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ**—বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা **কর্ম্মযোগং**—যে সমস্ত কর্ম্ম শুদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত হইয়াছে সেইগুলি **আরভতে**=আরম্ভ করে অর্থাৎ অনুষ্ঠান করে, **অসক্তঃ সন্**—অসক্ত হইয়া অর্থাৎ ফলাভিলাষশূন্য হইয়া **সঃ**—সেই বিবেকী পুরুষ, মিথ্যাচারী (কপটাচারী) অন্যান্য ব্যক্তি হইতে **বিশিষ্যতে**=বিশিষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই মিথ্যাচারী ব্যক্তি এবং বিবেকী লোক উভয়ের পরিশ্রম সমান হইলেও বিবেকী ব্যক্তি অতিশয় ফল লাভ করিতে সমর্থ হন বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।৩ ওহে অর্জ্জুন! ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখ, যে, একজন কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে আবদ্ধ করতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে ব্যাপারিত (বিষয়দেশে প্রেরিত) করিয়া পুরুষার্থশূন্য হন অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না আর অন্য একজন জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে ব্যাপারিত করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পরমপুরুষার্থ লাভের পাত্র হইয়া থাকে।৪—৭।

ভাবপ্রকাশ—যতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় থাকা যায় ততক্ষণ কর্ম্মত্যাগ না করিয়া অসক্ত বুদ্ধিতে

নিয়তমিতি—যস্মাদেবং তস্মান্মনসা জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ "ত্বং" প্রাগননুষ্ঠিতশুদ্ধিহেতুকর্ম্মা "নিয়তং" বিধ্যুদ্দেশে ফলসম্বন্ধশূন্যতয়া নিয়তনিমিত্তেন বিহিতং "কর্ম্ম" শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ নিত্যমিতি প্রসিদ্ধং "কুরু"।১ কুর্ব্বিতি মধ্যমপুরুষ-প্রয়োগেণৈব ত্বমিতিলব্ধে ত্বমিতি পদমর্থান্তরে সংক্রমিতম্।২ কস্মাদশুদ্ধান্তঃকরণেন কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যং—? "হি" যস্মাৎ "অকর্ম্মণো"ঽকরণাৎ "কর্ম্মৈ"ব "জ্যায়ঃ" প্রশস্যতরম্।৩ ন কেবলং কর্ম্মাভাবে তবান্তঃকরণশুদ্ধিরেব ন সিদ্ধ্যেৎ কিন্তু "অকর্ম্মণো" যুদ্ধাদিকর্ম্ম-রহিতস্য "তে" তব "শরীরযাত্রা" শরীরস্থিতিরপি ন প্রকর্ষেণ ক্ষাত্রবৃত্তিকৃতত্বলক্ষণেন "সিদ্ধ্যেৎ", তথা প্রাগুক্তং।৪ অপিচেত্যন্তঃকরণশুদ্ধিসমুচ্চয়ার্থঃ ॥৫—৮

কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই প্রশস্ত। ভিতরে প্রবৃত্তি রাখিয়া বাহিরে কর্ম্ম বন্দ করিলে হয় মিথ্যাচার; কিন্তু অন্তরে জ্ঞানেন্দ্রিয় নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়া বাহিরে কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।

অনুবাদ—এইরূপই যখন তত্ত্ব হইতেছে তখন, মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের দ্বারা **ত্বং**=তুমি অর্থাৎ যে তুমি পূর্ব্বে অন্তঃকরণশুদ্ধির হেতুস্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর নাই সেই তুমি **নিয়তম্**=বিধির উদ্দেশে অর্থাৎ বিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধশূন্য হওয়ায় নিয়ত-নিমিত্ত বলে যাহা বিহিত এবং যাহা নিত্য এই নামে প্রসিদ্ধ সেই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মগুলি অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মগুলি **কুরু**=সম্পন্ন কর। (অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মই শাস্ত্রের বিধেয়, কিন্তু ফল কখনও বিধেয় হয় না। সুতরাং ফল বিধির বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাহার আশা ত্যাগ করিয়া যাহা বিধির বিষয়ীভূত এবং বিশেষ বিশেষ নিয়ত নিমিত্তবশতও যাহা বিহিত সেই কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। তাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয়। আর প্রত্যবায়যুক্ত মলিন চিত্ত কখনও শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না)।১ এস্থলে **"কুরু"**—"কর" এই মধ্যম পুরুষের এক বচনের ক্রিয়া পদটী মাত্র প্রযুক্ত হইলেই যখন "তুমি" এই কর্ত্তৃপদটী (প্রযুক্ত না হইলেও) পাওয়া যায় তথাপি যে "ত্বম্"—"তুমি" এই পদটী অধিক ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অন্য উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ 'তুমি কর'—তোমার মত অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কেবল নিষ্কাম কর্ম্মই বিহিত, এই প্রকার অর্থ বুঝাইবার জন্য ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।২ অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির যে কেবল কর্ম্মই কর্ত্তব্য তাহার হেতু কি? (উত্তর—) **হি**=যেহেতু **অকর্ম্মণঃ**=অকর্ম্ম অপেক্ষা অর্থাৎ অকরণ (কিছু না করা) অপেক্ষা **কর্ম্ম জ্যায়ঃ** অর্থাৎ কর্ম্মই প্রশস্যতর—অধিক প্রশস্ত।৩ কর্ম্ম না করিলে যে কেবল তোমার অন্তঃকরণশুদ্ধিই হইবে না তাহা নহে, কিন্তু **অকর্ম্মণঃ**=অকর্ম্মা তোমার অর্থাৎ তুমি যুদ্ধাদি কর্ম্ম রহিত হইলে তোমার **শরীরযাত্রাপি**=শরীর-যাত্রাও অর্থাৎ শরীরস্থিতিও **ন প্রসিধ্যেৎ**=ক্ষাত্রবৃত্তিকৃতত্বরূপ প্রকর্ষ সহকারে সিদ্ধ হইবে না—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের প্রকৃষ্ট বৃত্তি; কিন্তু তুমি যদি যুদ্ধাদি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার জীবিকানির্ব্বাহ হইবে না; আর যদি ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাও তাহা হইলে তাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতি অশোভন হইবে; এই কারণে **প্রসিধ্যেৎ** এই স্থলে **প্র** উপসর্গ দিয়া "প্রকর্ষ সহকারে" এইরূপ বলা হইয়াছে।৪ শ্লোকে

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ; কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ তদর্থং কর্ম্ম সমাচর অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা ছাড়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এই কর্ম্মাধিকারী পুরুষ কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। অতএব হে কুন্তীনন্দন! তুমি সেই উদ্দেশ্যেই নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম্ম করিতে থাক ।৯।

"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু"রিতি স্মৃতেঃ সর্ব্বং কর্ম্ম বন্ধাত্মকত্বান্মুমুক্ষুণা ন কর্ত্তব্যমিতি মন্বানস্যোত্তরমাহ যজ্ঞার্থাদিতি—।১ যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু"রিতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থং যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদযজ্ঞার্থং তস্মাৎ "কর্মণঃ অন্যত্র" কর্মণি প্রবৃত্তোঽয়ং "লোকঃ" কর্মাধিকারী "কর্মবন্ধনঃ" কর্মণা বধ্যতে নত্বীশ্বরারাধনার্থেন ।২ অতঃ "তদর্থং" যজ্ঞার্থং "কর্ম" হে "কৌন্তেয়" "ত্বং" কর্মণ্যধিকৃতো "মুক্তসঙ্গঃ" সন্ "সমাচর" সম্যক্ শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং আচর ॥৩—৯

"অপি চ" শব্দটী অন্তঃকরণ শুদ্ধির সমুচ্চয় করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার জীবন যাত্রা নির্বাহ করা ত সম্ভব হইবেই না অধিকন্তু তাহাতে তোমার চিত্তশুদ্ধিও হইবে না—ইহাই 'অপি চ' শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়াছে ।৫—৮

ভাবপ্রকাশ—তুমি সর্ব্বদা নিত্যকর্ম্ম করিতে থাক; অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম করিলে অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের পরম ফল হইতে সে বঞ্চিত ত হয়ই, অধিকন্তু শুদ্ধিলাভ করিবার একমাত্র উপায় যে কর্ম্ম তাহা হইতে বিরত হওয়ায় অশুদ্ধিও কাটে না। তাই অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগ করিলে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হয়। আরও দেখ কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও চলিবে না। তাই কর্ম্মত্যাগ বলিতে ভুল বুঝিও না। হস্তপদাদির ক্রিয়াত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলে না। কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগই কর্ম্মত্যাগ, কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত হস্তপদাদির ক্রিয়াযুক্ত কর্ম্ম করিলেও বাস্তবিক পক্ষে অকর্ম্মই হয় ।৮

অনুবাদ—"জীব কর্ম্মের দ্বারা বন্ধপ্রাপ্ত হয়"—এই স্মৃতি বচন হইতে জানা যায় যে, সকল কর্ম্মই বন্ধাত্মক; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির তাহা অনুষ্ঠেয় নহে অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি বন্ধন ত্যাগ করিতে চাহেন; কিন্তু কর্ম্ম করিলে বন্ধই হইয়া থাকে। এ কারণে তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। এইরূপ মনে করিয়া তাহার উত্তর বলিতেছেন—১। যজ্ঞ পদের অর্থ পরমেশ্বর; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "যজ্ঞই বিষ্ণু";—সেই যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম। তাদৃশ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে যদি **অয়ং লোকঃ**—এই কর্ম্মাধিকারী পুরুষ প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে **কর্ম্মবন্ধনঃ**—কর্ম্মবন্ধন হয় অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সে বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনার জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহাতে তাহাকে বদ্ধ হইতে হয় না ।২। অতএব হে কৌন্তেয়! **ত্বং**—তুমি অর্থাৎ কর্ম্মের অধিকারী তুমি **মুক্তসঙ্গঃ**—মুক্তসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ আসক্তিবিহীন হইয়া **তদর্থং**—সেই যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম করণীয় কর্ম্ম **সমাচর**—সম্যক্রূপে অর্থাৎ শ্রদ্ধাদির সহিত অনুষ্ঠান কর ।৩—৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥

পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—"অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্; এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু অর্থাৎ প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞের সহিত ত্রৈবর্ণিকগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—'এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর—এই যজ্ঞই তোমাদের অভিলাষ পূরক হউক।—অনেন দেবান্ ভাবয়ত; তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ অর্থাৎএই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে তৃপ্ত কর এবং সেই দেবগণও তোমাদিগকে তৃপ্ত করুন—এই প্রকারে পরস্পরের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া তোমরা পরম শ্রেয়োলাভ করিতে থাক ॥১০,১১॥

প্রজাপতিবচনাদপ্যধিকৃতেন কর্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ সহযজ্ঞা ইত্যাদিচতুর্ভিঃ।১ সহ যজ্ঞেন স্বাশ্রমোচিতবিহিতকর্মকলাপেন বর্ত্তন্ত ইতি "সহযজ্ঞাঃ" কর্মাধিকৃতা ইতি যাবৎ—বোপসর্জ্জনস্যেতি পক্ষে সাদেশাভাবঃ—। "প্রজাঃ" ত্রীন্ বর্ণান্ "পুরা" কল্পাদৌ

ভাবপ্রকাশ—কর্ম্ম করিলেই যে বন্ধন হইবে এমন ভাবিও না। যজ্ঞার্থে অর্থাৎ পরমেশ্বরের তৃপ্তির জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তজ্জনিত কোনও বন্ধন হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকেন, এই অন্তর্যামী ভগবান্ সদ্‌বুদ্ধিরূপে মনুষ্যের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্যকে পুণ্যের পথে চালিত করেন। এই অন্তর্যামী ভগবানের নির্দ্দেশ মত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য করিলে কর্ম্মজনিত বন্ধন হয় না। এই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তসঙ্গ হওয়া যায়। স্বার্থবুদ্ধিতেনিজের সুবিধার জন্য কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম সফল হইলে সুখ হয়, পরন্তু বিফল হইলে দুঃখ হয়, কিন্তু যদি স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত না হইয়া অন্তর্যামী ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তবে কর্ম্মের সাফল্য বা বৈফল্যজনিত সুখদুঃখ কর্ত্তাকে স্পর্শ করিবে না। তিনি ত ঐ ফলের জন্য কর্ম্ম করেন নাই। তিনি সদ্‌বুদ্ধির তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিয়াছেন। সদ্‌বুদ্ধির নির্দ্দেশ তিনি মানিতে পারিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার পরম আনন্দ। বাহিরে জাগতিক ফল কি হইল সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। সদ্‌বুদ্ধির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কর্ম্ম, অন্তর্যামী ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম, হইলেই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম—ইহা করিলে বন্ধন হয় না। কারণ আসক্তিই বন্ধন, স্বার্থবুদ্ধিই আসক্তি। তাই যজ্ঞার্থ কর্ম্মই আসক্তিরহিত কর্ম্ম। আসক্তিযুক্ত কর্ম্ম হইতে বন্ধনের সৃষ্টি—আসক্তিরহিত কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ হয়। কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ—এই কর্ম্ম বলিতে আসক্তিযুক্ত কর্ম্ম বুঝায়। কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত ক্রিয়ার নাম কর্ম্ম; তাহাতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণের ভেদবোধ আছে এবং নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ আছে। ক্রিয়া হইলেই কর্ম্ম হয় না; কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমানবিরহিত ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে অকর্ম্ম।৯

অনুবাদ—প্রজাপতির বচন হেতুও অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; তাহাই "সহযজ্ঞাঃ" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন।১ যজ্ঞের সহিত অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মকলাপের সহিত যাহারা

"সৃষ্ট্বা"বাচ প্রজানাম্পতিঃ—।২ সৃষ্ট্বা কিমুবাচেত্যাহ "অনেন" যজ্ঞেন স্বাশ্রমোচিতধর্ম্মেণ "প্রসবিষ্যধ্বং" প্রসূয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ।৩ কথমনেন বৃদ্ধিঃ স্যাদত আহ "এষ" যজ্ঞাখ্যো ধর্ম্মঃ "বো" যুষ্মাকং "ইষ্টকামধুক্" ইষ্টানভিমতান্ কামান্ কাম্যানি ফলানি দোগ্ধি প্রাপয়তীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ।৪ অত্র যদ্যপি যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থমকরণে প্রত্যবায়স্যাগ্রে কথনাৎ কাম্যকর্ম্মণাঞ্চ প্রকৃতে প্রস্তাবো নাস্ত্যেব "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূ"রিত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ তথাপি নিত্যকর্ম্মণামপ্যানুষঙ্গিকফলসম্ভাবাদেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুগিত্যুপপদ্যতে।৫ তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি "তদ্যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মঞ্চর্য্যমাণমর্থা অনূৎপদ্যন্তে নোচেদনূৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতীতি"।৬ ফলসম্ভাবেঽপি তদভিসন্ধ্যানভিসন্ধিভ্যাং কাম্যনিত্যয়োর্ব্বিশেষঃ, অনভিসংহিতস্যাপি বস্তুস্বভাবাদুৎপত্তৌ ন বিশেষঃ। বিস্তরেণ চাগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যতে॥৭—১০

বর্ত্তমান থাকে তাহারা সহযজ্ঞ; সুতরাং সহযজ্ঞ অর্থ কর্ম্মাধিকৃত পুরুষ—"বা উপসর্জ্জনস্য—"উপসর্জ্জনীভূত সহ শব্দের স্থানে বিকল্পে 'স' আদেশ হয়" এই নিয়ম অনুসারে (বিকল্পে 'স' আদেশ হয় বলিয়া) এস্থলে 'স' আদেশ হয় নাই—প্রজাগণের পতি স্রষ্টা পূর্ব্বে কল্পাদিকালে **প্রজাঃ** অর্থাৎ (বেদাধিকৃত) ব্রাহ্মণাদি তিনটী বর্ণের সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—।২ তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছেন—**অনেন**—এই যজ্ঞরূপ স্ব স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্মের দ্বারা **প্রসবিষ্যধ্বম্**—তোমরা প্রসূত হও (প্রাপ্ত হও)—প্রসব শব্দের অর্থ বৃদ্ধি। সুতরাং **অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্** অর্থ ইহার দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি লাভ কর।৩ এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই যজ্ঞের দ্বারা কিরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—**এষঃ**—ইহা অর্থাৎ এই যজ্ঞনামক ধর্ম্ম **বঃ**—তোমাদের **ইষ্টকামধুক্**—ইষ্টফলদাতা **অস্তু**—হউক। যাহা ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত কাম অর্থাৎ কাম্য ফল, দোহন করে অর্থাৎ পাওয়াইয়া দেয়, তাহাই ইষ্টকামধুক্; তাহার মত হউক—এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক ইহাই ফলিতার্থ।৪ এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে যদিও এখানে যজ্ঞ পদটী আবশ্যক কর্ম্মের উপলক্ষণ অর্থাৎ যজ্ঞ বলায় এখানে সমস্ত আবশ্যক (অবশ্যানুষ্ঠেয়) কর্ম্মই বিবক্ষিত হইতেছে, কারণ তাহা না করিলে যে প্রত্যবায় হয় তাহা অগ্রে বলা হইবে, আর প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ এস্থলে যে বিষয়টী বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে কাম্যকর্ম্মের প্রস্তাবও নাই, কেন না "তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না" ইত্যাদি সন্দর্ভে কাম্যকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিরাকৃত হইয়াছে, তথাপি নিত্যকর্ম্ম সকলেরও যখন আনুষঙ্গিক ফল হইতে পারে, তখন "এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্—"ইহা তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক" এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয়। (অর্থাৎ নিষ্কাম ফলশূন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে কর্ম্মের ফলনির্দ্দেশ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও এস্থলে ফলটী মুখ্য নহে কিন্তু তাহা অনুষঙ্গিক)।৫ আপস্তম্ব এইরূপ স্মৃতিও নিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—"যেমন আম্র [বৃক্ষ ফলের জন্য নির্ম্মিত হইলেও তাহার ছায়া ও গন্ধ অনু উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আনুষঙ্গিকভাবে

কথমিষ্টকামদোগ্ধৃত্বং যজ্ঞস্যেতি তদাহ দেবানিতি—।১ "অনেন যজ্ঞেন"—যূয়ং যজমানাঃ "দেবান্"ইন্দ্রাদীন্ "ভাবয়ত" হবির্ভাগৈঃ সম্বর্দ্ধয়ত তর্পয়তেত্যর্থঃ "তে দেবা"

উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম আচরিত হইতে থাকিলে পুরুষার্থরূপ ফলও আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর যদি তাহা উৎপন্ন না হয় তাহার জন্য ধর্ম্মের কোন হানি হয় না"।৬ কাম্যকর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্মের ফল থাকিলেও তাহাদের পার্থক্য এই যে কাম্যকর্ম্মে ফলাভিসন্ধি থাকে আর নিত্যকর্ম্মে তাহা থাকে না। আর যাহা অনভিসংহিত অর্থাৎ যাহার অভিসন্ধান বা অভিলাষ করা হয় না তাহা যদি বস্তুস্বভাবে উৎপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাতে কোন বিশেষ হয় না, অর্থাৎ তাহাতে নিত্যকর্ম্মের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না। অগ্রে ইহা সবিস্তরে আলোচিত হইবে।৭ [**তাৎপর্য্য** ঃ— ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া কর্ত্তব্যতাবোধে সমস্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য ; এরূপ করিলে কাম্যকর্ম্মও নিত্যকর্ম্মের সমান হইয়া দাঁড়ায়, কেন না ফলাভিসন্ধি এবং ফলাভিসন্ধিহীনতা লইয়াই কাম্য ও নিত্যের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হয়। এস্থলে কর্ত্তব্যতাবোধে কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে "ইহা তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক" এইরূপ বলিয়া কর্ম্মের ফল নির্দ্দেশ করায় পূর্ব্বাপর বচনের সামঞ্জস্য থাকে না। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় এই যে, এস্থলে যে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা আনুষঙ্গিক ফল বুঝিতে হইবে ; যাহা আনুষঙ্গিক অর্থাৎ কোন কিছুর অনুষ্ঠানকালে বিনা যত্নে বস্তুস্বভাব অনুসারে স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা উদ্দেশ্যীভূত নহে বলিয়া তাহার দ্বারা নিত্যকর্ম্মের কাম্যত্বপ্রসক্তি হইতে পারে না। সুতরাং আনুষঙ্গিকভাবে উৎপদ্যমান ফল কীর্ত্তিত হইলেও পূর্ব্ববচনের সহিত আর কোন বিরোধ হইতে পারিল না।]৭—১০

ভাবপ্রকাশ—প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা এবং যজ্ঞকে এককালে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে যজ্ঞই মনুষ্যের কল্যাণের হেতু হইবে এবং যজ্ঞই মনুষ্যের সকল অভীষ্ট পূরণ করিবে। যজ্ঞ হইতেছে স্বার্থবিরহিত পরার্থপর কর্ম্ম ; এই যজ্ঞ কর্ম্মই মনুষ্যের সকল অভ্যুদয়ের হেতু। স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্ম্ম আমাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। পরার্থপর কর্ম্ম, অন্তর্যামী ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত কর্ম্ম আমাদিগের চিত্তকে উদার করিয়া তুলে। এই যজ্ঞকর্ম্ম বা পরার্থপর বুদ্ধি আমাদের স্বাভাবিক ; মানুষ স্বার্থপর বটে কিন্তু পরার্থপরতাও তাহার ধার করা জিনিষ নহে ; ইহাও তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বর্ত্তমান। আমরা যেমন এক সময় স্বার্থান্ধ হইয়া কর্ম্ম করি তেমনি আবার অন্য সময়ে দয়াপরবশ হইয়া পরের দুঃখ মোচন করিতে, অপরের উপকার করিতে যত্নবান্ হই। তাই প্রজা ও যজ্ঞ সহজাত। এই কথা বলিবার জন্যই ভগবান্ "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ" বোধ হয় বলিলেন। আমাদের মধ্যেই এই যজ্ঞকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি আছে ; উহাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে মাত্র।১০

অনুবাদ—যজ্ঞ কিরূপে ইষ্টফলপ্রদ হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছেন—।১ **অনেন**—এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা যজমান হইয়া অর্থাৎ যাগ করিতে থাকিয়া **দেবান্**—ইন্দ্রাদিদেবগণকে **ভাবয়ত**—ভাবিত কর অর্থাৎ হবির্ভাগের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত কর অর্থাৎ তাঁহাদিগকে তৃপ্ত কর—। **তে দেবাঃ**—সেই দেবগণ আবার তোমাদের দ্বারা ভাবিত হইয়া **ভাবয়ন্তু বঃ**—তোমাদিগকে ভাবিত করুক অর্থাৎ সুবৃষ্টি আদি

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে ; হি তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্ক্তে সঃ স্তেন এব অর্থাৎ দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা তোষিত হইলে তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন। সেই দেবগণ যাহা দিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোর ছাড়া আর কিছু নহে ॥১২॥

যুষ্মাভির্ভাবিতাঃ সন্তো "বো" যুষ্মান্ "ভাবয়ন্তু" বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ সম্বর্দ্ধয়ন্তু।২ এবমন্যোন্যং সম্বর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ "পরং শ্রেয়ো"ঽভিমতমর্থং প্রাপ্স্যথ—দেবাস্তৃপ্তিং প্রাপ্স্যন্তি যূয়ঞ্চ স্বর্গাখ্যং পরং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথেত্যর্থঃ ॥৩—১১

ন কেবলং পারত্রিকমেব ফলং যজ্ঞাৎ কিন্ত্বৈহিকফলমপীত্যাহ ইষ্টানিতি—।১ "ইষ্টান্" অভিলষিতান্ "ভোগান্" পশ্বন্নহিরণ্যাদীন্ "বো" যুষ্মভ্যং "দেবা দাস্যন্তে" বিতরিষ্যন্তি। হি যস্মাৎ যজ্ঞৈর্ভাবিতাস্তোষিতাস্তে।২ যস্মাত্তেঋণবদ্ভবদ্ভ্যো দত্তা ভোগাস্তস্মাত্তে র্দৈবৈর্দত্তান্ ভোগানেভ্যো দেবেভ্যোঽপ্রদায় যজ্ঞেষু দেবোদ্দেশেনাহুতীর-সম্পাদ্য "যো ভুঙ্ক্তে" দেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি "স্তেন এব" তস্কর এব "সঃ" দেবস্বাপহারী দেবর্ণানপাকরণাৎ।৩—১২

দান করিয়া অন্নোৎপত্তি পূর্ব্বক (সুশস্যাদি দিয়া) তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করুক।২ এইরূপে দেবতারা এবং তোমরা পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিতে থাকিয়া **শ্রেয়ঃ পরম্**—পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অভিমত অর্থ **অবাপ্স্যথ**—লাভ কর—দেবগণতৃপ্তিলাভ করুক আর তোমরা স্বর্গ নামক পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হও, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩—১১

ভাবপ্রকাশ—তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধনা কর, দেবতারাও তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তোমরা শ্রেয়োলাভ কর। সত্যই যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে দেবতার প্রীতি হয়। দেবতা শব্দ দিব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এই ধাতুর অর্থ দ্যোতন বা প্রকাশন : যজ্ঞানুষ্ঠানে অর্থাৎ পরার্থপর কর্ম্মে দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্ন হন। ইহার অর্থ এই যে এইরূপ কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ সাত্ত্বিক হয় এবং চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া অন্তরালোক ফুটিয়া উঠে। আর এই জ্ঞানালোকই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু।১১

অনুবাদ—যজ্ঞ হইতে যে কেবল পারলৌকিক ফলেরই লাভ হয় তাহা নহে কিন্তু ঐহিক ফলও পাওয়া যায়, তাহাই বলিতেছেন—**দেবাঃ**—দেবগণ **বঃ**—তোমাদিগকে **ইষ্টান্ ভোগান্**—পশু, অন্ন সুবর্ণাদি অভিলষিত ফল সকল **দাস্যন্তে**—দান করিবেন অর্থাৎ বিতরণ করিবেন। **হি**—যে হেতু **তে**—সেই দেবতারা **যজ্ঞৈঃ ভাবিতাঃ**—যজ্ঞের দ্বারা তোষিত হইবেন—।২ যে তোমরা তাঁহাদের নিকট ঋণবান্ সেই তোমাদিগকে যেহেতু তাঁহারা বহু ভোগ দান করিয়া থাকেন সেই কারণে **তৈঃ**—সেই দেবগণের দ্বারাই **দত্তান্**—প্রদত্ত ভোগ যজ্ঞাদিতে ত্যক্তব্য হবিরাদি, **এভ্যঃ**—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি তে পাপাঃ অঘং ভুঞ্জতে অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন সেই সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে (বিহিতাকরণ এবং পঞ্চসূনাজনিত পাপ হইতে) অব্যাহতি পান। পক্ষান্তরে যে সমস্ত পাপীরা কেবলমাত্র নিজের জন্যই অন্ন পাক করে তাহারা তাহাতে কেবল পাপই ভোগ করিয়া থাকে ॥১৩

যে তু যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টমমৃতং যেঽশ্নন্তি তে "সন্তঃ" শিষ্টা বেদোক্তকারিত্বেন দেবাদ্যৃণাঽপাকরণাৎ। অতস্তে "মুচ্যন্তে" সর্ব্বৈর্বিহিতাকরণনিমিত্তৈঃ পূর্ব্বকৃতৈশ্চ পঞ্চসূনানিমিত্তৈঃ "কিল্বিষৈঃ" ভূতভাবিপাতকাসংসর্গিনস্তে ভবন্তীত্যর্থঃ।১ এবমন্বয়ে ভূতভাবিপাপাভাবমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ—"ভুঞ্জতে তে" বৈশ্বদেবাদ্য-কারিণো"অঘং" পাপমেব—। তুশব্দোঽবধারণে—। "যে পাপাঃ" পঞ্চসূনানিমিত্তং প্রমাদকৃতহিংসানিমিত্তঞ্চ কৃতপাপাঃ সন্তঃ "আত্মকারণাৎ" এব "পচন্তি" ন তু বৈশ্বদেবাদ্য-র্থম্। তথাচ পঞ্চসূনাদিকৃতপাপে বিদ্যমানে এব বৈশ্বদেবাদিনিত্যকর্ম্মাকরণনিমিত্তমপরং পাপমাপ্নুবন্তীতি ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা ইত্যুক্তম্।২ তথাচ স্মৃতিঃ, "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী

ইঁহাদিগকে অর্থাৎ এই দেবগণকে **অপ্রদায়**=দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি সম্পাদন না করিয়া **যঃ ভুঙক্তে**=যে ব্যক্তি ভোজন করে অর্থাৎ কেবল নিজ দেহ ইন্দ্রিয় আদির তৃপ্তিসাধন করে **সঃ**=সেই দেবস্বাপহারী ব্যক্তি **স্তেন এব**=তস্কর ছাড়া আর কি? কারণ সে দেবগণের ঋণ শোধ করে নাই।৩—১২

অনুবাদ—পক্ষান্তরে যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন তাঁহারা **সন্তঃ** অর্থাৎ শিষ্ট,কেন না তাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া দেবঋণ শোধ করিয়া দিয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহারা **মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ**=বিহিত কর্ম্মের অকরণজন্য সমুৎপন্ন এবং পূর্ব্বাচরিত পঞ্চসূনাজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। অতীত ও অনাগত পাতকের সংসর্গ তাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ এই প্রকারে অন্বয়ক্রমে ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপের অভাব দেখাইয়া ব্যতিরেকে কি দোষ হয় তাহাই "ভুঞ্জতে" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিতেছেন। অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই হইল অন্বয় এবং তাহা না করিলে কি দোষ হয় তাহাই বলিতে উপক্রম করিতেছেন, তাহাই হইল ব্যতিরেক। **ভুঞ্জতে তে ত্বঘং** (তু অবং) এস্থলে "তু" শব্দটী অবধারণার্থে (নিশ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে ; **তে**=বৈশ্বদেব আদি ক্রিয়া যাহারা করে না সেই সমস্ত ব্যক্তিরা **ভুঞ্জতে অঘম্**=কেবল পাপই ভক্ষণ করে। **"যে পাপাঃ"**=যে সমস্ত পাপীরা অর্থাৎ পঞ্চসূনার জন্য এবং প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ হিংসা করার জন্য যাহারা নিত্য পাপানুষ্ঠান করিতেছে তাহারা **আত্মকারণাদেব পচন্তি**=কেবল নিজের জন্যই পাক করিয়া থাকে, কিন্তু বৈশ্বদেবাদির নিমিত্ত পাক করে না। সুতরাং পঞ্চসূনাদিজন্য একপ্রকার পাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা বৈশ্বদেব আদি নিত্যকর্ম্ম না করার জন্য অন্য প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে, এই জন্য বলা হইয়াছে যে তাহারা কেবল পাপই ভোগ করিয়া থাকে।২

উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥" ইতি। "পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি" ইতি চ। শ্রুতিশ্চ "ইদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ" (বৃহদাঃ উঃ ২।৪।১০) ইতি, ; মন্ত্রবর্ণোঽপি—"মোঘমন্নং বিন্দতেঽপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী" (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৫) ইতি।৩ ইদঞ্চোপলক্ষণং পঞ্চমহাযজ্ঞানাং স্মার্ত্তানাং শ্রৌতানাঞ্চ নিত্যকর্ম্মণাম্। অধিকৃতেন নিত্যানি কর্ম্মাণ্যবশ্যমনুষ্ঠেয়ানীতি চ প্রজাপতিবচনার্থঃ ॥৪—১৩॥

স্মৃতিশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছে, যথা—কণ্ডনী (ঢেঁকী, হামালদিস্তা প্রভৃতি), পেষণী (শিল), চুল্লী, জলকুম্ভ এবং মার্জ্জনী (ঝাঁটা)—গৃহস্থের এই পঞ্চসূনা (পাঁচ প্রকার পাপ) অর্থাৎ এই পাঁচটীর দ্বারা অজ্ঞাতে অনভিপ্রেতভাবে পিপীলিকাদির বধাদিজন্য হিংসাদি অনুষ্ঠিত হওয়ায় সেইগুলি হইতে পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে; আর সেইগুলির জন্য পুরুষ স্বর্গলাভ করিতে পারে না"। "পঞ্চসূনাকৃত পাপ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা ক্ষালিত হইয়া থাকে।" শ্রুতিও শ্লোকোক্ত বিষয়টীর সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন যথা—"এই যাহা কিছু খাওয়া হয় তাহাই এই ভোক্তৃসমুদায়ের (আপিপীলিক) প্রাণিজগতের সাধারণ (সর্ব্বোপভোগ্য) অন্ন; যে ইহার উপাসনা করে অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের জন্য তাহাতে আসক্ত হয় সে পাপ হইতে অর্থাৎ অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, কারণ ইহা মিশ্র অর্থাৎ সেই অন্ন সর্বপুরুষের সাধারণ অন্ন। মন্ত্রেও এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—"সেই অপ্রচেতা (হৃদয়হীন) ব্যক্তি বিফল অন্ন ভোজন করে, সত্য বলিতেছি যে তাহা তাহার বধেরই (ধ্বংস বা অধঃপাতেরই) স্বরূপ, সেই ব্যক্তি অর্য্যমাকেও (সূর্য্যকেও) পুষ্ট করিতে পারে না অর্থাৎ অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষেপ করে না বলিয়া তাহা সূর্য্যে উপস্থিত হয় না এবং সে নিজ সখাকে অর্থাৎ অপরাপর উপজীবক জীবকেও পুষ্ট করেনা, সেই স্বোদরপূরণনিরত কেবলাদী (যে ব্যক্তি কেবল নিজেই ভোজন করে সেই) ব্যক্তি কেবলাঘ হয় অর্থাৎ কেবল পাপ সংসর্গেই পড়ে।"৩ এই যে বৈশ্বদেবযজ্ঞের কথা বলা হইল ইহা স্মৃতিবিহিত পঞ্চমহাযজ্ঞের এবং শ্রুতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম সকলের উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার দ্বারা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অধিকৃত ব্যক্তির অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে নিত্য কর্ম্ম সকল অবশ্য অনুষ্ঠেয় ইহাই প্রজাপতির উক্তির তাৎপর্য্য। অর্থাৎ দেবান্ ভাবয়তানেন ইত্যাদি প্রজাপতিবচনের অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তির স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।৪—১৩॥*

* এই শ্লোকের যে দেবাদি ঋণ, বৈশ্বদেব এবং পঞ্চসূনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ,—"জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ স্ত্রিভি র্ঋণবান্ জায়তে" ইত্যাদি শাস্ত্রমতে—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ (বর্ণাশ্রমী) তিনটী ঋণে ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং মনুষ্য (ঋষি) ঋণ। তন্মধ্যে স্বাধিকারানুরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সে দেবঋণ হইতে মুক্তি পায়, সুপুত্র উৎপাদন করিয়া বংশরক্ষা করিলে পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতিলাভ করে এবং স্বধ্যায়াধ্যয়ন করিলে ঋষিঋণ হইতে উত্তীর্ণ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে সকলেরই এই ঋণত্রয় পরিহার করা কর্ত্তব্য।

বৈশ্বদেব—প্রত্যহ অন্নপাক করিয়া দেবতা, পিতৃগণ, রক্ষোভূতাদি এবং শ্ব, চণ্ডাল, পতিত, বায়সাদি জীবগণের উদ্দেশ্যে তাহা ত্যাগ করা উচিত। এই প্রকারে যথাবিধি অন্নহোম ও অন্নবিতরণক্রিয়ার নাম বৈশ্বদেব যজ্ঞ বা বলিবৈশ্বদেব। প্রত্যেক

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি ; পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি ; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ অর্থাৎ অন্ন হইতে প্রাণিশরীর জন্মে, পর্জ্জন্য (মেঘ) হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য হয় আর সেই যজ্ঞ বৈধ কর্ম্ম হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ।১৪।

ন কেবলং প্রজাপতিবচনাদেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং অপি তু জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপীত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ।১ অন্নাদ্ভুক্তাদ্রেতো লোহিতরূপেণ পরিণতাৎ"ভূতানি" প্রাণিশরীরাণি "ভবন্তি" জায়ন্তে। অন্নস্য সম্ভবো জন্ম "অন্নসম্ভবঃ পর্জ্জন্যাৎ"বৃষ্টেঃ। প্রত্যক্ষসিদ্ধমেবৈতৎ। অত্র কর্ম্মোপযোগমাহ "যজ্ঞাৎ" কারীর্য্যাদেরগ্নিহোত্রাদেশ্চাপূর্ব্বাখ্যাদ্ধর্ম্মাৎ"ভবতি

ভাবপ্রকাশ—দেবতাদের নিকট হইতে ভোগের বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যদি দেবতাদের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ সম্পাদন না করিয়া কেবল নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে ইহা তস্করের কার্য্য হয়। যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাঁহাকে তাহা দান করিয়া, সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, যজ্ঞাবশেষ প্রসাদ ভোজন করিলে অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনানন্তর যে নির্ম্মল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় তাহা অনুভব করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। স্বার্থপর কর্ম্মই চিত্তকে সঙ্কুচিত করে—এই সঙ্কোচই পাপ। যজ্ঞকর্ম্ম অর্থাৎ পরার্থপর কর্ম্ম চিত্তকে উদার করিয়া তোলে। এই প্রসারণই পুণ্য। ১২-১৩।

অনুবাদ—কেবলমাত্র প্রজাপতির কথা মতই যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা নহে কিন্তু কর্ম্ম জগৎ-চক্রের প্রবৃত্তির কারন একারণেও কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহাই "অন্নাৎ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন।১ **অন্ন**—অন্ন হইতে অর্থাৎ রেতঃ ও রক্তরূপে পরিণত ভুক্ত অন্ন হইতে **ভূতানি**=ভূতসকল—অর্থাৎ প্রাণিশরীর সকল **ভবন্তি**=উৎপন্ন হইয়া থাকে। **অন্নসম্ভবঃ**=অন্নের সম্ভব অর্থাৎ জন্ম **পর্জ্জন্যাৎ**= পর্জ্জন্য হইতে অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এবিষয়ে কর্ম্মের কি উপযোগিতা আছে তাহাই বলিতেছেন, **যজ্ঞাৎ**=কারীরী আদি এবং অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্ম হইতে **পর্জ্জন্যঃ ভবতি**=বৃষ্টি হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রের আহুতি কিরূপে যজ্ঞের জনক হয় তাহা

গৃহস্থ এই প্রকারে বৈশ্বদেবযজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যেই পাক করিবে, আর তদবশিষ্ট ভোজন করিবে। যদি সে ঐ সমস্ত ভাগার্হ জীবগণের উদ্দেশে অন্ন বিতরণ না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে তাহা হইলে সে পাপভাগীই হয়।

পঞ্চসূনা—গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন প্রমাদতঃ বা অপ্রমাদতঃ কতই না পাপ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যেগুলি তাহার জ্ঞান-কৃত পাপ তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর অজ্ঞান কৃত পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয়। অজ্ঞান-কৃত পাপের পাঁচটী আধারকেই শাস্ত্রে দোষাবহ বলা হইয়াছে। সেইগুলি যথা—চুল্লী, পেষণী (শিলনোড়া), উপস্কর (মার্জ্জনী) কণ্ডনী (হামানদিস্তা প্রভৃতি) ও উদকুম্ভ (জলরাখিবার পাত্র) এই গুলিকে পঞ্চসূনা বলা হয়। সূনা শব্দের অর্থ ব্যবস্থান। এইগুলিও অজ্ঞাতসারে জীবহিংসার কারণ হয় বলিয়া সূনা নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চসূনাজনিত পাপ স্খালন করিবার জন্য গৃহস্থের পক্ষে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবার উপদেশ আছে। তন্মধ্যে প্রতিদিন হোম করা দেবযজ্ঞ, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা করা নৃযজ্ঞ, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া ভূতযজ্ঞ, আর বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ নামে অভিহিত হয়।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং বিদ্ধি তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ অর্থাৎ সেই যে কর্ম্ম তাহা ব্রহ্মবোধিত অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মই বুঝিবে, আর সেই বেদরূপ ব্রহ্ম অক্ষর পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণে সর্ব্বপ্রকাশক বেদ ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মবিধানেই বেদের তাৎপর্য্য ॥১৫॥

পর্জ্জন্যঃ। যথাচাগ্নিহোত্রাহুতের্ব্বৃষ্টিজনকত্বং তথা ব্যাখ্যাতমষ্টাধ্যায়ীকাণ্ডে জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদরূপায়াং ষট্‌প্রশ্ন্যাং।—মনুনা চোক্তং, "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" ইতি। (মনু ৩।৭৬) স চ "যজ্ঞো" ধর্ম্মাখ্যঃ সূক্ষ্মঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপারসাধ্যঃ, যজ্ঞস্য হি অপূর্ব্বস্য বিহিতং কর্ম্ম কারণম্ ॥৫—১৪॥

তচ্চাপূর্ব্বোৎপাদকং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্ম বেদঃ স এবোদ্ভবঃ প্রমাণং যস্য তত্তথা, বেদবিহিতমেব কর্ম্মাপূর্ব্বসাধনং জানীহি, নত্বন্যৎ পাষণ্ডপ্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ।১ নন্বু পাষণ্ডশাস্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্য কিং বৈলক্ষণ্যং, যতো বেদপ্রাতপাদিত এব ধর্ম্মো নান্য ইত্যত আহ –। "ব্রহ্ম" বেদাখ্যং "অক্ষরসমুদ্ভবং" অক্ষরাৎ পরমাত্মনো নির্দ্দোষাৎ পুরুষনিশ্বাস-ন্যায়েনাবুদ্ধিপূর্ব্বং সমুদ্ভব আবির্ভাবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং। ২ তথাচাপৌরুষেয়ত্বেন

শতপথব্রাহ্মণের অষ্টাধ্যায়ী কাণ্ডে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদ নামক ষট্‌প্রশ্নী মধ্যে অর্থাৎ ছয়টী প্রশ্নে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩ মনুও তাহা বলিয়াছেন যথা—"অগ্নিতে সম্যক্ অর্থাৎ যথাবিধি প্রক্ষিপ্ত আহুতি সূর্য্যে গিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; সূর্য্য হইতে বৃষ্টি নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; বৃষ্টি হইতে অন্ন হয় এবং তাহা হইতে প্রজা জন্মিয়া থাকে"।৪ আর **যজ্ঞঃ**=সেই ধর্ম্ম নামক সূক্ষ্ম যজ্ঞ **কর্ম্মসমুদ্ভবঃ**= কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা ঋত্বিক্ ও যজমানের ব্যাপার দ্বারাই সাধিত হয়। যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভব, কারণ অপূর্ব্ব নামক যে যজ্ঞ, বিহিত কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত হইয়া থাকে।৫—১৪॥

অনুবাদ—অপূর্ব্বের উৎপাদক সেই কর্ম্ম আবার **ব্রহ্মোদ্ভবম্**=ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ উদ্ভব অর্থাৎ প্রমাণ যাহার তাহাকে ব্রহ্মোদ্ভব বলা হয়। (অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদ হইতেই জানা যায়) বেদবিহিত কর্ম্মই অপূর্ব্বের সাধন, কিন্তু পাষণ্ড অর্থাৎ নাস্তিক বেদ-বহির্ভূত ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রতিপাদিত কর্ম্ম অপূর্ব্ব সাধন নহে ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ আচ্ছা, পাষণ্ডশাস্ত্র হইতে বেদের কি এমন বৈলক্ষণ্য আছে যাহার জন্য যাহা বেদপ্রতিপাদিত তাহাই ধর্ম্ম হইবে আর অন্য কিছু ধর্ম্ম হইতে পারিবে না? ইহার উত্তর বলিতেছেন—**ব্রহ্ম**=বেদনামক ব্রহ্ম **অক্ষর-সমুদ্ভবম্**=অক্ষর হইতে অর্থাৎ দোষসংস্পর্শবিরহিত পরমাত্মা হইতে পুরুষনিশ্বাসন্যায়ে অবুদ্ধিপূর্ব্বক যাহার সমুদ্ভব অর্থাৎ আবির্ভাব হইয়াছে তাহাকে অক্ষরসমুদ্ভব বলা হয় অর্থাৎ বেদ পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা প্রযত্নে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, ঈশ্বর তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক রচনা করেন নাই।২ অতএব

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ। .
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

যঃ এবং প্রবর্ত্তিতঃ চক্রম্ ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি অর্থাৎ হে পার্থ! যে ইন্দ্রিয়ারাম (কর্ম্মাধিকারী) মনুষ্য এই প্রকারে প্রবর্ত্তিত এই চক্রের অনুবর্ত্তন না করে সেই পাপজীবন ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে ॥১৬॥

নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কং বেদবাক্যং প্রমিতিজনকতয়া প্রমাণমতীন্দ্রিয়েঽর্থে, ন তু ভ্রমপ্রমাদ-করণাপাটববিপ্রলিপ্সাদিদোষবৎপ্রণীতং পাষণ্ডবাক্যং প্রমিতিজনকমিতি ভাবঃ।৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদযদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি". (বৃহদাঃ উঃ ২।৪।১০) ইতি।৪ তস্মাৎ সাক্ষাৎপরমাত্মসমুদ্ভবতয়া সর্ব্বগতং সর্ব্বপ্রকাশকং নিত্যমবিনাশি চ "ব্রহ্ম"বেদাখ্যং "যজ্ঞে" ধর্ম্মাখ্যেঽতীন্দ্রিয়ে "প্রতিষ্ঠিতং" তাৎপর্য্যেণ। অতঃ পাষণ্ডপ্রতিপাদিতোপধর্ম্মপরিত্যাগেন বেদবোধিত এব ধর্ম্মোঽনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ ॥৫—১৫॥

অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলে একমাত্র বেদবাক্যই প্রমাণ,কারণ তাহা অপৌরুষেয় এবং সকলপ্রকার দোষশঙ্কা-বিরহিত অথচ প্রমিতির অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের জনক; কিন্তু পাষণ্ডগণের বাক্য প্রমিতির অর্থাৎ যথার্থ শাব্দ-জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। কেননা সেই সমস্ত বাক্য এমন সমস্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রণীত হইয়াছে যাহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা এবং বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণার ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে।৩ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—"ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান এবং ব্যাখ্যান এইগুলি সমস্তই সেই মহৎ (অনবচ্ছিন্ন) ভূতের (পরমাত্মার) নিশ্বাসের ন্যায়"।৪ সুতরাং সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া সর্ব্বগত; সর্ব্বপ্রকাশক, নিত্য ও অবিনাশী সেই বেদনামক ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞেই তাৎপর্য্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই হেতু পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রচারিত উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদবোধিত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত।৫—১৫।

তাৎপর্য্য:—শঙ্কা উত্থাপন করা হইয়াছিল যে বেদোক্ত কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিতে হইবে আর বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় ধর্ম্ম হইবে না, ইহার হেতু কি? আর যদি পাষণ্ডবাক্য অপ্রমাণ হয় তাহা হইলে বেদবাক্যও ত অপ্রমাণ হওয়া উচিত। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় এই যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদীর মতে প্রমাণ মাত্রেই স্বতঃপ্রমাণ; প্রমাণের প্রমাণত্ব গুণ জন্য নহে; একারণে কোন প্রমাণই স্বতঃ অপ্রমাণ নহে। অন্য কোন আগন্তুক কারণের জন্যই তাহা অপ্রমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দজন্য জ্ঞানও স্বতঃই প্রমাণ বটে। কিন্তু লৌকিক শব্দের মূলে থাকে অন্য প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাতবিষয়ের বোধ। লোকে অন্য প্রমাণের দ্বারা যাহা দেখে বা অবগত হয় তাহাই কথায় প্রকাশ করে। কিন্তু কোন পুরুষই নির্দ্দোষ নহে অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য নহে বলিয়া ভ্রম, অসাবধানতা, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা প্রভৃতি নানাবিধ দোষ তাহাদের জ্ঞানের সহিত বিজড়িত

ভবত্বেবং ততঃ কিং ফলিতমিত্যাহ এবমিতি—। আদৌ পরমেশ্বরাৎ সর্ব্বাবভাস-কান্নিত্যনির্দ্দোষবেদাবির্ভাবঃ, ততঃ কর্ম্মপরিজ্ঞানং, ততোঽনুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মোৎপাদঃ, ততঃ

থাকে। তাহার উপর পরপ্রতারণা বুদ্ধিও অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই পুরুষের বাক্যজনিত যে শাব্দজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা স্বতঃপ্রমাণ হইলেও ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা এবং বিপ্রলিপ্সাদি দোষ নিয়ত সহচরিত হয় বলিয়া পুরুষের বাক্যকে অভ্রান্ত এবং পুরুষার্থসাধক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাহার উপর দার্শনিকগণের মতে অনধিগতবিষয়কজ্ঞানই প্রমাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লৌকিক শব্দ কিন্তু তাদৃশ নহে, কেননা সাধারণতঃ লোকে প্রমাণান্তর সাহায্যে যাহা অবগত হয় তাহাই শব্দে অভিব্যক্ত করে। এই কারণে লোকে অন্যের উপদেশ বা শব্দকে ততক্ষণই প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করে যতক্ষণ সে বুঝে যে ইহার মূলে তাহার যথার্থ অবগতি বিদ্যমান আছে। আর এই কারণেই লৌকিক শব্দ অনুবাদী বলিয়া অপ্রমাণ। পক্ষান্তরে বেদের সম্বন্ধে উক্ত কোন দোষেরই সম্ভাবনা নাই, কারণ বেদ অপৌরুষেয়। বেদ অপৌরুষেয় কিরূপে হইল তাহা বহু বিচারপূর্ব্বক মীমাংসকগণ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ইহা সে বিচারের স্থান নহে। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় সেই কারণে ভ্রম প্রমাদাদি যে সমস্ত দোষ পুরুষের থাকে তাহার একটীও সেই অপৌরুষেয় বেদে থাকিতে পারেনা; সেই জন্য তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যের উপর কোন সংশয়াদি হইতে পারে না। অধিকন্তু অলৌকিক বিষয় সকল বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে,—অন্য প্রমাণের দ্বারা যে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারা যায় না তাহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এবং সেই অলৌকিকার্থ প্রতিপাদনেই বেদের তাৎপর্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ায় তাহার মধ্যে গৃহীতগ্রাহিত্ব নাই; কাজেই তাহা যে অনুবাদী হইবে একথাও বলা চলেনা। সুতরাং বেদবচনই অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ। যদি কোন অতিমানুষ (পুরুষসুলভ দোষশূন্য পুরুষ) অলৌকিক বিষয়ে উপদেশ দেন তাহা হইলে তাহাকেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ সেই অলৌকিক ব্যক্তির মধ্যে যে অতিশয় বা অতিমানুষতা কল্পিত হইয়া থাকে তাহা তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধেই বলিতে হইবে; অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি উপার্জ্জন করিয়া তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় পটু হইয়া থাকে, তাহার দ্বারাই তিনি অসাধারণ বিষয় সকলও সম্পাদন করিয়া থাকেন বা অসাধারণ বিষয়ের বোধ লাভ করেন। কিন্তু ধর্ম্মনামক পদার্থটী কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও নূতনত্ব উপার্জ্জন করা অসম্ভব। কাজেই সে বিষয়ে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিবেন তাহাও অবিসংবাদিত অসংশয়িত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই জন্য যিনি যত বড়ই ব্যক্তি হউন না—ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারও সেই ব্যক্তিগত মতামত বা অতিমানুষ জ্ঞান খাটিবে না, ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিমত। আর এই কারণেই শাস্ত্র-কারগণ বলিয়া থাকেন যে যিনি যত বড় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা হউন না কেন ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বেদবিরোধী কথা মোটেই গ্রহণীয় নহে, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; কারণ অলৌকিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদই একমাত্র প্রমাণ; এবং যে সমস্ত শাস্ত্র বেদমূলক সেগুলিও বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ।

অনুবাদ:—ভাল এইরূপই না হয় হইল, তাহাতে ফল হইল কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন **এবম্** ইত্যাদি=প্রথমতঃ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বাবভাসক (সর্ব্বপ্রকার অর্থের প্রকাশক অর্থাৎ

পর্জ্জন্যঃ, ততোঽন্নং, ততো ভূতানি, পুনস্তথৈব ভূতানাং কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং পরমেশ্বরেণ "প্রবর্ত্তিতং চক্রং" সর্ব্বজগন্নির্ব্বাহকং "যো নানুবর্ত্তয়তি" নানুতিষ্ঠতি "স অঘায়ুঃ" পাপজীবনো "মোঘং" ব্যর্থমেব "জীবতি"। হে "পার্থ"! তস্য জীবনাৎ মরণমেব বরং জন্মান্তরে ধর্ম্মানুষ্ঠানসম্ভবাদিত্যর্থঃ।১ তথাচ শ্রুতিঃ,—"অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যদ্‌জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীনামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ" (বৃহদাঃ উঃ ১।৪।১৬) ইতি।২ :ব্রহ্মবিদং ব্যাবর্ত্তয়তি ইন্দ্রিয়ারাম ইতি। যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েম্বারমতি অতঃ কর্ম্মাধিকারী সন্ তদকরণাৎ পাপমেবাচিন্বন্ ব্যর্থমেব জীবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩—১৬॥

প্রতিপাদক) নিত্যনির্দ্দোষ বেদের আবির্ভাব হয়। তাহার পর সেই বেদ হইতে কর্ম্মের পরিজ্ঞান, অনন্তর সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় যজ্ঞাখ্য ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা হইতে পর্জন্যের আবির্ভাব, তাহা হইতে অন্ন এবং সেই অন্ন হইতে ভূত নিকায়ের জন্ম হইয়াছে। পুনরায় ঠিক সেই ভাবেই জীবগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই ক্রমেতে সমস্ত জগতের যাহা হইতে নির্ব্বাহ হয় এমন যে চক্র যাহা পরমেশ্বর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার অনুবর্ত্তন না করে অর্থাৎ যে তাহার অনুষ্ঠান না করে সেই **অঘায়ুঃ** অর্থাৎ পাপময় জীবন ব্যক্তি **মোঘং জীবতি**=বৃথাই বাঁচিয়া থাকে। হে পার্থ তাহার জীবন অপেক্ষা মরণই ভাল, যেহেতু তাহা হইলে সেই ব্যক্তি হয়ত জন্মান্তরে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে।১ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা—"আর এই যে কর্ম্মাধিকৃত আত্মা (জীব) সে সমস্ত ভূতগণের অর্থাৎ দেবাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীরই লোক অর্থাৎ ভোগ্য বা উপজীব্য। সেই ব্যক্তি যে হোম করে এবং যে যাগ করে তাহাতে সে দেবগণের ভোগ্য (উপজীব্য) হইয়া থাকে; সেই ব্যক্তি যে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে তাহাতে সে ঋষিগণের ভোগ্য হয়; সে পিতৃগণের উদ্দেশে যে পিণ্ডোদকাদি দান করে এবং পুত্র ইচ্ছা করে অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন করে তাহাতে সে পিতৃগণের ভোগ্য হয়: এবং সে যে মনুষ্যগণকে ভূম্যাদি দান করিয়া বাস করায় এবং তাহাদের অন্নদান করে তাহাতে সে মনুষ্যগণের উপজীব্য হয়; আর সে যে পশুগণকে তৃণ ও উদক গ্রহণ করায় অর্থাৎ তৃণোদক ভোজন করায় তাহাতে সে পশুদের উপজীব্য হয়; এবং তাহার গৃহে শ্বাপদগণ, পক্ষিগণ এমন কি পিপীলিকাগণ পর্য্যন্তও যে খাদ্য লাভ করে তাহাতে সে তাহাদের ভোগ্য অর্থাৎ উপজীব্য হইয়া থাকে"।২ এস্থলে "**ইন্দ্রিয়ারামঃ** এই কথাটী বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণকে এই কর্ম্মিগণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিতেছেন। এই কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যে হেতু ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়সংসর্গ করিয়া তাহাতে তৃপ্তিবোধ করে অতএব সে কর্ম্মাধিকারী হইয়াও যদি কর্ম্ম না করে তাহা হইলে সে কেবল পাপ সঞ্চয় করিয়া বৃথাই জীবন ধারণ করে ইহাই অভিপ্রায়।৩—১৬॥

ভাবপ্রকাশ—পৃথিবীতে সকলেই আত্মদান করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ করিতেছে—অন্ন আত্মদান করিয়া ভূতসৃষ্টি করিতেছে, মেঘ হইতে অন্নের সৃষ্টি, যজ্ঞ হইতে মেঘের সৃষ্টি, এই যজ্ঞ

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥

যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে অর্থাৎ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল আত্মরতি এবং কেবল আত্মতৃপ্ত এবং কেবল পরমাত্মাতেই সন্তুষ্ট সে ব্যক্তির পক্ষে কোনও কর্ম্ম নাই ॥১৭॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়ারামো ন ভবতি পরমার্থদর্শী স এবং জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুভূতং কর্ম্ম অননু-তিষ্ঠন্নপি ন প্রত্যবৈতি কৃতকৃত্যত্বাদিত্যাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং—। ইন্দ্রিয়ারামো হি স্রক্-চন্দনবনিতাদিষু রতিমনুভবতি মনোজ্ঞান্নপানাদিষু তৃপ্তিং শিশুপুত্রহিরণ্যাদিলাভেন রোগাদ্যভাবেন চ তুষ্টিং, উক্তবিষয়াভাবে রাগিণামরত্যতৃপ্ত্যতুষ্টিদর্শনাৎ, রতিতৃপ্তিতুষ্টয়ো মনোবৃত্তিবিশেষাঃ সাক্ষিসিদ্ধাঃ।১ লব্ধপরমানন্দস্তু দ্বৈতদর্শনাভাবাদতি ফল্গুত্বাচ্চ বিষয়সুখং ন কাময়ত ইত্যুক্তং "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র।২ অতোঽনাত্মবিষয়করতি-তৃপ্তিতুষ্ট্যভাবাদাত্মানং পরমানন্দমদ্বয়ং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ উপচারাদেবমুচ্যতে আত্মরতিরাত্মতৃপ্ত

কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, কর্ম্মের মূলে বেদ, বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত; তাই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক বলিয়া কর্ম্মের মধ্যেও ব্রহ্মই। ইহাই জগৎ চক্র। আত্মদান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহিলে জগৎচক্রের অনুসরণ করা হয়। আত্মদান না করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্বারা আত্মলাভ করিতে চাহিলে জগৎচক্রের বিপরীত দিকে চলা হয়; তাই এরূপ জীবন সার্থক না হইয়া একেবারেই বিফল হয়। ১৪-১৬।

অনুবাদ:—পক্ষান্তরে যে পরমার্থদর্শী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ারাম নহেন তিনি জগৎচক্রের প্রবৃত্তির কারণ স্বরূপ এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হন না, কেন না তিনি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন। তাহাই "**যস্তু**" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন।১ ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তি স্রক্, চন্দন এবং বনিতা প্রভৃতি বস্তুতে রতি অনুভব করে, মনোজ্ঞ অন্নপানাদিতে তৃপ্তি, এবং পশু, পুত্র, সুবর্ণাদির লাভে ও রোগাদির অভাবে তুষ্টি অনুভব করিয়া থাকে; কারণ ঐ বিষয়গুলির অভাব হইলে রাগী অর্থাৎ ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের অরতি, অতৃপ্তি এবং অতুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। রতি, তৃপ্তি এবং তুষ্টি এইগুলি মনোবৃত্তিবিশেষ, এবং ইহারা সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে।২ কিন্তু যিনি পরমাত্মার আনন্দ লাভ করিয়াছেন তিনি দ্বৈত দর্শন না থাকায়ও বটে অতি অসার বলিয়াও বটে আর বিষয় সুখ কামনা করেন না (অর্থাৎ যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার আর দ্বৈতদর্শন থাকে না; কাজেই তিনি নিজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিষয়সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন না। আরও তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের যাহা প্রতিষ্ঠা ও আকর সেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে বিষয়ানন্দ পূতিময় ছাড়া আর কিছুই নহে; তিনি কি কখন তাহা কামনা করিতে পারেন?) ইহা "**যাবান্ অর্থ উদপানে**" এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই হেতু এতাদৃশ ব্যক্তির অনাত্মবিষয়ে রতি, তৃপ্তি এবং তুষ্টি না থাকায় তিনি পরমানন্দ অদ্বিতীয়রূপে আত্মসাক্ষাৎকার করিতে থাকেন

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

ইহ কৃতেন তস্য কশ্চিৎ অর্থঃ ন এব ; অকৃতেন চ কশ্চন ন। সর্ব্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন অর্থাৎ কারণ, তাদৃশ ব্যক্তির কৃতকর্ম্মে কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহার কর্ম্ম অকরণেও দোষ নাই ; যে হেতু সারা জগতে তাঁহার কোন প্রয়োজনসম্বন্ধ নাই ॥১৮॥

আত্ম-সন্তুষ্ট ইতি ।৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" —(মুঃ উঃ ৩।১।৪) ইতি ।৪ আত্মতৃপ্তশ্চেতি চকার এবকারানুকর্ষণার্থঃ ।৫ মানব ইতি যঃ কশ্চিদপি মনুষ্য এবম্ভূতঃ, স এব কৃতকৃত্যো, ন তু ব্রাহ্মণত্বাদি-প্রকর্ষেণেতি কথয়িতুম্ ।৬ আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট ইত্যত্র চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ ।৭ য এবম্ভূত-স্তস্যাধিকারহেত্বভাবাৎ কিমপি কার্য্যং বৈদিকং লৌকিকং বা ন বিদ্যতে ॥৮—১৭॥

নন্বাত্মবিদোঽপি অভ্যুদয়ার্থং নিশ্রেয়সার্থং প্রত্যবায়পরিহারার্থং বা কর্ম্ম স্যাদিত্যত আহ নৈবেতি — ।"তস্য" আত্মরতেঃ "কৃতেন" কর্ম্মণা অভ্যুদয়লক্ষণো নিঃশ্রেয়সলক্ষণো বা "অর্থঃ" প্রয়োজনং নৈবাস্তি, তস্য স্বর্গাদ্যভ্যুদয়ানর্থিত্বাৎ নিঃশ্রেয়সস্য চ কর্ম্মাসাধ্যত্বাৎ ।১ তথাচ শ্রুতিঃ, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"

বলিয়া তাঁহাকে যে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আত্মসন্তুষ্ট বলা হয় তাহা উপচারক্রমেই (ঔপচারিকভাবেই) বুঝিতে হইবে। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা—"এই ব্যক্তি আত্মক্রীড়, আত্মরতি এবং ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকেন ; ইনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"৪ "আত্মতৃপ্তশ্চ" এই স্থলে যে 'চ'কারটী আছে তাহা "এব" কারের অর্থ অনুকর্ষণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ উহার দ্বারা আত্মতৃপ্তঃ এব = যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্তই হইয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ প্রতীত হইবে ।৫ যে কোনও মানব এই প্রকার হইবে, সেই কৃতকৃত্য হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিরূপ উৎকর্ষ বশতঃ যে তাহা হইবে এমন নহে—এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য "মানবঃ" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে ।৬ "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ" এই স্থলে "চ"কারটী সমুচ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।৭ যিনি এই প্রকারের, তাঁহার পক্ষে লৌকিক অথবা বৈদিক কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তব্যতা থাকে না, কারণ তাঁহার কর্ম্মাধিকারের কোনও হেতুই নাই ।৮—১৭ ॥

অনুবাদ—আচ্ছা, আত্মবিৎ ব্যক্তিরও ত অভ্যুদয়ের নিমিত্ত, নিঃশ্রেয়সের জন্য অথবা প্রত্যবায়-পরিহারহেতু কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা আছে ? ইহার উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন **নৈব** ইত্যাদি।১ **তস্য** = সেই আত্মরতি ব্যক্তির **কৃতেন কর্ম্মণা** = কৃত কর্ম্মের দ্বারা অভ্যুদয়রূপ কিংবা নিঃশ্রেয়সরূপ কোনও **অর্থঃ** = প্রয়োজনই **নৈব** = নাই, কারণ তিনি স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয় প্রার্থনা করেন না ; আর নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) কর্ম্মসাধ্য নহে (কাজেই তাঁহার কর্ম্মের অপেক্ষা নাই) ।২ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা—"ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি কর্ম্মোপার্জিত বিষয় সকল পরীক্ষা করিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কৃতের দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা অকৃত মোক্ষ হয় না"—অকৃত অর্থাৎ নিত্য মোক্ষ কৃত কর্ম্মের দ্বারা

(মুঃ উঃ ১।২।১২) ইতি, অকৃতো নিত্যো মোক্ষঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তীত্যর্থঃ।৩ জ্ঞানসাধ্যস্যাপি ব্যাবৃত্তিরেবকারেণ সূচিতা। আত্মরূপস্য হি নিশ্রেয়সস্য নিত্যপ্রাপ্তস্যাজ্ঞানমাত্রমপ্রাপ্তিঃ, তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানমাত্রাপনোদ্যং, তস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞানেনাপনুন্নে তস্যাত্মবিদো ন কিঞ্চিৎকর্ম্মসাধ্যং জ্ঞানসাধ্যং বা প্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ।৪ এবম্ভূতেনাপি প্রত্যবায়পরিহারার্থং কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ান্যেবেত্যত আহ নাকৃতেনেতি। ভাবে নিষ্ঠা। নিত্যকর্ম্মাকরণেন ইহ লোকে গর্হিতত্বরূপো বা প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপো বা কশ্চনার্থো নাস্তি।৫ সর্ব্বত্রোপপত্তিমাহ উত্তরার্দ্ধেন। চো হেতৌ। যস্মাদস্যাত্মবিদঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কোঽপি অর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজনসম্বন্ধো নাস্তি—কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য কোঽপি ক্রিয়াসাধ্যোঽর্থো নাস্তীতি বাক্যার্থঃ। অতোঽস্য কৃতাকৃতে নিষ্প্রয়োজনে "নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। "তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, দেবা অপি তস্য মোক্ষাভবনায় ন সমর্থা ইত্যুক্তেন বিঘ্নাভাবার্থমপি দেবারাধনরূপ-

হয় না।৩ **নৈব** এস্থলে এবকারের দ্বারা জ্ঞানসাধ্যতারও ব্যাবৃত্তি সূচিত হইল অর্থাৎ "এব"কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে মোক্ষ জ্ঞানসাধ্যও হয় না অর্থাৎ উহা যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় তাহাও নহে। কারণ নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) আত্মস্বরূপ এবং তাহা নিত্য প্রাপ্ত; তদ্বিষয়ে যে অজ্ঞান তাহাই তাহার অপ্রাপ্তি। আর সেই অজ্ঞান কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অপনোদিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে সেই অজ্ঞান অপনোদিত হইলে সেই আত্মবিৎ ব্যক্তির আর কর্ম্মসাধ্য অথবা জ্ঞানসাধ্য কোনও প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ তাঁহার আর এমন কোন বিষয় অপ্রাপ্ত থাকে না যাহা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়।৪ ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে তিনি এইরূপ হইলেও প্রত্যবায় পরিহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত; এইজন্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন **নাকৃতেন** ইত্যাদি। "অকৃতেন" এস্থলে ভাববাচ্যে নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয় হইয়াছে। (সুতরাং **নাকৃতেনেহ কশ্চন** ইহার অর্থ) নিত্য কর্ম্ম না করার জন্য ইহজগতে গর্হিতত্বরূপ অথবা প্রত্যবায়-প্রাপ্তিরূপ কোন ফল তাঁহার নাই। অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার কোন ইষ্টানিষ্ট নাই।৫ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে উক্ত সকল বিষয়গুলির সম্বন্ধে উপপত্তি (যুক্তি) নির্দ্দেশ করিতেছেন—। **ন চাস্য** এস্থলে "চ" শব্দটী হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু **অস্য** = এই আত্মবিৎ ব্যক্তির **সর্ব্বভূতেষু** = ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে **কশ্চিৎ** = কোনওরূপ **অর্থব্যপাশ্রয়ঃ** = অর্থের সংশ্রব **ন** = নাই অর্থাৎ প্রয়োজনসম্বন্ধ নাই। তাদৃশ ব্যক্তির কোনও প্রাণিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া কোনরূপ ক্রিয়াসাধ্য প্রয়োজন নাই, ইহাই বাক্যটীর তাৎপর্য্যার্থ। এই হেতু ইঁহার নিকটে কৃত বা অকৃত অর্থাৎ কর্ম্ম করা বা না করা উভয়ই নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি বাক্য রহিয়াছে যথা—"ইহাকে কৃত অথবা অকৃত তাপিত করিতে পারে না"। "দেবগণও তাঁহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ তিনি সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকেন" এই শ্রুতিবাক্যে দেবগণও তাঁহার মোক্ষ না হওয়াইতে (মোক্ষপ্রাপ্তির বাধা দিতে) সমর্থ হয় না—এইরূপ উক্ত হওয়ায় ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে মোক্ষপরিপন্থী বিঘ্ন নিবারণের জন্যও

কর্ম্মানুষ্ঠানমিত্যভিপ্রায়ঃ।৬ এতাদৃশো ব্রহ্মবিৎ ভূমিকাসপ্তকভেদেন নিরূপিতো বশিষ্ঠেন,—"জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা। বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥ সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥" ইতি।। তত্র নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিপুরঃসরা ফলপর্য্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা প্রথমা। ততো গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারঃ শ্রবণমননাত্মকো দ্বিতীয়া।৯ ততো নিদিধ্যাসনাভ্যাসেন মনস একাগ্রতয়া সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণযোগ্যত্বং তৃতীয়া।১ এতদ্ভূমিকা-ত্রয়ং, সাধনরূপং জাগ্রদবস্থোচ্যতে যোগিভিঃ, ভেদেন জগতো ভানাৎ। তদুক্তং,"ভূমিকা ত্রিতয়ন্ত্বেতদ্রাম জাগ্রদিতি স্থিতম্। যথাবদ্ভেদবুদ্ধ্যেদং জগৎ জাগ্রতি দৃশ্যতে॥" ইতি।১১ ততো বেদান্তবাক্যান্নির্ব্বিকল্পকো ব্রহ্মাত্মৈকসাক্ষাৎকারশ্চতুর্থী ভূমিকা ফলরূপা সত্ত্বাপত্তিঃ স্বপ্নাবস্থোচ্যতে. সর্ব্বস্যাপি জগতো মিথ্যাত্বেন স্ফুরণাৎ। তদুক্তং "অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে। পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ॥" ইতি।১২ সোঽয়ং চতুর্থভূমিং প্রাপ্তো যোগী ব্রহ্মবিদিত্যুচ্যতে।১৩ পঞ্চমী-ষষ্ঠী-সপ্তমাস্তু

তাঁহাকে দেবগণের আরাধনা করিতে হয় না—ইহাই অভিপ্রায়।৬ বশিষ্ঠদেব সাতটী ভূমিকাভেদে অর্থাৎ অবস্থাভেদে এতাদৃশ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন; যথা—"শুভেচ্ছা নামক যে জ্ঞানভূমি তাহাই প্রথমা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; বিচারণা দ্বিতীয়া, তনুমানসা তৃতীয়া, সত্ত্বাপত্তি চতুর্থী, অসংসক্তি নামিকা ভূমি পঞ্চমী, পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী এবং তুর্য্যগানামক ভূমিকা সপ্তমী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।৭ তন্মধ্যে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি পূর্ব্বক ফলপর্য্যবসায়িনী যে মোক্ষেচ্ছা অর্থাৎ যাহার ফলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা হয় তাহাই প্রথমা ভূমিকা।৮ তদনন্তর গুরূপসদনপূর্ব্বক শ্রবণ মনন রূপ যে বেদান্তবাক্য বিচার তাহাই দ্বিতীয়া ভূমিকা।৯ তাহার পর নিদিধ্যাসনের অভ্যাস নিবন্ধন একাগ্রতাবশতঃ মনের যে সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় তাহা তৃতীয়া ভূমিকা।১০ এই তিনটী ভূমিকা মোক্ষের সাধন স্বরূপ। ইহা যোগিগণ কর্ত্তৃক জাগ্রদবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ এই অবস্থায় যোগিদের নিকট ভিন্নরূপে জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তির এই অবস্থায় জগদ্‌বিষয়ক ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয় না, কিন্তু তাহা বিদ্যমান থাকে। তাহাই (যোগবাশিষ্ঠে) কথিত আছে, যথা—"হে রাম! এই ভূমিকাত্রয় জাগ্রদবস্থা নামে অভিহিত হয়, কারণ জাগ্রৎকালের ন্যায় এই ভূমিকায় জগৎ যথাবৎ ভেদবুদ্ধি সহকারে প্রতীত হইয়া থাকে।১১ তাহার পর বেদান্তবাক্য শ্রবণ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মার একতার যে নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকার হয় তাহাই ফলরূপা চতুর্থী ভূমিকা; তাহা **সত্ত্বাপত্তি** এবং স্বপ্নাবস্থা বলিয়া কথিত হয়। তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলিবার কারণ এই যে (যেমন স্বপ্নে প্রতীয়মান বিষয় সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় সেইরূপ) তৎকালে সমস্ত জগৎ মিথ্যারূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। তাহাই কথিত আছে, যথা—"অদ্বৈত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈত প্রশমিত (নিবৃত্ত) হইলে চতুর্থী ভূমিকায় আরূঢ় ব্যক্তিগণ লোককে অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারকে স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়া থাকেন"।১২ চতুর্থী ভূমিকা প্রাপ্ত এই যোগী ব্রহ্মবিৎ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।১৩ আর পঞ্চমী, ষষ্ঠী

ভূমিকা জীবন্মুক্তেরবান্তরভেদাঃ।১৪তত্র সবিকল্পসমাধ্যভ্যাসেন নিরুদ্ধে মনসি যা নির্ব্বিকল্পক-সমাধ্যবস্থা সাঽসংসক্তিরিতি সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে, ততঃ স্বয়মেব ব্যুত্থানাৎ। সোঽয়ং যোগী ব্রহ্মবিদ্বরঃ।১৫ ততস্তদভ্যাসপরিপাকেণ যা চিরকালাবস্থায়িনী সা পদার্থাভাবনীতি গাঢ়সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে, ততঃ স্বয়মনুত্থিতস্য যোগিনঃ পরপ্রযত্নেনৈব ব্যুত্থানাৎ সোঽয়ং ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্। উক্তং হি—"পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য সুষুপ্তিপদনামিকাম্। ষষ্ঠীং গাঢ়সুপ্ত্যাখ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্॥" ইতি।১৬ যস্যান্তু সমাধ্যবস্থায়াঃ ন স্বতো ন বা পরতো ব্যুত্থিতো ভবতি সর্ব্বথা ভেদদর্শনাভাবাৎ, কিন্তু সর্ব্বদা তন্ময় এব স্বপ্রযত্নমন্তরেণৈব পরমেশ্বরপ্রেরিতপ্রাণবায়ুবশাৎ অন্যৈর্নির্ব্বাহ্যমানদৈহিকব্যবহারঃ পরিপূর্ণপরমানন্দঘন এব সর্ব্বতস্তিষ্ঠতি, সা সপ্তমী তুরীয়াবস্থা। তাং প্রাপ্তো ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে।১৭ উক্তং হি, "ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাপ্নুয়াৎ। কিঞ্চিদেবৈষ সম্পন্নস্ত্বথবৈষ ন কিঞ্চন॥ বিদেহমুক্ততা তূক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা। অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমা

এবং সপ্তমী ভূমিকা জীবন্মুক্তিরই অবান্তর ভেদ।১৪ তন্মধ্যে সবিকল্পক সমাধির অভ্যাসবশতঃ মন নিরুদ্ধ হইলে যে নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা হয় তাহা **অসংসক্তি** নামে অথবা সুষুপ্তি নামে কথিত হইয়া থাকে; কারণ (সুষুপ্তি হইতে লোক যেমন স্বতঃই উত্থিত হয় সেইরূপ) এই অবস্থা হইতেও মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বয়ংই (অন্যের প্রযত্ন বিনাই) উত্থিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারের যে যোগী তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে উৎকৃষ্ট।১৫ অনন্তর এই অভ্যাসের পরিপক্বতা হইলে যে চিরকালাবস্থায়িনী তাদৃশী অবস্থার আবির্ভাব হয় তাহাকে **পদার্থাভাবনী** নামে অথবা গাঢ়সুষুপ্তি নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু যোগী ব্যক্তি এই অবস্থা হইতে স্বয়ং উত্থিত হন না, কিন্তু তিনি পরের প্রযত্নক্রমেই উঠিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্যাবহারিক দশাতে উপস্থিত হন। এই যে জ্ঞানী পুরুষ ইনি ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে উৎকৃষ্টতর। ইহা কথিতও আছে, যথা,—"জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুপ্তি নামে পরিচিত পঞ্চমী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে ক্রমে গাঢ় সুসুপ্তি নামে কথিত ষষ্ঠী ভূমিকায় অধিরূঢ় হইয়া থাকেন"।১৬ আর, যে সমাধি অবস্থা হইতে যোগী ব্যক্তি স্বতঃ অথবা পরতঃ ব্যুত্থিত হয়েন না, কারণ সকল রকমে তাঁহার ভেদদর্শন রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি সকল সময়েই কেবল তন্ময়ই হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মময়ই হইয়া থাকেন, ব্রহ্ম হইতে আর অবিদ্যাকল্পিত স্বাতন্ত্র্য থাকে না এবং তাঁহার প্রাণবায়ু পরমেশ্বরের দ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহার দৈহিক ব্যবহারও অন্যের দ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে; তিনি কিন্তু সেই অবস্থায় সকল দিকেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ হইয়া থাকেন; সেই যে অবস্থা তাহা সপ্তমী ভূমিকা; তাহাকে তুরীয় অবস্থা বলা হয়। যিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম বলা হয়।১৭ তাহা এইরূপ কথিতও আছে, যথা—"ঐ যোগী ষষ্ঠী অবস্থায় থাকিয়া পরে তাহা হইতে সপ্তমী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সেই ষষ্ঠী ভূমিকায় তিনি কিছু সম্পন্ন হন অর্থাৎ বোধ করিয়া থাকেন অথবা নাও করিয়া থাকেন। যোগের যে সপ্তমী ভূমিকা তাহাকেই বিদেহমুক্ততা বলা হয়;

যোগভূমিষু॥" ইতি।১৮ যামধিকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতে স্মর্য্যতে, "দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥ দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ। তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।" ইতি। শ্রুতিশ্চ, "তদ্যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরো মৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব" ইতি।১৯ তত্রায়ং সংগ্রহঃ "চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা। জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরা স্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" ২০ অত্র প্রথমভূমিত্রয়মারূঢ়োঽজ্ঞোঽপি ন কর্ম্মাধিকারী, কিং পুনস্তত্ত্বজ্ঞানী তদ্বিশিষ্টো জীবন্মুক্তো বেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২১· -১৮

সেই অবস্থা বাক্যের অগম্য; তাহা শান্তস্বরূপ এবং যোগভূমি সকলের মধ্যে তাহাই সীমা বা চরম স্থান।"১৮ ঐ অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ স্মৃতিও নিবদ্ধ আছে, যথা—"মদিরামদে লুপ্তচৈতন্য ব্যক্তি যেমন কটিদেশে বস্ত্র রহিল কি বিচ্যুত হইল তাহা বোধ করিতে পারে না সেইরূপ সিদ্ধপুরুষও দৈববশে প্রাপ্ত অথবা দৈবক্রমে পরিত্যক্ত এই বিনশ্বর দেহ অবস্থিত রহিল (পড়িয়া রহিল) কি উত্থিত হইল তাহা লক্ষ্য করেন না, কারণ তিনি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। আবার দৈবাধীন তাঁহার সেই দেহটীও ততক্ষণ প্রাণযুক্ত বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যতক্ষণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম সেই দেহের আরম্ভক থাকে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম যতক্ষণ বলবৎ হইয়া কার্য্যক্ষম থাকে ততক্ষণই তাঁহার দেহ থাকে তাহার পর জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন আর স্বাপ্নভাব অনুসরণ করে না সেইরূপ সমাধিযোগে অধিরূঢ় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধিযোগারূঢ় তিনিও আর সপ্রপঞ্চ (দ্বৈতত্ব বিশিষ্ট কল্পিত) দেহ প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ সুপ্তব্যক্তি স্বপ্নকালে যে সমস্ত ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, জাগ্রৎকালে যখন সে বহির্বিষয়ক জ্ঞানোদয়ে সেইগুলির মিথ্যাত্ব অবগত হয় তখন আর স্বপ্নভাবের অনুসরণ করিয়া তদুপযুক্ত ব্যবহার করে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা নির্ব্বীজ সমাধি লাভ করেন বলিয়া তাঁহার আর কোন আবিদ্যক সংস্কার থাকে না। তিনি যাহা কিছু ব্যবহার করেন সেইগুলি প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ফল। এই কারণে ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে আর তিনি তাঁহার শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ বোধ করেন না। শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন, যথা—"যেমন সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) বল্মীকের উপর প্রাণহীন পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে ঠিক সেইরূপেই এই শরীর পড়িয়া থাকে, আর এই যে অশরীর অমৃত প্রাণ অর্থাৎ আত্মা তাহা তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়"।১৯ উক্ত বিষয় গুলির সম্বন্ধে এইরূপ একটী সংগ্রাহক শ্লোক আছে, যথা—"উক্ত সাতটি ভূমিকার মধ্যে চতুর্থী ভূমিকাটী জ্ঞানের অবস্থা; তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী অবস্থা তাহারই সাধন স্বরূপ। আর উহার পরবর্ত্তী তিনটী ভূমিকা জীবন্মুক্তির অবস্থা বিশেষ বলিয়া কথিত হয়"।২০ এইগুলি প্রথম তিনটী ভূমিকায় আরূঢ় অজ্ঞ ব্যক্তিও যখন কর্ম্মের অধিকারী হয় না তখন যিনি তত্ত্বজ্ঞানী অথবা সেই তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট জীবন্মুক্ত পুরুষ

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯॥

তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ; হি পুরুষঃ অসক্তঃ কর্ম্ম আচরন্ পরম্ আপ্নোতি অর্থাৎ অতএব তুমি সতত ফলাসক্তিবিহীন হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক ; যেহেতু অসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিলে লোকে পরম বস্তু লাভ করে ।১৯॥

যস্মান্ন ত্বমেবম্ভূতো জ্ঞানী, কিন্তু কর্ম্মাধিকৃত এব মুমুক্ষুঃ, "তস্মাৎ অসক্তঃ" ফলাসক্তিশূন্যঃ "সততং" সর্ব্বদা ন তু কদাচিৎ "কার্য্যং" অবশ্যকর্ত্তব্যং যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতং, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা হনাশকেন" ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানেন বিনিযুক্তং "কর্ম্ম" নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণং সম্যগাচর যথাশাস্ত্রং নির্ব্বর্ত্তয় ।১ অসক্তো হি যস্মাদাচরন্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ পরং মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ পুরুষঃ,—সএব সৎপুরুষো নান্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২—১৯

তিনি কি কর্ম্মাধিকারী হইতে পারেন ?—ইহাই এস্থলের অভিপ্রায়। (যাঁহারা প্রথম তিনটী ভূমিকার মধ্য অবস্থিত থাকেন তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞ বলা হইয়াছে) ।২১—১৮

অনুবাদ—তুমি যখন এতাদৃশ জ্ঞানী নহ, কিন্তু কর্ম্মাধিকৃত মোক্ষেচ্ছুই হইতেছ তখন তুমি **অসক্তঃ**=ফলকামনারহিত হইয়া **সততং**=সর্ব্বদা, কিন্তু যে কোন এক সময়ে নহে, **কার্য্যম্**=অর্থাৎ যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ ইত্যাদি যাবজ্জীবশ্রুতিবিহিত এবং "ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মাকে বেদানুবচন দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনশন পূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা যাহা আত্মজ্ঞানের জন্য বিনিযুক্ত (বিহিত) হইয়াছে সেই কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপ কর্ম্ম **সমাচর**=সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ যথাশাস্ত্র (শাস্ত্রে যেরূপ বিহিত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে) নিষ্পন্ন কর ।১ যেহেতু **অসক্তঃ**=ফলাভিসক্তিরহিত ব্যক্তি **কর্ম্ম আচরন্**=কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণনিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি এবং জ্ঞান প্রাপ্তিরূপ দ্বার সহকারে **পরম্** অর্থাৎ মোক্ষ **আপ্নোতি** প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর **পূরুষঃ**=সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সৎপুরুষ অন্য কেহ যথার্থ পুরুষ নহে ইহাই অভিপ্রায় ।২—১৯

ভাবপ্রকাশ—সকলেরই জগৎচক্রের অনুসরণ করিয়া যজ্ঞ বা পরার্থপর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেবল যাঁহাদের কোনও কামনা নাই, যাঁহারা আত্মাতেই নিত্য তৃপ্ত, কোনও বাহিরের বস্তু যাঁহাদের আকর্ষণ করে না, যাঁহারা অন্তরে আত্মারামের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকে না। যাহা কিছু করণীয় সব তাঁহাদের করা হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহাদের কিছু না করিলে প্রত্যবায় নাই, করিলেও পাপ নাই। তাঁহারা পাপ-পুণ্যের অতীত ভূমিতে বিচরণ করেন। যতক্ষণ কামনা, বাসনা, যতক্ষণ কর্ত্তব্য বুদ্ধি, ততক্ষণই পাপ ও পুণ্য। কামনার উপরে উঠিলে আর পাপ পুণ্য স্পর্শ করে না। তুমি যখন ঐ ভূমি লাভ কর নাই তখন তোমার পক্ষে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মই কর্ত্তব্য। তোমার পক্ষে এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত অনাসক্ত কর্ম্মই শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় ।১৭—১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি অর্থাৎ যেহেতু জনকাদি মহাপুরুষগণ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই সংসিদ্ধি অর্থাৎ শ্রবণাদিসাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আরও লোক সংগ্রহের দিকে চাহিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত ॥২০॥

নন্থ বিবিদিষোরপি জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্ত্যর্থং শ্রবণ-মনননিদিধ্যাসনানুষ্ঠানায় সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগলক্ষণঃ সন্ন্যাসো বিহিতঃ। তথাচ ন কেবলং জ্ঞানিন এব কর্ম্মানধিকারঃ, কিন্তু জ্ঞানার্থিনোঽপি বিরক্তস্য। তথাচ ময়াপি বিরক্তেন জ্ঞানার্থিনা কর্ম্মাণি হেয়ান্যেবেত্যর্জ্জুনা-শঙ্কাং ক্ষত্রিয়স্য সন্ন্যাসানধিকারপ্রতিপাদনেনাপনুদতি ভগবান্ কর্ম্মণৈব হীতি।১ "জনকাদয়ো" জনকাজাতশত্রুপ্রভৃতয়ঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপ্রসিদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসোঽপি "কর্ম্মণৈব" সহ নতু কর্ম্মত্যাগেন সহ "সংসিদ্ধিং" শ্রবণাদিসাধ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠাম্ "আস্থিতাঃ" প্রাপ্তাঃ—।২ "হি" যস্মাদেবং, তস্মাৎ ত্বমপি ক্ষত্রিয়ো বিবিদিষুর্ব্বিদ্বান্ বা কর্ম কর্ত্তু-মর্হসীত্যনুষঙ্গঃ।৩ "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যঞ্চরন্তি" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২২) ইতি সন্ন্যাসবিধায়কে বাক্যে ব্রাহ্মণত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, "স্বারাজ্যকামো রাজা রাজসূয়েন যজেত" ইত্যত্র ক্ষত্রিয়ত্ববৎ।৪ "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ো রাজন্যস্য দ্বৌ বৈশ্যস্য" ইতি চ স্মৃতেঃ। পুরোণেঽপি

অনুবাদ॥ আচ্ছা, বিবিদিষু ব্যক্তিরও ত জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত কর্ম্মের পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিহিত। তাহা হইলে কেবলমাত্র জ্ঞানীরই যে কর্ম্মে অনধিকার তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া জ্ঞানের অভিলাষী তাহারও কর্ম্মে অধিকার নাই। সুতরাং আমিও যখন বিরক্ত হইয়া জ্ঞানের অভিলাষী হইয়াছি তখন আমারও ত অবশ্যই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত? অর্জ্জুনের মনে এই প্রকার আশঙ্কার উদয় হইলে, ভগবান্—ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অনধিকার প্রতিপাদন করিয়া—তাহা দূর করিতেছেন।১ জনকাদয়ঃ=জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ বিদ্বান্ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়াও **কর্ম্মণৈব**=কর্ম্মেরই সহিত **সংসিদ্ধিম্** অর্থাৎ শ্রবণাদি মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা **আস্থিতাঃ**=প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগের সহিত যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নহে।২ হি অর্থাৎ যেহেতু এইরূপ অর্থাৎ ইহাই কর্ত্তব্য সেই কারণে তুমিও ক্ষত্রিয় হইয়া বিবিদিষুই হও অথবা বিদ্বান্ই হও, কর্ম্ম করা তোমার উচিত। এস্থলে **কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি** এই অংশটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে।৩ ব্রাহ্মণগণ পুত্রৈষণা (পুত্রেচ্ছা) হইতে, বিত্তৈষণা হইতে এবং লোকৈষণা হইতে অর্থাৎ ভোগেচ্ছা হইতে ব্যুত্থিত হইয়াই অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ভিক্ষাচরণ করেন"—সন্ন্যাস বিধায়ক এই শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণত্ব বিবক্ষিত ; ইহার দৃষ্টান্ত যেমন "রাজা স্বারাজ্য কামনা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবে" এই বাক্যে রাজা এই পদোক্ত ক্ষত্রিয়ত্ব বিবক্ষিত হইয়া থাকে।৪

"মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্। বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে ॥"—ইতি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ সন্ন্যাসাভাব উক্তঃ। তস্মাদ্যথ‌ুক্তমেবোক্তং ভগবতা, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইতি।৫ "সর্ব্বে রাজাশ্রিতা ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ" ইত্যাদি স্মৃতের্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বেনাপি ক্ষত্রিয়োঽবশ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাদিত্যাহ লোকেতি—।৬ লোকাণাং স্বে স্বে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তনমুন্মার্গান্নিবর্ত্তনঞ্চ "লোকসংগ্রহঃ," তং পশ্যন্, অপিশব্দাজ্জনকাদিশিষ্টাচারমপি পশ্যন্ "কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি" এবেত্যন্বয়ঃ।৭ ক্ষত্রিয়জন্মপ্রাপকেণ কর্ম্মণারব্ধশরীরস্ত্বং বিদ্বানপি জনকাদিবৎ প্রারব্ধকর্ম্মবলেন লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কর্ত্তুং যোগ্যো ভবসি, নতু ত্যক্তুং, ব্রাহ্মণজন্মালাভাদিত্যভিপ্রায়ঃ।৮ এতাদৃশভগবদভিপ্রায়বিদা ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্রাহ্মণস্যৈব সন্ন্যাসো নান্যস্যেতি নির্ণীতং। বার্ত্তিককৃতা তু প্রৌঢ়িবাদমাত্রেণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরপি সন্ন্যাসোঽস্তীত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৯—২০॥

"ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিটী আশ্রম বিহিত, ক্ষত্রিয়ের তিনটী এবং বৈশ্যের দুইটী" এই স্মৃতিবাক্যও এবিষয়ে প্রমাণ। পুরাণেও—"মুখজাত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের ইহাই ধর্ম্ম যে তাঁহারা বিষ্ণুর চিহ্ন ধারণ করিবেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। কিন্তু বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণের এবং উরুজাত বৈশ্যগণের পক্ষে এই ধর্ম্ম প্রশস্ত নহে—এইরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাস না থাকার কথাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ ঠিকই বলিয়াছেন 'কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ' অর্থাৎ জনকাদি মহাপুরুষগণ কেবল কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।৫ "সমস্ত ধর্ম্ম রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, রাজা ধর্ম্মের ধারক" ইত্যাদি স্মৃতি অনুসারে ক্ষত্রিয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়াও তাহার অবশ্যই কর্ম্ম করা উচিত তাহাই "লোক" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিতেছেন।৬ লোক সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মে যে প্রবৃত্ত করা এবং উন্মার্গ হইতে নিবৃত্ত করা তাহার নাম লোকসংগ্রহ; সেই লোকসংগ্রহ দেখিয়াও এবং "অপি" শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাও বুঝাইতেছে যে মহাপুরুষগণের শিষ্টাচার অবলোকন করিয়াও **কর্ত্তুমর্হসি**=তোমার অবশ্যই কর্ম্ম করা উচিত, এইরূপ অন্বয় হইবে।৭ তোমার শরীর ক্ষত্রিয় জন্মের প্রাপক কর্ম্মের দ্বারা আরব্ধ (উৎপন্ন) হইয়াছে; কাজেই তুমি বিদ্বান্ হইলেও অর্থাৎ তোমার মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইলেও জনকাদির ন্যায় প্রারব্ধকর্ম্মবশে লোকসংগ্রহের জন্য তোমার কর্ম্ম করা উচিত, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, কেন না তুমি ব্রাহ্মণজন্ম লাভ কর নাই, ইহাই অভিপ্রায়।৮ ভগবান্ ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্য) ভগবানের এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া ইহাই নিরূপিত করিয়াছেন যে—সন্ন্যাস কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য অন্যের নহে। বার্ত্তিককার কেবল প্রৌঢ়িবাদ অবলম্বন করিয়াই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও সন্ন্যাসে অধিকার আছে বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।৯ - ২০

[**তাৎপর্য্য ঃ**—ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য যদি রাজা হয় তাহা হইলে সেও রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারিবে কিনা এইরূপ সন্দেহ হইলে রাজসূয় যজ্ঞের বিধায়ক যে শ্রুতিবাক্য তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। উক্ত বাক্যে "রাজা" এই পদটী অধিকারীর বিশেষণ রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব [আচরতি] ; সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, সাধারণ লোকেও সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যান্য লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে ॥২১

নন্থ ময়া কর্ম্মণি ক্রিয়মাণেঽপি লোকঃ কিমিতি তৎ সংগৃহ্নীয়াদিত্যাশঙ্ক্য, শ্রেষ্ঠাচারানুবিধায়িত্বাদিত্যাহ যদিতি।১ "শ্রেষ্ঠঃ" প্রধানভূতো রাজাদি"র্যদ্‌যৎ কর্ম্মাচরতি"

বলিতে ক্ষত্রিয়কে বুঝায়। আর রাজা বলিতে যে ক্ষত্রিয়কেই বুঝায় তাহা অবেষ্টি অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের টীকায় এবং অনুবাদান্তর্গততাৎপর্য্যমধ্যে ইহা বিবৃত হইয়াছে)। সুতরাং উক্ত শ্রুতি হইতে রাজকর্ত্তৃকেন রাজসূয়েন যজেত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক (ক্ষত্রিয়ই যাহার কর্ত্তা বা অধিকারী) তাদৃশ রাজসূয় যজ্ঞ স্বারাজ্যকামী ব্যক্তির (ক্ষত্রিয়ের) কর্ত্তব্য এইরূপ অর্থ ই লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে রাজ্য থাকিলেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায় না কিন্তু অনুষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় না হইলে চলিবে না, তাহার ক্ষত্রিয়জাতিসম্ভূতত্ব আবশ্যক। সেইরূপ "ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুত্রৈষণা আদি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে এই বাক্যে "ব্রাহ্মণ" এই বিশেষণাংশটীও বিবক্ষিত। কাজেই ইহা হইতে এইরূপ অর্থ পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন তাঁহার ব্রাহ্মণ হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। এই কারণেই জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিদ্বান্ হইয়াও কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানেচ্ছু হইলেও অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করা অত্যন্ত অনুচিত। ৯—২০ ॥

ভাবপ্রকাশ—কর্ম্মের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় ইহাতে সংশয় করিবার কোনও কারণ নাই। এই দেখ, পূর্ব্বেও জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই মোক্ষলাভ করিয়াছেন। মোক্ষলাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তিও অপরকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম্ম করেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।" কর্ম্ম করিলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানীর কর্ম্ম নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানীরও কর্ম্মে প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম্ম করিতে কোনও বাধা নাই। তাই কর্ম্মত্যাগ করা কোনও দিক দিয়াই যুক্তিযুক্ত নহে। অজ্ঞানী আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে। জ্ঞানীরও অজ্ঞানীর ন্যায় বাহ্যতঃ কর্ম্ম করা উচিত—তবে আসক্ত না হইয়া অনাসক্ত ভাবে করা উচিত।২০

অনুবাদ—আচ্ছা, আমি কর্ম্ম করিলেও লোকে কেন তাহা সংগ্রহ করিবে অর্থাৎ তাহার অনুকরণ করিবে?—এইরূপ শঙ্কা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য, লোকে যে তাহার অনুসরণ করিবে তাহার কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুবিধান করা অর্থাৎ তাঁহার আচরণের সদৃশ আচরণ করাই লোকের স্বভাব! তাহাই বলিতেছেন "যদ্ যদ্" ইত্যাদি।১ শ্রেষ্ঠঃ=প্রধানভূত রাজা প্রভৃতি মহাজনগণ যদ্ যৎ=

শুভমশুভং বা "তত্তদেব "আচরতীতরঃ প্রাকৃতস্তদনুগতো জনো,নত্বন্যৎ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যর্থঃ।২ নন্থু শাস্ত্রমবলোক্যাশাস্ত্রীয়ং শ্রেষ্ঠাচারং পরিত্যজ্য শাস্ত্রীয়মেব কুতো নাচরতি লোক ইত্যাশঙ্ক্যাচারবৎ শাস্ত্রপ্রতিপত্তাবপি শ্রেষ্ঠানুসারিতামিতরস্য দর্শয়তি স যদিতি—।৩ স শ্রেষ্ঠো "যল্লৌ"কিকং বৈদিকং বা "প্রমাণং কুরুতে" প্রমাণত্বেন মন্যতে, "তদেব" লোকোঽ"প্যনুবর্ত্ততে" প্রমাণং কুরুতে, ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কিঞ্চিদিত্যর্থঃ।৪ তথাচ প্রধানভূতেন ত্বয়া রাজ্ঞা লোকসংরক্ষণার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমেব "প্রধানানুযায়িনো জনব্যবহারা ভবন্তি" ইতি ন্যায়াদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫—২১॥

যে যে কর্ম্ম **আচরতি**=অনুষ্ঠান করে, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অর্থাৎ ভালই হউক অথবা মন্দই হউক **তৎ তৎ এব**=ঠিক সেই রকমই আচরণ করিয়া থাকে **ইতরো জনঃ**=সেই শ্রেষ্ঠানুসারী সাধারণ লোকে;—কিন্তু তাহারা স্বাধীনভাবে অন্য প্রকার কর্ম্ম করে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ আচ্ছা, সাধারণ লোকে শাস্ত্র দেখিয়া অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে বৈধ এবং অবৈধ কর্ম্ম জানিয়া লইয়া, শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় (শাস্ত্র বিরুদ্ধ) আচরণ সে গুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় কর্ম্মই বা করে না কেন?—এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে তদুত্তরে **স যৎ** ইত্যাদি অংশে বলিতেছেন যে, সাধারণ লোকে আচারের ন্যায় প্রতিপত্তি বিষয়েও (বুঝিবার বিষয়ে) শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করে অর্থাৎ সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠজনের বুদ্ধি অনুসারে বুঝিয়া থাকে।৩ **সঃ**=সেই শ্রেষ্ঠ লোক **যৎ**=যাহা অর্থাৎ লৌকিক হউক অথবা বৈদিকই হউক যে বিষয়কে **প্রমাণং কুরুতে**=প্রমাণ বলিয়া মনে করে **লোকঃ**=সাধারণ লোকে **তৎ**=তাহাই **অনুবর্ত্ততে**=অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা স্বাধীনভাবে কোন বিষয়কে প্রমাণ বলিয়া মনে করে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ সুতরাং তুমি যখন রাজা বলিয়া প্রধান হইতেছ তখন লোক সংরক্ষণের নিমিত্ত তোমার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ লোকব্যবহার প্রধানানুযায়ীই হইয়া থাকে ইহাই নিয়ম—ইহাই এই শ্লোকটীতে ভগবানের অভিপ্রায়।৫—২১।

ভাবপ্রকাশ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন আচরণ করেন, সাধারণ মনুষ্যেরাও তদনুরূপ আচরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কর্ম্ম না করিলে অন্য লোকেরাও কর্ম্ম করা উচিত নহে মনে করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে। তাই সমাজে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, যাঁহারা সমাজপতি রাজা, যাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আদরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অন্যান্য লোক তাঁহাদের মুখ চাহিয়া তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিবে বলিয়া বসিয়া আছে ইহা মনে করিয়া যেন তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন। তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিলে অন্যান্য লোকও তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া যদি কর্ম্মত্যাগ করে তাহা হইলে সমাজের কি দশা হইবে।২১

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু মে কর্ত্তব্যং নাস্তি; অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং কিঞ্চন [ন অস্তি; তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে এব অর্থাৎ হে পার্থ! ত্রিভুবনে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই; আমার অপ্রাপ্ত বস্তু ও প্রাপ্তব্য নাই; তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই আছি ॥২২

হে পার্থ! যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ম্ হি মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে অর্থাৎ আমি আলস্য-শূন্য হইয়া যদি কখনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমারই পথের অনুসরণ করিবে অর্থাৎ আমায় কর্ম্মহীন দেখিয়া তাহারাও কর্ম্ম করিবে না ॥২৩

অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ। হে "পার্থ!" "মে" মম পরমেশ্বরস্য ত্রিষ্বপি "লোকেষু" কিমপি "কর্ত্তব্যং" নাস্তি যতো"অনবাপ্তং" ফলং কিঞ্চিন্মমাবাপ্তব্যং নাস্তি, তথাপি "বর্ত্ত এব কর্ম্মণ্য"হং কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ।১ পার্থেতি সম্বোধয়ন্ বিশুদ্ধক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবত্বং শূরাপত্যত্বেন চাতাস্তং মৎসমঃ অহমিব বর্ত্তিতুমর্হসীতি দর্শয়তি ॥ ২—২২ ॥

লোকসংগ্রহোঽপি ন তে কর্ত্তব্যো বিফলত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। "যদি" পুনরহম্- "অতন্দ্রিতো"ঽনলসঃ সন্ কর্ম্মণি "জাতু" কদাচিন্ন "বর্ত্তেয়" নানুতিষ্ঠেয়ং কর্ম্মাণি, তদা

অনুবাদ—আর এ বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত—এই কথা ভগবান্ "ন মে পার্থ" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। হে পার্থ **মে**=আমার **ত্রিষু লোকেষু**=তিন লোকেও **কিঞ্চন কর্ত্তব্যং**= কোন করণীয় কর্ম্ম **নাস্তি**=নাই। যেহেতু **অনবাপ্তম্**=অপ্রাপ্ত কোনও ফল আমার **অবাপ্তব্যম্** =প্রাপ্তব্য **ন**=নাই অর্থাৎ এমন কোন বস্তু আমার অপ্রাপ্ত নাই যাহা পাইতে হইবে। তথাপি আমি **বর্ত্তে এব কর্ম্মণি**=কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিই অর্থাৎ অবশ্যই কর্ম্ম করিয়া থাকি।১ "পার্থ" এইরূপ সম্বোধন করিয়া দেখাইতেছেন যে তুমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে উৎপন্ন, এবং বীরের অপত্যের অপত্য অর্থাৎ মহাবীর ভীষ্মের বংশধর বলিয়া একেবারে আমারই সমান; সুতরাং তোমার আমারই ।ত থাকা উচিত অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা উচিত।২—২২॥

ভাবপ্রকাশ—এই আমার কথাই ভাবিয়া দেখ। ত্রিভুবন মধ্যে আমার অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই, প্রাপ্তব্য বস্তুও কিছুই নাই। সবই আমার সৃষ্ট, সবই আমার করতলগত। সুতরাং কোনও কার্য্যে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। তথাপি আমি ক্ষত্রিয় বংশে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া ধর্ম্মস্থাপনের জন্য কর্ম্ম করি।২২

অনুবাদ—তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) লোক সংগ্রহও করিতে হইবে না যেহেতু তাহা বিফল (অর্জ্জুনের এই প্রকার উত্তর) আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন—**যদি অহম্**=যদি আমি

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

চেৎ অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ ; সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ অর্থাৎ আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে কর্ম্মলোপবশতঃ সকল লোকই বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং আমিই প্রজাগণকে বিনষ্ট করিব ॥২৪

মম শ্রেষ্ঠস্য সতো "বর্ত্ম"মার্গং হে "পার্থ" ! মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকারিণঃ সন্তঃ "অনুবর্ত্তন্তে" অনুবর্ত্তেরন্ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রেষ্ঠস্য তব মার্গানুবর্ত্তিত্বং মনুষ্যাণামুচিতমেব, অনুবর্ত্তিত্বে কো দোষ ইত্যত আহ উৎসীদেয়ুরিতি।১ "অহমী"শ্বর"শ্চেৎ" যদি "কর্ম্ম ন কুর্য্যাং" তদা মদনুবর্ত্তিনাং মন্বাদীনামপি কর্ম্মানুপপত্তের্লোকস্থিতিহেতোঃ কর্ম্মণো লোপেন ইমে সর্ব্বে লোকা "উৎসীদেয়ু"-বিনশ্যেয়ু স্ততশ্চ বর্ণসঙ্করস্য চ "কর্ত্তা"হমেব "স্যাং" তেন চেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহমেবোপহন্যাং ধর্ম্মলোপেন বিনাশয়েয়ম্। কথঞ্চ প্রজানামনুগ্রহার্থং প্রবৃত্ত ঈশ্বরোহহং

অতন্দ্রিতঃ=অর্থাৎ অনলস হইয়া **জাতু**=কখনও **কর্ম্মণি**=কর্ম্মে **ন বর্ত্তেয়**=বর্ত্তমান না থাকি অর্থাৎ কখনও যদি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি তাহা হইলে হে পার্থ মনুষ্যগণ কর্ম্মাধিকারী হইয়া আমি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় **সর্ব্বশঃ**=অর্থাৎ সকল রকমে **মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে**=আমার পথ অনুসরণ করিবে। ২৩ ॥

ভাবপ্রকাশ—আমি (ভগবান্) কর্ম্মাতীত ; সুতরাং আমার কর্ম্ম করা অনাবশ্যক। কিন্তু যাহারা কর্ম্মাধিকারী তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাবই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্মের অনুকরণ করা। সুতরাং আমি কর্ম্ম না করিলে আমার দৃষ্টান্তে সাধারণ লোকেও কর্ম্ম করিবে না। কিন্তু আমার কর্ম্ম না করায় কোনও পাপ নাই ; কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম না করা পাপ। একারণে তাহাদিগকে সেই পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাকেও কর্ম্ম করিতে হইতেছে। একারণে মহৎ ব্যক্তিগণের উচিত সাধারণ মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজ করা, যাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লোকে না উৎপথগামী হয়।২৩

অনুবাদ—তুমি যখন শ্রেষ্ঠ তখন তোমার পথ অনুসরণ করা ত লোকের উচিতই বটে, তাহারা যদি তোমার অনুবর্ত্তী হয় অর্থাৎ তোমার কর্ম্মত্যাগ দেখিয়া তাহারাও যদি কর্ম্মত্যাগ করে তাহা হইলে দোষ কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—১ **অহম্**=আমি ঈশ্বর হইয়া **যদি কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্**=কর্ম্ম না করি তাহা হইলে মনু প্রভৃতি যাঁহারা আমার অনুবর্ত্তী তাঁহাদের আর কর্ম্ম থাকে না ; আর এরূপ হইলে লোকস্থিতির হেতুস্বরূপ কর্ম্মের লোপ হওয়ায় অর্থাৎ যে কর্ম্ম লোকরক্ষার হেতু স্বরূপ তাহার লোপ হওয়ায় **ইমে লোকাঃ**=এই সমস্ত ব্যবহার **উৎসীদেয়ুঃ**=উৎসন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। আর তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইয়া পড়ি ; এবং তাহা হইলে আমিই এই সমস্ত জনসংহতিকে হত করিয়া ফেলি অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম্ম লোপ করিয়া

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি, বিদ্বান্ অসক্তঃ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্য্যাৎ অর্থাৎ হে ভারত! কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, অনাসক্ত জ্ঞানীও লোকশিক্ষার অভিলাষী হইয়া সেইরূপ করিবেন ॥২৫

তাঃ সর্ব্বা বিনাশয়েয়মিত্যভিপ্রায়ঃ।২ যদ্যদাচরতীত্যাদেরপরা যোজনা,—ন কেবলং লোকসংগ্রহং সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি, অপিতু শ্রেষ্ঠাচারত্বাদপীত্যাহ যদযদিতি।৩ তথাচ মম শ্রেষ্ঠস্য যাদৃশ আচার স্তাদৃশ এব মদনুবর্ত্তিনা ত্বয়ানুষ্ঠেয়ো ন স্বাতন্ত্র্যেণান্য ইত্যর্থঃ।৪ কীদৃশস্তবাচারো যো ময়ানুবর্ত্তনীয় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ন মে পার্থেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈস্তৎপ্রদর্শনমিতি ॥ ৫—২৪ ॥

নন্থ তবেশ্বরস্য লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাৎ ন কাপি ক্ষতিঃ, মম তু জীবস্য লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্য কর্ত্তৃত্বাভিমানেন জ্ঞানাভিভবঃ স্যাদিত্যত আহ সক্তা ইতি।১ "সক্তাঃ" কর্ত্তৃত্বাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ কর্ম্মণ্যভিনিবিষ্টা

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার হেতু হই। আমি ঈশ্বর, প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে তাহাদের সকলের বিনাশ করিতে পারি ইহাই অভিপ্রায়।২ "যদ্যদাচরতি" ইত্যাদি শ্লোকের অন্য প্রকারে অর্থ যোজনা করা যায়। তাহা এইরূপ যথা,—কেবল লোক সংগ্রহের জন্য যে তোমার (অর্জ্জুনের) কর্ম্ম করা উচিত এরূপ নহে, কিন্তু উহা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ বলিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। তাহাই বলিতেছেন **যদ্যৎ** ইত্যাদি।৩ সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ, আমার যেরূপ আচার, তুমি যখন আমার অনুবর্ত্তী তখন তোমারও সেইরূপ আচরণ করা উচিত, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক তোমার আচার অন্যপ্রকার হওয়া উচিত নহে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪ তোমার আচার আবার কিরূপ যাহা আমায় অনুসরণ করিতে হইবে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ জিজ্ঞাসা হইলে **"ন মে পার্থ"** ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।৫—২৪॥

ভাবপ্রকাশ—আর তাহাহইলে কর্ম্মাভাবে সমস্ত লোক উচ্ছন্ন যাইবে। বিহিত ধর্ম্মের আচরণের অভাবে ধর্ম্মসঙ্কর, আশ্রমসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইয়া সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে। আমিই এই সব অনিষ্টের কারণ হইব ইহা মনে করিয়া আমি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। সুতরাং কর্ম্ম করিলে বন্ধন হইবে, কর্ম্ম হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, এই সব ভাবিয়া তুমি কর্ম্মত্যাগ করিও না।২৪

অনুবাদ—আচ্ছা, তুমি ঈশ্বর, কাজেই তুমি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলেও তোমার সেই সেই কর্ম্মে অভিমান না থাকায় কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে আমি একজন সাধারণ জীব; আমি লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ আমার জ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িবে (সুতরাং আমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে), এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন।১ **সক্তাঃ কর্ম্মণি**=কর্ম্মে সক্ত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান হেতু এবং ফলাভিসন্ধির নিমিত্ত

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ; [অপিতু] বিদ্বান্ যুক্তঃ [সন্] সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ অর্থাৎ কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা উচিত নহে বরং জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধান হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন॥২৬

"অবিদ্বাংসো"ঽজ্ঞা যথা কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ "বিদ্বানা"ত্মবিদপি "তথৈব" কুর্য্যাৎ, কিন্তু "অসক্তঃ সন্" কর্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং চাকুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ।২ ভারতেতি ভরতবংশোদ্ভবত্বেন ভা = জ্ঞানং তস্যাং রতত্বেন বা ত্বং যথোক্তশাস্ত্রার্থবোধ-যোগ্যোঽসীতি দর্শয়তি॥ ৩—২৫॥

নন্থ কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব লোকসংগ্রহঃ কর্ত্তব্যো ন তু তত্ত্বজ্ঞানোপদেশেন ইতি কো হেতুরত আহ—ন বুদ্ধীতি।১ "অজ্ঞানা"মবিবেকিনাং কর্তৃত্বাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যভিনিবিষ্টানাং যা বুদ্ধিরহমেতৎ কর্ম্ম করিষ্যে এতৎফলঞ্চ ভোক্ষ্য ইতি

কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট **অবিদ্বাংসঃ** = অজ্ঞ ব্যক্তিগণ **যথা কুর্ব্বন্তি** = যেমন কর্ম্ম করিয়া থাকে **লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ** = লোকসংগ্রহ করিতে অভিলাষী বিদ্বান্ আত্মবিৎ ব্যক্তিও **তথা** = সেই ভাবেই **কুর্য্যাৎ** = কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু **অসক্তঃ** = অনাসক্ত হইয়া, অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিসন্ধি না করিয়া ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ "ভারত" এইরূপ সম্বোধন করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন যে তুমি ভরতের বংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া অথবা তুমি 'ভা' অর্থাৎ জ্ঞানে রত থাক বলিয়া যেরূপ শাস্ত্রার্থ বলা হইল তাহা বুঝিবার উপযুক্ত হইতেছ।৩—২৫॥

ভাবপ্রকাশ—কর্ম্ম করিলেই বন্ধন হইবে এরূপ নিয়ম নাই। আসক্তিই বন্ধনের হেতু। অনাসক্তভাবে বিদ্বান্ কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হইতে পারে না। অবিদ্বানেরা আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন। কর্ম্মত্যাগ না করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা। কারণ ইহা দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়। কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—ইহা পূর্ব্বে ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে। জ্ঞানীর বাস্তবিক পক্ষে প্রয়োজন নাই—তিনি কর্ত্তব্য বা প্রয়োজনবুদ্ধির উপরে উঠিয়াছেন। তাই জ্ঞানীর কর্ম্ম নিজ প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তাঁহার যে কিছু কর্ম্ম তাহা লোককে শিখাইবার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়।২৫

অনুবাদ—আচ্ছা, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই যে লোকসংগ্রহ করিতে হইবে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া লোকসংগ্রহ করিতে হইবে না ইহার হেতু কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—।১ **অজ্ঞানাম্** = অজ্ঞ অবিবেকী ব্যক্তিগণের কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক যাহারা কর্ম্মে আসক্ত হয় সেই কর্ম্মাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের আমি এই কর্ম্ম করিব ইহার ফলভোগ করিব ইত্যাদি প্রকার যে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আছে, তাহাদিগের নিকটে আত্মা অকর্ত্তা ইত্যাদি তত্ত্বোপদেশ করিয়া

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি; অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা "অহং কর্ত্তা" ইতি মন্যতে অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্ম সকল সম্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ মনে করিয়া থাকে।২৭

তস্যা ভেদং বিচালনং অকর্ত্র্যাত্মোপদেশেন ন কুর্য্যাৎ, কিন্তু "যুক্তো"ঽবহিতঃ সন্ "বিদ্বান্" লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ অবিদ্বদধিকারিকাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ তেষাং শ্রদ্ধামুৎপাদ্য জোষয়েৎ প্রীত্যা সেবয়েৎ।২ অনধিকারিণামুপদেশেন বুদ্ধিবিচালনে কৃতে কর্ম্মসু শ্রদ্ধা-নিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেরুভয়ভ্রষ্টত্বং স্যাৎ। তথাচোক্তং "অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥" ইতি ॥ ৩—২৬ ॥

বিদ্বদবিদুষোঃ কর্ম্মানুষ্ঠানসাম্যেঽপি কর্ত্তৃত্বাভিমানতদভাবাভ্যাং বিশেষং দর্শয়ন্ "সক্তাঃ কর্ম্মণি" ইতি শ্লোকার্থং বিবৃণোতি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্।১ প্রকৃতির্মায়া

তাহার ভেদ অর্থাৎ বিচলন করা উচিত নহে। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত যে **যুক্তঃ** অর্থাৎ অবহিত হইয়া **লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ**=লোক সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় **কর্ম্মাণি**=অবিদ্বান্ ব্যক্তি যে সমস্ত কর্ম্মের অধিকারী সেই সমস্ত কর্ম্মকলাপ **সমাচরন্**=স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদন করতঃ **জোষয়েৎ**=যেন তাহাদিগকে প্রীতিসহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান।২ অনধিকারী ব্যক্তির নিকট তত্ত্বোপদেশ করিয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচালিত করিলে কর্ম্মেতে তাহাদের শ্রদ্ধা থাকে না এবং তাহাদের জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া তাহারা উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য সেইরূপই কথিত আছে, যথা—"অজ্ঞ ও অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকটে যে 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' এই উপদেশ দেয়, সে তাহাকে মহানরক পরম্পরায় নিবেশিত করে"।৩—২৬॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে আত্মা অকর্ত্তা। কোনও কর্ম্মের দ্বারা আত্মা স্পৃষ্ট হন না। কর্ম্মের যে পারমার্থিকত্ব নাই তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজে কর্ম্মে বিরত থাকিয়া অজ্ঞানীকে কর্ম্মের অসারতা যেন শিক্ষা না দেন। তিনি কর্ম্ম না করিলে তাঁহার অনুসরণ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরাও কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিবে। ইহাতে কিন্তু অজ্ঞানীদের মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। কারণ অজ্ঞানীর যে চিত্তের অশুদ্ধি তাহা কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই দূর হইতে পারে না। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজে কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানীকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। জ্ঞানী সর্ব্বদাই যুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম করেন—সুতরাং এই কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।২৬

অনুবাদ—বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ উভয়ের কর্ম্মানুষ্ঠানের সমতা থাকিলেও অর্থাৎ উভয়েই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলেও অবিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির তাহা নাই—উভয়ের এইরূপ বিশেষ দেখাইয়া "প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত "সক্তাঃ কর্ম্মণি" ইত্যাদি শ্লোকেরই বিবৃতি করিতেছেন—।১ প্রকৃতি বলিতে মায়া নামক সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

তু হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে—ইতি মত্বা ন সজ্জতে অর্থাৎ কিন্তু হে মহাবাহো! গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ এই উভয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত আছে, আমি নিঃসঙ্গমাত্র, এইরূপ জানিয়া কর্ম্মে আসক্ত হন না ॥২৮

সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মিথ্যাঽজ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতেঃ (শ্বেতাঃ উঃ ৪।১০)।২ তস্যাঃ প্রকৃতেগুণৈর্ব্বিকারৈঃ কার্য্যকারণরূপৈঃ "ক্রিয়মাণানি" লৌকিকানি বৈদিকানি চ "কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" সর্ব্বপ্রকারৈঃ অহঙ্কারেণ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মপ্রত্যয়েন বিমূঢ়ঃ স্বরূপবিবেকাসমর্থঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽ"হঙ্কারবিমূঢ়াত্মা" অনাত্মন্যাত্মাভিমানী তানি কর্ম্মাণি "কর্ত্তাহমিতি" করোম্যহমতি "মন্যতে" কর্ত্রধ্যাসেন।৩ কর্ত্তাহমিতি তৃন্‌প্রত্যয়ঃ। তেন "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণা"মিতি ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ॥ ৪—২৭॥

মিথ্যা অজ্ঞানস্বরূপা পরমেশ্বরের শক্তি; ইহা "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়াকে মহেশ্বর বলিয়া বুঝিতে হইবে" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়।২ **প্রকৃতেঃ**=সেই প্রকৃতির **গুণৈঃ**=গুণসকলের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতির বিকার সকলের দ্বারা **ক্রিয়মাণানি**=যে সমস্ত লৌকিক এবং বৈদিক কার্য্য ক্রিয়মাণ হয়, **সর্ব্বশঃ**=সকল প্রকারে **অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা**=অহঙ্কার হেতু অর্থাৎ কার্য্য কারণ সঙ্ঘাতের উপর আত্মবুদ্ধি বশতঃ বিমূঢ় অর্থাৎ স্বরূপ বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়াছে আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহার সে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা তাদৃশ জীব অর্থাৎ অনাত্মায় আত্মাভিমানকারী জীব সেই সমস্ত কর্ম্মগুলিকে অধ্যাসবশতঃ **কর্ত্তা অহম্ ইতি মন্যতে**=আমি কর্ত্তা,—আমি করিতেছি এইরূপ মনে করে।৩ "কর্ত্তাহম্" এস্থলে "তৃণ্" প্রত্যয় করিয়া "কর্ত্তৃ" এই শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে; এই কারণে "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্" এই পাণিনীয় নিয়মানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় নাই।৪—২৭॥

ভাবপ্রকাশ—অবিদ্বান্ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণের দ্বারা চালিত হইয়াই যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়—ইহা অবিদ্বান্ ব্যক্তি জানে না। সে নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রযুক্ত সুখ-দুঃখের দ্বারা মোহিত হয়। প্রকৃতির কার্য্যকে "আমি করিতেছি" মনে করিয়া মোহগর্ত্তে পতিত হয়। যতদিন কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততদিন এই কর্ত্তৃত্বাভিমান জীবকে কর্ম্ম করাইয়া লইয়া চলে এবং ক্রমশঃ তাঁহার অশুদ্ধি কাটাইয়া দেয়। অশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞান ব্যক্তির এই কর্ত্তৃত্বাভিমানভ্রম দূর করিয়া দিতে নাই। তাহা করিলে তাহার শুদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় যে কর্ম্ম তাহা হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করা হইবে এবং তাহার মোক্ষলাভ ত দূরের কথা, শুদ্ধিলাভও ঘটিবে না।২৭

বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যতে ইত্যাহ তত্ত্ববিত্তিতি। তত্ত্বং যাথাত্ম্যং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ, তুশব্দেন তস্যাজ্ঞাদ্ বৈশিষ্ট্যমাহ—।১ কস্য তত্ত্বমিত্যত আহ, "গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ", গুণা দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানি অহঙ্কারাস্পদানি, কর্ম্মাণি চ তেষাং ব্যাপারভূতানি মমকারাস্পদানি ইতি—। গুণকর্ম্মেতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ— ।২ বিভজ্যতে সর্ব্বেষাং জড়ানাং বিকারিণাং ভাসকত্বেন পৃথগ্ ভবতীতি বিভাগঃ স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপোঽসঙ্গ আত্মা।৩ গুণকর্ম্ম চ বিভাগশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্ভাস্যভাসকয়োর্জ্জড়চৈতন্যয়োর্ব্বিকারিনির্ব্বিকারয়োস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যং যো বেত্তি সঃ, "গুণাঃ" করণাত্মকাঃ "গুণেষু" বিষয়েষু "বর্ত্তন্তে" বিকারিত্বাৎ, ন তু নির্ব্বিকার আত্মেতি মত্বা ন "সজ্জতে" সক্তিং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশমতত্ত্ববিদিব ন করোতি।৩ হে "মহাবাহো"! ইতি সম্বোধয়ন্ সামুদ্রিকোক্তসৎপুরুষলক্ষণযোগিত্বান্ন পৃথগ্ জনসাধারণ্যেন ত্বমবিবেকী ভবিতুমর্হসীতি সূচয়তি।৫ গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিতি বা। অস্মিন্ পক্ষে গুণকর্ম্মণোরিত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে বিভাগপদস্য প্রয়োজনং চিন্ত্যম্। ৬—২৮॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি কিন্তু ঐরূপ মনে করেন না; তাহাই বলিতেছেন। যিনি তত্ত্ব অর্থাৎ যাথাত্ম্য অবগত আছেন তিনি তত্ত্ববিৎ। "তু" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি হইতে তাঁহার যে বিশিষ্টতা আছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন।১ তিনি কাহার তত্ত্ব জানেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ**=গুণ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব। গুণ বলিতে অহঙ্কারের আশ্রয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই গুলি বুঝাইতেছে; সেই গুণের যেগুলি ব্যাপারস্বরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াস্বরূপ এবং যে গুলি মমকারের আস্পদ সেইগুলি কর্ম্ম। গুণকর্ম্ম এস্থলে সমাহারদ্বন্দ্ব হইয়াছে।২ যাহা বিভক্ত হয় অর্থাৎ সকল বিকারী জড়পদার্থেরও প্রকাশক হওয়ায় যাহা সেই জড়বর্গ হইতে পৃথক্ হইয়া যায় তাহাই বিভাগ; এইরূপে বিভাগ শব্দের অর্থ স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ অসঙ্গ আত্মা।৩ গুণকর্ম্মবিভাগ এস্থলে গুণকর্ম্ম ও বিভাগ এইরূপে দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে—। সেই গুণকর্ম্ম এবং বিভাগের অর্থাৎ ভাস্য (জ্ঞানপ্রকাশ্য) এবং ভাসক (প্রকাশকজ্ঞান) রূপ জড় ও চৈতন্যের, বিকারী ও নির্বিকারের তত্ত্ব অর্থাৎ মাহাত্ম্য (যথাযথ স্বরূপ) যিনি অবগত হন সেই ব্যক্তি, **গুণাঃ**=করণাত্মক গুণ সকল **গুণেষু**= বিষয়রূপ গুণে **বর্ত্তন্তে**=প্রবৃত্ত হয়, যেহেতু তাহারা বিকারী কিন্তু নির্বিকার আত্মা বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না **ইতি মত্বা**=এইরূপ মনে করিয়া **ন সজ্জতে**=আসক্ত হন না, অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সক্তি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বের অভিমান করেন না।৪ "হে মহাবাহো" এইরূপ সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে সামুদ্রিক শাস্ত্রে সৎপুরুষের যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে তোমাতে যখন তাহা (সেই দীর্ঘবাহুত্ব) বিদ্যমান রহিয়াছে তখন পামর ব্যক্তির মত অবিবেকী হওয়া তোমার উচিত হয় না।৫ "গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ" ইহার অপর অর্থ, যথা—গুণবিভাগের এবং কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ। এইরূপ ব্যাখ্যাপক্ষে "গুণকর্ম্মণোঃ" মাত্র এইটুকু বলিলেই বিবক্ষিত অর্থ নির্বাহিত হইতে পারিত বলিয়া "বিভাগ", এই পদটী কি প্রয়োজনে প্রযুক্ত হয় তাহা চিন্তার বিষয় হয়; অর্থাৎ এই প্রকার ব্যাখ্যায় বিভাগ পদটী অনর্থক হয় বলিয়া ঐ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য। ৬—২৮॥

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে ; কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে বিমুগ্ধ হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুণে এবং ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে ; সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও দুর্ম্মতিগণকে বিচালিত করিবেন না ॥২৯

তদেবং বিদ্বদবিদুষোঃ কর্ম্মানুষ্ঠানসাম্যেন বিদ্বান্ অবিদুষো বুদ্ধিভেদং ন কুর্য্যাদিত্যুক্তমুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি।১ "প্রকৃতেঃ" পূর্ব্বোক্তায়া মায়ায়া গুণৈঃ কার্য্যতয়া ধর্ম্মৈর্দ্দেহাদিভির্ব্বিকারৈঃ "সংমূঢ়াঃ" সম্যক্ মূঢ়াঃ স্বরূপাস্ফুরণেন তানেবাত্মত্বেন মন্যমানাস্তেষামেব গুণানাং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং "কর্ম্মসু" ব্যাপারেষু "সজ্জন্তে" সক্তিং বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মস্তৎফলায়েতি দৃঢ়তরামাত্মীয়বুদ্ধিং কুর্ব্বন্তি যে তান্ কর্ম্মসঙ্গিনো"ঽকৃৎস্নবিদো"ঽনাত্মাভিমানিনো "মন্দান্" অশুদ্ধচিত্তত্বেন জ্ঞানাধিকারমপ্রাপ্তান্ "কৃৎস্নবিৎ" পরিপূর্ণাত্মবিৎ স্বয়ং "ন বিচালয়েৎ" কর্ম্মশ্রদ্ধাতো ন প্রচ্যাবয়েদিত্যর্থঃ। যে ত্বমন্দাঃ শুদ্ধান্তঃকরণাস্তে স্বয়মেব বিবেকোদয়েন বিচলন্তি জ্ঞানাধিকারং প্রাপ্তা ইত্যভিপ্রায়ঃ।২

ভাবপ্রকাশ - তবে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা পৃথক্। তাঁহারা কোন্ গুণে কোন্ ক্রিয়া হয় সবই অবগত আছেন। কর্ম্ম যে গুণপ্রসূত তাহা তাঁহারা বিশেষ করিয়া জানেন। তাই কর্ম্মসকল গুণের ক্রিয়া মনে করিয়া তাঁহারা তাহাতে আসক্ত হন না। আত্মা যে পরমার্থতঃ কোনও ক্রিয়াতেই লিপ্ত হইতে পারেন না, আত্মা যে অসঙ্গ, ইহা তাঁহারা জানেন। তাই তাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত হইয়া কর্ম্মে লিপ্ত হন না।২৮

অনুবাদ—অতএব এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে যখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন অবিদ্বান্ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ করান বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত হয় না—এইরূপে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই উপসংহার করিতেছেন—।১ **প্রকৃতেঃ** = পূর্ব্বোক্ত মায়ারূপা প্রকৃতির **গুণসম্মূঢ়াঃ** = গুণ সকলের দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্যভূত দেহাদি বিকার রূপ স্বীয় ধর্ম্ম সকলের প্রভাবে সম্যক্ মূঢ় (মোহগ্রস্ত) ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ নিজ স্বরূপের প্রকাশ হয় না বলিয়া সেই প্রকৃতির বিকার স্বরূপ দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া, **গুণকর্ম্মসু** = সেই দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ রূপ গুণ সকলেরই কর্ম্মেতে **সজ্জন্তে** = আসক্ত হয় অর্থাৎ আমরা সেই সেই ফলের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছি—এইরূপে সক্তি অর্থাৎ দৃঢ়তর ভাবে আত্মীয় বুদ্ধি অর্থাৎ আপনার জ্ঞান করিয়া আসক্তি করিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ বুদ্ধি করে সেই সমস্ত কর্ম্মাসক্ত **অকৃৎস্নবিদঃ** অর্থাৎ অনাত্মাভিমানী **মন্দান্** = মন্দ ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই বলিয়া যাহারা জ্ঞানের অধিকার পায় নাই সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে **কৃৎস্নবিৎ** = যিনি পরিপূর্ণ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তিনি **ন বিচালয়েৎ** = বিচালিত করিবেন না অর্থাৎ—কর্ম্মশ্রদ্ধা হইতে প্রচ্যাবিত করিবেন না—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। আর যে সমস্ত ব্যক্তি অমন্দ অর্থাৎ যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে জ্ঞানোদয় হইলে তাঁহারা স্বয়ংই বিচালিত হইয়া থাকেন, ইহাই এস্থলের

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মযি সংন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ ভূত্বা বিগতজ্বরঃ [সন্] যুধ্যস্ব অর্থাৎ অতএব তুমি আমাতে অধ্যাত্মচিত্তে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর, শোক করিও না ॥৩০

কৃৎস্নাকৃৎস্নশব্দৌ আত্মানাত্মপরতয়া শ্রুত্যর্থানুসারেণ বার্ত্তিককৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতৌ। "সদেবেত্যাদিবাক্যেভ্যঃ কৃৎস্নং বস্তু যতোঽদ্বয়ম্। সম্ভবস্তদ্বিরুদ্ধস্য কুতোঽকৃৎস্নস্য বস্তুনঃ॥ যস্মিন্ দৃষ্টেঽপ্যদৃষ্টোঽর্থঃ স তদন্যশ্চ শিষ্যতে। তথাদৃষ্টেঽপি দৃষ্টঃ স্যাদকৃৎস্নস্তাদৃগুচ্যতে" ইতি॥ অনাত্মনঃ সাবয়বত্বাদনেকধর্ম্মবত্ত্বাচ্চ কেনচিদ্ধর্ম্মেণ কেনচিদবয়বেন বা বিশিষ্টে তস্মিন্নেকস্মিন্ ঘটাদৌ জ্ঞাতেঽপি ধর্ম্মান্তরেণাবয়বান্তরেণ বা বিশিষ্টঃ স এবাজ্ঞাতোঽবশিষ্যতে। তদন্যশ্চ পটাদিরজ্ঞাতোঽবশিষ্যত এব। তথা তস্মিন্ ঘটাদাবজ্ঞাতেঽপি পটাদির্জ্ঞাতঃ স্যাদিতি তজ্জ্ঞানেঽপি তস্যান্যস্য চাজ্ঞানাৎ তদজ্ঞানেঽপ্যন্যজ্ঞানাচ্চ সোঽকৃৎস্ন ইতি উচ্যতে।৪ কৃৎস্ন ইতি কৃৎস্নস্ত্বদ্বয় আত্মৈব তজ্জ্ঞানে কস্যচিদবশেষস্যাভাবাদিতি শ্লোকদ্বয়ার্থঃ ॥ ৫—২৯ ॥

এবং কর্ম্মানুষ্ঠানসাম্যেঽপ্যজ্ঞবিজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-তদভাবাভ্যাং বিশেষ উক্তঃ। ইদানীমজ্ঞস্যাপি মুমুক্ষোরমুমুক্ষ্বপেক্ষয়া ভগবদর্পণং ফলাভিসন্ধ্যাভাবঞ্চ বিশেষং বদন্

অভিপ্রায়।২ বার্ত্তিককার শ্রুতির অর্থমত "কৃৎস্ন" ও "অকৃৎস্ন" এই শব্দ দুইটিকে যথাক্রমে আত্মা ও অনাত্মা অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "যেহেতু সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" বাক্যে অদ্বিতীয় বস্তুই কৃৎস্ন বলিয়া অভিহিত হয়, সেই কারণে তদ্বিরুদ্ধ অকৃৎস্ন বস্তুর আর সম্ভব কিরূপে হয়? যাহা দৃষ্ট হইলেও তাহা, এবং তদ্ভিন্ন অপর বস্তুও অদৃষ্ট থাকিয়া যায় এবং যাহা অদৃষ্ট হইলেও তদন্য বস্তু দৃষ্ট হইতে পারে তাদৃশ বস্তুকেই অকৃৎস্ন বলা হয়।"৩ কারিকা দুইটীর ভাবার্থ এইরূপ,— অনাত্মা জড় পদার্থ সাবয়ব এবং অনেক ধর্ম্ম বিশিষ্ট; একারণে ঘটাদি কোনও একটী বস্তু যদি কোনও ধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া অথবা কোনও অবয়বের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া মানবের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা হইলেও সেই একই বস্তুটী অন্য ধর্ম্ম অথবা অন্য অবয়বের দ্বারা বিশিষ্ট হইলে তদ্রূপে মনুষ্যের নিকট অজ্ঞাতই হইয়া থাকে, আর তাহা হইতে যাহা ভিন্ন এমন পটাদি বস্তু ত অজ্ঞাতভাবে অবশিষ্টই থাকে। আবার সেই ঘটাদি পদার্থ যদি অজ্ঞাত থাকে তথাপি পটাদি পদার্থ জ্ঞাত হইয়া থাকিতে পারে। সুতরাং কোন একটী বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হইলেও তদ্বিষয়েই অজ্ঞান থাকিতে পারে এবং তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থ সম্বন্ধেও অজ্ঞান থাকিতে পারে; আবার তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকিলেও তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে; এই কারণে সেই পদার্থটী অকৃৎস্ন নামে অভিহিত হয়।৪ পক্ষান্তরে অদ্বয় আত্মাই কৃৎস্ন বস্তু; কেন না সেই অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান হইলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য বলিয়া অবশিষ্ট থাকে না।৫—২৯॥

ভাবপ্রকাশ—এই কথাই "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" বলিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছেন—এতক্ষণে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীভগবান্ নিজেই করিয়া দিলেন। প্রকৃতির গুণের দ্বারা যাহারা মোহিত হইয়া আছে—তাহারাই

অজ্ঞতয়ার্জ্জুনস্য কর্ম্মাধিকারং দ্রঢ়য়তি ময়ীতি।২ "ময়ি" ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বনিয়ন্তরি "সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" লৌকিকানি বৈদিকানি চ সর্ব্ব-প্রকারাণি "অধ্যাত্মচেতসা" অহং কর্ত্তা অন্তর্য্যাম্যধীনস্তস্মা এবেশ্বরায় রাজ্ঞ ইব ভৃত্যঃ কর্ম্মাণি করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা "সন্ন্যস্য" সমর্প্য "নিরাশী" নিষ্কামঃ "নির্ম্মমো" দেহপুত্র-ভ্রাত্রাদিষু স্বীয়েষু মমতাশূন্যঃ "বিগতজ্বরঃ"—সন্তাপহেতুত্বাৎ শোকএব জ্বরশব্দেনোক্তঃ, ঐহিকপারত্রিকদুর্যশোনরকপাতাদিনিমিত্তশোকরহিতশ্চ "ভূত্বা" ত্বং মুমুক্ষু"র্যুধ্যস্ব" বিহিতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ।২ অত্র ভগবদর্পণং নিষ্কামত্বঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং মুমুক্ষোঃ, নির্ম্মমত্বং ত্যক্তশোকত্বঞ্চ যুদ্ধমাত্রে প্রকৃতে ইতি দ্রষ্টব্যম্। অন্যত্র মমতা-শোকয়োরপ্রসক্তত্বাৎ ॥ ৩—৩০ ॥

অজ্ঞ, তাহারাই অবিদ্বান্। তাহারাই অকৃৎস্নবিদ্। শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিলেই বিদ্বান্ হয় না শুধু শাস্ত্রচর্চ্চা করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। যতদিন গুণের পারে না যাওয়া যায়, যতদিন গুণের দ্বারা মোহিত হইতে হয়, ততদিন অজ্ঞান থাকে। **কর্ম্ম'ই** এই অজ্ঞানীর অভ্যুদয়ের একমাত্র হেতু। ইহাকে আত্মার অসঙ্গত্বের উপদেশ দিতে নাই, কিম্বা কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেখাইতে নাই যে কর্ম্মের পারমার্থিকত্ব নাই। ইহারা যাহাতে বুদ্ধিভ্রষ্ট না হয়, ইহারা যাহাতে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্যই জ্ঞানী অনাসক্ত হইয়া নিষ্প্রয়োজনেও কর্ম্ম করিবেন। জ্ঞানীর নিজের প্রয়োজন নাই কিন্তু তাহা হইলেও পরার্থে এই শ্রেষ্ঠ আচরণ দেখাইবার জন্যই তাঁহারাও যেন কর্ম্ম করেন—ইহাই বোধ হয় শ্রীভগবানের অভিপ্রেত।২৯

অনুবাদ—এই প্রকারে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়ের কর্ম্মানুষ্ঠানের সাম্য থাকিলেও অর্থাৎ তাহা একরকমের হইলেও অজ্ঞের কর্তৃত্বাভিমান আছে কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির তাহা থাকে না ইহাই তাহাদের বিশেষত্ব, ইহা বলা হইল।১ এক্ষণে মুমুক্ষু ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও ভগবদর্পণ এবং ফলাভিসন্ধির অভাবই অমুমুক্ষু ব্যক্তি হইতে তাঁহার বিশেষত্ব, যেহেতু তিনি সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন এবং সকল স্থলেই তাঁহার ফলাভিসন্ধির অভাব থাকে অর্থাৎ কোন কর্ম্মই তিনি ফলাভিসন্ধিতে করেন না; ইহা বলিয়া অর্জ্জুনের কর্ম্মাধিকার দৃঢ় করিতেছেন—।২ **ময়ি** = আমার উপর অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই ভগবান্ বাসুদেবের উপর **সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি** = লৌকিক এবং বৈদিক সকল প্রকার কর্ম্ম **অধ্যাত্মচেতসা** = অধ্যাত্মচিত্তে অর্থাৎ ভৃত্য যেমন রাজার অধীন হইয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করে সেইরূপ অন্তর্যামীর অধীন হইয়া সেই ঈশ্বরের নিমিত্তই কর্ম্ম করিতেছি এই প্রকার বুদ্ধিতে **সন্ন্যস্য** = সমর্পণ করিয়া **নিরাশীঃ** অর্থাৎ নিষ্কাম এবং **নির্ম্মমঃ** = নির্ম্মম হইয়া অর্থাৎ দেহ পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়ের উপর মমতাবিহীন হইয়া এবং **বিগতজ্বরঃ**—এস্থলে জ্বরশব্দে শোকই বুঝাইতেছে, কেননা, তাহা সন্তাপের কারণ, সুতরাং বিগতজ্বর ইহার অর্থ ঐহিক ও পারত্রিক দুর্নাম এবং নরকপতনাদির জন্য যে শোক সেই শোক বিহীন হইয়া **ত্বং** = মুমুক্ষু তুমি **যুধ্যস্ব** = যুদ্ধ কর অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর, ইহাই অভিপ্রায়।২ এস্থলে যে, ঈশ্বরার্পণ এবং নিষ্কামত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মুমুক্ষুর পক্ষে সমস্ত কর্ম্মেই সাধারণ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়; আর যে নির্ম্মমত্ব ও ত্যক্তশোকত্ব ইহা কেবলমাত্র এই যুদ্ধ স্থলের প্রকরণের

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ যে মানবাঃ মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াহীন হইয়া সর্ব্বদা আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন ॥৩১

ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ মুক্তিফলমিত্যাহ যে ম ইতি।১ ইদং ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন বিহিতকর্ম্মাচরণরূপং মম মতং "নিত্যং" নিত্যবেদবোধিতত্বেন অনাদিপরম্পরাগতং, আবশ্যকমিতি বা, সর্ব্বদেতি বা "মানবাঃ" মনুষ্যা যে কেচিৎ—মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মণাং, "শ্রদ্ধাবন্তঃ" শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টেঽর্থেঽননুভূতেঽপ্যেবমেবৈতদিতি বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদ্বন্তঃ, "অনসূয়ন্তঃ" গুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া, সা চ দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়ন্ন কারুণিকোঽয়মিত্যেবংরূপা, প্রকৃতে

জন্যই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের ভগবদর্পণ এবং নিষ্কামত্ব ত আছেই, অধিকন্তু এই যুদ্ধস্থলে তোমায় নির্ম্মম এবং শোকবিহীনও হইতে হইবে ইহাই অভিপ্রায়।৩—৩০॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞানী কর্ম্ম করিলেও জ্ঞানীর বন্ধন হইবে না তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অজ্ঞানীও যদি অধ্যাত্মচিত্ত হইয়া (অর্থাৎ সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া) কর্ম্ম করেন তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মও বন্ধন ঘটাইবে না। কর্ম্ম কি ভাবে কৃত হয়, কোন্ ভাব হইতে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই বিবেচনা করিবার দরকার। সদ্‌বুদ্ধি আমাকে যেরূপ প্রেরণা দিতেছেন আমি সেইরূপ কর্ম্ম করিতেছি—ইহা ঠিক ঠিক হৃদয়ে ধারণা হইলে কর্ম্ম কখনও বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। এই সদ্-বুদ্ধি বা বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই প্রকৃতভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়। ইহাই প্রকৃত মমতাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা। কামনা বা অহং যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয়। কিন্তু এই কামনারূপ সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া মাত্র সদ্‌বুদ্ধি চালিত হইয়া কর্ম্ম করিলে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়। এইরূপে কর্ম্ম করিলেই বিগত-শোক হওয়া যায়। কামনাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি জন্য হর্ষ শোক থাকিবেই থাকিবে। এই 'অধ্যাত্মচেতসা সংনস্য'—ইহাই কর্ম্মস্তরে শোক অতিক্রম করিবার রাজপথ।৩০

অনুবাদ—ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানকে দ্বার করিয়া মুক্তিরূপ ফল হইয়া থাকে; তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—।১ **ইদং**=ফলাভিসন্ধিরহিত ভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত এই যে **মে মতম্**=আমার মত **নিত্যম্**=যাহা নিত্য বেদের দ্বারা বোধিত অর্থাৎ উপদিষ্ট বলিয়া অনাদি পরম্পরায় আগত অর্থাৎ যাহা গুরুশিষ্য সম্প্রদায় ক্রমে অনাদি কাল হইতে অনাদি বেদোক্তিরূপে প্রাপ্ত, অথবা 'নিত্য' অর্থ আবশ্যক, অথবা 'নিত্য' ইহার অর্থ সর্ব্বদা, **মানবাঃ**=মনুষ্যগণের মধ্যে যে কেহ, **"মানবাঃ"** পদ উল্লেখ করিয়া মনুষ্য বলিবার কারণ এই যে কেবলমাত্র মনুষ্যগণই কর্ম্মের অধিকারী, **শ্রদ্ধাবন্তঃ**=শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, যে বিষয় শাস্ত্র এবং আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন তাহা অনুভূত না হইলেও 'ইহা এইরূপই'—এই প্রকার যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া এবং

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি অর্থাৎ আর যাহারা অসূয়াবশে আমার এই মতের অনুসরণ না করে সেই বিবেকহীন ব্যক্তিদিগকে সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বিমূঢ় ও সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিবে ॥৩২

প্রসক্তাং তামসূয়ামপি গুরৌ বাসুদেবে সর্ব্বসুহৃদি অকুর্ব্বন্তো যে"অনুতিষ্ঠন্তি," তেঽপি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ সম্যগ্ জ্ঞানিবন্মুচ্যন্তে "কর্ম্মভিঃ" ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ২—৩১ ॥

এবমন্বয়ে গুণমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি। তুশব্দঃ শ্রদ্ধাবদ্বৈধর্ম্ম্যমশ্রদ্ধাং সূচয়তি।১ তেন যে নাস্তিক্যাদশ্রদ্দধানা "অভ্যসূয়ন্তো" দোষমুদ্ভাবয়ন্তঃ এতন্মম মতং নানুবর্ত্তন্তে, তানচেতসো দুষ্টচিত্তান্, অতএব "সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্" সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ব্রহ্মণি সগুণে নির্গুণে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিবিধং প্রমাণতঃ প্রমেয়তঃ প্রয়োজনতশ্চ মূঢ়ান্ সর্ব্বপ্রকারেণাযোগ্যান্ নষ্টান্ সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্টান্ "বিদ্ধি" জানীহি ॥২—৩২ ॥

অনসূয়ন্তঃ=অসূয়া না করিয়া,—গুণের মধ্য হইতে যে দোষাবিষ্কার করা তাহার নাম অসূয়া; তাহা আবার—'এই ব্যক্তি যখন আমায় দুঃখময় কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে তখন এ কারুণিক নয়' এই প্রকার ধারণা প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ এই গীতারূপ উপদেশ স্থানে প্রসক্ত অর্থাৎ হইবার যোগ্য হইতেছে। সর্ব্বসুহৃৎ গুরুর উপর অর্থাৎ ভগবানের উপর সেই প্রসক্ত স্বাভাবিক অসূয়া না করিয়া যাহারা **অনুতিষ্ঠন্তি**=উহার অনুষ্ঠান করে **তেঽপি**=তাহারাও **মুচ্যন্তে**=সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তিকে দ্বার করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্মরাশির দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মরাশি হইতে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় মুক্তিলাভ করে।২—৩১॥

ভাবপ্রকাশ—যাঁহারা এইরূপ অধ্যাত্মচেতা হইয়া ঠিক ঠিক ভাবে আমাতে কর্ম্মসমর্পণ করিতে পারেন অর্থাৎ আমার বাক্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অসূয়াশূন্য হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্ম করিতে পারেন অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা আমার বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন তাহারাও ঐ কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হন। জ্ঞানীরা ত মুক্ত হইতে পারেনই; যাঁহারা সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন নাই, তাঁহারাও আমার নির্দ্দিষ্টভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে মুক্ত হইতে পারেন। কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই—এই ধারণা যেন তোমার না হয়। 'অপি' শব্দের ইহাই অর্থ। জ্ঞানীদের মত নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানকারীরাও মুক্ত হইতে পারেন।৩১

অনুবাদ—এইরূপে অন্বয়ে গুণ দেখাইয়া অর্থাৎ উহা করিলে কি হয় তাহা বলিয়া ব্যতিরেকে দোষ দেখাইবার জন্য অর্থাৎ উহা না করিলে কি দোষ হয় তাহা বলিবার জন্য বলিতেছেন "যে তু" ইত্যাদি। "তু" শব্দটী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির বিপরীত ধর্ম্ম যে অশ্রদ্ধা তাহার সূচনা করিতেছে।১ সুতরাং যাহারা নাস্তিকতা বশতঃ শ্রদ্ধাশীল না হইয়া অসূয়া করতঃ অর্থাৎ দোষ উদ্ঘাটন করতঃ **এতৎ**=আমার এই মত **নানুতিষ্ঠন্তি**=অনুবর্ত্তন করে না **তান্ অচেতসঃ**=সেই সমস্ত অচেতা

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে, ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন। প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে; তাহা হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি আর করিতে পারে? ॥৩৩

নন্থ রাজ্ঞ ইব তব শাসনাতিক্রমে ভয়ং পশ্যন্তঃ কথমসূয়ন্তস্তব মতং নানুবর্ত্তন্তে, কথং বা সর্ব্বপুরুষার্থসাধনে প্রতিকূলা ভবন্তীত্যত আহ সদৃশমিতি।১ প্রকৃতির্নাম প্রাগ্‌জন্মকৃতধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছাদিজন্যসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মন্যভিব্যক্তঃ সর্ব্বতো বলবান্, "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।২) ইতি শ্রুতিপ্রমাণকঃ।২ তস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ সদৃশমনুরূপমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবান্ ব্রহ্মবিদপি "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" ইতি ন্যায়াৎ, গুণদোষজ্ঞানবান্ বা চেষ্টতে, কিং পুনর্মূর্খঃ?৩ তস্মা"দ্ভূতানি" সর্ব্বে প্রাণিনঃ "প্রকৃতিং যান্তি" অনুবর্ত্তন্তে, পুরুষার্থভ্রংশহেতুভূতামপি, তত্র মম বা

অর্থাৎ দুষ্টচিত্ত এবং এই কারণেই (দুষ্টচিত্ত বলিয়াই) **সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্**=সকল স্থলেই—কর্ম্ম বিষয়ে অথবা সগুণ বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম বিষয়ে যাহারা বিমূঢ় অর্থাৎ বিবিধভাবে প্রমাণের দিক্ দিয়া, প্রমেয়ের দিক্ দিয়া কিংবা প্রয়োজনের দিক্ দিয়া মূঢ় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য তাহাদিগকে **নষ্টান্**=সকল রকমের পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া **বিদ্ধি**=জানিবে ২—৩২ ॥

ভাবপ্রকাশ—কিন্তু যাহারা আমার এই মতের অনুসরণ না করেন, অসূয়াপরবশ হইয়া, আমাতে শ্রদ্ধা হারাইয়া জ্ঞানী না হইয়াও কর্ম্মত্যাগ করেন তাহারা অতি মূঢ়, তাহাদের কোনও জ্ঞান নাই; তাহারা সকল পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহারা উদ্ধারের সকল উপায় হইতেই বঞ্চিত হয়।৩২

অনুবাদ—অর্জ্জুন সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন—আচ্ছা, রাজার শাসন অতিক্রম করিতে লোকে যেমন ভয় পায় সেইরূপ তোমার শাসন লঙ্ঘন করিতেও জীবগণ ভীত হয়; তাহা হইলে তাহারা কিরূপে অসূয়া করিয়া তোমার মতের অনুবর্ত্তন করিতে না পারে আর কেনই বা তাহারা সকল প্রকার পুরুষার্থ সাধনে প্রতিকূল হয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—**সদৃশম্** ইত্যাদি।১ প্রকৃতি বলিতে পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির সংস্কার, যাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; এ সম্বন্ধে—"বিদ্যা এবং কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা সেই উৎক্রমণকারী জীবের সম্যক্‌রূপে অনুবর্ত্তন করে" এই শ্রুতিই প্রমাণ।২ সমস্ত জীব, এমন কি জ্ঞানবান্ ব্রহ্মবিৎও অথবা যে ব্যক্তি সেই গুণসকলের দোষ অবগত আছে সেও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ আচরণ করে, মূর্খের ত কথাই নাই। "জ্ঞানী লোক ব্যবহারকালে পশু আদি হইতে অবিশেষ হইয়া থাকে অর্থাৎ পশ্বাদির ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও ব্যবহার অবিদ্যামূলক হওয়ায় তদ্বিষয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্য নাই" ভগবৎপাদকর্ত্তৃক অধ্যাসভাষ্যে উক্ত এই নিয়মটী এস্থলে প্রযোজ্য। অথবা জ্ঞানবান্ অর্থে গুণদোষ জ্ঞানবান্; তাদৃশ ব্যক্তিও ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকে, মূর্খের ত কথাই নাই।৩ অতএব **ভূতানি**=সমস্ত

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্বস্ব বিষয়ে অনুরাগ বা বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী; ঐ রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না, কারণ উহারা মুমুক্ষুর একান্ত বিরোধী ॥৩৪

রাজ্ঞো বা "নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" রাগোৎকটেন দুরিতান্নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। মহানরকসাধনত্বং জ্ঞাত্বাপি দুর্ব্বাসনাপ্রাবল্যাৎ পাপেষু প্রবর্ত্তমানা ন মচ্ছাসনাতিক্রম-দোষাদ্বিভ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৪—৩৩ ॥

নন্বু সর্ব্বস্য প্রাণিবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে লৌকিকবৈদিকপুরুষকারবিষয়াভাবাদ্বিধি-নিষেধানর্থক্যং প্রাপ্তম্, ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি, যং প্রতি তদর্থবত্ত্বং স্যাদিত্যত আহ ইন্দ্রিয়স্যেতি।১ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামর্থে "বিষয়ে" শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে চ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বপি বচনাদৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি রাগঃ, প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেঽপি দ্বেষইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থঃ "রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতা"বান্ন-

প্রাণিগণ, প্রকৃতি পুরুষার্থবিচ্যুতির কারণ হইলেও **প্রকৃতিং যান্তি**=নিজ নিজ প্রকৃতিরই অনুসরণ করে। সেস্থলে আমার অথবা রাজার নিগ্রহ অর্থাৎ শাসন কি করিবে? সে বিষয়ে তাহাদের অনুরাগের উৎকটতা নিবন্ধন নিগ্রহও (কঠিন দণ্ডও) সেই দুরিত (পাপকর্ম্ম) হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। তাহার মহানরকসাধনতা জানিয়াও অর্থাৎ তাহা মহানরকের হেতু ইহা জানিয়াও দুষ্ট বাসনার প্রবলতা নিবন্ধন জীব পাপকর্ম্মরাশিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমার শাসনের অতিক্রম করিলে যে দোষ হয় তাহাতে ভীত হয় না, ইহাই ভাবার্থ।৪—৩৩॥

ভাবপ্রকাশ—আমার নির্দ্দিষ্ট পথে সকলে চলিতে পারে না কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেবল মূর্খ কেন, এমন কি যাঁহারা গুণদোষঅভিজ্ঞ এমন জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম্ম করেন, সুতরাং সকলে যে শ্রেয়োপথে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন তাহা হইতে পারে না। নিষ্কামকর্ম্মযোগ হইতে মহাফল হয় ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিলেও অসংযমী ব্যক্তি এই পথে চলিতে সমর্থ হয় না। যতদিন প্রকৃতিতে রজঃ এবং তমঃ ভাবের প্রাবল্য থাকে ততদিন কোনও বিধি বা কোনও নিষেধই প্রাণীদিগকে সত্বপথে চালাইতে পারে না। প্রকৃতির ভাবানুযায়ীই কর্ম্ম হয়—শুধু বিধি নিষেধের দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না।৩৩

অনুবাদ—আচ্ছা, সকল প্রাণিবর্গই যখন প্রকৃতির বশবর্ত্তী তখন কিছুই আর লৌকিক অথবা বৈদিক পুরুষকারের বিষয় থাকে না বলিয়া বিধি অথবা নিষেধের আনর্থক্য হইয়া পড়ে। কারণ, এমন কেহই ত প্রকৃতিশূন্য নাই যাহার সম্বন্ধে সেই বিধি নিষেধের সার্থকতা হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতিই যদি প্রবল হয় এবং পুরুষকার যদি দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে কেহই আর বৈদিক অথবা লৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, যেহেতু তাহার প্রকৃতি পুরুষকারকে অভিভূত করিয়া দিবে বলিয়া তাহা

কূল্যপ্রতিকূলব্যবস্থয়া স্থিতৌ ন ত্বনিয়মেন সর্ব্বত্র তৌ ভবতঃ।২ তত্র পুরুষকারস্য শাস্ত্রস্য চায়ং বিষয়ো যৎ তয়োর্বশং নাগচ্ছেদিতি। কথং? যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বজ্ঞানাভাবসহকৃতেষ্টসাধনত্বজ্ঞাননিবন্ধনং রাগং পুরস্কৃত্যৈব শাস্ত্রনিষিদ্ধে কলঞ্জভক্ষণাদৌ প্রবর্ত্তয়তি। তথা বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞানাভাবসহকৃতানিষ্টসাধনত্বজ্ঞান-নিবন্ধনং দ্বেষং পুরস্কৃত্যৈব শাস্ত্রবিহিতাদপি সন্ধ্যাবন্দনাদের্নিবর্ত্তয়তি।৩ তত্র শাস্ত্রেণ

ব্যর্থই হইয়া পড়ে। এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন **ইন্দ্রিয়স্য** ইত্যাদি।১ **ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে** এস্থলে বীপ্সা থাকায় অর্থাৎ অংশটী দ্বিরুক্ত হওয়ায় ইহার অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অর্থে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে যে বিষয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় যে বচনাদি তাহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও যদি অনুকূল হয় তবে তাহার উপর আসক্তি, এবং তাহা শাস্ত্রবিহিত হইলেও যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে তাহার উপর দ্বেষ, এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেক বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতারূপ ব্যবস্থায় রহিয়াছে কিন্তু সেই দুইটী কোথাও অনিয়মিতভাবে নাই অর্থাৎ যাহা আপাতসুখের অনুকূল তাহা নিষিদ্ধ হইলেও তাহাতেই রাগ বা আসক্তি এবং যাহা আপাতসুখের প্রতিকূল তাহা শাস্ত্রবিহিত হইলেও তাহাতে দ্বেষ হইয়া থাকে বলিয়া এই প্রকারে রাগদ্বেষ বেশ সুশৃঙ্খলায় রহিয়াছে।২ সেরূপ স্থলে পুরুষকার ও শাস্ত্রের ইহাই বিষয়—(প্রতিপাদ্য) যে তাহাদের বশে যাইবে না (এইরূপ আদেশ জ্ঞাপন করা।) তাহা কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর—তাহা এইরূপে হয় যথা), পুরুষের যে প্রকৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কলঞ্জভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্মে লোককে প্রবৃত্ত করায়, তাহা বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্ব জ্ঞানের অভাবের সহিত যে ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্য রাগ (আসক্তি) ও সেই রাগকে পুরস্কৃত করিয়াই অর্থাৎ অগ্রে রাখিয়াই তাহা করিয়া থাকে অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়ে যখন প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহা বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বজ্ঞানাভাবসহকারে অর্থাৎ ইহা আমার প্রবল অনিষ্টের কারণ এই প্রকার জ্ঞানকে প্রকাশিত হইতে না দিয়া এবং ইষ্টসাধনতা জ্ঞানজন্য অর্থাৎ ইহা আমার অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তির কারণ এই প্রকার জ্ঞান জন্য রাগকে (আসক্তিকে) পুরস্কৃত করিয়া (অগ্রে করিয়াই) তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সেইরূপ বলবৎ ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাবের সহিত অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান নিবন্ধন যে দ্বেষ তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াই লোকের প্রকৃতি লোককে শাস্ত্র বিহিত হইলেও সন্ধ্যাবন্দনাদি হইতে নিবৃত্ত করায়। অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি শাস্ত্রবিহিত হইলেও লোকে যে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় তাহার কারণ, 'ইহা আমার বলবৎ ইষ্ট বিষয়ের সাধন' এইরূপ জ্ঞান তাহার হয় না (অর্থাৎ বলবৎ ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাব থাকে) এবং তাহার সহিত 'ইহা আমার অনিষ্টের কারণ' এইরূপ জ্ঞানবশতঃ (অনিষ্টসাধনত্ব জ্ঞান নিবন্ধন) তদ্বিষয়ে দ্বেষ উপস্থিত হয়।৩ [**তাৎপর্য্য**—লোকে যখন বুঝে যে, ইহা আমার বলবদিষ্টসাধন অর্থাৎ বহুলভাবে ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির হেতু অথচ ইহা অনিষ্টাননুবন্ধী অর্থাৎ ইহা হইতে আমার বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, তখনই সে তাদৃশ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে যখন সে বুঝে যে ইহা আমার

প্রতিষিদ্ধস্য বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বে জ্ঞাপিতে সহকার্য্যভাবাৎ কেবলং দৃষ্টেষ্টসাধনতাজ্ঞানং মধুবিষসম্পৃক্তান্নভোজন ইব তত্র ন রাগং জনয়িতুং শক্নোতি। এবং বিহিতস্য শাস্ত্রেণ বলবদিষ্টানুবন্ধিত্বে বোধিতে সহকার্য্যভাবাৎ কেবলমনিষ্টসাধনত্বজ্ঞানং ভোজনাদাবিব তত্র ন দ্বেষং জনয়িতুং শক্নোতি।৪ ততশ্চাপ্রতিবন্ধং শাস্ত্রং বিহিতে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি

বলবদনিষ্টানুবন্ধী অর্থাৎ প্রবল অনিষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তির কারণ, অথচ ইহাতে বিশেষ কিছু ইষ্টলাভ ঘটিবে না তখন সে সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এই জন্য বলা হয় যে বলবদনিষ্টাননুবন্ধি-ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, এবং বলদিষ্টাননুবন্ধি-অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। শাস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা বলবদনিষ্টাননুবন্ধি-ইষ্টের সাধন এবং যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলবদিষ্টাননুবন্ধি অনিষ্টের হেতু। তবে যে লোকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত না হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয় তাহার হেতু এই যে স্বাভাবিক দোষবশতঃ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকলাপকে বলদিষ্টাননুবন্ধি অনিষ্টসাধন মনে করে এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলকে বলবদনিষ্টাননুবন্ধি ইষ্টসাধন বোধ করিয়া থাকে। এইরূপে দোষবশতঃ, প্রবৃত্তির স্থলে তৎ কারণের পরিবর্ত্তে নিবৃত্তির কারণীভূত দ্বিষ্টসাধনতাবুদ্ধি থাকে বলিয়া নিবৃত্ত হয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির স্থলে তৎ কারণের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হওয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানবশতঃ অবিহিত বস্তুতে তাহাদের অনুরাগ জন্মে এবং করণীয় বিষয়ে তাহাদের দ্বেষ উৎপন্ন হয়; ইহাই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির কারণ।]৩ সেরূপ স্থলে, প্রতিষিদ্ধ বস্তু প্রবল অনিষ্টের হেতু হয়, ইহা শাস্ত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে (বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ) সহকারী না থাকায় কেবলমাত্র দৃষ্ট ইষ্টসাধনতাজ্ঞান সে বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইতে পারে না, ইহার উদাহরণ যেমন মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে লোকের অনুরাগ হয় না (অর্থাৎ কেহ যদি বুঝাইয়া দেয় যে উহা হইতে বলবৎ অনিষ্ট আপতিত হইবে তাহা হইলে উহা অত্যন্ত মুখরোচকরূপ দৃষ্ট ইষ্টসাধন হইলেও উহাতে প্রবৃত্তি হয় না)। এইরূপ যে কর্ম্ম বিধিনির্দ্দিষ্ট তাহা প্রবল ইষ্ট প্রাপ্তির কারণ হয়—ইহা শাস্ত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইলে (বলবদিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ) সহকারী না থাকায় কেবলমাত্র অনিষ্টসাধনতাবুদ্ধি ভোজনাদিতে যেমন বিদ্বেষ জন্মায় নাই সেইরূপ তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ জন্মাইতে সমর্থ হয় না।৪ [**তাৎপর্য্য**:—কিছু কষ্ট হইলেও যদি অধিক সুখ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। যেমন অন্নপাক, হস্তমুখসংযোগ, মুখক্রিয়া প্রভৃতি কষ্টকর হইলেও তদপেক্ষা অধিক সুখ হয় বলিয়া লোকে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে কষ্ট হইলেও তাহা হইতে পরম সুখ জন্মে ইহা যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এই বলবদিষ্ট-সাধনতাজ্ঞানে লোকে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিছু কষ্ট হইবে বলিয়াও অনিষ্টসাধনতাবোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। আবার যাহা নিষিদ্ধ তাহা হইতে বলবৎ অনিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে অত্যল্প সুখের জন্য পুরুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং উপযুক্ত ভূমি এবং জলাদিরূপ সহকারী না থাকিলে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মায় না সেইরূপ বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞানরূপ সহকারী না থাকায় কেবলমাত্র ইষ্টসাধনতা জ্ঞানে লোকে

নিষিদ্ধাচ্চ নিবর্ত্তয়তীতি শাস্ত্রীয়বিবেকবিজ্ঞানপ্রাবল্যেন স্বাভাবিকরাগদ্বেষয়োঃ কারণোপমর্দ্দেনোপমর্দ্দনাৎ ন প্রকৃতির্বিপরীতমার্গে পুরুষং শাস্ত্রদৃষ্টিং প্রবর্ত্তয়িতুং শক্নোতীতি, ন শাস্ত্রস্য পুরুষকারস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ।৫ "তয়ো" রাগদ্বেষয়ো"র্ব্বশং নাগচ্ছেৎ" তদধীনো ন প্রবর্ত্তেত ন নিবর্ত্তেত বা, কিন্তু শাস্ত্রীয়তদ্বিপক্ষজ্ঞানেন তৎকারণ-বিঘটনদ্বারা তৌ নাশয়েৎ।৬ "হি" যস্মাৎ "তৌ" রাগদ্বেষৌ স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তৌ "অস্য" পুরুষস্য শ্রেয়োঽর্থিনঃ "পরিপন্থিনৌ" শত্রূ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ, দস্যুঃ ইব পথিকস্য।৭ ইদঞ্চ "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষু অস্পর্দ্ধন্ত" (বৃহদাঃ উঃ ১।৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বাভাবিকরাগ-দ্বেষনিমিত্ত শাস্ত্রবিপরীতপ্রবৃত্তিমসুরত্বেন শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিঞ্চ দেবত্বেন নিরূপ্য ব্যাখ্যাত-মতিবিস্তরেণেত্যুপরম্যতে ॥ ৮—৩৪ ॥

নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।]৪ এই হেতু অপ্রতিহত ভাবে শাস্ত্র বৈধ কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রীয় বিবেকবিজ্ঞানের প্রবলতা নিবন্ধন অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিবেকজ্ঞান জন্মিলে সেই সদসদ্ বিবেক বুদ্ধি অতি প্রবল হইয়া থাকে বলিয়া স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের যাহা কারণ অর্থাৎ যাহা হইতে স্বভাবতঃ রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় সেই অজ্ঞানের নাশ হইয়া যায়। সেই কারণে মনুষ্যের প্রকৃতি শাস্ত্রদৃষ্টি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকে বিপরীত পথে চালিত করিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রের অথবা পুরুষকারের ব্যর্থতা প্রসঙ্গ অর্থাৎ বিফলতারও প্রসঙ্গ হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল প্রকৃতি বলবতী হইলে পুরুষ তৎপ্রেরিত হইয়া পরাধীনভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি বিষয়ে এবং অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অথবা পুরুষকারের কোনও শক্তিই থাকে না বলিয়া তাহা ব্যর্থ, এক্ষণে এই প্রকার ব্যবস্থা প্রদর্শিত হওয়ায় সে আশঙ্কা আর টিকিল না। **তয়োঃ**=সেই রাগ এবং দ্বেষের **বশং**=বশে **ন আগচ্ছেৎ**=যাওয়া উচিত নহে অর্থাৎ তাহাদের অধীন হইয়া কোন (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে অথবা কোন সৎকর্ম্ম হইতে, নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত তদ্বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ রাগ দ্বেষের বিরোধী শাস্ত্রীয় বিবেক জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের কারণকে বিঘটিত করিয়া তাহাদের ধ্বংস করা কর্ত্তব্য।৬ **হি**=যেহেতু **তৌ**=সেই রাগ এবং দ্বেষ স্বাভাবিক দোষ নিবন্ধন বলিয়া **অস্য**=ইহার অর্থাৎ শ্রেয়োঽভিলাষী পুরুষের **পরিপন্থিনৌ**=পরিপন্থী—শত্রু অর্থাৎ দস্যু যেমন পথিকের বিঘ্নকারী ইহারাও সেইরূপ পুরুষের শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক।৭ ইহা,—"প্রজাপতিসৃষ্ট জীবগণের মধ্যে দেব ও অসুর এই দুই দল হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দেবগণ ছিল কনিষ্ঠ অর্থাৎ সংখ্যায় অল্প আর অসুরগণ ছিল জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সংখ্যায় অধিক; তাহারা এই সমস্ত লোকে স্পর্দ্ধা করিয়াছিল অর্থাৎ পরস্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করিয়াছিল" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শ্রুতিতে স্বাভাবিক রাগ এবং দ্বেষ বশতঃ শাস্ত্রোপদেশের বিপরীত কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহাকে অসুর বলিয়া এবং শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তিকে দেব বলিয়া নির্ণয় করতঃ অতি বিস্তৃতভাবে

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও ভাল; পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর ॥৩৫

নমু স্বাভাবিকরাগদ্বেষপ্রযুক্তপশ্বাদিসাধারণপ্রবৃত্তিপ্রহাণেন শাস্ত্রীয়মেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং চেৎ তর্হি যৎ সুকরং ভিক্ষাশনাদি তদেব ক্রিয়তাং কিমতিদুঃখাবহেন যুদ্ধে-নেত্যত আহ শ্রেয়ানিতি।১ "শ্রেয়ান্" প্রশস্যতরঃ "স্বধর্ম্মঃ" যং বর্ণমাশ্রমং বা প্রতি যো বিহিতঃ স তস্য স্বধর্ম্মঃ, "বিগুণোঽপি" সর্ব্বাঙ্গোপসংহারমন্তরেণ কৃতোঽপি "পর-

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদ কর্ত্তৃক) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই কারণে এস্থানে উহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে বিরত হওয়া যাইতেছে।৫—৩৪॥

ভাবপ্রকাশ—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে রাগ উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হয়। সুন্দর রূপ দেখিলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয়, কুৎসিত রূপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই রাগদ্বেষ হইতে উপরে উঠিতে হইবে। এই রাগদ্বেষ থাকিতে শ্রেয়োলাভ হয় না, তাই প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক করিয়া তুলিতে হইবে। এই সত্ত্বপ্রকৃতি দ্বারা রজঃতমঃপ্রকৃতিকে দমন করিতে হয়, তবে শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করা যায়। যাহারা রজঃ ও তমঃ দ্বারা অভিভূত তাহারা কোনও প্রকারে আমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাঁহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তাঁহারা আমার মতের অনুসরণ করিয়া শ্রেয়োলাভ করেন। এই জন্য প্রকৃতি-ভেদের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সকলেই শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করিতে সমর্থ নহে। হঠনিগ্রহের দ্বারা প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হয় না। যতদিন রজঃ ও তমঃর প্রাবল্য থাকে ততদিন কোনও প্রকারেই মোক্ষমার্গে বিচরণ করা যায় না। রাগ এবং দ্বেষ এই শ্রেয়ঃপথের অত্যন্ত বিরোধী, সুতরাং সমস্ত কর্ম্মকে সাত্ত্বিক করিয়া তুলিয়া তাহাদের মধ্য হইতে সত্ত্ব আহরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক করিতে হইবে। সত্ত্বাধিক্য হইলে রাগ এবং দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং তখনই শ্রেয়োলাভ হয়। তাই প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক করিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উপর উপর বাহ্যতঃ সংযম অভ্যাস করিতে গেলে তাহা সফল হয় না; এরূপ হঠনিগ্রহ নিষ্ফল হয়।৩৪

[illegible]—আচ্ছা, স্বাভাবিক রাগদ্বেষপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন যে প্রবৃত্তি যাহা প্র[illegible] আমাদের মধ্যে সমান, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় কর্ম্মই যদি করিতে হয় তাহা হইলে ভিক্ষা ভোজন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম সহজ সাধ্য তাহাই করা হউক না কেন, অত্যন্ত দুঃখপ্রদ যুদ্ধের আর প্রয়োজন কি? (এই প্রকার আশঙ্কা হইলে) ইহারই উত্তরে বলিতেছেন **শ্রেয়ান্** ইত্যাদি।১ **শ্রেয়ান্**=প্রশস্যতর অর্থাৎ অধিক প্রশস্ত; **স্বধর্ম্মঃ**=যে বর্ণের এবং যে আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাহা (যে কর্ম্ম) শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম; তাহা **বিগুণঃ**=বিগুণ হইলেও অর্থাৎ তাহার সমস্ত অঙ্গের উপসংহার অর্থাৎ সমন্বয় বা সংগ্রহ না করিয়াও

ধর্ম্মাৎ” স্বং প্রত্যবিহিতাৎ “স্বনুষ্ঠিতাৎ”সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্পাদিতাদপি।২ ন হি বেদাতিরিক্তমানগম্যো ধর্ম্মঃ, যেন, পরধর্ম্মোঽপ্যনুষ্ঠেয়ঃ ধর্ম্মত্বাৎ, স্বধর্ম্মবদিত্যনুমানং তত্র মানং স্যাৎ, “চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ” ইতি ন্যায়াৎ, অতঃ স্বধর্ম্মে কিঞ্চিদঙ্গহীনেঽপি স্থিতস্য “নিধনং” মরণমপি “শ্রেয়ঃ” প্রশস্যতরং, পরধর্ম্মস্থস্য জীবিতাদপি। স্বধর্ম্মস্থস্য নিধনং হি ইহ লোকে কীর্ত্ত্যাবহং পরলোকে চ স্বর্গাদিপ্রাপকং। পরধর্ম্মস্তু ইহাকীর্ত্তিকরত্বেন পরত্র নরকপ্রদত্বেন চ ভয়াবহো যতঃ, অতো রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তস্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবৎ পরধর্ম্মোঽপি হেয় এবেত্যর্থঃ।৪ এবং তাবদ্ভগবন্মতাঙ্গীকারিণাং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিস্তদনঙ্গীকারিণাঞ্চ শ্রেয়োমার্গভ্রষ্টত্বমুক্তং। শ্রেয়োমার্গভ্রংশেন ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককাম্যকর্ম্মাচরণে চ কেবলপাপমাত্রাচরণে চ বহূনি কারণানি কথিতানি, “যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তঃ” ইত্যাদিনা।৫ তত্রায়ং সংগ্রহঃ শ্লোকঃ—“শ্রদ্ধাহানিস্তথাসূয়া দুষ্টচিত্তত্বমূঢ়তে। প্রকৃতের্ব্বশবর্ত্তিত্বং

যদি তাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেও তাহা **পরধর্ম্মাৎ**=তাহার প্রতি যাহা শাস্ত্রে বিহিত নয় এতাদৃশ যে পরধর্ম্ম **স্বনুষ্ঠিতাৎ**=তাহা স্বনুষ্ঠিত অর্থাৎ সকল অঙ্গের সমন্বয় পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা হইতে (সেই পরধর্ম্ম হইতে) শ্রেয়ান্; ইহার হেতু এই যে, ধর্ম্ম বেদাতিরিক্ত প্রমাণগম্য নহে অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধে বেদ ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ নাই, কেবল মাত্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ। কাজেই,—পরধর্ম্মও অনুষ্ঠেয়; যেহেতু তাহা ধর্ম্ম; যেমন স্বধর্ম্ম;—এই প্রকার অনুমান সে বিষয়ে অর্থাৎ পরধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। (অভিপ্রায় এই যে ঐ প্রকার অনুমান দ্বারা ইহা নিরূপিত হইতে পারে না যে, যে কর্ম্ম এক ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম হয় অপর ব্যক্তিও তাহা করিলে ধর্ম্ম হইবে। প্রত্যুত ইহাতে অধর্ম্মই হইয়া থাকে)। “চোদনা অর্থাৎ বিধিবাক্য যাহার লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ এতাদৃশ যে অর্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ তাহাই ধর্ম্ম”—মহর্ষি জৈমিনিপ্রোক্ত এই ন্যায়টী অর্থাৎ এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মটি এ সম্বন্ধে প্রমাণ অর্থাৎ এক মাত্র বেদই যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রমাণ তাহা মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা দর্শনের উক্ত সূত্র হইতে প্রমাণিত হয়।৩ অতএব স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গবিহীন হইলেও, যে ব্যক্তি তাহাতে অবস্থান করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথাবিধি তাহার অনুসরণ করে তাহাতে তাহার **নিধনং**=যদি মরণও হয় তাহাও পরধর্ম্মে থাকিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ=অধিক প্রশস্ত। যেহেতু স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তির নিধনও অর্থাৎ নিজধর্ম্মে থাকিয়া নিধনপ্রাপ্ত হওয়াও ইহ জগতে কীর্ত্তির কারণ এবং পরলোকেও তাহা স্বর্গাদির জনক হয়। পক্ষান্তরে যাহা পরধর্ম্ম তাহা ইহলোকে অকীর্ত্তিকর এবং পরলোকেও নরকাদিপ্রদ বলিয়া তাহা ভীতিদায়ক; সুতরাং তাহা ভয়াবহ; এ কারণে রাগদ্বেষাদিনিবন্ধন যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহা যেমন পরিত্যাজ্য সেইরূপ পরধর্ম্ম অবশ্যই হেয়।৪ এইরূপে ইহাই বলা হইল যে, যাহারা ভগবানের অভিমত গ্রহণ করে তাহাদের শ্রেয়োলাভ ঘটে আর যাহারা তাহা স্বীকার করে না তাহারা শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত হয়। তাহারা যে শ্রেয়ঃপথভ্রষ্ট হইয়া ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার এবং কেবল মাত্র পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহারও যে বহু কারণ আছে তাহা “যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তি” “যাহারা কিন্তু ইহার উপর অসূয়া প্রকাশ করে” ইত্যাদি সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে।৫ সে সম্বন্ধে

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ—অথ হে বার্ষ্ণেয় অনিচ্ছন্ অপি কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পুরুষঃ বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি? অর্থাৎ অর্জ্জুন বলিলেন,—হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই লোকে পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে? ॥৩৬

রাগদ্বেষৌ চ পুষ্কলৌ। পরধর্ম্মরুচিত্বঞ্চেত্যুক্তা দুর্ম্মার্গবাহকাঃ" ॥ ৬—৩৫ ॥

তত্র কাম্যপ্রতিষিদ্ধকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণমপনুদ্য ভগবন্মতমনুবর্ত্তিতুং তৎকারণাবধারণায় অর্জ্জুন উবাচ, "অথ কেনে"তি।১ "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদিনা পূর্ব্বমনর্থমূল-মুক্তং। সাম্প্রতঞ্চ "প্রকৃতেগু'ণসংমূঢ়াঃ" ইত্যাদিনা বহুবিস্তরং কথিতং। তত্র কিং সর্ব্বাণ্যপি সমপ্রাধান্যেন কারণানি, অথবৈকমেব মুখ্যং কারণমিতরাণি তু তৎসহকারীণি

এইরূপ একটী সংগ্রাহক শ্লোক রহিয়াছে অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ শ্লোকে সেই কারণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, যথা—শ্রদ্ধাহীনতা, অসূয়া, দুষ্টচিত্ততা, মূঢ়তা, প্রকৃতির বশবর্ত্তিতা, প্রভূতপরিমাণে রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ এবং পরধর্ম্মরুচিত্ব—এইগুলি দুর্মার্গের বাহক অর্থাৎ এইগুলি পুরুষকে বিপথে চালিত করে।৬—৩৫।

ভাবপ্রকাশ—এখানে স্বধর্ম্ম বলিতে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমি যে স্তরে আছি সেই স্তরের কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে আমার কল্যাণ হইতে পারে, এবং আমি ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু আমি নিম্নস্তরে থাকিয়া যদি উচ্চস্তরের কর্ম্ম অধিকতর শ্রেয়ঃপ্রদ বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে উহার দ্বারা আমার কল্যাণ সাধিত হইবে না—পরন্তু আমার উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সান্নিপাতিক বিকার রোগীর পক্ষে বিষ অমৃতের কার্য্য করে কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিষ প্রাণনাশক। যে পাঠশালায় পড়ে তাহার পক্ষে বর্ণপরিচয়ই প্রয়োজন। কিন্তু বর্ণপরিচয় না করিয়া এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক পড়িতে গেলে কোনও লাভ ত হয়ই না, পরন্তু বর্ণপরিচয় পূর্ব্বক ক্রমশঃ ঐ সব বই পড়িবার পথও রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই স্বধর্ম্মপালনই সর্ব্বাবস্থায় কল্যাণপ্রদ, পরধর্ম্ম ভাল হইলেও ভয়াবহ। তাই তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ভাগ্যবান্, তোমার নিকট আপনা হইতে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে—ইহা স্বধর্ম্ম জ্ঞানে তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরের ধর্ম্ম—সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ তোমার কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চস্তরের হইলেও তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় নহে; উহা তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ নহে।৩৫

অনুবাদ—তন্মধ্যে কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তির যাহা হেতু অর্থাৎ যাহার বশে পুরুষ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা দূর করিয়া ভগবানের মতের অনুসরণ করিতে হইলে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ সেই পদার্থটীকে জানা আবশ্যক। এই কারণে তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন বলিলেন **অথ কেন** ইত্যাদি। পূর্ব্বে **"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ"** ইত্যাদি শ্লোকে অনর্থের মূল কি তাহা বলা হইয়াছে। আর এই অধ্যায়েও "প্রকৃতেগু'ণসম্মূঢ়াঃ" ইত্যাদি

কেবলং।২ তত্রাদ্যে সর্ব্বেষাং পৃথক্ পৃথক্ নিবারণে মহান্ প্রয়াসঃ সাৎ অন্ত্যে ত্বেকস্মিন্নেব নিরাকৃতে কৃতকৃত্যতা স্যাদিত্যতো ব্রূহি মে "কেন" হেতুনা "প্রযুক্তঃ" প্রেরিতোঽয়ং ত্বন্মতানমুবর্ত্তী সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ঃ "পূরুষঃ" "পাপ"মনর্থানুবন্ধি সর্ব্বং ফলাভিসন্ধিপুরঃসরং কাম্যং চিত্রাদি, শত্রুবধসাধনঞ্চ শ্যেনাদি, প্রতিষিদ্ধঞ্চ কলঞ্জভক্ষণাদি বহুবিধং কর্ম্মাচরতি স্বয়ং কর্ত্তু মনিচ্ছন্নপি, ন তু নিবৃত্তিলক্ষণং পরমপুরুষার্থানুবন্ধি ত্বদুপদিষ্টং কর্ম্মেচ্ছন্নপি করোতি।৩ ন চ পারতন্ত্র্যং বিনেত্থং সম্ভবতি। অতো যেন বলাদিব নিযোজিতো রাজ্ঞেব ভৃত্যস্ত্বন্মতবিরুদ্ধং সর্ব্বানর্থানুবন্ধিত্বং জানন্নপি তাদৃশং কর্ম্মাচরতি, তমনর্থমার্গপ্রবর্ত্তকং মাং প্রতি ব্রূহি জ্ঞাত্বা সমুচ্ছেদায়েত্যর্থঃ।৪ হে "বার্ষ্ণেয়"! বৃষ্ণিবংশে মন্মাতামহকুলে কৃপয়াবতীর্ণ!—ইতি সম্বোধনেন বার্ষ্ণেয়ীসুতোঽহং ত্বয়া নোপেক্ষণীয় ইতি সূচয়তি॥ ৫—৩৬॥

শ্লোকে তাহা অতি বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ সন্দেহ হয় যে, (কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রতি যে গুলিকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) সেইগুলি সমস্তই কি সমান প্রাধান্য সহকারে কারণ অর্থাৎ কারণতা বিষয়ে তাহাদের সবগুলিরই প্রাধান্য কি সমান অথবা তাহাদের ভিতরে একটীই প্রধান কারণ, আর অপরগুলি কেবল তাহার সহকারী মাত্র?২ ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষে অর্থাৎ সবগুলিই সমপ্রধানভাবে কারণ এই পক্ষ যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাহাতে দোষ এই যে সবগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিবারণ করিতে হইলে অতি গুরুতর প্রয়াস আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর অন্য পক্ষ যদি স্বীকৃত হয় অর্থাৎ প্রধান কারণ একটী মাত্র কিন্তু অপরগুলি তাহার সহকারী, এই পক্ষ স্বীকার করিলে দাঁড়ায় এই যে, কেবল মাত্র সেই একটী অর্থাৎ প্রধানটীকে যদি দূর করা যায় তাহা হইলে কৃতকৃত্য হইতে পারা যায়। এখন আমার (অর্জ্জুনের) এইরূপ সংশয় হওয়ায় তাহার নিবৃত্তির জন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি আমায় বল যে, লোকে নিজে করিতে ইচ্ছা না করিলেও **কেন প্রযুক্তঃ**=কোন্ হেতুর দ্বারা প্রযুক্ত অর্থাৎ পরিচালিত হওয়ায় **অয়ম্**=এই সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় পুরুষ তোমার মতের অননুবর্ত্তী হইয়া **পাপম্**=অনর্থানুবন্ধী (অনর্থোৎপাদক) ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ চিত্রাযাগ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম, শত্রুবধের কারণস্বরূপ শ্যেনাদি নামক যজ্ঞ এবং কলঞ্জ ভক্ষণাদির ন্যায় বহুবিধ প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম ইত্যাদি প্রকার অনর্থোৎপাদক বহুবিধ পাপকর্ম্ম **আচরতি**=অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? কিন্তু পরম পুরুষার্থপ্রদ নিবৃত্তিলক্ষণ (যাহার ফলে নিবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষের কারণ স্বরূপ বৈরাগ্য জন্মে তাদৃশ) যে সমস্ত কর্ম্ম তোমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা করিতে ইচ্ছা করিলেও করিতে পারে না?৩ আর এরূপ যে হয় তাহা পরাধীনতা ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব ভৃত্য যেমন রাজার দ্বারা নিয়োজিত হয় সেইরূপ যাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া তোমার মতের বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল প্রকার অনর্থের কারণ ইহা জানিয়াও লোকে সেইরূপ কর্ম্মের আচরণ করে সেই অনর্থ পথের প্রবর্ত্তকটী কে, তাহা আমায় বল, যাহাতে আমি সেইটীকে ভাল করিয়া জানিয়া

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ইহা রজোগুণসম্ভূত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ক্রোধ ; মোক্ষমার্গে এই কামই শত্রু জানিবে ॥৩৭

এবমর্জ্জুনেন পৃষ্টে "অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ" ইতি "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথপ্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধমুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ "কাম এষ" ইতি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুর্বলাদনর্থ-মার্গে প্রবর্ত্তকঃ স "এষ কাম"এব মহান্ শত্রুঃ, যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্।২ নন্থ ক্রোধোঽপ্যভিচারাদৌ প্রবর্ত্তকো দৃষ্ট ইত্যত আহ "ক্রোধ এষঃ" ; কাম এব, কেনচিদ্ধেতুনা প্রতিহতঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতেঽতঃ ক্রোধোঽপ্যেষঃ কাম এব। এতস্মিন্নেব

তাহার সম্যক্ উচ্ছেদ করিতে পারি।৪ হে **বার্ষ্ণেয়**!=তুমি বৃষ্ণিবংশে অর্থাৎ আমার মাতামহকুলে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছ—এইরূপে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচিত করিতেছেন যে আমি বৃষ্ণিবংশোদ্ভবা নারীর পুত্র হইতেছি, এই কারণে আমায় তোমার উপেক্ষা করা উচিত হয় না।৫—৩৬॥

ভাবপ্রকাশ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার মাতামহকুলে বৃষ্ণিবংশে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছ, আমি তোমার স্নেহের পাত্র, আমাকে তুমি দয়া করিয়া বলিয়া দাও মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কেন পাপাচরণ করে। মানুষ পাপ করিতে ইচ্ছা করে না, তথাপি কে যেন বলপূর্ব্বক তাহাকে ঐ পাপপথে প্রবৃত্ত করায়। এই শক্তি কিসের তাহা জানিতে পারিলে তাহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হওয়া যায়। পূর্ব্বেই ভগবান্ বলিয়াছেন যে রাগ এবং দ্বেষই শ্রেয়োপথের বিরোধী কিন্তু তাহা হইলেও অর্জ্জুন ঐ বিষয়টীকে ভাল করিয়া নিশ্চয় করিয়া লইবার জন্যই প্রশ্নটী করিলেন।৩৬

অনুবাদ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্—"বন্ধমোক্ষকুশল ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকেন এই পুরুষ (জীব) কামনাময়", "অগ্রে ইহা কেবল আত্মাই ছিল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন আশ্রমী বর্ণী পুরুষ একল ছিল ; তাহার পর সে কামনা করিল আমার যেন জায়া হয় যাহাতে আমি পুত্র রূপে উৎপন্ন হইতে পারি ; আমার যেন গবাদি ধন হয় যাহাতে আমি কর্ম্ম করিতে পারি" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিমধ্যে যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন **কাম এষঃ** ইত্যাদি।১ তুমি যে হেতুটির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহা লোককে বলপূর্ব্বক অনর্থপথে প্রবৃত্ত করায়, **কাম এষঃ**=এই কামনাই সেই বলবান্ শত্রু হইতেছে ; তাহারই জন্য প্রাণিগণের অশেষবিধ অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।২ আচ্ছা, ক্রোধও ত অভিচারাদি অনর্থ-কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় (তবে কেবল কামনার কথা বলা হইল কেন)? তাই বলিতেছেন—**ক্রোধ এষঃ**। কামনাই যদি কোন কারণে প্রতিহত হয় তাহা হইলে তাহা ক্রোধে পরিণত হয়—এই কারণে

মহাবৈরিণি নিবারিতে সর্ব্বপুরুষার্থপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ।৩ তন্নিবারণোপায়জ্ঞানায় তৎকারণমাহ, "রজোগুণসমুদ্ভবঃ"—। দুঃখপ্রবৃত্তিবলাত্মকো রজোগুণ এব সমুদ্ভবঃ কারণং যস্য, অতঃ কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যস্য সোঽপি তথা। যদ্যপি তমোগুণোঽপি তস্য কারণং, তথাপি দুঃখে প্রবৃত্তৌ চ রজস এব প্রাধান্যাৎ তস্যৈব নির্দ্দেশঃ। এতেন সাত্ত্বিক্যা বৃত্ত্যা রজসি ক্ষীণে সোঽপি ক্ষীয়ত ইত্যুক্তম্।৪ অথবা তস্য কথমনর্থমার্গে প্রবর্ত্তকত্বমিত্যত আহ—রজোগুণস্য প্রবৃত্ত্যাদিলক্ষণস্য সমুদ্ভবো যস্মাৎ, কামো হি বিষয়াভিলাষাত্মকঃ স্বয়মুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তি তেনায়মবশ্যং হন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।৫ ননু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাশ্চত্বার উপায়াস্তত্র প্রথমত্রিকস্যাসম্ভবে চ চতুর্থো দণ্ডঃ প্রয়োক্তব্যো ন তু হঠাদেবেত্যাশঙ্ক্য ত্রয়াণামসম্ভবং বক্তুং বিশিনষ্টি "মহাশনো "মহাপাপ্মা"ইতি। মহদশনমস্যেতি মহাশনঃ—"যৎ পৃথিব্যাং

ক্রোধও এই কামনাই হইতেছে। (কামরূপ) এই প্রবল শত্রুটী নিবারিত হইলে সকল প্রকার পুরুষার্থের প্রাপ্তি হইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩ তাহার নিবারণ করিবার উপায় জানিবার জন্য তাহার কারণ কি তাহাই বলিতেছেন **রজোগুণসমুদ্ভবঃ** ;—দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বলাত্মক যে রজোগুণ অর্থাৎ যে রজোগুণ হইতে দুঃখ, প্রবৃত্তি এবং বল আসে তাহাই হইতেছে সমুদ্ভব অর্থাৎ কারণ যাহার তাহা রজোগুণসমুদ্ভব ;—এই কারণে, কার্য্যের কারণানুবিধায়িতানিবন্ধন অর্থাৎ কারণটী যেমন হয় কার্য্যও তদ্রূপই হইয়া থাকে বলিয়া সেই কামনাও তাহার কারণের সদৃশই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাও দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বলাত্মিকা হইয়া থাকে অর্থাৎ কামনার ফলে দুঃখ, অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং তদুপযুক্ত বল আবির্ভূত হয়। তমোগুণও যদিচ কামনার কারণ তথাপি দুঃখ এবং প্রবৃত্তি বিষয়ে রজোগুণেরই প্রাধান্য থাকায় এ স্থলে তাহারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি এবং দুঃখ রজোগুণেরই কার্য্য, এই জন্য তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে সাত্ত্বিকী বৃত্তির প্রভাবে রজোগুণের ক্ষয় হইলে তাহারও অর্থাৎ সেই কামনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ কামনার ক্ষয় করিতে হইলে চিত্তে যাহাতে রজোগুণের অভিভাবক সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয় তাহা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা করিলেই তাহাকে পরিত্যাগ করা যায়।৪ অথবা উক্ত সমস্ত পদটীর যোজনা এইরূপ,—সেই কামনা কিরূপে অনুচিত পথে প্রবৃত্ত করায় ?—তাহারই উত্তরে বলিতেছেন **রজোগুণ সমুদ্ভবঃ** ; যাহা হইতে রজোগুণের অর্থাৎ প্রবৃত্তি আদি যাহার লক্ষণ (পরিচায়ক চিহ্ন) এতাদৃশ রজোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা হইতেই—এই কামনা হইতেই রজোগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। যেহেতু কামনা বিষয়াভিলাষ স্বরূপ, তাহা স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া রজোগুণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া পুরুষকে দুঃখ স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সেই হেতু ইহাকে অবশ্যই বিনষ্ট করা উচিত ইহাই অভিপ্রায়।৫ আচ্ছা, শত্রুনাশ করিবার ত চারিটী উপায় আছে, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অসম্ভব হইলে অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ সম্ভব না হইলে চতুর্থটীর অর্থাৎ দণ্ডরূপ উপায়টীর প্রয়োগ করা আবশ্যক হয় ; পরন্তু হঠকারিতাবশে উহার প্রয়োগ করাও উচিত নহে

ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥" ইতি স্মৃতেঃ। অতো ন দানেন সন্ধাতুং শক্যঃ। নাপি সামভেদাভ্যাং, যতো মহাপাপ্মাত্যুগ্রঃ। তেন হি বলাৎ প্রেরিতোঽনিষ্টফলমপি জানন্ পাপং করোতি। অতো "বিদ্ধি" জানীহি "এনং" কাম "মিহ" সংসারে "বৈরিণম্"।৬ তদেতৎ সর্ব্বং বিবৃতং বার্ত্তিককারৈঃ "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতিব্যাখ্যানে।—"প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তস্যাধিকারিণঃ। স্বাতন্ত্র্যে সতি সংসারস্যতৌ কস্মাৎ প্রবর্ত্ততে॥ ম তু নিঃশেষবিধ্বস্তসংসারানর্থবর্ত্মনি। নিবৃত্তিলক্ষণে বাচ্যং কেনায়ং প্রের্য্যতেঽবশঃ॥ অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন্ প্রবর্ত্ততে। পারতন্ত্র্যমৃতে দৃষ্টা প্রবত্তির্নেদৃশী ক্বচিৎ॥ তস্মাচ্ছ্রেয়োঽর্থিনঃ পুংসঃ প্রেরকোঽনিষ্টকর্ম্মণি। বক্তব্যস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থা স্যাৎ পরাশ্রুতিঃ॥ অনাপ্তপুরুষার্থোঽয়ং নিঃশেষানর্থসঙ্কুলঃ। ইত্যকাময়তানাপ্তান্ পুমর্থান্ সাধনৈর্জড়ঃ॥

(সুতরাং এখানে কামরূপ শত্রুকে দণ্ড না দিয়া অন্য তিনটী উপায় দমিত করা উচিত) এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ইহার উত্তরে প্রথম তিনটী অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ যে অসম্ভব তাহা বলিবার জন্য উক্ত কামনাকেই বিশেষণ দিয়া বিশেষ করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতেছেন **মহাশনো মহাপাপ্মা** ইত্যাদি। ইহা (কাম) মহাশন, যেহেতু ইহার অশন (ভোজন) মহৎ। ইহার অশন যে মহৎ তদ্বিষয়ে—"এই পৃথিবী মধ্যে যত ব্রীহি যব প্রভৃতি শস্য আছে এবং যত সুবর্ণাদি ধন, পশু ও রমণী আছে সেইগুলি (সমস্ত মিলিত হইলেও একটী পুরুষের কামনার শান্তি করিতে না পারায়) একটী পুরুষের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত (যথেষ্ট) নহে ইহা জানিয়া শম (শান্তি, কামনারাহিত্য) অবলম্বন করা উচিত"—এই প্রকার স্মৃতি বচন প্রমাণ স্বরূপে রহিয়াছে। এই কারণে দানের দ্বারা তাহার সহিত সন্ধি করা যায় না অর্থাৎ কামনাকে ও তদাকাঙ্ক্ষিত কাম্যবস্তু দান করিলে অর্থাৎ কাম্যবস্তু ভোগ করিলে কামনার নিবৃত্তি করা যায় না।১২ আর সাম ও ভেদের দ্বারাও তাহা হয় না, কারণ ইহা মহাপাপ্মা অর্থাৎ অতি উগ্র। জীবগণ তাহারই দ্বারা বল পূর্ব্বক প্রেরিত হয় বলিয়া পাপের ফল অনিষ্ট ইহা জানিয়াও লোকে পাপাচরণ করে। এই হেতু **বিদ্ধি** জানিও **এনম্** এই কামকে **ইহ** এই সংসারে **বৈরিণম্** বৈরী (শত্রু) বলিয়া।৬ এই সমস্ত কথাই বার্ত্তিককার "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১৭ মন্ত্র) এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিবার স্থলে বিশেষরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যথা, "প্রবৃত্তি বিষয়ে অথবা নিবৃত্তি বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত অধিকারীর যদি স্বাধীনতা থাকিত তাহা হইলে সে কেন সংসার পথে প্রবৃত্ত হইবে? আর যাহা সংসাররূপ অনর্থের পথকে নিঃশেষে বিধ্বস্ত করিয়া দেয় এতাদৃশ যে নিবৃত্তি লক্ষণ মার্গ তাহাতেই এই বা এই অবশ জীব কেন প্রেরিত হয় না তাহা বলিতে হইবে। কারণ সংসারপথের পরিপাক অর্থাৎ ফল যে অনর্থ তাহা জানিয়াও সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; আর অনভিলষিত বিষয়ে যে এইরূপ প্রবৃত্তি তাহা কখনও পরতন্ত্রতা (পরাধীনতা) ব্যতীত দেখা যায় না। অতএব শ্রেয়োঽভিলাষী পুরুষ যাহার প্রভাবে অনিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সেই পদার্থটী কি তাহা বলা উচিত

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যথা ধূমেন বহ্নিঃ আব্রিয়তে আদর্শঃ মলেন যথা উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ তথা তেন ইদম্ আবৃতম্ অর্থাৎ যেমন ধূম অগ্নিকে ও মল দর্পণকে আচ্ছাদিত করে এবং যেরূপ জরায়ুচর্ম্ম গর্ভকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সেইরূপ এই কাম জ্ঞানকে আবৃত করে ॥৩৮

জিহাসতি তথানর্থানবিদ্বানাত্মনি শ্রিতান্। অবিদ্যোদ্ভূতকামঃ সন্নথো খল্বিতি চ শ্রুতিঃ ॥ অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কস্যচিৎ। যদযদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎকামস্য চেষ্টিতম্ ॥ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদিবচনং স্মৃতেঃ। প্রবর্ত্তকো নাপরোঽতঃ কামাদন্যঃ প্রতীয়তে" ॥ ইতি।—অকাময়ত ইতি মনুবচনং ; অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ৭—৩৭ ॥

তস্য মহাপাপ্মত্বেন বৈরিত্বমেব দৃষ্টান্তৈঃ স্পষ্টয়তি ধূমেনেতি। তত্র শরীরারম্ভাৎ প্রাগন্তঃকরণস্যালব্ধবৃত্তিকত্বাৎ সূক্ষ্মঃ কামঃ শরীরারম্ভকেণ কর্ম্মণা স্থূলশরীরাবচ্ছিন্নে

—এইরূপ জিজ্ঞাসার অর্থাৎ সংশয়ের নিরাস করিবার জন্য অর্থাৎ উত্তরস্বরূপেই পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যটী রহিয়াছে। অশেষ অনর্থসংকুল এই জীব পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে নাই, এই কারণে সেই জড় (অবিদ্বান্) পুরুষ সাধন বিষয়ের দ্বারা অনাপ্ত (অপ্রাপ্ত) পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আর অবিদ্বান্ ব্যক্তি অবিদ্যা-প্রভাবে উদ্‌ভূতকাম অর্থাৎ কামনাবান্ হইয়া নিজের উপর আশ্রিত অনর্থ সকলও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, এই অর্থ "অথো খলু" ইত্যাতি শ্রুতি বাক্যে প্রকটিত হইয়াছে। এই সংসারে কাহারও কোনও ক্রিয়া বিনা কামনায় কৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জীব যাহা কিছু করে তৎ সমুদয়ই কামনারই কার্য্য।" "ইহা সেই কাম হইতেছে, ইহা সেই ক্রোধ হইতেছে" ইত্যাদি স্মৃতি বচনও ঐ কথাই সমর্থন করিতেছে। অতএব কাম ছাড়া অন্য কিছুই প্রবৃত্তির কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।" এস্থলে "**অকামতঃ**" ইত্যাদি শ্লোকটী মনুর বচন। অপর অংশগুলি স্পষ্টই আছে।৭—৩৭॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন—এই পাপের মূলে কামনা বা রাগ এবং ক্রোধ অর্থাৎ দ্বেষ ; ইহারা রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত। এই কামনার এতই ক্ষুধা যে কোনও আহারেই ইহার পরিতৃপ্তি নাই। ইহাই সর্ব্ব পাপের মূল ; কামনার আহার জোগাইয়া ইহাকে শান্ত করা যায় না। যতই ইহাকে দান করা যায়, ততই এ প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং ইহাকে দানের দ্বারা বশীভূত করা যায় না। এই কামনাই মোক্ষপথের প্রবল শত্রু। রজোগুণকে ক্ষীণ না করিতে পারিলে কাম এবং ক্রোধকে জয় করা যায় না। তাই সত্ত্ববিবৃদ্ধির দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় করাই সাধনা। ক্রোধ কামনারই রূপান্তর, কামনা প্রতিহত বা রুদ্ধ হইলেই ক্রোধের উদয় হয়।৩৭

অনুবাদ—মহাপাপ্মা অর্থাৎ অতি উগ্র হওয়ায় ঐ কাম যে জীবের শত্রু তাহাই "ধূমেন" ইত্যাদি শ্লোকে দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া দিতেছেন। শরীর আরম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ যৎকালে এই

লব্ধবৃত্তিকেঽন্তঃকরণে কৃতাভিব্যক্তিঃ সন্ স্থূলো ভবতি। স এব বিষয়স্য চিন্ত্যমানাবস্থায়াং পুনরুদ্রিচ্যমানঃ স্থূলতরো ভবতি। স এব পুনর্ব্বিষয়স্য ভুজ্যমানতাবস্থায়ামত্যন্তোদ্রেকং প্রাপ্তঃ স্থূলতমো ভবতি।১ তত্র প্রথমাবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ—"যথা ধূমেন" সহজেনাপ্রকাশাত্মকেন প্রকাশাত্মকো "বহ্নিরাব্রিয়তে"-। দ্বিতীয়াবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ যথা "আদর্শো মলেনা"সহজেন আদর্শোৎপত্ত্যনন্তরমুদ্রিক্তেন—। চকারো বান্তরবৈধর্ম্ম্যসূচনার্থঃ আব্রিয়তে ইতি ক্রিয়ানুকর্ষণার্থশ্চ—। তৃতীয়াবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ—"যথোল্বেন" জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা অতিস্থূলেন সর্ব্বতো নিরুধ্য্যা"বৃতো গর্ভঃ, তথা" প্রকারত্রয়েণাপি "তেন" কামে-"নেদমাবৃতম্"।২ অত্র ধূমেনাবৃতোঽপি বহ্নির্দ্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্য্যং করোতি। মলেনাবৃতস্ত্বাদর্শঃ প্রতিবিম্বগ্রহণলক্ষণং স্বকার্য্যং ন করোতি। স্বচ্ছতাধর্ম্মমাত্রতিরোধানাৎ স্বরূপতস্তূপলভ্যত এব। উল্বেনাবৃতস্তু গর্ভো ন হস্তপদাদিপ্রসারণরূপং স্বকার্য্যং করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি বিশেষঃ ॥ ৩—৩৮ ॥

স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় নাই তখন অন্তঃকরণ বৃত্তিলাভ করে নাই বলিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া কাম সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। তাহার পর শরীরারম্ভক কর্ম্মের ফলে স্থূল শরীরের মধ্যে যখন অন্তঃকরণ বৃত্তিলাভ করে অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল যখন অভিব্যক্ত হয় তৎকালে কামও অভিব্যক্ত হইয়া স্থূলরূপ গ্রহণ করে। সেই কামই বিষয়ের চিন্ত্যমান অবস্থায় অর্থাৎ যখন (কাম্য) বিষয়ের চিন্তা করা হয় তখন বার বার উদ্রিক্ত হইতে থাকিয়া অর্থাৎ প্রকাশমান হইয়া স্থূলতর হয়। সেই কামই আবার বিষয়ের ভুজ্যমানতাদশায় অর্থাৎ যখন কামিত বিষয়ের ভোগ হইতে থাকে তখন অত্যধিক উদ্রেক পাইয়া অর্থাৎ তৎকালে অত্যধিক কামনার উদ্রেক হওয়ায় তাহা স্থূলতম হয়।১ তন্মধ্যে অর্থাৎ কামনার এই তিনটী অবস্থার মধ্যে তাহার প্রথম অবস্থার দৃষ্টান্ত, **যথা**=যেমন **ধূমেন**=বহ্নির সহজ অর্থাৎ সহোৎপন্ন এবং অপ্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ আবরণ স্বরূপ ধূমের দ্বারা **বহ্নি**=প্রকাশত্মক বহ্নি **আব্রিয়তে** আবৃত হইয়া থাকে। উহার দ্বিতীয় অবস্থায় দৃষ্টান্ত, —যেমন **আদর্শঃ**=দর্পণাদি **মলেন চ** মলের দ্বারা আবৃত হয়; এই মল (ময়লা) তাহার সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে; কিন্তু উহা আদর্শের উৎপত্তির অনন্তর উদ্রিক্ত (উৎপন্ন) হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। **মলেন চ** এই স্থলে "চ" এই অব্যয়টী ইহাদের মধ্যে যে অবান্তর বৈধর্ম্ম্য আছে তাহার সূচনা করিবার জন্য এবং **আব্রিয়তে**="আবৃত হয়" এই ক্রিয়াপদটীর অনুকর্ষণ অর্থাৎ পুনরন্বয় করাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার তৃতীয় অবস্থার দৃষ্টান্ত, যেমন **উল্বেন**=জরায়ু নামক অতি স্থূল গর্ভবেষ্টন চর্ম্মের দ্বারা **গর্ভঃ আবৃতঃ**=(ভ্রূণ) সকল দিক্ হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আবৃত হয়। সেইরূপ উক্ত তিন প্রকারেই **তেন**=সেই কামের দ্বারা **ইদম্**=এই জ্ঞান **আবৃতম্**=আবৃত হইয়া রহিয়াছে।২ এস্থলে তিনটি উদাহরণের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, বহ্নি ধূমের দ্বারা আবৃত হইলেও দাহাদিরূপ স্বীয় কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু আদর্শ যদি মলের দ্বারা আবৃত হয় তাহা হইলে তাহা প্রতিবিম্বগ্রহণরূপ নিজ কার্য্যও করিতে পারে না আর তাহাতে কেবল তাহার স্বচ্ছতারূপ ধর্ম্ম তিরোহিত হয় বলিয়া তাহা

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

হে কৌন্তেয় জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্ অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে ॥৩৯

তথা তেনেদমাবৃতমিতি সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি আবৃতমিতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি "জ্ঞানম্"অন্তঃকরণং বিবেকবিজ্ঞানং বা ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং,"এতেন"কামে"নাবৃতং" ।১তথাপ্যাপাতসুখহেতুত্বাদুপাদেয়ঃ স্যাদিত্যত আহ—"জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা"। অজ্ঞো হি বিষয়ভোগকালে কামং মিত্রমিব পশ্যন্ তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে বৈরিত্বং জানাতি কামেনাহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি। জ্ঞানী তু ভোগকালেঽপি জানাত্যনেনাহমনর্থে প্রবেশিত ইতি। অতো বিবেকী দুঃখী ভবতি ভোগকালে চ তৎপরিণামে চানেনেতি জ্ঞানিনোঽসৌ নিত্যবৈরীতি সর্ব্বথা তেন হন্তব্য এবেত্যর্থঃ।২ তর্হি কিং স্বরূপোঽসাবিত্যত আহ—

স্বরূপতঃ উপলব্ধ হয়। কিন্তু জরায়ুর দ্বারা আবৃত যে গর্ভ (ভ্রূণ) তাহা হস্তপদাদি প্রসারণ রূপ স্বকার্য্য ত করেই না অধিকন্তু তাহা স্বরূপতঃ ও উপলব্ধ হয় না।৩—৩৮॥

ভাবপ্রকাশ—এই কামনা যে কিরূপ প্রবল শত্রু তাহা বুঝিয়া দেখ। এই কামনাই সর্ব্বপ্রকারে বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বহ্নি বা অগ্নি যেমন সহজাত ধূমের দ্বারা আবৃত হয় জ্ঞানও তেমনি কামনার দ্বারা আবৃত হইয়াছে। আবার আদর্শ বা দর্পণ যেমন আগন্তুক মলের দ্বারা আবৃত হয়, জ্ঞানও তেমনি কামের দ্বারা আবৃত থাকে। ধূমের দ্বারা আবৃত হইয়াও বহ্নি দগ্ধ করিতে পারে; দর্পণে ময়লা পড়িলে প্রতিবিম্ব গ্রহণ হয় না বটে কিন্তু তথাপি দর্পণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু গর্ভ গর্ভচর্ম্ম দ্বারা বেষ্টিত হইলে স্বকার্য্য হস্তপদাদি প্রসারণও করিতে পারে না, গর্ভ দৃষ্টও না। কাম এই তৃতীয় প্রকারে জ্ঞানকে এমনভাবে আবৃত করিয়াছে যে জ্ঞানের ক্রিয়া এবং স্বরূপ কিছুই আর লক্ষিত হয় না।৩৮

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকের "তথা তেনেদমাবৃতম্"="সেই প্রকারে সেই কামের দ্বারা ইহা আবৃত" এই সংগ্রাহক বাক্যটীকে অর্থাৎ এই বাক্যে যে বিষয়টী অল্প কথায় বলা হইয়াছে তাহাই "আবৃতম্" ইত্যাদি শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। **জ্ঞানম্**=যাহার দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে জ্ঞান অর্থ অন্তঃকরণ। অথবা "তেন ইদমাবৃতম্" এই স্থলে "**ইদম্**" শব্দের দ্বারা যে বিবেক বিজ্ঞান নির্দ্দিষ্ট (উল্লিখিত) হইয়াছে সেই বিবেক বিজ্ঞানই জ্ঞান শব্দের অর্থ। তাহা **এতেন**=এই কামের দ্বারা **আবৃতম্**=আবৃত হইয়া রহিয়াছে।১ তাহা সত্ত্বেও অর্থাৎ কামের দ্বারা 'বিবেক বিজ্ঞান' আবৃত থাকিলেও সেই কাম যখন আপাত সুখের কারণ তখন তাহা উপাদেয়ই হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন "**জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা**" অজ্ঞ ব্যক্তি যখন বিষয়ভোগ করিতে থাকে তখন সে কামকে বন্ধুর ন্যায় দেখে। কিন্তু যখন উত্তরকালে সেই কামনারই

"কামরূপেণ" ; কামিতমিচ্ছা তৃষ্ণা সৈব রূপং যস্য তেন। হে কৌন্তেয়েতি সম্বন্ধাবিষ্কারেণ প্রেমাণং সূচয়তি।৩ নন্থ বিবেকিনা হাতব্যোঽপ্যবিবেকিন উপাদেয়ঃ স্যাদিত্যত আহ—"দুষ্পূরেণানলেন চ।" চকার উপমার্থঃ। ন বিদ্যতেঽলং পর্য্যাপ্তির্যস্যেত্যনলো বহ্নিঃ, স যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথায়মপি ভোগেনেত্যর্থঃ। অতো নিরন্তরং সন্তাপহেতুত্বাদ্ বিবেকিন ইবাবিবেকিনোঽপি হেয় এবাসৌ।৪ তথাচ স্মৃতিঃ, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইতি।৫ অথবা ইচ্ছায়া বিষয়সিদ্ধিনিবর্ত্ত্যত্বাদিচ্ছারূপঃ কামো বিষয়ভোগেন স্বয়মেব

কার্য্য যে দুঃখ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন সে "কামের জন্যই আমি দুঃখী হইলাম" এইরূপ ভাবিয়া তাহাকে শত্রু বলিয়া জানিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ভোগের সময়েই বুঝিতে পারেন যে ইহার দ্বারা আমি অনর্থমধ্যে প্রেরিত হইয়াছি। এই কারণে বিবেকী ব্যক্তি কাম্যবস্তুর উপভোগ কালে এবং তাহার পরিণামেও ইহার জন্য দুঃখীই হইয়া থাকেন অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কাম কেবল পরিণামেই বিপুল দুঃখ দেয় কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি সকল সময়েই তাহাতে দুঃখ দেখেন। এই কারণে ঐ কাম জ্ঞানিব্যক্তির নিত্যবৈরী অর্থাৎ সর্ব্বকালের শত্রু ; এই হেতু বিবেকী ব্যক্তির উচিত সেই কামকে সকল প্রকারে অবশ্যই নিহত করা—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ তাহা হইলে সেই কামের স্বরূপটী কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন **কামরূপেণ**;—কাম অর্থাৎ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা ; তাহাই রূপ যাহার তাহা কামরূপ। এস্থলে "হে কৌন্তেয়" এইরূপে সম্বন্ধ আবিষ্কার করায় অর্থাৎ নিজের পিতৃম্বসা কুন্তীর নাম যুক্ত করিয়া সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুনের উপর নিজ প্রেম সূচিত করিতেছেন ; অর্থাৎ তুমি কুন্তীর ---আমার পিতৃম্বসার পুত্র বলিয়া আমার বিশেষ প্রিয় হইতেছ এ কারণে তোমায় আমি ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিতেছি—ইহাই ঐ প্রকার সম্বোধনের তাৎপর্য্য।৩ আচ্ছা, এই কাম বিবেচক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট হন্তব্য হইলেও অর্থাৎ তাঁহার নিকট পরিত্যাজ্য হইলেও অবিবেকী অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ত ইহা উপাদেয় (গ্রহণীয়) হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"দুষ্পূরেণানলেন চ"—। এস্থলে "চ" এই অব্যয়টী **উপমা অর্থে** ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার মধ্যে "অলং" অর্থাৎ (ভোজ্যদাহ্য বস্তুতে) পর্য্যাপ্ততা নাই তাহাই অনল ; সুতরাং অনল অর্থ বহ্নি। সেই বহ্নিকে যেমন ঘৃত দিয়া পরিপূর্ণ (নিবৃত্ত) করিতে পারা যায় না সেইরূপ সেই কামকেও ভোগের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। সুতরাং উহা নিরন্তর সন্তাপের কারণ হয় বলিয়া (যেহেতু কাম অপূর্ণ না হইলে তাহা কেবল দুঃখ-প্রদই হয় সেই কারণে) বিবেকীর ন্যায় অবিবেকী ব্যক্তিরও উহা পরিত্যাজ্যই বটে। স্মৃতিমধ্যেও তাহাই উক্ত হইয়াছে, যথা,—"কাম্যবস্তু সকলের উপভোগের দ্বারা কোনও কালে কামনার শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় না। প্রত্যুত অগ্নিতে ঘৃত দিলে তাহা যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে কামনাও সেইরূপ বিষয়ভোগের দ্বারা অধিকভাবেই বাড়িতে থাকে।"৪ অথবা, ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহা সিদ্ধ (লব্ধ) হইলে ইচ্ছাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে ; এই কারণে ইচ্ছারূপ যে কাম তাহা বিষয়ভোগের দ্বারা আপনা আপনিই নিবৃত্ত হইবে, তাহার জন্য আর এত নির্বন্ধ (জেদ) কেন?—এইরূপ শঙ্কা হইলে তাহার নিবৃত্তির জন্য বলিয়াছেন "দুষ্পূরেণানলেন চ" ; বিষয়সিদ্ধি হইলে সেই সময়ের জন্য ইচ্ছা দূরীভূত

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ অস্য কামস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। এইগুলির দ্বারা কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন রাখিয়া জীবকে মোহিত করিয়া রাখে ॥৪০

নিবর্ত্তিষ্যতে কিং তত্রাতিনির্ব্বন্ধেনেত্যত উক্তং—দুষ্পূরেণানলেন চেতি। বিষয়সিদ্ধ্যা তৎকালমিচ্ছাতিরোধানেঽপি পুনঃ প্রাদুর্ভাবান্ন বিষয়সিদ্ধিরিচ্ছানিবর্ত্তিকা, কিন্তু বিষয়-দোষদৃষ্টিরেব তথেতি ভাবঃ ॥ ৫—৩৯ ॥

জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন স জেতুং শক্য ইতি তদধিষ্ঠানমাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। "ইন্দ্রিয়াণি" শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগ্রাহকাণি শ্রোত্রাদীনি, বচনাদানগমনবিসর্গানন্দজনকানি বাগাদীনি চ, "মনঃ" সঙ্কল্পাত্মকং, "বুদ্ধির"ধ্যবসায়াত্মিকা চ,"অস্য"কামস্যা"ধিষ্ঠানমা"শ্রয় "উচ্যতে"। যত "এতৈ"রিন্দ্রিয়াদিভিঃ স্বস্বব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ৈ"র্বিমোহয়তি" বিবিধং মোহয়তি,"এষ"কামঃ "জ্ঞানং" বিবেকজ্ঞান"মাবৃত্য"চ্ছাদ্য"দেহিনং"দেহাভিমানিনম্ ॥৪০॥

হইলেও পুনরায় তাহার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া ইহাই অবধারিত হয় যে বিষয়সিদ্ধি ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু বিষয়ে দোষ দর্শনই তাহার নিবর্ত্তক হইয়া থাকে ইহাই ভাবার্থ অর্থাৎ বিষয়ভোগে কামনার নিবৃত্তি হয় না কিন্তু বিষয়ত্যাগেই কামের উপশম হইয়া থাকে।৫--৩৯ ॥

ভাবপ্রকাশ—এই কাম জ্ঞানের নিত্য-বৈরী। অজ্ঞ ব্যক্তি ভোগকালে সুখলাভ করে কিন্তু পরিণামে দুঃখ পায়। জ্ঞানী কিন্তু ভোগকালেও সুখ পান না; ভোগকালেও ভোগের পরিণাম যে দুঃখ তাহা তিনি জানেন বলিয়া ভোগকালেও তাঁহার সুখ হয় না। এই কামনার অলংবুদ্ধি বা পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি নাই। ইহা যতই পায় ততই ইহার তৃষ্ণা বাড়িয়া চলে--কিছুতেই ইহার উদরপূর্ত্তি হয় না। এই কাম থাকিতে জ্ঞানের উদয় হয় না। ইহাই জ্ঞানের পরম শত্রু।৩৯

অনুবাদ—শত্রুর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থল যদি জানা যায় তাহা হইলে তাহাকে সুখে (অনায়াসে) জয় করিতে পারা যায়; এই কারণে শত্রুস্বরূপ সেই কামের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়ীভূত স্থল কি তাহা বলিতেছেন ইন্দ্রিয়াণি ইত্যাদি। **ইন্দ্রিয়াণি**=শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্রাদি অর্থাৎ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, বচন, আদান (গ্রহণ), গমন, উৎসর্গ (মলত্যাগ) ও আনন্দের জনক বাগিন্দ্রিয়াদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং **মনঃ**=সংকল্পাত্মক মনঃ ও **বুদ্ধিঃ**= অধ্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—এই সমস্তগুলিকে **অস্য**=এই কামের **অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে**=অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু ঐ কাম **এতৈঃ**=নিজ নিজ ব্যাপার (ক্রিয়া) বিশিষ্ট এই ইন্দ্রিয়াদি রূপ আশ্রয়গুলির দ্বারা **বিমোহয়তি**=বিশেষরূপে বিবিধভাবে মোহিত করিয়া থাকে, **এষঃ**=এই অজ্ঞানরূপ কাম, **জ্ঞানম্**=বিবেক জ্ঞানকে **আবৃত্য**=আচ্ছাদিত করিয়া **দেহিনম্**=দেহীকে অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবকে।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

হে ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ এনং পাপ্মানং প্রজহি অর্থাৎ অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশক পাপরূপ এই কামকে বিনষ্ট কর ॥৪১

যস্মাদেবং তস্মাদিতি। যস্মাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানঃ কামো দেহিনং মোহয়তি, "তস্মাৎ ত্বমাদৌ" মোহনাৎ পূর্ব্বং কামনিরোধাৎ পূর্ব্বমিতি বা, "ইন্দ্রিয়াণি" শ্রোত্রাদীনি "নিয়ম্য" বশীকৃত্য—তেষু হি বশীকৃতেষু মনোবুদ্ধ্যোরপি বশীকরণং সিধ্যতি সঙ্কল্পাধ্যবসায়য়োর্বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিদ্বারৈবানর্থহেতুত্বাৎ, অত ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরিতি পূর্ব্বং পৃথক্ নির্দ্দিশ্যাপি ইহেন্দ্রিয়াণীত্যেতাবদুক্তং। ইন্দ্রিয়ত্বেন তয়োরপি সংগ্রহো বা। হে "ভরতর্ষভ"! মহাবংশপ্রসূতত্বেন সমর্থোঽসি পাপ্মানং সর্ব্বপাপমূলভূত"মেনং" কামং বৈরিণং প্রজহি হি পরিত্যজ। "হি" স্ফুটং "প্রজহি" প্রকর্ষেণ মারয়েতি বা। জহি শত্রুমিত্যুপসংহারাচ্চ। জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং পরোক্ষং, বিজ্ঞানমপরোক্ষং, তৎফলং তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

ভাবপ্রকাশ—এই কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতেছে ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধি। ইহারাই কামনার আশ্রয়। ইহাদের দ্বারাই কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবের মোহ উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে থাকিলে কামজয় হয় না, এমন কি মন ও বুদ্ধির ভূমিতেও কামজয় হয় না। ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি—ইহারা সকলেই কামের আশ্রয়। ইহাদের উপরে না উঠিতে পারিলে কামজয় হয় না।৪০

অনুবাদ—যেহেতু ব্যাপার এইরূপ, অর্থাৎ যেহেতু কাম ইন্দ্রিয়াদিকে আশ্রয় করিয়া দেহধারী জীবকে মোহিত করে **তস্মাৎ**=অতএব **ত্বং**=তুমি **আদৌ**=প্রথমে অর্থাৎ তাহা তোমাকে মোহিত করিবার পূর্ব্বে, অথবা কামকে নিরুদ্ধ করিবার আগে, **ইন্দ্রিয়াণি**=শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে **নিয়ম্য**=নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ বশবর্ত্তী করিয়া (পাপকে পরিত্যাগ কর) যেহেতু সেই ইন্দ্রিয়গুলি যদি বশবর্ত্তী হয় তাহা হইলে মন এবং বুদ্ধিরও বশীকরণ সিদ্ধ হয়, কারণ সংকল্প ও ব্যবসায় বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির দ্বারাই অনর্থের কারণ হয়; এই জন্য পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান এইরূপে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও এখানে কেবল মাত্র **ইন্দ্রিয়াণি**="ইন্দ্রিয়গুলি' এইরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলই অনর্থের মূলে; মন বা বুদ্ধি বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির অধীন বলিয়া পরতন্ত্র ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবার কথা বিশেষ ভাবে বলিবার জন্য এখানে ইন্দ্রিয়াণি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা ইন্দ্রিয়পদের দ্বারা মন এবং বুদ্ধিকেও গ্রহণ করা হইয়াছে এখানে হে **ভরতর্ষভ**! এই প্রকার সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, যেহেতু তুমি মহাবংশে প্রসূত হইয়াছ সেই কারণে তুমি এবিষয়ে সমর্থ হইতেছ। তুমি **এনং পাপ্মানং**=এই পাপকে অর্থাৎ সকল প্রকার পাপের মূলীভূত এই কাম নামক বৈরীকে "**প্রজহিহি**=পরিত্যাগ কর অথবা **হি** অর্থাৎ বিস্পষ্টরূপে, পরিস্ফুট ভাবে **প্রজহি**=প্রকৃষ্টরূপে (একেবারে) মারিয়া ফেল এরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে "জহি শত্রুং—তুমি শত্রুকে নিহত কর। এইরূপে উপসংহা

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ ; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্ ; মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা ; যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ অর্থাৎ দেহাদি স্থূল পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ॥৪২

নমু যথাকথঞ্চিদ্বাহ্যেন্দ্রিয়নিয়মসম্ভবেঽপ্যান্তরতৃষ্ণাত্যাগোঽতিদুষ্কর ইতি চেন্ন "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইত্যত্র পরদর্শনস্য রসাভিধানীয়কতৃষ্ণাত্যাগসাধনস্য

করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রজহি হেনম্ এস্থলে প্রজহিহি এনম্ এইরূপ ধরিলে হা ধাতুর লোটের পদ পাওয়া যায়। এবং হা ধাতুর অর্থ অনুসারে উহার অর্থ হয় পরিত্যাগ কর। আর হি এনম্ এইরূপে হি এইটীকে প্রসিদ্ধার্থক অব্যয় ধরিয়া প্রজহি এইরূপ ও হয়। ইহার অর্থ পরিস্ফুট ভাবে প্রকৃষ্টরূপে হনন কর। টীকাকার বলিতেছেন—এই অর্থটাই এখানে গ্রহণীয় যেহেতু পরে—জহি শত্রুং বলিয়া কামরূপ শত্রুকে হনন করিবার কথাই বলিবেন। সেই কাম শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ যে শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ সেই শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় সেইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানের এবং তাহারই ফল স্বরূপ যে অপরোক্ষজ্ঞান তাহার নাশন হইতেছে। অর্থাৎ সকাম চিত্তে শাস্ত্রাচার্যোপদেশজন্য পরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহা হইতে উৎপৎস্যমান অপরোক্ষ অনুভব স্থানলাভ করিতে পারে না বলিয়া শ্রেয়ের আশা সুদূর পরাহত হয়। অতএব শ্রেয়োকামী ব্যক্তির সেই অনর্থকর কামকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।—৪১॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ফুটিতে দেয় না পাপ। কাম এবং ক্রোধই পাপ। কাম-জয় এবং ক্রোধ-জয় হইলে পাপ বিনষ্ট হয়, পাপ বিনষ্ট হইলে জ্ঞান আপনি ফুটে। জ্ঞানের জন্য পৃথক সাধন প্রয়োজন নাই। জ্ঞান সাধ্য নহে, অর্থাৎ জ্ঞান জন্য নহে, তাই জ্ঞান নিত্য ; জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইলেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়জয় না হইলে মন ও বুদ্ধি জিত হয় না। তাই সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, মন ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া কামের যে অধিষ্ঠান বা আশ্রয় তাহা উচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া নিরাশ্রয় কামকে সহজে বিনাশ কর। এই কাম থাকিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহাকে বিনাশ করিতেই হইবে ; ইহাকে বিনাশ করিবার উপায় হইতেছে ইহাকে আশ্রয়চ্যুত করা—ইহার আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ইহার আড্ডাই হইতেছে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ইহারা চিত্তভূমি অধিকার করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রোপদেশবলে বলীয়ান্ হইয়া তুমি চিত্তভূমিকে অধিকার করিয়া বসিয়া থাক, দেখিবে তুমি পূর্ব্বেই অধিকৃত দেখিয়া ইহারা পলায়ন করিতেছে। ইহারা চিত্তকে মোহিত করিবার পূর্ব্বে যতক্ষণ সাত্ত্বিক বৃত্তির প্রাবল্য থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতিকে অধিকার করিয়া না বসে সেই শান্ত বা স্থির সময়ে সত্ত্ববৃত্তিকে প্রবল করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক ; সত্ত্বের প্রাবল্য হইলে কামক্রোধাদির উদয়সময়ে তুমি জয়ী হইবে।৪১

অনুবাদ—আচ্ছা, কোনও গতিকে বহিরিন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করা সম্ভব হইলেও অন্তর্বর্ত্তী তৃষ্ণাকে ত্যাগ করা ত অতি দুষ্কর? এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নহে, কারণ, রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা

প্রাগুক্তেঃ।১ তর্হি কোঽসৌ পরো যদ্দর্শনাৎ তৃষ্ণানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শুদ্ধমাত্মানং পরশব্দবাচ্যং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি।২ শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ স্থূলং জড়ং পরিচ্ছিন্নং বাহ্যঞ্চ দেহমপেক্ষ্য পরাণি সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাদ্ব্যাপকত্বাদন্তঃস্থত্বাচ্চ প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ শ্রুতয়ো বা।৩ তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকম্, তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ।৪ তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধিরধ্যবসায়াত্মিকা, অধ্যবসায়ো হি নিশ্চয়স্তৎপূর্ব্বক এব সঙ্কল্পাদিমনোধর্ম্মঃ।৫ যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তদ্‌ভাসকত্বেনাবস্থিতঃ যং দেহিনমিন্দ্রিয়াদিভিঃ স্বস্বব্যাপারবস্তিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তী-ত্যুক্তং, স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পর আত্মা। স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইতিবদব্যবহিতস্যাপি দেহিনস্তদা পরামর্শঃ।৬ অত্রার্থে শ্রুতিঃ, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি।৭ অত্রাত্মনঃ পরত্বস্যৈব বাক্যতাৎ-

নিবর্ত্ততে অর্থাৎ "পরমাত্মদর্শন হইলে ইঁহার রস অর্থাৎ তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হইয়া যায়" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা স্থলে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরমাত্মদর্শন রস নামক যে তৃষ্ণা তত্ত্যাগের সাধন অর্থাৎ তাহার নিবৃত্তির কারণ। ইহাতে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে যাঁহার দর্শনে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইয়া যায় সেই পর নামক পদার্থটী কি? ইহারই উত্তর স্বরূপে পরশব্দবাচ্য শুদ্ধ আত্মাকে অর্থাৎ পরশব্দের দ্বারা যাহা অভিহিত হয় সেই শুদ্ধ আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন। ইন্দ্রিয়াণি ইত্যাদি।২ **ইন্দ্রিয়াণি**=চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়কে **পরাণি**=জড় পরিচ্ছিন্ন বাহ্যদেহ অপেক্ষা পর অর্থাৎ (কে বা কাহারা বলেন) জ্ঞানীরা অথবা শ্রুতিবাক্যসকল (ঐরূপ বলেন)।৩ উহারা সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ব্যাপক এবং অন্তঃস্থ (আভ্যন্তরীণ) বলিয়া উহাদিগকে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্ট **আহুঃ**=বলেন, আবার **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ**= সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে ইন্দ্রিয় সকল হইতে উৎকৃষ্ট বলেন, কারণ উহা সেই ইন্দ্রিয়গুলির প্রবর্ত্তক অর্থাৎ মনই অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত করায়।৪ আর **মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ**=অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সেই মন হইতে প্রকৃষ্টা; যেহেতু অধ্যবসায় হইতেছে নিশ্চয়; আর সঙ্কল্পাদি মনোধর্ম্মের মূলে সেই অধ্যবসায়ই বিদ্যমান থাকে।৫ **যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ**=আর যাহা বুদ্ধিরও পরে অর্থাৎ বুদ্ধি হইতেও উৎকৃষ্ট, যাহা বুদ্ধির প্রকাশক রূপে অবস্থিত, কাম ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আশ্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানাবরণকে দ্বার করিয়া যাহাকে মোহিত করে—যে দেহীকে মোহগ্রস্ত করে বলা হইয়াছে, বুদ্ধির দ্রষ্টা সেই পদার্থটীই পর বা আত্মা হইতেছে।৮ "সেই ইনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন" এই স্থলের ন্যায় এখানেও "সঃ" এই তদ্‌শব্দের দ্বারা ব্যবহিতের গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট বা অব্যবহিত বস্তুই সর্ব্বনামশব্দের বাচ্য হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু এখানে বিপ্রকৃষ্ট বা ব্যবহিত যে পর আত্মা তাহাই "সঃ" এই সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে।৬ এ সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে, যথা,—"অর্থ সকল ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, মন অর্থ সকল হইতে উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি মনের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি

পর্য্যবিষয়ত্বাদিন্দ্রিয়াদিপরত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাদিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা অর্থা ইতি স্থানেঽর্থেভ্যঃ পরাণীন্দ্রিয়াণীতি বিবক্ষাভেদেন ভগবদুক্তং ন বিরুধ্যতে।৮ বুদ্ধেরস্মদাদিব্যষ্টিবুদ্ধেঃ সকাশান্মহানাত্মা সমষ্টিবুদ্ধিরূপঃ পরঃ "মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" ইতি বায়ুপুরাণবচনাৎ।৯ মহতো হৈরণ্যগর্ভবুদ্ধেঃ পরমব্যক্তমব্যাকৃতং সর্ব্বজগদ্বীজং মায়াখ্যং "মায়াং তাং প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (নৃসিংহতাঃ উঃ) ইতি শ্রুতেঃ, "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" (বৃহদাঃ উঃ) ইতি চ।১০ অব্যক্তাৎ সকাশাৎ সকলজড়বর্গপ্রকাশকঃ পুরুষঃ পূর্ণ আত্মা পরঃ।১১ তস্মাদপি কশ্চিদন্যঃ পরঃ স্যাদিত্যত আহ—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিতি। কুত এবং যস্মাৎ—সা কাষ্ঠা সমাপ্তিঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বাৎ। সা পরা গতিঃ—"সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা পরা গতিরপি সৈবেত্যর্থঃ। তদেতৎসর্ব্বং "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু স" ইত্যনেনোক্তম্॥১২—৪২॥

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত মহৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ। পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু উৎকৃষ্ট নাই, তাহাই কাষ্ঠা বা সীমা, এবং তাহাই পরম গতি।৭ এস্থলে ভগবদুক্তিতে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই বাক্যের তাৎপর্য্য অর্থাৎ আত্মা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়াদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন বিবক্ষিত নহে; কাজেই শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে "অর্থ সকল ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ", আর ভগবান্ যে বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ" এই উভয় প্রকার উক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও বিবক্ষার ভেদ বশতঃ শ্রুতির সহিত ভগবানের উক্তির কোন তাত্ত্বিক বিরোধ হইল না।৮ শ্রুতির মধ্যে যে বলা হইয়াছে" বুদ্ধেরাত্মা মহাংস্ততঃ" অর্থাৎ "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, ইহার অর্থ অস্মদাদি জীবের ব্যষ্টিবুদ্ধি অপেক্ষা সমষ্টি বুদ্ধিস্বরূপ যে মহান্ আত্মা তাহা শ্রেষ্ঠ। "মনঃ, মহান্, মতি, ব্রহ্ম, পূঃ, বুদ্ধি, খ্যাতি ও ঈশ্বর—ইহারা একার্থক"—এই বায়ু পুরাণের বচনটীই এ সম্বন্ধে প্রমাণ।৯ **মহতঃ**=অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি হইতে, **পরম্ অব্যক্তম্**=অর্থাৎ মায়া নামে প্রসিদ্ধ অখিল জগতের বীজস্বরূপ অব্যাকৃত তাহা পর বা শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে", এবং "তৎকালে এই জগৎ সেই অব্যাকৃত অর্থাৎ স্বরূপ ছিল" এই শ্রুতি বাক্যই প্রমাণ।১০ **অব্যক্তাৎ**=অব্যক্ত হইতে **পুরুষঃ**=সকল জড়বর্গের প্রকাশক পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ আত্মা **পরঃ**=শ্রেষ্ঠ হইতেছেন।১১ তাহা অপেক্ষাও হয়ত অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন **পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ**="পুরুষের চেয়ে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই"। এরূপ হইবার কারণ কি? (উত্তর—) যেহেতু **সা কাষ্ঠা**=তাহাই অর্থাৎ সেই পুরুষই, কাষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি, কারণ তাহাই (সেই পুরুষই) সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আর **সা পরা গতিঃ**=তাহাই পরমাগতি; "সেই ব্যক্তি এই সংসারপথের অবধিভূত বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরমা গতির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে সেই গতি সেই পুরুষই হইতেছেন ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই সমস্ত কথাগুলিই শ্রীভগবানের **যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ**=যাহা বুদ্ধির পরবর্ত্তী অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সেই পুরুষই হইতেছেন এই সন্দর্ভে কথিত হইয়াছে।১২—৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

হে মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি অর্থাৎ হে মহাবাহো! তুমি এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে অবগত হইয়া, আত্মা দ্বারা আত্মাকে স্থির করিয়া এই কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে বিনাশ কর ॥৪৩

ফলিতমাহ এবমিতি। "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইত্যত্র যঃ পরশব্দেনোক্তস্তমেবম্ভূতং পূর্ণমাত্মানং "বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা" সাক্ষাৎকৃত্য "সংস্তভ্য" স্থিরীকৃত্য "আত্মানং" মনঃ "আত্মনা" এতাদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা "জহি" মারয় "শত্রুং" সর্ব্বপুরুষার্থশাতনম্। হে "মহাবাহো"! মহাবাহোর্হি শত্রুমারণং সুকরমিতি যোগ্যং সম্বোধনং কামরূপং তৃষ্ণারূপং "দুরাসদং" দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি যত্নাধিক্যায় বিশেষণম্। উপায়ঃ কর্ম্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা। উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্গুণত্বেন কীর্ত্তিতা ॥ ৪৩ ॥

ভাবপ্রকাশ—এই কামজয় করিবার উপায় হইতেছে ইন্দ্রিয়জয়। ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় হইতেছে পরতত্ত্বের জ্ঞান। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধিরও পারে সেই পরম তত্ত্ব; সেই পরম তত্ত্বকে জানিলে বুদ্ধির পারে যাওয়া যায়। এই বুদ্ধির উপরে না উঠিলে, কামভূমিতে থাকিয়া কামজয় হয় না। বুদ্ধির পারে যে পরম তত্ত্ব, বুদ্ধিও যাঁহার দৃশ্য, তাঁহাকে জানিলে তবে কামজয় হয়।৪২-৪৩

অনুবাদ—এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন **রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে**="পর অর্থাৎ আত্মাকে দেখিলে ইহার তৃষ্ণা নামক রসও নিবৃত্ত হইয়া যায়" ইত্যাদি এই স্থলে "পর" শব্দের দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই **এবম্**=এই প্রকারের অর্থাৎ যেমন বর্ণনা করা হইল তথাভূত পূর্ণ আত্মাকে **বুদ্ধেঃ পরম্**=বুদ্ধিরও পরবর্ত্তী অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ **বুদ্ধা**=সাক্ষাৎকার করিয়া **আত্মানম্**=আত্মাকে অর্থাৎ মনকে **আত্মনা**=আত্মার দ্বারা অর্থাৎ এতাদৃশী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা **সংস্তভ্য**=সংস্তব্ধ করিয়া অর্থাৎ স্থির করিয়া, হে মহাবাহো তুমি **জহি**=হত কর **শত্রুং**=সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থের বিঘ্নস্বরূপ সেই শত্রুকে। যে মহাবাহু হয় তাহার পক্ষে শত্রুবধ সুকর অর্থাৎ সে অনায়াসেই শত্রু মারিতে পারে; কাজেই ঐরূপ সম্বোধনটী এখানে উপযুক্তই হইয়াছে। (সেই শত্রুটী কে? উত্তর) **কামরূপম্**=তৃষ্ণাত্মক অর্থাৎ তৃষ্ণাই সেই শত্রু হইতেছে; এবং **দুরাসদম্**=তাহা দুরাসদ—তাহাকে অতিকষ্টে আসাদিত (হস্তগত) করা যায়, কেন না তাহার অনেক প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে এইজন্য তাহা দুর্বিজ্ঞেয়। কথিত কার্য্যে যাহাতে অধিক যত্ন হয় সেইজন্য এস্থলে ঐরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ যে কর্ম্ম নিষ্ঠা তাহাই প্রধানভাবে উপসংহৃত হইল; আর উপেয় অর্থাৎ প্রাপ্য যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা উহার গুণীভূতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ এই অধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠার কথাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে আর জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সামান্যভাবে বলা হইয়াছে।৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ দীপিকা নামক টীকায় জ্ঞাননিষ্ঠাবর্ণন নামে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—অহং বিবস্বতে ইমম্ অব্যয়ং যোগং প্রোক্তবান্; বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি প্রথমে সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দিয়াছিলেন॥১

যদ্যপি পূর্ব্বমুপেয়ত্বেন জ্ঞানযোগস্তদুপায়ত্বেন চ কর্ম্মযোগ ইতি দ্বৌ যোগৌ কথিতৌ তথা"প্যেকং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইত্যনয়া দিশা সাধ্য-সাধনয়োঃ ফলৈক্যাদৈক্যমুপচর্য্য সাধনভূতং কর্ম্মযোগং সাধ্যভূতঞ্চ জ্ঞানযোগমনেকবিধ-গুণবিধানায় স্তৌতি বংশকথনেন ভগবান্ ইমমিতি।১ ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগ-জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লভ্যং "বিবস্বতে" সর্ব্বক্ষত্রিয়বংশবীজভূতায়াদিত্যায় "প্রোক্তবান্" প্রকর্ষেণ সর্ব্বসন্দেহোচ্ছেদাদিরূপেণোক্তবান, "অহং" ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বজগৎপরিপালকঃ, সর্গাদিকালে রাজ্ঞাং বলাধানেন তদধীনং সর্ব্বং জগৎ পালয়িতুম্।২ কথমনেন বলাধানমিতি বিশেষণেন দর্শয়তি—"অব্যয়ম্"অব্যয়বেদমূলত্বাৎ অব্যয়মোক্ষ-

অনুবাদ:—যদিও পূর্ব্বে উপেয়রূপে অর্থাৎ গ্রহণীয় বা চরম লক্ষ্য রূপে জ্ঞানযোগ এবং তাহার উপায়রূপে বা সাধনরূপে কর্ম্মযোগ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উপেয় ও উপায়রূপে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি "একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি অর্থাৎ "সাংখ্যতত্ত্ব (জ্ঞানযোগ)কে এবং যোগকে (কর্ম্মযোগকে) যে ব্যক্তি এক বলিয়া দেখে সেই প্রকৃতপক্ষে দেখিয়া থাকে" এই নিয়মানুসারে সাধ্য এবং সাধনের ফলের অভিন্নতা নিবন্ধন সাধ্যভূত জ্ঞানযোগ ও সাধনভূত কর্ম্মযোগের অভিন্নতা উপচরিত করিয়া অনেক প্রকার গুণের বিধান করিবার জন্য ভগবান্ বংশনির্দ্দেশ করিয়া সেই সাধনভূত কর্ম্মযোগ এবং সাধ্যভূত জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিতেছেন—১ **ইমং**=পূর্ব্বে দুইটী অধ্যায়ে যাহা কথিত হইয়াছে **যোগং**=কর্ম্মনিষ্ঠারূপ উপায়ের দ্বারা যাহা লাভ করা যায় জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সেই যোগ, **বিবস্বতে**=যিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশের বীজস্বরূপ সেই আদিত্যকে **প্রোক্তবান্**=প্রকর্ষ সহকারে অর্থাৎ যাহাতে সকল প্রকার সন্দেহের উচ্ছেদ হয় সেইরূপে বলিয়া-ছিলাম **অহম্**=আমি অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ পরিপালক ভগবান্ বাসুদেব, সৃষ্টির প্রথমে রাজগণের মধ্যে বলাধান করিয়া তাহাদের অধীন এই জগৎ পরিপালন করিবার জন্য।২ ইহার দ্বারা কিরূপে বলাধান হয় তাহা বিশেষভাবে দেখাইতেছেন—ইহা **অব্যয়ম্**=ইহার মূলে অব্যয় সনাতন বেদ রহিয়াছে বলিয়া এবং ইহা অব্যয় মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে বলিয়া 'ইহা নিজ প্রদেয় ফল হইতে বীত (বিচ্যুত)

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ। হে পরন্তপ! ইহ স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ অর্থাৎ হে পরন্তপ! নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ অবগত হইয়াছিলেন। ইহলোকে কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥২

ফলত্বাচ্চ ন ব্যেতি স্বফলাদি"ত্যব্যয়ং" অব্যভিচারিফলং। তথাচৈতাদৃশেন বলাধানং শক্যমিতি ভাবঃ।৩ স চ মম শিষ্যো "বিবস্বান্ মনবে" বৈবস্বতায় স্বপুত্রায় "প্রাহ", স চ "মনুরিক্ষ্বাকবে" স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীৎ।৪ যদ্যপি প্রতিমন্বন্তরং স্বায়ম্ভুবমন্বাদিসাধারণোঽয়ং ভগবদুপদেশ স্তথাপি সাম্প্রতিকবৈবস্বতমন্বন্তরাভিপ্রায়েণাদিত্যমারভ্য সম্প্রদায়ো গণিতঃ।৫—১ ॥

এবমাদিত্যমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমং যোগং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ প্রভুত্বে সতি সূক্ষ্মার্থনিরীক্ষণক্ষমা নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিপ্রোক্তং বিদুঃ। তস্মাদনাদিবেদমূলত্বেনানন্তফলত্বেনানাদিগুরুশিষ্যপরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন চ কৃত্রিমত্বশঙ্কানাস্পদত্বান্মহাপ্রভাবোঽয়ং যোগ ইতি শ্রদ্ধাতিশয়ায় স্তূয়তে।১ স এবং মহাপ্রয়োজনোঽপি যোগঃ কালেন মহতা দীর্ঘেণ ধর্ম্মহ্রাসকরেণ ইহ ইদানীমাবয়োর্ব্যবহারকালে দ্বাপরান্তে দুর্ব্বলান্

হয় না' এই কারণে ইহা অব্যয় অর্থাৎ অব্যভিচারি ফল—ইহার ফল অব্যভিচরিত। সুতরাং এতাদৃশ যোগের দ্বারা বলাধান হইতে পারে ইহাই ভাবার্থ।৩ আর আমার শিষ্য সেই বিবস্বান্ আবার তাহ মনুকে—নিজ পুত্র বৈবস্বতকে বলিয়াছিল। সেই মনু আবার তাহা পৃথিবীর আদি রাজা নিজপুত্রা ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিল।৪ যদিও ভগবানের এই উপদেশ প্রত্যেক মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনু আদির পক্ষে সাধারণ অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি প্রত্যেক মনুই এই একই উপদেশ লাভ করিয়া আসিতেছেন তথাপি অধুনাতন বৈবস্বত মন্বন্তরকে অভিপ্রেত করিয়াই সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বংশ গণনা করা হইয়াছে।৫—১॥

অনুবাদ:—এবম্=এইরূপে সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া **পরম্পরাপ্রাপ্তং**=গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত **ইমং**=এই যোগকে **রাজর্ষয়ঃ**=যাঁহারা রাজাও বটে ঋষিও বটে অর্থাৎ প্রভুত্ব থাকিলেও যাঁহারা সূক্ষ্ম বিষয় নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ এতাদৃশ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ নিজ পিতা অথবা অন্যান্য গুরুর দ্বারা প্রোক্ত এই যোগকে **বিদুঃ**=জানিয়াছিলেন। এই কারণে এই যোগ অনাদিবেদমূলক অনন্তফলদায়ক এবং অনাদি গুরুশিষ্যপরম্পরায় প্রাপ্ত হওয়ায় ইহা কৃত্রিমত্বশঙ্কার অবিষয় অর্থাৎ ঐ সমস্ত কারণে ইহার উপর কৃত্রিমতার আশঙ্কা করা যায় না বলিয়া এই যোগের প্রভাব অতি মহান্; এইরূপে যাহাতে ইহার উপর শ্রদ্ধাধিক্য হয় সেই অভিপ্রায়ে ইহার প্রশংসা করা হইতেছে।১ সেই যোগ মহাপ্রয়োজন হইলেও অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন অতি মহৎ হইলেও, **অয়ং যোগঃ**—এই যোগ **কালেন মহতা**=ধর্ম্মহ্রাসের কারণস্বরূপ দীর্ঘকালের প্রভাবে **ইহ**=এক্ষণে অর্থাৎ আমাদের

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

ত্বং মে ভক্তঃ সখা চ অসি, ইতি অয়ং স এব পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ, হি এতৎ উত্তমম্ রহস্যং অর্থাৎ তুমি আমার ভক্ত ও সখা; এজন্য আমি সেই পুরাতন জ্ঞানযোগ অদ্য তোমায় উপদেশ দিতেছি; কারণ ইহা উৎকৃষ্ট এবং গোপনীয় ॥৩

অজিতেন্দ্রিয়াননধিকারিণঃ প্রাপ্য কামক্রোধাদিভিরভিভূয়মানো নষ্টঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ো জাতঃ। তং বিনা পুরুষার্থাপ্রাপ্তেঃ অহো দৌর্ভাগ্যং লোকস্যেতি শোচতি ভগবান্।২ হে পরন্তপ! পরং কামক্রোধাদিরূপং শত্রুগণং শৌর্য্যেণ বলবতা বিবেকেন তপসা চ ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপনো জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। উর্ব্বশ্যুপেক্ষণাদ্যদ্ভুত-কর্ম্মদর্শনাৎ। তস্মাৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ত্বাদত্রাধিকারীতি সূচয়তি ৩—২ ॥

য এবং পূর্ব্বমুপদিষ্টোঽপ্যধিকার্য্যভাবাদ্বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়োঽভূৎ যং বিনা চ পুরুষার্থো ন লভ্যতে "সএবায়ং" পুরাতনোঽনাদিপরম্পরাগতো "যোগো"ঽদ্য সম্প্রদায়-বিচ্ছেদকালে ময়াতিস্নিগ্ধেন "তে" তুভ্যং প্রকর্ষেণোক্তঃ ন ত্বন্যস্মৈ কস্মৈচিৎ। কস্মাৎ? ভক্তোঽসি মে সখা চেতি—ইতিশব্দো হেতৌ; যস্মাৎ ত্বং মম ভক্তঃ শরণাগতত্বে সত্যত্যন্তপ্রীতিমান্ সখা চ সমানবয়াঃ স্নিগ্ধঃ সহায়োঽসি সর্ব্বদা ভবসি,

দুইজনের ব্যবহারসময়ে দ্বাপর যুগের শেষে—দুর্ব্বল, অজিতেন্দ্রিয় অনধিকারী ব্যক্তিগণকে পাইয়া অর্থাৎ তাহাদের অধিকারে গিয়া কাম ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া **নষ্টঃ**=বিচ্ছিন্নসম্প্রদায় হইয়াছে —অর্থাৎ ইহার সম্প্রদায় (গুরুশিষ্যধারা) বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা ব্যতীত পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না, হায়! লোকের কি দুর্ভাগ্য যে তাহাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে!—এই বলিয়া ভগবান্ শোক করিতেছেন।২ হে **পরন্তপ**!—যিনি পরকে অর্থাৎ কামক্রোধ আদিরূপ শত্রুগণকে শৌর্য্যের দ্বারা, প্রবল বিবেকের দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় উত্তাপিত করেন তিনি পরন্তপ; সুতরাং 'হে পরন্তপ'! ইহার অর্থ হে শত্রুতাপপ্রদ জিতেন্দ্রিয়!—তুমি জিতেন্দ্রিয়, কেন না উর্ব্বশীকেও উপেক্ষা করা প্রভৃতি অদ্ভুত কর্ম্ম তোমার দেখা গিয়াছে। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তুমিই ইহার অধিকারী ইহাই সূচিত হইতেছে।৩—২॥

অনুবাদ:—এই প্রকারে পূর্ব্বে উপদিষ্ট হইলেও অধিকারীর অভাবে যাহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং যাহা ব্যতীত পুরুষার্থ লাভ করা যায় না, **স এবায়ম্**=অনাদি গুরুপরম্পরায় আগত সেই এই সনাতন যোগই **অদ্য**=আজ সম্প্রদায়বিচ্ছেদকালে **ময়া**=তোমার অতি স্নেহের আমা কর্ত্তৃক **তে**=তোমায় **প্রোক্তঃ**=প্রকৃষ্টভাবে বলা হইল, কিন্তু অন্য কাহাকেও ইহা বলা হয় নাই। ইহার কারণ কি? (উত্তর)—যেহেতু **ভক্তোঽসি মে সখা চেতি**=তুমি আমার ভক্ত ও বন্ধু হইতেছ। "সখা চেতি" এস্থলে "**ইতি**" শব্দটী হেতু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু তুমি আমার ভক্ত অর্থাৎ আমার শরণাগত হইয়া অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ হইয়াছ এবং আমার "সখা চ" সমানবয়স্ক

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং বিবস্বতঃ জন্ম পরং ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন, তোমার জন্ম পরবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের বহু পরে তুমি জন্মিয়াছ এবং সূর্য্যের জন্ম তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব তুমি সূর্য্যকে এই যোগটি কহিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব ?৪

অতস্তভ্যমুক্ত ইত্যর্থঃ।১ অন্যস্মৈ কুতো নোচ্যতে ? তত্রাহ—"হি" যস্মাদেতজ্জ্ঞান- "মুত্তমং রহস্যম্" অতিগোপ্যম্ ২—৩ ॥

যা ভগবতি বাসুদেবে মনুষ্যত্বেনাসর্ব্বজ্ঞত্বানিত্যত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তামপনেতুমনুবদন্ অর্জ্জুন আশঙ্কতে।১ অপরমল্পকালীনমিদানীন্তনং বসুদেবগৃহে "ভবতো জন্ম" শরীরগ্রহণং বিহীনঞ্চ মনুষ্যত্বাৎ, "পরং" বহুকালীনং সর্গাদিভবং উৎকৃষ্টঞ্চ দেবত্বাৎ "বিবস্বতো জন্ম"। অত্রাত্মনো জন্মাভাবস্য প্রাগ্ ব্যুৎপাদিতত্বাদ্দেহাভিপ্রায়েণৈ- বার্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ, অতঃ "কথমেতদ্বিজানীয়াম" বিরুদ্ধার্থতয়া।২ এতচ্ছব্দার্থমেব বিবৃণোতি

(বয়স্য) সর্ব্বদা স্নিগ্ধ সহায়ও হইতেছ এই কারণে ইহা তোমায় বলা হইল, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১ অন্য কাহাকেও বা ইহা বলা হয় নাই কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—**হি** = যেহেতু **এতৎ**— এই জ্ঞান **উত্তমং রহস্যম্** = অতি গোপনীয়।২—৩॥

ভাবপ্রকাশ—তোমাকে যে কর্ম্মযোগের কথা আজ বলিতেছি ইহা নূতন নহে। রাজর্ষিগণ ইহা জানিতেন, আমি প্রথম সূর্য্যকে ইহা বলিয়াছিলাম। কালবশে ইহা বিচ্ছিন্নসম্প্রদায় হইয়া লুপ্ত হইয়াছে আজ আবার তোমাকে তাহাই বলিতেছি। তুমি আমার ভক্ত ও সখা—তাই তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলিতেছি। তুমি ভিন্ন অপরে ইহা বুঝিবে না। অতি উচ্চাঙ্গের যে জ্ঞান তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করা যায় না। আজ তোমার মত অধিকারী পাইয়া সেই অতি গোপনীয় জ্ঞান প্রকাশ করিতেছি।১-৩

অনুবাদঃ—ভগবান্ বাসুদেবের উপর মূর্খগণের মনুষ্য বলিয়া অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনিত্যত্ব শঙ্কা হয় অর্থাৎ তিনি যখন মনুষ্য তখন অসর্ব্বজ্ঞ ও অনিত্য এই প্রকার যে ভ্রম হয় তাহা দূর করিবার জন্য তাহারই অনুবাদ করিয়া (পুনরুক্তি করিয়া) অর্জ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন—১। **অপরং** = অল্পকালীন অর্থাৎ ইদানীন্তন বা আধুনিক **ভবতো জন্ম** = বসুদেবের গৃহে আপনার শরীর গ্রহণ এবং তাহা মনুষ্য- শরীর হওয়ায় বিহীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে **বিবস্বতঃ** = বিবস্বান্ সূর্য্যের **জন্ম পরম্** = বহুকালীন অর্থাৎ তাহা সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং দেবশরীর হওয়ায় তাহা উৎকৃষ্ট। আত্মার যে জন্ম হয় না ইহা পূর্ব্বে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। সেই কারণে এ স্থলে ভগবানের জন্ম বিষয়ে অর্জ্জুনের যে প্রশ্ন তাহা দেহোৎপত্তির অভিপ্রায়েই বুঝিতে হইবে। অতএব কি প্রকারে ইহা আমি অবিরুদ্ধার্থক রূপে বুঝিব অর্থাৎ বহু পরে জন্মিয়াও সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন বিবস্বান্‌কে যে আপনি উপদেশ দিয়াছেন ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; সুতরাং আমি ইহাকে কিরূপে অবিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিব ? ২ কথম্ এতৎ বিজানীয়াম্—

"ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি"। ত্বমিদানীন্তনো মনুষ্যোঽসর্ব্বজ্ঞঃ সর্গাদৌ পূর্ব্বতনায় সর্ব্বজ্ঞায়াদিত্যায় প্রোক্তবানিতি বিরুদ্ধার্থমেতদিতি ভাবঃ।৩ তত্রায়ং নির্গলিতোঽর্থঃ— এতদ্দেহাবচ্ছিন্নস্য তব দেহান্তরাবচ্ছেদেন বা আদিত্যং প্রত্যুপদেষ্টৃত্বং এতদ্দেহেন বা? নাদ্যঃ, জন্মান্তরানুভূতস্যাসর্ব্বজ্ঞেন স্মর্ত্তুমশক্যত্বাৎ, অন্যথা মমাপি জন্মান্তরানুভূতস্মরণ-প্রসঙ্গঃ, তব মম চ মনুষ্যত্বেনাসর্ব্বজ্ঞত্বাবিশেষাৎ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ "জন্মান্তরানুভূতঞ্চ ন স্মর্য্যতে" ইতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ, সর্গাদাবিদানীন্তনস্য দেহস্যাসম্ভাবাৎ।৪ তদেবং দেহান্তরেণ সর্গাদৌ সম্ভাবসম্ভবেঽপীদানীন্তনস্মরণানুপপত্তিঃ অনেন দেহেন স্মরণোপপত্তাবপি সর্গাদৌ সম্ভাবানুপপত্তিরিত্যসর্ব্বজ্ঞত্বানিত্যত্বাভ্যাং দ্বাবর্জ্জুনস্য পূর্ব্বপক্ষৌ ৫—৪॥

এই স্থলে যে "এতদ্"শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন **ত্বমাদৌ প্রোক্তবান্**—। আপনি ইদানীন্তন মনুষ্য এবং অসর্ব্বজ্ঞ; সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বতন সর্ব্বজ্ঞ আদিত্যকে আপনি ইহা বলিয়াছিলেন ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা হইতেছে, ইহাই ভাবার্থ।৩ এস্থলের নির্গলিত (নিষ্কৃষ্ট) অর্থ এইরূপ—আপনি এতদ্দেহের দ্বারা (বর্ত্তমান শরীরের দ্বারা) অনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর আপনাকে অবচ্ছিন্ন (পরিচ্ছিন্ন) করিতেছে না; অর্থাৎ এইটী আপনার অবচ্ছেদক একমাত্র শরীর নহে, কিন্তু আরও অনেক শরীর আপনার অবচ্ছেদক ছিল বা থাকিবে। সুতরাং আদিত্যের প্রতি আপনার যে উপদেষ্টৃত্ব তাহা কি দেহান্তরাবচ্ছেদে অথবা এই বর্ত্তমান দেহেই? অর্থাৎ আপনি যে আদিত্যকে উপদেশ দিয়াছেন তাহা কি দেহান্তরাবচ্ছেদে দিয়াছেন অর্থাৎ অন্য দেহের দ্বারা দেহী হইয়া দিয়াছেন অথবা এই বর্ত্তমান দেহ লইয়াই দিয়াছেন? ইহার মধ্যে আদ্যটী হইতে পারেনা অর্থাৎ অন্য দেহাবচ্ছিন্ন হইয়া উপদেশ দিয়াছেন এই প্রথম পক্ষটী সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ যে সর্ব্বজ্ঞ নয় সে কখনও জন্মান্তরে অনুভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। তাহা যদি হইত অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি জন্মান্তরানুভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারিত তাহা হইলে আমারও জন্মান্তরানুভূত বিষয় স্মরণ করা উচিত হয়। যে হেতু আপনার ও আমার মধ্যে অসর্ব্বজ্ঞত্বের কোনও পার্থক্য নাই, কারণ আমরা উভয়েই মনুষ্য। অভিযুক্তগণ অর্থাৎ প্রামাণিক ব্যক্তিগণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন যথা "জন্মান্তরে অনুভূত বিষয় স্মরণ করা যায় না"। আর দ্বিতীয় পক্ষটীও সমীচীন হইতে পারে না অর্থাৎ এই বর্ত্তমান দেহেই উপদেশ দিয়াছেন এই দ্বিতীয় পক্ষটীও সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ বর্ত্তমানকালীন দেহ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় থাকিতে পারে না।৩ অতএব দেহান্তর দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া সৃষ্টির প্রথমে আপনার বিদ্যমান থাকা সম্ভব হইলেও এখন তাহা স্মরণ করা উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) হইতে পারে না (কারণ সে দেহ আপনার এখন নাই; যে হেতু যে দেহের দ্বারা জ্ঞান জন্মে সেই দেহেই তাহার স্মরণ হয় অন্য দেহে হয় না); আবার এই দেহের দ্বারা স্মরণ সম্ভব হইলেও সর্গাদিকালে তাহা বিদ্যমান থাকিতে পারে না (কারণ ইহা অতি আধুনিক, বসুদেবসম্ভূত)। এই প্রকারে অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয় লইয়া অর্জ্জুনের দুইটী পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উঠিয়াছে ৫—৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ ত্বং ন বেত্থ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পরন্তপ অর্জ্জুন আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমস্তই বিদিত আছি, কিন্তু তুমি সে সকল অবগত নহ ॥৫

তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বেন প্রথমস্য পরিহারঃ—জন্মানি লীলাদেহগ্রহণানি লোকদৃষ্ট্যভিপ্রায়েণাদিত্যস্যোদয়বন্মে মম বহূনি ব্যতীতানি তব চাজ্ঞানিনঃ কর্ম্মার্জ্জিতানি দেহগ্রহণানি।১ তব চেত্যুপলক্ষণমিতরেষামপি জীবানাং, জীবৈক্যাভিপ্রায়েণ বা।২ হে অর্জ্জুন!—শ্লেষেণ অর্জ্জুনবৃক্ষনাম্না সম্বোধয়ন্ আবৃতজ্ঞানত্বং সূচয়তি।৩ তানি জন্মান্যহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরো বেদ জানামি সর্ব্বাণি মদীয়ানি ত্বদীয়ান্যন্যদীয়ানি চ। ন ত্বমজ্ঞো জীবস্তিরোহিতজ্ঞানশক্তির্বেত্থ ন জানাসি স্বীয়ান্যপি কিং পুনঃ পরকীয়াণি।৪ হে পরন্তপ

অনুবাদঃ—তন্মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু দ্বারাই প্রথম প্রশ্নের পরিহার বলিতেছেন অর্থাৎ যে হেতু আমি সর্ব্বজ্ঞ সেই কারণে আমি সমস্তই জানি এবং স্মরণ করিতে পারি, এই বলিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—। সূর্য্য নিত্য উদিত হইতে থাকিলেও লৌকিক ব্যবহারে যেমন সূর্যের উদয় হইয়াছে বলা হয়, সেইরূপ লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে **জন্মানি** = বহুবার লীলাবশতঃ দেহগ্রহণ **মে** = আমার **ব্যতীতানি** = অতীত হইয়া গিয়াছে **তব চ** = এবং অজ্ঞানমোহিত তোমারও সকাম্যোপার্জ্জিত অনেক জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে।১ এস্থলে **তব চ** = "তোমারও" এইটী অপরাপর সমস্ত জীবের উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার দ্বারা—'অপরাপর সকল জীবেরও বহুজন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে' এই কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অথবা একজীববাদ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ কোন কোন বৈদান্তিক আচার্য্যের মতে **'জীব এক'** এই মতানুসারে 'তোমারও' এই স্থলে একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে।২ **"হে অর্জ্জুন"** এই স্থলে শ্লেষে (দ্ব্যর্থক শব্দে) অর্জ্জুন বৃক্ষের নামে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচিত করিতেছেন যে বৃক্ষের ন্যায় তোমারও জ্ঞান আবৃত হইয়া রহিয়াছে।৩ **অহং** = সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর আমি **তানি** = সেই সমস্ত জন্মই,—তোমার, আমার, এবং অপরের সকল জন্মই **বেদ** = জানিতে পারিতেছি; **ন ত্বং** = কিন্তু তুমি **অজ্ঞ** জীব, তোমার বিজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় **বেত্থ** = জানিতেছ না অর্থাৎ তুমি নিজের জন্মই জানিতে পার না, অপরের জন্ম যে জানিতে পারিবে না তাহাতে ত আর কথাই নাই।৪ হে **পরন্তপ**—তুমি ভেদদৃষ্টিবশতঃ পর অর্থাৎ শত্রু কল্পনা করিয়া তাহাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই কারণে তুমি বিপরীতদর্শী হওয়ায় ভ্রান্ত হইয়াছ—**পরন্তপ** এই প্রকার সম্বোধনের দ্বারা এইরূপ অর্থ সূচিত হইতেছে। **"হে অর্জ্জুন"**, **"হে পরন্তপ"** এই দুইটী সম্বোধনের দ্বারা **আবরণ ও বিক্ষেপ নামক অজ্ঞানের দুইটী ধর্ম্ম** প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ **'অর্জ্জুন'** এইরূপ বলায় বৃক্ষের ন্যায় তোমার জ্ঞান আবৃত এবং 'পরন্তপ' বলায় অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে তুমি ভেদ দৃষ্টিতে শত্রু কল্পনা করিয়া

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অজঃ সন্ অপি, অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি অহং স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী ও সর্ব্বভূতেশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির আশ্রয়ে আত্মমায়াবশে জীববৎ আবির্ভূত হইয়া থাকি ।৬

এবং শত্রুং ভেদদৃষ্ট্যা পরিকল্প্য হন্তুং প্রবৃত্তোঽসীতি বিপরীতদর্শিত্বাৎ ভ্রান্তোঽসীতি সূচয়তি। তদনেন সম্বোধনদ্বয়েনাবরণবিক্ষেপৌ দ্বাবপ্যজ্ঞানধর্ম্মৌ দর্শিতৌ ৫—৫ ॥

নন্বতীতানেকজন্মবত্ত্বমাত্মনঃ স্মরসি চেৎ, তর্হি জাতিস্মরো জীবস্ত্বং পরজন্মজ্ঞানমপি যোগিনঃ সার্ব্বাত্ম্যাভিমানেন "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" ইতিন্যায়েন সম্ভবতি। তথা চাহ বামদেবো জীবোঽপি, "অহং মনুরভবং সূর্য্যাশ্চাহং কক্ষীবানৃষিরস্মি বিপ্রঃ" (ঋগ্বেদ৪।২৬।১) ইত্যাদি দাশতয্যাং।১ অতএব ন মুখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বম্। তথাচ কথমাদিত্যং সর্ব্বজ্ঞমুপদিষ্টবানসি অনীশ্বরঃ সন্। নহি জীবস্য মুখ্যং সার্ব্বজ্ঞ্যং সম্ভবতি

তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত—এইরূপে অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তিই তোমার উপর কার্য্যকরী হইয়াছে—ইহাই বুঝাইতেছে ৫—৫॥

ভাবপ্রকাশ—সাধারণ লোকের সন্দেহ নিরাকরণার্থই যেন অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন। ভগবান্‌ও শঙ্কা দূর করিবার জন্য বলিলেন যে, জীব অজ্ঞ বলিয়া সব জানে না কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সব জানেন ।৪-৫

অনুবাদ ঃ—আচ্ছা, তুমি যদি নিজের বহু অতীত জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পার তাহা হইলে তুমি না হয় জাতিস্মর জীব হইবে। "শাস্ত্রদৃষ্টি বশতঃ অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য জন্য আত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে বলিয়া বামদেবের ন্যায় (সর্ব্বাত্মাভিমানপূর্ব্বক) উপদেশ হইয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের উক্ত সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে সার্ব্বাত্ম্যাভিমান হেতু অর্থাৎ সকলের উপর আত্মত্বাভিমানবশতঃ যোগিগণের পরজন্মজ্ঞানও সম্ভব হয়। এই জন্য বামদেব জীব হইয়াও ঐরূপই বলিয়াছিলেন যথা,—"আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, এবং আমি বিপ্রক্ষীবান্ নামক (মেধাবী ব্রহ্মবিৎ) ঋষি হইতেছি" ইত্যাদি।—ইহা দাশতয়ী মধ্যে উক্ত হইয়াছে।১ এই কারণে তুমি মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে পার না [তাৎপর্য্য বামদেবাদির শাস্ত্রদৃষ্টি সমুৎপন্ন সর্ব্বাত্মতাভিমানবশতঃ নিজের এবং অপরের অতীত অনেক জন্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেও তাঁহারা যেমন মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ নহেন তোমারও যদি সেইরূপ অবস্থা হয় তাহা হইলে তুমিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পার না। তবে বহুজ্ঞ হইতে পার। আর বহুজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ এক কথা নহে। সর্ব্বজ্ঞ কেবল ঈশ্বরই হইতে পারেন।] সুতরাং তাহা হইলে তুমি অনীশ্বর হইয়া (ঈশ্বর না হইয়াও) কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ আদিত্যকে উপদেশ দিয়াছ? যে হেতু জীবের ত মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয় না, কারণ জীবের উপাধি ব্যষ্টি (অল্প) হওয়ায় তাহা পরিচ্ছিন্ন; এই কারণে তাহার সকলের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ সর্ব্বকারণ মায়ারূপ

ব্যষ্ট্যুপাধেঃ পরিচ্ছিন্নত্বেন সর্ব্বসম্বন্ধিত্বাভাবাৎ। সমষ্ট্যুপাধিত্বেন বিরাজঃ স্থূলভূতোপাধিত্বেন সূক্ষ্মভূতপরিণামবিষয়ং মায়াপরিণামবিষয়ঞ্চ জ্ঞানং ন সম্ভবতি।২ এবং সূক্ষ্মভূতোপাধেরপি হিরণ্যগর্ভস্য তৎকারণমায়াপরিণামাকাশাদিসর্গক্রমাদিবিষয়-জ্ঞানাভাবঃ সিদ্ধ এব।৩ তস্মাদীশ্বরএব কারণোপাধিত্বাদতীতানাগতবর্ত্তমানসর্ব্বার্থ-বিষয়জ্ঞানবান্ মুখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। অতীতানাগতবর্ত্তমানবিষয়ং মায়াবৃত্তিত্রয়মেকৈব বা সর্ব্ববিষয়া মায়াবৃত্তিরিত্যন্যৎ।৪ তস্য চ নিত্যেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যভাবেন জন্মৈবানুপপন্নমতীতানেকজন্মবত্ত্বন্তু দূরোৎসারিতমেব।৫ তথাচ জীবত্বে সার্ব্বজ্ঞ্যানুপপত্তিঃ, ঈশ্বরত্বে চ দেহগ্রহণানুপপত্তিরিতি শঙ্কাদ্বয়ং পরিহরন্ননিত্যত্বপক্ষস্যাপি পরিহারমাহ অজ ইতি।৬ অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিগ্রহণং জন্ম, পূর্ব্বগৃহীতদেহেন্দ্রিয়াদি

উপাধির সর্ব্বসম্বন্ধিতাবশতঃই যখন সর্ব্বজ্ঞতা, তখন অবিদ্যারূপ অল্পোপাধি পরিচ্ছিন্ন জীব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, কিন্তু মায়াসহকৃত ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ। আর মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন নহে। আর সমষ্টি উপাধিরূপ যে বিরাট্ পুরুষ—তিনি স্থূলভূতোপাধিক হওয়ায় অর্থাৎ স্থূলভূত তাঁহার উপাধি হওয়ায় তাঁহারও সূক্ষ্মভূতের পরিণাম বিষয়ে অথবা মায়ার পরিণাম বিষয়ে জ্ঞান থাকা সম্ভব হয় না।২ এইরূপে সূক্ষ্মভূতোপাধিক হিরণ্যগর্ভেরও স্বীয় কারণ মায়ার পরিণাম স্বরূপ যে আকাশাদি সৃষ্টিক্রম অর্থাৎ সূক্ষ্মসৃষ্টি তদ্বিষয়ে জ্ঞান নাই, ইহাও সিদ্ধই হয়।৩ অতএব একমাত্র ঈশ্বরই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ, কেন না স্থূল ও সূক্ষ্ম সকলের কারণস্বরূপ যে মায়া সেই মায়াই তাঁহার উপাধি; আর সেই মায়া অতীতানাগত সকল বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় তাঁহারও অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান—সকল বিষয়েরই জ্ঞান রহিয়াছে। মায়ার বৃত্তি আবার অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান রূপ বিষয়ভেদে তিনটী; অথবা সর্ব্ববিষয়া মায়াবৃত্তি একটীই স্বীকার্য্য;—ইহা হইল অন্য কথা।৪ সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকায় তাঁহার জন্মই হইতে পারে না; তাঁহার যে অতীত অনেক জন্ম হইয়াছিল, ইহা কল্পনা করা ত সুদূর পরাহত।৫ সুতরাং যদি তুমি জীব হও তাহা হইলে তোমার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে না, আর যদি ঈশ্বর হও তাহা হইলে তোমার দেহ গ্রহণ হইতে পারে না—এই প্রকারের এই যে দুইটী আশঙ্কা তাহার পরিহারপূর্ব্বক "অজোঽপি" ইত্যাদি শ্লোকে অনিত্যত্ব পক্ষেরও পরিহার বলিতেছেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকে টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে যে অর্জ্জুন অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনিত্যত্বরূপ দুইটী বিষয় লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে সর্গাদিকালে তুমি অন্যদেহে বিদ্যমান থাকিতে পার বটে কিন্তু সেই দেহ লইয়া যাহা করিয়াছ তাহা এই বর্ত্তমান দেহে স্মরণ করিতে পার না, যে হেতু তুমি অসর্ব্বজ্ঞ; এবং এই দেহে স্মরণ করা সম্ভব হইলেও ইহা সর্গাদিকালে ছিল না বলিয়া ইহার দ্বারা তাৎকালিক বিষয় স্মরণ করা সম্ভব হয় না।—এই দেহ যে সর্গাদিকালে ছিল না তাহা স্পষ্টই রহিয়াছে, যেহেতু ইহা বসুদেবসম্ভূত, এবং ইহা অনিত্য। আর এক্ষণে এই পাতনিকার মধ্যে দুইটী আশঙ্কা উঠান হইয়াছে। শ্রীভগবান্ "অজোঽপি" ইত্যাদি শ্লোকে এই দুইটী আশঙ্কারই সমাধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত সে অনিত্য শঙ্কারও পরিহার বলিতেছেন।৬ পূর্ব্বে যাহা ছিল না এতাদৃশ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করাই জন্ম এবং পূর্ব্বে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই দেহও ইন্দ্রিয়াদির বিয়োগই ব্যয় বা মৃত্যু।

বিয়োগো ব্যয়ঃ—যদুভয়ং তার্কিকৈঃ প্রেত্যভাব ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ইতি। তদুভয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদ্ভবতি। ধর্ম্মাধর্ম্মবশত্বঞ্চাজ্ঞস্য জীবস্য দেহাভিমানিনঃ কর্ম্মাধিকারিত্বাদ্ভবতি।৭ তত্র যদুচ্যতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য সর্ব্বকারণস্যে-দৃগ্দেহগ্রহণং নোপপদ্যত ইতি তত্তথৈব। কথং? যদি তস্য শরীরং স্থূলভূতকার্য্যং স্যাৎ তদা ব্যষ্টিরূপত্বে জাগ্রদবস্থাস্মদাদিতুল্যত্বং, সমষ্টিরূপত্বে চ বিরাড জীবত্বং, তস্য তদুপাধিত্বাৎ। অথ সূক্ষ্মভূতকার্য্যং, তদা ব্যষ্টিরূপত্বে স্বপ্নাবস্থাস্মদাদিতুল্যত্বং, সমষ্টিরূপত্বে চ হিরণ্যগর্ভজীবত্বং, তস্য তদুপাধিত্বাৎ। তথাচ ভৌতিকং শরীরং জীবানাবিষ্টং পমমেশ্বরস্য ন সম্ভবত্যেবেতি সিদ্ধম্।৮ ন চ জীবাবিষ্ট এব তাদৃশে শরীরে তস্য ভূতাবেশবৎ প্রবেশ ইতি বাচ্যং। তচ্ছরীরাবচ্ছেদেন তজ্জীবস্য ভোগাভ্যুপগমেঽন্তর্য্যামি-

তার্কিকগণ এই দুইটাকে **প্রেত্যভাব** বলিয়া থাকেন। "জাত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য্য আবার মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। সেই দুইটী অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু এই দুইটীই ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতই হইয়া থাকে। আর দেহাভিমানী অজ্ঞ জীবই ধর্ম্মাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, কেন না তাদৃশ জীবই কর্ম্মের অধিকারী। [অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না; আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলে জন্মমৃত্যুও হয় না। ঈশ্বরের কর্ম্মও নাই, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মও নাই, সুতরাং তাঁহার জন্মমৃত্যুও নাই]।৭ এরূপ হইলে পর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, ঈশ্বরের দেহগ্রহণ উপপন্ন হয় না; এইরূপ যে বলা হয় তাহা তাদৃশই বটে অর্থাৎ তাহা যথার্থ। কারণ, যদি তাঁহার শরীর স্থূলভূতের কার্য্য হয় তাহা হইলে তাহা ব্যষ্টি স্বরূপ হইলে তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে হয় এবং তাহা অস্মদাদি জীবের তুল্য হয়। আর যদি তাহা সমষ্টিস্বরূপ হয় অর্থাৎ স্থূলভূত ও তৎকার্য্যের সমষ্টিস্বরূপ হয় তাহা হইলে তাহা বিরাট্ জীব হইবে কারণ উহাই অর্থাৎ সকার্য্য স্থূলভূতসমষ্টিরূপ ঐ শরীর বিরাট্ জীবেরই উপাধি। আর যদি তাহা (তাঁহার শরীর) সূক্ষ্ম ভূতের কার্য্য হয় তাহা হইলে তাহা ব্যষ্টি-স্বরূপ হইলে স্বপ্নাবস্থা বলিয়া কথিত হয় এবং তাহা অস্মদাদির শরীরের ন্যায় হয়; আর সমষ্টিস্বরূপ হইলেও তাহা হিরণ্যগর্ভনামক জীব হইয়া থাকে, কারণ তাহা সূক্ষ্ম সমষ্টিঅর্থাৎ শরীর হিরণ্যগর্ভেরই উপাধি। (ফলে দাঁড়ায় এই যে ঐগুলিকে পরমেশ্বরের শরীর বলিলে তিনিও জীব হইয়া পড়েন)। সুতরাং ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে পরমেশ্বরের এমন কোন ভৌতিক শরীর হইতেই পারে না যাহাতে জীবের আবেশ (প্রবেশ বা অবস্থিতি) নাই, অর্থাৎ স্থূল এবং সূক্ষ্ম সমুদয় ভূতাদিবর্গই ব্যষ্টিভাবে অস্মদাদি ব্যষ্টিজীবের এবং সমষ্টিভাবে বিরাট্ পুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি জীবের শরীর হইতেছে। সুতরাং সেই সমস্তগুলিই জীবশরীর বলিয়া জীবাবিষ্ট হওয়ায় জীবানাবিষ্ট শরীর নহে। আর সেইগুলির মধ্যে কোন একটী যদি ঈশ্বরের শরীর হয় তাহা হইলে তাহা জীবানাবিষ্ট ঈশ্বর শরীর নহে, কিন্তু জীবাবিষ্ট শরীর। অথচ ঐগুলি ছাড়া অন্য শরীর লোকব্যবহারযোগ্য নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে ঈশ্বরের জীবানাবিষ্ট শরীর হইতে পারে না।৮ আর একথাও বলা যায় না যে জীবাবিষ্ট এতাদৃশ শরীরে ভূতাবেশের ন্যায় তিনি প্রবেশ করেন অর্থাৎ ভূত যেমন কোন জীবদেহেই আবিষ্ট হয় সেইরূপ পরমেশ্বরও কোন জীবদেহেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন—এরূপ বলা চলে না। কারণ কোন

রূপেণ সর্ব্বশরীরপ্রবেশস্য বিদ্যমানত্বেন শরীরবিশেষাভ্যুপগমবৈয়র্থ্যাৎ। ভোগাভাবে চ জীবশরীরত্বানুপপত্তেঃ। অতো ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরস্যেতি পূর্ব্বার্দ্ধেনাঙ্গীকরোতি। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্নিতি। অজোঽপি সন্নিত্যপূর্ব্বদেহগ্রহণং. অব্যয়াত্মাপি সন্নিতি পূর্ব্বদেহবিচ্ছেদং ভূতানাং ভবনধর্ম্মাণাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামীশ্বরোঽপি সন্নিতি ধর্ম্মাধর্ম্মবশত্বং নিবারয়তি।৯ কথং তর্হি দেহগ্রহণমিত্যুত্তরার্দ্ধেনাহ "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি" প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিমঘটমানঘটনাপটীয়সীং "স্বাং" স্বোপাধিভূতা"মধিষ্ঠায়" চিদাভাসেন বশীকৃত্য "সম্ভবামি" তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি।১০ অনাদিমায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকারণত্বসম্পাদিকা মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তমানা বিশুদ্ধ-

এক শরীরে কোন এক বিশেষ জীবের ভোগ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; আর তাহা হইলে তাঁহার শরীরবিশেষ স্বীকার করা ব্যর্থ হয় অর্থাৎ অন্য জীবের ভোগ শরীরে পরমেশ্বর যে ভূতাবেশন্যায়ে প্রবিষ্ট হন এবং তাহাই তাঁহার শরীর হয়, ইহা স্বীকার করিয়াও কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, কেন না তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত জীব-শরীরেই বিদ্যমান রহিয়াছেন; কাজেই তাঁহার উক্তরূপ কোন বিশেষ শরীর স্বীকার করা ব্যর্থ।১১ আর যদি বলা হয় যে তিনি ভূতাবেশন্যায়ে যে জীবশরীরে প্রবিষ্ট হন তাহাতে সেই জীবের ভোগ হয় না, তাহা হইলে বলিব যে তাদৃশ শরীর জীবশরীরই নহে (কারণ ভোগহীন জীবশরীর থাকিতে পারে না)। **অতএব ঈশ্বরের যে ভৌতিক শরীর নাই** তাহা শ্লোকের "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্" এই প্রথমার্দ্ধে স্বীকার করিতেছেন। **অজোঽপি সন্**=অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইলেও—ইহার দ্বারা অপূর্ব্ব দেহগ্রহণের নিষেধ করিতেছেন। **অব্যয়াত্মাপি সন্**="অব্যয় শরীর হইলেও" ইহার দ্বারা পূর্ব্ব দেহের বিচ্ছেদ (বিয়োগ) নিবারিত করিতেছেন। **ভূতানাং**=ভূতগণের অর্থাৎ ভবনধর্ম্ম (উৎপত্তিশীল) ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সকলের **ঈশ্বরোঽপি সন্**=ঈশ্বর হইয়াও, ইহার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মবশত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদিগ্রহণরূপ যে জন্ম এবং পূর্ব্বগৃহীত দেহেন্দ্রিয়াদির বিচ্ছেদরূপ যে ব্যয় বা মৃত্যু তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের প্রভাবেই হইয়া থাকে। আর সদসৎকর্ম্মকারী জীবেরই অদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মবিহীন ঈশ্বরের অদৃষ্ট নাই। এই কারণে জীবই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের অধীন, কিন্তু ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই।৯ তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার দেহগ্রহণ হয়? তাহাই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিতেছেন—**প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি**=আমি নিজ প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া সম্ভূত হই। **স্বাম্**=স্বোপাধিভূত (যাহা আমার নিজের উপাধি স্বরূপ) **প্রকৃতিং**=বহু বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া নামক প্রকৃতিতে **অধিষ্ঠায়**=অধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ চিদাভাসের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া **সম্ভবামি**=উৎপন্ন হইয়া থাকি অর্থাৎ তাহারই পরিণামবিশেষ হেতু আমি দেহবান্ না হইলেও যেন দেহবান্, যেন উৎপন্ন হইয়া থাকি।১০ অনাদি মায়াই আমার উপাধিস্বরূপ; তাহা যাবৎকালস্থায়ী বলিয়া অর্থাৎ কালের সীমা যতদূর তাহা ততদূরও থাকে বলিয়া কালের তুলনায় তাহা

সত্ত্বময়ত্বেন মম মূর্ত্তিস্তদ্বিশিষ্টস্য চাজত্বমব্যয়ত্বমীশ্বরত্বঞ্চোপপন্নম্। অতোঽনেন নিত্যেনৈব দেহেন বিবস্বন্তং চ ত্বাং চ প্রতি ইমং যোগমুপদিষ্টবানহমিত্যুপপন্নম্।১১ তথাচ শ্রুতিঃ, "আকাশশরীরং ব্রহ্মে"তি আকাশোঽত্রাব্যাকৃতং "আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি ন্যায়াচ্চ।১২ তর্হি ভৌতিকবিগ্রহাভাবাত্তদ্ধর্ম্মমনুষ্যত্বাদিপ্রতীতিঃ কথমিতি চেৎ তত্রাহ—আত্মমায়য়েতি। মন্মায়য়ৈব ময়ি মনুষ্যত্বাদিপ্রতীতির্লোকানুগ্রহায়, ন তু বস্তুবৃত্ত্যেতি ভাবঃ। তথাচোক্তং মোক্ষধর্ম্মে, "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি" ইতি। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং কারণোপাধিং মাং চর্ম্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং নার্হসীত্যর্থঃ। ৩ উক্তঞ্চ ভগবতা

নিত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়; তাহা আমার জগৎকারণতা সম্পাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই মায়া বশতঃই ঈশ্বর জগৎকারণ হইয়া থাকেন; তাহা আমারই ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় আমার মূর্ত্তি বা শরীর স্বরূপ। আর আমি সেই মায়াবিশিষ্ট হওয়ায় আমার অজত্ব, অব্যয়ত্ব এবং ঈশ্বরত্বও উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং এই (মায়ারূপ) নিত্য দেহের সাহায্যেই আমি সূর্য্যকে এবং তোমাকেও যে এই যোগের উপদেশ দিয়াছি তাহা উপপন্নই (সঙ্গতই) হইয়া থাকে।১১ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন যথা, "ব্রহ্ম আকাশশরীর অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মের শরীর"। এস্থলে 'আকাশ' বলিতে অব্যাকৃত কারণ অর্থাৎ মায়া বুঝিতে হইবে, কেন না "তাহা আকাশেই ওত ও প্রোত হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থেই 'আকাশ' শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। আর "আকাশ পরমাত্মা, যেহেতু ইহাতে তাহার লক্ষণ আছে" এই ব্রহ্মসূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত ন্যায় অনুসারেও ইহা সিদ্ধ হয়। "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" এই সূত্রটির বিবৃতি এইরূপ—"আকাশ ইতি হোবাচ" অর্থাৎ "আকাশ, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন" এই স্থলে যে 'আকাশ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ পরমাত্মা। যেহেতু এখানে—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশা দেব সমুৎপদ্যন্তে অর্থাৎ "এই সমস্ত ভূতগণই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে" এইপ্রকার পরমাত্মার জ্ঞাপক লক্ষণ রহিয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত ভূতগণই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই কথা বলায় প্রসিদ্ধ লৌকিক আকাশও যখন সেই ভূতগণের অন্তর্ভুক্ত তখন তাহাও আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বুঝায়। কিন্তু নিজে নিজে থেকে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ উক্তি বিরুদ্ধ। কাজেই এস্থলে আকাশ শব্দটী লৌকিক আকাশের বাচক নহে কিন্তু ইহা মায়াশবলিত পরমাত্মার বাচক।১২ ঈশ্বরের যদি ভৌতিক দেহই না রহিল তাহা হইলে সেই ভৌতিক দেহের ধর্ম্ম মনুষ্য আদি কিরূপে প্রতীত হয়?—এইরূপ যদি বলা হয় তবে তাহার উত্তরে বলিতেছেন "আত্মমায়য়া"—। আমাতে যে লোকের মনুষ্যত্বাদি প্রতীতি তাহা আমার লোকানুগ্রহ হেতু মদীয় মায়া বশতঃই হইয়া থাকে, বাস্তবিক কিন্তু আমাতে তাহা (মনুষ্যত্বাদি) নাই। মোক্ষধর্ম্মে তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা—"হে নারদ, তুমি যে আমায় দেখিতে পাইতেছ তাহার কারণ আমি এইরূপ মায়া সৃষ্টি করিয়াছি। তাহা না হইলে তুমি সকলপ্রকার ভূতগণযুক্ত আমাকে দেখিতে পাইতে না।" এস্থলে "সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং" ইহার অর্থ কারণোপাধি অর্থাৎ সমস্ত ভূতভৌতিক পদার্থের ধর্ম্ম, যাঁহাতে সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে বীজে বৃক্ষশক্তির ন্যায় অবস্থান করে সেই অব্যাকৃতাবস্থ পরমেশ্বরই ইহার অর্থ। সুতরাং উহার অর্থ এইরূপ—তুমি চর্ম্মচক্ষে কারণোপাধি আমাকে দেখিতে পার না।১৩ ভগবান্

ভাষ্যকারেণ, "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া" ইতি। (গীতাশঙ্করভাষ্য—উপোদ্ঘাত)। ব্যাখ্যা-তৃভিশ্চোক্তং স্বেচ্ছাবিনির্ম্মিতেন মায়াময়েন দিব্যেন রূপেণ সম্বভূবেতি "নিত্যো যঃ কারণোপাধির্মায়াখ্যোঽনেকশক্তিমান্। স এব ভগবদ্দেহ ইতি ভাষ্যকৃতাং মতম্"।১৪ অন্যেতু পরমেশ্বরে দেহদেহিভাবং ন মন্যন্তে। কিন্তু যশ্চ নিত্যো বিভুঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান্ বাসুদেবঃ পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা সএব তদ্বিগ্রহো নান্যঃ কশ্চিদ্ভৌতিকো মায়িকো বেতি। অস্মিন্ পক্ষে যোজনা—"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ", "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (বেঃ দঃ ২।৩।৯,১৭) ইত্যাদি ন্যায়াচ্চ বস্তুগত্যা জন্মবিনাশরহিতঃ সর্ব্বভাসকঃ সর্ব্বকারণমায়াধিষ্ঠানত্বেন সর্ব্বভূতেশ্বরোঽপি সন্নহং প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসং—মায়াং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি—। নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ। "স ভগবঃ

ভাষ্যকারও গীতাভাষ্যের উপোদ্ঘাতে তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"সেই ভগবান্ সর্ব্বদা জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজে যুক্ত ; তিনি স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া নামক প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া অজ, অব্যয়, ভূতগণের ঈশ্বর এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইলেও নিজ মায়া বশতঃ যেন দেহবান্, যেন উৎপন্ন হইয়া, যেন লোকানুগ্রহ করিতেছেন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার নিজের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও জীবগণের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্যই তিনি এইরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।" আর ব্যাখ্যাকার পূজ্যপাদ আনন্দগিরিও বলিয়াছেন যে তিনি স্বেচ্ছাবিনির্ম্মিত মায়াময় দিব্যরূপে সম্ভূত হইয়াছিলেন। অনেক শক্তিবিশিষ্ট নিত্য মায়া নামক যে কারণোপাধি তাহাই ভগবানের দেহ, ইহাই ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত।১৪ অন্য কেহ কেহ পরমেশ্বরের দেহদেহিভাব স্বীকার করেন না। নিত্য বিভু সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেব পরিপূর্ণ নির্গুণ যে পরমাত্মা তাহাই তাঁহার বিগ্রহ (মূর্ত্তি)। তাঁহার অন্য কোন ভৌতিক অথবা মায়িক (মায়াময়) দেহ নাই। এই পক্ষে শ্লোকের অর্থযোজনা এইরূপ—"তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য," "ওগো! এই আত্মা অবিনাশী এবং অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা (উচ্ছেদবিহীন)" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে এবং "সৎপদার্থের (আত্মার) উৎপত্তি অসম্ভব, যেহেতু তাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় না," "আত্মা উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তদ্বিষয়ে কোন শ্রুতিবাক্য নাই এবং যেহেতু সেই শ্রুতিবাক্য হইতেই আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়" ইত্যাদি ন্যায় হইতে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের ঐ সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে প্রতিপাদিত হয় যে বাস্তবিক পক্ষে আমি (পরমাত্মা) জন্মবিনাশরহিত, সর্ব্বভাসক (সকল বস্তুর প্রকাশক), এবং সমস্ত পদার্থের কারণস্বরূপ মায়ার অধিষ্ঠান বলিয়া সর্ব্বেশ্বর হইলেও **প্রকৃতিং** = সচ্চিদানন্দঘন একরস স্বভাবকে ;—মায়াকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন **স্বাম্**। "স্বাম্ প্রকৃতিম্" ইহার তাৎপর্য্যার্থ নিজ স্বরূপকে। এই সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে—"হে ভগবন্! তিনি কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? তিনি নিজ

কাস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি" ইতি শ্রুতেঃ, স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিতএব সন্ সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণৈব দেহিবদ্ব্যবহরামি।১৫ কথং তর্হি অদেহে সচ্চিদানন্দঘনে দেহত্বপ্রতীতিরত আহ আত্মমায়য়েতি। নির্গুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্দরসঘনে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতির্ম্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ। তদুক্তং—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া" ইতি। "অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" ইতি চ।১৬ কেচিত্তু নিত্যস্য নিরবয়বস্য নির্ব্বিকারস্যাপি পরমানন্দস্যাবয়বাবয়বিভাবং বাস্তবমেবেচ্ছন্তি। তে "নির্যুক্তিকং ব্রুবাণাস্ত নাস্মাভির্ব্বিনিবার্য্যত" ইতি ন্যায়েন নাপবাদ্যাঃ। যদি সম্ভবেৎ তথৈবাস্তু কিমতিপল্লবিতেনেত্যুপরম্যতে ১৭ —৬॥

মহিমায় প্রতিষ্ঠিত"। আমি স্বীয় স্বরূপকে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজ স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই **সম্ভবামি**= দেহদেহিভাব বিনাই দেহীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি।১৫ যিনি অদেহ (দেহবিহীন) এবং যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাঁহাতে তবে দেহবত্ত্বপ্রতীতি হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **"আত্মমায়য়া"**—। আমি নির্গুণ, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দরসস্বরূপ, ভগবান্ বাসুদেব দেহদেহিভাবশূন্য; তথাপি আমার উপর যে তদ্রূপ প্রতীতি অর্থাৎ দেহবত্তা প্রতীতি তাহা কেবল মায়ামাত্র, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। তাহাই কথিত আছে যথা, "তুমি এই কৃষ্ণকে নিখিল জীবের আত্মাস্বরূপ বলিয়া জানিও। তিনিই জগতের হিতার্থে মায়াবশতঃ শরীরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন।" "নন্দগোপ এবং ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র হইয়াছেন।"১৬ কেহ কেহ আবার নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরেরও দেহদেহিভাবকে বাস্তব (যথার্থ) মনে করিয়া থাকে। "নির্যুক্তিকভাষী সেই ব্যক্তিকে আমরা নিবারণ করি না" এই নিয়ম অনুসারে আমরা তাহাদের নিষেধ করিব না। যদি তাহা সম্ভব হয় তবে তাহাই হউক। অধিক পল্লবিতের অর্থাৎ বিস্তৃতির প্রয়োজন নাই; এই জন্য বিরত হওয়া যাইতেছে।১৭—৬॥

তাৎপর্য্য ঃ—পূর্ব্বশ্লোকের টীকায় যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তদনুসারে ভগবান্ বলিয়াছেন,'আমি সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই সমস্ত অতীত ঘটনা জানি'। ইহাতে অর্জ্জুনের সন্দেহ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ যদি জীব হন তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব নহে, কারণ জীবের জ্ঞানের করণ যে অন্তঃকরণ তাহা কার্য্যাত্মক হওয়ায় স্থূল এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহা অতীত, অনাগত এবং সূক্ষ্ম ও কারণাত্মক জ্ঞেয় বিষয়সকলের সহিত সম্বন্ধ করিতে পারে না। আর যে বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয় না তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অন্তঃকরণের দ্বারা হইতে পারে না। কাজেই জীবের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে; তবে জীব যোগজশক্তিতে বহুজ্ঞ হইতে পারে বটে। এইরূপ স্থূলোপাধি যে ঈশ্বর, যাঁহাকে বিরাট্ পুরুষ বলা হয়, কিংবা সূক্ষ্মোপাধি যে ঈশ্বর, যাঁহাকে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বলা হয় তাঁহাদেরও মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব নহে; যেহেতু সকলের কারণস্বরূপ যে মায়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান সাকল্যে অর্থাৎ পূর্ণভাবে তাঁহাদের সম্ভব

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি অর্থাৎ হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি ॥৭

এবং সচ্চিদানন্দঘনস্য তব কদা কিমর্থং বা দেহিবদ্ব্যবহার ইতি তত্রোচ্যতে—ধর্ম্মস্য বেদবিহিতস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিশ্রেয়সসাধনস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণস্য বর্ণাশ্রম-তদাচারব্যঙ্গ্যস্য যদা যদা গ্লানির্ভবতি হে ভারত! ভরতবংশোদ্ভবত্বেন ভা জ্ঞানং

নহে। তবে কি মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ অসম্ভব? না, তাহাও নহে; শ্রুতি বলিতেছেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৭)। যিনি কারণোপাধি, মায়াশবলিত ব্রহ্ম—যাঁহাকে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর বলা হয় তিনিই কেবল মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহারই সেই সর্ব্বজ্ঞতা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহার মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপে হয়? মায়া তাঁহার উপাধি; আর জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থই সেই মায়ার বিকার; যেহেতু কার্য্যমাত্রেই স্বীয় কারণে আশ্রিত থাকে; কার্য্যের নাশ হইলেও তাহা স্বীয় কারণেই লীন (অদৃশ্য) হইয়া যায়; আবার ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্য্যই কারণে অব্যপদেশ্যরূপে থাকে; আর মায়াই জড়জগতের কারণ হইতেছে; সুতরাং অন্তঃকরণের দ্বারা জীবের যেমন জ্ঞাতৃত্বসম্ভব সেইরূপ সেই মায়ার বৃত্তিদ্বারা ঈশ্বরেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। তবে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ বিষয়ের জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞানের কারণ স্বরূপ ঐ যে মায়া তাহারও তিনটী বৃত্তি স্বীকার করা চলে। অথবা পূর্ব্বে যেভাবে মায়ার অতীতানাগত বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল তদনুসারে মায়ার একটীমাত্র বৃত্তি স্বীকার করিলেও চলে। ইহা উপস্থিত বিচার্য্য নহে বলিয়া অপ্রাসঙ্গিক; এই জন্য বলিতেছেন "ইত্যন্যৎ"। হে কৃষ্ণ! তুমি যদি ঈশ্বর হও তাহা হইলে স্থূলোপাধিই হইতেছ; সুতরাং সে পক্ষেও তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পার না।

ভাবপ্রকাশ—প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই, তিনি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির প্রভাবে দেহধারণ করেন। এই দেহ কর্ম্মজন্য ভোগ শরীর নহে; ইহা দিব্য দেহ, লীলা দেহ; কেমন করিয়া জন্মরহিতের জন্ম হয়—এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না—কারণ মায়া অঘটন ঘটাইতে সমর্থা।৬

অনুবাদ—তুমি এই প্রকারে সচ্চিদানন্দস্বরূপ; কোন্ সময়ে এবং কিজন্যই বা তোমার এইরূপে শরীরীর ন্যায় ব্যবহার হয়?—এইরূপ সংশয় হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন।—**ধর্ম্মস্য**=যাহা বেদবিহিত এবং যাহা প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতু; প্রবৃত্তি (বিধি) এবং নিবৃত্তি (নিষেধ) যাহার লক্ষণ (অর্থাৎ বিধি এবং নিষেধ যাহার জ্ঞাপক, কারণ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন হইতেই ধর্ম্ম হইয়া থাকে) এবং যাহা বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমানুসারী অচারের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সেই ধর্ম্মের **যদা যদা**=যখনই যখনই **গ্লানিঃ**=হানি **ভবতি**=উপস্থিত হয়, হে **ভারত**!—তুমি ভরতের বংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া অথবা ভা—অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাতে তুমি রত থাক বলিয়া তুমি ধর্ম্মহানি

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি অর্থাৎ সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মপরায়ণগণের বিনাশ জন্য এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥৮

তত্র রতত্বেন বা, ত্বং ন ধর্ম্মহানিং সোঢ়ুং শক্নোষীতি সম্বোধনার্থঃ। এবং যদা যদা-ভ্যুত্থানমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য বেদনিষিদ্ধস্য নানাবিধদুঃখসাধনস্য ধর্ম্মবিরোধিনঃ, তদা তদাত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেব সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়া ॥ ৭ ॥

তৎ কিং ধর্ম্মস্য হানিরধর্ম্মস্য চ বৃদ্ধিস্তব পরিতোষকারণং, যেন তস্মিন্নেব কাল আবির্ভবসীতি, তথাচানর্থাবহ এব তবাবতারঃ স্যাদিতি নেত্যাহ—ধর্ম্মহান্যা হীয়মানানাং "সাধূনাং" পুণ্যকারিণাং বেদমার্গস্থানাং "পরিত্রাণায়" পরিতঃ সর্ব্বতো রক্ষণায়, তথা ধর্ম্মহান্যা বর্দ্ধমানানাং "দুষ্কৃতাং" পাপকারিণাং বেদমার্গবিরোধিনাং "বিনাশায় চ", তদুভয়ং কথং স্যাদিতি তদাহ, "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" ধর্ম্মস্য সম্যগধর্ম্মনিবারণেন স্থাপনং বেদমার্গপরিরক্ষণং ধর্ম্মসংস্থাপনং তদর্থং "সম্ভবামি" পূর্ব্ববৎ, "যুগে যুগে" প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

সহিতে পারিবে না—ইহাই এই প্রকারে সম্বোধন করিবার অভিপ্রায়, এইরূপে যখনই যখনই **অভ্যুত্থানম্**=উদ্ভব **অধর্ম্মস্য**=বেদনিষিদ্ধ, নানাবিধ দুঃখের হেতুভূত ধর্ম্মবিরোধী অধর্ম্মের হয়, **তদা**=সেই সেই সময়ে **অহম্**=আমি **আত্মানং সৃজামি**=দেহ সৃষ্টি করি অর্থাৎ আমার নিত্য-সিদ্ধ রূপকেই মায়াবশে এইরূপে সৃষ্টি করা রূপের মত দেখাই। ৭ ॥

অনুবাদ—তবে কি ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি তোমার পরিতোষের কারণ হয় যে সেই সময়েই তুমি আবির্ভূত হও? তাহা হইলে ত তোমার অবতার অনর্থপ্রদই হইয়া পড়ে? এই প্রকার আশঙ্কা করা ঠিক নহে, তাহাই বলিতেছেন—।১ ধর্ম্মের হানি (ক্ষয়) বশতঃ যাঁহারা হীয়মান (ক্ষীণ) হইতে থাকেন সেই সমস্ত **সাধূনাং**=বেদমার্গানুসারী পুণ্যকর্ম্মা সাধুগণের **পরিত্রাণায়**= পরিত্রাণের নিমিত্ত অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধিবশতঃ যাহারা বাড়িতে থাকে সেই সমস্ত **দুষ্কৃতাম্**=দুষ্কর্ম্মকারী বেদমার্গবিরোধী পাষণ্ডগণের **বিনাশায়** =বিনাশের জন্য—।২ সাধুগণের পরিত্রাণ এবং অসাধুগণের বিধ্বংস এই দুইটী কর্ম্ম কিরূপে হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছেন—**ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়**=সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ অধর্ম্ম নিবারিত করিয়া যে ধর্ম্মের স্থাপন অর্থাৎ বেদমার্গের পরিরক্ষণ তাহাই ধর্ম্মসংস্থাপন; তাহার জন্য আমি **যুগে যুগে** =প্রতি যুগে **সম্ভবামি**=উৎপন্ন হই অর্থাৎ আমি নিত্য হইলেও মায়াবশতঃ মনুষ্যগণসমক্ষে যেন উৎপন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হই ।৩—৮॥

ভাবপ্রকাশ—অধর্ম্মের আধিক্য হেতু ধর্ম্মের গ্লানি হইলে ভগবান্ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন। দুরাত্মাদিগের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনই এই দেহধারণের প্রতি কারণ;

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! যঃ মে এবং জন্ম দিব্যং, কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি মামেব এতি অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; আমাকেই প্রাপ্ত হন।৯

জন্ম নিত্যসিদ্ধস্যৈব মম সচ্চিদানন্দঘনস্য লীলয়া তথানুকরণং, কর্ম্ম চ ধর্ম্ম-সংস্থাপনেন জগৎপরিপালনং, মে মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্য দিব্যমপ্রাকৃতম্ অন্যৈঃ কর্ত্তুম-শক্যমীশ্বরস্যৈব সাধারণং—। এবম্ "অজোঽপি সন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতং যো বেত্তি তত্ত্বতো ভ্রমনিবর্ত্তনেন—। মূঢ়ৈর্হি মনুষ্যত্বভ্রান্ত্যা ভগবতোঽপি গর্ভবাসাদিরূপমেব জন্ম স্বভোগার্থমেব কর্ম্মেত্যারোপিতং, পরমার্থতঃ শুদ্ধসচ্চিদানন্দঘনরূপতত্ত্বজ্ঞানেন তদপনুদ্য অজস্যাপি মায়য়া জন্মানুকরণমকর্ত্তুরপি পরানুগ্রহায় কর্ম্মানুকরণমিত্যেবং—যো বেত্তি স আত্মনোঽপি তত্ত্বস্ফুরণাৎ ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম নৈতি। কিন্তু মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেব সচ্চিদানন্দঘনমেতি সংসারান্মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। হে অর্জ্জুন! ॥ ৯ ॥

ভগবান্ দেহধারী হইয়া না আসিলে অধর্ম্মাধিক্যের যুগে লোক ধর্ম্মে আস্থাবান্ হয় না। এই ধর্ম্মে বিশ্বাস পুনরায় স্থাপনের জন্যই ভগবানের জন্মগ্রহণ। এই শেষটাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। নতুবা সাধুর পরিত্রাণ এবং দুরাত্মার বিনাশ ত পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ নিত্যধামে থাকিয়া সর্ব্বদাই করিতেছেন—তাহার জন্য নূতন করিয়া দেহধারণের প্রয়োজন দেখা যায় না।৭-৮

অনুবাদ—জন্ম অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমার লীলাবশতঃ জন্মগ্রহণ করার ন্যায় তাদৃশ যে অনুকরণ, এবং **কর্ম্ম** অর্থাৎ ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক যে জগৎপরিপালন রূপ কর্ম্ম তাহা আমার অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের **দিব্যম্** অপ্রাকৃত অর্থাৎ অন্য কেহ তাহা করিতে পারে না, তাহা ঈশ্বরেরই অসাধারণ **এবম্** এইরূপে অর্থাৎ "অজোঽপি সন্" ইত্যাদি সন্দর্ভে যেরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে সেইরূপে **যো বেত্তি**—যে ব্যক্তি অবগত হয় **তত্ত্বতঃ**—অর্থাৎ ভ্রমনিবর্ত্তন **পূর্ব্বক**—। এরূপ বলিবার কারণ এই যে মোহগ্রস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবান্‌কে ভ্রমে মনুষ্য ভাবিয়া এইরূপ আরোপ করে অর্থাৎ মিথ্যা অভিমান করে যে তাঁহারও যে জন্ম তাহা গর্ভবাসাদিরূপ, এবং তাঁহার যে কর্ম্ম তাহাও তাঁহার নিজের ভোগের জন্য; সুতরাং আমার পরমার্থতঃ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান হইতে সেই ভ্রম অপনোদন করিয়া আমি অজ (জন্মরহিত) হইলেও মায়াসহকারে জন্মানুকরণ করি, আমি অকর্ত্তা হইলেও পরানুগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মানুকরণ করি—এই তত্ত্ব যে ব্যক্তি অবগত হয় তাহার নিকট আত্মতত্ত্বও পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে বলিয়া **ত্যক্ত্বা দেহম্**=এই বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া **পুনঃ জন্ম নৈতি**=আর জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সে **মাম্**—আমাকেই অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ বাসুদেবকেই **এতি**=প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! সে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায়।৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ বহবঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ অর্থাৎ আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বিহীন হইয়া আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন অনেক মহাত্মা জ্ঞানে ও তপস্যায় পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন॥১০

মামেতি সোঽর্জ্জুনেত্যুক্তং, তত্র স্বস্য সর্ব্বমুক্তপ্রাপ্যতয়া পুরুষার্থত্বমস্য মোক্ষমার্গস্যানাদিপরম্পরাগতত্বঞ্চ দর্শয়তি বীতরাগেতি।১ রাগস্তত্তৎফলতৃষ্ণা; সর্ব্বান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য জ্ঞানমার্গে কথং জীবিতব্যমিতি ত্রাসো ভয়ং; সর্ব্ববিষয়োচ্ছেদকোঽয়ং জ্ঞানমার্গঃ কথং হিতঃ স্যাদিতি দ্বেষঃ ক্রোধঃ। তে এতে রাগভয়ক্রোধা বীতা বিবেকন বিগতা যেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।২ "মন্ময়াঃ" মাং পরমাত্মানং তৎপদার্থত্বংপদার্থাভেদেন সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ মদেকচিত্তা বা।৩ "মামুপাশ্রিতাঃ" একান্তপ্রেমভক্ত্যা মামীশ্বরং শরণং গতাঃ।৪ "বহবো"ঽনেকে "জ্ঞানতপসা" জ্ঞানমেব তপঃ সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়হেতুত্বাৎ, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" ইতি হি বক্ষ্যতি, তেন পূতাঃ ক্ষীণসর্ব্বপাপাঃ সন্তো নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ 'মদ্ভাবং" মদ্রূপত্বং বিশুদ্ধসচ্চিদানন্দ-

অনুবাদ—"হে অর্জ্জুন সে আমায় প্রাপ্ত হয়" ইহা বলা হইয়াছে। তাহাতে তিনি নিজে অর্থাৎ ভগবান্ স্বয়ংই যে সকল মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য হওয়ায় পুরুষার্থ, আর এই মোক্ষমার্গ যে অনাদি পরম্পরায় আগত তাহাই দেখাইতেছেন—।১ **রাগ** শব্দের অর্থ সেই সেই ফলতৃষ্ণা অর্থাৎ ফলাভিলাষ; সমস্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জ্ঞানমার্গে বাঁচিয়া থাকিব—এই প্রকার যে ত্রাস তাহাই ভয়; এই জ্ঞানমার্গ সমস্ত বিষয়ের উচ্ছেদক, ইহা কিরূপে হিতকর হইতে পারে?—এই প্রকার যে দ্বেষ তাহাই ক্রোধ। এই রাগ, ভয় এবং ক্রোধ যাঁহাদের নিকট হইতে বীত অর্থাৎ বিগত হইয়াছে তাঁহারা "বীতরাগভয়ক্রোধাঃ"; সুতরাং **বীতরাগভয়ক্রোধাঃ** ইহার অর্থ **শুদ্ধসত্ত্ব** অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত।২ মন্ময়াঃ- আমাকে অর্থাৎ তৎপদার্থ পরমাত্মাকে যাহারা ত্বং পদার্থের সহিত অভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন অথবা ইহার অর্থ যাঁহারা মদেকচিত্ত হইয়াছেন (একমাত্র আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন—।৩ **মাম্ উপাশ্রিতাঃ**=আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ একান্ত প্রেম ভক্তি সহকারে আমাকে (ঈশ্বরকে) শরণ লইয়াছেন—।৪ এতাদৃশ **বহবঃ**=অনেক ব্যক্তিগণ **জ্ঞানতপসা**=জ্ঞান তপস্যার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানরূপ যে তপঃ, কারণ (এই প্রকার বিগ্রহ করিয়া রূপক সমাস করিবার হেতু এই যে) জ্ঞানই সকল কর্ম্মের ক্ষয়ের হেতু, ইহা ভগবান্ও "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" অর্থাৎ "এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নাই" এই স্থলে বলিবেন—। সেই জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পূত অর্থাৎ ক্ষীণসর্ব্বপাপ হইয়া অর্থাৎ তাহাতে তাঁহাদের সকল পাপ ক্ষীণ হওয়ায়, তাঁহাদের অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্যরূপ মল দূর হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা **মদ্ভাবম্**—মৎস্বরূপত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন মোক্ষ **আগতাঃ**=প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ অহং তথৈব ভজামি। হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে অর্থাৎ হে পার্থ! যাহারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই কৃপা করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ একমাত্র আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করে ॥১১

ঘনং মোক্ষমাগতাঃ অজ্ঞানমাত্রাপনয়নেন প্রাপ্তাঃ।৫ জ্ঞানতপসা পূতা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো মদ্ভাবং মদ্বিষয়ং ভাবং রত্যাখ্যং প্রেমাণমাগতা ইতি বা। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইতি হি বক্ষ্যতি ৬ ১০ ॥

নমু যে জ্ঞানতপসা পূতা নিষ্কামাস্তে ত্বদ্ভাবং গচ্ছন্তি, যে ত্বপূতাঃ সকামাস্তে ন গচ্ছন্তীতি ফলদাতুস্তব বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামিতি নেত্যাহ যে যথেতি। "যে" আর্ত্তা অর্থার্থিনো জিজ্ঞাসবো জ্ঞানিনশ্চ "যথা" যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া চ "মামী"-শ্বরং সর্ব্বফলদাতারং "প্রপদ্যন্তে" ভজন্তি, "তাংস্তথৈব" তদপেক্ষিতফলদানেনৈব "ভজাম্য"-

কেবলমাত্র অজ্ঞান অপনীত হওয়ায় নিত্যসিদ্ধ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।৫ অথবা ইহার অর্থ এইরূপ,— **জ্ঞানতপসা পূতাঃ**=তাঁহারা জ্ঞানরূপ তপস্যার দ্বারা পূত হইয়া অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া **মদ্ভাবম্** =মদ্বিষয়ক ভাব, যাহাকে রতি বা প্রেম বলা হয় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ভগবান্ "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" অর্থাৎ "তাঁহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানী ব্যক্তিই বিশিষ্ট হইয়া থাকেন"—এই স্থলে বলিবেন।৬—১০॥

ভাবপ্রকাশ—বুদ্ধি তত্ত্বাবগাহিনী না হইলে ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝা যায় না। জ্ঞানতপস্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব স্ফুরিত হয়। এই তত্ত্বজ্ঞান হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। শ্লোকে "তত্ত্বতঃ" কথাটীর উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। শুধু জন্ম ও কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। অজের জন্ম ও অকর্ত্তার কর্ম্ম কেমন ইহা ঐ অকর্ত্তার ভূমি প্রাপ্ত না হইলে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না; তাই তত্ত্বতঃ ঐ জ্ঞান হওয়া এবং ঐ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া একই কথা।৯-১০

অনুবাদ—আচ্ছা যে সমস্ত নিষ্কাম ব্যক্তিগণ জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পূত হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্য তোমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি সকাম হওয়ায় অপবিত্র তাহারা ত আর তোমার ভাব প্রাপ্ত হয় না; তাহা হইলে তুমি যখন তাহাদের ফলদাতা তখন তোমার মধ্যে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তুমি বিষম (পক্ষপাতী) হইয়া পড় এবং তোমার ঘৃণা অর্থাৎ কারুণ্যও থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা করা যে উচিত নহে তাহাই বলিতেছেন—। **যে**=সমস্ত আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ **যথা**=যে প্রকারে অর্থাৎ সকামভাবেই হউক অথবা নিষ্কামভাবেই হউক, **মাম্**=আমাকে অর্থাৎ সর্ব্বফলদাতা ঈশ্বরকে **প্রপদ্যন্তে**=ভজনা করে **অহম্**=আমিও **তান্**=তাহাদিগকে **তথৈব**=ঠিক সেইভাবেই **ভজামি**=ভজনা করি অর্থাৎ তাহাদের অভিলষিত ফল প্রদান করিয়াই তাহাদের অনুগ্রহ করি। কিন্তু ইহার বিপর্য্যয়

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২॥

কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ দেবতাঃ যজন্তে ; হি কর্ম্মজা মানুষে লোকে সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি অর্থাৎ কর্ম্মফলপ্রার্থিগণ ইন্দ্রাদিদেবগণকে ভজনা করিয়া থাকে ; কারণ; কর্ম্মজনিত ফল এই মনুষ্যলোকে শীঘ্র ফলে॥১২

নুগৃহ্লামাহং, ন বিপর্য্যয়েণ।১ তত্রামুমুক্ষূনার্ত্তানর্থার্থিনশ্চার্ত্তিহরণেনার্থদানেন চানুগৃহ্লামি, জিজ্ঞাসূন্ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি বিহিতনিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠাত ন্ জ্ঞানদানেন, জ্ঞানিনশ্চ মুমুক্ষূন্ মোক্ষদানেন, নত্বন্যকামায়ান্যং দদামীত্যর্থঃ।২ নন্বু তথাপি স্বভক্তানামেব ফলং দদাসি নত্বন্যদেবভক্তানামিতি বৈষম্যং স্থিতমেবেতি নেত্যাহ,—মম সর্ব্বাত্মনো বাসুদেবস্য "বর্ত্ম" ভজনমার্গং কর্ম্মজ্ঞানলক্ষণম্ "অনুবর্ত্তন্তে", হে পার্থ! "সর্ব্বশঃ" সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদীনপ্যনুবর্ত্তমানা মনুষ্যা ইতি কর্ম্মাধিকারিণঃ—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ "ফলমত উপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াচ্চ, সর্ব্বরূপেণাপি ফলদাতা ভগবান এক এবেত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতি "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" ইত্যাদি ৩—১১॥

নন্বু ত্বামেব ভগবন্তং বাসুদেবং কিমিতি সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্ত ইতি তত্রাহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। "কর্ম্মণাং সিদ্ধিং" ফলনিষ্পত্তিং "কাঙ্ক্ষন্ত" ইহ লোকে "দেবতাঃ" দেবান্ ইন্দ্রা-

করি না অর্থাৎ যে যাহা চায় না তাহাকে তাহা দিই না।১ তন্মধ্যে যাহারা মুমুক্ষু নহে অথচ আর্ত্ত এবং অর্থার্থী তাহাদিগের আর্ত্তি হরণ করিয়া অর্থাৎ দুঃখ দূর করিয়া এবং অর্থদান করিয়া অর্থাৎ অভিলষিত বিষয় প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। আর যাহারা জিজ্ঞাসু অর্থাৎ **বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন** "যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে যাঁহারা সেইভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে জ্ঞানদান করিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকি এবং জ্ঞানী মুমুক্ষুগণকে মোক্ষদান করিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকি, কিন্তু অন্যাভিলাষী ব্যক্তিকে অন্য ফল দান করি না ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২ ভাল, তাহা হইলেও তুমি ত নিজ ভক্তগণকেই ফল দান করিয়া থাক কিন্তু যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত তাহাদের ত ফলদান কর না ; তাহা হইলে ত তোমার বৈষম্য (পক্ষপাতিতা) রহিয়াই গেল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে যেহেতু **মম**=আমার অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবের **বর্ত্ম**=কর্ম্ম এবং জ্ঞানরূপ ভজনমার্গ **অনুবর্ত্তন্তে**=অনুসরণ করে, হে পার্থ! **সর্ব্বশঃ**=সর্ব্বপ্রকারে, যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতারও অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে সেই সমস্ত মনুষ্যগণ অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারিগণ। "জ্ঞানিগণ সেই একই পরমেশ্বরকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এবং অগ্নি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ হইতে এবং "পরমেশ্বরের নিকট হইতেই কর্ম্মের ফল নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, কারণ এই পক্ষেই উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি আছে" এই ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের উক্ত সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে সকলরূপেই একমাত্র ভগবানই ফলদাতা ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ভগবান্ও ইহা যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ "যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত" ইত্যাদি স্থলে বলিবেন।৩—১১॥

ন্যাশ্যান্ "যজন্তে" পূজয়ন্তি অজ্ঞানপ্রতিহতত্বাৎ ন তু নিষ্কামাঃ সন্তো মাং ভগবন্তং বাসুদেবমিতি শেষঃ।১ কস্মাৎ? "হি" যস্মাৎ ইন্দ্রাদিদেবতাযাজিনাং তৎফলকাঙ্ক্ষিণাং "কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ" কর্ম্মজন্যং ফলং "ক্ষিপ্রং" শীঘ্রমেব ভবতি "মানুষে লোকে"। জ্ঞানফলমন্তঃকরণশুদ্ধিসাপেক্ষত্বান্ন ক্ষিপ্রং ভবতি।২ মানুষে লোকে কর্ম্মফলং শীঘ্রং ভবতীতি বিশেষণাদন্যলোকেঽপি বর্ণাশ্রমধর্ম্মব্যতিরিক্তকর্ম্মফলসিদ্ধির্ভগবতা সূচিতা।৩ যতস্তত্তৎ ক্ষুদ্রফলসিদ্ধ্যর্থং সকামা মোক্ষবিমুখা অন্যা দেবতা যজন্তেঽতো ন মুমুক্ষব ইব মাং বাসুদেবং সাক্ষাৎ তে প্রপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ৪—১২॥

অনুবাদ—আচ্ছা, সকলেই তবে ভগবান্ বাসুদেব তোমাকে আশ্রয় করে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন—। **কর্ম্মণাং সিদ্ধিম্**=কর্ম্মসকলের সিদ্ধি অর্থাৎ ফলনিষ্পত্তি **কাঙ্ক্ষন্তঃ**=অভিলাষ করিয়া ইহ এই মনুষ্যলোকে **দেবতাঃ**=ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে **যজন্তে**=পূজা করে; এরূপ যে করে তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞানান্ধ। কিন্তু তাহারা নিষ্কাম হইয়া ভগবান্ বাসুদেবস্বরূপ আমার উপাসনা করিতে পারে না ইহা এই বাক্যটীর অপেক্ষিত শেষাংশ।১ ইহার কারণ কি? উত্তর—**হি**=যেহেতু যাহারা সেই সেই ফল লাভ করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করে সেই সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রাদিদেবতাযাজী ব্যক্তিগণের কর্ম্মজা **সিদ্ধিঃ**=কর্ম্মজন্য ফল **ক্ষিপ্রং**=শীঘ্রই **ভবতি**=হইয়া থাকে **মানুষে লোকে**=মনুষ্যলোকে কিন্তু জ্ঞানরূপ ফল অন্তঃকরণশুদ্ধির অপেক্ষা করে বলিয়া তাহা ক্ষিপ্র উদিত হয় না।২ 'মনুষ্যলোকে কর্ম্মফল শীঘ্র প্রকাশিত হয়' এইরূপে মনুষ্যলোকে এই বিশেষণ দিয়া ভগবান্ ইহাই সূচিত করিয়া দিতেছেন যে অন্য লোকেও, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যতিরেকেও, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল সিদ্ধ হয় অর্থাৎ বর্ণাশ্রমান্তর্গত বৈদিক কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণই বেদবিহিত কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া তাহারা যে সমস্ত বৈধক্রিয়া করে তজ্জনিত ইষ্টফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর মনুষ্যেতর লোকের বৈদিক কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও তাহারা সৎকর্ম্ম করিলে যে তাহা বিফল হয় এমন নহে, কিন্তু তাহারা তজ্জনিত ইষ্ট ফল বিলম্বে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাই বিশেষ। লোকে কামনাবিশিষ্ট হওয়ায় মোক্ষবিমুখ হইয়া সেই সেই তুচ্ছ ফলের সাফল্যের জন্য অন্য দেবতার পূজা করে; এই কারণে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ যেমন ভগবান্ বাসুদেবকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তৎস্বরূপাপন্ন হন তাহারা সেরূপে সাক্ষাৎভাবে ভগবান্ বাসুদেবকে পাইতে পারে না ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪—১২॥

ভাবপ্রকাশ—যাহারা ফলাভিলাষী তাহারা ক্ষুদ্র দেবতার ভজন করে। যতদিন কর্ম্ম কামনা দ্বারা প্রেরিত হয় ততদিন এই ক্ষুদ্র দেবতারই ভজন হয়। যখন মানুষ কামনা দ্বারা চালিত না হইয়া বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে তখনই সে ভগবান্‌কে ভজন করে। ভগবানই একমাত্র ফলদাতা। সকাম ব্যক্তির ফললাভ হইতে বিলম্ব হয় না—কারণ সকাম কর্ম্ম ক্ষুদ্রফল উৎপন্ন করে। ভগবৎকামী বা জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তির ফল পাইতে বিলম্ব হয়—কারণ ইহার জন্য অন্তঃকরণশুদ্ধির প্রয়োজন এবং ইহা মহাফল প্রসব করে।১১-১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্ তস্য কর্ত্তারমপি অব্যয়ম্ অকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি অর্থাৎ আমি সত্ত্বাদি ও শমদম প্রভৃতি গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহার কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, আমাকে অব্যয় ও অকর্ত্তা বলিয়াই জানিবে ॥১৩

শরীরারম্ভকগুণবৈষম্যাদপি ন সর্ব্বে সমানস্বভাবা ইত্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণাএব চাতুর্ব্বর্ণ্যং—স্বার্থে ষ্যঞ্;—ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ।১ তথাহি সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাঞ্চ সাত্ত্বিকানি শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাঞ্চ তাদৃশানি শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষ্যাদীনি তাদৃশানি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ তাদৃশানি তামসানি ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীতি মানুষে লোকে ব্যবস্থিতানি।২ এবং তর্হি বিষমস্বভাবচাতুর্ব্বর্ণ্যস্রষ্টৃত্বেন তব বৈষম্যং দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—"তস্য" বিষমস্বভাবস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য ব্যবহারদৃষ্ট্যা "কর্ত্তারমপি মাং" পরমার্থদৃষ্ট্যা "বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং" নিরহঙ্কারত্বেনাক্ষীণমহিমানম্ ৩—১৩ ॥

অনুবাদ—আরও, লোকের শরীরারম্ভক গুণের তারতম্য থাকার জন্যও সকলের স্বভাব সমান হয় না; তাহাই বলিতেছেন। **চাতুর্ব্বর্ণ্যম্** এস্থলে চত্বারঃ বর্ণাঃএব চারিটী বর্ণ মাত্র—এইরূপে স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। **ময়া**=আমা কর্ত্তৃক অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক **সৃষ্টম্**=উৎপাদিত হইয়াছে **গুণকর্ম্মবিভাগশঃ**=গুণ-বিভাগ অনুসারে এবং কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে।১ তাহা এইরূপ যথা,—যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান তাঁহারা ব্রাহ্মণ; সাত্ত্বিক শমদমাদি তাঁহাদের কার্য্য। যাহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান এবং সত্ত্বগুণ তাহার উপসর্জ্জন অর্থাৎ গৌণ বা সহকারী তাহারা ক্ষত্রিয়; এইজন্য তাদৃশ শূরত্ব, তেজস্বিত্ব প্রভৃতি তাহাদের কার্য্য। যাহাদের মধ্যে রজোগুণ প্রধান আর তমোগুণ উপসর্জ্জন বা গুণীভূত তাহারা বৈশ্য। এইজন্য তাহাদের তদনুরূপ কৃষ্যাদিই কার্য্য। যাহারা তমঃপ্রধান তাহারা শূদ্র। ত্রৈবর্ণিকের শুশ্রূষাদিরূপ তামস কার্য্য তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে কর্ম্মবিভাগ মনুষ্যলোকে ব্যবস্থিত অর্থাৎ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।২ আচ্ছা, এইরূপে বিষমস্বভাব চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করায় ভগবানের ত বৈষম্য (অসমদর্শিত্ব) অনিবার্য্য হইয়া পড়ে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, না তাহা হয় না; তাহাই বলিতেছেন—। **তস্য** সেই বিষমস্বভাব (বিরুদ্ধভাবাপন্ন) চাতুর্বর্ণ্যের **মাং কর্ত্তারম্**=ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমায় কর্ত্তা বলিয়া জানিও কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে **বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্**=আমায় অব্যয় অকর্ত্তা জানিও অর্থাৎ আমার কোন অহঙ্কার না থাকায় (কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব না থাকায়) আমার মহিমা অক্ষুণ্ণই থাকে জানিও।৩—১৩॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি ; কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন [অস্তি] ; ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসকল আমায় স্পর্শ করে না ; কর্ম্মফলে আমার আসক্তি নাই। যিনি এইরূপে আমাকে জানেন, তিনি কর্ম্মসমূহে আবদ্ধ হয়েন না ; কারণ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই ॥১৪

এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতম্ ; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরং কর্ম্ম এব কুরু অর্থাৎ এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও পূর্ব্বতন সাধুগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কর।১৫

"কর্ম্মাণি" বিশ্বসর্গাদীনি "মাং" নিরহঙ্কারত্বেন কর্ত্তৃত্বাভিমানহীনং ভগবন্তং "ন লিম্পন্তি" দেহারম্ভকত্বেন ন বধ্নন্তি।১ এবং কর্ত্তৃত্বং নিরাকৃত্য ভোক্তৃত্বং নিরাকরোতি "ন মে" মম আপ্তকামস্য "কর্ম্মফলে স্পৃহা" তৃষ্ণা "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" ইতি শ্রুতেঃ। কর্ত্তৃত্বাভিমানফলস্পৃহাভ্যাং হি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি।২ এবং যোঽন্যোঽপি মামকর্ত্তারমভোক্তারঞ্চাত্মত্বেনাভিজানাতি "কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে", অকর্ত্র্াত্মজ্ঞানেন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ৩—১৪ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মাণি=বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মসকল **মাম্**=আমাকে যিনি অহংকারবিহীন বলিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত সেই ভগবান্‌কে **ন লিম্পন্তি**=ভগবান্‌কে লিপ্ত করে না অর্থাৎ দেহারম্ভক হইয়া তাহারা আমায় বদ্ধ করিতে পারে না।১ এইরূপে ভগবান্ স্বীয় কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করিয়া নিজের ভোক্তৃত্বেরও নিরাস করিতেছেন, আমি আপ্তকাম অর্থাৎ সমস্ত অভিলাষই আমার পূর্ণ ; কাজেই কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। এ সম্বন্ধে শ্রুতি যথা,—"যিনি আপ্তকাম তাঁহার আর স্পৃহা কি ?" কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলস্পৃহা এতদুভয়ের দ্বারাই কর্ম্মসকল জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে। আমার সেই দুইটাই নাই ; কাজেই কর্ম্মসকল আমায় বদ্ধ করিতে পারে না।২ এইরূপে অন্য যে কোন ব্যক্তি **মাম্**=অকর্ত্তা ও অভোক্তা আমাকে আত্মরূপে **জানাতি**=জানে অর্থাৎ নিজ হইতে অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করে **কর্ম্মভিঃ ন স বধ্যতে**=সে কর্ম্মকূটের দ্বারা আবদ্ধ হয় না অর্থাৎ অকর্ত্তৃ আত্মতত্ত্বজ্ঞানবলে সে মুক্ত হইয়া যায়।৩—১৪॥

ভাবপ্রকাশ—কেহ সকাম, কেহ নিষ্কাম—এই প্রভেদের কারণ হইতেছে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন গুণ ও কর্ম্ম। জীবের এই গুণ ও কর্ম্মানুসারেই ভগবান্ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়াই তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন। ভগবানের কর্ত্তৃত্বাহঙ্কার নাই এবং কর্ম্মের ফলেও আকাঙ্ক্ষা নাই—তাই তিনি স্রষ্টা হইয়াও সৃষ্টিকর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। অহঙ্কারশূন্য হইয়া এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়াও কেমন করিয়া কর্ম্ম করা যায় ইহার প্রকৃত জ্ঞান হইলে অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ত্তার ভূমি প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মজনিত বন্ধন কাটিয়া যায়।১৩-১৪

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬॥

কিং কর্ম্ম?—কিং বা অকর্ম্ম? [ইতি] অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ। যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি অর্থাৎ কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি, ইহার তত্ত্ব নিরূপণে বিবেকিগণও মোহপ্রাপ্ত হন। অতএব যাহা জানিলে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইবে, আমি তোমাকে সেই কর্ম্ম কহিতেছি॥১৬

যতো নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলস্পৃহেতি জ্ঞানাৎ কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, অত "এব"-মাত্মনোঽকর্ত্তৃঃ কর্ম্মালেপং "জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈ"রতিক্রান্তৈরপি অস্মিন্ যুগে যযাতিযদুপ্রভৃতিভি"র্মুমুক্ষুভিঃ", তস্মাৎ ত্বমপি কর্ম্মৈব কুরু ন তূষ্ণীমাসনম্ নাপি সন্ন্যাসম্। যদি অতত্ত্ববিৎ তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্ববিৎ চেল্লোকসংগ্রহার্থম্। পূর্ব্বৈঃ জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং অতি পূর্ব্বং যুগান্তরেঽপি কৃতং। এতেনাস্মিন্ যুগে অন্যযুগে চ পূর্ব্বপূর্ব্বতরৈঃ কৃতত্বাদবশ্যং ত্বয়া কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি দর্শয়তি॥ ১৫॥

নন্বু কর্ম্মবিষয়ে কিং কশ্চিৎ সংশয়োঽপ্যস্তি, যেন পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যতি-নির্ব্বধ্নাসি? অস্ত্যেবেত্যাহ—।১ নৌস্থস্য নিষ্ক্রিয়েষ্বপি তটস্থবৃক্ষেষু গমনভ্রমদর্শনাৎ, তথা দূরাচ্চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎস্বপি পুরুষেষ্বগমনভ্রমদর্শনাৎ পরমার্থতঃ কিং কর্ম্ম কিংবা পরমার্থতোঽকর্ম্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপ্যত্রাস্মিম্ বিষয়ে মোহিতা মোহং

অনুবাদ—যেহেতু, আমি কর্ত্তা নহি এবং কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই এই প্রকার জ্ঞান হইলে লোকে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, **এবম্** অকর্ত্তা আত্মার **জ্ঞাত্বা**=কর্ম্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্টতা জানিয়া **কৃতংকর্ম্ম**=কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই যুগেই **পূর্ব্বৈঃ**=যাঁহারা অতিক্রান্ত (গত) হইয়াছেন সেই যযাতি, যদু প্রভৃতি মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ তাঁহারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব জানিয়াই মুমুক্ষু হইয়াও নিষ্কামভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানবিহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমিও কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিও না অথবা সন্ন্যাসও অবলম্বন করিও না। যদি তুমি অতত্ত্ববিৎ হও (তত্ত্বজ্ঞ না হও) তাহা হইলে আত্মশুদ্ধির জন্য আর যদি তত্ত্ববিৎ হও তাহা হইলে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত (নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর)। **পূর্ব্বৈঃ**=জনকাদি পূর্ব্বকালীন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক **পূর্ব্বতরং**=পূর্ব্বতর যুগে অর্থাৎ অতি পূর্ব্ব যুগে **কৃতম্**=কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন যে এই বর্ত্তমান যুগে এবং অন্যান্য যুগ সকলেও পূর্ব্ব, পূর্ব্বতর মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অতএব তোমারও অবশ্য সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত।১৫॥

অনুবাদ—আচ্ছা, কর্ম্ম বিষয়ে (কর্ম্মের স্বরূপ বিজ্ঞানে) কি কোন সংশয় আছে যাহার জন্য পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ "পূর্ব্বকালে প্রাচীনগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন"—এই বলিয়া অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেছ? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে সংশয় ত অবশ্যই রহিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন।১ দেখিতে পাওয়া যায় দ্রুত চালিত নৌকায় যে ব্যক্তি বসিয়া থাকে সে তীরবর্ত্তী নিষ্ক্রিয় বৃক্ষগুলিকেও

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭॥

কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং, বিকর্ম্মণঃ বোদ্ধব্যং, অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং; কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের, বিকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মের তত্ত্বসম্বন্ধেও জানিবার বিষয় আছে, আর অকর্ম্ম সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় অতি দুরূহ ব্যাপার।১৭

নির্ণয়াসামর্থ্যং প্রাপ্তাঃ অত্যন্তদুর্নিরূপ্যত্বাদিত্যর্থঃ।২ তত্তস্মাৎ তে তুভ্যমহং কর্ম্ম—অকারপ্রশ্লেষেণ ছেদাদকর্ম্ম চ—প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ সন্দেহোচ্ছেদেন বক্ষ্যামি। যৎকর্ম্মাকর্ম্মস্বরূপংজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যস্যশুভাৎ সংসারাৎ ৩—১৬॥

নন্ন সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাদহমেবৈতজ্জানামি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারাঃ কর্ম্ম, তূষ্ণীমাসনমকর্ম্মেতি, তত্র কিন্ত্বয়া বক্তব্যমিতি তত্রাহ কর্ম্মণো হীতি। "হি" যস্মাৎ "কর্ম্মণঃ" শাস্ত্র বিহিতস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, "বিকর্ম্মণঃ" প্রতিষিদ্ধস্য "অকর্ম্মণশ্চ" তূষ্ণীম্ভাবস্য। অত্র

ভ্রমবশতঃ চলিতে দেখে আবার অতি সন্নিকটে চক্ষুঃ সমীপবর্ত্তী পদার্থ সকল চলিতে থাকিলেও লোকে তাহাকে গমনহীন বলিয়া ভ্রম করে। এই কারণে **কিং কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম ইতি**=পরমার্থতঃ কোন্‌টী কর্ম্ম এবং পরমার্থতঃ কোন্‌টী অকর্ম্ম **কবয়ঃ অপি**=মেধাবী ব্যক্তিগণও **অত্র**=এ বিষয়ে **মোহিতাঃ**=মোহ অর্থাৎ নির্ণয় করিবার অসামর্থ্য (অযোগ্যতা) প্রাপ্ত হন, কারণ ইহা অত্যন্ত দুর্নিরূপণীয়। অর্থাৎ তাঁহারা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না যেহেতু ইহা নিরূপণ করা অতি কঠিন।২ **তৎ**=সেই হেতুতে তোমাকে আমি কর্ম্মের বিষয় এবং অকর্ম্মের বিষয় **প্রবক্ষ্যামি**=প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ যাহাতে তোমার সন্দেহের উচ্ছেদ হয় এমন ভাবে বলিব। এস্থলে "তত্তে কর্ম্ম" ইহার মধ্যে "তত্তে" ইহার পরে একটী 'অ'কার (যাহা সন্ধির নিয়মানুসারে লুপ্ত হইয়া যায়) ধরিয়া লইলে "অকর্ম্ম" এই শব্দটীও পাওয়া যায় এইরূপে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়েরই অর্থ ধরা হইয়াছে। **যৎ**=যাহা অর্থাৎ কর্ম্ম ও অকর্ম্মের যে স্বরূপ **জ্ঞাত্বা**=অবগত হইয়া **অশুভাৎ**=অশুভ সংসার হইতে **মোক্ষ্যসে**=মুক্ত হইতে পারিবে।৩—১৬॥

অনুবাদ—আচ্ছা, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারই কর্ম্ম আর নির্ব্ব্যাপার হইয়া বসিয়া থাকাই যে অকর্ম্ম ইহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বলিয়া আমিও জানি, সুতরাং সে বিষয়ে আবার তোমার বক্তব্য কি আছে। এইরূপ আশঙ্কা হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন।১ **হি**=যেহেতু **কর্ম্মণঃ**=শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মেরও **বোদ্ধব্যম্**=তত্ত্ব বুঝিবার আছে, **বিকর্ম্মণঃ**=বিকর্ম্মের অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের তত্ত্ব এবং **অকর্ম্মণঃ**=অকর্ম্মের অর্থাৎ যে তূষ্ণীম্ভাব বা কিছু না করা তাহারও তত্ত্ব বুঝিবার রহিয়াছে। এস্থলে তিনটী বাক্যেই **তত্ত্বমস্তি**="তত্ত্ব এবং রহিয়াছে" এইরূপ অধ্যাহার (উহ্য) করিতে হইবে। **গহনা কর্ম্মণো গতিঃ**=কারণ কর্ম্মের গতি গহনা অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়া ইহা জানা বড় কঠিন। এখানে

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম পশ্যেৎ মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্ স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, মনুষ্যমধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী ও তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥১৮

বাক্যত্রয়েঽপি তত্ত্বমস্তীত্যধ্যাহারঃ। যস্মাৎ "গহনা" দুর্জ্ঞানা কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতিস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ ২—১৭ ॥

কীদৃশং তর্হি কর্ম্মাদীনাং তত্ত্বমিতি তদাহ কর্ম্মণীতি। "কর্ম্মণি" দেহিন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বিহিতে প্রতিষিদ্ধে চ অহং করোমীতি ধর্ম্ম্যধ্যাসেনাত্মন্যারোপিতে নৌস্থেনাচলৎসু তটস্থবৃক্ষাদিষু সমারোপিতে চলন ইব অকর্ত্রাত্মস্বরূপালোচনেন বস্তুতঃ কর্ম্মাভাবং তটস্থবৃক্ষাদিষ্বিব যঃ পশ্যেৎ পশ্যতি। তথা দেহেন্দ্রিয়াদিষু ত্রিগুণমায়াপরিণামত্বেন সর্ব্বদা সব্যাপারেষু নির্ব্যাপারস্তূষ্ণীং সুখমাস ইত্যভিমানেন সমারোপিতে"অকর্ম্মণি" ব্যাপারোপরমে দূরস্থচক্ষুঃসন্নিকৃষ্টপুরুষেষু গচ্ছৎস্বপ্যগমন ইব সর্ব্বদা সব্যাপারদেহেন্দ্রিয়াদিস্বরূপপর্য্যালোচনেন বস্তুগত্যা কর্ম্মনিবৃত্ত্যাখ্যপ্রযত্নরূপং ব্যাপারং "যঃ পশ্যে"দ্দূরাহৃতপুরুষেষু গমনমিব। ঔদাসীন্যাবস্থায়ামপ্যুদাসীনোঽহমাস ইত্যভিমান এব কর্ম্ম। এতাদৃশঃ পরমার্থদর্শী স বুদ্ধিমানিত্যাদিনা বুদ্ধিমত্ত্ব-যোগযুক্তত্ব-সর্ব্বকর্ম্মকৃত্ত্বৈস্ত্রিভির্ধর্ম্মৈঃ স্তূয়তে।১

"কর্ম্মণ" এই পদটী কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিনেরই উপলক্ষণ অর্থাৎ ইহার দ্বারা ঐগুলিও বিবক্ষিত হইয়াছে। **গতিঃ**=ইহারা অর্থ তত্ত্ব।২—১৭॥

ভাবপ্রকাশ—কর্ম্ম করিলেই বন্ধন হয় না; অহঙ্কারবিরহিত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তিজনক হয়। হস্তপদাদির ক্রিয়া না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাকে 'অকর্ম্ম' বলে না; আবার হস্তপদাদির চালনাকেই বন্ধনজনক 'কর্ম্ম' বলা চলে না। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের ভেদ অতি দুরূহ তত্ত্ব। ইহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক।১৫-১৭

অনুবাদ—তাহা হইলে কর্ম্ম আদির তত্ত্ব (স্বরূপ) কীদৃশ? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন! নৌকাস্থিত ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ তটবর্ত্তী চলন রহিত বৃক্ষসকলে যে চলনের (গতির) আরোপ করে সেই আরোপিতগতি বৃক্ষগুলিকে যে ব্যক্তি ক্রিয়াহীন অচল বলিয়া দেখে সে যেমন যথার্থদর্শী বুদ্ধিমান্ সেইরূপ **কর্ম্মণি**='আমি করিতেছি' ইত্যাকার ধর্ম্মী-অধ্যাসবশতঃ আত্মায় আরোপিত শাস্ত্রানুমোদিত অথবা নিষিদ্ধ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপাররূপ কর্ম্মে যে ব্যক্তি অকর্ত্তৃ (কর্ত্তৃত্ববিহীন) আত্ম-স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া যথার্থতঃ **অকর্ম্ম**=কর্ম্মহীনতা দেখে অর্থাৎ 'দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম আত্মার উপর আরোপিত হওয়াতেই আমি করিতেছি ইত্যাকার প্রতীতি হয় বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু আত্মার কোন কর্ম্ম নাই'—এই তত্ত্ব যে ব্যক্তি বুঝে; আর দূরবর্ত্তী চক্ষুর সন্নিকর্ষে স্থিত অর্থাৎ অতি দূরবর্ত্তী অথচ অস্পষ্টরূপে দর্শনযোগ্য পুরুষ গমন করিতে থাকিলেও যেমন সে

অত্র প্রথমপাদেন কর্ম্মবিকর্ম্মণোস্তত্ত্বং কর্ম্মশব্দস্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধপরত্বাৎ, দ্বিতীয়পাদেন চাকর্ম্মণস্তত্ত্বং দর্শিতমিতি দ্রষ্টব্যম্।২ তত্র যৎ ত্বং মন্যসে কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ তূষ্ণীমেব ময়া সুখেন স্থাতব্যমিতি তন্মৃষা, অসতি কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিহিতস্য প্রতিসিদ্ধস্য বা কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাভাবাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি" ইত্যাদিনা। সতি চ কর্ত্তৃত্বাভিমানে তূষ্ণীমহমাস ইত্যৌদাসীন্যাভিমানাত্মকং:যৎ কর্ম্ম তদপি বন্ধহেতুরেব, বস্তুতত্ত্বাপরিজ্ঞানাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মবিকর্ম্মাকর্ম্মণাং তত্ত্বমীদৃশং জ্ঞাত্বা বিকর্ম্মাকর্ম্মণী পরিত্যজ্য কর্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিহানেন বিহিতং কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ।৩ অপরা ব্যাখ্যা,—কর্ম্মণি জ্ঞানকর্ম্মণিদৃশ্যে জড়ে সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চানুস্যূতং সর্ব্বভ্রমাধিষ্ঠানম-

যাইতেছে না এইপ্রকার অগমনভ্রম হয় সেইরূপ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণাম হওয়ায় দেহেন্দ্রিয়াদি সতত ব্যাপার বিশিষ্ট হইলেও, 'আমি ব্যাপারহীন হইয়া চুপ করিয়া সুখে বসিয়া রহিয়াছি' এইরূপ অভিমান (মিথ্যাজ্ঞান) বশতঃ সমারোপিত **অকর্ম্মণি**=অকর্ম্মে অর্থাৎ ব্যাপারোপরমে (কর্ম্মনিবৃত্তিতে) দূরবর্ত্তী অথচ চক্ষুর সন্নিকর্ষযোগ্যস্থানে স্থিত পূর্ব্বোক্ত গমনকারী ব্যক্তির গমনক্রিয়া হইতেছে ইহা বুঝিতে পারা যেমন যথার্থ দর্শন সেইরূপ উক্তস্থলেও ব্যাপারশীল দেহেন্দ্রিয়াদির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারশীল বলিয়া কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং আমি কিছু করিতেছি না এইপ্রকার যে জ্ঞান তাহা ভ্রম এইরূপ আলোচনা করিয়া **যঃ**=যে ব্যক্তি বস্তুগতি অনুসারে (যথার্থতঃ) **কর্ম্ম**=নিবৃত্তি নামক প্রযত্নরূপ ব্যাপার **পশ্যেৎ**=দেখেন (বুঝিয়া থাকেন) অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির উদাসীনতা (নিষ্ক্রিয়তা) অবস্থায়ও 'আমি উদাসীন হইয়া (নিষ্ক্রিয় হইয়া) বসিয়া রহিয়াছি'—এই প্রকার যে অভিমান তাহাই একটী কর্ম্ম। **স বুদ্ধিমান্** ইত্যাদি সন্দর্ভে বুদ্ধিমত্ত্ব, যোগযুক্তত্ব এবং সর্ব্বকর্ম্মকৃত্ত্ব এই তিনটী ধর্ম্মের দ্বারা এতাদৃশ পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরই প্রশংসা করা হইতেছে।১ এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্লোকের প্রথম চরণে কর্ম্ম ও বিকর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে যেহেতু কর্ম্মশব্দটী এখানে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের বাচক। আর দ্বিতীয় পাদে অকর্ম্মের স্বরূপ দেখান হইয়াছে।২ তাহা হইলে তুমি (অর্জ্জুন) যে মনে করিতেছ কর্ম্ম যখন বন্ধের কারণ তখন চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া সুখে থাকাই আমার উচিত ইহা মিথ্যা। যদি কর্ত্তৃত্ব অভিমান না থাকে তাহা হইলে বিহিত অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বন্ধের কারণ হইতে পারে না। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে আর যদি কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে তাহা হইলে "আমি নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া রহিয়াছি" এই প্রকারের উদাসীনতার অভিমান রূপ যে কর্ম্ম তাহাও বন্ধের কারণই হইয়া থাকে, কারণ তখনও বস্তুর তত্ত্বের (স্বরূপের) জ্ঞান হয় নাই। অতএব **কর্ম্ম বিকর্ম্ম** এবং **অকর্ম্মের** এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ **কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিহিত কর্ম্ম কর** ইহাই অভিপ্রায়।৩ শ্লোকটীর অন্যরূপ ব্যাখ্যা যথা—**কর্ম্মণি**=কর্ম্মে অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ম্মভূত দৃশ্য জড়পদার্থের মধ্যে **অকর্ম্ম**=যিনি সর্ব্বত্র সৎস্বরূপে এবং স্ফুরণরূপে অনুস্যূত (অনুগত) এবং যিনি সকল প্রকার ভ্রমের অধিষ্ঠান সেই অকর্ম্ম অর্থাৎ অবেদ্য (যিনি বেদনক্রিয়ার কর্ম্ম হন না)

কর্ম্ম অবেদ্যং স্বপ্রকাশচৈতন্যং পরমার্থদৃষ্ট্যা যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ স্বপ্রকাশে দৃগ্বস্তুনি কল্পিতং কর্ম্ম দৃশ্যং মায়াময়ং ন পরমার্থসৎ, দৃগ্দৃশ্যয়োঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ,—"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥" ইতি শ্রুতেঃ, এবং পরস্পরাধ্যাসেঽপি শুদ্ধং বস্তু যঃ পশ্যতি মনুষ্যেষু মধ্যে স এব বুদ্ধিমান্ নান্যঃ, অস্য পরমার্থদর্শিত্বাদন্যস্য চাপরমার্থদর্শিত্বাৎ; স চ বুদ্ধিসাধনযোগযুক্তঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যা একাগ্রচিত্তঃ, অতঃ সএবান্তঃকরণশুদ্ধিসাধনকৃৎস্নকর্ম্মকৃদিতি বাস্তবধর্ম্মৈরেব স্তূয়তে।৪ যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি পরমার্থদর্শী ভব, তাবতৈব কৃৎস্নকর্ম্মকারিত্বোপপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ।৫ অতো যদুক্তং "যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ" ইতি যচ্চোক্তং কর্ম্মাদীনাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যম-স্তীতি, স বুদ্ধিমানিত্যাদি স্তুতিশ্চ তৎসর্ব্বং পরমার্থদর্শনে সঙ্গচ্ছতে। অন্যজ্‌জ্ঞানাদশুভাৎ সংসারান্মোক্ষানুপপত্তেঃ, অতত্ত্বত্বাদন্যৎ ন বোদ্ধব্যমস্তীতি ন বা তজ্‌জ্ঞানে বুদ্ধিমত্ত্বমিতি যুক্তৈব পরমার্থদর্শিনাং ব্যাখ্যা।৬ যত্তু ব্যাখ্যানং কর্ম্মণি নিত্যে পরমেশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানে

সেই স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্যকে পরমার্থ দৃষ্টিতে যঃ যে ব্যক্তি **পশ্যেৎ** দেখেন এবং **অকর্ম্মণি** অকর্ম্মে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ দৃক্‌বস্তুতে কল্পিত: **কর্ম্ম** কর্ম্মকে ইহা দৃশ্য, মায়াময়; ইহা পরমার্থত সৎ নহে; এইরূপ যিনি দেখেন; কারণ দৃক্ ও দৃশ্যের মধ্যে বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"যিনি কিন্তু সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যেই দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকেন এবং নিজেকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ অভিন্নাত্মতাবোধ করেন তিনি সেই কারণেই অর্থাৎ অভিন্ন একাত্মাস্পর্শন হেতুই জুগুপ্সিত হন না"।—আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস হইলেও শুদ্ধ বস্তু চৈতন্যকে যিনি এই ভাবে দেখিয়া থাকেন **মনুষ্যেষু**=মনুষ্যগণের মধ্যে **সবুদ্ধিমান্**=তিনিই বুদ্ধিমান্ কারণ এই ব্যক্তি পরমার্থদর্শী, আর অন্য সকলে অপরমার্থদর্শী। আর তিনিই বুদ্ধিসাধন-যোগযুক্ত (যে যোগপ্রভাবে জ্ঞান জন্মে তাহা তাঁহাতে আছে) এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি থাকায় তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে তিনি অন্তঃকরণশুদ্ধিসাধন **কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ** অর্থাৎ যাহা হইতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি জন্মে তিনি তাদৃশ কৃৎস্ন কর্ম্ম করিতে পারেন—এইরূপে বাস্তবধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করা হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত গুণ তাঁহার আছে সেইগুলিই উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করা হইতেছে।৪ যে হেতু ইহা এইরূপ হইতেছে সেই হেতু তুমিও পরমার্থদর্শী হও, যে হেতু তাহাতেই তোমার কৃৎস্নকর্ম্মকারিতা (সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিবার শক্তি) হইবে ইহাই অভিপ্রায়।৫ অতএব যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ—"যাহা জানিয়া অশুভসংসার হইতে মুক্ত হইবে," এবং "কর্ম্মাদির তত্ত্বও বুঝিবার আছে" ইত্যাদি প্রকার যাহা বলা হইয়াছে আর স বুদ্ধিমান্ "সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্" ইত্যাদি যে প্রশংসা করা হইয়াছে সেই সমস্তই পরমার্থ দৃষ্টিতে সঙ্গত হয় অর্থাৎ যিনি পরমার্থদর্শী তাঁহার পক্ষে ঐগুলি সমস্তই যথার্থ। কারণ অন্যজ্ঞান হইলে অশুভ সংসার হইতে মুক্তি হইতে পারে না। আর অন্য যাহা কিছু তৎসমুদায়ই অতত্ত্ব; তাহা বোদ্ধব্যও নহে কিংবা তাহার জ্ঞান হইতে মোক্ষও হয় না। সুতরাং পরমার্থদর্শিগণ উক্তরূপে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যুক্তি যুক্তই হইয়াছে।৬ আর কেহ কেহ **কর্ম্মণি** পরমেশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠীয়মান নিত্যকর্ম্মে, তাহা বন্ধের হেতু

বন্ধহেতুত্বাভাবাদকর্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ নিত্যকর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়হেতুত্বেন কর্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমানিত্যাদি তদসঙ্গতমেব। নিত্যকর্ম্মণ্যকর্ম্মেদমিতি জ্ঞানস্যাশুভমোক্ষহেতুত্বাভাবাৎ মিথ্যাজ্ঞানত্বেন তস্যৈবাশুভত্বাচ্চ। ন চৈতাদৃশং মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং তত্ত্বং, নাপ্যেতাদৃশজ্ঞানে বুদ্ধিমত্ত্বাদিস্তুত্যুপপত্তির্ভ্রান্তত্বাৎ। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানং হি স্বরূপতোঽন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারোপযুজ্যতে, ন তত্রাকর্ম্মবুদ্ধিঃ কুত্রাপ্যুপযুজ্যতে শাস্ত্রেণ নামাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিবদবিহিতত্বাৎ। নাপীদমেব বাক্যং তদ্বিধায়কং উপক্রমাদিবিরোধস্যোক্তেঃ।৭ এবং নিত্যকর্ম্মাকরণমপি স্বরূপতো নিত্যকর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্মলক্ষকতয়োপযুজ্যতে, ন তু তত্র কর্ম্মদৃষ্টিঃ ক্বাপ্যুপযুজ্যতে। নাপি নিত্যকর্ম্মাকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ, অভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যযোগাৎ, অন্যথা তদবিশেষণ সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। "ভাবার্থাঃ

হয় না, বলিয়া **অকর্ম্ম** ইহা অকর্ম্ম এইরূপে **যঃ পশ্যেৎ**=যে ব্যক্তি দেখে, এবং **অকর্ম্মণি** যে নিত্যকর্ম্ম না করা তাহা প্রত্যবায়ের হেতু হওয়ায় যে ব্যক্তি তাহাতে ইহা কর্ম্ম এই প্রকার **পশ্যেৎ** দেখে অর্থাৎ সাধারণতঃ কর্ম্মবন্ধের হেতু বলিয়া এবং নিত্যকর্ম্ম না করাও প্রত্যবায়জনক হইয়া বন্ধের হেতু হয় বলিয়া সেই নিত্যকর্ম্ম না করাকে যে ব্যক্তি কর্ম্ম বলিয়া দেখে অর্থাৎ জানে সেই বুদ্ধিমান্—এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন **তাহা অসঙ্গত** কারণ নিত্যকর্ম্মেতে ইহা কর্ম্ম নহে এইরূপ যে বুদ্ধি তাহা মোক্ষের হেতু নহে, কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় উহাই অশুভ হইয়া থাকে। আর এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞান যে বোদ্ধব্য তত্ত্ব তাহাও নহে এবং স বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি বলিয়া এতাদৃশ জ্ঞানের বুদ্ধিমত্ত্বাদি প্রশংসা করাও সঙ্গত হয় না, কেন না উহা ভ্রান্তজ্ঞান। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বরূপতঃ অন্তঃকরণশুদ্ধি জন্মাইয়া তদ্দ্বারা (তাহাকে দ্বার করিয়া) মোক্ষের উপযোগী হইয়া থাকে; কাজেই তাহাতে অকর্ম্মবুদ্ধি করিবার উপদেশ কোথাও উপযোগী হয় না অর্থাৎ তাহাতে অকর্ম্ম বুদ্ধি করিলে কোনও ফল হয়না; কারণ "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" নামকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের দ্বারা যেমন অব্রহ্ম যে নাম তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে এস্থলে কিন্তু অকর্ম্মে কর্ম্মবুদ্ধি সেরূপ ভাবে বিহিত হয় নাই। অর্থাৎ শাস্ত্রাদেশ মতে অব্রহ্ম যে নাম তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিলে তাহার ফল আছে, কিন্তু নিজ কল্পনায় ঐরূপ কিছু করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না। আর এ কথাও বলা যায় না যে এই বাক্যটীতেই অকর্ম্মে কর্ম্মবুদ্ধিকরা বিহিত হইয়াছে, যে হেতু তাহা হইলে এ স্থলে সেই উক্তি উপক্রমাদির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহা বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং যাহাতে উপসংহার করা হইবে—যাহা পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে, যাহা দুর্জ্ঞেয় প্রমাণান্তরাগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যাহার ফল কীর্ত্তন করা হইতেছে যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে যুক্তি বলা হইতেছে তাহাই বিবক্ষিত তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত। এস্থলে যদি অকর্ম্মে কর্ম্ম বুদ্ধির উপদেশ করা হয় তাহা হইলে তাৎপর্য্য বিরোধ হইয়া পড়িবে।৭ এইরূপ নিত্যকর্ম্ম না করাও নিত্যকর্ম্মের বিরুদ্ধ যে প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহার লক্ষক হইয়াই উপযোগী হইয়া থাকে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম করিবার কালে তাহা যদি না করা হয় তাহা হইলে তৎকালে যৎকিঞ্চিৎ অন্য কর্ম্ম করা হয়; তাহা কিন্তু নিষিদ্ধ; কাজেই তাহাই প্রত্যবায়ের জনক হয়, নিত্যকর্ম্ম না করাটী যে প্রত্যবায়ের কারণ হয় এরূপ নহে। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম

কর্ম্মশব্দাস্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েত"তৈষ হ্যর্থো বিধীয়ত" ইতি ন্যায়েন ভাবার্থস্যৈবাপূর্ব্বজনকত্বাৎ, "অতিরাত্রে ষোড়শিনং ন গৃহ্লাতি" ইত্যাদাবপি সঙ্কল্পবিশেষস্যৈবাপূর্ব্বজনকত্বাভ্যুপগমাৎ, "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" ইত্যাদিপ্রজাপতিব্রতবৎ।৯ অতো নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানার্হে কালে তদ্বিরুদ্ধতয়া যদুপবেশনাদি কর্ম্ম তদেব নিত্যকর্ম্মাকরণোপলক্ষিতং প্রত্যবায়হেতুরিতি বৈদিকানাং সিদ্ধান্তঃ। অত এব "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যত্র লক্ষণার্থেন শতা ব্যাখ্যাতাঃ। লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ ইত্যবিশেষস্মরণেঽপ্যত্র হেতুত্বানুপপত্তেঃ। তস্মান্মিথ্যাদর্শনাপনোদে প্রস্তুতে মিথ্যাদর্শনব্যাখ্যানং ন শোভতেতরাং।১০

না করার স্থলে কর্ত্তব্যতাবোধরূপ কর্ম্মদৃষ্টি কোথাও উপযোগী হয় না অর্থাৎ তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছুই হয় না। আর নিত্যকর্ম্মের অকরণ হইতে যে প্রত্যবায় হইবে তাহাও হইতে পারে না, কারণ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে অভাবের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায় সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারিত অর্থাৎ সর্ব্বদা যে কোন অভাব বিদ্যমান থাকেই; আর অভাবের কোন বিশেষণ দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহা (অভাব) নির্বিশেষ। "যে সমস্ত কর্ম্ম শব্দ অর্থাৎ ধাতু ভাবার্থ অর্থাৎ ভাবনা প্রতিপাদক তাহাদিগর হইতেই ক্রিয়া অর্থাৎ যাগজন্য অপূর্ব্ব প্রতীত হইয়া থাকে; আর এই অর্থই অর্থাৎ ধাত্বর্থই ভাবনা বা অপূর্ব্বের করণরূপে বিধীয়মান হইয়া থাকে" অর্থাৎ যজেত ইত্যাদি স্থলে ধাত্বর্থ যাগাদিই বিধেয় এবং 'ঈত' প্রত্যয়াদিই ভাবনা বোধক। এই নিয়মানুসারে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে ভাবার্থ শব্দই অপূর্ব্বের জনক কিন্তু অভাবার্থ শব্দ অপূর্ব্বের উৎপাদক নহে।৮ "অতিরাত্র নামক যজ্ঞে ষোড়শী নামক গ্রহ (যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ) গ্রহণ করিবে না" ইত্যাদি নিষেধ স্থলেও সংকল্প বিশেষেরই অপূর্ব্বজনকতা স্বীকার করা হয়; ইহার উদাহরণ যেমন প্রজাপতি ব্রত স্থলে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্থলে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর ব্রতপ্রকরণে "উদয়কালীন আদিত্যকে দেখিবে না" এই নিষেধ স্থলে উদয়কালীন আদিত্যের অনীক্ষণ (না দেখার) সংকল্প করিবে—এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হয়। (ইহা মীমাংসাদর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩য় অধিকরণে ৩—৬ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে)।৯ সুতরাং নিত্যকর্ম্ম না করা প্রত্যবায়জনক, ইহার অর্থ এই যে, যে সময়ে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত সেই সময়ে সেই নিত্যকর্ম্মের বিরুদ্ধ যে উপবেশনাদি (প্রতিষদ্ধ) কর্ম্ম তাহাই নিত্যকর্ম্মের অকরণের দ্বারা অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম না করার দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া প্রত্যবায়ের হেতু হইয়া থাকে, ইহাই বৈদিকগণের (বেদবিৎ মীমাংসকগণের) সিদ্ধান্ত। এই কারণেই "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" অর্থাৎ—"বৈধ কর্ম্ম না করিলে" এই শাস্ত্রের "অকুর্ব্বন্" এই স্থলে যে শতৃ প্রত্যয় হইয়াছে তাহার লক্ষণ অর্থেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; কারণ "যে ক্রিয়া ক্রিয়ান্তরের লক্ষণ অথবা হেতু বুঝাইয়া থাকে তাহার উত্তর শতৃপ্রত্যয় হয়" এই পাণিনীয় সূত্রোক্ত নিয়মে শতৃপ্রত্যয় লক্ষণার্থে এবং হেত্বর্থে অশিষ্টভাবে বিহিত হইলেও "অকুর্ব্বন্" এস্থলে লক্ষণার্থেই শতৃ হইয়াছে, হেত্বর্থে নহে; কেন না এখানে হেত্বর্থে শতৃপ্রত্যয় হইতে পারে না। অর্থাৎ অকরণ (না করা) বা করার অভাব কখনও কাহারও হেতু হইতে পারে না; এইজন্য এখানে হেত্বর্থে শতৃপ্রত্যয় হইয়াছে বলা চলা না। সুতরাং নিত্য কর্ম্মের

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ বুধাঃ জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতম্ আহুঃ অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই ফলকামনা বিহীন এবং জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা যাঁহার সমুদয় কর্ম্মই দগ্ধ হইয়াছে, বুধগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন।১৯

নাপি নিত্যানুষ্ঠানপরমেবৈতদ্বাক্যং, নিত্যানি কুর্য্যাদিত্যর্থে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি তদবোধকবাক্যং প্রযুঞ্জানস্য ভগবতঃ প্রতারকত্বাপত্তেরিত্যাদি ভাষ্য এব বিস্তরেণ ব্যাখ্যাতমিত্যুপরম্যতে ১১—১৮ ॥

তদেতৎ পরমার্থদর্শিনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবেন কর্ম্মালিপ্তত্বং প্রপঞ্চ্যতে "ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা" ইত্যন্তেন।১ "যস্য" পূর্ব্বোক্তপরমার্থদর্শিনঃ "সর্ব্বে" যাবন্তো বৈদিকা লৌকিকা বা "সমারম্ভাঃ" সমারভ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কর্ম্মাণি "কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ" কামঃ ফলতৃষ্ণা, সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ, লোকসংগ্রহার্থং

অকরণে প্রত্যবায় উৎপন্ন হইবে একথা বলা চলে না। এই কারণে "অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ" এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ যে বলেন নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় হয় বলিয়া তাহাতে কর্ম্মদৃষ্টি করা উচিত, তাহা অতি অযৌক্তিক। সুতরাং মিথ্যাদর্শনের যাহাতে অপনোদন হয় সেইরূপ উপদেশই প্রস্তুত অর্থাৎ আরব্ধ হইয়াছে, আর তাহারই মধ্যে "কর্ম্মাকরণে কর্ম্মদৃষ্টি" এইপ্রকারে মিথ্যা দৃষ্টি করিবার যে ব্যাখ্যা তাহা মোটেই শোভা পায় না।১০ আর এই বাক্যটী 'নিত্য কর্ম্ম সকল করা উচিত' এইরূপে যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিধান করিতেছে তাহাও বলা চলে না, কারণ তাহা হইলে নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে এই উদ্দেশ্যে "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করে" এই প্রকার যে বাক্য ভগবান্ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা উক্তরূপ অর্থের বোধক নহে বলিয়া ভগবানের প্রতারকতা প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এই প্রকারে ভাষ্য মধ্যেই ইহার বিস্তৃভাবে ব্যাখ্যা করা আছে, সেইজন্য এস্থানে (এ বিষয়ের অধিক আলোচনা হইতে) বিরত হওয়া যাইতেছে।১১—১৮॥

ভাবপ্রকাশ—চলন বা ব্যাপারাত্মক কর্ম্মের মধ্যে অকর্ত্তা আত্মাকে দেখিতে পাইলেই তত্ত্বদর্শন হয়। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা যে সর্ব্ববিধ বিক্রিয়ারহিত এবং ব্যাপারাদি সবই যে ঐ অবিকারী আত্মাতে আরোপিত মাত্র—ইহা দেখিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। কর্ম্মগুলি যে আত্মার দিক হইতে অকর্ম্মই বটে, এবং আত্মজ্ঞানবিহীন অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে অকর্ম্ম হয় না ইহা বুঝিবার দরকার। অজ্ঞানই কর্ম্ম, জ্ঞানই অকর্ম্ম; জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহা অকর্ম্মই হয়। অজ্ঞান থাকিতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া যে 'অকর্ম্ম' হইবার প্রয়াস তাহা দুষ্কর্ম্মমাত্র।১৮

অনুবাদ—পরমার্থদর্শীর কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় কর্ম্মে লিপ্ততাও থাকে না; ইহাই "যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা" পর্য্যন্ত শ্লোকনিচয়ে বিস্তারিত করা হইতেছে।১ **যস্য**=পূর্ব্বকথিত যে পরমার্থদর্শী ব্যক্তির **সর্ব্বে**=সমস্ত অর্থাৎ লৌকিক এবং বৈদিক সকল **সমারম্ভাঃ**=যাহা সম্যক্‌রূপে আরব্ধ হয় তাহাই সমারম্ভ এইরূপ ব্যুৎপত্তিবলে সমারম্ভ অর্থ কর্ম্ম

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০ ॥

সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ ন এব করোতি অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত, সুতরাং অলব্ধবস্তুর লাভে বা লব্ধ বস্তুর রক্ষায় চেষ্টা করেন না তিনি প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না॥২০

বা জীবনমাত্রার্থং বা প্রারব্ধকর্ম্মবেগাদ্‌বৃথাচেষ্টারূপাঃ ভবন্তি।২ তথা কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং, তদেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য, তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়াৎ "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং বুধা" ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থতঃ "পণ্ডিতং আহুঃ" সম্যদ্‌গশী হি পণ্ডিত উচ্যতে ন তু ভ্রান্ত ইত্যর্থঃ ৩—১৯॥

ভবতু জ্ঞানাগ্নিনা প্রাক্তনানামপ্রারব্ধকর্ম্মণাং দাহঃ, আগামিনাঞ্চানুৎপত্তিঃ, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ক্রিয়মাণস্ত পূর্ব্বোত্তরয়োরনন্তর্ভাবাৎ ফলায় ভবেদিতি ভবেৎ কস্যচিদাশঙ্কা

কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ=কাম অর্থাৎ ফলতৃষ্ণা, আর আমি করিতেছি ইত্যাকার যে কর্ত্তৃত্বাভিমান তাহার নাম সঙ্কল্প, এই দুইটীর দ্বারা বর্জ্জিত অর্থাৎ কাম এবং সঙ্কল্পবিহীন;—প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম সকল লোকসংগ্রহের জন্যই হউক অথবা কেবলমাত্র জীবনযাত্রার জন্যই হউক বৃথা চেষ্টার ন্যায় অর্থাৎ অনর্থক কর্ম্মের ন্যায় হইয়া থাকে; কারণ তৎকালে তিনি যে সমস্ত কর্ম্ম করেন সেগুলি ফলানুবন্ধী হয় না।২ **তং**=সেই ব্যক্তিকে **জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্**=কর্ম্মাদিতে যে অকর্ম্মাদি দর্শন তাহাই জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আবার অগ্নিস্বরূপ; সেই জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁহার শুভাশুভ রূপ সকল কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তিনি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা; যেহেতু এ সম্বন্ধে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা শুভাশুভ সকল কর্ম্মই যে দগ্ধ হইয়া যায় তদ্বিষয়ে—"ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উত্তরকালে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পরে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মরূপ পাপ অনুষ্ঠিত হয় তাহা চিত্তমধ্যে বাসানকারে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত শুভাশুভ কম্মরূপ পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদেরও বিনাশ হইয়া যায়, যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপই ব্যপদেশ অর্থাৎ উক্তি আছে" বেদান্তদর্শনের এই সূত্রে সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মই প্রমাণ। **বুধাঃ**=পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা সেই ব্যক্তিকে পরমার্থতঃ **পণ্ডিতম্ আহুঃ**=পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। কারণ যিনি সম্যক্‌দর্শী তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হন, ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কেহ পণ্ডিত বলে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৩—১৯॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞানভূমিতে কোনও কর্ম্মই কামনা দ্বারা চালিত হয় না; এখানে কর্ম্ম ফলসঙ্কল্প হইতে প্রসূত হয় না, কর্ত্তৃত্বাভিমান রূপ সঙ্কল্পও এখানে থাকে না। তাই এই ভূমির কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্মই হইয়া যায়। কর্ম্মসঙ্কল্প না থাকিলে কর্ম্ম হয় না; ইহা দোষাবহও নহে। কামসঙ্কল্পই সব অনর্থের মূল—ইহার ত্যাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।১৯

অনুবাদ—ভাল, জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা না হয় তাঁহার প্রাক্তন (পূর্ব্বকালীন) অপ্রারব্ধ কর্ম্মের (যে কর্ম্ম বিপাকোন্মুখ হয় নাই বলিয়া ফল জন্মাইতেছে না তাহার) দাহ হইল এবং আগামী

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি কিল্বিষং ন আপ্নোতি অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম, যাঁহার চিত্ত ও দেহ সংযত হইয়াছে, যিনি সর্ব্ববিধ পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম করিয়াও পাপভাগী হন না ॥২১

তামপন্নুদতি ত্যক্ত্বেতি—১। কর্ম্মণি ফলে চাসঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিমানং ভোগাভিলাষঞ্চ ত্যক্ত্বা অকর্ত্ত্রভোক্ত্রাত্মসম্যগ্দর্শনেন বাধিত "নিত্যতৃপ্তঃ" পরমানন্দস্বরূপলাভেন সর্ব্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষঃ, "নিরাশ্রয়ঃ" আশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়াদিরদ্বৈতদর্শনেন নির্গতো যস্মাৎ স নিরাশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়াদ্যভিমানশূন্যঃ ফলকামনায়াঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানস্য চ নিবৃত্তৌ হেতুগর্ভং ক্রমেণ বিশেষণদ্বয়ং, এবম্ভূতো জীবন্মুক্তো ব্যুত্থানদশায়াং কর্ম্মণি বৈদিকে লৌকিকে বা "অভিপ্রবৃত্তোঽপি" প্রারব্ধকর্ম্মবশাল্লোকদৃষ্ট্যাভিতঃ সাঙ্গোপাঙ্গানুষ্ঠানায় প্রবৃত্তোঽপি স্বদৃষ্ট্যা "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনেন বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ ২—২০ ॥

(ভবিষ্যৎ) কর্ম্মেরও না হয় উৎপত্তি নাই হইল অর্থাৎ কর্ম্মজন্য বাসনা না হয় সঞ্চিত না হইল কিন্তু তথাপি জ্ঞানোৎপত্তিকালে যে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সেইগুলি ত পূর্ব্বের অথবা পরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না, সুতরাং সেগুলি ত ফলজনক হইবে ?—কাহারও হয়ত এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। এক্ষণে তাহারই অপনোদন করিতেছেন—।১ কর্ম্মে এবং কর্ম্মফলে **আসঙ্গম্** = কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ভোগাভিলাষ **ত্যক্ত্বা** = ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অকর্ত্তা ও অভোক্তা আত্মার সম্যক্ দর্শনের দ্বারা তাহা বাধিত করিয়া **নিত্যতৃপ্ত** = পরমানন্দস্বরূপ লাভ হওয়ায় সকল বিষয়েই আকাঙ্ক্ষা বিহীন হইয়া **নিরাশ্রয়ঃ** = আশ্রয় অর্থ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি; অদ্বৈতদর্শন হওয়ায় সেই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ আশ্রয় যাঁহার নিকট হইতে নির্গত হইয়াছে তিনি নিরাশ্রয় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির উপর অভিমানশূন্য। নিত্যতৃপ্ত এবং নিরাশ্রয় এই দুইটী পদ ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তির হেতুগর্ভ বিশেষণ অর্থাৎ তিনি ফলকামনা ত্যাগ করিয়াছেন, ইহার কারণ 'যেহেতু তিনি নিত্যতৃপ্ত', এবং তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়াছেন ইহার কারণ 'যেহেতু তিনি নিরাশ্রয়'। এই প্রকারের যে জীবন্মুক্ত পুরুষ তিনি ব্যুত্থান দশায় **কর্ম্মণি** = বৈদিক অথবা লৌকিক কর্ম্মে **অভিপ্রবৃত্তঃ অপি** = অভিপ্রবৃত্ত হইলেও অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মবশে লোকদৃষ্টি অনুসারে অভি অর্থ অভিতঃ—অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য অভিমুখ হইয়া—প্রবৃত্ত হইলেও নিজ দৃষ্টিতে **নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ** = তিনি কিছু করেনই না; নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াবিহীন) আত্মার স্বরূপ দর্শন করায় সমস্ত দ্বৈত বাধিত হওয়ায় তাঁহার 'করিতেছি' ইত্যাকার বোধ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২—২০॥

ভাবপ্রকাশ—আত্মদর্শন জন্য তৃপ্তিতে নিত্যনিমগ্ন, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানশূন্য ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম খুঁটিনাটী ভাবে করিলেও বাস্তবিক তাহা অকর্ম্মই বটে। কর্ম্মে এবং ফলে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। এই আসক্তি যেখানে নাই, সেখানে কর্ম্ম করিলেও তাহা কর্ম্ম নহে।২০

যদাত্যন্তবিক্ষেপহেতোরপি জ্যোতিষ্টোমাদেঃ সম্যগ্‌জ্ঞানবশাৎ ন তৎফলজনকত্বং, তদা শরীরাবস্থিতিমাত্রহেতোরবিক্ষেপকস্য ভিক্ষাটনাদের্নাস্ত্যেব বন্ধহেতুত্বমিতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ নিরাশীরিতি।১ "নিরাশী"র্গততৃষ্ণঃ "যতচিত্তাত্মা" চিত্তমন্তঃকরণং আত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়সহিতো দেহস্তৌ সংযতৌ প্রত্যাহারেণ নিগৃহীতৌ যেন সঃ, যতো জিতেন্দ্রিয়োঽতো বিগততৃষ্ণত্বাৎ "ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ" ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা ভোগোপকরণানি যেন সঃ, এতাদৃশোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ "শারীরং" শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কৌপীনাচ্ছাদনাদি-গ্রহণভিক্ষাটনাদিরূপং যতিং প্রতি শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং "কর্ম্ম" কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ, তদপি "কেবলং" কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যং পরাধ্যারোপিতকর্ত্তৃত্বেন "কুর্ব্বন্‌" পরমার্থতোঽ-কর্ত্রাত্মদর্শনাৎ "নাপ্নোতি" ন প্রাপ্নোতি "কিল্বিষং" ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতমনিষ্টং সংসারং, পাপবৎ পুণ্যস্যাপ্যনিষ্টফলত্বেন কিল্বিষত্বাৎ।২ যে তু শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরমিতি ব্যাচক্ষতে

অনুবাদ—(স্বর্গাদি ফলদ্বারা) অত্যন্ত বিক্ষেপের (চাঞ্চল্যের) জনক হয় যে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম সেই গুলিই যখন সম্যক্ জ্ঞানবশতঃ নিজ নিজ ফল জন্মাইতে পারে না তখন যাহা কেবলমাত্র শরীর ধারণের উপযোগী এতাদৃশ অবিক্ষেপক (চাঞ্চল্যের অনুৎপাদক) ভিক্ষাটন (ভিক্ষার্থে ভ্রমণ) প্রভৃতি যে কর্ম্ম তাহা ত বন্ধের হেতু হইতেই পারে না—ইহাই 'কৈমুতিকন্যায়ে' বলিতেছেন—।১ **নিরাশীঃ**=বিগততৃষ্ণ (যাঁহার তৃষ্ণা দূর হইয়া গিয়াছে) **যতচিত্তাত্মা**=চিত্ত অর্থ অন্তঃকরণ এবং আত্মা অর্থ বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত দেহ ; যাঁহা কর্ত্তৃক সেই দুইটী অর্থাৎ চিত্ত এবং বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত দেহ উভয়ই সংযত হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যাহার প্রভাবে (প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করায়) নিগৃহীত হইয়াছে তিনি যতচিত্তাত্মা ; যেহেতু তিনি জিতেন্দ্রিয় সেইহেতু বিগততৃষ্ণ হওয়ায় তিনি **ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ**=ত্যক্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে সর্ব্ব (সমস্ত) পরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগের উপকরণ সামগ্রী যৎকর্ত্তৃক—। তিনি এইরূপ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া **শারীরং**= কেবলমাত্র শরীর রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক এতাদৃশ কৌপীনাচ্ছাদনাদি গ্রহণ এবং ভিক্ষাটন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসীর পক্ষে শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে সেই সমস্ত **কর্ম্ম**=কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্ম, তাহাও আবার **কেবলম্**=কেবল ভাবে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া, যেহেতু তিনি পরমার্থতঃ অকর্ত্তা যে আত্মা সেই আত্মার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন সেইহেতু অন্য অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয় তাহাদের দৃষ্টি অনুসারে তাদৃশ আরোপিত কর্ত্তৃত্ব সহকারে **কুর্ব্বন্**= সেই সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলেও **নাপ্নোতি**=প্রাপ্ত হন না **কিল্বিষম্**=ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলরূপ অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) সংসার অর্থাৎ আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে এবং অদৃষ্ট থাকিলে জন্মমরণ রূপ সংসারও থাকিবে ; ইহা কিন্তু মুমুক্ষুর অনভিপ্রেত ; পাপ যেমন অনিষ্ট ফলপ্রদান করে পুণ্যও সেইরূপ মুমুক্ষুর অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) স্বর্গাদিরূপ ফল আনয়ন করে বলিয়া পুণ্যকেও পরমার্থ দৃষ্টিতে পাপ বলিয়া অভিহিত করা হয়।২ যাঁহারা 'শারীর' শব্দের 'যাহা শরীরের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে 'শারীর' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইলেও এখানে কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্=''কেবল ভাবে কর্ম্ম করিলেও'' এইপ্রকার অর্থের অতিরিক্ত কোন

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে অর্থাৎ যিনি বিনা প্রার্থনায় লব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট, শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, সমদর্শী এবং যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুরও লাভে বা অলাভে হর্ষবিষাদহীন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না ॥২২

তস্মিতে কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যতোঽধিকার্থালাভাদব্যাবর্ত্তকত্বেন শারীরপদস্য বৈয়র্থ্যং। অথ বাচিকমানসিকব্যাবর্ত্তনার্থমিতি ব্রূয়াৎ তদা কর্ম্মপদস্য বিহিতমাত্রপরত্বে শারীরং বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধোঽনর্থকঃ। বাচিকং মানসঞ্চ বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ প্রাপ্নোতি কিল্বিষমিতি চ শাস্ত্রবিরুদ্ধমুক্তং স্যাৎ। বিহিতপ্রতিষিদ্ধ-সাধারণপরত্বেঽপ্যেবমেব ব্যাঘাত ইতি ভাষ্য এব বিস্তরঃ ৩—২১ ॥

অর্থ প্রকাশিত না হওয়ায় উহা অব্যাবর্ত্তক হওয়ায় অর্থাৎ উহা বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও কোন ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করিতে না পারায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর যদি বলা হয় যে বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের ব্যাবৃত্তি (ভেদ) করিবার জন্য উহা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে "কর্ম্ম" এই পদটীর অর্থ হয় বিহিত কর্ম্ম; আর তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে "বিহিত শারীর কর্ম্ম করিয়া পাপ ভোগ করে না"; কিন্তু এরূপ বলিলে অপ্রসক্তের প্রতিষেধরূপ দোষ হয় অর্থাৎ যাহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাহার নিষেধ করিলেই শাস্ত্র অর্থবৎ হয়, অন্যথা তাহা নিরর্থক। বিহিত কর্ম্ম করিলে পাপ হওয়া ত স্বভাবিক নহে যে তাহার প্রতিষেধ করিতে হইবে। সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যায় উক্ত দোষের প্রসঙ্গ থাকিয়া যাইবে। আর যদি বলা হয়, বাচিক এবং মানসিক বিহিত কর্ম্ম করিলে পাপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা বলা হয়; কারণ যে ব্যক্তি নিরাশীঃ নহেন তিনি যদি বাচিক ও মানসিক বিহিত কর্ম্ম করেন তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইবেন না, আর যিনি নিরাশীঃ হইয়া উহা করেন তিনি পাপগ্রস্ত হইবেন—এইরূপ অর্থ পর্য্যবসিত হয়; ইহা কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ; কেননা বিহিত কর্ম্ম করিলে পাপ হইতেই পারে না। আর যদি বল যে এই বাক্যটি বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ উভয়প্রকার কর্ম্মের উদ্দেশেই সাধারণভাবে কথিত হইতেছে তাহা হইলে এইরূপেই ব্যাঘাত দোষ ঘটে অর্থাৎ অপ্রতিষিদ্ধ শারীর কর্ম্ম করিলে পাপ হয় না সত্য কিন্তু প্রতিষিদ্ধ শারীর কর্ম্ম করিলে যে পাপ হয় না এইপ্রকার উক্তি ব্যাহতার্থক, যেহেতু প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে অবশ্যই পাপ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যমধ্যেই ইহার বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে ।৩—২১॥

ভাবপ্রকাশ—যাঁহারা সমস্ত পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাঁহারা শুধু শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম করেন। এই কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের কোনওরূপ পাপ স্পর্শ করে না। সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও তাহা অকর্ম্ম—ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে; সুতরাং শুধু ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম করিলে যে তাহা অকর্ম্ম হইবে তাহা ত নিশ্চিতই। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করার জন্য এই পরমহংস সন্ন্যাসীদের কোনও প্রত্যবায় হয় না—ইহাই বোধ হয় এই শ্লোকের অভিপ্রেত ।২১

ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কর্ম্মাভ্যনুজ্ঞাতং। তত্রান্নাচ্ছাদনাদিব্যতিরেকেণ শরীরস্থিতেরসম্ভবাদ্‌যাচ্ঞাদিনাপি স্বপ্রযত্নেনান্নাদিকং সম্পাদ্যমিতি প্রাপ্তে নিয়মায়াহ যদৃচ্ছেতি।১ শাস্ত্রানমুমতপ্রযত্নব্যতিরেকো যদৃচ্ছা, তয়ৈব চ যো লাভোঽন্নাচ্ছাদনাদেঃ শাস্ত্রানুমতস্য স যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টস্তদধিকতৃষ্ণারহিতঃ, তথাচ শাস্ত্রং "ভৈক্ষঞ্চরেদিতি" প্রকৃত্য "অযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া" ইতি যাচ্ঞাসঙ্কল্পাদিপ্রযত্নং বারয়তি। মনুরপি "ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া। নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ॥" ইতি। যতয়ো ভিক্ষার্থং গ্রামং বিশন্তি ইত্যাদিশাস্ত্রানুমতস্তু প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য এব। এবং লব্ধব্যমপি শাস্ত্রনিয়তমেব "কৌপীনযুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারণীম্। পাদুকে চাপি গৃহ্ণীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥" ইত্যাদি, এবমন্যদপি বিধিনিষেধরূপং শাস্ত্রমূহ্যম্।২ নমু স্বপ্রযত্নমন্তরেণালাভে শীতোষ্ণাদিপীড়িতঃ কথং জীবেদত আহ,—"দ্বন্দ্বাতীতঃ" দ্বন্দ্বানি ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবর্ষাদীনি অতীতোঽতিক্রান্তঃ সমাধিদশায়াং তেষামস্ফুরণাৎ ব্যুত্থানদশায়াং স্ফুরণেঽপি পরমানন্দাদ্বিতীয়াকর্ত্ৃ-

অনুবাদ—যিনি সকল প্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার শরীর ধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক কেবলমাত্র ততটুকু কর্ম্ম শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্ন এবং আচ্ছাদনাদি না হইলে শরীর ধারণ অসম্ভব হয় বলিয়া নিজে প্রযত্ন করিয়া যাচ্ঞাদি করিয়াও অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করা উচিত, এইরূপ বিধি হইলে তদ্বিষয়ে নিয়ম বলিতেছেন অর্থাৎ ব্যবস্থা বা কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন—।১ **যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ**=শাস্ত্রের অননুমোদিত প্রযত্ন না থাকার নাম যদৃচ্ছা; সেই যদৃচ্ছাক্রমে শাস্ত্রানুমোদিত অন্নাচ্ছাদনাদির যে লাভ তাহাই যদৃচ্ছালাভ; তাহাতে যিনি সন্তুষ্ট অর্থাৎ তাহার অধিকে তৃষ্ণাবিহীন। এইজন্য শাস্ত্র "ভৈক্ষাচরণ করিবে" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "অযাচিত, অসংকল্পিত এবং যদৃচ্ছাক্রমে আগত" ইত্যাদি বাক্যে সন্ন্যাসীর পক্ষে যাচ্ঞা সংকল্প প্রভৃতি প্রযত্নের নিষেধ করিয়া দিতেছে। মনুও বলিয়াছেন "কোন উৎপাত এবং কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া, নক্ষত্রবিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ গণকতা করিয়া কিংবা অঙ্গ বিদ্যার দ্বারা অথবা অনুশাসনবাদ অবলম্বন করিয়া কথনও ভিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না"; "যতিগণ ভিক্ষারনিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে পারেন।" ইত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রযত্নের কথা বলা হইয়াছে তাহা অবশ্য সন্ন্যাসী করিতে পারেন। আবার লব্ধব্যও শাস্ত্র নিয়মিতই হইবে অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ করিতে পারা যায়। (শাস্ত্রে যেগুলি লব্ধব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইগুলি যথা) "কৌপীনদ্বয়াত্মক বস্ত্র, শীত নিবারিণী কন্থা, এবং এক জোড়া পাদুকা গ্রহণ করিতে পারা যায়; ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছু সংগ্রহ করিবে না" ইত্যাদি। এইরূপ অপরাপর বিধি ও নিষেধ শাস্ত্র হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে।২ আচ্ছা, নিজে প্রযত্ন না করিলে যদি লাভ না হয় তাহা হইলে শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে পীড়িত হইয়া তিনি কিরূপে বাঁচিবেন? ইহারই জন্য বলিতেছেন **দ্বন্দ্বাতীতঃ**=ক্ষুধ, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, প্রভৃতি দ্বন্দ্বকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন; অর্থাৎ ঐ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসকল সমাধি দশায় স্ফুরিত হয় না,

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অর্থাৎ নিষ্কাম, মুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী—এতাদৃশ ব্যক্তির সমুদায় কর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হয় ॥২৩

ভোক্ত্রাত্মপ্রত্যয়েন বাধাৎ তৈর্দ্বন্দ্বৈরুপহন্যমানোঽপ্যক্ষুভিতচিত্তঃ, অতএব পরস্য লাভে স্বস্যালাভে চ "বিমৎসরঃ" পরোৎকর্ষাসহনপূর্ব্বিকা স্বোৎকর্ষবাঞ্ছা মৎসরস্তদ্রহিতঃ অদ্বিতীয়াত্মদর্শনেন নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ। অতএব "সম"স্তুল্যো যদৃচ্ছালাভস্য "সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ" সিদ্ধৌ ন হৃষ্টঃ নাপ্যসিদ্ধৌ বিষণ্ণঃ স স্বানুভবেনাকর্ত্তৈব পরৈরারোপিতকর্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম্ম "কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে", বন্ধহেতোঃ সহেতুকস্য কর্ম্মণো জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিতি পূর্ব্বোক্তানুবাদঃ ৩—২২ ॥

ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টস্য যতের্যচ্ছরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম্ম তৎ কৃত্বা ন নিবধ্যতে ইত্যুক্তের্গৃহস্থস্য ব্রহ্মবিদো জনকাদের্যজ্ঞাদিরূপং যৎ

(কারণ তখন চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তিই নিরুদ্ধ থাকে), আর ব্যুত্থানদশায় ঐগুলি স্ফুরিত হইলেও তাঁহার পরমানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় অকর্ত্তা অভোক্তা আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সেইগুলি বাধিত হওয়ায় সেগুলি পীড়া জন্মাইতে থাকিলেও তাহাতে তাঁহার চিত্ত ক্ষুভিত হয় না। যেহেতু তিনি দ্বন্দ্বাতীত এই কারণেই তিনি পরের লাভে এবং নিজের অলাভে **বিমৎসরঃ**—পরের উৎকর্ষ সহিতে না পারিয়া নিজের উৎকর্ষের যে অভিলাষ তাহাই মৎসর; সেই মৎসরবিহীন অর্থাৎ অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করায় বৈরবুদ্ধি রহিত। আর এই কারণেই অর্থাৎ তিনি বিমৎসর হইয়াছেন বলিয়াই **সিদ্ধৌ**=যদৃচ্ছালাভের সিদ্ধিতে অথবা **অসিদ্ধৌ**=অসিদ্ধিতে **সমঃ**=তুল্যবুদ্ধি;—যদৃচ্ছালাভ যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তিনি হৃষ্ট হন না এবং তাহা যদি অসিদ্ধ হয় তাহাতেও তিনি বিষণ্ণ নহেন। (এইরূপ ভাবাপন্ন সেই যে ব্যক্তি) তিনি নিজ অনুভব অনুসারে অকর্ত্তাই, আর পরের অনুভব অনুসারে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব আরোপিত; তিনি কেবলমাত্র শরীর ধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাচরণাদিরূপ কর্ম্ম করিলেও **ন নিবধ্যতে**=বদ্ধ হন না কারণ বন্ধের হেতুস্বরূপ সহেতুক (কর্ম্মের হেতু যে অবিদ্যারোপিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাভিমান তাহার সহিত) কর্ম্ম জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছিল ইহা তাহারই অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি।৩—২২॥

ভাবপ্রকাশ—বিহিত কর্ম্ম না করিলে পাপ হয় না—পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন। এখন এই শ্লোকে বলিতেছেন যে কর্ম্ম করিলেও তাহা বন্ধনের হেতু হয় না, কারণ বন্ধনের মূল যাহা তাহা এখানে নাই। ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মেও দ্রব্যপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই—যাহা আপনি জোটে তাহাতেই সন্তুষ্ট। শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বে, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কোনও বিচলন নাই, তাই এতাদৃশ জ্ঞানীর কর্ম্ম অকর্ম্মই বটে; বিক্ষোভাত্মক বলিয়া কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। যেখানে বিক্ষোভ নাই সেখানে কর্ম্ম কোথায়?২২

কর্ম্ম তদ্বন্ধহেতুঃ স্যাদিতি ভবেৎ কস্যচিদাশঙ্কা, তামপনেতুং "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদিনোক্তং বিবৃণোতি গতসঙ্গস্যেতি—১। "গতসঙ্গস্য" ফলাসঙ্গশূন্যস্য "মুক্তস্য" কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যধ্যাসশূন্যস্য "জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ" নির্ব্বিকল্পব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ এব স্থিতং চিত্তং যস্য তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যেত্যর্থঃ,—উত্তরোত্তরবিশেষণস্য পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বেনান্বয়ো দ্রষ্টব্যঃ; গতসঙ্গত্বং কুতঃ যতোঽধ্যাসহীনত্বং, তৎ কুতো যতঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্বমিতি;—ঈদৃশস্যাপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ "যজ্ঞায়" যজ্ঞসংরক্ষণার্থং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞে শ্রেষ্ঠাচারত্বেন লোক-প্রবৃত্ত্যর্থং, যজ্ঞায় বিষ্ণবে তৎপ্রীত্যর্থমিতি বা "আচরতঃ কর্ম্ম" যজ্ঞদানাদিকং "সমগ্রং" সহাগ্রেণ ফলেন বিদ্যত ইতি সমগ্রং "প্রবিলীয়তে" প্রকর্ষেণ কারণোচ্ছেদেন তত্ত্বদর্শনা-দ্বিলীয়তে বিনশ্যতি ইত্যর্থঃ ২—২৩॥

অনুবাদ—যিনি সকল প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকেন এতাদৃশ সন্ন্যাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শরীর রক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষাচর্য্যা প্রভৃতি রূপ যে কর্ম্ম পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে **তৎকৃত্বা ন নিবধ্যতে**="তাহা করিয়া তিনি বদ্ধ হয়েন না" এই কথা বলা হইলে, ইহাতে হয়ত কাহারও শঙ্কা হইতে পারে যে জনক প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের (গৃহস্থাশ্রমবিহিত) যজ্ঞাদিরূপ যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয় তাহা বন্ধনের কারণ হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—।১ **গতসঙ্গস্য**=কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আদি অধ্যাসশূন্য ফলাসঙ্গবিহীন মুক্ত ব্যক্তির **জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ**=ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা-বিষয়ক নির্বিকল্পক বোধে যাঁহার চিত্ত অবস্থিত অর্থাৎ যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ—। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে শ্লোকের মধ্যে পরে পরে যে বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্বের বিশেষণরূপে অন্বিত হইবে। তিনি যে গতসঙ্গ ইহার কারণ কি? উত্তর—যেহেতু তিনি মুক্ত, অধ্যাসহীন। তিনি যে অধ্যাসহীন তাহার হেতু কি? উত্তর—যেহেতু তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ (জ্ঞানাবস্থিতচেতাঃ)। তিনি এইরূপ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যজ্ঞায়=যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার হইতেছে; অতএব ইহাতে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, তজ্জন্য, অথবা **যজ্ঞায়**=বিষ্ণুর নিমিত্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য (যেহেতু বিষ্ণুই যজ্ঞ নামে অভিহিত হন), যজ্ঞদানাদি **কর্ম্ম আচরতঃ**=আচরণ করিতে থাকেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম **সমগ্রম্**=সমগ্রভাবে—অগ্রের সহিত অর্থাৎ ফলের সহিত **প্রবিলীয়তে**=তিনি তত্ত্বদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ কারণোচ্ছেদসহকারে বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ নাশপ্রাপ্ত হয়।২—২৩॥

ভাবপ্রকাশ—শুধু যে পরমহংস যতিদের কর্ম্ম অকর্ম্ম হয় তাহা নহে। গৃহস্থও যদি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সম্যক্‌রূপে আসক্তিশূন্য হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মও অকর্ম্ম হয়। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না; জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া যদি এই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কৃত হয়—তাহা হইলে কর্ম্মের বীজ সমূলে দগ্ধ হইয়া কর্ম্ম একেবারে বিলীন হইয়া যায়।২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রহ্মাগ্নৌ হুতং ব্রহ্ম, তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ অর্থাৎ অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম; তৎকর্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম ব্রহ্ম; এইরূপ ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মে যাঁহার চিত্ত একাগ্রতাবিশিষ্ট, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৪

ননু ক্রিয়মাণং কর্ম্ম ফলমজনয়িত্বৈব কুতো নশ্যতি ব্রহ্মবোধেন তৎকারণোচ্ছেদাদিত্যাহ ।১ অনেককারকসাধ্যা হি যজ্ঞাদিক্রিয়া ভবতি। দেবতোদ্দেশেন হি দ্রব্যত্যাগো যাগঃ, স এব ত্যজ্যমানদ্রবস্যাগ্নৌ প্রক্ষেপাদ্ধোম ইত্যুচ্যতে, তত্রোদ্দেশ্যা দেবতা সম্প্রদানম্, ত্যজ্যমানং দ্রব্যং হবিঃশব্দবাচ্যং সাক্ষাদ্ধাত্বর্থং কর্ম্ম, তৎফলন্তু

অনুবাদ—আচ্ছা, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে তাহা ফল না জন্মাইয়াই যে বিনষ্ট হয় তাহার হেতু কি? উত্তর—তাহার হেতু এই যে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তাহার কারণের উচ্ছেদ হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মের কারণীভূত অবিদ্যার নাশ হওয়ায় কর্ম্মের আর ফলজনকতা থাকে না; তাহাই বলিতেছেন—।১ যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনেক কারকসাধ্য অর্থাৎ তাহা সম্পন্ন করিতে কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই কারকপঞ্চকাবচ্ছিন্ন বহু দ্রব্যাদি আবশ্যক। যেহেতু—দেবতার উদ্দেশে যে দ্রব্য ত্যাগ করা হয় তাহার নাম যাগ। সেই (যাগ নামক) ত্যাগকেই আবার তখন হোম বলা হয় যখন ত্যজ্যমান দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। সে স্থানে উদ্দেশ্য দেবতা অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ করা হয় তাহা সম্প্রদান হইয়া থাকে; ত্যজ্যমান দ্রব্য অর্থাৎ যে দ্রব্যের ত্যাগ করা হয় তাহারই নাম হবিঃ। এবং তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধাত্বর্থের (হোমার্থক হু ধাত্বর্থের) কর্ম্ম হইয়া থাকে। আর তাহার (সেই হোমক্রিয়ার) ফল যে ব্যবহিত স্বর্গাদি তাহা ভাবনার কর্ম্ম হইয়া থাকে। [**তাৎপর্য্য**:—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই বাক্যে "জুহুয়াৎ" এই পদটীতে 'হু' ধাতুর উত্তর যে লিঙ্ বিভক্তি ও 'ঈত' প্রত্যয়রূপ আখ্যাত আছে তাহা 'ভাবনা' বুঝাইয়া থাকে। ভাবনা বলিতে ভাবয়িতার অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্পাদয়িতার ভাব্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্য যে স্বর্গাদি ফল তাহার নিমিত্ত যে ক্রিয়া বা ব্যাপার তাহাই বুঝায়; এইজন্য ভাবনার অর্থ নিষ্পাদন। যদিও 'জুহুয়াৎ' পদে 'হু' এই প্রকৃত্যংশে হোম এবং ঈতপ্রত্যয়রূপ আখ্যাতাংশে ভাবনা বুঝায়, এবং উহারা মিলিয়া একটী পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সমানপদোপাত্ত হওয়ায় প্রত্যাসন্ন বলিয়া প্রকৃত্যংশ যে হোম তাহারই ভাবনার কর্ম্ম হওয়া উচিত, তথাপি উহা প্রত্যয়াংশের দ্বারা অভিহিত না হওয়ায় এবং ফলরূপে পুরুষের ইষ্যমাণ (অভিলষিত) না হওয়ায় ঐ হোম ভাবনার কর্ম্ম হয় না কিন্তু ভিন্নপদনির্দ্দিষ্ট ব্যবহিত স্বর্গাদিই ভাবনার কর্ম্ম হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলই ভাবনার (পুরুষ ব্যাপারের) ভাব্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্য হইয়া থাকে। আর সমান পদবর্ণিত ধাত্বর্থ তাহার কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" বলিলে "অগ্নিহোত্রেণ হোমেন স্বর্গং ভাবয়েৎ" এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত হয়; অর্থাৎ এই বিধিবাক্যের অর্থ "অগ্নিহোত্র নামক হোমের দ্বারা স্বর্গরূপ ইষ্ট লাভের ভাবনা করিবে" অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা এরূপ করিবে যাহাতে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয়। মীমাংসা-

স্বর্গাদি ব্যবহিতং ভাবনাকর্ম্ম। এবং ধারকত্বেন হবিষোঽগ্নৌ প্রক্ষেপে সাধকতমতয়া জুহ্বাদি করণং প্রকাশকতয়া মন্ত্রাদিইতিকরণমপি কারকজ্ঞাপকভেদেন দ্বিবিধম্। এবং ত্যাগোঽগ্নৌ প্রক্ষেপশ্চ; দ্বে ক্রিয়ে। তত্রাদ্যায়াঃ যজমানঃ কর্ত্তা, প্রক্ষেপে তু যজমান-পরিক্রীতোঽধ্বর্য্যুঃ, প্রক্ষেপাধিকরণঞ্চাগ্নিঃ এবং দেশকালাদিকমপ্যধিকরণং, সর্ব্বক্রিয়া-সাধারণং দ্রষ্টব্যম্।২ তদেবং সর্ব্বেষাং ক্রিয়াকারকব্যবহারাণাং ব্রহ্মাজ্ঞানকল্পিতানাং রজ্জ্বজ্ঞানকল্পিতানাং সর্পধারাদণ্ডাদীনাং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানেন বাধে বাধিতানুবৃত্ত্যা ক্রিয়া-কারকাদিব্যবহারাভাসো দৃশ্যমানোঽপি দগ্ধপটন্যায়েন ন ফলায় কল্পত ইত্যনেন শ্লোকেন প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মদৃষ্টিরেব চ সর্ব্বযজ্ঞাত্মিকেতি স্তূয়তে।৩ তথাহি অর্প্যতেঽনেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং জুহ্বাদি মন্ত্রাদি চ।৪ এবমর্প্যতেঽস্মা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং দেবতা-

দর্শনের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইরূপে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের টীকায় এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা আছে।] এইরূপ, হবিঃ অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্য ঘৃতাদির ধারক হয় বলিয়া এবং অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবার সাধকতম অর্থাৎ প্রধান সাধন হয় বলিয়াও জুহ্বাদি (জুহূ প্রভৃতি পদার্থ) করণ এবং মন্ত্রাদিও কর্ম্মের প্রকাশক হয় বলিয়া উহাও করণ; তবে জুহূ প্রভৃতিকে কারক করণ এবং মন্ত্রাদিকে জ্ঞাপক করণ বলা হয়। অর্থাৎ জুহূ প্রভৃতির দ্বারা হোমাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এইজন্য উহা কারক করণ আর মন্ত্রাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্মারক হইয়া তাহার নিষ্পাদনের সহায় হয় এই কারণে উহাও করণ; কিন্তু উহাকে জ্ঞাপক করণ বলা হয়। এইরূপ ত্যাগ এবং অগ্নিতে প্রক্ষেপ ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটীতে অর্থাৎ ত্যাগরূপ ক্রিয়ায় যজমান কর্ত্তা হইয়া থাকে, আর প্রক্ষেপরূপ ক্রিয়ায় যজমান কর্ত্তৃক পরিক্রীত অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্ বিশেষ) কর্ত্তা হইয়া থাকে। আর অগ্নি প্রক্ষেপের অধিকরণ বা আধার। এইরূপ দেশকালাদিও সর্ব্বক্রিয়ায় সাধারণভাবে অধিকরণ হইয়া থাকে বলিয়া তাহাও অধিকরণ, ইহাও দ্রষ্টব্য।২ রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ তাহাতে কল্পিত সর্প, জলধারা অথবা দণ্ড প্রভৃতি যেমন কেবলমাত্র রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই বাধিত হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানতা নিবন্ধন কল্পিত ক্রিয়া কারক আদি সমস্ত ব্যবহারই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইলে পর বাধিতের অনুবৃত্তি হেতু অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রভাবে ক্রিয়া কারকাদি ব্যবহারাভাস (অযথার্থ ব্যবহার) দৃশ্যমান হইলেও তাহা দগ্ধপটের ন্যায় ফলানুবন্ধী হয় না। অর্থাৎ বস্ত্র দগ্ধ হইলেও যেমন দগ্ধবস্ত্রভস্ম কিছুক্ষণ বস্ত্রের ন্যায় থাকিয়া যায় অথচ তাহার দ্বারা বস্ত্রের প্রয়োজন সাধিত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে ক্রিয়াকারকাদি ব্যবহার বাধিত হইলেও কিছুকাল তাহা থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহা আর কোন ফল জন্মাইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে এবং ব্রহ্মদৃষ্টিই সমস্ত যজ্ঞের স্বরূপ এই বলিয়া ব্রহ্মদৃষ্টির স্তব (প্রশংসা) করা হইতেছে।৩ তাহা এইরূপ:—'যাহার দ্বারা অর্পিত হয় তাহা অর্পণ', এই প্রকার করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিয়া অর্পণপদের অর্থ জুহূ প্রভৃতি এবং মন্ত্র প্রভৃতি যজ্ঞীয় সাধন।৪ এইরূপ—'যাহাকে অর্পণ করা যায় তাহা অর্পণ'—এই প্রকার ব্যুৎপত্তিতে অর্পণ-পদের অর্থে দেবতারূপ সম্প্রদান বুঝায়। আবার 'যাহাতে (যে দেশে বা যে কালে) অর্পিত হয় তাহা অর্পণ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে

রূপং সম্প্রদানং,এবমর্প্যতেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণমধিকরণং দেশকালাদি।৫ তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণি কল্পিতত্বাৎ ব্রহ্মৈব, রজ্জুকল্পিতভুজঙ্গবদধিষ্ঠানব্যতিরেকেণাসদিত্যর্থঃ।৬ এবং হবিস্ত্যাগপ্রক্ষেপক্রিয়য়োঃ সাক্ষাৎকর্ম্মকারকং, তদপি ব্রহ্মৈব।৭ এবং যত্র প্রক্ষিপ্যতে অগ্নৌ সোঽপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদম্।৮ তথা যেন কর্ত্রা যজমানেনাধ্বর্য্যুণা চ ত্যজ্যতে প্রক্ষিপ্যতে চ তদুভয়মপি কর্ত্তৃকারকম্ কর্ত্তরি বিহিতয়াতৃতীয়য়ানূদ্য ব্রহ্মেতি বিধীয়তে ব্রহ্মণেতি।৯ এবং হুতমিতি হবনং ত্যাগক্রিয়া প্রক্ষেপক্রিয়া চ, তদপি ব্রহ্মৈব।১০ তথা তেন হবনেন যদ্গন্তব্যং স্বর্গাদি ব্যবহিতং কর্ম্ম তদপি ব্রহ্মৈব।১১ (অত্রত্য এবকারঃ সর্ব্বত্র সংবধ্যতে। হুতমিত্যত্রাপি ইতঃএব ব্রহ্মেত্যনুষজ্যতে,ব্যবধানা-ভাবাৎ সাকাঙ্ক্ষত্বাচ্চ) "চিৎপতিস্ত্বা পুনাত্বি"ত্যাদাবচ্ছিদ্রেণেত্যাদিপরবাক্যশেষবৎ।১২

অর্পণপদের অর্থ হয় দেশ কাল প্রভৃতি অধিকরণ।৫ এইগুলি সমস্তই ব্রহ্মে কল্পিত হওয়ায় ঐগুলি রজ্জুতে কল্পিত ভুজঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে; অর্থাৎ অধিষ্ঠান ছাড়া তাহাদের আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই বলিয়া তাহারা স্বরূপতঃ অসৎ এবং কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া এবং ব্রহ্মই নিখিল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্মতেই ঐগুলির পর্য্যবসান।৬ এইরূপ, ত্যাগ ও প্রক্ষেপ ক্রিয়ার সাক্ষাৎ কর্ম্মকারক স্বরূপ যে হবিঃ তাহাও **ব্রহ্মৈব**=ব্রহ্মই।৭ এইরূপ যে অগ্নিতে উহা প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাও **ব্রহ্মৈব**=ব্রহ্মই। **'ব্রহ্মাগ্নৌ'** এইটী সমস্ত পদ অর্থাৎ ইহা একটী সমাসবদ্ধ পদ।৮ আবার যজমান এবং অধ্বর্য্যুরূপ কর্ত্তার দ্বারা হবিঃ প্রভৃতি দ্রব্য অগ্নিতে ত্যক্ত ও প্রক্ষিপ্ত হয় তাহারা দুইজনেও **ব্রহ্মৈব**=ব্রহ্মই অর্থাৎ যজমান 'ইদং ন মম' এই বলিয়া দ্রব্যের স্বত্ব ত্যাগ করে এবং অধ্বর্য্যু তাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন তাঁহারা দুইজনেও ব্রহ্মস্বরূপ। "ব্রহ্মণা" এস্থলে কর্ত্তৃকারকের উত্তর যে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে তাহার দ্বারা কর্ত্তৃকারকের অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ প্রয়োজ্য কর্ত্তা অধ্বর্য্যু এবং প্রয়োজক কর্ত্তা যজমান উভয়ের উল্লেখ করিয়া "ব্রহ্ম" এই ভাবটী বিধীয়মান হইতেছে।৯ এইরূপ **হুতম্**=হবন বা হোমরূপ যে ত্যাগ ক্রিয়াও প্রক্ষেপ ক্রিয়া তাহাও **ব্রহ্মৈব**=ব্রহ্মই।১০ আবার সেই হবন ক্রিয়ার দ্বারা যাহা গন্তব্য—স্বর্গাদিরূপ যে ব্যবহিত কর্ম্ম তাহাও **ব্রহ্মৈব**=ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে।১১ ব্রহ্মৈব এইস্থলে যে "এব"কারটী আছে তাহা সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম এই পদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। "চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু" ইত্যাদি স্থলে যেমন পরবর্ত্তী বাক্যের "অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ" ইত্যাদি শেষাংশের অনুষঙ্গ (পুনরন্বয়) করা হইয়া থাকে সেইরূপ এখানেও "হুতম্" এই পদের সহিত ব্রহ্মৈব এই স্থল হইতেই "ব্রহ্ম" এই পদটীর অনুষঙ্গ (পুনরন্বয়) করিতে হইবে, কারণ এই দুইটী পদের মধ্যে ব্যবধান নাইও বটে এবং উহারা পরস্পর সাকাঙ্ক্ষও বটে। অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষোড়শ অধিকরণে (ন্যায়মালা মতে সপ্তদশ অধিকরণে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে "চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু" এই মন্ত্রটীর সহিত তৎপর পরবর্ত্তী মন্ত্রের "অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ" ইত্যাদি অংশের শেষাকাঙ্ক্ষা (অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা) নিবন্ধন অনুষঙ্গ করিয়া বাক্য সমাপ্তি করিতে হয়; এস্থলেও সেইরূপ তৃতীয় চরণের আদিতে পঠিত "ব্রহ্ম" পদটী "গন্তব্যম্" এই পরবর্ত্তী পদের সহিত অন্বিত হইলেও পূর্ব্বের সহিত উহার অনুষঙ্গ করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

অনেন রূপেণ কর্ম্মণি সমাধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং যস্য স কর্ম্মসমাধিস্তেন ব্রহ্মবিদা কর্ম্মানুষ্ঠাত্রাপি "ব্রহ্ম" পরমানন্দাদ্বয়ং গন্তব্যমিত্যনুষজ্যতে সাকাঙ্ক্ষত্বাদব্যবধানাচ্চ, "যা তে অগ্নেরজাশয়ে-ত্যাদৌ "তনুর্বর্ষিষ্ঠা" ইত্যাদিপূর্ব্ববাক্যশেষবৎ।১৩ অথবা অর্প্যতেঽস্মৈফলায়েতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণপদেনৈব স্বর্গাদিফলমপি গ্রাহ্যম্। তথাচ "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনে"ত্যুত্তরার্দ্ধং জ্ঞানফলকথনায়েবেতি সমঞ্জসম্। অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি-নেত্যেকং বা পদম্। পূর্ব্বং ব্রহ্মপদং হুতমিত্যনেন সম্বধ্যতে, চরমং গন্তব্যপদেনেতি ভিন্নং বা পদং। এবঞ্চ নানুষঙ্গদ্বয়ক্লেশ ইতি দ্রষ্টব্যম্।১৪ ব্রহ্ম গন্তব্যমিত্যভেদেনৈব তৎপ্রাপ্তি-রূপচারাৎ। অতএব ন স্বর্গাদি তুচ্ছফলং তেন গন্তব্যং, বিদ্যয়া আবিদ্যককারকব্য-বহারোচ্ছেদাৎ। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ,—"কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে।

কারণ উহারা পরস্পর সাপেক্ষ অথচ অব্যবহিত ভাবে রহিয়াছে।১২ এই প্রকারে,—কর্ম্মে যাঁহার সমাধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান আছে তিনি **কর্ম্মসমাধি** অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ; সেই ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতা হইলেও **ব্রহ্ম** পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই **গন্তব্যম্** প্রাপ্ত হইবেন। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে মীমাংসা-দর্শনের উক্ত অধিকরণের প্রথম বর্ণকে যেমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে "যা তে অগ্নে রজাশয়া" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠকালে তৎপূর্ব্বতন মন্ত্র বাক্যের "তনুর্বর্ষিষ্ঠা" ইত্যাদি সাকাঙ্ক্ষ শেষ অংশের অনুষঙ্গ করিতে হয় এস্থলেও সেইরূপ "গন্তব্যম্" এই পদটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে, কেননা উহারা সাকাঙ্ক্ষ হইয়া অব্যবহিত ভাবে রহিয়াছে। অর্থাৎ "গন্তব্যম্" এইটী পূর্ব্ব বাক্যীয় হইলেও আকাঙ্ক্ষাবশে পরবর্ত্তী বাক্যে উহার অনুষঙ্গ হইবে।১৩ অথবা, যে ফলের জন্য অর্পিত হয় তাহা অর্পণ—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্পণপদ হইতেই স্বর্গাদি ফলও গ্রহণ করা যায়। আর তাহা হইলে "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"—"ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি সেই ব্যক্তি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন"—শ্লোকের এই শেষ অংশটী জ্ঞানের ফল নির্দ্দেশ করিবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে—এইরূপ বলা সমীচীন হয়। এই প্রকার ব্যাখ্যায় "ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা" এই সমস্ত অংশটীকে একপদও বলা যায়। অথবা শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে প্রথমে যে "ব্রহ্ম" পদটী পঠিত হইয়াছে তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "হুতম্" এই পদের সহিত অন্বিত হইবে আর শেষের "ব্রহ্ম" পদটী "গন্তব্যম্" এই পদের সহিত অন্বিত হইবে; এইরূপ করিলে "ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা" এই অংশের ব্রহ্ম পদটী ভিন্ন অর্থাৎ সমাসে অপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। আর এরূপ হইলে অর্থাৎ এই প্রকারে যোজনা করিলে পূর্ব্বের ন্যায় "ব্রহ্ম" এবং "গন্তব্যম্" এই দুইটী পদের অনুষঙ্গ করিবার জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না (আর তাহা হইলে অর্থ হইবে, কর্ম্মসমাধি সেই ব্যক্তি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়েন)।১৪ "ব্রহ্ম গন্তব্যম্" ইহার অর্থ অভেদেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি; 'গন্তব্যম্' এই পদটীর ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ নিত্য প্রাপ্ত ব্রহ্মের আবরণক্ষয়রূপ ঔপচারিক গৌণ প্রাপ্তিই 'গন্তব্য' পদের অর্থ। কিন্তু অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ইহার অর্থ নহে। এই কারণেই সেই ব্যক্তিকে স্বর্গ প্রভৃতি তুচ্ছ ফল পাইতে হইবে না, কারণ বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার সমস্ত অবিদ্যাকল্পিত কারক ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। বার্ত্তিককার তাহাই বলিয়াছেন যথা—"যতক্ষণ কারকব্যবহার থাকে অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা, ইহা আমার করণীয় কর্ম্ম' ইত্যাদি রূপ ভাব থাকে ততক্ষণ শুদ্ধ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এবং যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি অর্থাৎ অন্য যোগিগণ দৈব যজ্ঞই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন ; অপর যোগীরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাদির বিলয়সাধন করেন ।২৫

শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিঃ কুতঃ ॥"—ইতি ।১৫ অর্পণাদিকারকস্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব তত্র নামাদাবিব ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে সম্পন্মাত্রেণ ফলবিশেষায়েতি কেষাঞ্চিদ্ব্যাখ্যানং ভাষ্যকৃদ্ভিরেব নিরাকৃতম্, উপক্রমাদিবিরোধাদ্ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে সম্পন্মাত্রস্যাপ্রসক্তত্বা-দিত্যাদিযুক্তিভিঃ ১৬—২৪ ॥

অধুনা সম্যগ্‌দর্শনস্য যজ্ঞরূপত্বেন স্তাবকতয়া ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে স্থিতে পুনরপি তস্য স্তুত্যর্থমিতরান্ যজ্ঞানুপক্ষিপতি দৈবমিতি ।১ দেবা ইন্দ্রাগ্ন্যাদয় ইজ্যন্তে যেন স দৈবস্তমেব যজ্ঞং দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদিরূপং, অপরে যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে সর্ব্বদা

যখন কিন্তু শুদ্ধ বস্তু সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অদ্বৈতাত্মসাক্ষাৎকার ঘটে তখন আর কারক ব্যবহার কি কারণে থাকিবে?" ।১৫ কেহ কেহ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" অর্থাৎ—নামকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে" ইত্যাদি স্থলে যেমন নামাদির স্বরূপের ব্যত্যয় না করিয়া তাহাদের উপর ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে (ইহাই সম্পদুপাসনা), এস্থলেও সেইরূপ অর্পণাদি ক্রিয়ার স্বরূপের পরিবর্ত্তন না করিয়াই বিশেষ ফলের জন্য উক্ত 'সম্পৎ' রূপে তাহাদের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যই খণ্ডিত করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যাখ্যা মোটেই সঙ্গত নহে, কারণ ইহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ, এখানে যদি সম্পদুপাসনা বিহিত হয় তাহা হইলে উপক্রম উপসংহারাদির সহিত ইহার বিরোধ হয়, অধিক কি ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে সম্পদুপাসনার প্রসঙ্গই নাই ।১৬—২৪॥

ভাবপ্রকাশ—জ্ঞানে অবস্থিত হইলে সব ব্রহ্মময় হইয়া যায়—ক্রিয়াকারকাদি ভেদ কিছুই থাকে না। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হয় বলিয়া জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞানীর যজ্ঞ করিলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হয় বলিয়া যজ্ঞে পৃথক্ ফল না হইয়া জ্ঞানফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। আর যজ্ঞ না করিলেও সর্ব্ববিধ যজ্ঞ সম্পাদনের ফল লাভ হয়—কারণ তাঁহার আর যজ্ঞ সম্পাদনের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের মধ্যেই তিনি সব দেখেন—তাই এই ব্রহ্মদৃষ্টিতেই তাঁহার যজ্ঞসম্পাদন হইয়া যায় ।২৪

অনুবাদ—সম্যক্ দর্শনকে (তত্ত্বজ্ঞানকে) যজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিবার নিমিত্ত "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি মন্ত্র নিরুক্ত হইলেও এক্ষণে পুনর্বার তাহার অর্থাৎ সম্যক্ দর্শনের প্রশংসা করিবার জন্য অন্যান্য যজ্ঞগুলির নির্দ্দেশ করিতেছেন— ।১ **দৈবম্**=ইন্দ্রাদি দেবগণ যাহার দ্বারা পূজিত হয়েন তাহাই দৈব **তাদৃশ যজ্ঞম্**=দর্শ-পূর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদিরূপ সেই যজ্ঞকে, **অপরে যোগিনঃ**=অন্যান্য যোগিগণ অর্থাৎ কর্ম্মযোগিগণ বা কর্ম্মিগণ পর্য্যুপাসতে=সর্ব্বদা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু

কুর্ব্বন্তি ন জ্ঞানযজ্ঞং।২ এবং কর্ম্মযজ্ঞমুক্ত্বা,ন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারেণ তৎফলভূতং জ্ঞানযজ্ঞমাহ—ব্রহ্মাগ্নৌ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপং নিরস্তসমস্তবিশেষং ব্রহ্ম তৎপদার্থস্তস্মিন্নগ্নৌ "যজ্ঞং" প্রত্যগাত্মানং ত্বম্পদার্থং "যজ্ঞেনৈব" যজ্ঞশব্দ আত্মনামসু যাস্কেন পঠিতঃ, ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া, এবকারো ভেদাভেদব্যাবৃত্ত্যর্থঃ—ত্বম্পদার্থাভেদেনৈব "উপজুহ্বতি" তৎস্বরূপতয়া পশ্যন্তীত্যর্থঃ। অপরে পূর্ব্ববিলক্ষণাস্তত্ত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ।৩ জীবব্রহ্মাভেদদর্শনং যজ্ঞত্বেন সম্পাদ্য তৎসাধনযজ্ঞমধ্যে পঠ্যতে, "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা স্তোতুম্ ৪—২৫ ॥

তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না।২ এইরূপে কর্ম্মযজ্ঞের বিষয় বলিয়া সেই কর্ম্মযজ্ঞেরই অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারক (অন্তঃকরণশুদ্ধি যাহার দ্বার) ফলস্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন—**ব্রহ্মাগ্নৌ**=ব্রহ্মাগ্নিতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিহীন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম, যাহা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের 'তৎ'পদের অর্থ সেই অগ্নিতে, **যজ্ঞম্**=প্রত্যাগাত্মা ত্বংপদার্থকে **যজ্ঞেনৈব**=যজ্ঞ শব্দের অর্থ এখানে প্রত্যাগাত্মা, কারণ আত্মার যতগুলি নাম আছে যজ্ঞ শব্দটীও তাহার মধ্যে যাস্ক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে অর্থাৎ নিরুক্তকার যাস্কের মতে যজ্ঞ আত্মার অপর নাম। "যজ্ঞেন" এই স্থলে "ইত্থম্ভূতলক্ষণে" তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে; অর্থাৎ আত্মার দ্বারা উপলক্ষিত যে ত্বং পদার্থ—এইরূপ অর্থে তৃতীয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। আর 'এব' শব্দটী ইহাদের অর্থাৎ আত্মা ও ত্বং পদার্থের ভেদাভেদ নিরাস করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং 'যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি' ইহার অর্থ তৎপদার্থরূপ ব্রহ্মকে ত্বংপদার্থের সহিত অভেদে উপলক্ষিত করিয়া দেখেন অর্থাৎ নিজ মধ্যে স্বাভেদে, নিজ হইতে অভিন্ন করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন—তৎ ও ত্বম্ উভয় পদার্থের ঐক্য সাক্ষাৎকার করেন। "অপরে" ইহার অর্থ পূর্ব্ববিলক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগী হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব আত্মদর্শনপরায়ণ সন্ন্যাসীগণ।৩ এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদদর্শনকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের পরম্পরা সাধনস্বরূপ যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞমধ্যে তাহার পাঠ করিয়াছেন। কারণ অগ্রে "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ" অর্থাৎ "জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানকে যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিবেন। অর্থাৎ যজ্ঞ যেমন সকলের অবশ্য অনুষ্ঠেয় সেইরূপ এই যে ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ দর্শন ইহাও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞ হওয়ায় ইহার অধিকারী হইতে চেষ্টা করা সকলের অতি অবশ্য কর্ত্তব্য—এইরূপে যজ্ঞের অত্যাবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য যজ্ঞ শব্দে জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন।৪—২৫॥

ভাবপ্রকাশ—কেহ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ দৈবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ বা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে আহুতি দান করেন, জ্ঞানীরা যে ব্রহ্মাত্মৈক্য দর্শন উহাও যজ্ঞই বটে; ব্রহ্মবিদের আর পৃথক্ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না—পূর্ব্ব শ্লোকের এই কথারই সার্থকতা দেখাইতেছেন।২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্যে সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি অর্থাৎ অন্যান্য কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন; অপর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়াগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ করেন ॥২৬

তদনেন মুখ্যগৌণৌ দ্বৌ যজ্ঞভেদৌ দর্শিতৌ। যাবদ্ধি কিঞ্চিদ্বৈদিকং শ্রেয়ঃসাধনং তৎ সর্ব্বং যজ্ঞত্বেন সম্পাদ্যতে।১ তত্র—শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তানি শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য "অন্যে" প্রত্যাহারপরাঃ "সংযমাগ্নিষু" ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দেনোচ্যতে। তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ইতি (পাঃদঃ ৩।৪)।২ তত্র হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরকালস্থাপনং ধারণা।৩ এবমেকত্র ধৃতস্য চিত্তস্য ভগবদাকার-বৃত্তিপ্রবাহোঽন্তরান্তরাঽন্যাকারপ্রত্যয়ব্যবহিতো ধ্যানং।৪ সর্ব্বথা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ।৫ স তু চিত্তভূমিভেদেন দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতোঽসম্প্রজ্ঞাতশ্চ।৬ চিত্তস্য হি পঞ্চ ভূময়ো ভবন্তি, ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি।৭ তত্র রাগদ্বেষাদিবশাৎ বিষয়েষ্বভিনিবিষ্টং ক্ষিপ্তং, তন্দ্রাদিগ্রস্তং মূঢ়ং, সর্ব্বদা বিষয়াসক্তমপি কদাচিৎ

অনুবাদ—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীতে মুখ্য এবং গৌণ দুই প্রকার যজ্ঞ দেখান হইল। এক্ষণে যত কিছু বেদবোধিত কর্ম্ম আছে তৎসমুদায়কেই যজ্ঞ বলিয়া কল্পনা করিতেছেন—।১ তন্মধ্যে, **শ্রোত্রাদীনি**=শ্রোত্র প্রভৃতি যে জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে সেইগুলিকে শব্দাদি বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে শব্দাদিগ্রহণে সমর্থ হইতে না দিয়া **অন্যে**=অপর কেহ কেহ অর্থাৎ প্রত্যাহার নামক যোগাঙ্গ বিশেষের অনুষ্ঠানে যত্নশীল কতকগুলি ব্যক্তি **সংযমাগ্নিষু**=সংযমরূপ অগ্নিতে;—ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই তিনটী এক বিষয়ক হইলে অর্থাৎ একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইলে তাহাদিগকে সংযম বলা হয়—ভগবান্ পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন যথা,—"ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিতয় একত্র (এক বিষয়ক) হইলে অর্থাৎ যাহারই ধারণা, তাহারই ধ্যান এবং তদ্বিষয়েই সমাধি হইলে তাহা সংযম নামে অভিহিত হয়"।২ তন্মধ্যে হৃদয় পুণ্ডরীকাদিতে মনকে বহুক্ষণ ধরিয়া অচঞ্চলভাবে রক্ষা করার নাম ধারণা।৩ এইরূপ যখন চিত্তকে কোন একটী স্থানে স্থাপিত করা হয় তখন তাহা মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অর্থাৎ অন্য বিষয়ক কোনরূপ জ্ঞানের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যে ভগবদাকার বৃত্তিপ্রবাহ অর্থাৎ জ্ঞানধারা উদিত হইতে থাকে সেই প্রত্যয় সন্তানকে **ধ্যান** বলা হয়।৪ আর বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অব্যবহিত যে সজাতীয় জ্ঞানধারা তাহার নাম **সমাধি** অর্থাৎ চিত্তে কেবলমাত্র ব্যবধানবিরহিত একজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ (জ্ঞানধারাই) বহিতে থাকে; তৎকালীন সেই সজাতীয় প্রত্যয় সন্তানকে সমাধি বলা হয়।৫ সেই সমাধি আবার চিত্তভূমিভেদে অর্থাৎ চিত্তের অবস্থাভেদে দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত।৬ চিত্তের ভূমি বা অবস্থা আবার পাঁচ প্রকার ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।৭ তন্মধ্যে যে চিত্ত আসক্তি, বিদ্বেষ প্রভৃতি নিবন্ধন বিষয় সকলে

ধ্যাননিষ্ঠং ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তম্ ।৮ তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিশঙ্কৈব নাস্তি। বিক্ষিপ্তে তু চেতসি কাদাচিৎকঃ সমাধিঃ বিক্ষেপপ্রাধান্যাদ্‌যোগপক্ষে ন বর্ত্ততে। কিন্তু তীব্রপবন-বিক্ষিপ্তপ্রদীপবৎ স্বয়মেব নশ্যতি। একাগ্রন্তু একবিষয়কধারাবাহিকবৃত্তিসমর্থং সত্ত্বোদ্রেকেণ তমোগুণকৃততন্দ্রাদিরূপলয়াভাবাদাত্মাকারবৃত্তিঃ।১০ সা চ রজোগুণকৃত-চাঞ্চল্যরূপবিক্ষেপাভাবাদেকবিষয়ৈবেতি শুদ্ধে সত্ত্বে ভবতি চিত্তমেকাগ্রম্। অস্যাং ভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। তত্র ধ্যেয়াকারা বৃত্তিরপি ভাসতে। ১১ তস্যা অপি নিরোধে নিরুদ্ধং চিত্তমসম্প্রজ্ঞাতসমাধিভূমিঃ। তদুক্তং, "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধা-ন্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ" ইতি (পাঃ দঃ ১।৫১)। ১২ অয়মেব সর্ব্বতো বিরক্তস্য সমাধি-ফলমপি সুখমনপেক্ষমাণস্য যোগিনো দৃঢ়ভূমিঃ সন্ ধর্ম্মমেঘ ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং, "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘসমাধিঃ। ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ।"

অভিনিবিষ্ট (অভিনিবেশযুক্ত, অর্থাৎ, আসক্ত) থাকে তাহাকে ক্ষিপ্ত, তন্দ্রাদি দ্বারা অভিভূত চিত্তকে মূঢ় এবং যে চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত হইলেও কোনও কালে ধ্যানাসক্ত হয় তাহা ক্ষিপ্তচিত্ত অপেক্ষা বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ ক্ষিপ্তাবস্থ চিত্ত হইতে তাহার এইটুকু মাত্র পার্থক্য থাকায় তাহাকে বিক্ষিপ্ত বলা হয়।৮ ইহাদের মধ্যে ক্ষিপ্তাবস্থ এবং মূঢ়াবস্থ চিত্তের সমাধিশঙ্কাই নাই অর্থাৎ তাদৃশ চিত্তের সম্বন্ধে সমাধির কথাই উঠিতে পারে না। আর বিক্ষিপ্তাবস্থ যে চিত্ত তাহাতে কোনও কালে সমাধির উদয় হইলেও তাহাতে প্রধানতঃ বিক্ষেপ (চাঞ্চল্য) বিদ্যমান থাকায় তাহা যোগের পক্ষে উপযোগী নহে। প্রত্যুত তাহার সেই অবস্থা প্রচণ্ড বায়ু বিতাড়িত প্রদীপের ন্যায় স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়।৯ আর চিত্তকে তখনই একাগ্রাবস্থ বলা হয় যখন তাহা একটী বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বৃত্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায় তমোগুণ তন্দ্রাদির দ্বারা যে লয় সম্পাদন করে অর্থাৎ চিত্তকে অভিভূত করিয়া যে লীন করিয়া তুলে তাহা না থাকায় চিত্তে আত্মাকারা বৃত্তির উদয় হয়।১০ চিত্তের সেই যে অবস্থা তাহা একবিষয়া অর্থাৎ একই বিষয়ে নিবদ্ধ থাকিতে পারে, কেন না তাহতে রজোগুণকৃত কোনরূপ বিক্ষেপ বা চঞ্চলতা থাকে না; এই কারণে সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে চিত্ত একাগ্র হইতে পারে। চিত্তের এই ভূমিতে (অবস্থাতে) সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয়াকারা বৃত্তিও ভাসমান থাকে অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু হইতে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি স্বতন্ত্র-ভাবে প্রকাশমান থাকে।১১ সেই ধ্যেয়াকারা বৃত্তিরও নিরোধ হইলে চিত্ত একেবারে নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভূমি হইয়া থাকে। পাতঞ্জলদর্শনে তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা—"সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিপ্রজ্ঞার এবং প্রজ্ঞা সংস্কারের নিরোধ হইলে সকল প্রকার বৃত্তিরই নিরোধ হওয়ায় অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞা এবং সেই প্রজ্ঞা জন্য সংস্কার প্রবাহেরও নিরোধ হওয়ায় নির্বীজ সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে।১২ যে যোগী সকল বিষয়েই বিরক্ত (বৈরাগ্য সম্পন্ন) হইয়াছেন এমন কি যিনি সমাধির ফলভূত সুখেরও অপেক্ষা (আশা) রাখেন না তাঁহার এতাদৃশ সমাধিই যখন দৃঢ়ভূমি হয় তখন তাহাকে "ধর্ম্মমেঘ" এই নামে অভিহিত করা হয়। পাতঞ্জল দর্শনে তাহাই কথিত হইয়াছে যথা—"যিনি প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ সমাধির ফলস্বরূপ যে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব তাহাতেও কুসীদ

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭॥

অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি' অর্থাৎ অন্য কেহ কেহ জ্ঞানপ্রদীপ্ত সমাধিরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রোত্রাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের কর্ম্ম শ্রবণদর্শনাদি এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম বাক্য, গ্রহণ প্রভৃতি এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন॥২৭

ইতি (পাঃ দঃ ৪।২৯, ৩০) ১৩। অনেন রূপেণ সংযমানাং ভেদাদগ্নিষ্বিতি বহুবচনম্। তেষু "ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি" ধারণাধ্যানসমাধিসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরন্তীত্যর্থঃ। ১৪ তদুক্তং—"স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তরূপানুকরণমেবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" ইতি (পাঃ দঃ ২।৫৪)। বিষয়েভ্যো নিগৃহীতানীন্দ্রিয়াণি চিত্তরূপাণ্যেব ভবন্তি। ততশ্চ বিক্ষেপাভাবাচ্চিত্তং ধারণাদিকং নির্ব্বহতীত্যর্থঃ। ১৫ তদনেন প্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধিরূপং যোগাঙ্গচতুষ্টয়মুক্তম্। ১৬ তদেবং সমাধ্যবস্থায়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধো যজ্ঞত্বেনোক্তঃ। ইদানীং ব্যুত্থানাবস্থায়াং রাগদ্বেষরাহিত্যেন বিষয়ভোগো যঃ সোঽপ্যপরো যজ্ঞ ইত্যাহ,—"শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি", অন্যে ব্যুত্থিতাবস্থাঃ শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং স্পৃহাশূন্যত্বেনানন্যসাধারণং কুর্ব্বন্তি। স এব তেষাং হোমঃ॥ ১৭—২৬॥

(অনুরাগ যুক্ত) হয়েন না তাদৃশ যোগীর সর্ব্বথা (সকল রকমেই) বিবেক খ্যাতির উদয় হওয়ায় তাঁহার 'ধর্ম্মমেঘ' নামক সমাধি হইয়া থাকে (তাহা কৈবল্য বা মোক্ষরূপ ধর্ম্ম বর্ষণ করে, এই জন্য তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ)।" "সেই ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হইতেই ক্লেশকর্ম্মাদির নিবৃত্তি (অত্যন্ত উচ্ছেদ) হইয়া যায়।"১৩ সংযমের মধ্যেও (সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত, ধর্ম্মমেঘ) এই প্রকারে অনেক রূপ ভেদ থাকায় "সংযমাগ্নিষু" এই স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সংযমরূপ অগ্নিসমূহে **ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি**=ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন; ধারণা, ধ্যান এবং সমাধির সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহৃত করেন অর্থাৎ ফিরাইয়া লয়েন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১৪ তাহাই যোগদর্শনে কথিত হইয়াছে যথা—চিত্ত নিরুদ্ধ হওয়ায় ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্প্রযুক্ত (মিলিত) হইতে সমর্থ না হইয়া যে চিত্তের স্বরূপানুকরণ করে অর্থাৎ তত্ত্বাভিমুখীন হয় তাহারই নাম **প্রত্যাহার**"। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় নিচয় হইতে নিগৃহীত (রুদ্ধ) হইলে চিত্তরূপই হইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের আকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এরূপ হইলে কোনরূপ বিক্ষেপ থাকে না বলিয়া চিত্ত ধারণাদি নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ তখন চিত্ত চাঞ্চল্যবিহীন হওয়ায় ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সম্পাদনের যোগ্য হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১৫ এইরূপে ইহার দ্বারা অর্থাৎ "শ্রোত্রাদীনি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই চারিটী যোগাঙ্গের কথা বলা হইল।১৬ অতএব এইরূপে সমাধিদশায় সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে বৃত্তিনিরোধ হয় তাহা যজ্ঞরূপে অভিহিত হইল। এক্ষণে ব্যুত্থানাবস্থায় রাগদ্বেষবিহীন হইয়া যে বিষয় ভোগ করা হয় তাহাও আর এক প্রকার যজ্ঞ, তাহাই বলিতেছেন "শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি"। **অন্যে** অর্থাৎ ব্যুত্থিত

তদেবং পাতঞ্জলমতানুসারেণ লয়পূর্ব্বকসমাধিং ততো ব্যুত্থানঞ্চ যজ্ঞদ্বয়মুক্ত্বা ব্রহ্মবাদিমতানুসারেণ বাধপূর্ব্বকং সমাধিং কারণোচ্ছেদেন ব্যুত্থানশূন্যং সর্ব্বফলভূতং যজ্ঞান্তরমাহ সর্ব্বাণীতি।১ দ্বিবিধো হি সমাধির্ভবতি লয়পূর্ব্বকো বাধপূর্ব্বকশ্চ।২ তত্র "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (বেঃ দঃ ২।১।১৪) ইতি ন্যায়েন কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতকার্য্যং ব্যষ্টিরূপং সমষ্টিরূপবিরাট্‌কার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। তথা সমষ্টিরূপমপি পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতাত্মকং কার্য্যমপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূত-কার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। তত্রাপি পৃথিবী শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যপঞ্চগুণা গন্ধেতরচতুর্গুণাপ্‌কার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। তাশ্চতুর্গুণা আপো গন্ধরসেতর-ত্রিগুণাত্মকতেজঃকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ ন সন্তি। তদপি ত্রিগুণাত্মকং তেজো গন্ধরস-রূপেতরদ্বিগুণবায়ুকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। সোঽপি দ্বিগুণাত্মকো বায়ুঃ শব্দ-মাত্রগুণাকাশকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। স চ শব্দগুণ আকাশো বহু স্যামিতি

অবস্থায় স্থিত অন্য কেহ কেহ চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা স্পৃহাশূন্যভাবে অবিরুদ্ধ বিষয় সকল অন্নের ন্যায় সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের হোম।১৭—২৬॥

অনুবাদ—এইরূপে যোগসূত্রকার পতঞ্জলির মতানুসারে **লয়পূর্ব্বক সমাধি** এবং সেই সমাধি হইতে ব্যুত্থান এই দুই প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়া এক্ষণে ব্রহ্মবাদিগণের (বৈদান্তিকগণের) মতানুসারে **বাধপূর্ব্বক সমাধিরূপ** অন্য একটী যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন—। এই বাধপূর্ব্বক সমাধিতে ব্যুত্থানের কারণীভূত অবিদ্যার উচ্ছেদ হইয়া থাকে, এই কারণে উহা ব্যুত্থানশূন্য এবং উহাই সকল প্রকার যোগের ফলস্বরূপ।১ সমাধি দুইপ্রকার লয়পূর্ব্বক ও বাধপূর্ব্বক।২ তন্মধ্যে লয়পূর্ব্বক সমাধির মূলে বক্ষ্যমাণরূপ অনুসন্ধান (জ্ঞান) থাকে, যথা—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" —"মৃত্তিকার বিকার ঘটাদি কার্য্য সকল শব্দ নির্দ্দেশ্য নাম ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু মৃত্তিকাদিরূপ যে কারণ পদার্থ সেইটুকুই কেবল সত্য"—ইত্যাদিপ্রকার শব্দ (শ্রুতিবাক্য) হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কার্য্য কারণ হইতে অনন্য (অপৃথক্) অর্থাৎ কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে" এই ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্দ্দশ সূত্র সূচিত অধিকরণোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য-পদার্থ কারণসত্তা ব্যতীত থাকিতে পারে না বলিয়া এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের যে সমস্ত ব্যষ্টি কার্য্য আছে তাহা সমষ্টিভূত বিরাটেরই কার্য্য বলিয়া সেই কারণীভূত বিরাটরূপ সমষ্টি ব্যতিরেকে তাহার আর পৃথক্ ভাবে সত্তা নাই। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্যস্বরূপ যে সমষ্টিভূত বিরাট্ তাহা অপঞ্চীকৃত মহাভূতের কার্য্য; এই কারণে সেই অপঞ্চীকৃত মহাভূত ব্যতিরেকে তাহারও আর স্বতন্ত্রভাবে সত্তা নাই। তাহার মধ্যেও অর্থাৎ সেই পঞ্চভূতাত্মক বিরাট্ কার্য্যের মধ্যেও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী নামে প্রসিদ্ধ পাঁচ প্রকার গুণ বিশিষ্ট যে পৃথিবী তাহা গন্ধ ভিন্ন চারিটী গুণ বিশিষ্ট অপের (জলের) কার্য্য বলিয়া তদ্‌ব্যতিরেকে (অপ্ বিনা) তাহার (পৃথিবীর) স্বতন্ত্র সত্তা নাই।৫ সেই চতুর্গুণবিশিষ্ট অপ্, গন্ধ ও রস ভিন্ন গুণত্রয়াত্মক যে তেজঃ তাহারই কার্য্য; এই হেতু তদ্ব্যতিরেকে (তেজঃবিনা) তাহার (অপের) সত্তা নাই। সেই ত্রিগুণাত্মক তেজও গন্ধ রস ও রূপ ভিন্ন দুইটী গুণযুক্ত

পরমেশ্বরসঙ্কল্পাত্মকাহঙ্কারকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। সোঽপি সঙ্কল্পাত্মকোঽহঙ্কারো মায়েক্ষণরূপমহত্তত্ত্বকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। তদপি ঈক্ষণরূপং মহত্তত্ত্বং মায়াপরিণামত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি। তদপি মায়াখ্যং কারণং জড়ত্বেন চৈতন্যেঽধ্যস্তত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তীত্যনুসন্ধানেন বিদ্যমানেঽপি কার্য্যকারণাত্মকে প্রপঞ্চে চৈতন্যমাত্রগোচরো যঃ সমাধিঃ স লয়পূর্ব্বক উচ্যতে। তত্র তত্ত্বমস্যাদিবেদান্ত-মহাবাক্যার্থজ্ঞানাভাবেনাবিদ্যাতৎকার্য্যস্যাক্ষীণত্বাৎ।৩ এবং চিন্তনেঽপি কারণসত্বেন পুনঃ কৃৎস্নপ্রপঞ্চোত্থানাদয়ং সুষুপ্তিবৎ সবীজঃ সমাধির্ন মুখ্যঃ।৪ মুখ্যস্তু তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যার্থ-সাক্ষাৎকারেণাবিদ্যায়া নিবৃত্তৌ সর্গক্রমেণ তৎকার্য্যনিবৃত্তেরনাদ্যবিদ্যায়াশ্চ পুনরুত্থানা-ভাবেন তৎকার্য্যস্যাপি পুনরুত্থানাভাবান্নির্বীজো বাধপূর্ব্বকঃ সমাধিঃ।৫ সঃ এবানেন

যে বায়ু অর্থাৎ শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট যে বায়ু তাহার কার্য্য; এই কারণে তদ্‌ব্যতিরেকে তেজের সত্তা নাই। সেই দ্বিগুণাত্মক বায়ুও কেবলমাত্র শব্দ-গুণ বিশিষ্ট আকাশের কার্য্য হওয়ায় তদ্‌ব্যতিরেকে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। শব্দগুণাত্মক সেই আকাশও আবার পরমেশ্বরের "আমি বহু হই" এই প্রকারের যে সংকল্প সেই সংকল্প স্বরূপ অহঙ্কারের কার্য্য; এই নিমিত্ত তদ্‌ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাই। সেই সংকল্পাত্মক অহঙ্কার মায়ার ঈক্ষণরূপ যে মহত্তত্ত্ব তাহারই কার্য্য; এই কারণে তদ্‌ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাই। সেই **ঈক্ষণরূপ যে মহৎতত্ত্ব** তাহাও মায়ার পরিণাম স্বরূপ; এই জন্য তদ্‌ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাই। আর সেই মায়ারূপ যে কারণ তাহাও জড় বলিয়া চৈতন্যে অধ্যস্ত; সুতরাং চৈতন্য ব্যতিরেকে তাহারও সত্তা নাই। এই প্রকার অনুসন্ধান ক্রমে অর্থাৎ এইরূপে কার্য্য-কারণতত্ত্ব অনুধাবন করত সৃষ্টিক্রম অবগত হইয়া কার্য্যকারণাত্মক প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকিলেও **কেবলমাত্র চৈতন্যবিষয়ক যে সমাধি তাহা লয়পূর্ব্বক সমাধি** নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ এই সৃষ্টিক্রম অবগত হইয়া তিনি বুঝিয়া থাকেন যে সমগ্র প্রপঞ্চই মিথ্যা কেবলমাত্র অধিষ্ঠানীভূতচৈতন্যই সত্য; আর ইহার ফলে তিনি চৈতন্যে সমাহিত হয়েন।৩ সেই অবস্থায় বেদান্তের "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থবোধ না হওয়ায় অর্থাৎ তজ্জনিত তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হওয়ায় অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য অক্ষীণ থাকিয়া যায় বলিয়া ঐপ্রকার চিন্তা করিলেও অবিদ্যারূপ কারণ যখন বিদ্যমান রহিয়াছে তখন সমগ্র প্রপঞ্চ পুনরায় উদিত হয়; একারণে এইপ্রকার সমাধি সুষুপ্তির ন্যায় সবীজ অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চের লয় হইলেও তদপগমে যেমন আবার তাহা প্রকাশ পায় (যেহেতু সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চ বীজভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে), সেইরূপ উক্ত সমাধি অবস্থায়ও প্রপঞ্চের বীজ অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে; এই কারণে উহাকে সবীজ বলা হয়। এই জন্য ঐ প্রকার সমাধি মুখ্য নহে।৪ পক্ষান্তরে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যার্থের সাক্ষাৎকার হইলে যখন অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় তখন সৃষ্টিক্রমানুসারে সেই অবিদ্যার কার্য্যেরও নিবৃত্তি হয় (অর্থাৎ প্রথমে কারণের নাশ হয়, তদনন্তর তাহার কার্য্যের ধ্বংস হয়, এইরূপে কার্য্যকারণাত্মক সমস্ত প্রপঞ্চেরই উচ্ছেদ হইয়া যায়); তৎকালে অনাদি অবিদ্যার আর পুনর্ব্বার উত্থান হয় না বলিয়া সেই অবিদ্যার যাহা কার্য্য তাহারও পুনরুত্থান হইতে পারে না। এইরূপ হইলে বাধপূর্ব্বক নির্বীজ সমাধি হয় অর্থাৎ সমগ্র প্রপঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হওয়ায় প্রপঞ্চের বীজ থাকিতে

শ্লোকেন প্রদর্শ্যতে। তথাহি—সর্ব্বাণ্যখিলানি স্থূলরূপাণি সংস্কাররূপাণি চ "ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি" ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানাং পঞ্চানাং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানাঞ্চ পঞ্চানাং বাহ্যানামিন্দ্রিয়াণাং আন্তরয়োশ্চ মনোবুদ্ধ্যোঃ কর্ম্মাণি শব্দশ্রবণস্পর্শগ্রহণরূপদর্শনরসগ্রহণগন্ধগ্রহণানি, বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাখ্যানি চ সঙ্কল্পাধ্যবসায়ৌ চ, এবং "প্রাণকর্ম্মাণি" চ প্রাণানাং প্রাণাপানব্যানোদানসমানাখ্যানাং পঞ্চানাং কর্ম্মাণি, বহির্নয়নং, অধোনয়নং, আকুঞ্চনপ্রসারণাদি, অশিতপীতসমনয়নং, ঊর্দ্ধনয়নমিত্যাদীনি—।৬ অনেন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ প্রাণাঃ, মনো বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশাত্মকং লিঙ্গমুক্তম্; তচ্চ সূক্ষ্মভূতসমষ্টিরূপং হিরণ্যগর্ভাখ্যমিহ বিবক্ষিতমিতি বদিতুং সর্ব্বাণীতি বিশেষণম্—।৭ "আত্মসংযমযোগাগ্নৌ" আত্মবিষয়কঃ সংযমো ধারণাধ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপস্তৎপরিপাকে সতি যোগো 'নিরোধসমাধিঃ', যং পতঞ্জলিঃ সূত্রয়ামাস, "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ" ইতি (পাঃ দঃ ৩।৯)। ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ং;

পারে না বলিয়া ইহাকে নির্ব্বীজ সমাধি বলা হয়; ইহাই মুখ্য সমাধি।৫ এইপ্রকার সমাধিই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে—। **সর্ব্বাণি** = সমস্ত—অর্থাৎ স্থূলরূপ এবং সূক্ষ্ম সংস্কাররূপ সকল **ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি** - কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা নামে প্রসিদ্ধ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামে খ্যাত পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটী বহিরিন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ এবং তাহাদের যথাক্রমে শব্দশ্রবণ, স্পর্শগ্রহণ, রূপদর্শন, রসগ্রহণ ও গন্ধগ্রহণ এবং বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ, এবং সংকল্প ও অধ্যবসায় (নিশ্চয়) এই কর্ম্মগুলিকে;—এইরূপ **প্রাণ-কর্ম্মাণি**-প্রাণ-কর্ম্ম সকলকে অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান—এই পঞ্চ প্রাণের কর্ম্ম যথাক্রমে বহির্নয়ন (প্রাণবায়ু অন্তর্মলকে নিঃশ্বাসের সহিতে বাহিরে লইয়া যায়) অধোনয়ন (অপানবায়ু শরীরের মলকে নিম্নে লইয়া গিয়া নিম্নের ছিদ্র দ্বারা বাহির করিয়া দেয়) আকুঞ্চন, প্রসারণাদি, অশিত (ভুক্ত) ও পীত (পান করা) দ্রব্যের সমনয়ন (সাম্য কারণ) এবং ঊর্দ্ধনয়ন ইত্যাদি; সেইগুলিকে (আহুতি প্রদান করে)।৬ ইহার দ্বারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মনঃ এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশাবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের বিষয় বলা হইল। এই যে লিঙ্গশরীর ইহা এখানে ব্যষ্টিভূত জীবলিঙ্গশরীররূপে বিবক্ষিত নহে, কিন্তু তৎকারণীভূত সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভনামক সমষ্টি লিঙ্গশরীরই বিবক্ষিত; ইহা জানাইবার জন্যই "সর্ব্বাণি" এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে।৭ **আত্মসংযমযোগাগ্নৌ**—ধারণা, ধ্যান এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ যে আত্মবিষয়ক সংযম, তাহার পরিপাক (পূর্ণতা) হইলে যে যোগ অর্থাৎ নিরোধ সমাধি (তাহাই "আত্মসংযমযোগ" নামে অভিহিত হয়)। ইহাই যোগদর্শনকার ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—"ব্যুত্থান সংস্কারের ও নিরোধ সংস্কারের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; তখন চিত্ত কেবল নিরোধ সংস্কারেরই অনুগত হয়; ইহার নাম নিরোধ পরিণাম"। ব্যুত্থান বলিতে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিনটী ভূমি বুঝায়। তাহাদের যে সমস্ত সংস্কার তাহারা সমাধির বিরোধী। যোগী ব্যক্তি সেইগুলিকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে যত্নের

তৎসংস্কারাঃ সমাধিবিরোধিনস্তে যোগিনা প্রযত্নেন প্রতিদিনং প্রতিক্ষণমভিভূয়ন্তে, তদ্বিরোধিনশ্চ নিরোধসংস্কারাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। ততশ্চ নিরোধমাত্রক্ষণেন চিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণাম ইতি।৮ তস্য ফলমাহ, "তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ" ইতি (পাঃ দঃ ৩।১০)। তমোরজসোঃ ক্ষয়াল্লয়বিক্ষেপশূন্যত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং চিত্তং প্রশান্তমিত্যুচ্যতে, পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রশমসংস্কারপাটবেন তদাধিক্যং প্রশান্তবাহিতেতি।৯ তৎকারণঞ্চ সূত্রয়ামাস, "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" ইতি (পাঃ দঃ ১।১৮)। বিরামো বৃত্ত্যুপরমস্তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং বৃত্ত্যুপরমার্থঃ পুরুষপ্রযত্নস্তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেন সম্পাদনং তৎপূর্ব্বকস্তজ্জন্যোঽন্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্বিলক্ষণোঽসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ।১০ এতাদৃশো য আত্মসংযমরূপো যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্তবাক্যজন্যো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যাতৎকার্য্যনাশদ্বারা দীপিতে অত্যন্তোজ্জ্বলিতে বাধপূর্ব্বকে সমাধৌ সমষ্টিলিঙ্গশরীরমপরে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ।১১ অত্র চ সর্ব্বাণীতি

সহিত অভিভূত (নিরুদ্ধ) করিয়া থাকেন। আর তখন চিত্তে উক্ত সংস্কারের বিরোধী নিরোধ সংস্কার সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আর তাহাতে চিত্ত কেবল সেই নিরোধক্ষণেরই অনুসরণ করে; ইহারই নাম নিরোধ পরিণাম।৮ এই নিরোধপরিণামের ফল কি তাহাও তিনি বলিতেছেন, যথা—"সংস্কার নিবন্ধন অর্থাৎ নিরোধ বাসনার আধিক্যহেতু চিত্তের তখন প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ নিরোধ সংস্কার-পরম্পরামাত্র-বাহিতা (কেবলমাত্র পরপর নিরোধ সংস্কার ধারার প্রবাহ) হইয়া থাকে। তমোগুণ ও রজোগুণের ক্ষয় হওয়ায় চিত্ত লয় ও বিক্ষেপ বিহীন হইয়া যখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হইয়া যায় তখন তাহাকে প্রশান্ত বলা হয়। পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রশমসংস্কারের পটুতা জন্মিলে চিত্তের মধ্যে সেই প্রশম সংস্কারের যে আধিক্য হয় তাহার নাম **প্রশান্তবাহিতা**।৯ এই প্রশান্ত বাহিতার কারণ কি অর্থাৎ কি করিলে চিত্তের এইরূপ প্রশান্ত বাহিতা জন্মে তাহাও ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—"বৃত্তিগণের অভাবরূপ যে বিরাম, সেই বিরামের প্রত্যয় স্বরূপ অর্থাৎ কারণীভূত যে পুরুষপ্রযত্ন তাহার অভ্যাস করিতে করিতে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট অন্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রকাশিত হইয়া থাকে।" বিরাম বলিতে চিত্তবৃত্তির উপরম অর্থাৎ নিবৃত্তি বা অভাব; সেই বিরামের প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ হইতেছে বৃত্তিনিরোধ করিবার জন্য পুরুষের প্রযত্ন; তাহার অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সম্পাদন; অন্য অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত হইতে বিলক্ষণ যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি তাহা সেই পুরুষপ্রযত্নরূপ অভ্যাসপূর্ব্বক—(অভ্যাস-জন্য) অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে তাহা উদিত হয়।১০ এইপ্রকারের যে আত্মসংযমযোগ তাহাই অগ্নিস্বরূপ, তাহাতে; **জ্ঞানদীপিতে**=জ্ঞান বলিতে বেদান্তবাক্য শ্রবণ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মার যে একতা সাক্ষাৎকার জন্মে তাহা; তাহার দ্বারা (সেই জ্ঞানের দ্বারা) অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য নষ্ট করায় দীপিত অর্থাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বলিত যে বাধপূর্ব্বক সমাধি তাহাতে; **অপরে**=অন্য কেহ কেহ সমষ্টিলিঙ্গশরীর **জুহ্বতি**=আহুতি দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাতে সমষ্টি লিঙ্গশরীরকে প্রবিলাপিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান বলে সমষ্টি লিঙ্গশরীরেরও বিলয় করিয়া ভেদদর্শন তিরোহিত করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।১১ এস্থলে "সর্ব্বাণি", "আত্ম" এবং "জ্ঞানদীপিতে" এই

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞাঃ যোগযজ্ঞাঃ, তথা অপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞশীল ; কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞশীল ; কেহ বা যাগরূপ যজ্ঞকারী ; কেহ বা বেদাভ্যাস রূপ যজ্ঞপরায়ণ ; কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠাতা ; আর কোন কোন প্রযত্নশীল যতিগণ মোক্ষলাভার্থ স্ব স্ব নিষ্ঠাকে তীক্ষ্ণীকৃত করেন ॥২৮

আত্মেতি জ্ঞানদীপিত ইতি বিশেষণৈরগ্নাবিত্যেকবচনেন চ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যং সূচিতমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ১২—২৭ ॥

এবং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চযজ্ঞানুক্ত্বাধুনৈকেন শ্লোকেন ষড়্‌যজ্ঞানাহ—। দ্রব্যত্যাগ এব যথাশাস্ত্রং যজ্ঞো যেষাং তে "দ্রব্যযজ্ঞাঃ" পূর্ত্তদত্তাখ্যস্মার্ত্তকর্ম্মপরাঃ। তথাচ স্মৃতিঃ, "বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে ॥" ইতি। ইষ্টাখ্যং শ্রৌতং কর্ম্ম তু "দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্" ইত্যত্রোক্তম্, তিনটী বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় এবং "অগ্নৌ" এই পদে একবচন প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে পূর্ব্বে যেরূপ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে ইহা তাহা হইতে বিলক্ষণ (অন্য প্রকারের) ; কাজেই আর পুনরুক্তি হইল না।১২—২৭॥

ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বশ্লোকে দৈবযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের ভেদের কথা বলিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ দেখাইতেছেন। প্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে অগ্নিরূপে ভাবনা করিয়া তাহাতে বিষয় আহুতি দিতে হয় অর্থাৎ রাগদ্বেষ রহিত হইয়া বিষয় গ্রহণ (ভোগ) করিতে হয় ; পরে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযমাগ্নিতে আহুতি দিতে হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া প্রত্যাহারপরায়ণ হইতে হয় ; পরে আত্মবিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং প্রাণের ক্রিয়া আহুতি দিতে হয়। ইহাই ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মাহুতি ; ইহাই জ্ঞানযজ্ঞের শেষভূমি। ২৬-২৭

অনুবাদ—এইরূপে তিনটী শ্লোকে পঞ্চবিধ যজ্ঞের কথা বলিয়া এক্ষণে একটী শ্লোকে ছয় প্রকার যজ্ঞের কথা বলিতেছেন—। যথাশাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান মতে দ্রব্যত্যাগই যাঁহাদের যজ্ঞ তাঁহাদিগকে **দ্রব্যযজ্ঞ** বলা হয় ; সুতরাং দ্রব্যযজ্ঞ বলিতে যে সমস্ত ব্যক্তি স্মৃতিবিহিত পূর্ত্ত ও দত্ত নামক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহারাই অভিহিত হয়েন। এ সম্বন্ধে স্মৃতিবচন এইরূপ—"বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ এবং তড়াগ (পুষ্করিণী) প্রভৃতি খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ, অন্নপ্রদান এবং আরাম অর্থাৎ উপবনস্থাপন অর্থাৎ ছায়া বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত কর্ম্মকে **পূর্ত্ত** বলা হয়। আর, শরণাগত ব্যক্তিকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করা, সর্ব্বভূতে অহিংসা এবং বহির্বেদি দান এই সমস্ত কর্ম্মকে **দত্ত** বলা হয়।" 'ইষ্ট' নামক যে শ্রৌত কর্ম্ম আছে তাহা "দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্" এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞাদিকে **ইষ্ট** বলা হয় ; "দৈবমেব" ইত্যাদি শ্লোকে সেই জ্যোতিষ্টোমাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; কাজেই তন্মধ্যে ইষ্টনামক কর্ম্মটী কণ্ঠতঃ বলা না হইলেও অর্থতঃ উক্ত হইয়াছে। আর অন্তর্বেদি দান ও

অন্তর্বেদিদানমপি তত্রৈবান্তর্ভূতম্।১ তথা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপএব যজ্ঞো যেষাং তে "তপোযজ্ঞা"স্তপস্বিনঃ।২ তথা যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধোঽষ্টাঙ্গো যজ্ঞো যেষাং তে "যোগযজ্ঞাঃ" যমনিয়মাসনাদিযোগাঙ্গানুষ্ঠানপরাঃ।৩ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়ো হি যোগস্যাষ্টাবঙ্গানি।৪ তত্র প্রত্যাহারঃ "শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে" ইত্যত্রোক্তঃ। ধারণাধ্যানসমাধয়ঃ "আত্মসংযমযোগাগ্নৌ" ইত্যত্রোক্তাঃ। প্রাণায়ামঃ "অপানে জুহ্বতি প্রাণম্" ইত্যনন্তরশ্লোকে বক্ষ্যতে। যমনিয়মাসনান্যত্রোচ্যন্তে।৫ অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ।৬ শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-ধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ।৭ স্থিরসুখমাসনং পদ্মকস্বস্তিকাদ্যনেকবিধম্।৮ অশাস্ত্রীয়প্রাণিবধো হিংসা। সাচ কৃত-কারিতা-নুমোদিতভেদেন ত্রিবিধা। এবমযথার্থভাষণমবধ্যহিংসানুবন্ধি যথার্থভাষণঞ্চানৃতং। স্তেয়মশাস্ত্রীয়মার্গেণ পরদ্রব্যস্বীকরণং। অশাস্ত্রীয়ঃ স্ত্রীপুংসব্যতি-রেকো মৈথুনং। শাস্ত্রনিষিদ্ধমার্গেণ দেহযাত্রানির্ব্বাহকাধিকভোগসাধনস্বীকারঃ পরিগ্রহঃ। এতন্নিবৃত্তিলক্ষণা উপরমা যমাঃ; "যম উপরম" ইতি স্মরণাৎ।৯ তথা শৌচং দ্বিবিধং

তাহারই অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এবং যজ্ঞীয় স্থানে সমাসীন হইয়া যজ্ঞাঙ্গরূপে যে সমস্ত দান করা হয় তাহার নাম অন্তর্বেদি দান। আর অন্য সময়ে যে দান করা হয় তাহার নাম বহির্বেদি দান। সুতরাং অন্তর্বেদি দান শ্রৌত যজ্ঞাদিরূপ ইষ্টিকালীন, আর বহির্বেদি দান তদিতর কালীন।১ আর, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপঃই যাঁহাদের যজ্ঞ তাঁহারা তপোযজ্ঞ; সুতরাং তপোযজ্ঞাঃ অর্থ তপস্বিগণ।২ আর চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগই যাঁহাদের যজ্ঞ স্বরূপ তাঁহারা যোগযজ্ঞ; সুতরাং যোগযজ্ঞাঃ অর্থ নিয়ম, আসনাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান পরায়ণ ব্যক্তিগণ।৩ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আট প্রকার যোগের অঙ্গ।৪ তন্মধ্যে "শ্রোত্রাদীনিন্দ্রিয়াণ্যন্যে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রত্যাহারের বিষয় বলা হইয়াছে। আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বিষয় "আত্মসংযমযোগাগ্নৌ" এইস্থলের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। প্রাণায়ামের কথা ইহারই পরবর্ত্তী "অপানে জুহ্বতি প্রাণম্" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যাইবে। এক্ষণে এস্থলে যম, নিয়ম এবং আসন কি তাহা বলা যাইতেছে।৫ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটীর নাম যম।৬ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটী নিয়ম।৭ যাহা নিশ্চল ও সুখাবহ তাহার নাম আসন; তাহা পদ্মক, স্বস্তিক প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার।৮ অশাস্ত্রীয় প্রাণিবধের নাম হিংসা। তাহা আবার কৃত, কারিত ও অনুমোদিত ভেদে ত্রিবিধ। এইরূপ অযথার্থ কথন এবং যে সত্যকথা বলিলে অবধ্যের (যাহার বধ করা নিষিদ্ধ তাহার) হিংসা হয় তাদৃশ যথার্থভাষণ অনৃত (অসত্য)। অশাস্ত্রীয় (শাস্ত্রানমুমোদিত) উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণ করার নাম স্তেয়। অশাস্ত্রীয় (শাস্ত্রানমুমোদিত) স্ত্রী পুরুষ সংযোগের নাম মৈথুন। শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে যে পরিমাণ লইলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তদপেক্ষা অধিক ভোগ্য বস্তু স্বীকার করার নাম পরিগ্রহ। এই সমস্তগুলির নিবৃত্তিরূপ যে উপরম (উপরতি) তাহার নাম 'যম'। কারণ 'যম' ধাতু উপরম অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া স্মৃত হয়।৯ এইরূপ শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা,

বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। মৃজ্জলাদিভিঃ কায়াদিক্ষালনং হিতমিতমেধ্যাশনাদি চ বাহ্যং।। মৈত্রী-মুদিতাদিভির্মদমানাদিচিত্তমলক্ষালনমাভ্যন্তরং। সন্তোষো বিদ্যমানভোগোপকরণাদধিকস্যানুপাদিৎসারূপা চিত্তবৃত্তিঃ। তপঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনম্। কাষ্ঠমৌনাকারমৌনাদিব্রতানি চ। ইঙ্গিতেনাপি স্বাভিপ্রায়াপ্রকাশনং কাষ্ঠমৌনম্, অবচনমাত্রমাকারমৌনমিতি ভেদঃ। স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণাং অধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বকর্ম্মণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ ফলনিরপেক্ষতয়ার্পণম্। এতে বিধিরূপা নিয়মাঃ। পুরাণেষু যেঽধিকা উক্তাস্ত এষ্বেব যমনিয়মেষ্বন্তর্ভাব্যাঃ।১০ এতাদৃশযমনিয়মাদ্যভ্যাসপরা "যোগযজ্ঞাঃ"।১১ "স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ" যথাবিধি বেদাভ্যাসপরাঃ স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, ন্যায়েন বেদার্থনিশ্চয়পরা জ্ঞানযজ্ঞাঃ।১২ যজ্ঞান্তরমাহ,"যতয়ো" যত্নশীলাঃ, "সংশিতব্রতাঃ" সম্যক্ শিতানি তীক্ষ্ণীকৃতান্যতিদৃঢ়ানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ব্রতযজ্ঞা ইত্যর্থঃ।১৩ তথাচ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ, "তে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্" ইতি (পাঃ দঃ ২।৩১)। যে পূর্ব্বমহিংসাদ্যাঃ পঞ্চ যমা উক্তাস্ত

জল প্রভৃতির দ্বারা শরীরাদি প্রক্ষালন (ধৌত করা) এবং হিতকর, পরিমিত ও মেধ্য (পবিত্র) ভোজন—ইহা **বাহ্যশৌচ**। আর মৈত্রী মুদিতা প্রভৃতির দ্বারা মদ, মান প্রভৃতি চিত্তমল ক্ষালন করা **আন্তর শৌচ** অর্থাৎ সুখী জীবের সহিত 'মৈত্রী' (মিত্রতা), দুঃখিতের উপর 'করুণা', পুণ্যবানের উপর 'মুদিতা' (হর্ষ) অপুণ্য(পাপী)র উপর 'উপেক্ষা' ভাবনা করিলে চিত্তের প্রসাদ জন্মে; এবং তাহাতে অন্তরের মল ক্ষালিত হয়। **সন্তোষ** বলিতে বিদ্যমান ভোগ্যবস্তুর অধিক পরিমাণ না লইবার ইচ্ছারূপ চিত্তবৃত্তি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন আদি যে ব্রতকলাপ তাহাই **তপঃ**। ইঙ্গিত করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ না করাকে **কাষ্ঠমৌন** আর কেবলমাত্র কথা না কহাকে **আকার মৌন** বলে, ইহাই ইহাদের পার্থক্য। **স্বাধ্যায়** বলিতে মোক্ষশাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন অথবা প্রণবজপ অভিহিত হয়। **ঈশ্বর প্রণিধান** অর্থ ফলে নিরপেক্ষ (নিরভিলাষ) হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে সমর্পণ করা।—এই বিধিরূপ অনুষ্ঠানগুলির নাম নিয়ম। পুরাণ মধ্যে ইহা অপেক্ষা অধিক যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি এই যম নিয়মেরই অন্তর্ভূত করিয়া লইতে হইবে।১০ যাঁহারা এতাদৃশ যম নিয়মাদির অভ্যাসে তৎপর তাঁহারাই এখানে যোগযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।১১ **স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ**= যাঁহারা যথানিয়মে বেদাধ্যয়নে নিরত তাঁহারা **স্বাধ্যায় যজ্ঞাঃ** এবং ন্যায়ানুসরণ করিয়া অর্থাৎ যুক্তি অনুসন্ধান পূর্ব্বক বা বিচার করিয়া যাঁহারা বেদার্থ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যগ্র তাঁহারা **জ্ঞানযজ্ঞাঃ**।১২ অন্য একটী যজ্ঞ কি তাহা বলিতেছেন, **যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ**=যতি অর্থাৎ যত্নশীল সংশিতব্রতাঃ সম্যক্‌রূপে শিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণীকৃত (অতি দৃঢ়ীকৃত) হইয়াছে ব্রত যাঁহাদের তাঁহারা সংশিতব্রতাঃ; সুতরাং সংশিতব্রত অর্থ ব্রতযজ্ঞ (ব্রতই যাঁহাদের যজ্ঞ)।১৩ সেই ব্রত কি? ভগবান পতঞ্জলি তাহা বলিয়াছেন যথা, "সেই অহিংসাদি অনুষ্ঠানগুলি যখন জাতি, দেশ, কাল, এবং সময় অর্থাৎ প্রয়োজন বিশেষের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়ায় সার্ব্বভৌম হয় তখন তাহা মহাব্রত নামে অভিহিত হয়।"—পূর্ব্বে

এব জাত্যাদ্যনবচ্ছেদেন দৃঢ়ভূময়ো মহাব্রতশব্দব্যাচ্যাঃ।১৪ তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না যথা মৃগয়োর্মৃগাতিরিক্তান্ন হনিষ্যামীতি। দেশাবচ্ছিন্না যথা ন তীর্থে হনিষ্যামীতি। সৈব কালাবচ্ছিন্না যথা ন চতুর্দ্দশ্যাং ন পুণ্যেঽহনীতি। সৈব প্রয়োজনবিশেষরূপ সময়াবচ্ছিন্না যথা ক্ষত্রিয়স্য দেবব্রাহ্মণপ্রয়োজনব্যতিরেকেণানৃতং ন বদিষ্যামীতি। এবং বিবাহাদিপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ অনৃতং ন বদিষ্যামীতি। এবমাপৎকালব্যতিরেকেণ ন ক্ষুত্তয়াদ্যতিরিক্তস্তেয়ং ন করিষ্যামীতি। এবমৃতুব্যতিরিক্তকালে পত্নীং ন গমিষ্যামীতি। এবং গুর্ব্বাদিপ্রয়োজনমন্তরেণ ন পরিগ্রহীষ্যামীতি যথাযোগ্যমবচ্ছেদো দ্রষ্টব্যঃ।১৫ এতাদৃগবচ্ছেদপরিহারেণ যদা সর্ব্বজাতিসর্ব্বদেশসর্ব্বকালসর্ব্বপ্রয়োজনেষু ভবাঃ সার্ব্বভৌমা অহিংসাদয়ো ভবন্তি মহতা প্রযত্নেন পরিপাল্যমানত্বাৎ তদা তে মহাব্রত-শব্দেনোচ্যন্তে।১৬ এবং কাষ্ঠমৌনাদিব্রতমপি দ্রষ্টব্যম্।১৭ এতাদৃশব্রতদার্ঢ্যে চ কাম-ক্রোধলোভমোহানাং চতুর্ণামপি নরকদ্বারভূতানাং নিবৃত্তিঃ।১৮ তত্রাহিংসয়া ক্ষময়া

যে অহিংসাদি পাঁচটী যমের বিষয় বলা হইয়াছে সেইগুলিই যখন জাতি প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ না হয় তখন তাহারা দৃঢ়ভূমি হওয়ায় **মহাব্রত** শব্দে (নামে) কথিত হয়।১৪ তাহাদের মধ্যে জাতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—ব্যাধের পক্ষে 'আমি মৃগ ছাড়া অন্য জীব হিংসা করিব না' এইরূপে মৃগেতর জাতির মধ্যে অহিংসা অবচ্ছিন্ন (আবদ্ধ) রাখা অর্থাৎ (ব্যাধের) পক্ষে উক্তরূপে হিংসা কেবল মৃগজাতিতেই সীমাবদ্ধ; সুতরাং তাহার অহিংসা মৃগভিন্নজাতিতে সীমাবদ্ধ; ইহাই জাত্যবচ্ছিন্ন অহিংসা। তীর্থে হিংসা করিব না এইরূপ যে অহিংসা তাহা (ব্যাধের পক্ষে) দেশাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তীর্থেতেই তাহার অহিংসা ব্রত, অন্যত্র নহে। কালাবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—(ব্যাধের পক্ষে) চতুর্দ্দশীতে হিংসা করিব না, অথবা পুণ্যদিনে হিংসা করিব না (এইরূপে পুণ্যেতর কালে যে হিংসা তাহা কালাবচ্ছিন্ন; সুতরাং পুণ্যদিনে অহিংসা তাহার পক্ষে কালাবচ্ছিন্ন অহিংসা)। প্রয়োজন বিশেষরূপ সময়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হিংসা যথা—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দেবতা অথবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ছাড়া অন্য কারণে হিংসা করিব না; যুদ্ধ বিনা হিংসা করিব না—এইপ্রকার অহিংসা। এইরূপ (সত্যাদির সম্বন্ধেও সংক্ষেপ দৃষ্টান্ত যথা)—'বিবাহ প্রভৃতি প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা বলিব না' এইরূপ যে সত্য তাহা সময়াবচ্ছিন্ন সত্য। 'আপৎকাল ব্যতীত অন্যকালে ক্ষুন্নিবৃত্তির অতিরিক্ত স্তেয় (চৌর্য্য) করিব না' ইহা কালাবচ্ছিন্ন অস্তেয়। 'ঋতুকালভিন্ন অন্য সময়ে পত্নীর সহিত মিলিত হইব না'—ইহা কালাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য। এইরূপ 'গুরু প্রভৃতির প্রয়োজন ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে পরিগ্রহ করিব না'—ইহা সময়াবচ্ছিন্ন অপরিগ্রহ। এইভাবে ইহাদের যথাযোগ্য অবচ্ছিন্নতা বুঝিয়া লইতে হইবে।১৫ যখন অহিংসাদির এই প্রকার অবচ্ছিন্নতাও পরিত্যক্ত হইবে অর্থাৎ ঐগুলি কোন কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না আর সেইরূপ হইলে যখন সেই অহিংসা অস্তেয় প্রভৃতিগুলি সর্ব্ব জাতি, সর্ব্ব দেশ, সর্ব্ব কাল এবং সর্ব্ব প্রয়োজন মধ্যে বিদ্যমান থাকায় সার্ব্বভৌম হয় তখন তাহাদিগকে মহাব্রত শব্দে অভিহিত করা হয়, কারণ তাহাদের অত্যধিক প্রযত্ন সহকারে পরিপালন করিতে হয়।১৬ কাষ্ঠমৌনাদি ব্রতগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।১৭ এতাদৃশ মহাব্রত দৃঢ় হইলে নরকের

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

তথা অপরে অপানে প্রাণং জুহ্বতি অপানং প্রাণে জুহ্বতি ; প্রাণায়ামপরায়ণাঃ অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি অর্থাৎ কেহ কেহ পূরকদ্বারা অপান বায়ুতে প্রাণের এবং প্রাণে অপান বায়ুর হোম করেন ; প্রাণাপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন কেহ কেহ আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা স্বয়ংই জীর্ণ ইন্দ্রিয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি সকল আহুতি দেন ॥২৯

ক্রোধস্য, ব্রহ্মচর্য্যেণ বস্তুবিচারেণ চ কামস্য, অস্তেয়াপরিগ্রহরূপেণ সন্তোষেণ লোভস্য, সত্যেন যথার্থজ্ঞানরূপেণ বিবেকেন মোহস্য, তন্মূলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিবৃত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্। ইতরাণি চ ফলানি সকামানাং যোগশাস্ত্রে কথিতানি ॥ ১৯—২৮ ॥

প্রাণায়ামযজ্ঞমাহ সার্দ্ধেন । "অপানে"ঽপানবৃত্তৌ "জুহ্বতি" প্রক্ষিপন্তি, "প্রাণং" প্রাণবৃত্তিং বাহ্যবায়োঃ শরীরাভ্যন্তরপ্রবেশেন পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।১ "প্রাণেঽপানং তথাপরে" জুহ্বতি শরীরবায়োর্ব্বহির্গমনেন রেচকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।২ পূরকরেচককথনেন চ তদবিনাভূতো দ্বিবিধঃ কুম্ভকোঽপি কথিত এব। যথাশক্তি বায়ুমাপূর্য্যানন্তরং শ্বাসপ্রশ্বাসনিরোধঃ ক্রিয়মাণোঽন্তঃকুম্ভকঃ। যথাশক্তি সর্ব্বং বায়ুং বিরিচ্যানন্তরং ক্রিয়মাণো বহিঃকুম্ভকঃ।৩ এতৎ প্রাণায়ামত্রয়ানুবাদপূর্ব্বকং চতুর্থং কুম্ভকমাহ"প্রাণাপানগতী"মুখনাসিকাভ্যামান্তরস্য বায়োর্বহির্নির্গমঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য গতিঃ।

দ্বারস্বরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই চারিটীরও নিবৃত্তি হইয়া যায়।১৮ তন্মধ্যে অহিংসা ও ক্ষমা হইতে ক্রোধের, ব্রহ্মচর্য্য এবং বস্তুবিচার হইতে কামের, আস্তেয় এবং অপরিগ্রহরূপ সন্তোষ হইতে লোভের এবং যথার্থ জ্ঞানরূপ সত্য হইতে ও বিবেক হইতে মোহ এবং মোহ যাহাদের মূল সেই সমস্ত অনর্থেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। (যোগমার্গ অবলম্বন করিলে) সকাম ব্যক্তিরা অন্যান্য যে সমস্ত ফললাভ করিতে পারে তাহা যোগশাস্ত্রে (যোগদর্শনের তৃতীয় পাদে—বিভূতি পাদে) বর্ণিত আছে।১৯—২৮॥

অনুবাদ—এক্ষণে সার্দ্ধ শ্লোকে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন—। **অপানে** অপানবৃত্তিতে **জুহ্বতি**=প্রক্ষেপ করেন **প্রাণং**=প্রাণবৃত্তিকে ; বহিঃস্থিত বায়ুকে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন, ইহাই ইহার তাৎপর্য্যার্থ।১ অন্য কেহ কেহ আবার প্রাণবৃত্তিতে অপানবৃত্তি আহুতি দেন (প্রক্ষেপ করেন), অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্ত্তী বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন।২ পূরক এবং রেচক এতদুভয়ের নির্দ্দেশ করায় ইহাদের সহিত অবিনাভূত (সংশ্লিষ্ট) দ্বিবিধ কুম্ভকও কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে যতদূর সাধ্য বায়ু টানিয়া লইয়া (শ্বাস লইয়া) তাহার পর যে শ্বাস ও প্রশ্বাস নিরোধ করা অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ কিংবা প্রশ্বাস গ্রহণ বন্ধ করা তাহার নাম **অন্তঃকুম্ভক**। আর যথাশক্তি অন্তর্গত বায়ু ত্যাগ করিয়া তাহার পর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ করার নাম **বহিঃকুম্ভক**।৩ (রেচক,

বহির্নির্গতস্যান্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্বাসোঽপানস্য গতিঃ। তত্র পূরকে প্রাণগতিনিরোধঃ। রেচকেঽপানগতিনিরোধঃ। কুম্ভকে তূভয়গতিনিরোধ ইতি ক্রমেণ যুগপচ্চ শ্বাসপ্রশ্বাসাখ্যে "প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ" সন্তোঽ"পরে" পূর্ব্ববিলক্ষণাঃ "নিয়তাহারাঃ" আহারনিয়মাদিযোগসাধনবিশিষ্টাঃ, "প্রাণেষু" বাহ্যাভ্যন্তরকুম্ভকাভ্যাসনিগৃহীতেষু "প্রাণান্" জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপান্ "জুহ্বতি" চতুর্থকুম্ভকাভ্যাসেন বিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ।৪ তদেতৎ সর্ব্বং ভগবতা পতঞ্জলিনা সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং সূত্রিতং। তত্র সংক্ষেপসূত্রং "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ" ইতি। (পাঃ দঃ ২। ৪৯) তস্মিন্নাসনে স্থিরে সতি প্রাণায়ামোঽনুষ্ঠেয়ঃ। কীদৃশঃ? শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ; শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ প্রাণাপানধর্ম্ময়োর্যা গতিঃ পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণ স্বাভাবিকপ্রবহণং ক্রমেণ যুগপচ্চ পুরুষপ্রযত্নবিশেষেণ তস্য বিচ্ছেদো নিরোধ এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য স তথেতি।৫

পূরক ও কুম্ভক নামক) এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামের অনুবাদ (উল্লেখ) করিয়া চতুর্থপ্রকার কুম্ভকের বিষয় বলিতেছেন—। **প্রাণাপানগতী**=প্রাণ এবং অপান এই উভয়ের গতিরোধ—মুখ ও নাসিকারূপ পথ দিয়া শরীরান্তর্গত বায়ুর বহির্নির্গমনরূপ যে শ্বাসক্রিয়া তাহাই **প্রাণগতি**। আর বহির্নির্গত বায়ুর যে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশরূপ প্রশ্বাস তাহাই **অপানগতি**। তন্মধ্যে পূরক নামক প্রাণায়াম করিলে প্রাণগতির নিরোধ হয়, রেচক করিলে অপানগতির নিরোধ হয়, আর কুম্ভক করিলে উভয়েরই গতির নিরোধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে ক্রমিক ভাবে এবং যুগপৎ (একসঙ্গে) শ্বাস প্রশ্বাস নামক প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া অর্থাৎ পূরককালে শ্বাসরোধ নামক প্রাণ গতিরোধ করিলে এবং রেচককালে প্রশ্বাসরোধ নামক অপান গতি রোধ করিলে ক্রমে (ক্রমিক ভাবে) প্রাণাপান গতির রোধ করা হয় আর কুম্ভককালে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিলে প্রাণ ও অপানের গতি যুগপৎ (এককালে) রুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপে **প্রাণায়ামপরায়ণাঃ**=প্রাণায়াম নিরত হইয়া **অপরে**=পূর্ব্ব বিলক্ষণ অন্য কেহ কেহ **নিয়তাহারাঃ**=নিয়তাহার হইয়া অর্থাৎ আহার বিষয়ে নিয়ম (সংযম) রূপ যোগসাধন বিশিষ্ট হইয়া **প্রাণেষু**=বাহ্য ও আন্তর কুম্ভকাভ্যাস দ্বারা নিগৃহীত (নিরুদ্ধ) প্রাণবৃত্তিতে **প্রাণান্**=প্রাণগুলিকে অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে **জুহ্বতি**=আহুতি প্রদান করেন অর্থাৎ চতুর্থ প্রকার কুম্ভক অভ্যাস করতঃ সেইগুলিকে বিলাপিত করেন (ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে প্রাণবৃত্তিমধ্যে লীন করিয়া দেন)।৪ ভগবান্ পতঞ্জলি এই সমস্তগুলিই সংক্ষিপ্তভাবে এবং বিস্তৃত ভাবে সূত্রমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংক্ষেপ সূত্রটী এইরূপ—"তাহা হইলে (আসন স্থির হইলে) শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতির বিচ্ছেদ (রোধ) রূপ প্রাণায়াম (অনুষ্ঠেয়)।১৩ **তস্মিন্ সতি** অর্থ সেই (পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট) আসন স্থির হইলে পর প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রাণায়াম কিরূপ? (উত্তর) তাহা শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ স্বরূপ;—শ্বাস প্রশ্বাসের অর্থাৎ—প্রাণ ও অপানের ধর্ম্মের যে গতি অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্ন বিনাই যে স্বাভাবিক প্রবহণ (বিনা প্রযত্নে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হওয়া), পুরুষের প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা সেই স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার যে ক্রমিক ও যুগপৎ (এককালীন)

এতদেব বিবৃণোতি "বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসঙ্খ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ" ইতি। (পাঃদঃ২।৫০) বাহ্যগতিনিরোধরূপত্বাৎবাহ্যবৃত্তিঃ পূরকঃ,আন্তরগতিনিরোধরূপত্বাদান্তরবৃত্তী রেচকঃ। কৈশ্চিত্ত্ব্ বাহ্যশব্দেন রেচক আন্তরশব্দেন চ পূরকো ব্যাখ্যাতঃ। যুগপদুভয়-গতিনিরোধঃ স্তম্ভস্তদ্বৃত্তিঃ কুম্ভকঃ ৬ তদুক্তং. "যত্রোভয়োঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সকৃদেব বিধারকাৎ প্রযত্নাদভাবো ভবতি ন পুনঃ পূর্ব্ববদাপূরণপ্রযত্নৌঘবিধারণং, নাপি রেচক-প্রযত্নৌঘবিধারণং, কিন্তু যথা তপ্ত উপলে নিহিতং জলং পরিশুষ্যৎ সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে এবময়মপি মারুতো বহনশীলো বলবদ্বিধারকপ্রযত্নাবরুদ্ধক্রিয়ঃ শরীরএব সূক্ষ্মভূতোঽ-বতিষ্ঠতে, ন তু পূরয়তি যেন পূরকঃ ন তু রেচয়তি যেন রেচক" ইতি (পাতঞ্জলভাষ্যটীকা)।৭ ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামো দেশেন কালেন সংখ্যয়া চ পরীক্ষিতো দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞো ভবতি। যথা ঘনীভূতস্তূলপিণ্ডঃ প্রসার্য্যমাণো বিরলতয়া দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ ভবতি, তথা প্রাণোঽপি দেশকালসঙ্খ্যাধিক্যেনাভ্যস্যমানো দীর্ঘো দুর্লক্ষতয়া সূক্ষ্মোঽপি সম্পদ্যতে।৮ তথাহি হৃদয়ান্নির্গত্য নাসাগ্রসম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে দেশে শ্বাসঃ সমাপ্যতে। তত এব চ পরাবৃত্য

বিচ্ছেদ অর্থাৎ নিরোধ সেই বিচ্ছেদই যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ তাহার নাম প্রাণায়াম।৫ এই বিষয়টীই অন্য সূত্রে বিবৃত করিয়া বলিতেছেন, যথা—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভ (রেচক, পূরক ও কুম্ভক) দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা পরীক্ষিত হইলে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, পূরক বাহ্যগতির নিরোধ স্বরূপ হওয়ায় **বাহ্যবৃত্তি বলিতে পূরক** বুঝিতে হইবে, আর রেচক আন্তরগতির নিরোধ স্বরূপ হওয়ায় **আন্তর বৃত্তি অর্থে রেচক** বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বাহ্যবৃত্তি শব্দের অর্থ রেচক এবং আন্তর বৃত্তি শব্দের অর্থ পূরক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর একসঙ্গে (এককালে) এই দুইটী বৃত্তিরই যে নিরোধরূপ স্তম্ভ তাহার নাম কুম্ভক।৬ (যোগ দর্শন ভাষ্য টীকায় মহামতি বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক) ইহা বর্ণিত হইয়াছে যথা—"যখন কেবল একবার মাত্র বিধারক প্রযত্ন নিবন্ধন শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে, পূর্ব্বের মত আর আপূরণ (পূরক) করিবার জন্য প্রযত্ন ধারার বিধারণ করিবার নিমিত্ত অথবা রেচন করিবার জন্য প্রযত্ন ধারার বিধারণ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রযত্ন অপেক্ষিত হয় না কিন্তু তপ্ত শিলাখণ্ডে নিক্ষিপ্ত জল যেমন শুষ্ক হইয়া এবং সকল দিক্ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া যায় সেইরূপ বহনশীল এই শ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ু ও অত্যধিক বিধারক প্রযত্ন বশতঃ ইহার ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে শরীরের মধ্যেই সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে; তখন তাহা (শরীরাভ্যন্তর) পূরণ করে না বলিয়া তাহাকে পূরক বলা যায় না, আবার রেচনও করে না বলিয়া তাহাকে রেচকও বলা যায় না।"৭ এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামই দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরীক্ষিত হইলে দীর্ঘ সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়। যেমন ঘন তূলা পিণ্ডকে যদি প্রসারিত করা হয় তাহা হইলে তাহা বিরল হইয়া অর্থাৎ পাতলা হইয়া গিয়া দীর্ঘও হয় আবার সূক্ষ্মও হয় সেইরূপ দেশকাল ও সংখ্যা অধিক করিয়া প্রাণায়াম অভ্যস্ত করিলে প্রাণও (প্রাণ নামক বহির্গমনশীল বায়ুও) দীর্ঘ হইয়া পাকে এবং তাহা দুর্লক্ষ্য (সহজে উপলব্ধি করিবার অযোগ্য) হওয়ায় সূক্ষ্মও হইয়া থাকে।৮ তাহা এইরূপ যথা,—সাধারণতঃ শ্বাস বায়ু হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া নাসিকার অগ্রভাগের সম্মুখে বার আঙ্গুল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া শেষ হইয়া

হৃদয়পর্য্যন্তং প্রবিশতীতি স্বাভাবিকী প্রাণাপানয়োর্গতিঃ। অভ্যাসেন তু ক্রমেণ নাভেরাধারাদ্বা নির্গচ্ছতি। নাসাতশ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলপর্য্যন্তে ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলপর্য্যন্তে বা দেশে সমাপ্যতে। এবং প্রবেশোঽপি তাবানবগন্তব্যঃ।৯ তত্র বাহ্যদেশব্যাপ্তির্নির্ব্বাতে দেশে ঈষীকাদিসূক্ষ্মতূলক্রিয়য়ানুমাতব্যা। অন্তরপি পিপীলিকাস্পর্শসদৃশেন স্পর্শেনানুমাতব্যা। সেয়ং দেশপরীক্ষা।১০ তথা নিমেষক্রিয়াবচ্ছিন্নস্য কালস্য চতুর্থো ভাগঃ ক্ষণস্তেষামিয়ত্তাবধারণীয়া, স্বজানুমণ্ডলং পাণিনা ত্রিঃপরামৃশ্য ছোটিকাবচ্ছিন্নঃ কালো মাত্রা। তাভিঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাভিঃ প্রথম উদ্ঘাতো মন্দঃ, সএব দ্বিগুণীকৃতো দ্বিতীয়ো মধ্যঃ, স এব ত্রিগুণীকৃতস্তৃতীয়স্তীব্র ইতি। নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োর্ব্বিরিচ্যমানস্য শিরস্যভিহননমুদ্ঘাত ইত্যুচ্যতে। সেয়ং কালপরীক্ষা।১১ সংখ্যাপরীক্ষা চ প্রণবজপাবৃত্তিভেদেন বা সংখ্যাপরীক্ষা শ্বাস প্রবেশগণনয়া বা। কালসংখ্যয়োঃ কথঞ্চিদ্ভেদবিবক্ষয়া পৃথগুপন্যাসঃ। যদ্যপি কুম্ভকে দেশব্যাপ্তির্নাবগ-

যায়। আবার সেই পরিমিত স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিয়া তাহা হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়—ইহাই হইল প্রাণ ও অপানের অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি। কিন্তু অভ্যাস করিলে উহা ক্রমে নাভি হইতে বা মূলাধার হইতে নির্গত হয় এবং নাসিকা হইতে চব্বিশ অথবা ছত্রিশ আঙ্গুল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া সমাপ্ত হয়। এইরূপ প্রবেশও ঠিক এই পরিমাণ দেশ হইতে হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ চব্বিশ অথবা ছত্রিশ আঙ্গুল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শ্বাস লওয়া হয়।৯ তন্মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার বাহ্যদেশ ব্যাপ্তি বায়ুবিহীন স্থানে ঈষিকা প্রভৃতি সূক্ষ্ম তূলার ক্রিয়ার দ্বারা অনুমান করিতে হয়। অর্থাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়ার কতদূর যাওয়া অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে বায়ু বিহীন স্থানে নাসিকাগ্র হইতে সম্মুখে চব্বিশ অথবা ছত্রিশ আঙ্গুল দূরবর্ত্তী স্থানে তুলা বা ছাতু প্রভৃতি রাখিয়া দিয়া স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস ত্যাগ করিলে যদি তাহা কম্পিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রাণায়ামের দ্বারা রেচকের অর্থাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়ার (অধিক) দেশব্যাপ্তি অভ্যস্ত হইয়াছে (অন্তরেও অর্থাৎ শরীর মধ্যেও পিপীলিকা স্পর্শ সদৃশ স্পর্শের দ্বারা পূরকের অর্থাৎ শ্বাসের দেশব্যাপ্তি) অনুমান করিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে যদি আপদাগ্র আমস্তক পিপীলিকার স্পর্শ অনুভূত হয় তাহা হইলে সেই স্পর্শের দ্বারা পূরকের আন্তরদেশ ব্যাপ্তি হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। ইহাই হইল প্রাণায়ামের দেশ পরীক্ষা।১০ সেইরূপ, নিমেষাবচ্ছন্ন যে কাল অর্থাৎ যে পরিমাণ সময়ে চক্ষুপত্রদ্বয়ের সংযোগ হয় তাহার চতুর্থ ভাগের নাম **ক্ষণ**। সেই ক্ষণাদির ইয়ত্তা (পরিমাণ) অবধারণ করিতে হইবে। নিজজানুমণ্ডলে তিনবার হস্ত ঘুরাইয়া একবার তুড়ি মারিতে যে সময় লাগে তাহাকে **মাত্রা** বলা হয়। সেইরূপ ছত্রিশটী মাত্রায় যে প্রথম **উদ্‌ঘাত** হয়, তাহাকে **মন্দ** বলা হয়। উহাকেই দ্বিগুণ করিলে অর্থাৎ উহার দ্বিগুণ মাত্রায় যে দ্বিতীয় উদ্‌ঘাত হয় তাহা **মধ্য**, আর উহার তিনগুণ মাত্রায় যে তৃতীয় উদ্‌ঘাত হয় তাহা **তীব্র**। নাভি মূল হইতে প্রেরিত বিরিচ্যমান (যাহার রেচক হইতেছে) বায়ু মস্তকে যে অভিঘাত জন্মায় তাহার নাম **উদ্‌ঘাত**। এইরূপে প্রাণায়ামের যে পরীক্ষা তাহাই হইল **কাল পরীক্ষা**।১১ আর প্রণবজপের আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান) ভেদে অথবা শ্বাসের প্রবেশ গণনা দ্বারা সংখ্যা পরীক্ষা হইয়া থাকে। কাল পরীক্ষা এবং সংখ্যা পরীক্ষার মধ্যে

ম্যতে তথাপি কালসঙ্খ্যাব্যাপ্তিরবগম্যতএব।১২ স খল্বয়ং প্রত্যহমভ্যস্তো দিবসপক্ষমাসাদিক্রমেণ দেশকালপ্রচয়ব্যাপ্ততয়া দীর্ঘঃ পরমনৈপুণ্যসমধিগমনীয়তয়া চ সূক্ষ্ম ইতি নিরূপিতস্ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ।১৩ চতুর্থং ফলভূতং সূত্রয়তি স্ম "বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ" (পাঃ দঃ ২।৫১) ইতি। বাহ্যবিষয়ঃ শ্বাসো রেচকঃ অভ্যন্তরবিষয়ঃ প্রশ্বাসঃ পূরকঃ বৈপরীত্যং বা। তাবুভাবপেক্ষ্য সকৃদ্বলবদ্বিধারকপ্রযত্নবশাদ্ভবতি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধস্তৃতীয়ঃ কুম্ভকঃ। তাবুভাবনপেক্ষ্যৈব কেবলকুম্ভকাভ্যাসপাটবেনাসকৃত্তত্তৎ প্রযত্নবশাদ্ভবতি চতুর্থঃ কুম্ভকঃ। তথাচ বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপীতি তদনপেক্ষ ইত্যর্থঃ। অন্যা ব্যাখ্যা বাহ্যো বিষয়ো দ্বাদশান্তাদিরাভ্যন্তরো বিষয়ো হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ। তৌ দ্বৌ বিষয়াবাক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়ামইতি। তৃতীয়স্তু বাহ্যাভ্যন্তরৌ বিষয়াবপর্য্যালোচ্যৈব সহসা ভবতি ইতি বিশেষঃ।১৪ এতাদৃশশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রাণায়ামোঽপানে জুহ্বতি প্রাণমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন শ্লোকেনদর্শিতঃ॥ ১৫—২৯॥

কথঞ্চিৎ (কোন রকম একটু) ভেদ আছে এইরূপ মনে করিয়াই উহাদের পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদিও কুম্ভক নামক প্রাণায়ামে দেশ ব্যপ্তি বুঝিতে পারা যায় না (কারণ দেশ পরীক্ষা বায়ু ত্যাগ অথবা বায়ু গ্রহণের দ্বারাই হইয়া থাকে) তথাপি তাহার কাল ও সংখ্যা ব্যাপ্তি অবশ্যই বুঝিতে পারা যায়।১২ এই প্রাণায়াম প্রতিদিন অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ইহা দিবস, পক্ষ ও মাসাদিক্রমে দীর্ঘ দেশ ও দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় বলিয়া ইহাকে দীর্ঘ বলা হয়, আর নিরতিশয় নিপুণতা দ্বারা ইহাকে সম্যক্ আয়ত্ত করা যায় বলিয়া ইহাকে সূক্ষ্ম বলা হয়। এইরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়াম নিরূপিত হইল।:৩ ইহাদের ফলভূত যে চতুর্থ প্রাণায়াম তাহাও ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা,—"বাহ্ ও আন্তর বিষয় নিরপেক্ষ যে প্রাণায়াম তাহাই চতুর্থ।" বহির্বিষয়ক শ্বাস হইতেছে রেচক আর অভ্যন্তর বিষয়ক শ্বাস হইতেছে পূরক। অথবা ইহার বিপরীত ভাবের নাম রেচক ও পূরক। এই দুইটাকে অপেক্ষা করিয়া একবার অত্যধিক বিধারক প্রযত্ন করিলে বাহ্ ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ তৃতীয় প্রকার কুম্ভক হইয়া থাকে। আর কেবলমাত্র কুম্ভকের অভ্যাসে পটুতা হইলে সেই দুইটীকে অপেক্ষা না করিয়াই বার বার তত্তৎ প্রযত্ন বশে যে কুম্ভক হয় তাহাই চতুর্থ কুম্ভক। সুতরাং সূত্রে যে "বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী" বলা হইয়াছে তাহার অর্থ বাহ্ ও আভ্যন্তর বিষয় নিরপেক্ষ। এই সূত্রটীর অন্য প্রকার ব্যাখ্যা যথা,—বাহ্ বিষয় হইতেছে দ্বাদশান্তাদি, আর আভ্যন্তর বিষয় হইতেছে নাভিচক্রাদি। সেই দুইটী বিষয়কে আক্ষিপ্ত করিয়া অর্থাৎ পর্য্যালোচনা করিয়া যে স্তম্ভরূপ গতিবিচ্ছেদ হয় তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম; পক্ষান্তরে কুম্ভকরূপ যে তৃতীয় প্রাণায়াম তাহা বহির্বিষয় ও আভ্যন্তর বিষয়ের পর্য্যালোচনা বিনাই সহসা হইয়া থাকে; ইহাই তৃতীয় কুম্ভকও চতুর্থ প্রাণায়ামের মধ্যে বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য।১৪ "অপানে জুহ্বতি প্রাণম্" ইত্যাদি সার্দ্ধ (দেড়টী) শ্লোকে এতাদৃশ চতুর্বিধ প্রাণায়ামই দর্শিত হইয়াছে।১৫—২৯॥

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি হে কুরুসত্তম! অয়ং লোকঃ অযজ্ঞস্য নাস্তি, কুতঃ অন্যঃ অর্থাৎ এই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞবিদ্গণ যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন, যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজনকারী মহাপুরুষগণ সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীনব্যক্তিগণের পক্ষে এই মনুষ্যলোকও নাই; স্বর্গাদি পরলোক ত দূরের কথা ॥৩০-৩১

তদেবমুক্তানাং দ্বাদশধা যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বে ইতি। যজ্ঞান্ বিদন্তি জানন্তি বিন্দন্তি লভন্তে বেতি "যজ্ঞবিদো" যজ্ঞানাং জ্ঞাতারঃ কর্ত্তারশ্চ।১ যজ্ঞৈঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যেষাং তে "যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ"।২ যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽন্নমমৃতশব্দবাচ্যং ভুঞ্জত ইতি "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ"। তে সর্ব্বেঽপি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ "যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং" নিত্যং, সংসারান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ।৪—৩০॥

এবমন্বয়ে গুণমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ নায়মিত্যর্দ্ধেন উক্তানাং যজ্ঞানাং মধ্যেঽন্যতমোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞস্তস্য অয়মল্পসুখো মনুষ্যলোকো নাস্তি সর্ব্বনিন্দ্যত্বাৎ, কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ পরলোকঃ হে কুরুসত্তম।—৩১॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞবিদ্গণের কি ফল হয় তাহাই বলিতেছেন—। যাঁহারা যজ্ঞ **বিদন্তি**=বিদিত আছেন অথবা **বিন্দন্তি**=লাভ করেন তাঁহারা যজ্ঞবিৎ; সুতরাং যজ্ঞবিৎ অর্থ যজ্ঞের স্বরূপ জ্ঞাতা এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা।১ **যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ**=পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাদের কল্মষ অর্থাৎ পাপ ক্ষপিত অর্থাৎ নাশিত হইয়াছে তাঁহারা 'যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষ'।২ তাঁহারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট কালে অমৃতশব্দবাচ্য অন্ন ভোজন করেন; এই জন্য তাঁহারা **'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ'**।৩ তাঁহারা সকলেই সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা **যান্তি**=প্রাপ্ত হইয়া থাকেন **ব্রহ্ম সনাতনম্**=নিত্য ব্রহ্ম, অর্থাৎ তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন; ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।৪—৩০॥

অনুবাদ—এইরূপে অন্বয়ে গুণ দেখাইয়া অর্থাৎ এইরূপ করিলে এইরূপ ফল হয় ইহা নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে ব্যতিরেকে দোষ কি অর্থাৎ ঐরূপ না হইলে কি দোষ হয় তাহাই অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছেন। হে কুরুসত্তম! উক্ত যজ্ঞগুলির মধ্যে যাহার একটীও যজ্ঞ নাই সে অযজ্ঞ;—সেই অযজ্ঞ ব্যক্তির এই অল্পসুখ মনুষ্যলোকও নাই, কারণ তাদৃশ ব্যক্তি সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে; আর **কুতোঽন্যঃ**=বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ যে অন্য লোক অর্থাৎ পরলোক তাহা তাহার কিরূপে থাকিবে?—৩১॥

ভাবপ্রকাশ—মুখ্যতঃ দৈবযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের ভেদের কথা বলিয়া এখন নানাপ্রকার যজ্ঞের কথা বলিতেছেন। কেহ দ্রব্যদান করিয়া, কেহ তপস্যা করিয়া, কেহ পূরক, রেচক, কুম্ভক ইত্যাদি প্রাণায়াম করিয়া এবং প্রত্যাহারাদি অন্য যোগাঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কেহ বা মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে অর্থাৎ বেদমুখে এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তুমি তৎসমস্তই কর্ম্মজনিত বলিয়া জানিবে; এইরূপ জানিয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।৩৩

হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ হে পার্থ! সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অর্থাৎ হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যদ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু হে পার্থ! ফলসহিত সমুদয় কর্ম্মই জ্ঞানের অন্তর্ভূত।৩১

কিন্ত্বয়া স্বোৎপ্রেক্ষামাত্রেণৈবমুচ্যতে? ন হি, বেদ এবাত্র প্রমাণমিত্যাহ।—১ "এবং" যথোক্তা "বহুবিধা" বহুপ্রকারা "যজ্ঞাঃ" সর্ব্ববৈদিকশ্রেয়ঃসাধনরূপা "বিততা" বিস্তৃতাঃ "ব্রহ্মণো" বেদস্য "মুখে" দ্বারে বেদদ্বারেণৈব তেঽবগতা ইত্যর্থঃ। বেদবাক্যানি তু প্রত্যেকং বিস্তরভয়ান্নোদাহ্রিয়ন্তে।২ "কর্ম্মজান্" কায়িকবাচিকমানসকর্ম্মোদ্ভবান্ "বিদ্ধি" জানীহি, তান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞাননাত্মজান্। নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা ন তদ্ব্যাপারা এতে, কিন্তু নির্ব্যাপারোঽহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা "বিমোক্ষ্যসে" অস্মাৎ সংসারবন্ধনাদিতি শেষঃ ॥৩—৩২ ॥

কেহ বা শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান লাভ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; ইঁহারা সকলেই যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করিয়া যজ্ঞাবশেষ যে চিত্তপ্রসাদরূপ অমৃত তাহা ভোজন করিয়া যথাকালে পরমতত্ত্বকে প্রাপ্ত হন। ইঁহারা শুধু অনুষ্ঠান করেন তাহা নহে, ইহারা যজ্ঞের তত্ত্বও অবগত আছেন। এই তত্ত্ব জানিয়া অনুষ্ঠানই পরমপদ লাভের উপায়। যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে কোনও উপায়েই পরমতত্ত্বলাভ করা যায় না। ইহলোকে অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভ হয়। যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে না তাহার অভ্যুদয়ই হয় না, নিঃশ্রেয়স ত দূরের কথা। ২৮-৩১

অনুবাদ—আচ্ছা তুমি যে এই সমস্ত যজ্ঞের কথা বলিতেছ ইহা কি নিজ উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কল্পনা প্রভাবে বলিতেছ না কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা নহে—বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ; তাহাই বলিতেছেন—।১ **এবং**=এই রূপ অর্থাৎ যেমন বলা হইল তাদৃশ **বহুবিধাঃ**=বহুপ্রকার **যজ্ঞাঃ**=বৈদিক শ্রেয়ঃসাধনস্বরূপ যজ্ঞ **বিততাঃ**=বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে **ব্রহ্মণঃ**=বেদের **মুখে**=দ্বারে; বেদরূপ দ্বার হইতেই সেইগুলি অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে সমস্ত বেদবাক্য আছে বাহুল্যভয়ে সেগুলি আর উদ্ধৃত করিলাম না।২ **কর্ম্মজান্**=কর্ম্মজ অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত **বিদ্ধি**=জানিও **তান্ সর্ব্বান্**=সেই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে, কিন্তু সেগুলি আত্মজ নহে অর্থাৎ আত্মার সহিত সেগুলির কোন সংস্পর্শ নাই। আত্মা ব্যাপার (ক্রিয়া) বিহীন; সুতরাং এগুলি তাহার ব্যাপার নহে; কিন্তু আমি নির্ব্যাপার

সর্ব্বেষাং তুল্যবন্নির্দ্দেশাৎ কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সাম্যপ্রাপ্তাবাহ শ্রেয়ানিতি। "শ্রেয়ান্" প্রশস্ততরঃ সাক্ষান্মোক্ষফলত্বাৎ "দ্রব্যময়াৎ" তদুপলক্ষিতাৎ জ্ঞানশূন্যাৎ সর্ব্বস্মাদপি "যজ্ঞাৎ" সংসারফলাৎ "জ্ঞানযজ্ঞ" একএব হে পরন্তপ !১ কস্মাদেবং যস্মাৎ "সর্ব্বং কর্ম্ম" ইষ্টিপশুসোমচয়নরূপং শ্রৌতং "অখিলং" নিরবশেষং স্মার্ত্তমুপাসনাদিরূপঞ্চ যৎ কর্ম্ম তজ্ "জ্ঞানে" ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারে "পরিসমাপ্যতে" প্রতিবন্ধক্ষয়দ্বারেণ পর্য্যবস্যতি।২ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইতি (তৈঃ আঃ ১০।৩৩।৭) "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" (বৃহদাঃ উঃ ৪।) ইতি চ শ্রুতেঃ, "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববদি"তি (বেঃদঃ ৩।৪।২৬) ন্যায়াচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩—৩৩ ॥

উদাসীন; **এবং জ্ঞাত্বা**=এইরূপ জানিলে **বিমোক্ষ্যসে**=এই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে।৩—৩২

অনুবাদ—এ স্থলে কর্ম্ম ও জ্ঞান সবগুলিই সমানভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহাদের সাম্য প্রসঙ্গ হইতে পারে; এই জন্য **শ্রেয়ান্** ইত্যাদি গ্রন্থ সন্দর্ভে বলিতেছেন অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান সবগুলিরই যখন সমানভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তখন উভয়ই সমান এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতেছেন। **শ্রেয়ান্** অর্থ প্রশস্ততর (অধিক প্রশস্ত), কারণ তাহা সাক্ষাৎ মোক্ষফলক অর্থাৎ তাহা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ হইয়া থাকে; **দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ**= দ্রব্যাদির দ্বারা উপলক্ষিত জ্ঞানবিরহিত সংসারফলক সকল প্রকার যজ্ঞ অপেক্ষা, **জ্ঞানযজ্ঞঃ**=জ্ঞান যজ্ঞ একাই, হে **পরন্তপ**!১ ইহা এইরূপ হইবার কারণ কি? (উত্তর) যে হেতু **সর্ব্বংকর্ম্ম**=ইষ্টি, পশু-সোম ও চয়নরূপ সে সমস্ত শ্রৌত কর্ম্ম আছে এবং উপাসনাদিরূপ যে সমস্ত স্মার্ত্ত কর্ম্ম আছে তৎসমুদয়ই **অখিলম্**=নিরবশেষ ভাবে **জ্ঞানে** অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানে **সমাপ্যতে**=সমাপ্ত হইয়া যায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধ ক্ষয়কে দ্বারা করিয়া তাহাতে পর্য্যবসিত হয়। অভিপ্রায় এই যে কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তির যাহা প্রতিবন্ধক তাহার নাশ হয়, আর তাহা করিয়াই কর্ম্ম চরিতার্থ হইয়া যায়।২ "ব্রাহ্মণগণ সেই এই আত্মাকে বেদানুবচন দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, দানের দ্বারা এবং অনশনরূপ তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"; "(জ্ঞানরূপ) ধর্ম্মের দ্বারা (কর্ম্মরূপ) পাপের অপনোদন করে" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে সমস্ত আশ্রমিক কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে, যে হেতু শ্রুতিমধ্যে জ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে যজ্ঞাদি পঠিত হইয়াছে; লৌকিক অশ্বের দৃষ্টান্তেও ইহা অবধারিত হয় (যেমন অশ্ব রথবাহনেই অপেক্ষিত হয় লাঙ্গলে তাহার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা লাঙ্গলবহন হয় না সেইরূপ বিদ্যার উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা আছে কিন্তু বিদ্যার ফল যে মোক্ষ তাহাতে কর্ম্মের কোন উপযোগিতা নাই" এই ন্যায় হইতে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের এই সূত্রসূচিত অধিকরণোক্ত নিয়ম হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়।৩—৩৩॥

ভাবপ্রকাশ—যদিও দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের কথা ২৮ শ্লোকে এক সঙ্গেই বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রভেদ অনেক। জ্ঞানযজ্ঞ ভিন্ন অন্য সবই কর্ম্মজ অর্থাৎ আত্মা কর্ত্তা এই বুদ্ধিতে অন্য সব যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র জ্ঞানযজ্ঞই 'আত্মা যে অকর্ত্তা' এই বোধে প্রতিষ্ঠিত। দ্রব্যযজ্ঞ প্রভৃতি চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং জ্ঞান যজ্ঞের জন্য অধিকারী করিয়া দেয়; কর্ম্মের লক্ষ্যই হইতেছে শুদ্ধি আনয়ন পূর্ব্বক জ্ঞানে পৌছাইয়া দেওয়া। ৩২-৩৩

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকে প্রণিপাত, তত্ত্বসম্বন্ধে বারংবার প্রশ্ন ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমায় উপদেশ দিবেন।৩৪

এতাদৃশজ্ঞানপ্রাপ্তৌ কোঽতিপ্রত্যাসন্ন উপায়ঃ? ইত্যুচ্যতে তদ্বিদ্ধীতি। "তৎ" সর্ব্বকর্ম্মফলভূতং জ্ঞানং"বিদ্ধি" লভস্ব,আচার্য্যান্ অভিগম্য তেষাং "প্রণিপাতেন" প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন, কোঽহং, কথং বদ্ধোঽস্মি, কেনোপায়েন মুচ্যেয়মিত্যাদি"পরিপ্রশ্নেন" বহুবিষয়েণ প্রশ্নেন,"সেবয়া" সর্ব্বভাবেন তদনুকূলকারিতয়া।১ এবং ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়পূর্ব্বকেণাবনতিবিশেষেণাভিমুখাঃ সন্তঃ "উপদেক্ষ্যন্তি" উপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি "তে" তুভ্যং "জ্ঞানং" পরমাত্মবিষয়ং সাক্ষান্মোক্ষফলং "জ্ঞানিনঃ" পদবাক্যন্যায়াদিমাননিপুণাঃ "তত্ত্বদর্শিনঃ" কৃতসাক্ষাৎকারাঃ।২ সাক্ষাৎকারবদ্ভিরুপদিষ্টমেব জ্ঞানং ফলপর্য্যবসায়ি ন তু তদ্রহিতৈঃ পদবাক্যমাননিপুণৈরপীতি ভগবতো মতম্, তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি (মুণ্ডক উঃ ১।২।১২)

অনুবাদ—এতাদৃশ জ্ঞানলাভের অতি নিকটবর্ত্তী উপায় কি তাহাই বলা হইতেছে—। **তৎ** = তাহা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলস্বরূপ সেই জ্ঞান **বিদ্ধি** = তুমি লাভ কর। (কিরূপে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে তাহার জন্য বলিতেছেন—) আচার্য্যের নিকট গিয়া **প্রণিপাতেন** = প্রকৃষ্টভাবে অর্থাৎ নম্র হইয়া যে পতন তাহাই প্রণিপাত। সুতরাং প্রণিপাত অর্থ দীর্ঘ নমস্কার ; তাহার দ্বারা। আমি কে ? কিরূপে বদ্ধ হইলাম ? কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারিব ?—ইত্যাদি প্রকার **পরিপ্রশ্নেন** = বহু বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা। **সেবয়া** = সেবার দ্বারা অর্থাৎ সকল রকমে তাঁহার অনুকূল (অভিপ্রেত) কার্য্য করিয়া।১ এই প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধিক্যপূর্ব্বক যে অবনতি বিশেষ তাহার প্রভাবে অভিমুখ হইয়া **উপদেক্ষ্যন্তি** = উপদেশের দ্বারা সম্পাদিত করিবেন **তে** = তোমাকে **জ্ঞানং** = পরমাত্মবিষয়ক সাক্ষাৎ মোক্ষফলক জ্ঞান **জ্ঞানিনঃ** = যিনি পদ, বাক্য এবং ন্যায়াদি প্রমাণে অভিজ্ঞ **তত্ত্বদর্শিনঃ** = যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।২ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন তিনি যে জ্ঞানের উপদেশ দেন তাহাই মোক্ষফলে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ তাহাই ফলজনক হয় কিন্তু যিনি পদ-বাক্য-প্রমাণ কুশল হইয়াও অর্থাৎ যিনি ব্যাকরণরূপ পদশাস্ত্রে এবং তর্করূপ প্রমাণশাস্ত্রে নিপুণ হইয়াও আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন নাই তাঁহার উপদেশ ফলপর্য্যবসায়ী হয় না—ইহাই ভগবানের মত ; ইহা—'**তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্**' অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি হস্তে সমিধ্ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর সমীপে, যাইবেন—এই শ্রুতিবাক্যের সহিত একরূপ অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্যই ভগবানের এইরূপ অভিমত বিষয়ে প্রমাণ। উক্ত শ্রুতিতেও শ্রোত্রিয় পদের অর্থে যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠপদের অর্থে যিনি

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

হে পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি; যেন অশেষাণি ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি অভেদেন দ্রক্ষ্যসি অর্থাৎ হে পাণ্ডব! যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আর বন্ধুবান্ধবাদির জন্য মোহে অভিভূত হইবে না এবং যদ্দারা সর্ব্বপ্রাণীকে স্বীয় আত্মায় এবং পরে স্বীয় আত্মাকেও আমাতে অভিন্নরূপে দর্শন করিবে।৩৫

শ্রুতিসংবাদি। তত্রাপি শ্রোত্রিয়মধীতবেদং ব্রহ্মনিষ্ঠং কৃতব্রহ্মসাক্ষাৎকারমিতি ব্যাখ্যানাৎ।৩ বহুবচনঞ্চেদমাচার্য্যবিষয়মেকস্মিন্নপি গৌরবাতিশয়ার্থং ন তু বহুত্ববিবক্ষয়া একস্মাদেব তত্ত্বসাক্ষাৎকারবত আচার্য্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সত্যাচার্য্যান্তরগমনস্য তদর্থমযোগাদিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪—৩৪ ॥

এবমতিনির্ব্বন্ধেন জ্ঞানোৎপাদেন কিং স্যাদত আহ যজ্‌জ্ঞাত্বেতি। যৎ পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানমাচার্য্যৈরুপদিষ্টং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য ওদনপাকং পচতীতিবং তস্যৈব ধাতোঃ সামান্য-বিবক্ষয়া প্রয়োগঃ ন পুনর্ম্মোহমেবং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ভ্রমং যাস্যসি হে পাণ্ডব!১ কস্মাদেবম্? যস্মাৎ যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি অশেষাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৩ এ স্থলে ইহা দ্রষ্টব্য যে আচার্য্য একজন মাত্রই অভিপ্রেত হইলেও মূল শ্লোকে (**জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ** এই পদে) যে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা অতিশয় গৌরবার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু আচার্য্যের বহুত্ব বিবক্ষিত নহে। কারণ যিনি তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন এতাদৃশ একটী আচার্য্যের নিকট হইতেই যদি তত্ত্বজ্ঞানোদয় সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যে অন্য আচার্য্যের নিকট যাওয়া অযুক্ত। ফলকথা এখানে বহুত্ব বিবক্ষিত নহে, কিন্তু উহা গৌরবার্থক।৪—৩৪॥

ভাবপ্রকাশ—যিনি তত্ত্ব **দর্শন** করিয়াছেন তিনিই জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দানে সমর্থ। এই উপদেষ্টা গুরুর সর্ব্বভাবে অনুকূলতা সম্পাদন করিলে তবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। দীর্ঘ নমস্কার, পরিপ্রশ্ন প্রভৃতি এই অনুকূলতারই জ্ঞাপক। শুধু কথার দ্বারা জ্ঞানোপদেশ করা সম্ভবপর নহে। শিষ্যের চিত্ত শ্রীগুরুর চিত্তের অনুকূল হইলেই শ্রীগুরুর জ্ঞান শিষ্যের চিত্তে সংক্রামিত হয়। ইহাই জ্ঞানলাভের উপায়। ৩৪

অনুবাদ—এইরূপে অতি নির্বন্ধ (আগ্রহ) সহকারে জ্ঞানোৎপাদন করিলে কি ফল হয়? এই জন্য বলিতেছেন—। হে পাণ্ডুনন্দন! **যৎ**=আচার্য্যোপদিষ্ট ঐ পূর্ব্ব কথিত জ্ঞান **জ্ঞাত্বা**=জানিলে অর্থাৎ লাভ করিলে পুনরায় আর এরূপ মোহ অর্থাৎ বন্ধুবধাদির জন্য ভ্রম প্রাপ্ত হইবে না। "ওদনপাকং পচন্তি" এইস্থলে যেমন সামান্য বিবক্ষায় ধাত্বর্থ সেই ধাতুরই কর্ম্ম হইয়াছে সেইরূপ "যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা" এ স্থলেও ধাতুর সামান্য বিবক্ষায় প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মভূত জ্ঞাধাত্বর্থ যে জ্ঞান তাহার দ্বারা সামান্য জ্ঞান আর 'জ্ঞাত্বা' ইহার দ্বারা বিশেষ জ্ঞান বিবক্ষিত হইয়াছে।১ এরূপ হইবার কারণ কি? যেহেতু **যেন ভূতানি**=পিতাপুত্র প্রভৃতি সমস্ত জীবকে যে জ্ঞানের প্রভাবে তুমি **অশেষেণ**=অশেষ-

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ।

চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ অসি. সর্ব্বং বৃজিনং জ্ঞানপ্লবেন এব সন্তরিষ্যসি অর্থাৎ যদি তুমি সমুদয় পাপী হইতেও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা সেই পাপসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।৩৬

স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি "আত্মনি" ত্বয়ি ত্বম্পদার্থেঽথোঽপি "ময়ি" ভগবতি বাসুদেবে তৎপদার্থে পরমার্থতো ভেদরহিতেঽধিষ্ঠানভূতে "দ্রক্ষ্যসি" অভেদেনৈব অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতস্যাভাবাৎ।২ মাং ভগবন্তং বসুদেবমাত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্বাজ্ঞাননাশেন তৎকার্য্যাণি ভূতানি ন স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩—৩৫ ॥

কিঞ্চ শৃণু জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্।—অপিচেদিত্যসম্ভাবিতাভ্যুপগমপ্রদর্শনার্থৌ নিপাতৌ—যদ্যপি অয়মর্থো ন সম্ভবত্যেব তথাপি জ্ঞানফলকথনায়াভ্যুপেত্যোচ্যতে।১ যদ্যপি ত্বং পাপকারিভ্যঃ "সর্ব্বেভ্যো"ঽপ্যতিশয়েন পাপকারী "পাপকৃত্তমঃ" স্যাস্তথাপি "সর্ব্বং বৃজিনং" পাপং অতিদুস্তরত্বেনার্ণবসদৃশং "জ্ঞানপ্লবেনৈব" নান্যেন, জ্ঞানমেব প্লবং পোতং কৃত্বা "সন্তরিষ্যসি" সম্যগনায়াসেন পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতত্বেন চ তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি।২

ভাবে অর্থাৎ স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিত অর্থাৎ স্ববিষয়ক অজ্ঞানবশতঃ কল্পিত ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব (তৃণগুচ্ছ) পর্য্যন্ত সকলকে **আত্মনি**=নিজের মধ্যে অর্থাৎ তোমার নিজের স্বরূপ যে ত্বং-পদার্থ তাহার মধ্যে **অথো**=এবং **ময়ি**=আমার মধ্যে ভগবান্ বাসুদেবের মধ্যে অর্থাৎ যাহা পারমার্থিক ভেদবিরহিত এবং যাহা সকলের অধিষ্ঠান সেই তৎপদার্থে **দ্রক্ষ্যসি**=অভিন্নভাবেই দেখিতে পাইবে, কারণ অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কল্পিত বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ কল্পিতবস্তু অধিষ্ঠানাতিরিক্ত নহে বলিয়াই অভেদ দৃষ্টি সম্ভব। অভিপ্রায় এই যে আমাকে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিলে সকল প্রকার অজ্ঞানের নাশ হইয়া যায় বলিয়া সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ যে প্রপঞ্চ তাহাও থাকিবে না।৩—৩৫॥

ভাবপ্রকাশ—অজ্ঞানই সব ভেদ-দর্শনের হেতু। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে অজ্ঞান কাটিয়া যায়; মোহ আর থাকে না, তখন আত্মাতেই সর্ব্বভূতের দর্শন হয়; আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদ তাহাও অনুভূত হয়। ৩৫

অনুবাদ—অধিক কি জ্ঞানের মাহাত্ম্য তুমি শুন -। "অপি" এবং "চেৎ" এই দুইটী নিপাত (অব্যয়) অসম্ভাবিত বিষয়ের অভ্যুপগমের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'যাহা সম্ভাবিত নহে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে তাহাও সম্ভব তথাপি' এইরূপ অর্থে ঐ দুইটী অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্জ্জুন যে সমস্ত পাপিষ্ঠগণ অপেক্ষাও পাপিষ্ঠতম যদিও এরূপ অর্থ সম্ভাবিত হইতেই পারে না তথাপি জ্ঞানের ফল নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহা অভ্যুপগম করিয়া (ধরিয়া লইয়া) ঐরূপ বলা হইতেছে।১ **যদ্যপি** যদি তুমি **সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ** সমস্ত পাপকর্ম্মকারিগণের অপেক্ষাও **পাপকৃত্তমঃ**= অত্যধিক পাপকারী হও তথাপি **সর্ব্বং**—সকল প্রকার **বৃজিনম্**=পাপ—যাহা অতিশয় দুস্তর বলিয়া

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥

হে অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।৩৮

বৃজিনশব্দেনাত্র ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্ম সংসারফলমভিপ্রেতম্, মুমুক্ষোঃ পাপবৎ পুণ্যস্যাপ্যনিষ্টত্বাৎ॥ ৩—৫৬॥

নন্থ সমুদ্রবত্তরণে কর্ম্মণাং নাশো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথেতি। "যথা এধাংসি" কাষ্ঠানি "সমিদ্ধঃ" প্রজ্জ্বলিতোঽ "গ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে" ভস্মীভাবং নয়তি, হে অর্জ্জুন! "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" পাপানি পুণ্যানি চাবিশেষেণ প্রারব্ধফলভিন্নানি "ভস্মসাৎ কুরুতে" তথা তৎকারণাজ্ঞানবিনাশেন বিনাশয়তীত্যর্থঃ।২ তথাচ শ্রুতিঃ; "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডকউঃ ২।২।৮) ইতি, "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু" (বেঃ দঃ ৪।১।১৩,১৪) ইতি চ সূত্রে।৪ অনারব্ধে পুণ্যপাপে নশ্যত এবেত্যত্র

সাগরের সমান তাহাও জ্ঞানপ্লবেনৈব = জ্ঞানরূপ প্লবের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ অন্য কিছুর দ্বারা নহে কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানকেই প্লব অর্থাৎ পোত করিয়া সন্তরিষ্যসি = বিনাক্লেশে এবং যাহাতে পুনরায় আর না ফিরিতে হয় এরূপভাবে তীর্ণ হইবে অর্থাৎ অতিক্রম করিবে।২ এস্থলে 'বৃজিন' শব্দে সংসার (জন্ম-মরণ) যাহার ফল সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম অভিপ্রেত, কারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট পাপের ন্যায় পুণ্য ও অনিষ্ট অর্থাৎ অনভিপ্রেত।৪—৩৬॥

অনুবাদ—আচ্ছা সমুদ্র পার হওয়ার মত যদি কর্ম্মসমুদ্র পার হওয়া যায় তাহা হইলে ত তাহার নাশ হইবে না—এইরূপ শঙ্কা করিয়া অন্য একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—।১ **সমিদ্ধঃ** = প্রজ্বলিত **অগ্নির্যথা** = অগ্নি যেমন **এধাংসি** = কাষ্ঠ সকলকে **ভস্মসাৎ কুরুতে** = ভস্মীভাবপ্রাপ্ত করায় হে অর্জ্জুন! **জ্ঞানাগ্নিঃ** = জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপ **সর্ব্বকর্ম্মাণি** = প্রারব্ধ (যাহা ফলপ্রদান করিতেছে তাদৃশ) কর্ম্ম ছাড়া পাপ ও পুণ্যরূপ সমস্ত কর্ম্মকেই অবিশেষে **তথা** = সেইভাবে **ভস্মসাৎকুরুতে** = ভস্মসাৎ করিয়া থাকে অর্থাৎ সেই কর্ম্মের কারণীভূত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া দেয়; ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। অর্থাৎ কর্ম্মের মূলীভূত অজ্ঞান এবং সমস্ত কর্ম্মকেই দগ্ধ করিয়া দেয়; কেবল যে সমস্ত কর্ম্ম প্রারব্ধফল অর্থাৎ বিপাকোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে সেইগুলি বাদ পড়িয়া যায়।২ এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য যথা—"সেই পরাবর (কার্য্যরূপে পর এবং কারণ রূপে অবর) পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটিলে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যায়"।৩ "ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে জ্ঞানের উত্তরকালীন পাপকর্ম্ম আর শ্লিষ্ট হয় না অর্থাৎ কর্ম্মাশয়ে সংস্কার জন্মাইতে পারে না এবং জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বকালীন পাপকর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, যেহেতু শ্রুতিমধ্যে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে" এবং "ধর্ম্মরূপ

সূত্রং "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেরিতি (বেঃ দঃ ৪।১।১৫) জ্ঞানোৎপাদকদেহারম্ভকাণান্ত তদ্দেহান্ত এব বিনাশঃ, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি (ছান্দোগ্য উঃ ৬।১৪।২) শ্রুতেঃ,"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে" ইতি (বেঃ দঃ ৪।১।০৯) সূত্রাচ্চ আধিকারিকাণান্ত যান্যেব জ্ঞানোৎপাদকদেহারম্ভকাণি তান্যেব দেহান্তরারম্ভকাণ্যপি ; যথা বশিষ্ঠাপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাম্। তথাচ সূত্রং ; "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (বেঃ দঃ ৩।৩।৩২) ইতি অধিকারোঽনেকদেহারম্ভং বলবৎ প্রারব্ধফলং কর্ম্ম, তচ্চোপাসকানামেব নান্যেষাং অনারব্ধফলানি নশ্যন্তি, আরব্ধফলানি তু যাবদ্ভোগসমাপ্তি তিষ্ঠন্তি, ভোগশ্চৈকেন দেহেনানেকেন বেতি ন বিশেষঃ। বিস্তরস্ত্বাকরে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৮—৩৭ ॥

পুণ্যকর্ম্মও এইরূপে জ্ঞানোৎপত্তির উত্তরকালীন হইলে শ্লিষ্ট হয় না আর তাহার পূর্ব্বকালীন হইলে বিনষ্ট হইয়া যায় ; এইরূপে শরীরপাত হইলেই বিদেহ কৈবল্য ঘটিয়া থাকে"—এই দুইটী বেদান্ত দর্শনের সূত্রও এ সম্বন্ধে প্রমাণ।৪ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বকালীন কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে অনারব্ধ অর্থাৎ যাহা ফল দিতে আরম্ভ করে নাই (যাহা বিপচ্যমান নহে) তাদৃশ পুণ্য ও পাপেরই নাশ হয়। এ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের সূত্রটী এইরূপ—"জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকালীন জন্মান্তরসঞ্চিত এবং ইহ জন্ম সঞ্চিত কর্ম্ম যাহা ফলভোগরূপ কার্য্য আরম্ভ করে নাই তাহাই নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ আরব্ধফল কর্ম্মের নাশ হয় না, যেহেতু তাহা অর্থাৎ শরীরপাত সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশের অবধি অর্থাৎ কারণ হইয়া থাকে"।৫ আর যে দেহে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই দেহটী যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে সেই কর্ম্মগুলি সেই দেহের অন্ত হইলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য যথা—"সেই জ্ঞানী ব্যক্তির ততক্ষণই বিলম্ব হয় যতক্ষণ না তাহার শরীরের উচ্ছেদ হয়, অনন্তর শরীরোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই সে মুক্ত হইয়া যায়" ইতি। "জ্ঞানী ব্যক্তি আরব্ধকার্য্য পুণ্য ও পাপকে কেবলমাত্র ভোগের দ্বারা শেষ করিয়া তদনন্তর মুক্তিলাভ করে"—বেদান্তদর্শনোক্ত এই সূত্রটীও এ বিষয়ে প্রমাণ।৬ আর আধিকারিকগণের অর্থাৎ যাঁহারা সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত আছেন, যেমন বশিষ্ঠ, অপান্তরতমা প্রভৃতি তাঁহাদের যে সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানোৎপাদক দেহের আরম্ভক অর্থাৎ যে দেহে তাঁহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই দেহ যে সমস্ত কর্ম্মের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে সেই কর্ম্মগুলিই তাঁহাদের দেহান্তরের আরম্ভক। এ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের সূত্রটীও এইরূপ—"আধিকারিকগণ যাবৎ তাঁহাদের অধিকার তাবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকেন"। এস্থলে অধিকার বলিতে যে কর্ম্ম অনেক দেহের আরম্ভক (জনক) এবং যাহা প্রারব্ধফলে সেইরূপ প্রবল কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। আর তাদৃশ কর্ম্ম কেবল উপাসকগণেরই হইয়া থাকে, অন্য কাহারও হয় না।৭ (ফলকথা যে সমস্ত কর্ম্ম ফলদান আরম্ভ করে নাই সেগুলিরই নাশ হয় আর যেগুলি ফলদান আরম্ভ করিয়াছে সেইগুলি যতক্ষণ না ভোগ সমাপ্তি হয় ততক্ষণ রহিয়া যায়। আর সেই কর্ম্মের যে ভোগসমাপ্তি তাহা একটী দেহেই হউক অথবা অনেক দেহেই হউক তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আকরে অর্থাৎ মূল গ্রন্থ (সভাষ্য) বেদান্ত দর্শনাদিতে দ্রষ্টব্য।৮—৩৭॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যতে। তৎ কালেন যোগসংসিদ্ধঃ সন্ আত্মনি স্বয়ম্ বিন্দতি অর্থাৎ ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই। যোগানুষ্ঠান সিদ্ধ ব্যক্তি যথাসময়ে তাহা স্বীয় অন্তঃকরণেই লাভ করিয়া থাকেন।৩৮
শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্, গুরূপদেশে বিশ্বাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই মুক্তিরূপ পরমশান্তি প্রাপ্ত হন।৩৯

যস্মাদেবং তস্মাৎ—। নহি জ্ঞানেন সদৃশং "পবিত্রং" পাবনং শুদ্ধিকরমন্য"দিহ" বেদে লোকব্যবহারে বা বিদ্যতে;—জ্ঞানভিন্নস্যাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বেন সমূলপাপনিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ কারণসদ্ভাবেন পুনঃপাপোদয়াচ্চ। জ্ঞানেন ত্বজ্ঞাননিবৃত্ত্যা সমূলপাপনিবৃত্তিরিতি তৎসমমন্যন্নবিদ্যতে।১ তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বেষাং কিমিতি ঝটিতি নোৎপদ্যতে তত্রাহ— "তৎ" জ্ঞানং, "কালেন মহতা যোগসংসিদ্ধঃ" যোগেন পূর্ব্বোক্তকর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নঃ "স্বয়মাত্মন্য"ন্তঃকরণে "বিন্দতি" লভতে, ন তু যোগ্যতামনাপন্নোঽন্যদত্তং স্বনিষ্ঠতয়া ন বা পরনিষ্ঠং স্বীয়তয়া বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ২—৩৮ ॥

ভাবপ্রকাশ—এই জ্ঞানের এমনই মহিমা যে ইহাকে অবলম্বন করিয়া পাপ সমুদ্র অনায়াসে পার হওয়া যায়; পূর্ব্বের সঞ্চিত যতই পাপকর্ম্ম থাকুক না কেন, এই জ্ঞান সকল সংস্কারকে দগ্ধ করিয়া দেয়; ইহাই এই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। ৩৬-৩৭

অনুবাদ—যেহেতু তত্ত্ব এইরূপ সেই কারণে **নহি জ্ঞানেন সদৃশং**=জ্ঞানের সদৃশ **পবিত্রম্** পাবন অর্থাৎ শুদ্ধিজনক অন্য কিছু **ইহ**=এখানে অর্থাৎ বেদে কিংবা লোকব্যবহারে **বিদ্যতে**=নাই। ইহার কারণ এই যে যাহা জ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা অজ্ঞাননিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, আর সেইজন্য তাহা পাপের মূলের সহিত পাপের নিবৃত্তি (উচ্ছেদ) করিতে পারে না। আর তাহা হইলে পাপের কারণ বিদ্যমান থাকায় পুনর্ব্বার পাপের উদয় হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানবলে অজ্ঞানের নাশ হইলে মূলের সহিত পাপের নিবৃত্তি হইয়া যায় এই কারণে তাহার সমান অন্য আর কিছুই নাই।১ সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞান যে শীঘ্র উদিত হয় না ইহার কারণ কি? তাহাতে বলিতেছেন **তৎ**=সেই আত্মবিষয়ক জ্ঞান **কালেন**=বহুকালে **যোগসংসিদ্ধঃ**=যে ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত কর্ম্মযোগের দ্বারা সংসিদ্ধ অর্থাৎ সংস্কৃত অর্থাৎ যোগ্যতাপন্ন হইয়াছেন তিনি **স্বয়ং আত্মনি**=নিজে নিজ মধ্যে **বিন্দতি**=লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু যে ব্যক্তি যোগ্যতালাভ করে নাই সে যে অন্য দত্ত নিজমধ্যে লাভ করে অথবা পরনিষ্ঠ জ্ঞান নিজের বলিয়া লাভ করে এরূপ নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।২—৩৮॥

ভাবপ্রকাশ—সত্যই জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকর বস্তু আর নাই। সকল পাপসংস্কার সমূলে বিনষ্ট করিতে একমাত্র জ্ঞানই সমর্থ। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শোধিত হইলে যথাকালে এই জ্ঞান নিজেই উদিত হয়। ৩৮

যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায়ঃ পূর্ব্বোক্তপ্রণিপাতাদ্যপেক্ষয়াপ্যাসন্নতর উচ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি।১ গুরুবেদান্তবাক্যার্থেষ্বিদমিত্থমেবেতি প্রমারূপাস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা, তদ্বান্ পুরুষো লভতে জ্ঞানং।২ এতাদৃশোঽপি কশ্চিদলসঃ স্যাৎ, তত্রাহ "তৎপরো" গুরূপাসনাদৌ জ্ঞানোপায়েঽত্যন্তাভিযুক্তঃ।৩ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদত আহ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন স "সংযতেন্দ্রিয়ঃ"।৪ য এবং বিশেষণত্রয়যুক্তঃ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যো মায়াবিত্বাদি-সম্ভবাদনৈকান্তিকোঽপি। শ্রদ্ধাবত্ত্বাদিস্ত্বৈকান্তিক উপায় ইত্যর্থঃ।৫ ঈদৃশেনোপায়েন জ্ঞানং লব্ধ্বা "পরাং" চরমাং "শান্তি"মবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিরূপাং মুক্তি"মচিরেণ তদব্যবধানেনৈ"বাধিগচ্ছতি" লভতে। যথা হি দীপঃ স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবান্ধকারনিবৃত্তিং করোতি ন তু কঞ্চিৎ সহকারিণমপেক্ষতে, তথা জ্ঞানমপি স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবাজ্ঞান-নিবৃত্তিং করোতি ন তু কিঞ্চিৎ প্রসঙ্খ্যানাদিকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ॥ ৬—৩৯॥

অনুবাদ—যে উপায়ের দ্বারা অবশ্যই জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে এবং যাহা পূর্ব্বকথিত (প্রণিপাতাদি) উপায় অপেক্ষাও অধিক আসন্ন তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—।১ গুরুবাক্যে এবং বেদান্তবাক্যে 'ইহা এইরূপই' এইপ্রকারের প্রমাস্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানস্বরূপ যে আস্তিক্য বুদ্ধি তাহার নাম শ্রদ্ধা। তাদৃশ **শ্রদ্ধাবান্**=শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি **লভতে জ্ঞানম্**=জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।২ এরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইলেও কেহ হয়ত অলস হইতে পারে; তাই বলিতেছে, **"তৎপরঃ"**=জ্ঞানের উপায় স্বরূপ যে গুরু উপাসনা প্রভৃতি তাহাতে যে ব্যক্তি অত্যন্ত অভিযুক্ত (সুনিপুণ)—।৩ শ্রদ্ধাবান্ এবং তৎপর হইলেও হয়ত কেহ অজিতেন্দ্রিয় হইতে পারে এইজন্য বলিতেছেন **'সংযতেন্দ্রিয়ঃ'**=যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত অর্থাৎ বিষয়রাশি হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছেন তিনিই সংযতেন্দ্রিয়।৪ যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিশেষণ বিশিষ্ট অর্থাৎ এই সকল গুণ যাঁহার আছে তিনি অবশ্যই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। আর পূর্ব্বে যে প্রণিপাতাদি উপায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইহা অপেক্ষা বাহ্য (বাহিরের অর্থাৎ দূরবর্ত্তী), আর তাহাতে মায়াবিতাও সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ কেহ কপটতা অবলম্বন করিয়াও বাহিরে প্রণাম অনুকূলতা দেখাইতে পারে; এই কারণে ইহা অনৈকান্তিক অর্থাৎ অনিশ্চিতফল। কিন্তু শ্রদ্ধাশীলতাদিরূপ উপায় ঐকান্তিক অর্থাৎ অবধারিত বা নিশ্চিতফল।৫ এতাদৃশ উপায়ের দ্বারা **জ্ঞানং লব্ধ্বা**=জ্ঞানলাভ করিয়া **পরাং শান্তিম্**=চরমা শান্তি অর্থাৎ অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যের নিবৃত্তিরূপ মুক্তি **অচিরেণ**=তাদৃশ কোনরূপ ব্যবধান বিনাই **অধিগচ্ছতি**=লাভ করিয়া থাকে। প্রদীপ যেমন উৎপন্ন হইয়াই অন্ধকারের নিবৃত্তি করে, তাহার জন্য আর কোন সহকারীর অপেক্ষা রাখে না জ্ঞানও সেইরূপ কেবলমাত্র নিজ উৎপত্তি দ্বারাই অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা আর প্রসংখ্যানাদি রূপ কোন সহকারীর অপেক্ষা রাখে না ইহাই ভাবার্থ।৬—৩৯॥

ভাবপ্রকাশ—শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ উপায়। পূর্ব্বে প্রণিপাত, সেবা প্রভৃতি যে সব উপায়ের কথা বলা হইয়াছে—তাহারা সব বহিরঙ্গ, কারণ কপটতা দ্বারাও ঐ সব উপায় অবলম্বিত

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন, ন চ পরঃ ন চ সুখং অস্তি অর্থাৎ গুরূপদেশানভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াক্রান্তচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এমন কি বৈষয়িকসুখও নাই ॥৪০

অত্র চ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ, কস্মাৎ ? "অজ্ঞোঽ"নধীতশাস্ত্রত্বেনাত্মজ্ঞানশূন্যঃ গুরুবেদান্তবাক্যার্থে ইদমেবং ন ভবত্যেবেতি বিপর্য্যয়রূপা নাস্তিক্যবুদ্ধিরশ্রদ্ধা তদ্বান- "শ্রদ্দধানঃ", ইদমেবং ভবতি নবেতি সর্ব্বত্র সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ "সংশয়াত্মা" "বিনশ্যতি" স্বার্থাদ্ভ্রষ্টো ভবতি ।১ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ বিনশ্যতীতি সংশয়াত্মাপেক্ষয়া ন্যূনত্বকথনার্থং চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রয়োগঃ ।২ কুতঃ ? সংশয়াত্মা হি সর্ব্বতঃ পাপীয়ান্, যতো "নায়ং" মনুষ্যলোকোঽস্তি বিত্তার্জ্জনাদ্যভাবাৎ ন পরলোকঃ স্বর্গমোক্ষাদিঃ ধর্ম্মজ্ঞানাদ্যভাবাৎ, "ন সুখং" ভোজনাদিকৃতং, "সংশয়াত্মনঃ" সর্ব্বত্র সন্দেহাক্রান্তচিত্তস্য ।৩অজ্ঞস্যাশ্রদ্দধনাস্য চ পরলোকো নাস্তি, মনুষ্যলোকো ভোজনাদিসুখঞ্চ বর্ত্ততে। সংশয়াত্মা তু ত্রিতয়-হীনত্বেন সর্ব্বতঃ পাপীয়ানিত্যর্থঃ ॥ ৪—৪০ ॥

হইতে পারে। শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপায়, এই শ্রদ্ধা হইতেই নিষ্ঠা বা তৎপরতা জন্মে ; এবং এই নিষ্ঠা হইতেই ইন্দ্রিয় সংযম সহজ ও স্বাভাবিক হয়। অজ্ঞানকে সমূলে ধ্বংস করে যে জ্ঞান তাহা হইতে মুক্তি পৃথক্ নহে ; এই জ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই। ৩৯

অনুবাদ—এ বিষয়ে কিন্তু সংশয় করা উচিত নহে। ইহার কারণ কি ? **অজ্ঞঃ**=শাস্ত্রাধ্যয়ন না করায় আত্মজ্ঞানশূন্য। **অশ্রদ্দধানঃ**=গুরুবাক্যে এবং বেদান্ত বাক্যের উপর 'ইহা এইরূপ হইতেই পারে না'—এইপ্রকার যে বিপর্য্যয়স্বরূপ নাস্তিক্য বুদ্ধি তাহার নাম অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধা যাহার আছে সে অশ্রদ্দধান। 'ইহা এইপ্রকার হইবে, না অন্যরূপ হইবে' এই প্রকারে যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে সন্দেহসঙ্কুলচিত্ত হয় সে **সংশয়াত্মা**=তাদৃশ ব্যক্তি **বিনশ্যতি**=বিনষ্ট হয় অর্থাৎ স্বার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ বিনশ্যতি" এইরূপে এইস্থানে দুইটী 'চ'কার ('চ'শব্দ) দিয়া দুইটী পদের প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সংশয়াত্মা অপেক্ষা অজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তির বিনাশ বিষয়ে কিছু ন্যূনতা আছে অর্থাৎ সংশয়াত্মা ব্যক্তি ইহাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ; তাহার স্বার্থভ্রংশ অবশ্যম্ভাবী ।২ ইহার কারণ কি ? (উত্তর)—যেহেতু সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পাপীয়ান ; যেহেতু **নায়ং লোকঽস্তি**=এই মনুষ্যলোকও নাই অর্থাৎ মনুষ্যলোকেও তাহার সুখ নাই কারণ সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না ; আর **ন পরঃ**=তাহার পরলোকও নাই, অর্থাৎ তাহার স্বর্গলাভ অথবা মোক্ষলাভও ঘটে না, কারণ তাহার ধর্ম্মজ্ঞানাদি নাই। অধিক কি **ন সুখং সংশয়াত্মনঃ**= সংশয়াত্মা ব্যক্তির ভোজনাদিজনিত সুখও নাই, যেহেতু সকল বিষয়েই তাহার চিত্ত সন্দেহাক্রান্ত ।৩ অজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তির কেবল পরলোক নাই ; কিন্তু মনুষ্যলোকে তাহার ভোজনাদি সুখ আছে। আর যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা তাহার তিনটীই না থাকায় অর্থাৎ তাহার ইহলোক, পরলোক ও আহার বিহারাদিজনিত সুখ এই তিনটীই অসম্ভব বলিয়া সে সর্ব্বাপেক্ষা পাপীয়ান্, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ।৪—৪০॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১॥

হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্ম্ম সকল তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিতে পারে না॥৪২

এতাদৃশস্য সর্ব্বানর্থমূলস্য সংশয়স্য নিরাকরণায়াত্মনিশ্চয়মুপায়ং বদন্নধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেতি।১ যোগেন ভগবদারাধনলক্ষণসমত্ববুদ্ধিরূপেণ সন্ন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন, যদ্বা পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্ন্যস্তানি ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যেন তং "যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণম্"।২ সংশয়ে সতি কথং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মত্বমত আহ "জ্ঞানসং ছিন্নসংশয়ং" জ্ঞানেনাত্মনিশ্চয়লক্ষণেন ছিন্নঃ সংশয়ো যেন তম্।৩ বিষয়পরবশত্বরূপপ্রমাদে সতি কুতো জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যত আহ "আত্মবন্তং" অপ্রমাদিনং সর্ব্বদা সাবধানম্, এতাদৃশমপ্রমাদিত্বেন জ্ঞানবন্তং জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ত্বেন যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি বৃথা চেষ্টারূপাণি বা ন নিবধ্নন্তি অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং বা শরীরং নারভন্তে হে ধনঞ্জয়!॥ ৫—৪১॥

ভাবপ্রকাশ—অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীনএবং সংশয়াত্মা—এই তিন প্রকারের লোক বিনষ্ট হয়। এই তিনের মধ্যে সংশয়াত্মাই নিকৃষ্ট—কারণ তাহার ইহলোক, পরলোক কিছুই নাই। শ্রদ্ধা না থাকিলেই সংশয় দেখা দেয়; সংশয় থাকিলে অজ্ঞান কাটে না—তাই অশ্রদ্ধাই বিনাশের কারণ। ৪০

অনুবাদ—সকল প্রকার অনর্থের মূল যে এতাদৃশ সংশয় তাহার নিরাকরণের উপায় হইতেছে আত্মনিশ্চয়; এই কথা বলিয়া ভগবান্ পূর্ব্বের দুইটী অধ্যায়ে পূর্ব্বাপর ভূমিকা ভেদে যে কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা বলিয়াছিলেন এক্ষণে তাহারই উপসংহার করিতেছেন—। **যোগ-সংন্যস্তকর্ম্মাণম্**=যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনারূপ সমত্ব বুদ্ধিযোগের দ্বারা কর্ম্ম সকলকে সন্ন্যস্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়াছেন। অথবা যোগের দ্বারা অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনরূপ যোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যস্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছেন—।২ যদি সংশয় বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে কিরূপে যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মত্ব হইতে পারে অর্থাৎ যোগের দ্বারা সন্ন্যস্ত হইতে পারে?—এই জন্য বলিতেছেন **জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্**=আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞানের দ্বারা যিনি সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন—।৩ ইহার উপর শঙ্কা হইতে পারে যে বিষয়াধীনতারূপ প্রমাদ (অনবধানতা) যাহার আছে তাহার কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন **"আত্মবন্তম্"**=যিনি অপ্রমাদী অর্থাৎ প্রমাদ বিশিষ্ট নহেন কিন্তু সতত সাবধান—।৪ এতাদৃশ যে ব্যক্তি যিনি প্রমাদ বিহীন বলিয়া জ্ঞানবান্, এবং যিনি জ্ঞান প্রভাবে সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন বলিয়া যোগসংন্যস্তকর্ম্মা হে ধনঞ্জয় তাঁহাকে **কর্ম্মাণি**=কর্ম্ম সকল অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকর্ত্তৃক লোক সংগ্রহার্থে অনুষ্ঠিত হয় অথবা যে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে বৃথা চেষ্টার সামিল সেই কর্ম্ম সকল

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২॥

তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ হে ভারত! উত্তিষ্ঠ অর্থাৎ অতএব হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর; হে ভরতবংশাবতংস তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।৪৩

যস্মাদেবং অজ্ঞানাদবিবেকাৎ সমুদ্ভূতমুৎপন্নং "হৃৎস্থং" হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং কারণস্যাশ্রয়স্য চ জ্ঞানে শত্রুঃ সুখেন হন্তুং শক্যতে ইত্যুভয়োপন্যাসঃ। "এনং" সর্ব্বানর্থমূলভূতং "সংশয়ং" "আত্মনো জ্ঞানাসিনা" আত্মবিষয়কনিশ্চয়খড়্গেন ছিত্ত্বা "যোগং" সম্যগ্দর্শনোপায়ং নিষ্কামকর্ম্ম "আতিষ্ঠ" কুরু। অত ইদানীমুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় হে ভারত! ভরতবংশে জাতস্য যুদ্ধোদ্যমো ন নিষ্ফল ইতিভাবঃ। স্বস্যানীশত্ববাধেন ভক্তিশ্রদ্ধে দৃঢ়ীকৃতে। ধীহেতুঃ কর্ম্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহৃতা॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং গীতার্থগূঢ়দীপিকায়াং ব্রহ্মার্পণযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ন নিবধ্নন্তি=নিবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার অনিষ্ট (অনভিপ্রেত), ইষ্ট (অভিপ্রেত) কিংবা ইষ্টানিষ্টরূপ মিশ্র শরীর উৎপাদন করিতে পারেনা ৫—৪১॥

অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ, অতএব **অজ্ঞানসম্ভূতম্**=যাহা অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেক হইতে উৎপন্ন **হৃৎস্থম্**=যাহা হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে;—এই দুইটী বিশেষণ দিবার তাৎপর্য্য এই যে শত্রুর কারণ (উৎপত্তিস্থান) এবং আশ্রয় জ্ঞাত হইলে তাহাকে অনায়াসে বধ করা যায়—**এনম্ সংশয়ম্**=সকল প্রকার অনর্থের মূলীভূত সেই সংশয়কে **জ্ঞানাসিনা**=আত্মার স্বরূপ জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা অর্থাৎ আত্মবিষয়ক নিশ্চয়রূপ খড়্গ দিয়া **ছিত্ত্বা** ছেদন করিয়া তুমি **যোগম্**=সম্যক্ দর্শনের (আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের) উপায় স্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম **আতিষ্ঠ**=অনুষ্ঠান কর। আর এই জন্যই হে ভারত! তুমি **উত্তিষ্ঠ**=এক্ষণে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হও। তুমি ভরতের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে; তোমার যুদ্ধোদ্যোগ বিফল হইবার নহে, ইহাই ভাবার্থ।—এই অধ্যায়ে ভগবান্ নিজের অনীশ্বরত্বাধিত করিয়া জীবের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার উপরে জীবের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কর্ত্তব্য—ইহা বলিয়াছেন এবং ভগবান্ আত্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ কর্ম্ম-নিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন অর্থাৎ উপসংহারে বলিয়াছেন যে অবিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠাই জ্ঞান লাভের উপায় ১—৪২॥

ভাবপ্রকাশ—বিচারের দ্বারা, বিবেকের দ্বারা, অজ্ঞানপ্রসূত সংশয়কে সমূলে ছেদন করিয়া যুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। যোগই কর্ম্মার্পণ বা কর্ম্মসন্ন্যাস আনিয়া দেয়। যুক্ত হইতে পারিলে, কর্ম্ম প্রকৃতভাবে অর্পিত হইলে, অর্থাৎ সংন্যস্তকর্ম্মা হইলে কর্ম্ম আর বন্ধন ঘটায় না। বিচারাত্মক জ্ঞান এবং যোগ—ইহারাই কর্ম্মভূমির সাধন। ৪১-৪২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা নামক টীকায় **ব্রহ্মার্পণ যোগনামক** চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥